تفسير انوار القرآن

তাফসীরে
আনওয়ারুল কুরআন

৫

[২১তম পারা থেকে ২৫তম পারা পর্যন্ত]

রচনা ও সংকলনে

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
তাফসীরে জালালাইন শরীফের অনুবাদক
লেখক, গবেষক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন (৫ম খণ্ড)

রচনা ও সংকলনে ◈ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

প্রকাশক ◈ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

শব্দবিন্যাস ◈ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণে ◈ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
২৮/ এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

হাদিয়া ◈ ৫৫০.০০ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين. والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين امابعد! : فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم "وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون" وقال رسول الله ﷺ: تركت فيكم امرين ماتمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا: كتاب الله وسنتي.

প্রথমে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি রহমান ও রহীম। যার দয়া অফুরন্ত ও অসীম। যিনি আমাদের উপর আপন অনুগ্রহে বেহিসাব নায-নিয়ামত দান করেছেন। বিশেষ করে অধম কে স্বীয় কালামে পাকের ব্যখ্যাগ্রন্থ 'তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন' রচনার তৌফিক দিয়েছেন।

আম্মা বাদ :

দুনিয়াবি ও উখরবি জিন্দেগিতে মানবতার শাশ্বত মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন যুগে যুগে বহু নিদর্শনাবলি পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। কখনো বা পৃথিবীবাসীকে অপার দয়া-রহমত আবার কখনো বেদনাদায়ক আজাব-শাস্তির স্বাদ চাখিয়েছেন। কখনো বা নিজ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলির অবলোকন করিয়েছেন। সময়ে সময়ে আদেশ-নিষেধ সম্বলিত সহীফা ও কিতাব অবতারণ করেছেন। এতসব কিছুর লক্ষ্য একটাই, মানুষের বিকার মস্তিষ্কে যেন বোধের উদয় ঘটে। দুনিয়া, নফস ও শয়তানের ফাঁদ এড়িয়ে এক ইলাহে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। মহিয়ান গরিয়ান রাব্বুল আ'লামীনের মানশা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখেরাতে সিদ্ধকাম হতে পারে। কিন্তু কোনটি যে তামাম জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ– তা তো এই নগণ্য জিন ও ইনসান সম্প্রদায়ের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়! তাহলে এখন উপায় কী হবে? এরই ধারাবাহিকতায় আখেরি উম্মতের জন্য রাব্বানার পক্ষ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ অবতীর্ণ করা হয় খোলাচিঠি 'আল-কুরআন'।

এই আল-কুরআনকে বলা হয় আদর্শ জীবন বিধান। এর মাঝে রয়েছে বৈচিত্র্যময় ও শতবাকধারী জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা। বিশ্বাসগত, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক– সকল বিষয়ে রয়েছে সর্বযুগের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য মৌলিক নীতিমালা। এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি যুগের সমসাময়িক সমস্যার সমাধানও তো কুরআনের মূলনীতি থেকেই উদ্ভাবিত হয়। তাছাড়া নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া শুদ্ধ হয় না। শুধু তাই না কুরআনের অনুকরণ ছাড়া জিন্দেগির সফলতাও সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে সারওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন– 'তোমাদের মাঝে আমি এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা ধরে থাকলে আমার পরে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত।' (মুসনাদে আহমাদ : ৪/৫০)

✦ বলা বাহুল্য, আমল, আখলাক, কথাবার্তা, চাল-চলন তথা বৈষয়িক জীবনে অনুপম আদর্শে সাহাবায়ে কেরামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের মূল হেতু কিন্তু এই আল কুরআনের অনুধাবন ও অনুকরণ। এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন–

كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا اِذَا تَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزْهُنَّ حَتّٰى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ وَالْعَمَلَ بِهِنَّ

"আমাদের মাঝে কেউ যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন তিনি সেগুলোর অর্থ অনুধাবন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ব্যতীত সেগুলোকে অতিক্রম করতেন না। (তাফসীরে তাবারী : ১/ ২৭; বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৬ হিজরি)। সাহাবায়ে কেরাম তো আখেরি নবীর সোহবত পেয়ে ধন্য হয়েছেন। সময়ে সময়ে কুরআনের আয়াত অবতারণের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট আলোকন করেছেন। তার উপর আবার অবোধগম্য বিষয়াবলি নিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে আলোচনা করে সমাধান করে নিতে পেরেছেন। কিন্তু আমরা কীভাবে কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করব? সংকীর্ণ মেধাতে ইলাহী কালাম অনুধাবন করার সাধ্য কার? এর প্রেক্ষিতেই তাফসীর শাস্ত্রের বিকাশ। এর সূচনাটাও হয়েছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে। প্রথমত হযরত মুহাম্মদ ﷺ তো ছিলেন কুরআনেরই জীবন্ত ব্যাখ্যাপুরুষ। তাঁর পবিত্র জীবনে এই কুরআনই তো নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত হয়েছিল। তাই তো উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) সাহাবাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন– 'তিনি তো সাক্ষাৎ কুরআন।' দ্বিতীয়ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরআনকে মানুষের সামনে তুলে ধরা তো ছিল রাসূল ﷺ-এর গুরুদায়িত্বসমূহের অন্যতম। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ -

"আমি তোমার প্রতি এক স্মরণিকা (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি, যেন তা তুমি মানুষের জন্য বয়ান তথা ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা : নাহল; আয়াত : ৪৪; পারা : ১৪)

সারকথা, তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমেই সূচিত হয়েছে এবং এটাও উপলব্ধ যে, তাফসীর হলো আল-কুরআনেরই বিশ্লেষিত রূপ। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া কুরআনের মর্ম মর্মে অনুধাবন করা অতঃপর তদনুযায়ী অনুকরণ, অনুসরণ সম্ভব নয়। তাই তো আল্লামা যারকাশী (র.) আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন (১/৩৩) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন-

هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهٖ فَهْمُ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ عَلٰي نَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ ﷺ وَبَيَانُ مَعَانِيْهِ وَاسْتِخْرَاجُ اَحْكَامِهٖ وَحِكَمِهٖ -

অর্থাৎ এটা এমন এক বিজ্ঞানের নাম, যার দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব অনুধাবন, তার অর্থের ব্যাখ্যা ও আয়াতের বিধি-বিধান এবং এর রহস্য জানা যাবে।

আর ড. মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী (র.) আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসিসরূন (১/১৫-১৬; কায়রো : মাকতাবা ওয়াহাবা; ১৪১৬ হি.) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন– بَيَانُ كَلَامِ اللّٰهِ اَوْ اَنَّهُ الْمُبَيِّنُ لِاَلْفَاظِ الْقُرْاٰنِ وَمَفْهُوْمَاتِهَا অর্থাৎ, (এটা) আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা অথবা এটা কুরআনের শব্দমালা ও ভাবসমূহের সুস্পষ্টকারী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানব জীবনে দু'জাহানের শান্তি-সুখ ও সফলতা লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আল-কুরআনের, ঠিক তেমনি কুরআন অনুধাবনের জন্য তাফসীর শাস্ত্রে প্রয়োজন।

✦ ইসলামিয়া কুতুবখানা -এর উদ্যোগে ইতঃপূর্বে আনওয়ারুল কুরআন নামক পবিত্র কুরআনের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সূরা বাকারা, নিসা, মায়িদা, আন'আম, আ'রাফ, আনফাল ও তাওবা -এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু সূরার সরল অনুবাদ, শাব্দিক অনুবাদ, ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এবং শানে নুযূলসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এর আঙ্গিকে গ্রন্থটি সাজানো হয়েছিল। সহজ ও সরল পাঠে প্রয়োজনীয় তবে নির্ভুল তত্ত্বে উপস্থাপিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আনওয়ারুল কুরআন পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তাদের আকুলিত হৃদয়ের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কুরআনের একটি যুগোপযোগী তাফসীর গ্রন্থ রচনার বিষয়টি সামনে আসে। এরই প্রেক্ষিতে ইসলামিয়া কুতুবখানার সত্ত্বাধিকারী আলহাজ মাওলানা মোস্তফা সাহেব (দা. বা.) কুরআনের খেদমত করার মনস্থ করত আমাকে

আনওয়ারুল কুরআনের আদলে একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানান। কিন্তু কুরআনের এত বড় খেদমত করতে গিয়ে না জানি কলঙ্কের ছোঁয়া লাগে– এই ভয়ে আমি অনুরোধে সাড়া দিচ্ছিলাম না। কিন্তু মাওলানা সাহেবও খেদমত করার সুযোগ হাতছাড়া করার ব্যক্তি নন। অবশেষে তাঁর অনুরোধকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানালাম। মূলত তাঁর দিলের তড়পেই আমি এ খেদমতে হাত লাগালাম। তাফসীর গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আনওয়ারুল কুরআনের রচনা কাঠামোর আলোকে রচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আশরাফ আলী থানবী (র.) -এর তরজমার অনুকরণ করা হয়েছে। এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) এর মা'আরিফুল কুরআন কে অনুসরণ করা হয়েছে। আর তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) -এর মা'আরিফুল কুরআনকে সামনে রাখা হয়েছে। এছাড়াও তাফসীরে নূরুল কুরআন, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী, ইবনে কাছীর ও তাফসীরে মাজহারীর গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনাও সমভাবে উপাত্ত হয়েছে। দীর্ঘদিনের মেহনতের বদৌলতে তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন আজ প্রকাশের পথে, তাই এ আনন্দঘন মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি পাবলিকেশনের জগতে অনুকরণীয় আদর্শ আলেমে দীন আলহাজ মাওলানা মোস্তাফা সাহেব (দা. বা.) -এর জন্য দোয়া করি– 'আল্লাহ! হযরতকে সিহহাত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁর সমস্ত দীনি খেদমত ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুন।' এবং যারা আমাকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা, মূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্যও দোয়া করি– 'হে আল্লাহ! তাদেরকে উত্তম জাযা ও খায়ের দান করুন এবং এই তাফসীর গ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে সর্বস্তরের পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে কবুল করে নিন।' পরিশেষে কবিতার চরণে ইতি টানছি–

ওফাতের পরে আমি, জাহানের একক স্বামী,
তোমারি আদালতে, হাজির হব যবে।
হিসেবের খাতায় লিখে, রেখো গো যতন করে,
অধমের গ্রন্থখানি, হে দয়াময়! তবে।

মোহাম্মাদ আবুল কালাম মাসুম
সেভভিউ– ১
হাসনাবাদ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
০৭/০৭/২০১৪ ইং
৮ রমাজানুল মুবারক

যাদের নিরলস প্রচেষ্টায়
এ আনওয়ারুল কুরআনটি আলোর মুখ দেখেছে

- মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম
  ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ আনওয়ারুল হক
  সিনিয়র সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
- মাওলানা আব্দুল আলীম
  উস্তাদ, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইদারাতুল উলূম, আফতাব নগর, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ আকবর হোসাইন
  ফাযেল দারুল উলূম হাটহাজারী চট্টগ্রাম।
- মাওলানা রফিকুল ইসলাম সিরাজী
  ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।
  সাবেক উস্তাদ, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
  ৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ মাহমূদ হাসান
  উস্তাদ, মাদরাসা উলূমে শরী'আহ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ এনামুল হাসান
  উস্তাদ, মাদরাসা নূরুল কুরআন, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দিন
  মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া মোহাম্মাদিয়া মোহাম্মদনগর, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান
  ফাযেলে দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরী পাড়া, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- মাওলানা হাফেজ ইমাম উদ্দীন
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- মাওলানা মোহাম্মদ মোবারক হোসাইন
  সাবেক শিক্ষক, আল ফারুক ইসলামিয়া একাডেমি চাটখিল, নোয়াখালী।

সূচিপত্র

সূরা সা-ফফাত-২২৩

সূরা সোয়া-দ-৩৮১

সূরা যুমার-৪১৫

পারা- ২৪ : ৪৩৪-৫৩৬

সূরা মু'মিন-৪৫৫

সূরা হা-মীম সাজদাহ-৫০৪

পারা- ২৫ : ৫৩৭-৬৪৮

সূরা শূরা-৫৪১

সূরা যুখরুফ-৫৭৭

সূরা দুখান-৬১৫

সূরা জাছিয়াহ-৬৩২

পারা : ২১

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. [হে মোহাম্মদ!] যে গ্রন্থ আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে, আপনি তা পাঠ করতে থাকুন এবং নামাজের পাবন্দি করুন; নিশ্চয় নামাজ নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত রাখে; আর আল্লাহর স্মরণই উত্তম বস্তু এবং আল্লাহ তোমাদের সকল কাজই অবগত আছেন।

وَلَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِالَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۴۶﴾

৪৬. আর তোমরা কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করো না শোভনীয় পদ্ধতি ব্যতীত, কিন্তু তাদের মধ্যে যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে [তবে যথোচিত উত্তর দিতে পার], আর তোমরা এরূপ বল, আমরা এ কিতাবের প্রতিও ঈমান রাখি যা আমাদের উপর নাজিল হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা তোমাদের প্রতি নাজিল হয়েছে, আর [তোমরাও স্বীকার কর যে,] আমাদের ও তোমাদের মা'বূদ এক, আর আমরা তো তাঁর আনুগত্য করছি।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۚ وَمِنْ هٰۤؤُلَآءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. এবং এরূপেই আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি; সুতরাং যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি, তারা এর উপর ঈমান আনে, আর এ [মুশরিক] লোকদের কতিপয় এমন আছে, যারা এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনে; বস্তুত আমার আয়াতসমূহকে কাফেররা ব্যতীত আর কেউ অস্বীকার করে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৫. اُتْلُ (হে মুহাম্মদ!) আপনি তা পাঠ করতে থাকুন مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ যে গ্রন্থ আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ এবং নামাজের পাবন্দি করুন اِنَّ الصَّلٰوةَ নিশ্চয় নামাজ تَنْهٰى বিরত রাখে عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ নির্লজ্জ ও অশোভনীয় কাজ হতে وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ আর আল্লাহর স্মরণই উত্তম বস্তু وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ এবং আল্লাহ তোমাদের সকল কাজই অবগত আছেন।

৪৬. وَلَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ আর তোমরা কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করো না اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ শোভনীয় পদ্ধতি ব্যতীত اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ কিন্তু তাদের মধ্যে যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে وَقُوْلُوْۤا আর তোমরা এরূপ বল اٰمَنَّا আমরা ঈমান রাখি بِالَّذِيْۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا এই কিতাবের প্রতিও যা আমাদের উপর নাজিল হয়েছে, وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা তোমাদের প্রতি নাজিল হয়েছে وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ আমাদের ও তোমাদের মা'বূদ এক وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ আর আমরা তাঁর আনুগত্য করছি।

৪৭. وَكَذٰلِكَ এবং এরূপেই اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ আমি আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছি فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ সুতরাং যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ তারা এর উপর ঈমান আনে وَمِنْ هٰۤؤُلَآءِ আর এই (মুশরিক) লোকদের কতিপয় এমন আছে مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ যারা এই কিতাবের প্রতি ঈমান আনে وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ বস্তুত আমার আয়াত সমূহকে আর কেউ অস্বীকার করে না اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ কাফেররা ব্যতীত।

** (এতে প্রমাণিত হলো যে, কোনো যৌক্তিক প্রমাণই নেই। আর যদি কোনো কিতাবী প্রমাণ থাকে, তবে) আমার সম্মুখে উপস্থিত কর এই কুরআনের পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থ অথবা অপর কোনো নির্ভরযোগ্য মৌখিক বর্ণিত বাণী (যা গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয়নি) যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤﴾
৫. আর (এটা স্পষ্ট যে, এরূপ প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি। অতএব,) সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক পথভ্রষ্ট, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন মা'বূদকে ডাকে- যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? অধিকন্তু তারা তাদের ডাকের খবরও রাখে না।	وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٥﴾
৬. আর যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে, তখন তারা (ঐ উপাস্যগণ) তাদের (উপাসকদের) শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের উপাসনা করার বিষয়টি অস্বীকার করে বসবে।	وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿٦﴾
৭. আর যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো তাদের সম্মুখে পঠিত হয়, তখন এ অবিশ্বাসীরা এ সত্য বাণী সম্বন্ধে যখন তা তাদের নিকট পৌঁছে এরূপ বলে যে, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

** اِئْتُوْنِيْ আমার সম্মুখে উপস্থিত কর بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ এই কুরআনের পূর্ববর্তী কোনো গ্রন্থ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ অথবা অপর কোনো নির্ভরযোগ্য মৌখিক বর্ণিত বাণী اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৫. وَمَنْ اَضَلُّ আর কে অধিক পথভ্রষ্ট مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন মা'বূদকে ডাকে مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ অধিকন্তু তারা তাদের ডাকের খবরও রাখে না।

৬. وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ আর যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً তখন তারা তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ এবং তাদের উপাসনা করার বিষয়টি অস্বীকার করবে।

৭. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ আর যখন তাদের সম্মুখে পঠিত হয় اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তখন এ অবিশ্বাসীরা এরূপ বলে যে لِلْحَقِّ এই সত্য বাণী সম্বন্ধে لَمَّا جَآءَهُمْ যখন তা তাদের নিকট পৌঁছে هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

৫২. আপনি বলে দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট, তিনি সমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন। যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে; আর যারা মিথ্যা কথার উপর বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহ তা'আলার [বাণীসমূহের] প্রতি অবিশ্বাসী, তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত।	قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. قُلْ আপনি বলে দিন كَفٰى بِاللّٰهِ আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ আমার ও তোমাদের মধ্যে شَهِيْدًا সাক্ষীরূপে يَعْلَمُ তিনি সমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা বিশ্বাস রাখে بِالْبَاطِلِ মিথ্যা কথার উপর وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ, এবং আল্লাহ তা'আলার (বাণী সমূহের) প্রতি অবিশ্বাসী اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ .... وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ [৪৫]

শানে নুযূল : জনৈক আনসারী গোলাম নবী করীম ﷺ -এর সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করত। কিন্তু এমন কোনো অপরাধ নেই যা সে করত না। লোকেরা তার ব্যাপারে নবী করীম ﷺ -কে জানালে তিনি উত্তর দিলেন যে শীঘ্রই তার নামাজ তাকে সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। ঠিকই অল্প কিছু দিন পরই সে সকল পাপ থেকে তওবা করে পরিপূর্ণ মুসলমান হয়ে যায়। তখন নবী ﷺ -এর কথার সত্যায়নে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ............ وَذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ. (৫১)

শানে নুযূল : মুসলমানদের কিছু লোক একবার কিছু কিতাব নিয়ে এলো। যাতে ইহুদিদের থেকে শুনা কিছু কথা লেখা ছিল। তাতে নবী করীম ﷺ বললেন, সে জাতি কতইনা পথভ্রষ্ট, যারা নিজেদের নবীর আনীত কথা ছেড়ে বিকৃত কথা নিয়ে আসে। যেসব কথা অন্য কোনো নবী নিয়ে এসেছিল ও তা মানুষ কর্তৃক বিকৃত করা হয়েছে এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ. [৪৮]

শানে নুযূল : হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন যে, আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত অস্বীকার করত এবং প্রতারণা মূলক ভাবে একথা বলত যে, আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ -এর উম্মী হবেন। তিনি লিখতে এবং পড়তে পারবেন না। তিনি তো পড়তে পারেন। সুতরাং তিনি নবী হতে পারেন না। তাদের সন্দেহ ও সংশয় বিস্তার মূলক এ দাবি নিছক ভ্রান্ত। এর নিরসন কল্পে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ৩১২/১৩]

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا............ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ - (৫২)

শানে নুযূল : ৫২. কা'আব বিন আশরাফ ও তার সঙ্গী সাথিরা বলে ছিল যে, হে মুহাম্মদ! আপনি যে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত রাসূল, সে জন্যে সাক্ষী কে? তখন তাদের সে প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

اُتْلُ مَآ اُوْحِىَ اِلَيْكَ -পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের আলোচনা ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান ঔদ্ধত্য কাফের এবং তাদের উপর বিভিন্ন রকম আজাবের বর্ণনা ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুমিনদের জন্যে সান্ত্বনাও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বিরোধীদলের কেমন নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং এ বিষয়ের শিক্ষাও রয়েছে যে, তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোনো অবস্থাতেই সাহস হারানো উচিত না।

মানব সংশোধনের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দাওয়াতের একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র বলে দেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাপত্র পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ সুগম হয়ে যায় এবং

এই পথে অভ্যাসগতভাবে যত বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়, সব দূর হয়ে যায়। এই অমোঘ ব্যবস্থাপত্রের দু'টি অংশ আছে, কুরআন তেলাওয়াত করা ও নামাজ আদায় করা। উম্মতকে উভয় বিষয়ের অনুবর্তী করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু উৎসাহ ও জোর দানের জন্যে উভয় বিষয়ের নির্দেশ প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেওয়া হয়েছে, যাতে উম্মতের আগ্রহ বাড়ে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কার্যগত শিক্ষার ফলে তাদের পক্ষে আমল করা সহজ হয়ে যায়।

তন্মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত তো সব কাজের প্রাণ ও আসল ভিত্তি। এরপর নামাজকে অন্যান্য ফরজ কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করার এই রহস্যও বর্ণিত হয়েছে যে, নামাজ স্বকীয়ভাবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং ধর্মের স্তম্ভ। এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি নামাজ কায়েম করে, নামাজ তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আয়াতে ব্যবহৃত فَحْشَاءُ শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজ, যাকে মু'মিন কাফের নির্বিশেষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে; যেমন ব্যভিচার, অন্যায় হত্যা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে مُنْكَرٌ এমন কথা ও কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরিয়ত বিশারদগণ একমত। কাজেই ফিকহবিদগণের ইজতিহাদী মতবিরোধের ব্যাপারে কোনো এক দিককে مُنْكَرٌ বলা যায় না। فَحْشَاءُ ও مُنْكَرٌ শব্দদ্বয়ের মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ দাখিল হয়ে গেছে। যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে মন্দ এবং সৎকর্মের পথে সর্ববৃহৎ বাধা।

নামাজ যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, এর অর্থ : একাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসদৃষ্টে অর্থ এই যে, নামাজের মধ্যে বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে। যে ব্যক্তি নামাজ কায়েম করে, সে গোনাহ্ থেকে মুক্ত থাকে, তবে শর্ত এই যে, শুধু নামাজ পড়লে চলবে না; বরং কুরআনের ভাষা অনুযায়ী اِقَامَتْ صَلٰوةْ হতে হবে। اِقَامَتْ এর শাব্দিক অর্থ সোজা খাড়া করা। যাতে কোনো একদিকে ঝুঁকে না থাকে। তাই اِقَامَتْ صَلٰوةْ এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে নামাজ আদায় করেছেন এবং সারা জীবন মৌখিক শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেভাবে নামাজ আদায় করা। অর্থাৎ শরীর, পরিধানবস্ত্র নামাজের স্থান পবিত্র হওয়া, নিয়মিত জামাতে নামাজ পড়া এবং নামাজের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সুন্নত অনুযায়ী সম্পাদন করা। এগুলো প্রকাশ্য রীতিনীতি। অপ্রকাশ্য রীতিনীতি এই যে, আল্লাহর সামনে এমনভাবে বিনয়াবনত ও একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো যেন তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এভাবে নামাজ কায়েম করে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সৎকর্মের তাওফীক প্রাপ্ত হয় এবং যাবতীয় গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীকও। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাজ পড়া সত্ত্বেও গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে না, বুঝতে হবে যে, তার নামাজের মধ্যেই ত্রুটি বিদ্যমান। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ এই আয়াতের অর্থ কি? তিনি বললেন, مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلٰوتُهٗ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلٰوةَ لَهٗ অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে তার নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে না, তার নামাজ কিছুই নয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার নামাজের আনুগত্য করে না, তার নামাজ কিছুই নয়। বলাবাহুল্য, অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকাই নামাজের আনুগত্য।

হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, যার নামাজ তাকে সৎকর্ম সম্পাদন করতে এবং অসৎকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ না করে, তার নামাজ তাকে আল্লাহ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

ইবনে কাসীর উপরিউক্ত তিনটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন, এগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি নয়; বরং হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি। আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে তাঁরা এসব উক্তি করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকাল হলে চুরি করে। তিনি বললেন, সত্বরই নামাজ তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে। -(ইবনে কাসীর) কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরও আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই কথার পর সেই ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তওবা করে নেয়।

একটি সন্দেহের জওয়াব : এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে নামাজের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গোনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয় কি?

এর জওয়াবে কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত থেকে এতটুকু জানা যায় যে, নামাজ নামাজিকে গোনাহ করতে বাধা প্রদান করে; কিন্তু কাউকে কোনো কাজ করতে বাধা প্রদান করলে সে তা থেকে বিরতও হবে, এটা জরুরি নয়। কুরআন হাদীসও তো সব মানুষকে গোনাহ করতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক মানুষ এই নিষেধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই গোনাহ্ করতে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, নামাজের নিষেধ করার অর্থ শুধু আদেশ প্রদান করা নয়; বরং নামাজের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে যে, যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে, সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক প্রাপ্ত হয়। যার এরূপ

তাওফীক হয় না, চিন্তা করলে প্রমাণিত হবে যে, তার নামাজে কোনো ত্রুটি রয়েছে এবং সে নামাজ কায়েম করার যথার্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস থেকে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়।

وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ -অর্থাৎ, আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তোমাদের সব ক্রিয়াকর্ম জানেন। এখানে 'আল্লাহর স্মরণ'-এর এক অর্থ এই যে, বান্দা নামাজে অথবা নামাজের বাইরে আল্লাহকে যে স্মরণ করে, তা সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ ওয়াদা অনুযায়ী স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশও স্মরণ করেন।

(فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ) আল্লাহর এই স্মরণ ইবাদতকারী বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে এই দ্বিতীয় অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে-জারীর ও ইবনে-কাসীর একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, নামাজ পড়ার মধ্যে গোনাহ থেকে মুক্তির আসল কারণ হলো আল্লাহ স্বয়ং নামাজির দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে স্মরণ করেন। এর কল্যাণেই সে গোনাহ থেকে মুক্তি পায়।

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

-অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক কর। উদাহরণত: কঠোর কথাবার্তার জওয়াব নম্র ভাষায়, ক্রোধের জওয়াব সহনশীলতার সাথে এবং মূর্খতাসুলভ হট্টগোলের জওয়াব গাম্ভীর্যপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে দাও।

اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا - কিন্তু যারা তোমাদের প্রতি জুলুম করে তোমাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ নম্র কথাবার্তা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মোকাবিলায় ক্রোধ ও হঠকারিতা করে, তারা এই অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র নয়। তাদেরকে কঠোর ভাষায় জওয়াব দেওয়া জায়েজ, যদিও তখন তাদের অসদাচরণের জওয়াবে অসদাচরণ না করা এবং জুলুমের জওয়াবে জুলুম না করাই শ্রেয়; যেমন কুরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে : وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ - অর্থাৎ তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যায় ও অবিচারের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে, কিন্তু যদি সবর কর তবে এটা অধিক শ্রেয়।

আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূরা নাহলে মুশরিকদের সাথেও তর্কের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। এখানে বিশেষভাবে কিতাবধারীদের কথা বলার কারণ পরবর্তী একটি বাক্য, যাতে বলা হয়েছে- আমাদের ও তোমাদের ধর্মে অনেক বিষয় অভিন্ন। তোমরা চিন্তা করলে ইসলাম গ্রহণ করার পথে কোনো অন্তরায় থাকা উচিত নয়। ইরশাদ হয়েছে قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ অর্থাৎ কিতাবধারীদের সাথে তর্ক বিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্যে তোমরা একথা বল যে, আমরা মুসলমানগণ সেই ওহীতেই বিশ্বাস করি, যা আমাদের পয়গম্বরের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেই ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের সহিত বিরোধিতার কোনো কারণ নেই।

আয়াতে বর্তমান তওরাত ও ইঞ্জীলের বিষয়বস্তু সত্যায়নের নির্দেশ আছে কি? এই আয়াতে কিতাবধারীদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে বলা হয়েছে, আমরা এসব কিতাবের প্রতি এই অর্থে সংক্ষিপ্ত ঈমান রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা এসব কিতাবে যা কিছু নাজিল করেছেন, তাতে আমরা বিশ্বাস করি। এতে একথা জরুরি হয় না যে, বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জীলের সব বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ঈমান আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলেও এসব কিতাবে অসংখ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে, মুসলমানদের ঈমান শুধু সেসব বিষয়বস্তুর প্রতি যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল পরবর্তী বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমান তাওরাত ও ইঞ্জীলকে সত্যও বলতে নেই এবং মিথ্যাও বলতে নেই : সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, কিতাবধারীরা তাদের তাওরাত ও ইঞ্জীল আসল হিব্রু ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদেরকে আরবি অনুবাদ শোনাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবধারীদেরকে সত্যবাদী বলো না এবং মিথ্যাবাদীও বলো না; বরং একথা বল اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ অর্থাৎ আমরা সংক্ষেপে সেই ওহীতে বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা যেসব বিবরণ দাও, সেগুলো আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই আমরা এর সত্যায়ন কিংবা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকি।

তাফসীর গ্রন্থসমূহে তাফসীরকারগণ কিতাবীদের যেসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোরও অবস্থা তদ্রূপ। সেগুলো উদ্ধৃত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐতিহাসিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা। কোনো কিছুর বৈধতা ও অবৈধতা এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণ করা যায় না।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ অর্থাৎ, আপনি কুরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করতেন না এবং কোনো কিতাব লিখতেও পারতেন না; বরং আপনি ছিলেন নিরক্ষর। যদি আপনি লেখাপড়া জানতেন, তবে মিথ্যাবাদীদের জন্যে অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, আপনি পূর্ববর্তী তওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করেছেন কিংবা উদ্ধৃত করেছেন এবং কুরআন যা কিছু বলে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরই উদ্ধৃতি মাত্র, কোনো নতুন বিষয়বস্তু নয়।

নিরক্ষর হওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি বড় মু'জিযা : আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত সপ্রমাণ করার জন্যে যেসব সুস্পষ্ট মু'জিযা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে তাঁকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম। তিনি লিখিত কোনো কিছু পাঠ করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও সক্ষম ছিলেন না। এই অবস্থায়ই জীবনের চল্লিশটি বছর তিনি মক্কাবাসীদের সামনে অতিবাহিত করেন। তিনি কোনো কিতাবধারীদের সাথে মেলামেশা করেননি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু শুনে নেবেন। কারণ মক্কায় কোনো কিতাবধারী বাস করত না। চল্লিশ বছর পূর্তির পর হঠাৎ তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন কালাম উচ্চারিত হতে থাকে যা বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে ছিল মু'জিযা, তেমনি শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও ভাষালঙ্কারের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয়।

কোনো কোনো আলেম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি প্রথমদিকে নিরক্ষর ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। প্রমাণ হিসেবে তারা হুদায়বিয়া ঘটনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন যাতে বলা হয়েছে, সন্ধিপত্র লেখা হলে তাতে প্রথম مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ লিখিত ছিল। এতে মুশরিকরা আপত্তি তুলল যে, আমরা আপনাকে রাসূল মেনে নিলে এই ঝগড়া কিসের? তাই আপনার নামের সাথে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। লেখক ছিলেন হযরত আলী মুর্তাযা (রা.)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে শব্দটি মিটিয়ে দিতে বললেন। তিনি আদবের খাতিরে এরূপ করতে অস্বীকৃত হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে কাগজটি হাতে নিয়ে শব্দটি মিটিয়ে দিলেন এবং তদস্থলে مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ লিখে দিলেন।

এই রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে লিখে দিয়েছেন বলা হয়েছে। এ থেকে তাঁরা বোঝে নিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ লেখা জানতেন। কিন্তু সত্য এই যে, সাধারণ পরিভাষায় অপরের দ্বারা লেখানোকেও 'সে লিখেছে' বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, এই ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'জিযা হিসেবে তিনি নিজের নামও লিখে ফেলেছেন। এতদ্ব্যতীত নামের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কেউ নিরক্ষতার সীমা পেরিয়ে যায় না। লেখার অভ্যাস গড়ে না উঠা পর্যন্ত তাকে অক্ষরজ্ঞানহীন ও নিরক্ষরই বলা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর লেখা জানতেন–বিনা প্রমাণে এরূপ বলে তাঁর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না; বরং চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তাঁর বড় শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اُتْلُ : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ واحدمذكر حاضر বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةً মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তুমি পাঠ কর। তুমি পাঠ করে শোনাও।

اُوْحِىَ : সীগাহ ماضى مجهول বহছ واحد مذكر غائب বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْحَاءً মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- সে প্রত্যাদিষ্ট। তাকে আদেশ করা হয়েছে।

اَقِمْ : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ واحد مذكر حاضر বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقَامَةً মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ- তুমি প্রতিষ্ঠিত কর। তুমি কায়েম রাখ।

تَنْهٰى : সীগাহ- فعل مضارع معروف বহছ واحد مؤنث غائب বাব فَتَحَ মাসদার نَهْىً মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সে বিরত রাখে।

تَتْلُوْا : সীগাহ فعل مضارع معروف বহছ جمع مذكر حاضر বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةً মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তোমরা পাঠ কর। তোমরা পড়।

لَارْتَابَ : সীগাহ ماضى معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِيَابٌ মূলবর্ণ (ر - ى - ب) জিনস اجوف يائى অর্থ- অবশ্যই সে সন্দেহ পোষণ করল।

বাক্য বিশ্লেষণ : فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ : এখানে فَاء টি تَعْرِيْفِيَّةٌ আর اَلَّذِيْنَ মুবতাদা আর اٰتَيْنَاهُمْ হলো সেলাহ। আর اٰتَيْنَا ফে'ল, যমীর نَا ফায়েল এবং هُمْ হলো মাফউলে বিহী আর اَلْكِتٰبَ হলো দ্বিতীয় মাফউলে বিহী, আর يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ হলো اَلَّذِيْنَ-এর খবর। −[ইরাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ৬]

৫৩. এবং তারা শাস্তি [দ্রুত আগমন] -এর জন্য আপনাকে পীড়াপীড়ি করে; বস্তুত যদি সময় নির্দিষ্ট না থাকত, তবে আজাব তাদের উপর এসে পড়ত এবং [সময় হলে] ঐ শাস্তি অকস্মাৎ তাদের উপর এসে পড়বে, অথচ তাদের খবরও হবে না।	وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ۚ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. এরা আজাবের জন্য আপনাকে পীড়াপীড়ি করে; আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জাহান্নাম ঐ কাফেদেরকে ঘিরে ফেলবে।	يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٤﴾
৫৫. যেদিন আজাব তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে, তাদের উপর দিক হতে এবং তাদের নিম্নদিক হতে, আর আল্লাহ বলবেন, [পৃথিবীতে] যা কিছু করছিলে [তার] স্বাদ গ্রহণ কর।	يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ! আমার জমিন প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর।	يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾
৫৭. প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর তোমাদের সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে।	كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ এবং তারা শাস্তি (দ্রুত আগমন) -এর জন্য আপনাকে পীড়াপীড়ি করে وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى বস্তুত: যদি সময় নির্দিষ্ট না হয়ে থাকত لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ তবে আজাব তাদের উপর এসে পড়ত وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً এবং (সময় হলে) ঐ শাস্তি অকস্মাৎ তাদের উপর এসে পড়বে وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অথচ তাদের খবরও হবে না।

৫৪. يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ এরা আজাবের জন্য আপনাকে পীড়াপীড়ি করে وَاِنَّ جَهَنَّمَ আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জাহান্নাম لَمُحِيْطَةٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ঐ কাফেরদেরকে ঘিরে ফেলবে।

৫৫. يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ যদি আজাব তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে مِنْ فَوْقِهِمْ তাদের উপর দিক হতে وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ এবং তাদের নিম্নদিক হতে وَيَقُوْلُ আর আল্লাহ বলবেন ذُوْقُوْا স্বাদ গ্রহণ কর مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ যা কিছু করছিলে।

৫৬. يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ আমার জমিন প্রশস্ত فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ সুতরাং তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর।

৫৭. كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেককেই ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে ثُمَّ اِلَيْنَا অতঃপর তোমাদের সকলকেই আমার নিকট تُرْجَعُوْنَ ফিরে আসতে হবে।

৫৮. আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, আমি তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদসমূহে স্থান দান করব ; যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে; [বস্তুত নেক] আমলকারীদের জন্য কতই না উত্তম পুরস্কার রয়েছে ।	وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা করত ।	الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. আর অনেক প্রাণী এমন রয়েছে, যারা আপন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে রাখে না, আল্লাহই তাদের জীবিকা পৌঁছিয়ে থাকেন এবং তোমাদেরকেও এবং তিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন ।	وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾
৬১. আর আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কে –যিনি আসামন ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন? তখন তারা এটাই বলবে যে, তিনি আল্লাহ, সুতরাং তারা আবার বিপরীত কোনদিকে চলে যাচ্ছে?	وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾
৬২. আল্লাহ নিজ বান্দাগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিজিক সচ্ছল করে থাকেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ ।	اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ও নেক কাজ করেছে لَنُبَوِّئَنَّهُمْ আমি তাদেরকে স্থান দান করব مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদ সমূহে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ আমলকারীদের জন্য কতইনা উত্তম পুরস্কার রয়েছে ।

৫৮. الَّذِيْنَ صَبَرُوْا যারা ধৈর্যধারণ করেছে وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ এবং নিজ প্রতিপালকের উপর ভরসা করত ।

৬০. وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ আর অনেক প্রাণী এমন রয়েছে لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا যারা আপন খাদ্য সংগ্রহ করে রাখেনা اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا আল্লাহই তাদের জীবিকা পৌঁছিয়ে থাকেন وَاِيَّاكُمْ এবং তোমাদেরকেও وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ তিনি সব কিছু শুনেন সবকিছু জানেন ।

৬১. وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ তিনি কে যিনি আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ এবং যিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত রেখেছেন لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ তখন তারা এটাই বলবে যে, তিনি আল্লাহ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ সুতরাং তারা আবার বিপরীত কোন দিকে চলে যাচ্ছে ।

৬২. اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ আল্লাহ রিজিক সচ্ছল করে থাকেন لِمَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা مِنْ عِبَادِهٖ নিজ বান্দাগণের মধ্যে وَيَقْدِرُ لَهٗ এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে عَلِيْمٌ সর্বজ্ঞ ।

৬৩. আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কে–যিনি আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দ্বারা জমিনকে শুষ্ক পড়ে থাকার পর সরস ও সতেজ করেছেন? তখন তারা এটাই বলবে যে, তিনি আল্লাহই; আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; বরং তাদের অধিকাংশই বুঝে না।	وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন مَّنْ তিনি কে نَزَّلَ যিনি বর্ষণ করেছেন مِنَ السَّمَآءِ مَآءً আসমান হতে পানি فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ অতঃপর তা দ্বারা জমিনকে সরস ও সতেজ করেছেন بَعْدَ مَوْتِهَا শুষ্ক পড়ে থাকার পর لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ তখন তারা এটাই বলবে যে, তিনি আল্লাহই قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ আপনি বলুন আলহামদুলিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ বরং তাদের অধিকাংশই বুঝে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ. (٥٦)

শানে নুযূল : ইসলামের সূচনালগ্নে মুসলমানরা দুর্বল এবং সংখ্যায় কম থাকায় সর্বদা কাফেরদের ভয়ে ভীত থাকতে হতো। তারা মুসলমানগণকে ঠিকভাবে ইবাদত করতে দিত না। তাই ৮০ কিংবা ৮৩জন সাহাবী হাবশার দিকে হিজরত করেছিলেন। পরবর্তীতে মহানবী ﷺ তার সাহাবীদেরকে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। কিন্তু কিছু কিছু মুসলমান তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিংবা হিজরতের পাথেয় না থাকার কারণে রীতিমতো মক্কায় থেকে যান। তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

তাতে বলা হয়েছে আমার পৃথিবী প্রশস্ত। কাজেই কারও ওজর গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক দেশে কাফেররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তাওহীদ ও ইবাদত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয় আল্লাহর জন্য সে দেশ ত্যাগ করা এবং এমন কোন স্থান তালাশ করা যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহর আহকামগুলো আদায় করা যায়।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ. (٥٧)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে মারদূভিয়া হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ (আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন নিশ্চিত তারাওতো মৃত্যুবরণ করবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই) আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন আমি বললাম, সকল সৃষ্টিজগত কী করে মরে যাবে এবং নবীগণ থেকে যাবেন? তখন সে জিজ্ঞাসা করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।–[দুররে মানছুর ১৪/৯/৫]

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٦٠)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে শহরের বাইরে গেলাম, তিনি মদিনায় একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং বেছে বেছে ভালো ভালো খেজুর খেতে লাগলেন। নবী করীম ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবনে ওমর! তুমি কেন খাচ্ছ না? তখন আমি বললাম, হুজুর! আমার খাওয়ার চাহিদা নেই। তিনি বললেন, আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে। আমি গত চার দিন যাবত খাইনি এবং খাবারের মতো কিছু পাইনি। অথচ আমি চাইলে আল্লাহ পাক আমাকে কায়সার ও কিসরার মতো সুবিশাল বাদশাহী দিতেন।

হে ইবনে ওমর! যারা খাদ্যশস্য জমিয়ে রেখেও নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তামগ্ন থাকে তাদের ব্যাপারে তোমার ধারণা কি? হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আল্লাহ পাকের কসম! আমি ঐ বাগানে থাকতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর অত্র আয়াত নাজিল হয়। ওহী নাজিল হওয়ার পর তিনি ইরশাদ করেন যে, আমাকে ধন ভাণ্ডার জমা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আমি আমার প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করব না। আমি টাকা পয়সাও জমা করব না। আজকের দিন চলে আগামীকাল ও চলবে সে পরিমাণ খাদ্যও আমি সঞ্চয় করব না।

সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি কাফেরদের শত্রুতা, তাওহীদ ও রেসালত অস্বীকার এবং সত্য ও সত্যপন্থিদের পথে নানারকম বাধা-বিঘ্ন বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের জন্যে কাফেরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, সত্য প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌশলের নাম 'হিজরত' তথা দেশত্যাগ। অর্থাৎ যে দেশে সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা।

হিজরতের বিধি-বিধান ও এ সম্পর্কিত সন্দেহের নিরসন : إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ আল্লাহ্ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। কাজেই কারও এই ওজর গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক শহরে অথবা অমুক দেশে কাফেররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তাওহীদ ও ইবাদত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত, যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহর জন্যে সেই দেশত্যাগ করা এবং এমন কোনো স্থান তালাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহর নির্দেশাবলি নিজেরাও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে, একেই হিজরত বলা হয়।

স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ স্বভাবত: দুই প্রকার আশঙ্কা ও বাধার সম্মুখীন হয়। (এক) নিজের প্রাণের আশঙ্কা যে, স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলে পথিমধ্যে স্থানীয় কাফেররা বাধা দেবে এবং যুদ্ধ করতে উদ্যত হবে। এ ছাড়া অন্য কাফেরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী আয়াতে এই আশঙ্কার জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ অর্থাৎ জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোনো অবস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া মু'মিনের কাজ হতে পারে না। হেফাজতের যত ব্যবস্থাই সম্পন্ন করা হোক না কেন, মৃত্যু সর্বাবস্থায় আগমন করবে। মু'মিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর ভয় অন্তরায় না হওয়া উচিত। বিশেষতঃ আল্লাহর নির্দেশাবলি পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নিয়ামতের কারণ। পরকালে এই সুখ ও নিয়ামত পাওয়া যাবে। পরবর্তী দুই আয়াতে এর উল্লেখ আছে–

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا .....-

হিজরতের পথে দ্বিতীয় আশঙ্কা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুজি রোজগারের কি ব্যবস্থা হবে? জন্মস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের উপার্জন দ্বারা বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে থেকে যাবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবননির্বাহ কিরূপে হবে? পরের আয়াতত্রয়ে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাবপত্রকে রিজিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলাই রিজিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিজিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই রিজিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিজিক দান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্ত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে, وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ অর্থাৎ, চিন্তা কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীব-জন্তু আছে যারা খাদ্য সঞ্চয় করার কোনো ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পণ্ডিতগণ বলেন, সাধারণ জীব-জন্তু এরূপই। কেবল পিপীলিকা ও ইঁদুর তাদের খাদ্য গর্তে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে। পিপীলিকা শীতকালে বাইরে আসে না। তাই গ্রীষ্মকালে গর্তে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্যে চেষ্টা করে। জনশ্রুতি এই যে, পক্ষীকুলের মধ্যে কাকও তার খাদ্য বাসায় সঞ্চিত রাখে, কিন্তু রাখার পর বেমালুম ভুলে যায়। মোটকথা, পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীব-জন্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্যে তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয়

সাজ-সরঞ্জামও তাদের নেই। হাদীসে আছে– পক্ষীকুল সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে। তাদের না আছে ক্ষেত-খোলা, না আছে জমি ও বিষয় সম্পত্তি। তারা কোনো কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ তা'লার উন্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেটচুক্তি খাদ্যলাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়- বরং তাদের আজীবন কর্মধারা।

রিজিকের আসল উপায় আল্লাহর দান, পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, স্বয়ং কাফেরদের জিজ্ঞেস করুন, কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? চন্দ্র-সূর্য কার আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। বৃষ্টি কে বর্ষণ করে? বৃষ্টি দ্বারা মাটি থেকে উদ্ভিদ কে উৎপন্ন করে? এসব প্রশ্নের জওয়াবে মুশরিকরাও স্বীকার করবে যে, এসব আল্লাহরই কাজ। আপনি বলুন, তা হলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে অপরের পূজাপাট ও অপরকে অভিভাবক কিরূপে মনে কর?

মোটকথা, হিজরতের পথে দ্বিতীয় বাধা ছিল জীবিকার চিন্তা। এটাও মানুষের ভুল। জীবিকা সরবরাহ করা মানুষের অথবা তার উপার্জিত সাজ-সরঞ্জামের আওতাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহর দান। তিনিই এ দেশে এর সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলেন, অন্য দেশেও তিনি তা দিতে পারেন। সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও তিনি জীবনোপকরণ দান করতে সক্ষম। কাজেই এটা হিজরতের পথে অন্তরায় হওয়া ঠিক নয়।

হিজরত কখন ফরজ অথবা ওয়াজিব হয়? : হিজরতের সংজ্ঞা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সূরা নিসা-এর ৯৭ থেকে ১০০ আয়াতে এবং বিধি-বিধান এই সূরারই ৮৯ আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। একটি বিষয়বস্তু সেখানে বর্ণিত হয়নি, তাই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খোদায়ী নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করেন এবং সব মুসলমানকে সামর্থ্য থাকলে হিজরত করার আদেশ দেন, তখন মক্কা থেকে হিজরত করা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার উপর 'ফরজে আইন' ছিল। অবশ্য যাদের হিজরত করার সামর্থ্যই ছিল না, তাদের কথা ভিন্ন।

সে যুগে হিজরত শুধু ফরজই নয়; মুসলমান হাওয়ার আলামত ও শর্তরূপেও গণ্য হতো। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হিজরত করত না, তাকে মুসলমান গণ্য করা হতো না এবং তার সাথে কাফেরের অনুরূপ ব্যবহার করা হতো। حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। তখন ইসলামে হিজরতের মর্যাদা ছিল কলেমায়ে শাহাদতের অনুরূপ। এই কলেমা যেমনি ফরজ, তেমনি মুসলমান হওয়ার শর্তও। শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই কলেমা মুখে উচ্চারণ না করলে অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও সে মুসলমান গণ্য হবে না। তবে যে ব্যক্তি এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করতে অক্ষম, তার কথা ভিন্ন। এমনিভাবে যারা হিজরত করতে সক্ষম ছিল না, তাদেরকে উপরিউক্ত আইনের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। সূরা নিসার (৯৮) اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ আয়াতে তাই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় অবস্থান করছিল, اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ থেকে পর্যন্ত আয়াতে তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মক্কা বিজিত হয়ে গেলে হিজরতের উপরিউক্ত আদেশে রহিত হয়ে যায়। কারণ তখন মক্কা স্বয়ং দারুল-ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন এই মর্মে আদেশ জারি করেন, لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ অর্থাৎ, মক্কা বিজিত হওয়ার পর মক্কা থেকে হিজরত অনাবশ্যক। কুরআন ও হাদীস দ্বারাই মক্কা থেকে হিজরত ফরজ হওয়া, অতঃপর তা রহিত হওয়া প্রমাণিত। ফিকহবিদগণ এই বিশেষ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা চয়ন করেছেন :

মাসআলা : যে শহর অথবা দেশে ধর্মের উপর কায়েম থাকার স্বাধীনতা নেই, যেখানে কুফর, শিরক অথবা শরিয়তের বিরুদ্ধাচারণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখান থেকে হিজরত করে ধর্মপালনে স্বাধীনতা সম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব, তবে যার সফর করার শক্তি নেই কিংবা তদ্রূপ স্বাধীন ও মুক্ত দেশই যদি পাওয়া না যায় তাহলে এমতাবস্থায় তার ওজর আইনতঃ গ্রহণীয় হবে।

মাসআলা : কোনো দারুল-কুফরে ধর্মীয় বিধানাবলি পালন করার স্বাধীনতা থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা ফরজ ও ওয়াজিব নয়, কিন্তু মোস্তাহাব। অবশ্য এজন্যে দারুল-কুফর হওয়া জরুরি নয়; বরং 'দারুল ফিসক' (পাপাচারের দেশ) যেখানে প্রকাশ্যে শরিয়তের নির্দেশাবলি অমান্য করা হয়, সেখান থেকেও হিজরত করার হুকুম এরূপ। যদিও শাসক মুসলমান হওয়ার কারণে একে দারুল-ইসলাম বলা হয়ে থাকে।

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ফতহুল-বারীতে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হানাফী মাযহাবের কোনো ধারাই এর পরিপন্থি নয়। মুসনাদে আহমদে আবূ ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত রেওয়ায়াতেও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اَلْبِلَادُ بِلَادُ اللّٰهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللّٰهِ حَيْثُمَا اَصَبْتَ خَيْرًا فَاَقِمْ অর্থাৎ, সব নগরীই আল্লাহর নগরী এবং সব বান্দা আল্লাহর বান্দা। কাজেই যেখানে তুমি কল্যাণের সামগ্রী দেখতে পাও, সেখানেই অবস্থান কর।-(ইবনে-কাসীর) হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন, যে শহরে ব্যাপকহারে গোনাহ্ ও অশ্লীল কাজ হয়, সেই শহর ছেড়ে দাও। হযরত আতা বলেন, কোনো শহরে তোমাকে গোনাহ করতে বাধ্য করা হলে সেখান থেকে পালিয়ে যাও।-(ইবনে কাসীর)

শব্দ বিশ্লেষণ :

بَغْتَةً : অর্থ– একাকী, একবার, অকস্মাৎ।

يَغْشٰهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغَشْىُ - اَلْغِشْيَانُ মূলবর্ণ (غ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে তাদের ঘেরাও করবে।

لَنُبَوِّئَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل معروف বাবে تَفْعِيْل মাসদার تَبْوِيَةٌ মূলবর্ণ (ب - و - ء) জিনস مركب (اجوف واوى এবং مهموز لام) অর্থ- আমরা অবশ্যই তাদের জায়গা দেব।

غُرَفًا : ইসম- বহুবচন, একবচন غُرْفَةٌ অর্থ- উঁচু স্থান, বালাখানা, জান্নাতের ভিতরের আলিশান প্রাসাদ।

يُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اِفْكٌ মূলবর্ণ (ا - ف - ك) জিনস مهموز فاء অর্থ- বিপরীত দিকে চলে যাবে।

فَاَحْيَا : فاء তাকীবিয়্যাহ, اَحْيَا সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اِحْيَاءٌ মূলবর্ণ (ح - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- এর পর তিনি জীবন্ত করেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ এখানে : كُلُّ نَفْسٍ হলো মুবতাদা। আর ذَائِقَةُ الْمَوْتِ হলো তার খবর। আর ثُمَّ হলো হরফে আতফ। আর اِلَيْنَا হলো تُرْجَعُوْنَ-এর সাথে متعلق ; আর تُرْجَعُوْنَ হলো ফে'ল আর তার যমীর হলো নায়েবে ফায়েল।

বাংলা অনুবাদ	আরবি পাঠ
৬৪. আর এ পার্থিব জীবন খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নয়; বস্তুত পরলোকের জীবনই সত্যিকারের জীবন। যদি তারা তা জানতে পারত, তবে এরূপ করত না।	وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ؕ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আবার যখন এরা নৌকায় আরোহণ করে; তখন খাঁটি বিশ্বাসে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে, অতঃপর যখন তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভাগের দিকে আনেন, তখন অমনি তারা শিরক করতে আরম্ভ করে।	فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. সারকথা এই যে, আমি যে সমস্ত নিয়ামত তাদেরকে দান করেছি, তারা তার অবমাননা করে এবং তারা আরও কিছুকাল উপভোগ করে নিক। অতঃপর শীঘ্রই তারা সবকিছুই জানতে পারবে।	لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ٭ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. তারা কি এ বিষয়ে লক্ষ্য করেনি যে, আমি [মক্কাকে] নিরাপদ হরম বানিয়েছি এবং তাদের আশে-পাশের লোককে বহিষ্কার করা হচ্ছে; তবু কি তারা মিথ্যা মা'বূদের প্রতি ঈমান আনছে এবং আল্লাহর নিয়ামতসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে?	اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৪. وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا আর এই পার্থিব জীবন আর কিছুই নয় اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ খেলাধুলা ছাড়া وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ বস্তুত : পরলোকের জীবনই لَهِيَ الْحَيَوَانُ সত্যিকারের জীবন لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ যদি তারা জানতে পারত তবে এরূপ করত না ।

৬৫. فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ আর যখন এরা নৌকায় আরোহণ করে دَعَوُا اللّٰهَ তখন আল্লাহকেই ডাকতে থাকে مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ খাঁটি বিশ্বাসে فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ অতঃপর যখন তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভাগের দিকে আনেন اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ তখন অমনি তারা শিরক করতে আরম্ভ করে ।

৬৬. لِيَكْفُرُوْا সারকথা এই যে, তারা তার অবমাননা করে بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ আমি যে সমস্ত নিয়ামত তাদেরকে দান করেছি وَلِيَتَمَتَّعُوْا এবং এরা আরো কিছুকাল উপভোগ করে নিক فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ অতঃপর শীঘ্রই তারা সবকিছুই জানতে পারবে ।

৬৭. اَوَلَمْ يَرَوْا তারা কি এ বিষয়ে লক্ষ্য করেনি যে اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا আমি (মক্কাকে) নিরাপদ হরম বানিয়েছি وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ এবং তাদের আশে-পাশের লোককে বহিষ্কার করা হচ্ছে اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ তবু কি তারা মিথ্যা মা'বূদের প্রতি ঈমান আনছে وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُوْنَ এবং আল্লাহর নিয়ামতসমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে ।

৬৮. আর তার চেয়ে অধিক অবিচারী কে হবে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে এবং সত্য বিষয় তার নিকট পৌঁছলে সে তা অবিশ্বাস করে; এরূপ কাফেরদের ঠিকানা কি জাহান্নামে হবে না?	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾
৬৯. আর যারা আমার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথসমূহ দেখাব; [যে পথে তারা বেহেশতে পৌঁছবে।] এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা এরূপ খাঁটি লোকদের সঙ্গে রয়েছেন।	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৮. وَمَنْ أَظْلَمُ আর তার চেয়ে কে অধিক অবিচারী হবে مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ এবং সত্য বিষয় তার নিকট পৌঁছলে সে তা অবিশ্বাস করে أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ কি জাহান্নামে হবে না? مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ এরূপ কাফেরদের ঠিকানা।

৬৯. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا আর যারা আমার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করে لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথসমূহ দেখাব وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা এরূপ খাঁটি লোকদের সঙ্গে রয়েছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا .... وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (٦٧)

শানে নুযূল : মুশরিকরা ঈমান না আনার এক অজুহাত এই পেশ করল যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনীত ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা অনুভব করে। কারণ সমগ্র আরব ইসলামের বিরোধী, তারা মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে। -(রূহুল মা'আনী)

এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসার শূন্য। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোনো স্থানের অধিবাসীর ভাগ্যে জুটেনি। আল্লাহ বলেন, আমি সমগ্র মক্কাভূমিকে হরম তথা আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি। মু'মিন, কাফের নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হেরেমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এতে খুন খারাবি হারাম মনে করে। মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন করাও সবার মতে অবৈধ। বহিরাগত কোনো ব্যক্তি হেরেমে প্রবেশ করলে সেও হত্যার কারণ থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অতএব, মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা খোঁড়া অজুহাত নয় কি। (মাআরেফুল কুরআন)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (٦٩)

শানে নুযূল : অত্র সূরার প্রথম আয়াতখানি যখন অবতীর্ণ হয় তখন মক্কার অবশিষ্ট মুসলমানগণ ও হিজরত করার ইচ্ছা করে। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুশরিক তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়। অতঃপর তারা জোরপূর্বক হিজরত করতে যেয়ে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাতে কিছু সংখ্যক কাফের মারা যায় ও কিছু সংখ্যক মুসলমান শহীদ হন। যারা বেঁচে ছিলেন তারা মদিনায় উপস্থিত হন। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের এই অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, বারিবর্ষণ ও তা দ্বারা উদ্ভিদ উৎপন্ন করার সমস্ত কাজ-কারবার যে আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন, একথা তারাও স্বীকার করে। এ ব্যাপারে কোনো প্রতিমা ইত্যাদিকে তারা শরিক মনে করে না। কিন্তু এরপরও তারা খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে শরিক সাব্যস্ত করে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, اَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশই বোঝে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তারা উন্মাদ পাগল তো নয়; বরং চালাক ও সমঝদার। দুনিয়ার বড় বড় কাজ-কারবার সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। এতে তাদের অবুঝ হয়ে যাওয়ার কারণ কি? এর জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এই দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার বৈষায়িক ও ধ্বংসশীল কামনা-বাসনার আসক্তি তাদেরকে পরকাল ও পরিণামের চিন্তা-ভাবনা থেকে অন্ধ ও অবুঝ করে দিয়েছে। অথচ এই পার্থিবজীবন ক্রীড়া-কৌতুক অর্থাৎ সময় ক্ষেপণের বৃত্তি বৈ কিছুই নয় পারলৌকিক জীবনই-প্রকৃত ও অক্ষয় জীবন।

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ وَّاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ - এখানে حَيَوَانٌ শব্দটির ধাতুগত অর্থ হচ্ছে হায়াত তথা জীবন।- (কুরতুবী)

এতে পার্থিবজীবনকে ক্রীড়াকৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্রীড়াকৌতুকের যেমন কোনো স্থিতি নেই এবং এর দ্বারা কোনো বড় সমস্যার সমাধান হয় না, অল্পক্ষণ পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, পার্থিবজীবনের অবস্থাও তদ্রূপ।

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের আরও একটি মন্দ অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহকে একক স্বীকার করা সত্ত্বেও খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে অংশীদার মনে করে। তাদের এই অবস্থার চাইতেও আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, তাদের উপর যখন কোনো বড় বিপদ পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, এ ব্যাপারে কোনো প্রতিমা আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে না। বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই উদ্ধার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে এবং জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন এই আশঙ্কা দূর করার জন্যে কোনো প্রতিমাকে ডাকার পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকেই ডাকে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে তাদের দোয়া কবুল করেন এবং উপস্থিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু জালেমরা যখন তীরে পৌছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তখন পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরিক বলতে শুরু করে। فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ – আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, কাফেরও যখন নিজেকে অসহায় মনে করে তখন আল্লাহকেই ডাকে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ব্যতীত এই বিপদ থেকে তাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা কাফেরেরও দোয়া কবুল করে নেন। কেননা সে مُضْطَرٌّ তথা অসহায়। আল্লাহ তাআলা অসহায়ের দোয়া কবুল করার ওয়াদা করেছেন।-(কুরতুবী) অন্য এক আয়াতে আছে وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ অর্থাৎ কাফেরদের দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। বলাবাহুল্য, এটা পরকালের অবস্থা। সেখানে কাফেররা আজাব নিষ্কৃতি লাভের জন্য দোয়া করবে; কিন্তু কবুল করা হবে না।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا উপরের আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের মূর্খতাসুলভ কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছিল যে, সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা পাথরের স্বনির্মিত প্রতিমাকে তার খোদায়ীর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা আল্লাহ তা'আলাকে শুধু জগৎ সৃষ্টির মালিক মনে করে না; বরং বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়াও তাঁরই ক্ষমতাধীন বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুক্তির পর আবার শিরকে লিপ্ত হয়। কোনো কোনো মুশরিকের এক অজুহাত এরূপও পেশ করা হতো যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনীত ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা অনুভব করে। কারণ সমগ্র আরব ইসলামের বিরোধী। তারা মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে।-(রূহুল-মা'আনী)

এর জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসার শূন্য। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোনো স্থানের অধিবাসীদের ভাগ্যে জুটেনি। আল্লাহ বলেন, আমি সমগ্র মক্কাভূমিকে হরম তথা আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি। মুমিন, কাফের নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এতে খুন খারাবি হারাম মনে করে। মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন

করাও সবার মতে অবৈধ। বহিরাগত কোনো ব্যক্তি হরমে প্রবেশ করলে সে-ও হত্যার কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অতএব মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশঙ্কা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা খোঁড়া অজুহাত বৈ নয়।

وَالَّذِيْنَ جٰهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا - এর আসল অর্থ ধর্মের পথে বাধা বিপত্তি দূর করার জন্যে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কাফের ও পাপিষ্ঠদের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে জেহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

উভয় প্রকার জেহাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, যারা জেহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা অথবা উপকার ও অপকার সন্দেহ জড়িত থাকে, কোন পথ ধরতে হবে তা চিন্তা করে কুল-কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা জেহাদকারীদেরকে সোজা, সরল ও সুগম পথ বলে দেন। অর্থাৎ যে পথে তাদের কল্যাণ নিহিত, সে পথের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন।

ইলম অনুযায়ী আমল করলে ইলম বাড়ে : এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, আল্লাহ প্রদত্ত ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্যে যারা জেহাদ করে, আমি তাদের সামনে নতুন ইলমের দ্বারা খুলে দেই। ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন, যারা বিদ্যার্জনে ব্রতী হয়, আমি তাদের জন্যে আমলও সহজ করে দেই। -(মাযহারী)

শব্দ বিশ্লেষণ :

دَعَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف فعل বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তারা ডাকে।

لِيَتَمَتَّعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাবে تَفَعُّلْ মাসদার تَمَتُّعٌ মূলবর্ণ (م - ت - ع) জিনস صحيح অর্থ- উপকার লাভ করা, সন্তুষ্টি হাসিল করা।

يُتَخَطَّفُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَخَطُّفٌ মূলবর্ণ (خ - ط - ف) জিনস صحيح অর্থ- ছিনিয়ে নেওয়া। কেড়ে নেওয়া।

اِفْتَرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সে মিথ্যা কথা বানায়। সে মিথ্যা অপবাদ দেয়। মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।

مَثْوًى : মুফরাদ ইসমে যরফে মাকান। বহুবচনে مَثَاوِىْ অর্থ- অবতরণস্থল। দীর্ঘ সময় অবস্থান করার স্থান। ثَوًى. ثَوَاءٌ (স্বয়ং মুতা'আদ্দি) কোনো স্থানে অবস্থান করা। দাঁড়ানো, বাব ضَرَبَ।

لَنَهْدِيَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مستقبل معروف درفعل بانون تاكيد ثقيله - لام تاكيد هُمْ যমীরে মাফউল। বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আমরা তাদেরকে অবশ্যই বলে দিব। অবশ্যই তাদেরকে আমরা পরিচালিত করব।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهٗ : এখানে واو হরফটি استئنافية এবং مَنْ হলো নফীর অর্থবোধক اسم استفهام যা رفع-এর স্থানে এসে مبتدأ হয়েছে এবং اَظْلَمُ হলো خبر অতঃপর مِمَّنِ হলো اَظْلَمُ ফে'লের সাথে متعلق এবং افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ বাক্যটি হলো صلة আর كَذِبًا হলো مفعول به এবং اَوْ হরফটি হরফে আতফ এবং كَذَّبَ ফে'লটি اِفْتَرٰى-এর উপর عطف হয়েছে অতঃপর بِالْحَقِّ হলো كَذَّبَ-এর সাথে متعلق এবং لَمَّا হলো ظرفية حينية অথবা رابطة এবং جَاءَهٗ হলো فعل ফায়েল ও মাফউলে বিহী।

-[ই'রাবুল কুরআন : ৬/২২]

سُوْرَةُ الرُّوْمِ مَكِّيَّةٌ

সূরা রূম

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৬০, রুকূ'– ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলিফ-লাম-মীম।	الٓمّٓ ﴿١﴾
২. রোমানগণ পরাজিত হলো,	غُلِبَتِ الرُّوْمُ ﴿٢﴾
৩. এক নিকটবর্তী স্থানে এবং তারা তাদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই জয়লাভ করবে।	فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ﴿٣﴾
৪. তিন হতে নয় বৎসরের মধ্যে; পূর্বেও ফয়সালা আল্লাহ তা'আলারই ছিল এবং পরেও; আর ঐদিন মু'মিনগণ আনন্দিত হবে।	فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿٤﴾
৫. আল্লাহ তা'আলার এ সাহায্যের দরুন; তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন; এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, পরম দয়াময়।	بِنَصْرِ اللّٰهِ ؕ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓمّٓ আলিফ - লাম - মীম।

২. غُلِبَتِ পরাজিত হলো الرُّوْمُ রোমানগণ।

৩. فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ এক নিকটবর্তী স্থানে وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ এবং তারা তাদের এই পরাজয়ের পর سَيَغْلِبُوْنَ শীঘ্রই জয়লাভ করবে।

৪. فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ তিন হতে নয় বৎসরের মধ্যে لِلّٰهِ الْاَمْرُ এখতিয়ার আল্লাহ তা'আলারই ছিল مِنْ قَبْلُ পূর্বেও وَمِنْۢ بَعْدُ এবং পরেও وَيَوْمَئِذٍ আর ঐ দিন يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ মু'মিনগণ আনন্দিত হবে।

৫. بِنَصْرِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার এই সাহায্যের দরুন يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ তিনি যাকে ইচ্ছা বিজয়ী করে দেন وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, পরম দয়াময়।

৬. এটা আল্লাহর অঙ্গীকার; আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোকই অবগত নয়।	وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦﴾
৭. তারা কেবল পার্থিব জীবনের বাহ্যিকটুকুই অবগত আছে এবং তারা পরকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অমনোযোগী।	يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾
৮. তারা কি নিজেদের মনে এ চিন্তা করে না যে, আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিনকে এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থ সমস্ত বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন– কোনো বিশেষ রহস্যহেতু এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য; এবং অধিকাংশ মানুষ নিজ প্রভুর সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে অবিশ্বাসী।	اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۣ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاۗئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ﴿٨﴾
৯. তারা কি ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেনি? যাতে দেখতে পেত যে, ঐ সমস্ত লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল, যারা এদের পূর্বে গত হয়েছে; তারা শক্তিতেও এদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল এবং তারা জমি চাষ করত, তারা তা আবাদও করত, আর এরা জমিনকে যে পরিমাণ আবাদ করে রেখেছে তদপেক্ষা তারা তাকে অধিক আবাদ করেছিল এবং তাদের নিকট (-ও) তাদের রাসূলগণ মু'জিযাসহ পৌঁছে ছিলেন;	اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَاۗءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۭ

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَعْدَ اللّٰهِ এটা আল্লাহর অঙ্গীকার لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ আল্লাহ স্বীয় অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ কিন্তু অধিকাংশ লোকই لَا يَعْلَمُوْنَ অবগত নয়।

৭. يَعْلَمُوْنَ তারা কেবল অবগত আছে। ظَاهِرًا বাহ্যিকটুকুই مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনের وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ এবং তারা পরকাল সম্বন্ধে هُمْ غٰفِلُوْنَ সম্পূর্ণ অমনোযোগী।

৮. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا তারা কি এই চিন্তা করে না যে, فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ নিজেদের মনে مَا خَلَقَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমান সমূহ ও জমিনকে وَمَا بَيْنَهُمَآ এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থ বস্তুকে اِلَّا بِالْحَقِّ কোনো এক বিশেষ রহস্য হেতু وَاَجَلٍ مُّسَمًّى এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ এবং অধিকাংশ মানুষ بِلِقَاۗئِ رَبِّهِمْ নিজ প্রভুর সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে لَكٰفِرُوْنَ অবিশ্বাসী।

৯. اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا এরা কি ভ্রমণ করেনি فِي الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে فَيَنْظُرُوْا যাতে দেখতে পেত كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ঐ সমস্ত লোকদের কি পরিণাম হয়েছিল الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যারা এদের পূর্বে গত হয়েছে كَانُوْٓا اَشَدَّ তারা অধিকতর ছিল مِنْهُمْ এদের অপেক্ষা قُوَّةً শক্তিতেও وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ এবং তারা জমি চাষ করত وَعَمَرُوْهَآ তারা তা আবাদও করত اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا আর এরা জমিনকে যে পরিমাণ আবাদ করে রেখেছে তদপেক্ষা তারা তাকে অধিক আবাদ করেছিল وَجَاۗءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ এবং তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ পৌঁছেছিলেন بِالْبَيِّنٰتِ মু'জিযাসহ

فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٩﴾

** বস্তুতঃ আল্লাহ এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করবেন; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٠﴾

১০. অতঃপর এরূপ লোকদের পরিণাম- যারা মন্দ কাজ করেছিল- মন্দই হয়েছে, এ কারণে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করত।

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾

১১. আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকে প্রথমবারও সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই তাদেরকে পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন, আবার তোমরা তাঁরই সমীপে উপনীত হবে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. এবং যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. এবং তাদের শরিকদের হতে কেউই তাদের সুপারিশকারী হবে না এবং এরা নিজেদের শরিকদের প্রতি অস্বীকারকারী হয়ে যাবে।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. আর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সেদিন সকল মানুষ পৃথক পৃথক হয়ে যাবে।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছিল এবং সৎকাজ করেছিল, তারা তো উদ্যানের মধ্যে উল্লসিত থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

** فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ বস্তুত: আল্লাহ এমন নন যে তাদের প্রতি জুলুম করবেন وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল।

১০. ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ অতঃপর এরূপ লোকদের পরিণাম- الَّذِيْنَ اَسَآءُوا যারা মন্দ কাজ করেছিল السُّوْٓاٰى মন্দই হয়েছে اَنْ كَذَّبُوْا এ কারণে যে, তারা অবিশ্বাস করত بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আয়াত সমূহকে وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করত।

১১. اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকে প্রথমবারও সৃষ্টি করেন ثُمَّ يُعِيْدُهٗ অতঃপর তিনিই তাদেরকে পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ আবার তোমরা তাঁরই সমীপে উপনীত হবে।

১২. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ এবং যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে।

১৩. وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ এবং তাদের শরিকদের থেকে কেউই হবে না তাদের شُفَعٰٓؤُا সুপারিশকারী وَكَانُوْا এবং এরা হয়ে যাবে بِشُرَكَآئِهِمْ নিজেদের শরিকদের প্রতি كٰفِرِيْنَ অস্বীকারকারী।

১৪. وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ আর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে يَوْمَئِذٍ সেদিন يَّتَفَرَّقُوْنَ সকল মানুষ পৃথক পৃথক হয়ে যাবে।

১৫. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছিল وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং সৎ কাজ করেছিল فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ তারা উদ্যানের মধ্যে উল্লসিত থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার শেষে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর নবুয়তের দলিল উল্লেখিত হয়েছে। আর এ সূরার শুরুতেও হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দলিল প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। কেননা প্রিয়নবী ﷺ রোমানদের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াতও নাজিল হয়েছিল। অবশেষে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: বিগত সূরার শেষে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন খেল-তামাশা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এ সূরায়ও ঘোষণা করা হয়েছে যে দুনিয়ার এ জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে বিজয় দান করেন, এরপর সেই বিজয়ীকে আবার পরাজিতও করেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কারো বিজয় তার সত্যতার দলিল নয়। এতদ্ব্যতীত, দুনিয়ার এ জীবনে সম্মান মর্যাদা বা অপমান সবই আল্লাহ্ পাকের কর্তৃত্বাধীন, এ সত্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও মক্কার কাফেররা কেন আজাবকে তরান্বিত করতে চায় এবং মুসলমানদের সাময়িক দরিদ্রতা দেখে কেন তাদেরকে হেয় মনে করে, কেননা মুসলমানগণ এখন একটি ক্রান্তি-লগ্ন অতিক্রম করছে, অথচ অদূর ভবিষ্যতে ইসলামের এ দরিদ্র-প্রপীড়িত সৈনিকগণ রোমক সম্রাট এবং পারস্য সম্রাটের ধন-সম্পদ মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় বসে বিতরণ করবে,

তৃতীয়ত: বিগত সূরার শেষে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে তথা ইসলামের জন্যে হিজরত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। হিজরতের কারণে যে কষ্ট হবে, তার উপর সবর অবলম্বনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আর বর্তমান সূরায় একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে যত পরিবর্তন হচ্ছে এবং পৃথিবীতে যত ক্ষমতার হাতবদল হচ্ছে, এসব কিছুই আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ও মর্জির ব্যাপার।

সূরা অবতরণ এবং রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী : সূরা আনকাবূতের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর পথে জেহাদ ও মুজাহাদা করে, আল্লাহ্ তাদের জন্যে তাঁর পথ খুলে দেন। আয়াতে তাদের জন্যে উদ্দেশ্য সফলতার সুসংবাদও প্রদত্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা রূম যে ঘটনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তা সেই খোদায়ী সাহায্যেরই একটি প্রতীক। এই সূরায় রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই ছিল কাফের। তাদের মধ্যে কারও বিজয় এবং কারও পরাজয় বাহ্যতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে কোনো কৌতুহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফের দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল খ্রিস্টান আহলে কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা ধর্মের অনেক মূলনীতি–যথা পরকালে বিশ্বাস, রেসালত ও ওহীতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্যে রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে এই অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পত্রে কুরআনের এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেনঃ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ আহলে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকট্যই নিম্নোক্ত ঘটনার কারণ হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মক্কায় অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফেজ ইবনে-হাজার প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শাম দেশের আযরুআত ও বুসরার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা শিরক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হোক। কেননা ধর্ম ও মাযহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু হলো এই যে, তখনকার মতো পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমন কি তারা কনস্টান্টিনোপলও অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয় এবং অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।–(কুরতুবী)

এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করতে, তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়; বরং আহলে-কিতাব রোমকরা যেমন পারসকিদের

মোকাবিলায় পরাজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মোকাবিলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়।-(ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম)

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যখন এসব আয়াত শুনলেন, তখন মক্কার চুতষ্পার্শ্বে এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষোৎফুল্ল হওয়ার কোনো কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসকিদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খালফ কথা ধরল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, আল্লাহর দুশমন, তুই-ই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্যে বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোকে দশটি উষ্ট্রী দেব। উবাই এতে সম্মত হলো। (বলাবাহুল্য, এটা ছিল জুয়া, কিন্তু তখন জুয়া হারাম ছিল না।) একথা বলে হযরত আবূ বকর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কুরআনে এর জন্যে بِضْعِ سِنِيْنَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উষ্ট্রীর স্থলে একশ' উষ্ট্রী বাজি রাখছি, কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। হযরত আবূ বকর (রা.) আদেশ পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হলো। –(ইবনে জারীর, তিরমিযী)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এবং সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খালফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবূ বকর তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ' উষ্ট্রী দাবি করে আদায় করে নিলেন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, উবাই যখন আশঙ্কা করল যে, হযরত আবূ বকর (রা.) ও হিজরত করে যাবেন, তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নির্ধারিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশ' উষ্ট্রী পরিশোধ করবে। হযরত আবূ বকর তদীয় পুত্র আবদুর রহমানকে জামিন নিযুক্ত করলেন।

যখন হযরত আবূ বকর (রা.) বাজিতে জিতে গেলেন এবং একশ' উষ্ট্রী লাভ করলেন, তখন সেগুলো নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, উষ্ট্রীগুলো সদকা করে দাও। আবূ ইয়ালা ও ইবনে আসাকিরে বারা ইবনে আজেব (রা.) থেকে এ স্থলে এরূপ ভাষা বর্ণিত আছে: هٰذَا السُّحْتُ تَصَدَّقْ بِهٖ -এটা হারাম। একে সদকা করে দাও। –(রূহুল-মা'আনী)

জুয়া : কুরআনের আয়াত অনুযায়ী জুয়া অকাট্য হারাম। হিজরতের পর যখন মদ্যপান হারাম করা হয়, তখন জুয়াও হারাম করা হয় এবং একে 'শয়তানি অপকর্ম' আখ্যা দেওয়া হয়।

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ : এখানে مَيْسِرٌ ও اَزْلَامٌ বলে জুয়ার বিভিন্ন প্রকারকেই হারাম করা হয়েছে।

হযরত আবূ বকর (রা.) উবাই ইবনে খালফের সাথে যে দু'তরফা লেনদেন ও হারজিতের বাজি রেখেছিলেন, এটাও এক প্রকার জুয়াই ছিল। কিন্তু ঘটনাটি হিজরতের পূর্বেকার। তখন জুয়া হারাম ছিল না। কাজেই এ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে জুয়ার যে মাল আনা হয়েছিল, তা হারাম মাল ছিল না।

তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ কেন দিলেন? বিশেষ করে অন্য এক রেওয়ায়েতে এ সম্পর্কে سُحْتٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। এটা কিরূপে সঙ্গত হবে? ফিকহবিদগণ এর জওয়াবে বলেন, এই মাল যদিও তখন হালাল ছিল, জুয়ার মাধ্যমে অর্থোপার্জন তখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ পছন্দ করতেন না। তাই হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মর্যাদার পরিপন্থি মনে করে এই মাল সদকা করে দেওয়ার আদেশ দেন। এটা এমন- যেমন মদ্যপান হালাল থাকার সময়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আবূ বকর (রা.) কখনও মদ্যপান করেননি।

যে রেওয়ায়েতে سُحْتٌ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, প্রথমতঃ হাদীসবিদগণ সেই রেওয়ায়েতকে সহীহ বলে স্বীকার করেননি। যদি অগত্যা সহীহ মেনে নেওয়া হয়, তবে سُحْتٌ শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। দ্বিতীয় অর্থ মকরূহ ও অপছন্দনীয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, كَسْبُ الْحَجَّامِ سُحْتٌ এখানে অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে سُحْتٌ -এর অর্থ মাকরূহ ও অপছন্দনীয়। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কুরআনে এবং ইবনে-আসীর 'নেহায়া' গ্রন্থে سُحْتٌ শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবদের বাক-পদ্ধতি ও হাদীসের মাধ্যমে সপ্রমাণ করেছেন।

ফিকহবিদদের এই জওয়াব এ কারণেও গ্রহণ করা জরুরি যে, বাস্তবে এই মাল হারাম থাকলে নীতি অনুযায়ী যার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল, তাকেই ফেরত দেওয়া অপরিহার্য ছিল। হারাম মাল সদকা করার আদেশ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং যখন মালিক জানা না থাকে কিংবা তার কাছে পৌঁছানো দুরূহ হয় কিংবা তাকে ফেরত দেওয়ার মধ্যে অন্য কোনো শরিয়তসিদ্ধ অপকারিতা নিহিত থাকে, তখনই হারাম মাল সদকা করা যায়। এক্ষেত্রে ফেরত না দেওয়ার এরূপ কোনো কারণ বিদ্যমান নেই।

وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ - অর্থাৎ, যেদিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, সেদিন আল্লাহর সাহায্যের কারণে মুসলমানরা উৎফুল্ল হবে। বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যত: এখানে রোমকদের সাহায্য বোঝানো হয়েছে। তারা যদিও কাফের ছিল, কিন্তু অন্য কাফেরদের তুলনায় তাদের কুফর কিছুটা হালকা ছিল। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা অবান্তর নয়। বিশেষত: যখন তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলমানরাও আনন্দিত হয় এবং কাফেরদের মোকাবিলায় তাদের জিত হয়।

এখানে মুসলমানদের সাহায্যও বোঝানো যেতে পারে। দুই কারণে এটা সম্ভবপর। (এক) মুসলমানরা রোমকদের বিজয়কে কুরআন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণরূপে পেশ করেছিল। তাই রোমকদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য ছিল। (দুই) তখনকার দিনে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যই ছিল কাফেরদের দুই পরাশক্তি। আল্লাহ তা'আলা তাদের এককে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে উভয়কে দুর্বল করে দেন, যা ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।-(রূহুল-মা'আনী)

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ-

অর্থাৎ পার্থিব জীবনের এক পিঠ তাদের নখদর্পণে। ব্যবসা কিরূপে করবে, কিসের ব্যবসা করবে, কোথা থেকে কিনবে, কোথায় বেচবে, কৃষিকাজ কিভাবে করবে, কবে বীজ বপন করবে, কবে শস্য কাটবে, আহরণ করবে-এসব বিষয় তারা সম্যক অবগত। কিন্তু এই পার্থিব জীবনেরই অপর পিঠ সম্পর্কে তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অথচ এই পিঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও তার আসল লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তোলা। অর্থাৎ একথা প্রকাশ করা যে, দুনিয়া একটা মুসাফিরখানা। এখান থেকে আজ না হয় কাল যেতেই হবে। মানুষ এখানকার নয়; বরং পরকালের বাসিন্দা। এখানে কিছুদিনের জন্যে আল্লাহর ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র। এখানে তার কাজ এই যে, স্বদেশে সুখে কালাতিপাত করার জন্যে এখান থেকে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করে সেখানে প্রেরণ করবে। বলাবাহুল্য, এই সুখের সামগ্রী হচ্ছে, ঈমান ও সৎকর্ম। এবার কুরআন পাকের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করুন। يَعْلَمُوْنَ -এর সাথে ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا বলা হয়েছে। এতে ظَاهِرًا কে نَكِرَةٌ এনে ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে তারা বাহ্যিক জীবনকেও পুরোপুরি জানে না-এর শুধু এক পিঠ জানে এবং অপর পিঠ জানে না। আর পরকাল সম্পর্কে তো সম্পূর্ণই বেখবর।

পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা নয় : কুরআন পাক বিশ্বের খ্যাতনামা ধনৈশ্বর্যশীল ও ভোগ-বিলাসী জাতিসমূহের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাদের অশুভ পরিণতিও দুনিয়াতে সবার সামনে এসেছে। আর পরকালের চিরস্থায়ী আজাব তো তাদের ভাগ্যলিপি হয়েছেই। তাই এসব জাতিকে কেউ বুদ্ধিমান ও দার্শনিক বলতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, আজকাল যে ব্যক্তি অধিকতর অর্থ সঞ্চয় করতে পারে এবং বিলাস-ব্যসনের উৎকৃষ্টতর সামগ্রী যোগাড় করতে সমর্থ হয়, তাকেই সর্বাধিক বুদ্ধিমান বলা হয়, যদিও সে মানবতাবোধ থেকেও বঞ্চিত হয়। যদিও শরিয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লোককে বুদ্ধিমান বলা বুদ্ধির অবমাননা বৈ কিছুই নয়। কুরআন পাকের ভাষায় একমাত্র তারাই বুদ্ধিমান, যারা

আল্লাহ্ ও পরকাল চিনে, তার জন্যে আমল করে এবং সাংসারিক প্রয়োজনাদিকে প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত রাখে-জীবনের লক্ষ্য বানায় না । إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ ...... قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا আয়াতের অর্থ তাই ।

اَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ الخ

উল্লিখিত আয়াতত্রয় পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট ও তার সাক্ষ্য স্বরূপ । অর্থাৎ তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য ও ধ্বংসশীল বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে জগৎরূপী কারখানার স্বরূপ ও পরিণাম সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে । যদি তারা নিজেরাও মনে মনে চিন্তা করত এবং ভাবত, তবে এ সৃষ্টি রহস্য তাদের সামনে উদঘাটিত হয়ে যেত যে, আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল, ভুমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে অনর্থক ও বেকার সৃষ্টি করেননি । এগুলো সৃষ্টি করার কোনো মহান লক্ষ্য ও বিরাট রহস্য রয়েছে । তা এই যে, মানুষ এ অগণিত নিয়ামতরাজির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে এবং এই খোঁজে ব্যাপৃত হবে যে, তিনি কি কি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং কি কি কাজে অসন্তুষ্ট হন । অতঃপর তাঁর সন্তুষ্টির কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হবে এবং অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বেঁচে থাকবে । একথাও বলাবাহুল্য যে, এই উভয় প্রকার কাজের কিছু প্রতিদান ও শাস্তি হওয়াও জরুরি । নতুবা সৎ ও অসৎকে একই দাঁড়িপাল্লায় রাখা ন্যায় ও সুবিচারের পরিপন্থি । একথাও জানা যে, এই দুনিয়া মানুষের ভালো অথবা মন্দ কাজের প্রতিদান পুরোপুরি পাওয়ার স্থান নয়; বরং এখানে প্রায়ই এরূপ হয় যে, পেশাদার অপরাধীরা হাসি-খুশি জীবন-যাপন করে এবং সৎ ও সাধু ব্যক্তিরা বিপদাপদে জড়িত থাকে ।

কাজেই এমন এক সময় আসা জরুরি, যখন এসব কাজ-কারবার খতম হয়ে যাবে, ভালো ও মন্দ কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে এবং ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে । এই সময়েরই নাম কিয়ামত ও পরকাল ।

সারকথা এই যে, তারা যদি চিন্তা-ভাবনা করত, তবে নভোমণ্ডল, ভুমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সবকিছুই সাক্ষ্য দিত যে, এগুলো চিরস্থায়ী নয়-ক্ষণস্থায়ী । এরপর অন্য জগত আসবে, যা চিরস্থায়ী হবে । প্রথম আয়াতের সারমর্ম তাই اَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ -এই বিষয়বস্তুটি একটি যুক্তিগত প্রমাণ । পরবর্তী আয়াতে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহকে এর প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে যে,

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ - অর্থাৎ, মক্কাবাসীরা এমন এক ভূখণ্ডের অধিবাসী, যেখানে না আছে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ এবং না আছে সুউচ্চ ও সুরম্য দালান-কোঠা । কিন্তু তারা বাণিজ্যিক উদ্দেশে শাম ও ইয়ামান সফর করে । এসব সফরে তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে না? তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বড় বড় কীর্তি স্থাপনের যোগ্যতা দান করেছিলেন । তারা মৃত্তিকা খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত এবং তা দ্বারা বাগ-বাগিচা ও কৃষিক্ষেত্র সিক্ত করত । ভুগর্ভস্থ গোপন ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ ধাতু উত্তোলন করত এবং তা দ্বারা মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরি করত । তারা ছিল তৎকালীন সুসভ্য জাতি । কিন্তু তারা বৈষয়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতায় মত্ত হয়ে আল্লাহ ও পরকাল বিস্মৃত হয় । স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেন । কিন্তু তারা কোনো দিকেই ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং পরিণামে দুনিয়াতেও আজাবে পতিত হয় । তাদের জনপদসমূহের জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে । আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, চিন্তা কর, এই আজাবে তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো জুলুম হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে? অর্থাৎ তারা নিজেরাই আজাবের কারণাদি সঞ্চয় করেছে ।

فَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ : এখানে يُحْبَرُوْنَ শব্দটি حُبُوْر থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ আনন্দ, উল্লাস । জান্নাতীগণ যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবই এই শব্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত । কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একে ব্যাপক রাখা হয়েছে । বলা হয়েছে, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ অর্থাৎ দুনিয়াতে কেউ জানে না যে, তার জন্যে জান্নাতে চক্ষু শীতল করার কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে । কোনো কোনো তফসীরকার এই আয়াতের অধীনে যে বিশেষ বিশেষ আনন্দদায়ক বস্তুসমূহ উল্লেখ করেছেন এগুলোর সবই এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

غُلِبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার غَلْبٌ ও غَلَبَةٌ মূলবর্ণ (غ - ل - ب) জিনস صحيح অর্থ- পরাজিত হলো।

أَدْنَى : এটি اسم تفضيل এর সীগাহ دَانٍ এবং دَانِي থেকে অর্থ: অধিক নিকটবর্তী, অধিক কম।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস مركب (اجوف يائى এবং مهموز لام) অর্থ- সে চায়।

أَشَدُّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার شِدَّةٌ অর্থ- অত্যন্ত কঠিন শক্ত।

أَثَارُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِثَارَةٌ মূলবর্ণ (ث - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ- তারা চাষ করল।

أَسَاءُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسَاءَةٌ মূলবর্ণ (س - و - ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف واوى এবং مهموز لام অর্থ- তারা মন্দ করল।

سُوْأَى : অর্থ– মন্দ কাজ। অথবা فُعْلَى এর ওযনে اسم تفضيل থেকে مؤنث এর সীগাহ। অর্থাৎ যেভাবে ভাল কাজের নাম হওয়ার কারণে اسم تفضيل এর উপর প্রযোজ্য। অথবা فعل এর ওযনে মাসদার। যেমন, رُجْعَى। এ স্থানে سُوْأَى দ্বারা উদ্দেশ্য- জাহান্নাম।

يَسْتَهْزِءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِهْزَاءٌ মূলবর্ণ (ه - ز - ء) জিনস مهموز لام অর্থ–তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল, তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিল। ঠাট্টা করা, তুচ্ছ জ্ঞান করা।

يَكُنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ (فعل ناقص) مضارع مجزوم ; বাব نَصَرَ মাসদার كَوْنٌ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- সে হবে।

رَوْضَةٌ : একবচন ; বহুবচন رِيَاضٌ এবং رَوْضَاتٌ অর্থ– বাগান, সবুজ, শ্যামল।

يُحْبَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার حِبْرَةٌ - حَبْرٌ - حُبُوْرٌ - حِبْرٌ মূলবর্ণ (ح - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ- খুশি করা, আনন্দিত করা। ভালো হওয়ার পর জখমের চিহ্ন থেকে যাওয়া। দাঁত হলুদ হয়ে যাওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِىْ رَوْضَةٍ يُّحْبَرُوْنَ : এখানে فاء টি تعريفية আর اَمَّا হলো হরফে শর্ত। اَلَّذِيْنَ মুবতাদা। আর اٰمَنُوْا বাক্যটি সেলাহ। আর عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ বাক্যটি اٰمَنُوْا সেলাহ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর فَهُمْ -এর فاء টি رابطة আর هُمْ মুবতাদা। আর فِىْ رَوْضَةٍ টা متعلق হয়েছে يُحْبَرُوْنَ -এর সাথে। আর يُحْبَرُوْنَ বাক্য টি هُمْ -এর খবর। আর পূর্ণ বাক্য টি اَلَّذِيْنَ মুবতাদার খবর হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৩৭]

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿١٦﴾	১৬. আর যারা কুফরি করেছিল এবং আমার আয়াতসমূহ ও আখেরাতের সাক্ষাতকে অবিশ্বাস করেছিল, তারা আজাবে গ্রেফতার হবে [এটাই পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হওয়ার অর্থ]।
فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾	১৭. সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা কর সন্ধ্যায় ও সকালে।
وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾	১৮. [কেননা] তাঁরই প্রশংসা হচ্ছে সমস্ত আসমান ও জমিনে, আর [পবিত্রতা বর্ণনা কর] সূর্য ঢলে পড়ার পর [অপরাহ্নে] এবং জোহরের সময়ে।
يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾	১৯. তিনি সজীবকে নির্জীব হতে বের করে থাকেন এবং নির্জীবকে সজীব হতে বের করে থাকেন, আর জমিনকে তার মৃত [শুষ্ক] হওয়ার পর সজীব করে তোলেন এবং এরূপেই তোমাদেরকে বের করা হবে [কবর হতে]।
وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾	২০. এবং তাঁরই [কুদরতের] নিদর্শনসমূহের মধ্যকার একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর কিছুকাল পরেই তোমরা মানবরূপে [ভূপৃষ্ঠে] ছড়িয়ে বিচরণ করতে লাগলে।

ع ২ ٥

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কুফরি করেছিল وَكَذَّبُوْا এবং অবিশ্বাস করেছিল بِاٰيٰتِنَا আমার আয়াতসমূহ وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ এবং আখেরাতের সাক্ষাতকে فَاُولٰٓئِكَ فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ তারা আজাবে গ্রেফতার হবে।

১৭. فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা কর حِيْنَ تُمْسُوْنَ সন্ধ্যায় وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ও সকালে।

১৮. وَلَهُ الْحَمْدُ তাঁরই প্রশংসা হচ্ছে فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ সমস্ত আসমান ও জমিনে وَعَشِيًّا আরও (পবিত্রতা বর্ণনা কর) সূর্য ঢলে পড়ার পর وَحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ এবং যোহরের সময়।

১৯. يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ তিনি সজীবকে নির্জীব হতে বের করে থাকেন وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ এবং নির্জীবকে সজীব হতে বের করে থাকেন وَيُحْىِ الْاَرْضَ আর জমিনকে সজীব করে তোলেন بَعْدَ مَوْتِهَا তার মৃত (শুষ্ক) হওয়ার পর وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ এবং এরূপেই তোমাদেরকে বের করা হবে (কবর হতে)।

২০. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ এবং তাঁরই নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি এই যে, اَنْ خَلَقَكُمْ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন مِنْ تُرَابٍ মাটি হতে ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ অনন্তর কিছুকাল পরেই তোমরা মানবরূপে [ভূপৃষ্ঠে] تَنْتَشِرُوْنَ ছড়িয়ে বিচরণ করতে লাগলে।

অনুবাদ	আয়াত
২১. আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য হতে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের হতে শান্তি লাভ কর, আর তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন; এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।	وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি এই- আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা এবং তোমাদের জবান [অর্থাৎ ভাষা অথবা আওয়াজ ও কথন-ভঙ্গি] এবং বর্ণ পৃথক পৃথক হওয়া; এতে জ্ঞানবানদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।	وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি এই- রাত্রিকালে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর [প্রদত্ত] রিজিক তোমাদের অন্বেষণ করা; এতে সেই লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা শ্রবণ করে।	وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখিয়ে থাকেন, যাতে [বজ্রপাতের] ভয়ও হয়, আবার [বৃষ্টিপাতের] আশাও হয় এবং তিনিই আসমান হতে পানি বর্ষণ করে থাকেন, অতঃপর তা দ্বারা জমিনকে তার মৃত হওয়ার পর সজীব করেন; এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে।	وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, اَنْ خَلَقَ لَكُمْ তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন مِنْ اَنْفُسِكُمْ তোমাদের নিজেদের اَزْوَاجًا স্ত্রীগণকে لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا যেন তোমরা তাদের থেকে শান্তি লাভ কর وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً আর তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করেছেন اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এতে বহু নিদর্শন রয়েছে لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

২২. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি এই خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ এবং তোমাদের জবান এবং বর্ণ পৃথক পৃথক হওয়া اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِلْعٰلِمِيْنَ এতে জ্ঞানবানদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

২৩. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি এই مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ রাত্রিকালে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهٖ এবং তাঁর রিজিক তোমাদের অন্বেষণ করা اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এতে সেই লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে لِقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ যারা শ্রবণ করে।

২৪. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি এই যে, يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখিয়ে থাকেন خَوْفًا وَطَمَعًا যাতে ভয়ও হয় আবার আশাও হয় وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً এবং তিনিই আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ অতঃপর তা দ্বারা জমিনকে সজীব করেন بَعْدَ مَوْتِهَا তার মৃত হওয়ার পর اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এতে নিদর্শন সমূহ রয়েছে لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ.

حِيْنَ শব্দটি ধাতু। এর ক্রিয়া উহ্য আছে, অর্থাৎ سَبِّحُوا اللّٰهَ سُبْحَانًا حِيْنَ تُمْسُوْنَ অর্থাৎ, সন্ধ্যায় سُبْحَانَ تُصْبِحُوْنَ অর্থাৎ সকালে وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - এই বাক্যটি প্রমাণ হিসাবে মাঝখানে আনা হয়েছে। অর্থাৎ সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা জরুরি। কারণ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য এবং এতদুভয়ের বাসিন্দারা তাঁর প্রশংসায় মশগুল। আয়াতের শেষভাগে وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ বলে আরও দুই সময়ে পবিত্রতা বর্ণনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অপরাহ্ন তথা আসরের সময় এবং মধ্যাহ্ন তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পরবর্তী সময়। বর্ণনায় সন্ধ্যাকে সকালের অগ্রে এবং অপরাহ্নকে মধ্যাহ্নের অগ্রে রাখা হয়েছে। সন্ধ্যাকে অগ্রে রাখার এক কারণ এই যে, ইসলামি তারিখ সন্ধ্যা তথা সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয়। আসরের সময়কে যোহরের অগ্রে রাখার এক কারণ সম্ভবত: এই যে, আসরের সময় সাধারণত: কাজ-কারবারে ব্যাপৃত থাকার সময়। এতে দোয়া, তাসবীহ, অথবা নামাজ সম্পন্ন করা স্বভাবত: কঠিন। এ কারণেই কুরআনে صَلٰوةِ وُسْطٰى তথা আসরের নামাজের বিশেষ তাকীদ বর্ণিত হয়েছে-

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى.

আলোচ্য আয়াতের ভাষায় নামাজের উল্লেখ নেই। কাজেই সর্বপ্রকার উক্তিগত ও কর্মগত জিকির এর অন্তর্ভুক্ত। জিকিরের যত প্রকার আছে, তন্মধ্যে নামাজ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই নামাজ আরও উত্তমরূপেই আয়াতের মধ্যে দাখিল আছে বলা যায়। এ কারণেই কোনো কোনো আলেম বলেন, এই আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাজ ও সেসবের সময়ের বর্ণনা আছে। হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, কুরআনে পাঞ্জেগানা নামাজের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসাবে এই আয়াত পেশ করলেন। অর্থাৎ حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দের মাগরিবের নামাজ, حِيْنَ تُصْبِحُوْنَ শব্দে ফজরের নামাজ, عَشِيًّا শব্দে আসরের নামাজ এবং حِيْنَ تُظْهِرُوْنَ শব্দে যোহরের নামাজ উল্লিখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এশার নামাজের প্রমাণ আছে: অর্থাৎ وَمِنْ بَعْدِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, حِيْنَ تُمْسُوْنَ শব্দে মাগরিব ও এশা উভয় নামাজ ব্যক্ত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : আলোচ্য আয়াত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া এবং এ দোয়ার কারণে কুরআন পাক তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয় প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে, وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى -হযরত ইবরাহীম (আ.) সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করতেন।

হযরত মুআয ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরআন পাকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অঙ্গীকার পূর্ণ করার যে প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, তার কারণ ছিল এই দোয়া।

আবূ দাউদ, তাবারানী, ইবনে সুন্নী প্রমুখ হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ থেকে وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ পর্যন্ত এই তিন আয়াত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পাঠ করে, তার সারাদিনের আমলের ত্রুটিসমূহ এর বরকতে দূর করে দেওয়া হয় এবং যে সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়ে, তার রাত্রিকালীন আমলের ত্রুটি দূর করে দেওয়া হয়।-(রূহুল-মা'আনী)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ الخ : সূরা রূমের শুরুতে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের ঘটনা শোনানোর পর অবিশ্বাসী কাফেরদের পথভ্রষ্টতা ও সত্যের প্রতি উদাসীনতার কারণ সাব্যস্ত করা হয় যে, তারা ধ্বংসশীল পার্থিব জীবনকে লক্ষ্য স্থির করে পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এরপর কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানকে যেসব বাহ্যদর্শী অবান্তর মনে করতে পারত, তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জওয়াব দেওয়া হয়েছে। প্রথমে নিজের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার অতঃপর চতুষ্পার্শ্বস্থ জাতিসমূহের অবস্থা ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তাঁর কোনো শরিক ও অংশীদার নেই। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণের অনিবার্য ফল দাঁড়ায় এই যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তাঁর একক সত্তাকেই সাব্যস্ত করতে হবে। তিনি পয়গম্বরগণের মাধ্যমে কিয়ামত কায়েম হওয়ার এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের

পর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এই পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ প্রজ্ঞার ছয়টি প্রতীক 'শক্তির নিদর্শনাবলি শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ তা'আলার অনুপম শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন।

আল্লাহর কুদরতের প্রথম নিদর্শন : মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও জগতের শাসককে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা। জগতে যত প্রকার উপাদান আছে, তন্মধ্যে মৃত্তিকা সর্বনিকৃষ্ট উপাদান। এতে অনুভূতি, চেতনা ও উপলব্ধির নাম-গন্ধও দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি, পানি, বায়ু ও মৃত্তিকা এই উপাদান-চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া সবগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু গতি ও চেতনার আভাস পাওয়া যায়। মৃত্তিকা তা থেকেও বঞ্চিত। মানব সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ তা'আলা একেই মনোনীত করেছেন। ইবলীসের পথভ্রষ্টতার কারণও তাই হয়েছে যে, সে অগ্নি-উপাদানকে মৃত্তিকা থেকে সেরা ও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকারের পথ বেছে নিয়েছে। সে বুঝল না যে, ভদ্রতা ও আভিজাত্যের চাবিকাঠি স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা মহান করতে পারেন।

মানব সৃষ্টির উপাদান যে মৃত্তিকা, একথা হযরত আদম (আ.) -এর দিক দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্বের মূলভিত্তি, তাই অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিও পরোক্ষভাবে তাঁরই সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া অবান্তর নয়। এটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ মানুষের প্রজনন বীর্যের মাধ্যমে হলেও বীর্য যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তন্মধ্যে মৃত্তিকা প্রধান।

আল্লাহর কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শন : দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, মানুষের মধ্যে থেকে আল্লাহ তা'আলা নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষের সঙ্গিনী হয়েছে। একই উপাদান থেকে একই স্থানে এবং একই খাদ্য থেকে উৎপন্ন সন্তানদের মধ্যে এই দু'টি প্রকারভেদ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখশ্রী, অভ্যাস ও চরিত্রের সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহর পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার জন্যে এই সৃষ্টিই যথেষ্ট নিদর্শন। এরপর নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : لِتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا – অর্থাৎ তোমরা তাদের কাছে পৌছে শান্তি লাভ কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শান্তি ও সুখ। কুরআন পাক একটিমাত্র শব্দে সবগুলোকে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের সারমর্ম হচ্ছে মনের শান্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বর্তমান আছে, সেই পরিবার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। যেখানে মানসিক শান্তি অনুপস্থিত, সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। একথাও বলাবাহুল্য যে, পারস্পরিক শান্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরিয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেসব দেশ ও জাতি এর বিপরীত হারাম রীতি-নীতি প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তাদের জীবনে কোথাও শান্তি নেই। জন্তু- জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার নাম শান্তি হতে পারে না।

বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য : আলোচ্য আয়াত পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য, জীবনের লক্ষ্য মনের শান্তিকে স্থির করেছে। এটা তখনই সম্ভবপর, যখন উভয়পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তা আদায় করে নেয়। নতুবা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পারিবারিক শান্তি বরবাদ করে দেবে। এই অধিকার আদায়ের এক উপায় ছিল আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করা ; যেমন অন্যদের অধিকারের বেলায় তাই করা হয়েছে। অর্থাৎ, একে অপরের অধিকার হরণকে হারাম করে তজ্জন্য কঠোর শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে। শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ত্যাগ ও সহমর্মিতার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, শুধু আইনের মাধ্যমে কোনো জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় না, যে পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহভীতি যুক্ত করে দেওয়া না হয়। এ কারণেই সামাজিক ব্যাপারাদিতে বিধি-বিধানের সাথে সমগ্র কুরআনে সর্বত্র اِتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا ইত্যাদি বাক্য পরিশিষ্ট হিসেবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক কাজ-কারবার কিছুটা এমনি ধরনের যে, কোনো আইন তাদের অধিকার পুরোপুরি আদায় করার বিষয়টিকে আয়ত্তে আনতে পারে না এবং কোনো আদালতও এ ব্যাপারে পুরোপুরি ইনসাফ করতে পারে না। এ কারণেই বিবাহের খোতবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন পাকের সেই সব আয়াত মনোনীত করেছেন, যেগুলোতে আল্লাহভীতি, তাকওয়া ও পরকালের শিক্ষা আছে। কারণ আল্লাহভীতিই প্রকৃতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকারের জামিন হতে পারে।

তদুপরি আল্লাহ তা'আলার আরও একটি অনুগ্রহ এই যে, তিনি বৈবাহিক অধিকারকে কেবল আইনগত রাখেননি; বরং মানুষের স্বভাবগত ও প্রবৃত্তিগত ব্যাপার করে দিয়েছেন। পিতামাতা ও সন্তানের পারস্পরিক অধিকারের বেলায়ও তদ্রূপ করা হয়েছে। তাদের অন্তরে স্বভাবগত পর্যায়ে এমন এক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, পিতামাতা নিজেদের প্রাণের চেয়েও অধিক সন্তানের দেখাশোনা করতে বাধ্য। এমনিভাবে সন্তানের অন্তরেও পিতামাতার প্রতি একটি স্বভাবগত ভালোবাসা রেখে দেওয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে। এজন্য ইরশাদ হয়েছে : وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّرَحْمَةً –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবল আইনগত সম্পর্ক রাখেননি; বরং তাদের অন্তরে সমপ্রীতি ও দয়া গ্রথিত করে দিয়েছেন। وُدٌّ ও مَوَدَّتْ -এর শাব্দিক অর্থ চাওয়া, যার ফল ভালোবাসা ও প্রীতি। এখানে আল্লাহ তা'আলা দুইটি শব্দ ব্যবহার করেছেন–এক. مَوَدَّتْ ও দ্বিতীয় رَحْمَتْ। সম্ভবত এতে ইঙ্গিত আছে যে, مَوَدَّتْ তথা ভালোবাসার সম্পর্ক যৌবনকালের সাথে। এ সময় উভয় পক্ষের কামনা-বাসনা একে অপরকে ভালোবাসতে বাধ্য করে। বার্ধক্যে যখন এই ভাবালুতা বিদায় নেয়, তখন পরস্পরের মধ্যে দয়া ও কৃপা স্বভাবগত হয়ে যায়। –[কুরতুবী]

এরপর বলা হয়েছে اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ – অর্থাৎ এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন আছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটি নিদর্শন এবং শেষভাগে একে 'অনেক নিদর্শন' বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আয়াতে উল্লেখিত বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও তা থেকে অর্জিত পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এটা এক নয়-বহুনিদর্শন।

আল্লাহর কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন : তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য; যেমন কোনো স্তর শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হলদেটে। এখানে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষার বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিস্ময়কর লীলা। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবি, ফারসি, হিন্দী, তুর্কী, ইংরেজি ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোনো কোনো ভাষা পরস্পর এত ভিন্নরূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোনো সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে এমন স্বাতন্ত্র সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কণ্ঠস্বর অন্যজনের কণ্ঠস্বরের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। অথচ এই কণ্ঠস্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোঁট, তালু ও কণ্ঠনালী সবার মধ্যেই অভিন্ন ও একরূপ। فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

এমনিভাবে বর্ণ-বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতা-মাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। মানব জাতির বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে কি কি রহস্য নিহিত আছে, তা এক অতিদীর্ঘ আলোচনা। সামান্য চিন্তা-ভাবনা দ্বারা অনেকে রহস্য বুঝে নেওয়া কঠিনও নয়।

কুদরতের এই আয়াতে আকাশ, পৃথিবী; ভাষার বিভিন্নতা, বর্ণের বিভিন্নতা এবং বহুবিধ প্রসঙ্গে অনেক শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এগুলো এত সুস্পষ্ট যে, অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই তা দেখতে পারে। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ –অর্থাৎ, এতে জ্ঞানীদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

আল্লাহর কুদরতের চতুর্থ নিদর্শন : মানুষের রাত্রে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া এমনিভাবে রাত্রে ও দিবাভাগে জীবিকা অন্বেষণ করা। এই আয়াতে দিন-রাত্রে নিদ্রাও বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণও। অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা শুধু রাত্রে এবং জীবিকা অন্বেষণ শুধু দিনে ব্যক্ত করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাত্রের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা অন্বেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা অন্বেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া যায়। তাই উভয় বক্তব্যই স্ব স্ব স্থানে নির্ভুল। কোনো কোনো তাফসীরকার সদর্থের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতেও নিদ্রাকে রাত্রির সাথে এবং জীবিকা অন্বেষণকে দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত দেখিয়েছেন। কিন্তু এর প্রয়োজন নেই।

নিদ্রা ও জীবিকা অন্বেষণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রার সময় নিদ্রা যাওয়া এবং জাগরণের সময় জীবিকা অন্বেষণ করাকে মানুষের জন্মগত স্বভাবে পরিণত করা হয়েছে। এই উভয় বিষয়ের অর্জন

মানুষের চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়; বরং এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দান। আমরা দিন-রাত প্রত্যক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্রামের উৎকৃষ্টতর আয়োজন সত্ত্বেও কোনো কোনো সময় নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে ডাক্তারী বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ যাকে চান উন্মুক্ত মাঠে রোদ ও উত্তাপের মধ্যেও নিদ্রা দান করেন।

জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দিনরাত প্রত্যক্ষ করা হয় দুই ব্যক্তি সমান সমান জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, সমান অর্থসম্পন্ন, সমান পরিশ্রম সহকারে জীবিকা উপার্জনের একই ধরনের কাজ নিয়ে বসে, কিন্তু একজন উন্নতি লাভ করে এবং অপরজন ব্যর্থ হয়। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে উপায়াদির উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। এর পেছনে অনেক রহস্য ও উপকারিতা আছে। তাই জীবিকা উপার্জন উপায়াদির মাধ্যমেই করা অপরিহার্য। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ আসল সত্য বিস্মৃত না হওয়া। উপায়াদিকে উপায়াদিই মনে করতে হবে এবং আসল রিজিকদাতা হিসাবে উপায়াদির স্রষ্টাকেই মনে করতে হবে।

এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ – অর্থাৎ, যারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তাদের জন্যে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এতে শ্রবণের প্রসঙ্গ বলার কারণও সম্ভবত: এই যে, দৃশ্যত: নিদ্রা আপনা-আপনিই আসে, যদি আরামের জায়গা বেছে নিয়ে শয়ন করা হয়। এভাবে পরিশ্রম, মজুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দ্বারাও জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর অদৃশ্য হাতের কারসাজি চর্মচক্ষুর অন্তরালে থাকে। পয়গাম্বরগণ তা বর্ণনা করেন। তাই বলা হয়েছে, এসব নিদর্শন তাদের জন্যেই উপকারী, যারা পয়গাম্বরগণের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং যখন বোধগম্য হয়, তখন মেনে নেয়– কোনো হঠকারিতা করে না।

আল্লাহর কুদরতের পঞ্চম নিদর্শন : পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে পতিত হওয়ার এবং ক্ষতিকারিতারও আশঙ্কা থাকে এবং এর পশ্চাতে বৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চার হয়। তিনি এই বৃষ্টির দ্বারা শুষ্ক এবং মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত ও সতেজ করে তাতে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও ফল-ফুল উৎপন্ন করেন। এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ –অর্থাৎ এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। কেননা বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি এবং তা দ্বারা উদ্ভিদ ও ফল-ফুলের সৃজন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, একথা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারাই বোঝা যেতে পারে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُمْسُونَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাবে إِفْعَالٌ মাসদার إِمْسَاءٌ মূলবর্ণ (م - س - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা সন্ধ্যা করেছ। إِمْسَاءٌ এর ব্যবহার فعل ناقص হিসাবে হলে এটি كَانَ এর অর্থে আসে।

الْحَيُّ : সিফাতে মুশাব্বাহর সীগাহ। অর্থ– জিন্দা, জীবিত, حَيَاةٌ থেকে চয়িত।

مَوَدَّةٌ : বাবে سَمِعَ। اسم مصدر، منصوب، نكره অর্থ- বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালোবাসা, মনের আকর্ষণ।

أَلْوَانٌ : لَوْنٌ এর বহুবচন। অর্থ– রঙ।

مَنَامٌ : অর্থ– স্বপ্ন, খাব, নিদ্রা। مَنَامٌ শব্দটি اسم ظرف – নিদ্রালয়।

يُرِي : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাবে إِفْعَالٌ । মাসদার– إِرَاءَةٌ । মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ– সে দেখায়, তিনি দেখান।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُونَ : এখানে واو টি মাতূফ ও মাতূফ আলাইহি -এর মাঝে اعتراضية হয়েছে। আর لَهُ হলো خبر مقدم এবং الْحَمْدُ হলো مبتدا مؤخر আর فِي السَّمٰوٰتِ হলো حال আর وَالْأَرْضِ আর عَشِيًّا টা حِيْنَ এটা السَّمٰوٰتِ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর বাক্যটি معترضة হয়েছে। আর حِيْنَ تُمْسُونَ -এর উপর আতফ হয়েছে। অনুরূপভাবে وَحِيْنَ تُظْهِرُونَ টা حِيْنَ تُمْسُونَ -এর উপর আতফ হয়েছে।

–[ইরাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ৪৩]

২৫. আর তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি এই যে, আসমান এবং জমিন তাঁরই নির্দেশে স্থির রয়েছে; তৎপর যখন তোমাদেরকে ডেকে ভূগর্ভ হতে [বের হওয়ার] আহ্বান করবেন, তৎক্ষণাৎ তোমরা বের হয়ে পড়বে।	وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ۚ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. এবং যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে, সব তাঁরই জন্য; সমস্তই তাঁর অনুগত।	وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং তিনিই সেই সত্তা, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আবার তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন, এবং এটা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ এবং আসমান ও জমিনের মধ্যে তাঁরই মর্যাদা সর্বোচ্চ, এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾
২৮. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত তোমাদেরই অবস্থাসমূহ হতে বর্ণনা করছেন; তোমাদের ঐ সমস্ত সম্পত্তিতে– যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি তোমাদের ক্রীতদাসদের মধ্য হতে– কেউ কি শরিক আছে যে, তোমরা ও তারা তাতে সমান [অধিকারী] হও, যাদের সম্বন্ধে এরূপ আশঙ্কা কর– যেরূপ তোমরা পরস্পর নিজেদের মধ্যে আশঙ্কা করে থাক? এরূপে আমি জ্ঞানবানদের জন্য প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি।	ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ۚ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ আর তারই নির্দেশসমূহের একটি এই যে, اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ আসমান এবং জমিন স্থির রয়েছে بِاَمْرِهٖ তাঁরই নির্দেশে ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً তৎপর যখন তোমাদেরকে ডেকে আহবান করবেন مِّنَ الْاَرْضِ ভূগর্ভ হতে (বের হওয়ার) اِذَآ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ তৎক্ষণাৎ তোমরা বের হয়ে পড়বে।

২৬. وَلَهٗ এবং সব তাঁরই জন্য مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আসমান ও জমিনে রয়েছে– كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ সমস্তই তাঁর অনুগত।

২৭. وَهُوَ الَّذِيْ এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি يَبْدَؤُا الْخَلْقَ প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ يُعِيْدُهٗ আবার তিনিই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ এবং এটা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى এবং তাঁরই মর্যাদা সর্বোচ্চ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনে وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ এবং তিনি মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

২৮. ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতেছেন مِّنْ اَنْفُسِكُمْ তোমাদের অবস্থাসমূহ হতে هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ তোমাদের ঐ সমস্ত সম্পত্তিতে তোমাদের ক্রীতদাসদের মধ্য হতে কেউ কি আছে مِّنْ شُرَكَآءَ শরিক فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি– فِيْهِ سَوَآءٌ যে, তোমরা ও তারা তাতে সমান হও تَخَافُوْنَهُمْ যাদের সম্বন্ধে তোমরা পরস্পর নিজেদের মধ্যে আশঙ্কা করে থাক كَذٰلِكَ এরূপে نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ আমি প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ জ্ঞানবানদের জন্য।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. বরং এই জালেমরা প্রমাণ ব্যতীত নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে চলেছে, সুতরাং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কে সুপথে আনবে? আর তাদের কোনো সহায়কও হবে না।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. অতএব, তোমরা একনিষ্ঠভাবে স্ব স্ব লক্ষ্য এ ধর্মের প্রতি রাখ; আল্লাহ প্রদত্ত [সত্যোপলব্ধির] সেই যোগ্যতার অনুসরণ করে চল, যার উপর আল্লাহ তা'আলা মানবকে সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্ট সেই বস্তুকে পরিবর্তন করা উচিত নয়, যার উপর তিনি সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; এটাই হচ্ছে সরল ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. তোমরা আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে তাঁরই প্রদত্ত যোগ্যতার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ভয় কর এবং নামাজের পাবন্দি কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত থেকো না।

مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا ؕ كُلُّ حِزْبٍۢ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বহু দলে বিভক্ত হয়ে গেছে; প্রত্যেক দল নিজেদের ঐ পন্থায় গর্বিত যা তাদের কাছে রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا বরং এই জালেমরা অনুসরণ করে চলেছে اَهْوَآءَهُمْ নিজেদের প্রবৃত্তিরই بِغَيْرِ عِلْمٍ প্রমাণ ব্যতীত فَمَنْ يَّهْدِيْ সুতরাং তাকে কে সুপথে আনবে مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ আর তাদের কোনো সহায়কও হবে না।

৩০. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا অতএব তোমরা একনিষ্ঠভাবে স্ব-স্ব লক্ষ্য এ ধর্মের প্রতি রাখ فِطْرَتَ اللّٰهِ আল্লাহ প্রদত্ত সেই যোগ্যতার অনুসরণ করে চল الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا যার উপর আল্লাহ তা'আলা মানবকে সৃষ্টি করেছেন لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ আল্লাহর সেই বস্তুকে পরিবর্তন করা উচিত নয় যার উপর তিনি সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ এটাই হচ্ছে সরল ধর্ম وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না।

৩১. مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ তোমরা আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে তাঁরই প্রদত্ত যোগ্যতার অনুসরণ কর وَاتَّقُوْهُ এবং তাকে ভয় কর وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এবং নামাজের পাবন্দি কর وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত থেকো না।

৩২. مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে وَكَانُوْا شِيَعًا এবং বহু দলে বিভক্ত হয়ে গেছে كُلُّ حِزْبٍ প্রত্যেক দল بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ নিজেদের ঐ পন্থায় গর্বিত যা তাদের কাছে রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ .... وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ . [٢٧]

শানে নুযূল : হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কাফেররা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত যে, মৃত মানুষকে কিভাবে পুনরায় জীবিত করা হবে? সে কথার প্রেক্ষিতেই উপরিউক্ত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়।

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ .... كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ. (٢٨)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশরা হজ আদায়কালে নিম্নোক্ত তালবিয়া পাঠ করত لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اِلَّا شَرِيْكٌ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ সে প্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।
–[কুরতুবী, খ: ১৪ পৃ: ২৩]

আল্লাহর কুদরতের ষষ্ঠ নিদর্শন : ষষ্ঠ নিদর্শন এই যে, আকাশ ও পৃথিবী আল্লাহ তা'আলারই আদেশে কায়েম আছে। হাজার হাজার বছর সক্রিয় থাকার পরও এগুলোতে কোথাও কোনো ত্রুটি দেখা দেয় না। আল্লাহ তা'আলা যখন এই ব্যবস্থাপনাকে ভেঙ্গে দেওয়ার আদেশ দেবেন, তখন এই মজবুত ও অটুট বস্তুগুলো নিমেষের মধ্যে ভেঙ্গে-চুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অতঃপর তাঁরই আদেশে সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে হাশরের মাঠে সমবেত হবে।

এই ষষ্ঠ নিদর্শনটি প্রকৃতপক্ষে পূর্বোক্ত সব নিদর্শনের সারমর্ম ও লক্ষ্য। একেই বোঝানোর জন্যে এর আগে পাঁচটি নিদর্শন বর্ণনা করা হয়েছে। এরপরে কয়েক আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে।

وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى – যে বস্তু অন্য বস্তুর সাথে কিছু সাদৃশ্য ও সম্পর্ক রাখে, তাকে তার مَثَلٌ বলা হয়। সম্পূর্ণরূপে অন্য বস্তুর মতো হওয়া এর অর্থ নয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলার যে مَثَلٌ আছে, একথা কুরআনের কয়েক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। একটি তো এখানে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ কিন্তু مِثَالٌ ও مِثْلٌ থেকে আল্লাহ তা'আলার সত্তা পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে।

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ الخ.

আলোচ্য আয়াতসমূহে তাওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণ ও বিভিন্ন হৃদয়গ্রাহী শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমে একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তোমাদের গোলাম-চাকর তোমাদের মতোই মানুষ; আকার-আকৃতি, হাত-পা, মনের চাহিদা ইত্যাদি সব বিষয়ে তোমাদের শরিক। কিন্তু তোমরা তাদের ক্ষমতায় নিজেদের সমান কর না যে, তারাও তোমাদের ন্যায় যা ইচ্ছা করবে এবং যা ইচ্ছা ব্যয় করবে। নিজেদের পুরোপুরি সমকক্ষ তো দূরের কথা, তাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও ক্ষমতায় সামান্যতম তোমরা অংশীদারিত্বেরও অধিকার দাও না। কোনো ক্ষুদ্র ও মামুলী শরিককেও তোমরা ভয় কর যে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করলে সে আপত্তি করবে। গোলাম-চাকরদেরকে তোমরা এই মর্যাদাও দাও না। অতএব, চিন্তা কর, ফেরেশতা, মানব ও জিনসহ সমগ্র সৃষ্টজগত আল্লাহ সৃজিত ও তাঁরই দাস, গোলাম। তাদেরকে তোমরা আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তাঁর শরিক কিরূপে বিশ্বাস কর?

২৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, কথাটি সরল ও পরিষ্কার, কিন্তু প্রতিপক্ষ কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে কোনো জ্ঞান ও বুদ্ধির কথা মানে না।

৩০ নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অথবা সাধারণ লোককে আদেশ করা হয়েছে যে, যখন জানা গেল যে, শিরক অযৌক্তিক ও মহা অন্যায়, তখন আপনি যাবতীয় মুশরিকসুলভ চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে শুধু ইসলামের দিকে মুখ করুন– فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

এরপর ইসলাম ধর্ম যে ফিতরত তথা স্বভাব ধর্মের অনুরূপ, একথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ

বাক্যটি পূর্ববর্তী فَاَقِمْ বাক্যের ব্যাখ্যা এবং دِيْنِ حَنِيْفٍ – এর একটি বিশেষ গুণের বর্ণনা, যার অনুসরণের আদেশ আগের বাক্যে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, دِيْنِ حَنِيْفٍ হচ্ছে دِيْنِ فِطْرَتٍ ; পরবর্তী বাক্যে এর অর্থ এরূপ বলা হয়েছে যে, আল্লাহর ফিতরত বলে সেই ফিতরত বোঝানো হয়েছে, যার উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

ফিতরত বলে কি বোঝানো হয়েছে : এ সম্পর্কে তাফসীরকারদের অনেক উক্তির মধ্যে দুটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

(এক) ফিতরত বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলমান সৃষ্টি করেছেন। যদি পরিবেশ কোনো কিছু খারাপ না করে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলমানই হবে। কিন্তু অভ্যাসগতভাবেই পিতা-মাতা তাকে ইসলামবিরোধী বিষয়দি শিক্ষা দেয়। ফলে সে ইসলামের উপর কায়েম থাকে না। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে তা-ই ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন : এটাই অধিকাংশ পূর্ববর্তী মনীষীর উক্তি।

(দুই) ফিতরত বলে যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাঁকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়।

কিন্তু প্রথম উক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। (এক) এই আয়াতেই পরে বলা হয়েছে, لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ এখানে خَلْقِ اللّٰهِ বলে পূর্বোল্লেখিত فِطْرَتَ اللّٰهِ –কেই বোঝানো হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহর এই ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর পিতা-মাতা মাঝে-মাঝে সন্তানকে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান করে দেয়। যদি ফিতরতের অর্থ ইসলাম নেওয়া হয়, যাতে পরিবর্তন না হওয়ার কথা স্বয়ং এই আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে, তা কিরূপে সহীহ হবে? এই পরিবর্তন তো সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়। সর্বত্রই মুসলমানদের চাইতে কাফের বেশি পাওয়া যায়। ইসলাম অপরিবর্তনীয় ফিতরত হলে এই পরিবর্তন কিরূপে ও কেন? দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, হযরত খিজির (আ.) যে বালককে হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, এই বালকের ফিতরাতে কুফর ছিল। তাই হযরত খিজির (আ.) তাকে হত্যা করেন। ফিতরতের অর্থ ইসলাম নিলে প্রত্যেকেরই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করা জরুরি। কাজেই এই হাদীস তার পরিপন্থি।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, ইসলাম যদি মানুষের ফিতরতে রক্ষিত এমন কোনো বিষয় হয়ে থাকে, যার পরিবর্তন করতেও সে সক্ষম নয়, তবে এটা কোনো ইচ্ছাধীন বিষয় হলো না। এমতাবস্থায় ইসলাম দ্বারা পরকালের ছওয়াব কিরূপে অর্জিত হবে। কারণ ইচ্ছাধীন কাজ দ্বারাই ছওয়াব পাওয়া যায়।

চতুর্থ আপত্তি এই যে, সহীহ হাদীসের অনুরূপ ফিকহবিদগণের মতে সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পিতা-মাতার অনুসারী মনে করা হয়। পিতা-মাতা কাফের হলে সন্তানকে কাফের ধরা হয় এবং তার কাফন-দাফন ইসলামি নিয়মে করা হয় না। এসব আপত্তি ইমাম তুরপশতী (র.) 'মাসাবীহ' গ্রন্থের টীকায় বর্ণনা করেছেন। এর ভিত্তিতেই তিনি ফিতরতের অর্থ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা এই সৃষ্টিগত যোগ্যতা সম্পর্কে একথাও ঠিক যে, এতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতা-মাতা অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় কাফের হয়ে যায়, তার মধ্যে ইসলামের সত্যতা চিনে নেবার যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। হযরত খিজির (আ.)-এর হাতে নিহত বালক কাফের হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও এতে জরুরি হয় না যে, তার মধ্যে সত্যকে বোঝার যোগ্যতাই ছিল না। এই আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতাকে মানুষ নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার করে। তাই এর কারণে বিরাট ছওয়াবের অধিকারী হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট। পিতা-মাতা সন্তানকে ইহুদি অথবা খ্রিস্টান করে দেওয়ার যে কথা বুখারী ও মুসলিমে আছে, তার অর্থও ফিতরতের দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী সুস্পষ্ট। অর্থাৎ তার যোগ্যতা যদিও জন্মগত ও আল্লাহ প্রদত্ত ছিল এবং তাকে ইসলামের দিকেই নিয়ে যেত, কিন্তু বাধা-বিপত্তি অন্তরায় হয়ে গেছে এবং তাকে সেদিকে যেতে দেয়নি। পূর্ববর্তী মনীষিগণ থেকে বর্ণিত প্রথম উক্তির অর্থও বাহ্যত: মূল ইসলাম নয়; বরং ইসলামের এই যোগ্যতাই বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষিগণের উক্তির এই অর্থ মুহাদ্দিস-ই-দেহলভী (র.) মেশকাতের টীকা 'লামআতে' বর্ণনা করেছেন।

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ' গ্রন্থে লিখিত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র.)-এর আলোচনা দ্বারা এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মন ও মেজাজের অধিকারী অসংখ্য প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ এক প্রকার যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন, যা দ্বারা সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। أَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى –আয়াতের মর্মও তাই। অর্থাৎ যে জীবনকে স্রষ্টা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি পথপ্রদর্শনও করেছেন। আলোচ্য যোগ্যতাই হচ্ছে সেই পথপ্রদর্শন। আল্লাহ তা'আলা মৌমাছির মধ্যে বৃক্ষ ও ফুল চেনা, বেছে নেওয়া এবং রস পেটে আহরণ করে চাকে এনে সঞ্চিত করার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এমনিভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এমন যোগ্যতা রেখেছেন, যা দ্বারা সে আপন স্রষ্টাকে চিনতে পারে, তার কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য করতে পারে। এরই নাম ইসলাম।

لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ – উল্লিখিত বক্তব্য থেকে এই বাক্যের উদ্দেশ্যও ফুটে উঠেছে যে, আল্লাহ ফিতরত তথা সত্যকে চেনার যোগ্যতা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। ভ্রান্ত পরিবেশ কাফের করতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করতে পারে না।

এ থেকেই وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ – আয়াতের মর্মও পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের প্রকৃতিতে আমি ইবাদতের আগ্রহ ও যোগ্যতা রেখে দিয়েছি। তারা একে কাজে লাগালে তাদের দ্বারা ইবাদত ব্যতীত অন্য কোনো কাজ সংঘটিত হবে না।

বাতিলপন্থিদের সংসর্গ এবং ভ্রান্ত পরিবেশ থেকে দূরে থাকা ফরজ : لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ বাক্যটি খবর আকারের। অর্থাৎ খবর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু এতে এক অর্থ আদেশেরও আছে। অর্থাৎ পরিবর্তন করা উচিত নয়। তাই এই বাক্য থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, মানুষকে এমন সব বিষয় থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা উচিত, যা তার সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে নিষ্ক্রিয় অথবা দুর্বল করে দেয়। এসব বিষয়ের বেশির ভাগ হচ্ছে ভ্রান্ত পরিবেশ ও কুসংসর্গ অথবা নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ও পর্যবেক্ষক না হয়ে বাতিলপন্থিদের পুস্তকাদি পাঠ করা। وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ – পূর্বের আয়াতে মানব প্রকৃতিকে সত্য গ্রহণের যোগ্য করার আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে প্রথমে সত্য গ্রহণের উপায় বলা হয়েছে যে, নামাজ কায়েম করতে হবে। কেননা নামাজ কার্যক্ষেত্রে ঈমান, ইসলাম ও আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর বলা হয়েছে وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ – অর্থাৎ যারা শিরক করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। মুশরিকরা তাদের ফিতরত তথা সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে কাজে লাগায়নি। এরপর তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণিত হচ্ছে : مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا – অর্থাৎ এই মুশরিক তারা, যারা স্বভাব ধর্মে ও সত্য ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথবা স্বভাব ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে গেছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। شِيَعًا শব্দটি شِيْعَةٌ -এর বহুবচন। কোনো একজন অনুসৃতের অনুসারী দলকে شِيْعَةٌ বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, স্বভাব ধর্ম ছিল তাওহীদ। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সব মানুষেরই একে অবলম্বন করে এক জাতিতে একদল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা তাওহীদকে ত্যাগ করে বিভিন্ন লোকের চিন্তাধারার অনুগামী হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারা ও অভিমতে বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেকেই আলাদা মাজহাব বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কারণে জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শয়তান তাদের নিজ নিজ মাজহাবকে সত্য প্রতিপন্ন করার কাজে এমন ব্যাপৃত করে দিয়েছে যে, كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ – অর্থাৎ প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ দিয়ে হর্ষোৎফুল্ল। তারা অপরের মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়। অথচ তারা সবাই ভ্রান্ত পথে পতিত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

دَعَاكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ । মাসদার اَلدَّعْوَةُ، دُعَاءً মূলবর্ণ (د – ع – و) জিনস ناقص واوى অর্থ- আহ্বান করেছে।

يُعِيْدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعَادَةٌ মূলবর্ণ (ع – و – د) জিনস اجوف واوى অর্থ- তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করবেন।

اَهْوَنُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার هَوْنٌ মূলবর্ণ (ه – و – ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– অত্যন্ত সহজ, খুবই সহজ, সহজ এবং আসান হওয়া।

عَزِيْزٌ : সীগাহ مبالغه অর্থ– বিজয়ী, শক্তিশালী, পরাক্রমশালী।

حَكِيْمٌ : صفت مشبه অর্থ– প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তা'আলার اَسْمَاء حُسْنٰى এর একটি। কেননা প্রকৃত হেকমত ও প্রজ্ঞা তাঁরই।

اَهْوَاءٌ : هَوًى এর বহুবচন, অর্থ- খায়েশ, চাহিদা, কুপ্রবৃত্তি। নাজায়েজ আগ্রহ বা চাহিদা।

اِتَّقُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف ; هُ যমীর মাফউল। বাবে اِفْتِعَالٌ মাসদার– اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و – ق – ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তাকে ভয় কর।

شِيَعًا : شِيْعَةٌ এর বহুবচন। অর্থ–দল, পার্টি, অনুসারী, সমর্থক।

حِزْبٌ : একবচন, বহুবচন اَحْزَابٌ অর্থ- দল। জামাত। অনুসারী। সমর্থক।

فَرِحُوْنَ : বহুবচন। সীগাহ صفت مشبه হালাতে রফা। বাব سَمِعَ মাসদার فَرْحٌ মূলবর্ণ (ف – ر – ح) জিনস صحيح অর্থ– আনন্দিত, উল্লসিত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا : এখানে فاء টি হলো فصيحية আর اَقِمْ ফে'ল। তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল, আর وَجْهَكَ হলো মাফউলে বিহী। আর لِلدِّيْنِ টা اَقِمْ ফে'লের সাথে متعلق হয়েছে। আর حَنِيْفًا হলো اَقِمْ -এর ফায়েল থেকে حال অথবা তার মাফউল থেকে حال অথবা اَلدِّيْنِ থেকে حال হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ৫৫]

৩৩. আর যখন মানুষের উপর কোনো বিপদ আসে, তখন তারা স্বীয় প্রভুকে ডাকতে থাকে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে, অতঃপর যখন আল্লাহ স্বীয় সন্নিধান হতে তাদেরকে কিছু অনুগ্রহ উপভোগ করান, অমনি তাদের কেউ কেউ স্বীয় প্রভুর সাথে অংশী স্থাপন করতে আরম্ভ করে।	وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِيبِيْنَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. সারকথা এই যে, আমি যা কিছু তাদেরকে দান করেছি, তারা তা অস্বীকার করে; অতএব, আরও কিছুদিন সুখভোগ করে নাও। অতঃপর সত্বরই তোমরা জানতে পারবে।	لِيَكْفُرُوْا بِمَا آتَيْنٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوْا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. আমি কি তাদের নিকট কোনো দলিল অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করতে নির্দেশ দিচ্ছে?	أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. আর যখন মানুষকে আমি কিছু অনুগ্রহ উপভোগ করাই, তখন তারা তাতে আনন্দিত হয়; আর যদি তাদের উপর কোনো বিপদ আসে তাদের স্বহস্তকৃত পূর্ব কর্মসমূহের বিনিময়ে, তখন তারা নিরাশ হয়ে যায়।	وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوْا بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. তাদের কি এটা জানা নেই যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা প্রচুর জীবিকা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন; এতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঈমানদার লোকদের জন্য।	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ আর যখন মানুষের উপর কোনো বিপদ আসে دَعَوْا رَبَّهُمْ স্বীয় প্রভুকে ডাকতে থাকে مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ অতঃপর যখন আল্লাহ স্বীয় সন্নিধান হতে তাদেরকে কিছু অনুগ্রহ উপভোগ করান إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ অমনি তাদের কেউ কেউ স্বীয় প্রভুর সাথে অংশী স্থাপন করতে আরম্ভ করে।

৩৪. لِيَكْفُرُوْا بِمَا آتَيْنٰهُمْ সারকথা এই যে, আমি যা কিছু তাদেরকে দান করেছি তারা তার অস্বীকার করে فَتَمَتَّعُوْا অতএব, আরো কিছু দিন সুখভোগ করে নাও فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অতঃপর সত্বরই তোমরা জানতে পারবে।

৩৫. أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا আমি কি তাদের নিকট কোনো দলিল অবতীর্ণ করেছি فَهُوَ يَتَكَلَّمُ যা তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করতে।

৩৬. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً আর যখন মানুষকে আমি কিছু অনুগ্রহ উপভোগ করাই فَرِحُوْا بِهَا তখন তারা তাতে আনন্দিত হয় وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ আর যদি তাদের উপর কোনো বিপদ আসে بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ তাদের স্বহস্তকৃত পূর্ব কর্মসমূহের বিনিময়ে إِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ তখন তারা নিরাশ হয়ে যায়।

৩৭. أَوَلَمْ يَرَوْا তাদের কি জানা নেই যে, أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ আল্লাহ তা'আলা প্রচুর জীবিকা দান করেন لِمَنْ يَّشَاءُ যাকে ইচ্ছা وَيَقْدِرُ এবং যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ এতে নিদর্শন রয়েছে لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ঈমানদার লোকদের জন্য।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ۫ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮. সুতরাং আত্মীয়স্বজনকে তাদের প্রাপ্য হক্ব প্রদান কর এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও [তাদের প্রাপ্য হক্ব দাও]; এটা ঐ সমস্ত লোকের জন্য উত্তম যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করে; আর এরূপ লোকেরাই সফলকাম।

وَمَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۠ فِيْۤ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿۳۹﴾

৩৯. এবং তোমরা যে বস্তু এ উদ্দেশ্যে প্রদান করবে যে, তা মানুষের সম্পদে মিশে বর্ধিত হবে, তবে তা আল্লাহর নিকট বর্ধিত হয় না, পক্ষান্তরে তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে যে জাকাত প্রদান করবে, তবে এরূপ লোকেরাই আল্লাহর সমীপে [প্রদত্ত মালে] বর্ধিত পাবে।

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۴۰﴾

৪০. আল্লাহ তা'আলাই সেই সত্তা– যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছেন, অতঃপর তোমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে থাকেন, পুনরায় [কিয়ামত দিবসে] তোমাদেরকে জীবিত করবেন; তোমাদের শরিকদের মধ্যে কি কেউ এরূপ আছে, যে এগুলোর মধ্যে কিছুটাও করতে পারে? তিনি তাদের শিরক হতে পবিত্র এবং ঊর্ধ্বে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿۴۱﴾

৪১. স্থলভাগে ও জলভাগে মানুষের স্বহস্তকৃত কর্মসমূহের দরুন নানা প্রকার বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ছে, যেন আল্লাহ তাদেরকে তাদের [মন্দ] কাজের কিয়দংশের স্বাদ উপভোগ করান যাতে তারা [তা হতে] ফিরে আসে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ সুতরাং আত্মীয়স্বজনকে তাদের প্রাপ্য হক প্রদান কর وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও ذٰلِكَ خَيْرٌ এটা ঐ সমস্ত লোকদের জন্য উত্তম يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করে اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ আর এরূপ লোকেরাই সফলতা লাভ করবে।

৩৯. وَمَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا এবং তোমরা যেই বস্তু এ উদ্দেশ্যে প্রদান করবে যে, لِّيَرْبُوَا فِيْۤ اَمْوَالِ النَّاسِ তা মানুষের সম্পদের সাথে মিশে বর্ধিত হবে فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ তবে তা আল্লাহর নিকট বর্ধিত হয় না وَمَاۤ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ, পক্ষান্তরে তোমরা যে জাকাত প্রদান করবে تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ তবে এরূপ লোকেরাই আল্লাহর সমীপে [প্রদত্ত মালে] বর্ধিত পাবে।

৪০. اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ আল্লাহ তা'আলাই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ رَزَقَكُمْ তারপর তোমাদেরকে রিজিক দিয়েছেন ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ অতঃপর তোমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে থাকেন ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ তোমাদের শরিকদের মধ্যে কি কেউ এরূপ আছে مَنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ যে এগুলোর মধ্যে কিছুটাও করতে পারে سُبْحٰنَهٗ তিনি পবিত্র وَتَعٰلٰى এবং ঊর্ধ্বে عَمَّا يُشْرِكُوْنَ তাদের শিরক হতে।

৪১. ظَهَرَ الْفَسَادُ নানা প্রকার বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ছে فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ স্থলভাগে ও জলভাগে بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ মানুষের স্বহস্তকৃত কর্মসমূহের দরুন لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا যেন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কাজের কিয়দংশের স্বাদ উপভোগ করান لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ যাতে তারা [তা হতে] ফিরে আসে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ .(৩৯)

শানে নুযূল : আল্লামা সুদ্দী (র.) এর বর্ণনা মতে বনু ছাকীফ গোত্রের লোকেরা সুদী কেনা-বেচা করত। কুরাইশরাও তাদের ন্যায় সুদী ব্যবসায় জড়িত ছিল। তাদের এহেন অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবসা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, তিনি বর্ণনা করেন যে, কোনো এক গোত্রের লোকেরা নিজেদের মুনাফা, মাল বৃদ্ধি করার জন্যে এবং তাদের উপর নিজেদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্যে নিকটাত্মীয় ও ভাইদেরকে অর্থকড়ি সহযোগিতা প্রদান করত। তাদের এধরনের সহযোগিতা মূলত নিষ্ফল ছিল। তাদের এ জাতীয় সহযোগিতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

বলা বাহুল্য আমাদের বর্তমান সমাজে সামাজিকভাবে কিছু কু-প্রথা রয়েছে, যথা বিবাহ শাদী এবং বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপহার উপঢৌকন দিয়ে তদাপেক্ষা অধিক পরিমাণ লাভ করতে পারে সে জাতীয় উপহার উপঢৌকনগুলোও এ শানে নুযূলের আওতাধীন থাকবে।

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ – পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, রিজিকের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তিনি যার জন্য ইচ্ছা রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা হ্রাস করে দেন। এ থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহ প্রদত্ত রিজিককে তার যথার্থ খাতে ব্যয় করে, তবে এর কারণে রিজিক হ্রাস পায় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি কৃপণতা করে এবং নিজের ধন-সম্পদ সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে, তবে এর ফলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না।

এই বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এবং হযরত হাসান বসরী (র.)-এর মতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তাতে কৃপণতা করো না; বরং তা হৃষ্টচিত্তে যথার্থ খাতে ব্যয় কর। এতে তোমার ধন-সম্পদ হ্রাস পাবে না। এর সাথে সাথে আয়াতে ধন-সম্পদের কয়েকটি খাতও বর্ণনা করা হয়েছে। [এক] আত্মীয়-স্বজন, [দুই] মিসকিন, [তিন] মুসাফির। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং তাদের জন্য ব্যয় কর। সাথে সাথে আরও বলা হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য, যা আল্লাহ তোমাদের ধন-সম্পদে শামিল করে দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি কোনো অনুগ্রহ করছ বলে বড়াই করো না। কেননা প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা ইনসাফের দাবি; কোনো অনুগ্রহ নয়।

ذَوِى الْقُرْبٰى **বলে বাহ্যত:** সাধারণ আত্মীয় বোঝানো হয়েছে, মাহরাম হোক বা না হোক। حَقّ বলেও ওয়াজিব-যেমন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়ের হক কিংবা শুধু অনুগ্রহমূলক হক–সবই বোঝানো হয়েছে। অনুগ্রহমূলক দান অন্যদের করলে যে ছওয়াব পাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনকে করলে তার চাইতে বেশি ছওয়াব পাওয়া যায়। এমন কি, তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন: যে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন গরিব, সে তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দান করলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। কেবল আর্থিক সাহায্যই আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য নয়; বরং তাদের দেখাশোনা, দৈহিক সেবা এবং তা সম্ভব না হলে ন্যূনপক্ষে মৌখিক সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দানও তাদের প্রাপ্য। হযরত হাসান (র.) বলেন, যার আর্থিক সচ্ছলতা আছে, তার জন্যে আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য হলো আর্থিক সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যার সচ্ছলতা নেই, তার কাছে দৈহিক সেবা ও মৌখিক সহানুভূতি প্রাপ্য। –[কুরতুবী]

আত্মীয়-স্বজনের পরে মিসকিন ও মুসাফিরের প্রাপ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও ব্যাপক তথা সচ্ছলতা থাকতে আর্থিক সহায্য, নতুবা সদ্ব্যবহার।

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَالِ النَّاسِ –এই আয়াতে একটি কুপ্রথার সংস্কার করা হয়েছে, যা সাধারণ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা এই যে, আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণত: একে অপরকে যা দেয় তাতে এদিকে দৃষ্টি রাখা হয় যে, সে-ও আমাদের সময়ে কিছু দেবে; বরং প্রথাগতভাবে কিছু বেশি দেবে। বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে এদিকে লক্ষ্য করেই উপহার-উপঢৌকন দেওয়া হয়। আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আত্মীয়দের প্রাপ্য আদায় করার বেলায় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না এবং কোনো প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখবে না। যে ব্যক্তি এই নিয়তে দেয় যে, তার ধন-সম্পদ আত্মীয়দের ধন-সম্পদে শামিল হয়ে কিছু বেশি নিয়ে ফিরে আসবে, আল্লাহর কাছে তার দানের কোনো মর্যাদা ও ছওয়াব নেই। কুরআন পাক এই 'বেশি-কে لِيَرْبُوَا۟ [সুদ] শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করেছে যে, এটা সুদের মতোই ব্যাপার।

মাসআলা : প্রতিদান পাওয়ার আশায় উপঢৌকন দেওয়া ও দান করা খুবই নিন্দনীয় কাজ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি কোনো আত্মীয়ের কাছ থেকে দান অথবা উপহার পায়, তার জন্যে নৈতিক শিক্ষা এই যে, সে-ও সুযোগ মতো এর প্রতিদান দেবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কেউ কেউ উপঢৌকন দিলে সুযোগ মতো তিনিও তাকে উপঢৌকন দিতেন। এটা ছিল তাঁর অভ্যাস। –[কুরতুবী] তবে এই প্রতিদান এভাবে দেওয়া উচিত নয় যে, প্রতিপক্ষ একে তার দানের প্রতিদান মনে করতে থাকে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ –অর্থাৎ স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের কুকর্মের কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তাফসীরে রূহুল-মা'আনীতে বলা হয়েছে, 'বিপর্যয়' বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলির প্রাচুর্য, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বোঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, এসব পার্থিব বিপদাপদের কারণ মানুষের গোনাহ ও কুকর্ম, তন্মধ্যে শিরক ও কুফর সবচাইতে মারাত্মক। এরপর অন্যান্য গোনাহ আসে।

অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে, وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ অর্থাৎ তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে। অনেক গোনাহ তো আল্লাহ ক্ষমাই করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, এই দুনিয়ায় বিপদাপদের সত্যিকার কারণ তোমাদের গোনাহ; যদিও দুনিয়াতে এসব গোনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেওয়া হয় না এবং প্রত্যেক গোনাহর কারণেই বিপদ আসে না। বরং অনেক গোনাহ তো ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কোনো কোনো গোনাহর কারণেই বিপদ আসে। দুনিয়াতে প্রত্যেক গোনাহর কারণে বিপদ আসলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না। বরং অনেক গোনাহ তো আল্লাহ মাফই করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও পুরোপুরি শাস্তি দুনিয়াতে দেন না; বরং সামান্য স্বাদ আস্বাদন করানো হয় মাত্র; যেমন এই আয়াতের শেষে আছে, لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا – যাতে আল্লাহ তাদের কোনো কোনো কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান। এরপর বলা হয়েছে, কুকর্মের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ প্রেরণ করাও আল্লাহ তা'আলার কৃপা ও অনুগ্রহই। কেননা পার্থিব বিপদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গাফেল মানুষকে সাবধান করা, যাতে সে গোনাহ থেকে বিরত হয়। এটা পরিণামে তার জন্যে উপকারপ্রদ ও একটি বড় নিয়ামত। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের গোনাহের কারণে আসে : তাই কোনো কোনো আলেম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো গোনাহ করে, সে সারা বিশ্বের মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও পশু-পক্ষীদের প্রতি অবিচার করে। কারণ তার গোনাহর কারণে অনাবৃষ্টি ও অন্য যেসব বিপদাপদ দুনিয়াতে আসে, তাতে সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কিয়ামতের দিন এরা সবাই গোনাহগার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

শাকীক যাহেদ (র.) বলেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল খায়, সে কেবল যার কাছ থেকে এই মাল নেওয়া হয়েছে, তার প্রতিই জুলুম করে না; বরং সমগ্র মানব জাতির প্রতিই অবিচার করে থাকে। –[রূহুল-মা'আনী] কারণ

প্রথমত: একজনের জুলুম দেখে অন্যদের মধ্যেও জুলুম করার অভ্যাস গড়ে উঠে এবং এটা সমগ্র মানবতাকে গ্রাস করে নেয়। **দ্বিতীয়ত:** তার জুলুমের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ আসে, যাদ্বারা সব মানুষই কম-বেশি প্রভাবান্বিত হয়।

একটি আপত্তির জওয়াব : সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে, দুনিয়া মু'মিনের জেলখানা এবং কাফেরের জান্নাত। কাফেরকে তার সৎ কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্যের আকারে দান করা হয়। মু'মিনের কর্মসমূহের প্রতিদান পরকালের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। আরও বলা হয়েছে, দুনিয়াতে মু'মিনের দৃষ্টান্ত একটি নাজুক শাখাবিশেষ, যাকে বাতাস কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে নিয়ে যায়। আবার কোনো সময় সোজা করে দেয়। এমতাবস্থায়ই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে আছে اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ –অর্থাৎ দুনিয়াতে পয়গম্বরগণের উপর সর্বাধিক বিপদাপদ আসে। এরপর তাঁদের নিকটবর্তী, অতঃপর তাঁদের নিটকবর্তীদের উপর আসে।

এসব সহীহ হাদীস বাহ্যত: আয়াতের বিপরীত। দুনিয়াতে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষও করা হয় যে, মুমিন-মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে এবং কাফেররা বিলাসিতায় মগ্ন থাকে। আয়াত অনুযায়ী যদি দুনিয়ার বিপদাপদ ও কষ্ট গোনাহর কারণে হতো, তবে ব্যাপার উল্টো হতো।

জওয়াব এই যে, আয়াতে গোনাহকে বিপদাপদের কারণ বলা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কারণ বলা হয়নি যে, কারও উপর কোনো বিপদ আসলে তা একমাত্র গোনাহর কারণেই আসবে এবং যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হবে, সে অবশ্যই গোনাহগার হবে। বরং নিয়ম এই যে, কারণ সংঘটিত হলে ঘটনা অধিকাংশ সময় সংঘটিত হয়ে যায় এবং কখনও অন্য কারণ অন্তরায় হয়ে যাওয়ার ফলে প্রথম কারণের প্রভাব জাহির হয় না; যেমন কেউ দাস্ত আনয়নকারী ওষুধ সম্পর্কে বলে যে, এটা সেবন করলে দাস্ত হবে। একথা এস্থলে ঠিক, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য ওষুধ ও যথাযথ খাদ্য অথবা জলবায়ুর প্রভাবেও দাস্ত হয়

না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপসর্গের কারণে জ্বর নিরাময়কারী ওষুধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না; ঘুমের বটিকা সেবন করেও অনেক সময় ঘুম আসে না।

কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই যে, গোনাহের কারণে বিপদাপদ আসা, এটাই গোনাহের আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণও এর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ফলে বিপদাপদ প্রকাশ পায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো গোনাহ্ ছাড়াই বিপদাপদ আসাও এর পরিপন্থি নয়। কারণ আয়াতে বলা হয়নি যে, গোনাহ্ না করলে কেউ কোনো বিপদে পতিত হয় না। অন্য কোনো কারণেও বিপদাপদ আসা সম্ভবপর; যেমন পয়গম্বর ও ওলীগণের বিপদাপদের কারণ গোনাহ্ নয়; বরং তাঁদেরকে পরীক্ষা করা পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা, এসব বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে।

এছাড়া কুরআন পাকে সব বিপদাপদকে গোনাহের ফল সাব্যস্ত করেনি; এবং যেসব বিপদ সমগ্র বিশ্ব অথবা সমগ্র শহর কিংবা জনপদকেই ঘিরে ফেলে এবং তার প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষ ও জন্তুর মুক্ত থাকা সম্ভব হয় না, সেসব বিপদাপদকে সাধারণত: গোনাহের এবং বিশেষত প্রকাশ্য গোনাহের ফল সাব্যস্ত করেছে। ব্যক্তিগত কষ্ট ও বিপদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। বরং এ ধরনের বিপদ কখনও পরীক্ষার জন্যে প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে এই মসিবত প্রকৃতপক্ষে তার জন্যে রহমত হয়ে দেখা দেয়। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাউকে বিপদে পতিত দেখে একথা বলা যায় না যে, সে অত্যন্ত গোনাহগার। এমনিভাবে কাউকে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল দেখে এরূপ বলা যায় না যে, সে খুব সৎকর্মপরায়ণ বুযুর্গ। হ্যাঁ, ব্যাপকাকারের বিপদাপদ–যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদির প্রধান কারণ মানুষের প্রকাশ্য গোনাহ ও পাপাচার হয়ে থাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

دَعَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ.اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তারা আহ্বান করেছে।

اَذَقْنَاهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার– اِذَاقَةٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى। অর্থ–আমরা আস্বাদন করিয়েছি।

سَيِّئَةٌ : ইসম। একবচন, বহুবচনে سَيِّئَاتٌ অর্থ– মন্দ, খারাপ, গোনাহ, খারাপ কাজ। حَسَنَةٌ -এর বিপরীত শব্দ।

اٰتِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقصى يائى অর্থ– তুমি দাও।

اَلْقُرْبٰى : اسم مصدر বাব– كَرُمَ মাসদার قَرَابَةٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– আত্মীয়তা।

اَلْمُضْعِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِضْعَافٌ মূলবর্ণ (ض - ع - ف) জিনস صحيح অর্থ- কয়েকগুণ বৃদ্ধিকারী।

تَعَالٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাবে تَفَاعُلٌ মাসদার تعالى মূলবর্ণ (ع - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তিনি মহান, তিনি উঁচু। এখানে বাবে تَفَاعُلٌ এর ব্যবহার নির্দেশ প্রদানের জন্য নয় مبالغه -এর জন্য।

سِيْرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَيْرٌ মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস اجوف يائى। অর্থা–তোমরা চল, তোমরা ভ্রমণ কর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এখানে ذٰلِكَ মুবতাদা এবং خَيْرٌ হলো খবর। আর لِلَّذِيْنَ টা خَيْرٌ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর يُرِيْدُوْنَ বাক্যটি সেলাহ يُرِيْدُوْنَ -এর যমীর হলো ফায়েল وَجْهَ اللّٰهِ হলো মাফউলে বিহী অর্থাৎ ثَوَابَهُ ; আর اُولٰئِكَ মুবাতাদা। আর هُمْ হলো দ্বিতীয় মুবতাদা। আর مُفْلِحُوْنَ হলো هُمْ মুবতাদার খবর। আর বাক্যটি اُولٰئِكَ মুবতাদার খবর হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৫ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫৯]

৪২. আপনি বলে দিন, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর এবং দেখ, যে সমস্ত লোক অতীতে গত হয়ে গেছে তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল; তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল।	قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. অতএব, তুমি তোমার লক্ষ্যকে সেই সত্য ধর্মের দিকে রাখ এমন দিবস আসার পূর্বে, যে দিবস আল্লাহর পক্ষ হতে আর অপসারিত হবে না, সেদিন সমস্ত লোক পৃথক পৃথক হয়ে যাবে।	فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. যে ব্যক্তি কুফরি করছে, তার উপর তো তার কুফর [অর্থাৎ তার প্রতিফল] পতিত হবে, আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করছে, সে তার নিজেরই জন্য সুখশয্যা রচনা করছে।	مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. যার শেষফল এই হবে যে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে বিনিময় প্রদান করবেন তাদেরকে– যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে; নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।	لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٤٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪২. قُلْ আপনি বলে দিন سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ কর فَانْظُرُوْا এবং দেখ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ যে সমস্ত লোক অতীতে গত হয়ে গেছে كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ তাদের অধিকাংশই মুশরিক ছিল।

৪৩. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ অতএব, তুমি তোমার লক্ষ্যকে সেই সত্য ধর্মের দিকে রাখ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ এমন দিবস আসার পূর্বে لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ যে দিবস আল্লাহর পক্ষ হতে আর অপসারিত হবে না يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ সেদিন সমস্ত লোক পৃথক পৃথক হয়ে যাবে।

৪৪. مَنْ كَفَرَ যে ব্যক্তি কুফরি করছে فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ তার উপর তো তার কুফর পতিত হবে وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করছে فَلِاَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ সে তার নিজেরই জন্য সুখশয্যা রচনা করছে।

৪৫. لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যার শেষ ফল এই হবে যে, আল্লাহ বিনিময় প্রদান করবেন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে مِنْ فَضْلِهٖ স্বীয় অনুগ্রহে اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।

৪৬. আর আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি এটা [-ও] যে, তিনি বায়ুরাশিকে পাঠিয়ে থাকেন, ফলে তা [বৃষ্টির] সুসংবাদ দেয়, আর যেন তোমাদেরকে তাঁর রহমত আস্বাদন করান, এবং যেন নৌযানসমূহ তাঁর নির্দেশে চলে এবং যেন তোমরা তাঁর প্রদত্ত রিজিক অন্বেষণ কর, এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرٰتٍ وَّلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর আমি আপনার পূর্বে বহু পয়গম্বরকে তাঁদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছি এবং তাঁরা তাদের নিকট প্রমাণাবলি নিয়ে এসেছিলেন, অতঃপর আমি ঐ সমস্ত লোক হতে প্রতিশোধ নিয়েছি, যারা অপরাধমূলক কাজ করেছে; আর ঈমানদারদেরকে সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ؕ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. আল্লাহ এমন যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘরাশিকে উত্তোলিত করে, তারপর তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন তাকে আসমানে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে খণ্ড খণ্ড করে দেন, অতঃপর তোমরা বৃষ্টিকে দেখতে পাও যে, তার অভ্যন্তর হতে নির্গত হচ্ছে, অতঃপর যখন তিনি নিজ বান্দাগণের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তা পৌঁছিয়ে দেন, তখন তারা আনন্দ করতে থাকে।	اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি এটাও যে, اَنْ يُّرْسِلَ الرِّيَاحَ তিনি বায়ুরাশিকে পাঠিয়ে থাকেন مُبَشِّرٰتٍ ফলে তা সুসংবাদ দেয় وَلِيُذِيْقَكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِهٖ, আর যেন তোমাদেরকে তার রহমত আস্বাদন করান وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِهٖ এবং যেন জাহাজ সমূহ তাঁর নির্দেশে চলে وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ, এবং যেন তোমরা তাঁর প্রদত্ত রিজিক অন্বেষণ কর لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ, এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৪৭. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا, আর আমি প্রেরণ করেছি مِنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ বহু পয়গম্বরকে তাদের সম্প্রদায়ের নিকট فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ এবং তারা তাদের নিকট প্রমাণাবলি নিয়ে এসেছিলেন فَانْتَقَمْنَا অতঃপর আমি ঐ সমস্ত লোক হতে প্রতিশোধ নিয়েছি مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا যারা অপরাধমূলক কাজ করেছে وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا, আর আমার দায়িত্ব ছিল نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ঈমানদারকে সাহায্য করা।

৪৮. اَللّٰهُ الَّذِيْ আল্লাহ এমন যে, يُرْسِلُ الرِّيٰحَ তিনি বায়ু প্রেরণ করেন فَتُثِيْرُ سَحَابًا অতঃপর তা মেঘরাশিকে উত্তোলিত করে فَيَبْسُطُهٗ فِي السَّمَآءِ তারপর তাকে আসমানে ছড়িয়ে দেন كَيْفَ يَشَآءُ যেভাবে ইচ্ছা وَيَجْعَلُهٗ এবং তাকে করেছেন كِسَفًا খণ্ড খণ্ড فَتَرَى الْوَدْقَ অতঃপর তোমরা বৃষ্টিকে দেখতে পাও যে, يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ তার অভ্যন্তর হতে নির্গত হচ্ছে فَاِذَآ اَصَابَ بِهٖ অতঃপর যখন তিনি তা পৌঁছিয়ে দেন مَنْ يَّشَآءُ যার প্রতি ইচ্ছা مِنْ عِبَادِهٖ নিজ বান্দাগণের মধ্যে اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ তখন তারা আনন্দ করতে থাকে।

৪৯. অথচ আনন্দিত হওয়ার পূর্বক্ষণে যে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো, তার পূর্বে তারা নিরাশ ছিল।	وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٤٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৯. وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ অথচ আনন্দিত হওয়ার পূর্বক্ষণে যে اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ তাদের উপর বর্ষিত হলো مِنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ তার পূর্বে তারা নিরাশ ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জ্ঞাতব্য : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' গ্রন্থে বলেন, এ জগতে ভালো-মন্দ, বিপদ-সুখ, কষ্ট ও আরামের কারণ দু'প্রকার; [এক] বাহ্যিক ও [দুই] আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক কারণ বলতে বৈষয়িক কারণই বোঝায়, যা সবার দৃষ্টিগ্রাহ্য বোধগম্য কারণ। আভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং তার ভিত্তিতে ফেরেশতাদের সাহায্য-সমর্থন অথবা অভিশাপ ও ঘৃণা। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের কারণ সমুদ্র থেকে উত্থিত বাষ্প, মৌসুমী বায়ু যা উপরের বায়ুতে পৌঁছে বরফে পরিণত হয় অতঃপর সূর্যকিরণে গলিত হয়ে বর্ষিত হয়। কিন্তু হাদীসে এসব বিষয়কে ফেরেশতাদের কর্ম বলা হয়েছে। বাস্তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। একই বিষয়ের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই বাহ্যিক হেতু বিজ্ঞানীদের উল্লিখিত কারণ হতে পারে এবং আভ্যন্তরীণ কারণ ফেরেশতাদের কর্ম-উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে গেলেই বৃষ্টিপাত আশানুরূপ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং তার একত্রীকরণ না হলে বৃষ্টিপাতে ত্রুটি দেখা দেয়।

হযরত শাহ্ সাহেব (র.) বলেন, এমনিভাবে দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু কারণও প্রাকৃতিক-বৈষয়িক, যা সৎ-অসৎ চেনে না। অগ্নির কাজ জ্বালানো। সে মুত্তাকী ও পাপাচারী নির্বিশেষে সবাইকে জ্বালাবে। তবে যদি বিশেষ ফরমান দ্বারা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। যেমন নমরূদের অগ্নিকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর জন্যে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেওয়া হয়েছিল। পানি ওজনবিশিষ্ট বস্তুকে নিমজ্জিত করার জন্যে। সে এ কাজ করবেই। এমনিভাবে অন্যান্য উপাদানসমূহও আপন-আপন কাজে নিয়োজিত আছে। এই প্রাকৃতিক কারণ কারও জন্যে সুখকর হয় এবং কারও জন্যে বিপদাপদেরও কারণ হয়ে পড়ে।

এসব বাহ্যিক কারণের ন্যায় মানুষের নিজের ভালো-মন্দ কর্মকাণ্ড এবং বিপদাপদও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়ে থাকে। যখন কোনো ব্যক্তি অথবা দলের সুখ-স্বচ্ছন্দ্যে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তি অথবা দল জগতে পূর্ণমাত্রায় সুখ ও শান্তি লাভ করে। সবাই এটা প্রত্যক্ষ করে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অথবা দলের জন্যে প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণও বিপদাপদ আনয়ন করে এবং তার নিজের কর্মকাণ্ডও বিপদ ও কষ্ট ডেকে আনে, সেই ব্যক্তি অথবা দলের বিপদও পূর্ণমাত্রায় হয়ে থাকে, যা সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়।

মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণ তো বিপদাপদের উপরই একত্রিত আছে, কিন্তু তার সৎকর্ম শান্তি ও সুখ দাবি করে। এমতাবস্থায় তার এসব আভ্যন্তরীণ কারণ তার বাহ্যিক বিপদ দূরীকরণ অথবা হ্রাস করার কাজেই ব্যয়িত হয়ে যায়। ফলে তার সুখ ও আরাম পূর্ণমাত্রায় সামনে আসে না। এর বিপরীতে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক কারণসমূহ সুখ ও আরাম চায়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ কারণ অর্থাৎ তার কাজকর্ম মন্দ হওয়ার কারণে বিপদাপদ চায়। এ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী চাহিদার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনে না সুখ-শান্তি পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং না প্রভূত বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে। এমনিভাবে কোনো কোনো সময় প্রাকৃতিক কারণসমূহকে কোনো উচ্চস্তরের নবী-রাসূল ও ওলীয়ে কামেলের জন্যে প্রতিকূল করে তাঁর পরীক্ষার জন্যেও ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়টি বুঝে নিলে আয়াত ও হাদীসসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও ঐক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠে। পরস্পর বিরোধিতা অবশিষ্ট থাকে না।

বিপদের সময় পরীক্ষা ও বিপদে ফেলা অথবা শাস্তি ও আজাবের মধ্যে পার্থক্য : বিপদাপদ দ্বারা কিছু লোককে তাদের গোনাহর শাস্তি দেওয়া হয় এবং কিছু লোককে মর্যাদা বৃদ্ধি অথবা কাফফারার জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ বিপদে নিক্ষেপ করা হয়।

উভয় ক্ষেত্রে বিপদাপদের আকার একই রূপ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় উভয়ের পার্থক্য কিরূপে বোঝা যাবে? এর পরিচয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.) লিখেছেন যে, যে সাধু ব্যক্তি পরীক্ষার্থে বিপদাপদে পতিত হয়, আল্লাহ তাঁর অন্তর প্রশান্ত করে দেন। সে এসব বিপদাপদে রোগীর তিক্ত ওষুধ খেতে অথবা অপারেশন করাতে কষ্ট সত্ত্বেও সম্মত থাকার মতো সন্তুষ্ট থাকে, বরং এর জন্যে সে টাকা-পয়সা ব্যয় করে, সুপারিশ যোগাড় করে। যেসব পাপীকে শাস্তি হিসাবে বিপদে ফেলা হয়, তাদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের হা-হুতাশ ও হৈ-চৈ এর অন্ত থাকে না। মাঝে মাঝে অকৃতজ্ঞতা এমন কি, কুফরি বাক্যে পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) এক পরিচয় এই বর্ণনা করেছেন যে, যে বিপদের কারণে মানুষ আল্লাহর প্রতি অধিক মনোযোগী, অধিক সতর্ক এবং তওবা ও এস্তেগফারের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, সে বিপদ শাস্তির বিপদ নয়; বরং মেহেরবানি ও কৃপা। পক্ষান্তরে যার অবস্থা এরূপ হয় না, বরং হা-হুতাশ করতে থাকে এবং পাপকার্যে অধিক উৎসাহী হয়, তার বিপদ খোদায়ী গজব ও আজাবের আলামত।

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

– অর্থাৎ আমি অপরাধী কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা কৃপাবশত মুমিনের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। বাহ্যত: এর ফলে কাফেরদের মোকাবিলায় মুসলমানদের কোনো সময় পরাজিত না হওয়া উচিত ছিল। অথচ অনেক ঘটনা এর খেলাফও হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এর জওয়াব আয়াতের মধ্যেই নিহিত আছে যে, মুমিন বলে কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর ওয়াস্তে জেহাদ করে, তাদের বোঝানো হয়েছে। এমন খাঁটি লোকদের প্রতিশোধই আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং তাদের বিজয়ী করেন। যেখানে এর বিপরীত কোনো কিছু ঘটে, সেখানে জেহাদকারীদের পদস্খলন তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে, যেমন ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে স্বয়ং কুরআনে আছে– اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُوْا অর্থাৎ তাদের কতক ভ্রান্ত কর্মের কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তা'আলা পরিণামে মুমিনদেরই বিজয় দান করেন– যদি তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। ওহুদ যুদ্ধে তাই হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শুধু নামে মুমিন, আল্লাহর বিধানাবলির অবাধ্য এবং কাফেরদের বিজয়ের সময়ও গোনাহ থেকে তওবা করে না, তারা এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহর সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহর সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি যোগ্যতা ব্যতিরেকেও আল্লাহ তা'আলা দয়াবশত সাহায্য ও বিজয় প্রদান করে থাকেন। অতএব, এর আশা করা এবং দেওয়া করতে থাকা সর্বাবস্থায় উপকারী।

শব্দ বিশ্লেষণ :

سِيْرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سَيْرٌ মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস اجوف يائى। অর্থ-তোমরা চল, তোমরা ভ্রমণ কর, তোমরা ঘুর।

اَقِمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তুমি ঠিক কর, সোজা কর, কায়েম রাখ।

يَمْهَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ- مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার مَهْدٌ। মূলবর্ণ (م - ه - د) জিনস صحيح অর্থ– তারা শুধরে নিচ্ছে, ঠিক করছে, সমতল করছে।

رِيَاحٌ : এটি رِيْحٌ এর বহুবচন অর্থ- বাতাস, হাওয়া।

يَسْتَبْشِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ- مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِبْشَارٌ মূলবর্ণ (ب - ش - ر) - জিনস صحيح অর্থ– তারা খুশি হচ্ছে, আনন্দিত হচ্ছে।

مُبْلِسِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْلَاسُ মূলবর্ণ (ب - ل - س) জিনস صحيح অর্থ– নিরাশ, হতাশ, বিষন্ন, পেরেশান, নিশ্চুপ।

৫০. অতএব, আল্লাহর রহমতের [বৃষ্টির] ক্রিয়াসমূহ লক্ষ্য করে দেখ, তিনি তা দ্বারা জমিনকে মৃত হওয়ার পর কিরূপে সজীব করে তোলেন; নিঃসন্দেহে তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করবেন, আর তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।	فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَیْفَ یُحْیِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْیِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۵۰﴾
৫১. আর যদি আমি তাদের প্রতি এরূপ বায়ু প্রেরণ করি– যদ্দরুন তারা শস্যক্ষেত্রগুলো হরিৎ বর্ণ দেখতে পায়, তখন তারা এরপরই অকৃতজ্ঞতা করতে থাকে।	وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِیْحًا فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ یَكْفُرُوْنَ ﴿۵۱﴾
৫২. সুতরাং আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না আর বধিরদেরকেও আহ্বান শুনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।	فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِیْنَ ﴿۵۲﴾
৫৩. এবং আপনি অন্ধদেরকেও তাদের বিপথ হতে সৎপথে আনতে পারবেন না; আপনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারেন যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে, অতঃপর তারা [তা] মেনে চলে।	وَمَاۤ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْیِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ یُّؤْمِنُ بِاٰیٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۵۳﴾
৫৪. আল্লাহ তা'আলা এরূপ, যিনি তোমাদেরকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর দুর্বলতার পর শক্তি দান করেছেন, পুনরায় শক্তিশালী করার পর দুর্বল ও বৃদ্ধ করেছেন; তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আর তিনি মহাজ্ঞানী, শক্তিমান।	اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَیْبَةً ؕ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِیْمُ الْقَدِیْرُ ﴿۵۴﴾

ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. فَانْظُرْ اِلٰى اٰثَارِ رَحْمَتِ اللّٰهِ অতএব আল্লাহর রহমতের ক্রিয়াসমূহ লক্ষ্য করে দেখ كَيْفَ يُحْيِي الْاَرْضَ তিনি তা দ্বারা জমিনকে কিরূপে সজীব করে তোলেন بَعْدَ مَوْتِهَا তা মৃত হওয়ার পর اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى নিঃসন্দেহে তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করবেন وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ আর তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

৫১. وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا আর যদি আমি তাদের প্রতি এরূপ বায়ু প্রেরণ করি فَرَاَوْهُ مُصْفَرًّا যদ্দরুন তারা শস্যক্ষেত্র গুলো হরিৎ বর্ণ দেখতে পায় لَظَلُّوْا مِنْ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ তখন তারা এরপরই অকৃতজ্ঞতা করতে থাকে।

৫২. فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى সুতরাং আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারবেন না وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ আর বধিরদেরকেও আহ্বান শুনাতে পারবেন না اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।

৫৩. وَمَا اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ এবং আপনি অন্ধদেরকেও সৎপথে আনতে পারবেন না عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ তাদের বিপথ হতে اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا আপনি কেবল তাদেরকেই শুনাতে পারবেন مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ অতঃপর তারা মেনে চলে।

৫৪. اَللّٰهُ الَّذِيْ আল্লাহ তা'আলা এরূপ যিনি خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ তোমাদেরকে দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ جَعَلَ অনন্তর দান করেছেন مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ দুর্বলতার পর قُوَّةً শক্তি ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ পুনরায় শক্তিশালী করার পর করেছেন ضُعْفًا وَّشَيْبَةً দুর্বল ও বৃদ্ধ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন وَهُوَ الْعَلِيْمُ আর তিনি মহাজ্ঞানী الْقَدِيْرُ শক্তি মান।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ۙ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, [সেদিন] অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা [আলমে বরযখে] মুহূর্তকালের অধিক অবস্থান করেনি; এরূপে তারা [পৃথিবীতেও] উল্টা চলত।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

৫৬. আর যাদেরকে ইলম ও ঈমান দান করা হয়েছে, তারা [সেই পাপীদের কথার উত্তরে] বলবে, তোমরা তো আল্লাহ তা'আলার লিখন অনুযায়ী কিয়ামত দিবস পর্যন্তই অবস্থান করেছ, অতএব, কিয়ামতের দিন এটাই, কিন্তু তোমরা এটা বিশ্বাস করতে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. মোটকথা সেদিন জালিমদেরকে তাদের [কোনো] আপত্তি উপকারে আসবে না, আর না তাদের হতে আল্লাহ তা'আলার অসন্তোষের প্রতিবিধান চাওয়া হবে।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. এবং আমি মানুষের [হেদায়েতের] জন্য এ কুরআনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়সমূহ বর্ণনা করেছি; আর যদি আপনি তাদের নিকট [অন্য] কোনো নিদর্শন [-ও] আনয়ন করেন, তবুও এ কাফেররা এটাই বলবে যে, তোমরা তো বাতিলপন্থি লোক ব্যতীত আর কিছুই নও।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৫. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ তারা মুহূর্তকালের অধিক অবস্থান করেনি كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ এরূপে তারা [পৃথিবীতেও উল্টা চলত।

৫৬. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, আর যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে তারা বলবে وَالْإِيمَانَ এবং ঈমান لَقَدْ لَبِثْتُمْ তোমরা তো অবস্থান করেছ فِي كِتَابِ اللَّهِ আল্লাহ তা'আলার লিখন অনুযায়ী إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ কিয়ামত দিবস পর্যন্তই فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ অতএব, কিয়ামতের দিন এটাই وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ কিন্তু তোমরা এটা বিশ্বাস করতে না।

৫৭. فَيَوْمَئِذٍ মোটকথা সেদিন لَا يَنْفَعُ উপকারে আসবে না الَّذِينَ ظَلَمُوا জালিমদেরকে مَعْذِرَتُهُمْ তাদের আপত্তি وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, আর না তাদের থেকে আল্লাহ তা'আলার অসন্তোষের প্রতিবিধান চাওয়া হবে।

৫৮. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا এবং আমি বর্ণনা করেছি لِلنَّاسِ মানুষের জন্য فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ এই কুরআনে مِنْ كُلِّ مَثَلٍ প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়সমূহ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ, আর যদি আপনি তাদের নিকট কোনো নিদর্শন আনয়ন করেন لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا তবুও এই কাফেররা এটাই বলবে যে, إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ তোমরা তো বাতিলপন্থি লোক ব্যতীত আর কিছুই নও।

৫৯. যারা অবিশ্বাসী আল্লাহ তাদের অন্তরে এরূপভাবেই মোহর মেরে থাকেন।	كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٩﴾
৬০. অতএব, আপনি ধৈর্যধারণ ধরুন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য, আর এ অবিশ্বাসীরা যেন আপনাকে অধৈর্য করতে না পারে।	فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٦٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৯. كَذٰلِكَ এরূপ ভাবেই يَطْبَعُ اللّٰهُ আল্লাহ মোহর মেরে থাকেন عَلٰى قُلُوْبِ তাদের অন্তরে الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ যারা অবিশ্বাসী।

৬০. فَاصْبِرْ আপনি ধৈর্য ধারণ করুন اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ আর আপনাকে যেন অধৈর্য করতে না পারে الَّذِيْنَ لَا يُوْقِنُوْنَ এ অবিশ্বাসীরা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ـ ٥٢

শানে নুযূল : ইবনে মারদূভিয়া কালবীর সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মহানবী ﷺ যখন বদর অভিযানের তিনদিন পর নিহত কুরাইশ নেতৃবর্গের নাম নিয়ে নিয়ে ডেকে বলছিলেন যে, তোমাদের রব যে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা তোমরা যথাযথভাবে পেয়েছ কি? আমরা তো আমাদের রবের দেওয়া প্রতিশ্রুতি সঠিক ভাবেই পেয়েছি। সে সম্পর্কে তখনই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[দুররে মানছুর ১৫৮/৫, তাফসীরে ফতহুল কাদীর ২৩৩/৪]

فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না। মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা আছে কি-না? সাধারণ মৃতরা জীবিতদের কথা শোনে কিনা-সূরা নমলের তাফসীরে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই সূরার একটি বড় অংশ কিয়ামত অস্বীকারকারীদের আপত্তি নিরসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার সর্বশক্তি ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অনেক নিদর্শন বর্ণনা করে অনবধান মানুষকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রথম আয়াতে এক নতুন ভঙ্গিতে এই বিষয়বস্তু প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ স্বভাবতই ত্বরা-প্রিয়। সে বর্তমানের বিষয়ে মগ্ন হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হয়ে যেতে অভ্যস্ত। তার এই অভ্যাসই তাকে অনেক মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত করে। যৌবনে তার মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় শক্তি থাকে। সে এই শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং বিশেষ কোনো ভাবে গণ্ডিবদ্ধ থাকা তার কাছে কষ্টকর মনে হয়। মানুষকে হুশিয়ার করার জন্যে আলোচ্য আয়াতে শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেশ করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের সূচনাও দুর্বল এবং পরিণতিও দুর্বল। মাঝখানে কিছু দিনের জন্যে সে শক্তিলাভ করে। এই ক্ষণস্থায়ী শক্তির জমানায় নিজের পূর্বের দুর্বলতা ও পরবর্তী দুর্বলতাকে বিস্মৃত না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বরং যে দুর্বলতা অতিক্রম করে সে শক্তি ও যৌবন পর্যন্ত পৌঁছেছে, তার বিভিন্ন স্তর সর্বদা সামনে রাখা আবশ্যক।

خَلَقَكُمْ مِنْ ضُعْفٍ – বাক্যে মানুষকে এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, তুমি তোমার আসল ভিত্তি দেখে নাও তা কতটুকু দুর্বল; বরং তুমি তো ছিলে সাক্ষাত দুর্বলতার প্রতীক। তুমি ছিলে এক ফোঁটা নির্জীব, চেতনাহীন, অপবিত্র ও নোংরা বীর্য। এ বিষয়ে চিন্তা কর যে, কার শক্তি ও প্রজ্ঞা এই নোংরা ফোঁটাকে প্রথমে জমাট রক্তে, অতঃপর রক্তকে মাংসে রূপান্তরিত করেছে। এরপর মাংসের মধ্যে অস্থি গেঁথে দিয়েছে। অতঃপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করেছে। ফলে ক্ষুদ্র একটি

অস্তিত্ব ভ্রাম্যমাণ ফ্যাক্টরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এতে হাজার হাজার বিচিত্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সংযুক্ত রয়েছে। আরও বেশি চিন্তা করলে দেখবে যে, এ একটা ফ্যাক্টরীই নয়; বরং ক্ষুদ্র একটি জগতে। এর অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের নমুনা শামিল রয়েছে। এর নির্মাণ কাজও কোনো বিশাল ওয়ার্কশপেও নয়; বরং মাতৃগর্ভের তিনটি অন্ধকারে সম্পন্ন হয়েছে। নয় মাস এই সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠে মাতৃগর্ভের রক্ত ও আবর্জনা খেয়ে খেয়ে মানুষের অস্তিত্ব সৃজিত হয়েছে।

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ এরপর আল্লাহ তা'আলা তার বিকাশ লাভের জন্য পথ সুগম করে দিয়েছেন। এ জগতে আসার পর তার অবস্থা ছিল এই :

اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا - অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদের যখন বের করলেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। এখন শিক্ষা-দীক্ষার পালা শুরু হলো। সর্বপ্রথম তিনি ক্রন্দনের কৌশল শিক্ষা দিলেন, যাতে মাতা-পিতা তোমাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে তোমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে সচেষ্ট হয়। এরপর ঠোঁট ও মাঢ়ি চেপে জননীর বক্ষ থেকে দুধ বের করার বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, যাতে তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পার। কার সাধ্য ছিল যে, এই বোধশক্তিহীন শিশুকে তার বর্তমান প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট এ দু'টি বিদ্যা শিক্ষা দেয়? তার স্রষ্টা ব্যতীত কারও এরূপ করার শক্তি ছিল না। এ তো এক ক্ষীণ শিশু। একটু বাতাস লাগলেই বিমর্ষ হয়ে যাবে। সামান্য শীতে কিংবা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নিজের কোনো প্রয়োজন চাওয়ার ক্ষমতা নেই এবং কোনো ক্রমোন্নতির সিঁড়িগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন, কুদরত ও শক্তির বিস্ময়কর নমুনা সামনে আসবে।

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً –এখন সে শক্তির সিঁড়িতে পা রেখে আকাশ-কুসুম পরিকল্পনায় মেতে উঠেছে, চন্দ্র ও মঙ্গল-গ্রহে জাল পাততে শুরু করেছে, জলে ও স্থলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছে এবং নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হয়ে مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً [আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী কে?]-এর শ্লোগান দিতে দিতে এতদূর পৌঁছে গেছে যে, আপন স্রষ্টা ও তাঁর বিধানাবলির অনুসরণ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ বলেন, ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً - হে গাফেল, খুব মনে রেখ! তোমার এই শক্তি ক্ষণস্থায়ী। তোমাকে আবার দুর্বল অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। ধীরে ধীরে দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে এবং এক সময়ে চুল সাদা হয়ে বার্ধক্য ফুটে উঠবে। এরপর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা হবে। পৃথিবীর ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে নয়- নিজ অস্তিত্বের দেয়ালে লিখিত এই গোপন লিপি পাঠ করলে এ বিশ্বাস ছাড়া উপায় থাকবে না যে, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ - অর্থাৎ এগুলো সব সেই রাব্বুল ইজ্জতেরই কারসাজি, তিনি যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। জ্ঞানেও তিনি শ্রেষ্ঠ, কুদরতেও তিনি শ্রেষ্ঠ। এরপরও কি তিনি মৃতদেহকে যখন ইচ্ছা, পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন কিনা এ বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে?

অতঃপর আবার কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রলাপোক্তি ও মূর্খতা বর্ণিত হচ্ছে : وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ –অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত অস্বীকারকারীরা তখনকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলিতে অভিভূত হয়ে কসম খাবে যে, তারা এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি। এর অর্থ দুনিয়ার অবস্থান হতে পারে। কারণ তাদের দুনিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু এখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই সুখের দিনকে সংক্ষিপ্ত মনে করে। তাই তারা কসম খেয়ে বলবে যে, দুনিয়াতে তাদের অবস্থান খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল।

এখানে কবর ও বরযখের অবস্থান অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আমরা মনে করেছিলাম কবরে তথা বরযখে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে হবে এবং কিয়ামত বহু বছর পরে সংঘটিত হবে। কিন্তু ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেছে। আমরা বরযখে অল্প কিছুক্ষণ থাকতেই কিয়ামত এসে হাজির। তাদের এরূপ মনে হওয়ার কারণ এই যে, কিয়ামত তাদের জন্যে সুখকর নয়; বরং বিপদই বিপদ হয়ে দেখা দেবে। মানুষের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়ে অতীত সুখের দিনকে সে খুবই সংক্ষিপ্ত মনে করে। কাফেররা যদিও কবরে তথা বরযখেও আজাব ভোগ করবে, কিন্তু কিয়ামতের আজাবের তুলনায় সেই আজাব আজাব নয়–সুখ মনে হবে এবং সেই সময়কালকে সংক্ষিপ্ত মনে করে কসম খাবে যে, কবরে তারা মাত্র এক মুহূর্তে অবস্থান করেছে।

হাশরে আল্লাহর সামনে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে কি? : আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাশরে কাফেররা কসম খেয়ে এই মিথ্যা কথা বলবে, আমরা দুনিয়াতে অথবা কবরে এক মুহূর্তের বেশি থাকিনি। অন্য এক আয়াতে মুশরিকদের এই উক্তি বর্ণিত আছে, وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ –অর্থাৎ তারা কসম খেয়ে বলবে আমরা মুশরিক ছিলাম না। কারণ এই যে, হাশরের ময়দানে রাব্বুল আলামীনের আদালত কায়েম হবে। তিনি সবাইকে স্বাধীনতা দেবেন। তারা সত্য

কিংবা মিথ্যা যে কোনো বিবৃতি দিতে পারবে। কেননা রাব্বুল আলামীনের ব্যক্তিগত জ্ঞানও পূর্ণমাত্রায় আছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্যে তিনি তাদের স্বীকারোক্তি করা না করার মুখাপেক্ষী নন। মানুষ যখন মিথ্যা বলবে, তখন তার মুখ মোহরাঙ্কিত করে দেওয়া হবে এবং তার হস্ত-পদ ও চর্ম থেকে সাক্ষ্য নেওয়া হবে। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা বিবৃত করে দেবে। এরপর আর কোনো প্রমাণ আবশ্যক হবে না। ..... اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا –আয়াতের অর্থ তাই। কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, হাশরের মাঠে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা ভিন্নরূপ হবে। এক অবস্থানস্থলে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারও কথা বলার অধিকার থাকবে না। যাকে অনুমতি দেওয়া হবে, সে কেবল সত্য ও নির্ভুল কথা বলতে পারবে–মিথ্যা বলার সামর্থ্য থাকবে না। যেমন ইরশাদ হয়েছে : لَايَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

কবরে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না : এর বিপরীতে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কবরে যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোর পালনকর্তা কে এবং মুহাম্মদ ﷺ কে? তখন সে বলবে, هَاهْ هَاهْ لَا اَدْرِىْ –অর্থাৎ হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। সেখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা থাকলে 'আমার পালনকর্তা আল্লাহ' বলে দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে যে, কাফেররা আল্লাহর সামনে মিথ্যা বলতে সক্ষম হবে এবং ফেরেশতাদের সামনে মিথ্যা বলতে পারবে না। কিন্তু চিন্তা করলে এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ ফেরেশতা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নিয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করার ক্ষমতাও তাদের নেই। তাদের সামনে মিথ্যা বলার শক্তি থাকলে সব কাফের ও পাপাচারীই কবরের আজাব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ হৃদয়ের অবস্থা জানেন এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নিয়ে মিথ্যা ফাঁস করে দেওয়ার শক্তিও তিনি রাখেন। কাজেই হাশরে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই স্বাধীনতা দান বিচার বিভাগীয় ন্যায়বিচারে কোনোরূপ ত্রুটি সৃষ্টি করবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُحْيِى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحْيَاءٌ মূলবর্ণ (ح - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– জীবিতকারী, জীবন দানকারী।

مُصْفَرًّا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اِصْفِرَارٌ মূলবর্ণ (ص - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ- হলুদ রঙ্গে রঙ্গিন। صُفُوْرًا বাব سَمِعَ অর্থ- খালি করা। صَفِيْر বাব ضَرَبَ অর্থ- আওয়াজ বের করা। আর বাবে اِفْعَالٌ এবং اِفْعِيْلَالٌ থেকে হলুদ হওয়া।

بِهَادٍ : باء হরফে জার। সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ؛ هَادٍ এর هَادِىْ এর বহুবচন هُدَاةٌ ব্যবহার হয়। মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস صحيح অর্থ- হেদায়েতকারী, সোজা পথপ্রদর্শনকারী।

اَلْعُمْىُ : শব্দটি اَعْمٰى এর বহুবচন অর্থ– দৃষ্টিহীন, অন্ধ।

شَيْبَةً : বাব ضَرَبَ মাসদার شَابَ. يَشِيْبُ মূলবর্ণ (ش - ى - ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– বার্ধক্য, চুল সাদা হওয়া।

يُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اِفْكٌ মূলবর্ণ (ا - ف - ك) জিনস مهموز فاء অর্থ–তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে, সরানো হবে।

اُوْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى এবং مهموز فاء অর্থ-তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

مَعْذِرَتُهُمْ : বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার এখানে مَعْذِرَةٌ মাসদার মুযাফ هُمْ যমীর মুযাফ ইলাইহি অর্থ–তার ওজর, তাদের আপত্তি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ : এখানে لَقَدْ اَرْسَلْنَا ফে'লও তার যমীর ফায়েল হলো রُسُلًا আর হলো مفعول به আর اِلٰى قَوْمِهِمْ জার মাজরূর মিলে اَرْسَلْنَا -এর সাথে متعلق আর حال হলো مِنْ قَبْلِكَ متعلق হয়েছে। আর بِالْبَيِّنٰتِ টা جَاءُوْهُمْ -এর সাথে فَجَاءُوْهُمْ টা اَرْسَلْنَا -এর উপর আতফ হয়েছে। আর متعلق হয়েছে। অথবা উহ্য ফেলের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৬৪]

سُوْرَةُ لُقْمٰنَ مَكِّيَّةٌ

সূরা লোকমান

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৩৪, রুকূ'– ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলিফ-লাম-মীম [এর অর্থ আল্লাহই জানেন]।	الٓمّٓ ﴿١﴾
২. এগুলো এক হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত।	تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾
৩. যা হেদায়েত এবং রহমতস্বরূপ নেককারদের জন্য।	هُدًى وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣﴾
৪. যারা যথারীতি নামাজ আদায় করে ও জাকাত প্রদান করে এবং তারা আখেরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে।	الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾
৫. এরাই নিজ প্রভুর সরল পথের উপর [প্রতিষ্ঠিত] রয়েছে এবং এরাই সফলকাম হবে।	اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓمّٓ আলিফ - লাম - মীম [এর অর্থ আল্লাহই জানেন]

২. تِلْكَ এগুলো اٰيٰتُ আয়াত الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ হেকমতপূর্ণ কিতাবের।

৩. هُدًى যা হেদায়েত وَّرَحْمَةً এবং রহমতস্বরূপ لِّلْمُحْسِنِيْنَ নেককারদের জন্য।

৪. الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ যারা যথারীতি নামাজ আদায় করে وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ ও জাকাত প্রদান করে وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ এবং তারা আখেরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে।

৫. اُولٰٓئِكَ এরাই عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ নিজ প্রভুর সরল পথের উপর [প্রতিষ্ঠিত] রয়েছে وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ এবং এরাই সফলকাম হবে।

৬. আর কতক লোক এরূপ আছে, যারা ঐ সমস্ত বিষয়ের গ্রাহক হয় যা অমনোযোগীকারক, যেন সে না বুঝে আল্লাহর পথ হতে বিপথগামী করতে পারে, এবং তার [সত্যপথের] প্রতি বিদ্রূপ করতে পারে; এরূপ লোকদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে।	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٦﴾
৭. আর যখন তার সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনেনি– যেন তার কর্ণে ছিপি রয়েছে, সুতরাং তাকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন।	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٧﴾
৮. অবশ্য যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য সুখ-সম্ভোগের উদ্যানসমূহ রয়েছে।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾
৯. যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে; এটা আল্লাহ সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَمِنَ النَّاسِ আর কতক লোক এরূপ আছে مَنْ يَّشْتَرِىْ যারা ঐ সমস্ত বিষয়ের গ্রাহক হয় لَهْوَ الْحَدِيْثِ যা অমনোযোগীকারক لِيُضِلَّ যেন বিপথগামী করতে পারে عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথ হতে بِغَيْرِ عِلْمٍ না বুঝে وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا এবং তার প্রতি বিদ্রূপ করতে পারে اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ এরূপ লোকদের জন্য অপমানকর শাস্তি রয়েছে।

৭. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا আর যখন তার সম্মুখে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়। وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا তখন সে গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নেয় كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا যেন সে শুনেনি। كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا যেন তার কর্ণে ছিপি রয়েছে فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ সুতরাং তাকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন।

৮. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অবশ্য যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ তাদের জন্য সুখ-সম্ভোগের উদ্যানসমূহ রয়েছে।

৯. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا এটা আল্লাহ সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন وَهُوَ الْعَزِيْزُ এবং তিনি প্রবল পরাক্রান্ত اَلْحَكِيْمُ প্রজ্ঞাময়।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ؕ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾

১০. আল্লাহ আসমানসমূহকে খুঁটি ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন তোমরা তা দেখেছ এবং ভূপৃষ্ঠে পর্বতমালা সংস্থাপিত করেছেন, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে টলমল করতে না পারে এবং তাতে নানা জাতীয় প্রাণী ছড়িয়ে রেখেছেন; আর আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছি, অতঃপর ঐ জমিনের উপর সর্বপ্রকার উত্তম জাতীয় [উদ্ভিদ] উৎপন্ন করেছি।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. خَلَقَ السَّمٰوٰتِ আল্লাহ আসমানসমূহকে সৃষ্টি করেছেন بِغَيْرِ عَمَدٍ খুঁটি ব্যতীত تَرَوْنَهَا তোমরা তা দেখেছ وَاَلْقٰى এর সংস্থাপিত করেছেন فِى الْاَرْضِ ভূ-পৃষ্ঠে رَوَاسِىَ পর্বতমালা اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে টলমল করতে না পারে وَبَثَّ فِيْهَا এবং তাতে ছড়িয়ে রেখেছেন مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ নানা জাতীয় প্রাণী وَاَنْزَلْنَا আর আমি বর্ষণ করেছি مِنَ السَّمَآءِ আসমান হতে مَآءً পানি فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا অতঃপর ঐ জমিনের উপর উৎপন্ন করেছি مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ সর্বপ্রকার উত্তম জাতীয় [উদ্ভিদ]।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এই সূরার শানে নুযূল : মক্কার মুশরিকেরা রাসূল ﷺ-এর নিকট হযরত লোকমান ও তদ্বীয় পুত্রসহ ঘটনাটি এবং মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ সম্পর্কে জানতে চায়। তাদের সেই জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরা নাজিল করা হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ـ (٦)

শানে নুযূল : ১. আবূ জাফর মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী (র.) ধারাবাহিক সনদে হযরত আবূ উমামা (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূল আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন,

لَا يَحِلُّ بَيْعُ الْمُغَنِّيَاتِ وَلَا شِرَائُهُنَّ وَلَا تَعَلُّمُوْهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِىْ تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ ـ

গায়িকা নর্তকী ক্রয়-বিক্রয় তাদের ব্যবসা করা এবং তাদের মূল্য কিছুই বৈধ নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির হযরত আবূ উমামা (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে অপর এক-রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন যে,

وَلَا تَبِيْعُوا الْقَيْنَاتِ وَلَا تَشْتَرُوْهُنَّ وَلَا تُعَلِّمُوْهُنَّ وَلَا خَيْرَ فِىْ تِجَارَةٍ فِيْهِنَّ وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ ـ

তোমরা গায়িকাদের বেচা-কেনা করবেনা, এদেরকে প্রশিক্ষণ দেবেনা, তাদের, ব্যবসার ক্ষেত্রে কোনো প্রকারের কল্যাণ নেই এবং তাদের বিক্রয় মূল্য হারাম। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–৩ : আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ সফর করত। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কেসরা প্রমুখ আজমী সম্রাটগণের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনল। এবং মক্কার মুশরিকদেরকে বলল, মুহাম্মদ ﷺ তোমাদেরকে আদ, সামূদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কিসসা-কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইসকান্দিয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটগণের সেরা কাহিনী শুনাই আর মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহ ভরে তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু নেই যা পালন করার শ্রম স্বীকার করতে হয়; বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্পগুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক যারা এর আগে কুরআনের আলৌকিকতা ও অদ্বিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ পোষণ করত এবং গোপনে গোপনে শুনতও, তারাও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অজুহাত পেয়ে গেল। –[রূহুল মা'আনী]

দূররে মানসুরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করে এনে তাকে কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে ফেরানোর কাজে নিয়োজিত করল। কেউ কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে

তাকে গান শোনাবার জন্যে সে বাঁদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে নামাজ পড়া, রোজা রাখা এবং ধর্মের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। এতে কষ্টই কষ্ট। এসো এ গানটি শুন এবং উল্লাস কর। আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে।

وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ –মক্কায় অবতীর্ণ এ আয়াতে জাকাতের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মূল জাকাতের আদেশ হিজরতের পূর্বে মক্কায়ই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তবে জাকাতের নেসাব নির্ধারণ, পরিমাণের বিবরণ এবং ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ও যথার্থ খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থাপনা হিজরি দ্বিতীয় সনে সম্পন্ন হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ - اِشْتَرٰى শব্দের আভিধানিক অর্থ ক্রয় করা। কোনো কোনো সময় এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করার অর্থেও اِشْتِرَاءٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়। اِشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ইত্যাদি আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্য ব্যাপদেশে বিভিন্ন দেশ সফর করত। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কেসরা প্রমুখ আজমী সম্রাটগণের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনল এবং মক্কার মুশরিকদেরকে বলল, মুহাম্মদ তোমাদেরকে আ'দ, সামূদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কিসসা-কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইসকেন্দিয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটগণের সেরা কাহিনী শুনাই। মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহভরে তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না যা পালন করার শ্রম স্বীকার করতে হয়; বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্পগুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক, যারা এর আগে কুরআনের অলৌকিকতা ও অদ্বিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ রাখত এবং গোপনে শুনতও, তারাও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ছুতা পেয়ে গেল।– [রূহুল-মা'আনী]

দুররে মনসূরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাঁদী ক্রয় করে এনে তাকে কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে ফেরানোর কাজে নিয়োজিত করল। কেউ কুরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনাবার জন্যে সে বাঁদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কুরআন শুনিয়ে নামাজ পড়া, রোজা রাখা এবং ধর্মের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কথা বলে। এতে কষ্টই কষ্ট। এসো এ গানটি শোন এবং উল্লাস কর।

আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে, এতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ ক্রয় করার অর্থ আজমী সম্রাটগণের কিসসা-কাহিনী অথবা গায়িকা বাঁদী ক্রয় করা। শানে নুযূলের প্রতি লক্ষ্য করলে আয়াতে اِشْتِرَاءٌ শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ ক্রয় করা।

পরে বর্ণিত لَهْوَ الْحَدِيْثِ –এর ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে اِشْتِرَاءٌ শব্দটিরও এ স্থলে ব্যাপক অর্থ হবে। অর্থাৎ এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করা। ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

لَهْوَ الْحَدِيْثِ – বাক্যটিতে حَدِيْثٌ শব্দের অর্থ কথা, কিসসা-কাহিনী এবং لَهْوٌ শব্দের অর্থ গাফেল হওয়া। যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফেল করে দেয় সেগুলোকে لَهْوٌ বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও لهو বলা হয়, যার কোনো উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেপণ অথবা মনোরঞ্জনের জন্যে করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ – এর অর্থ ও তাফসীর কি? এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও জাবের [রা.]-এর এক রেওয়ায়েতে তাফসীর করা হয়েছে গান-বাদ্য করা।– [হাকেম, বায়হাকী] অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদগণের মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিসসা-কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল করে, সেগুলো সবই لَهْوَ الْحَدِيْثِ – বোখারী ও বায়হাকী স্ব-স্ব কিতাবে لَهْوَ الْحَدِيْثِ -এর এ তাফসীরই অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন, لَهْوَ الْحَدِيْثِ هُوَ الْغِنَاءُ وَاَشْبَاهُهٗ – অর্থাৎ اَلْحَدِيْثُ –বলে গান ও তদনুরূপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো হয়েছে [যা আল্লাহর ইবাদত থেকে গাফেল করে দেয়]। বায়হাকীতে আছে لَهْوَ الْحَدِيْثِ –ক্রয় করার অর্থ গায়ক পুরুষ অথবা গায়িকা নারী ক্রয় করা কিংবা তদনুরূপ এমন অনর্থক বস্তু ক্রয় করা যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়। ইবনে জারীরও এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করেছেন।– [রূহুল-মা'আনী] তিরমিযীর এক রেওয়ায়েত থেকেও এরূপ ব্যাপক অর্থ প্রমাণিত হয়। এতে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, গায়িকা বাঁদীদের ব্যবসা করো না। অতঃপর তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যবসা সম্পর্কেই وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ আয়াত নাজিল হয়েছে।

ক্রীড়া-কৌতুক ও তার সাজ-সরঞ্জামাদি সম্পর্কে শরিয়তের বিধান : প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরআন পাক কেবল নিন্দার স্থলেই ক্রীড়া ও খেলাধুলার উল্লেখ করেছে। এই নিন্দার সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে মাকরূহ হওয়া।–[রূহুল মা'আনী, কাশশাফ] আলোচ্য আয়াতটি ক্রীড়া-কৌতুকের নিন্দায় সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

মুস্তাদরাক হাকেমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كُلُّ شَيْءٍ مِنْ لَهْوِ الدُّنْيَا بَاطِلٌ إِلَّا ثَلٰثَةً انْتِضَالُكَ بِقَوْسِكَ وَتَادِيْبُكَ لِفَرَسِكَ وَمُلَاعَبَتُكَ لِأَهْلِكَ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ.

অর্থাৎ পার্থিব সকল খেলাধুলা বাতিল : কিন্তু তিনটি বাতিল নয়; (১) তীর-ধনুক নিয়ে খেলা, (২) অশ্বকে প্রশিক্ষণ দানের খেলা এবং (৩) নিজের স্ত্রীর সাথে হাস্যরসের খেলা। এ তিন প্রকার খেলা বৈধ।

এ হাদীসে প্রত্যেক খেলাকে বাতিল সাব্যস্ত করে যে তিনটি বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়। কেননা খেলা এমন কাজকে বলা হয়, যাতে কোনো উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই। বস্তুত: উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ই উপকারী এগুলোর সাথে অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা জড়িত। তীর নিক্ষেপ ও অশ্বকে প্রশিক্ষণ দেওয়া তো জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস সন্তান প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যকে পূর্ণতা দান করে। এগুলোকে কেবল দৃশ্যত: ও বাহ্যিক দিক দিয়ে খেলা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো খেলা নয়। অনুরূপভাবে এই তিনটি বিষয় ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলোর সাথে ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা সম্পৃক্ত রয়েছে এবং কেবল দৃশ্যতঃ সেগুলোকে খেলা মনে করা হয়। অন্যান্য হাদীসে সেগুলোকেও বৈধ এবং কতককে উত্তম কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, যেসব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা; অর্থাৎ যাতে কোনো ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেগুলো অবশ্যই নিন্দনীয় ও মাকরূহ। তবে কতক একেবারে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কতক প্রকাশ্য হারাম কতক কমপক্ষে মাকরূহে তানযিহী অর্থাৎ অনুত্তম। যেসব কাজ প্রকৃতই খেলা, তার কোনোটিই এ বিধানের বাইরে নয়। হাদীসে যেসব খেলাকে ব্যতিক্রমভুক্ত প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো আসলে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়। আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হযরত ওকবা ইবনে আমেরের হাদীসে একথা পরিষ্কার ব্যক্তও করা হয়েছে হাদীসের ভাষা এরূপ :

لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ ثَلَاثٌ تَادِيْبُ الرَّجُلِ فَرَسَهٗ وَمُلَاعَبَةُ اَهْلِهٖ وَرَمْيَةُ بِقَوْسِهٖ وَنَبْلِهٖ.

এ হাদীস পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, ব্যতিক্রমভুক্ত তিনটি বিষয় প্রকৃতপক্ষে খেলাই নয় এবং যা প্রকৃতপক্ষে খেলা, তা বাতিল ও নিন্দনীয়। অতঃপর খেলার নিন্দনীয় হওয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে :

(১) যে খেলা দ্বীন থেকে পথভ্রষ্ট হওয়ার অথবা অপরকে পথভ্রষ্ট করার উপায় হয়, তা কুফর। যেমন আলোচ্য وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ আয়াতে এর কুফর ও পথভ্রষ্টতা হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং এর শাস্তি অবমাননাকর আজাব উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাফেরদের শাস্তি। কারণ আয়াতটি নযর ইবনে হারেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সে এই খেলাকে ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কাজে ব্যবহার করেছিল। তাই এ খেলা হারাম তো বটেই, কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

(২) যে খেলা মানুষকে ইসলামি বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নেয় না; কিন্তু কোনো হারাম কাজে ও গোনাহে লিপ্ত করে দেয়, এরূপ খেলা কুফর নয়; কিন্তু হারাম ও কঠোর গোনাহ। যেমন জুয়ার ভিত্তিতে হারজিতে সকল প্রকার খেলা অথবা যে খেলা নামাজ, রোজা ইত্যাদি ফরজ কর্মে অন্তরায় হয়।

অশ্লীল কবিতা, উপন্যাস এবং বাতিলপন্থীদের পুস্তক পাঠ করাও না-জায়েজ : বর্তমান যুগে অধিকাংশ যুবক-যুবতী অশ্লীল উপন্যাস, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত। এসব বিষয় উপরিউক্ত হারাম খেলারই অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে পথভ্রষ্ট বাতিলপন্থিদের চিন্তাধারা অধ্যয়ন করাও সর্ব সাধারণের জন্যে পথভ্রষ্টতার কারণ বিধায় না-জায়েজ। তবে গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ জওয়াব দানের উদ্দেশ্যে এগুলো পাঠ করলে তাতে আপত্তির কারণ নেই।

(৩) যেসব খেলায় কুফর নেই এবং কোনো প্রকার গোনাহ নেই, সেগুলো মাকরূহ। কারণ এতে অনর্থক কাজে শক্তি ও সময় বিনষ্ট করা হয়।

খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান : উপরিউক্ত বিবরণ থেকে খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানও জানা গেছে যে, যেসব সাজ-সরঞ্জাম কুফর অথবা হারাম খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো মাকরূহ খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ব্যবসা করাও মাকরূহ। পক্ষান্তরে যেসব সাজসরঞ্জাম বৈধ ও ব্যতিক্রমভুক্ত খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ এবং যেগুলো বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয়; সেগুলোর ব্যবসাও অবৈধ।

অনুমোদিত ও বৈধ খেলা : পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে যে, যে খেলায় কোনো ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা নেই, সেসব খেলাই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে অথবা অন্য কোনো ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা লাভের জন্যে অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্যে খেলা হয়, সে খেলা শরিয়ত অনুমোদন করে, যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিঘ্নিত না হয়। আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়তে খেলা হলে তাতে ছওয়াবও আছে।

উপরে বর্ণিত হাদীসে তিনটি খেলাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে–তীর নিক্ষেপ, অশ্বারোহণ এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনামতে এক হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, خَيْرُ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ السِّبَاحَةُ وَخَيْرُ لَهْوِ الْمَرْأَةِ الْمِغْزَلُ 'মুমিনের শ্রেষ্ঠ খেলা সাঁতার কাটা এবং নারীর শ্রেষ্ঠ খেলা সুতা কাটা।'

সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদে হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী দৌড়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কেউ তাঁকে হারাতে পারত না। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত আছে কি? আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। অতঃপর প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়ে গেলাম। এ থেকে জানা গেল যে, দৌড় প্রতিযোগিতা করাও বৈধ।

খ্যাতনামা কুস্তিগীর রোকানা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কুস্তিতে অবতীর্ণ হলে তিনি তাকে ধরাশায়ী করে দেন।– [আবূ দাউদ]

আবিসিনিয়ার কতিপয় যুবক মদীনা তাইয়্যেবায় সামরিক কলা-কৌশল অনুশীলনকল্পে বর্শা ইত্যাদি নিয়ে খেলায় প্রবৃত্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা [রা.]-কে নিজের পেছনে দাঁড় করিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন اُلْهُوْا وَالْعَبُوْا অর্থাৎ খেলাধুলা অব্যাহত রাখ। [বায়হাকী, কানয] কতক রেওয়ায়েতে আরও আছে : فَاِنِّىْ اَكْرَهُ اَنْ يُّرٰى فِىْ دِيْنِكُمْ غِلْظَةٌ অর্থাৎ তোমাদের ধর্মে শুষ্কতা ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হোক –এটা আমি পছন্দ করি না।

অনুরূপভাবে কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁরা কুরআন ও হাদীস সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ততার ফলে অবসন্ন হয়ে পড়তেন, তখন অবসাদ দূর করার জন্যে মাঝে মাঝে আরবে প্রচলিত কবিতা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি দ্বারা মনোরঞ্জন করতেন।

এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে رَوِّحُوا الْقُلُوْبَ سَاعَةً فَسَاعَةً অর্থাৎ তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে বিশ্রাম ও আরাম দেবে। –[আবূ দাউদ] এ থেকে অন্তরও মস্তিষ্কের বিনোদন এবং এর জন্যে কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

এসব বিষয়ের শর্ত এই যে, এসব খেলার অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ লক্ষ্য অর্জনের নিয়তেই খেলায় প্রবৃত্ত হতে হবে। খেলার জন্য খেলা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই, প্রযোজনের সীমা অতিক্রম না করা এবং বাড়াবাড়ি না করা চাই। এসব খেলা বৈধ হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সীমার ভিতর থাকলে এগুলো لَهْو তথা নিষিদ্ধ ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে দাখিল নয়।

কতক খেলা, যেগুলো পরিষ্কার নিষিদ্ধ : এমনও কতক খেলা রয়েছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও সেগুলোতে কিছু কিছু উপকারিতা আছে বলেও উল্লেখ করা হয়, যেমন দাবা, চওসর ইত্যাদি। এগুলোর সাথে হারজিত ও টাকা-পয়সার লেনদেন জড়িত থাকলে এগুলো জুয়া ও অকাট্য হারাম। অন্যথায় কেবল চিত্তবিনোদনের উদ্দেশে খেলা হলেও হাদীসে এসব খেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত বুরায়দা [রা.]-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি চওসর খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে শুকরের রক্তে রঞ্জিত করে। অনুরূপভাবে এক হাদীসে দাবা খেলোয়াড়ের প্রতি অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে।– [নসবুররায়াহ]

এমনিভাবে কবুতর নিয়ে খেলা করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। [আবূ দাউদ, কানয] এই নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক কারণ এই যে, সাধারণভাবে এসব খেলায় মগ্ন হলে মানুষ জরুরি কাজকর্ম এমন কি নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদত থেকেও অসাবধান হয়ে যায়।

গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত বিধান : কয়েকজন সাহাবী উল্লেখিত আয়াতে لَهْوَ الْحَدِيْثِ–এর তাফসীর করেছেন গান-বাজনা করা। অন্য সাহাবীগণ ব্যাপক তাফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন যে কোনো খেলা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয়। তাদের মতেও গান-বাজনা এতে দাখিল আছে।

কুরআন পাকের لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ আয়াতে ইমাম আবূ হানীফা, মুজাহিদ মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া প্রমুখ আলেমগণ زُوْرٌ শব্দের তাফসীর করেছেন গান-বাজনা।

আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান বর্ণিত হযরত আবু মালেক আশআরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ الْخَمْرَ وَيُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا يُعْزَفُ عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ يَخْسِفُ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ وَيَجْعَلُ اللّٰهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ.

"আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পাল্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি বিকৃত করে বানর ও শুকরে পরিণত করে দেবেন।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাআলা মদ জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন। তিনি আরও বলেন, নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম।–[আহমদ, আবূ দাউদ]

رُوِىَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكٰوةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهٗ وَعَقَّ اُمَّهٗ وَاَدْنٰى صَدِيْقَهٗ وَاَقْصٰى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهٖ وَظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَاٰيَاتٍ تَتَابَعَ كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهٗ فَتَتَابَعَ بَعْضُهٗ بَعْضًا.

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন জেহাদলব্ধ সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, যখন গচ্ছিত বস্তুকে লুটের মাল গণ্য করা হবে, জাকাতকে জরিমানার মতো কঠিন মনে করা হবে, যখন পার্থিব সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করা হবে, যখন মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য ও মাতার অবাধ্যতা শুরু করবে, যখন বন্ধুকে নিকটে টেনে নেবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, যখন মসজিদসমূহে হট্টগোল হবে, যখন পাপাচারী কুকর্মী ব্যক্তি গোত্রের নেতা হবে, যখন নীচতম ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের প্রধান হবে, যখন দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে তাদের অনিষ্টের ভয়ে, যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মদ্যপান শুরু হবে, যখন মুসলিম সম্প্রদায়ের পরবর্তী লোকগণ পূর্ববর্তীগণকে অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা প্রতীক্ষা কর একটি লাল বর্ণযুক্ত বায়ুর, ভূমিকম্পের, ভূমিধ্বসের, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার এবং কিয়ামতের এমন নিদর্শনসমূহের যেগুলো একের পর এক প্রকাশ হতে থাকবে, যেমন কোনো মালার সুতা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক খসে পড়তে থাকে।"

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এ হাদীসের শব্দগুলো বারবার পড়ুন এবং দেখুন, এ যেন বর্তমান জগতের পরিপূর্ণ চিত্র। যেসব গোনাহ বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে, চৌদ্দশ বছর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সংবাদ দিয়ে গেছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরদার থাকার জন্য এবং পাপকর্ম থেকে নিজে বাঁচার ও অপরকে বাঁচানোর সযত্ন প্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য তিনি মুসলমানদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন।

অন্যথায় যখন এসব পাপ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে, তখন এ ধরনের পাপীদের উপর আসমানি আজাব নাজিল হবে এবং কেয়ামতের সর্বশেষ লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে যাবে। মেয়েদের নৃত্যগীত এবং সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রসমূহ যথা : তবলা, সারিন্দা ইত্যাদিও এ পাপসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এখানে এ হাদীসটি এই প্রেক্ষাপটেই নকল করা হয়েছে।

এতদ্ভিন্ন বহু প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে, যাতে গান-বাদ্য হারাম ও না–জায়েজ বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত সুললিত কণ্ঠে উপকারী তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ নয় : অপরপক্ষে কতক রেওয়ায়েত থেকে গান বৈধ বলেও জানা যায়। এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান এই যে, তবলা, সারিন্দা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রযুক্ত নারীকণ্ঠ নিঃসৃত গান হারাম। যেমন উপরিউক্ত কুরআনি আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কেবল সুললিত কণ্ঠে যদি কোনো কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোনো নারী বা কিশোর না হয়, সাথে সাথে কবিতার বিষয়বস্তু অশ্লীল বা অন্য কোনো পাপ-পঙ্কিলতাযুক্ত না হয় তবে জায়েজ।

কোনো কোনো সূফী সাধক গান শুনেছেন বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা এধরনের বৈধ গানেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা তাঁদের শরিয়তের অনুসরণ ও রাসূল ﷺ-এর অনুগমন দিবালোকের ন্যায় সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট। তাঁদের সম্পর্কে এরূপ পাপে জড়িয়ে পড়ার ধারণাও করা যেতে পারে না। অনুসন্ধানী সূফীগণ নিজেরাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا এই একই বিষয়ে পূর্বে আলোচিত সূরায়ে রা'দের প্রথমদিকে এক আয়াত রয়েছে : اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ব্যাকরণগত শব্দ প্রকরণ অনুযায়ী এ বাক্যের দু'টি অর্থ হতে পারে :

১. تَرَوْنَهَا -কে عَمَدٌ -এর صِفَتْ -এর প্রতি ধাবিত করা– তখন অর্থ হবে- আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহকে স্তম্ভবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অর্থাৎ স্তম্ভ থাকলে তোমরা তা অবলোকন করতে। যখন স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না তখন বোঝা গেল যে, বিশাল ছাদরূপ এ আকাশ স্তম্ভবিহীনভাবে তৈরি করা হয়েছে। এ তাফসীর হযরত হাসান এবং কাতাদাহ (র.) কৃত। –[ইবনে কাসীর]

২. تَرَوْنَهَا -এর ضمير (সর্বনাম) سَمٰوٰتٌ -এর দিকে ধাবিত। এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বাক্য বলে পরিগণিত হবে –অর্থ হবে যে, তোমরা আকাশসমূহ দেখতে পাচ্ছ, মহান আল্লাহ সেগুলোকে স্তম্ভবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম বাক্য প্রকারণের পরিপ্রেক্ষিতে এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আকাশ স্তম্ভসমূহের উপর সংস্থাপিত-সেগুলো তোমরা দেখতে সক্ষম নও-সেগুলো অদৃশ্য বস্তু। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইকরিমাহ ও মুজাহিদ কৃত তাফসীর–[ইবনে কাসীর] সর্বাবস্থায় এই আয়াতে মহান আল্লাহ পাক এই বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত আকাশকে কোনো স্তম্ভবিহীনভাবে সুবিশাল ছাদরূপে সৃষ্টি করাকে তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও সৃষ্টি–কৌশলের উজ্জ্বল নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, এবং সাধারণভাবে প্রচলিত যে, আকাশ একটি গোলাকার বস্তু এবং এরূপ গোলাকার বস্তুতে সাধারণত: কোনো স্তম্ভ থাকে না। তাহলে আকাশের স্তম্ভ না থাকার কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে?

এর উত্তর এই যে, কুরআনে কারীম যেরূপভাবে অধিকাংশ জায়গায় পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে– এতে পৃথিবী বাহ্যতঃ গোলাকার হওয়ার পরিপন্থি। কিন্তু এর বিশালত্ব ও সুবিস্তীর্ণতার দরুন সাধারণ দৃষ্টিতে তা সমতল বলে প্রতীয়মান হয়। এই সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করেই বিছানা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আকাশ একটি ছাদের মতো পরিদৃষ্ট হয়–যা নির্মাণের জন্য সাধারণত: স্তম্ভের প্রয়োজন। সাধারণভাবে প্রচলিত এরূপ ধারণা অনুযায়ীই আকাশকে স্তম্ভবিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা– কুদরতে কামেলা প্রকাশ ও প্রমাণের জন্য এই সুবিশাল গোলকের সৃষ্টিই যথেষ্ট। ইবনে-কাসীর এবং কিছুসংখ্যক তাফসীরকারগণের গবেষণা নিঃসৃত সিদ্ধান্ত এই যে, কুরআন-হাদীস অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার হওয়ার প্রমাণ মেলে না। বরং কুরআনের কোনো কোনো আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তা গুম্বজাকৃতি বলে জানা যায়। তাদের বক্তব্য এই যে, এক সহীহ হাদীসে সূর্য আরশের পাদদেশে পৌঁছে সেজদা করে বলে যে বর্ণনা রয়েছে, আকাশ পূর্ণ গোলাকার হওয়ার পরই তা হওয়া সম্ভব। কেননা কেবল এ অবস্থাতেই এর উর্ধ্ব ও নিম্নাদিক নির্ধারিত হতে পারে।– পরিপূর্ণ গোলকের কোনো দিককে উপর বা নীচ বলা চলে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَشْتَرِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِشْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ش - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে ক্রয় করে।

يَتَّخِذُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (ا- خ - ذ) জিনস مهموز فاء ; এখানে لام كى উহ্য আছে। অর্থ– সে বানাবে, সে তৈরি করবে।

مُهِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِهَانَةٌ মূলবর্ণ (ه - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ–অপদস্তকারী, লাঞ্ছিতকারী।

تُتْلٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– এটা পড়া হয়, পাঠ করা হয়, এর তেলাওয়াত করা হয়।

وَقْرًا : ইসম। মানসূব। মাসদার। অর্থ– ভারি, অভাব। বধির হওয়া।

تَمِيْدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منصوب বাব ضَرَبَ মাসদার مَيْدٌ মূলবর্ণ (م - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ– সে হেলে, দুলে, ঝুঁকে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ : এখানে مِنَ النَّاسِ হলো خبر مقدم এবং مَن হলো اسم موصول হয়ে مبتدأ مؤخر আর يَشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ বাক্যটি হলো صلة এবং لِيُضِلَّ - এর লাম টি تعليل -এর জন্য এসেছে আর يُضِلَّ হলো فعل مضارع منصوب بأن مضمرة অতঃপর এটা يَشْتَرِىْ ফে'লের সাথে متعلق অতঃপর عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ মিলে جار ও مجرور এখন مجرور হয়ে بتاويل مفرد বাক্যাংশটি يُضِلُّ ফে'লের সাথে متعلق আর بِغَيْرِ عِلْمٍ হলো يَشْتَرِىْ -এর فاعل থেকে حال হয়েছে অর্থাৎ يَشْتَرِىْ غَيْرَ عَالِمٍ بِحَالِ مَايَشْتَرِىْ –[ই'রাবুল কুরআন : ৬/৭৭]

১১. এটা তো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট, এখন তোমরা আমাকে দেখাও, আল্লাহ ব্যতীত যারা [তোমাদের উপাস্য] আছে, তারা কি কি বস্তু সৃষ্টি করেছে; বরং এ জালিমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।	هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُوْنِیْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۱۱﴾
১২. এবং আমি লোকমানকে হেকমত দান করেছি যে, আল্লাহর শোকর করতে থাক; বস্তুত যেই ব্যক্তি শোকর করে সে নিজেরই জন্য শোকর করে থাকে, এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে [তবে সে নিজেরই ক্ষতি করে], কেননা আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, সর্বগুণসম্পন্ন।	وَلَقَدْ اٰتَیْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ وَمَنْ یَّشْكُرْ فَاِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ حَمِیْدٌ ﴿۱۲﴾
১৩. আর যখন লোকমান স্বীয় পুত্রকে উপদেশ প্রদানসূত্রে বললেন, বৎস! আল্লাহর সাথে কাউকেও শরিক করো না; নিঃসন্দেহে শিরক অতি গুরুতর অন্যায়।	وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ یَعِظُهٗ یٰبُنَیَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؔؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ ﴿۱۳﴾
১৪. এবং আমি মানুষকে তার মাতাপিতা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছি, তার মাতা ক্লেশের উপর ক্লেশ সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বৎসরে তার দুধ ছাড়ানো হয়, যেন তুমি শোকর কর আমার এবং তোমার মাতাপিতার; আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।	وَوَصَّیْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰی وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِیْ عَامَیْنِ اَنِ اشْكُرْ لِیْ وَلِوَالِدَیْكَ ؕ اِلَیَّ الْمَصِیْرُ ﴿۱۴﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ এটা তো আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট فَاَرُوْنِیْ এখন তোমরা আমাকে দেখাও مَاذَا خَلَقَ الَّذِیْنَ مِنْ دُوْنِهٖ আল্লাহ ব্যতীত যারা আছে তারা কি কি বস্তু সৃষ্টি করেছে بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ বরং এ জালিমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

১২. وَلَقَدْ اٰتَیْنَا لُقْمٰنَ এবং আমি লোকমানকে দান করেছি الْحِكْمَةَ হেকমত اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ যে আল্লাহর শোকর করতে থাক وَمَنْ یَّشْكُرْ বস্তুত: যে ব্যক্তি শোকর করে فَاِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ সে নিজের জন্যই শোকর করে থাকে وَمَنْ كَفَرَ এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ حَمِیْدٌ কেননা আল্লাহ তো অভাবমুক্ত সর্বগুণসম্পন্ন।

১৩. وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ আর যখন লোকমান বললেন لِابْنِهٖ স্বীয় পুত্রকে وَهُوَ یَعِظُهٗ উপদেশ প্রদান সূত্রে یٰبُنَیَّ বৎস لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ আল্লাহর সাথে কাউকেও শরিক করো না اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ নিঃসন্দেহে শিরক অতি গুরুতর অন্যায়।

১৪. وَوَصَّیْنَا الْاِنْسَانَ এবং আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি بِوَالِدَیْهِ তার মাতাপিতা সম্বন্ধে حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে وَهْنًا عَلٰی وَهْنٍ ক্লেশের উপর ক্লেশ সহ্য করে وَفِصٰلُهٗ فِیْ عَامَیْنِ এবং দুই বৎসরে তার দুধ ছাড়ানো হয় اَنِ اشْكُرْ যেন তুমি শোকর কর لِیْ আমার وَلِوَالِدَیْكَ এবং তোমার পিতা-মাতার اِلَیَّ الْمَصِیْرُ আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

اِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۫ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. আর যদি তারা উভয়ে তোমাকে এ কথার উপর চাপ দেয় যে, তুমি আমার সাথে এমন কোনো বস্তুকে শরিক সাব্যস্ত কর, যার [উপাস্য হওয়ার] পক্ষে তোমার নিকট কোনো প্রমাণ নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং পার্থিব বিষয়ে সদ্ভাবে তাদের সাহচর্য করে যাবে, আর সেই ব্যক্তির পথে চলো যে ব্যক্তি আমার দিকে রুজু হয়, অনন্তর আমার দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে, অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব যা তোমরা করতে।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَآ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾

১৬. হে বৎস! যদি কোনো কার্য [অতি গুপ্তও হয়, যেমন] সরিষা-বীজের পরিমাণ হয়, অতঃপর তা পাথরের অভ্যন্তরে থাকে অথবা আসমানসমূহের ভিতরে কিংবা জমিনের অভ্যন্তরে থাকে, তথাপি আল্লাহ তা'আলা তা এনে উপস্থিত করবেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে অবগত।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۗ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

১৭. হে বৎস! নামাজ পড়তে থাকবে এবং সৎকাজের উপদেশ প্রদান করবে এবং মন্দ কাজ হতে বারণ করবে এবং যে বিপদ তোমার উপর আপতিত হয় তাতে ধৈর্যধারণ করবে; নিশ্চয় এটা দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾

১৮. অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করোনা, আর জমিনের উপর গর্বভরে চলবে না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা কোনো গর্বিত অহংকারী লোককে ভালোবাসেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى আর যদি তারা উভয়ে তোমাকে একথার চাপ দেয় যে, اَنْ تُشْرِكَ بِيْ তুমি আমার সাথে এমন কোনো বস্তুকে শরিক সাব্যস্ত কর مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ যার [উপাস্য হওয়ার] পক্ষে তোমার নিকট কোনো প্রমাণ নেই فَلَا تُطِعْهُمَا তবে তুমি তাদের কথা মানবেনা وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا এবং পার্থিব বিষয়ে সদ্ভাবে তাদের সাহচর্য করে যাবে وَاتَّبِعْ আর সেই ব্যক্তির পথে চলো مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ যে ব্যক্তি আমার দিকে রুজু হয় ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ অনন্তর আমার দিকে তোমাদের ফিরে আসতে হবে فَاُنَبِّئُكُمْ অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ যা তোমরা করতে।

১৬. يٰبُنَيَّ হে বৎস! اِنَّهَآ اِنْ تَكُ যদি কোনো কার্য হয় مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ সরিষা-বীজের পরিমাণ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ অতঃপর তা পাথরের অভ্যন্তরে থাকে اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ অথবা আসমান সমূহের ভিতর اَوْ فِي الْاَرْضِ কিংবা জমিনের অভ্যন্তরে থাকে يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ তথাপি আল্লাহ তা এনে উপস্থিত করবেন اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই সূক্ষ্মদর্শী সর্ব বিষয়ে অবগত।

১৭. يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ হে বৎস! নামাজ পড়তে থাকবে وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ এবং সৎকাজের উপদেশ প্রদান করবে وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ এবং মন্দ কাজ হতে বারণ করবে وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ এবং যে বিপদ তোমার উপর পতিত হয় তাতে ধৈর্য-ধারণ করবে اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ নিশ্চয় এটা দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

১৮. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ এবং লোক সমাজ হতে নিজের অবজ্ঞা কারো না وَلَا تَمْشِ আর চলবেনা فِي الْاَرْضِ জমিনের উপর مَرَحًا গর্বভরে اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন না كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ কোনো গর্বিত অহংকারী লোককে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ .... الاية. (١٢)

শানে নুযূল : ইহুদি সমাজে হযরত লোকমানের নসিহতসমূহ অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিল। আরবের লোকেরা কোনো বিষয়ে যখন ইহুদিদের নিকট যেত তখন তারা উপমা হিসেবে লোকমানের নসিহত বর্ণনা করতেন। মুসলমানারও চাইলো যেন তাঁর নসিহতগুলো শিখে নিতে পারে। এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - ١٣

শানে নুযূল : সূরায়ে আন'আমের ৮২ নং আয়াত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ যখন নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম তা শুনে অত্যন্ত হতাশা গ্রস্ত ও ব্যকুলতা প্রকাশ করলেন যে, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে ব্যক্তি জুলুম করেনি। তখন সাহাবায়ে কেরামকে প্রশান্তি দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অতঃপর তারা অস্বস্তি বোধ করেন।–[কুরতুবী ৫৯/১৪]

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ -(١٤)

শানে নুযূল–১ : মুহাম্মদ বিন জাফর ও শু'বা মুসআব বিন সাআদ তদ্বীয় পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস এর মাতা পুত্র সা'আদকে বলল, আল্লাহ কি মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ প্রদর্শন করার নির্দেশ দেননি? আল্লাহর শপথ! আমি কোনো প্রকারের খানা খাব না, পানীয় পান করবনা, এমন কি আমি হয়তো মরে যাব, না হয় তুমি ইসলাম ত্যাগ করবে। তারা যখন সা'আদের মাকে খাওয়াতে ইচ্ছা করত, তখন লাঠি দ্বারা তার মুখ খুলে তাকে আহার করাত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।–[তাবারী ২১১/১০]

শানে নুযূল–২ : হাম্মাদ বিন সারী ও আবুল আহওয়াস প্রমুখ মুসআব বিন সা'আদ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.) ছিলেন মাতা ভক্ত ব্যক্তি। তিনি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন তার মাতা এ মর্মে শপথ করেছিল যে, সা'আদ যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন ধর্ম ত্যাগ করে ফিরে না আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কিছুই পানাহার করবেনা। রাবী বলেন, সা'আদ অস্বীকার করল। এমন ভাবেই তার মাতা দিন কালাতিপাত করার কারণে পেটের ক্ষুধায় চেতনা হারিয়ে ফেলে। অতঃপর তার ছেলেরা এসে তাঁকে পান করাল। পরক্ষণে যখন চৈতন্য আসল তখন তার জন্যে বদদোয়া করতে লাগল। সুতরাং সে প্রেক্ষিতে وَوَصَّى পর্যন্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[তাবারী ২১১/১০]

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ - (١٥)

শানে নুযূল– ১ : আবূ ই'য়ালা, তাবারানী ও ইবনে মারদূভিয়া প্রমুখ আবূ উছমান হিন্দী (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সা'আদ বিন আবূ ওয়াক্কাস [রা.] বলেন, আলোচ্য আয়াত আমার সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আমি মূলতঃ একজন মাতৃভক্ত লোক ছিলাম। আমি যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করি, তখন আমার আম্মা বলল, হে সা'আদ! আমি তোকে কি করতে দেখতে পাচ্ছি। তুমি তো নতুন কিছু করছ? তুমি যদি নতুন ধর্ম ত্যাগ না কর, তাহলে আমি কিছুই পানাহার করবনা। এভাবে আমি মরে যাব। তখন আমাকে উল্লেখ করে তোমাকে তিরস্কার ও হেয় করে বলা হবে। হে মা হত্যাকারী! আমি বললাম, আপনি এমনটি করবেন না। কারণ কোনো কিছুর বিনিময়েই আমি এ ধর্ম ত্যাগ করবনা। অতঃপর সে একদিন এক রাত উপবাস থাকে। অনুরূপ ভাবে আরোও একদিন একরাত অনাহারে চলে গেল এবং তার পক্ষ থেকে আমার প্রতি চাপও বৃদ্ধি পেয়ে গেল। আমি অবস্থা যখন এরূপ দেখতে পেলাম, তখন আমি বললাম যে, আম্মাজী! আপনি জেনে নিন যে, আপনার একশত রূহও যদি হয় আর একটি করে সব কয়টি বের হয়, তবুও আমি আমার এ ধর্ম ছেড়ে দেবনা। ইচ্ছে করলে আপনি খেতে পারেন ইচ্ছা করলে আপনি নাও খেতে পারেন। আমার আম্মা যখন অবস্থা এমন দেখলেন তখন খেয়ে নিলেন। তখন আমার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

কারোও মতে আলোচ্য আয়াত এবং পূর্ববর্তী আয়াত এ উপলক্ষেই অবতীর্ণ হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী ৮৭/২১/১১, ইবনে কাছীর ৪৬১/৩, দুররে মানছূর ১৬৫/৫]

শানে নুযূল– ২ : আল্লামা ওয়াহেদী আতা (রা.)-এর বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস [রা.] কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে مَنْ أَنَابَ দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.) কে বুঝানো হয়েছে। তার তাত্ত্বিক ঘটনা হচ্ছে এই যে, তিনি [হযরত আবূ বকর] যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন আব্দুর রহমান বিন আউফ বিন যায়েদ, সাঈদ বিন উছমান, তালহা ও যুবায়ের যখন তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তাকে বিশ্বাস করেছেন? তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন হ্যাঁ! সে মুহূর্তে তারাও রাসূল ﷺ-এর খেদমতে এসে ঈমান আনে ও বিশ্বাস স্থাপন করে। আল্লাহ তা'আলা وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ সে পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল করে সা'আদ বিন ওয়াক্কাসকে বলে দিলেন যে, তুমি আবূ বকরের পথ অবলম্বন করে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ : ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহের বর্ণনানুযায়ী মহাত্মা লোকমান হযরত আইয়্যুব (আ.)-এর ভাগ্নে ছিলেন। মুকাতেল তাঁর খালাতো ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। 'বায়যাবী' ও অন্যান্য তাফসীরে রয়েছে যে, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এবং হযরত দাউদ (আ.)-এর সময়েও বেঁচে ছিলেন।

তাফসীরে দুররে মানসূরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনানুযায়ী লোকমান জনৈক আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন– কাঠ চেরার কাজ করতেন। [ইবনে আবী শায়বাহ আহমদ ইবনে জারীর ও ইবনুল মুনজির প্রমুখ 'যুহদ' নামক গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন]। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর নিকটে তাঁর [লোকমান] অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন যে, তিনি চেপ্টা ও থেবড়া নাকবিশিষ্ট, বেঁটে আকারের আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন। মুজাহিদ (র.) বলেন যে, তিনি ফাটা পা ও পুরো ঠোঁটবিশিষ্ট আবিসিনীয় ক্রীতদাস ছিলেন। –[ইবনে কাসীর]

জনৈক কৃষ্ণকায় হাবশী হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের খেদমতে কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হাজির হয়। হযরত সাঈদ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি কৃষ্ণকায় বলে দুঃখ করো না। কারণ কালো বর্ণধারীদের মধ্যে এমন তিনজন মহান ব্যক্তি আছেন, যারা মানবকুলে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত –হযরত বেলাল, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব কর্তৃক মুক্ত গোলাম হযরত 'মাহজা এবং হযরত লোকমান [আ.]।

হযরত লোকমান কোনো নবী ছিলেন না; বরং ওলী, প্রজ্ঞাবান ও বিশিষ্ট মানীষী ছিলেন : ইবনে কাসীর বলেন যে, প্রাচীন ইসলামি মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেবল হযরত ইকরিমা [রা.] থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর বর্ণনাসূত্র [সনদ] দুর্বল। ইমাম বগভী (র.) বলেন যে, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না। – [মাযহারী]

ইবনে কাসীর (র.) বলেন যে, তাঁর সম্পর্কে হযরত কাতাদাহ [রা.] থেকে এক বিস্ময়কর রেওয়ায়েত আছে যে, আল্লাহ পাক হযরত লোকমানকে নবুয়ত ও হেকমত [প্রজ্ঞা]-দুয়ের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি হেকমতই [প্রজ্ঞা] গ্রহণ করেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁকে নবুয়ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরজ করলেন যে, "যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে থাকে, তবে তা শিরোধার্য। অন্যথায় আমাকে ক্ষমা করুন।"

হযরত কাতাদা [রা.] থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মনীষী লোকমানের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞেসা করেছিলেন যে, আপনি হেকমতকে [প্রজ্ঞা] নবুয়ত থেকে সমধিক গ্রহণযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোনো একটা গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার ইচ্ছা ব্যতীত প্রদান করা হতো, তবে স্বয়ং মহান আল্লাহ তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন; যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্তু যদি আমি তা স্বেচ্ছায় চেয়ে নিতাম, তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো। – [ইবনে কাসীর]

যখন মহাত্মা লোকমানের নবী না হওয়ার কথা অধিকাংশ ইসলামি বিশেষজ্ঞ কর্তৃক স্বীকৃত, তখন তাঁর প্রতি কুরআনে বর্ণিত যে নির্দেশ أَنِ اشْكُرْ لِيْ [আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর]–তা ইলহামের মাধ্যমেও হতে পারে; যা আল্লাহর ওলীগণ লাভ করে থাকেন।

মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ [আ.]-এর আবির্ভাবের পূর্বে শরিয়তের মাসআলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। হযরত দাউদ [আ.]-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিনি এ ফতোয়া প্রদান কার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর তার প্রয়োজন নেই। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি ইসরাঈল গোত্রের বিচারপতি ছিলেন। হযরত লোকমানের বহু জ্ঞানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন যে, আমি হযরত লোকমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দশ হাজারের চাইতেও বেশি কিতাব অধ্যায় অধ্যায়ন করেছি। – [কুরতুবী]

একদিন হযরত লোকমান এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা শোনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনি কি সে ব্যক্তি–যে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল চরাতেন? লোকমান বলেন,

হ্যাঁ-আমিই সেই লোক। অতঃপর লোকটি বলল, তবে আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন যে, আল্লাহর গোটা সৃষ্টিকুল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শোনার জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে এসে জমায়েত হয়? উত্তরে লোকমান বললেন যে, এর কারণ আমার দুটি কাজ-[এক] সর্বদা সত্য বলা, [দুই] অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত লোকমান (আ.) বলেছেন যে, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা আমাকে এ স্তরে উন্নীত করেছে। যদি তুমি তা গ্রহণ কর, তবে তুমিও এ মর্যাদা ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো এই: নিজের দৃষ্টি নিম্নমুখী রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে তুষ্ট থাকা, নিজের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, মেহমানের আদর-আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা।-[ইবনে কাসীর]

হযরত লোকমানকে প্রদত্ত হিকমতের অর্থ কি? حِكْمَةٌ শব্দটি কুরআনে কারীমে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে- বিদ্যা, বিবেক, গাম্ভীর্য, নবুয়ত, মতের বিশুদ্ধতা।

আবূ 'হাইয়্যান' বলেছেন যে, হিকমত বলতে সেসব বাক্য সমষ্টিকে বোঝায় যা দ্বারা মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে, তাদের অন্তরকে প্রভাবান্বিত করে এবং যা মানুষ সংরক্ষণ করে অপরের নিকটে পৌঁছায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, হিকমত অর্থ- বিবেক, প্রজ্ঞা ও মেধা। আবার কোনো কোনো মনীষী বলেন, জ্ঞানানুসারে কাজ করার নাম হিকমত। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর মধ্যে কোনো প্রকারের বিরোধ বা বৈপরীত্য নেই। -এগুলো সবই হিকমতের অন্তর্গত। উপরের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে হিকমতের অনুবাদ 'প্রজ্ঞা' বলে এবং তার ব্যাখ্যা 'কার্যে পরিণত জ্ঞান' বলে করা হয়েছে, যা সর্বব্যাপী ও অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

উল্লিখিত আয়াতে হযরত লোকমানকে প্রজ্ঞা (হিকমত) প্রদানের কথা বর্ণনার পর বলা হয়েছে : أَنِ اشْكُرْ لِي (আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর) এতে এক সম্ভাবনা তো এই রয়েছে যে, এখানে قُلْنَا (আমরা বললাম) শব্দটি উহ্য আছে বলে ধরে নেওয়া : অর্থ হবে এই যে, আমি (আল্লাহ) লোকমানকে প্রজ্ঞা (হিকমত) প্রদান পূর্বক এ নির্দেশ দিলাম যে, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আবার কোনো কোনো মনীষী বলেন যে, أَنِ اشْكُرْ لِي স্বয়ং হিকমতেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ লোকমানকে যে হিকমত প্রদান করা হয়েছিল তা হলো তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশ যা সে কার্যে পরিণত করেছে। কখন এর মর্মার্থ হবে এই যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণাবলির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সর্বশ্রেষ্ঠ হিকমত! অতঃপর এ বিষয় অবহিত করে দেন যে আমি যে শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দিলাম-তা আমার কোনো নিজস্ব লাভের জন্য নয়। আমার কারো কৃতজ্ঞতার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং এ নির্দেশ তারই উপকারার্থে দিয়েছি। কারণ আমার চিরন্তন বিধান, যে ব্যক্তি আমার প্রদত্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে, আমি তার নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেবো।

অতঃপর মহাত্মা লোকমানের কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ বাণী বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলো তিনি তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন, যাতে অন্যান্য লোকও উপকৃত হতে পারে। সেজন্য কুরআনে কারীমও সেসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ উল্লেখ করেছে।

এসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে হলো আকীদাসমূহের পরিশুদ্ধিতা। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম কথা হলো কোনো প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থির না করে আল্লাহ পাককে গোটা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা। সাথে সাথে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনা-আরাধনায় অংশী স্থাপন না করা। আল্লাহ পাকের কোনো সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করার মতো গুরুতর অপরাধ দুনিয়াতে আর কিছু হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ [হে আমার প্রিয় বৎস, আল্লাহর অংশী স্থির করো না, অংশী স্থাপন করা গুরুতর জুলুম]। পরবর্তী পর্যায়ে মনীষী লোকমানের অন্যান্য-উপদেশাবলি ও জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যা তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছিলেন। শিরক যে গুরুতর অপরাধ; সুতরাং কোনো অবস্থাতেই এর নিকটবর্তী না হওয়ার হেদায়েতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক অন্য এক নির্দেশ দান করেন।

মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাদেরকে মান্য করা ফরজ; কিন্তু আল্লাহ পাকের নির্দেশ-বিরোধী হলে অন্য কারো আনুগত্য জায়েজ নয় : আল্লাহ পাক ফরমান যে, যদিও সন্তানের প্রতি পিতা-মাতাকে মান্য করার ও তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিশেষ তাকিদ রয়েছে এবং নিজের [আল্লাহর] প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতিও তা করার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শিরক এমন গুরুতর অন্যায় মারাত্মক অপরাধ যে, মাতা-পিতার নির্দেশে, এমন কি বাধ্য করলে পরও কারো পক্ষে তা জায়েজ হয়ে যায় না। যদি কারো পিতা-মাতা তাকে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকেন, এ বিষয়ে পিতা-মাতার কথাও রক্ষা করা জায়েজ নয়।

এখানে যখন পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হেকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন।–নয় মাস কাল উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিষ্ট হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। যাতে দিন-রাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে তাঁর দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সন্তানের লালন-পালন ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক ঝুঁকি–ঝামেলা বহন করতে হয়, সেজন্য শরিয়তে মায়ের স্থান ও অধিকার পিতার অগ্রে রাখা হয়েছে। وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ আয়াতের মর্ম তাই। অতঃপর وَاِنْ جٰهَدٰكَ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন-বিষয়ে পিতা-মাতাকে মান্য করাও হারাম।

ইসলামের অনন্য ন্যায়নীতি : যদি পিতা–মাতা আল্লাহর অংশী স্থাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করেন, তখন আল্লাহ নির্দেশ হলো তাঁদের কথা না মানা। এমতাবস্থায় মানুষ স্বভাবতঃ সীমার মধ্যে স্থির থাকে না। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষে পিতা-মাতার প্রতি কটু বাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ করে তাদেরকে অপমানিত করার সম্ভাবনা ছিল। ইসলাম তো ন্যায়নীতির জ্বলন্ত প্রতীক–প্রত্যেক বস্তুরই একটি সীমা আছে। তাই অংশী স্থাপনের বেলায় পিতা-মাতার অনুরসণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে এ হুকুমও প্রদান করেছে : وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا –অর্থাৎ দ্বীনের বিরুদ্ধে তো তাঁদের কথা মানবে না, কিন্তু পার্থিব কাজকর্ম যথা শারীরিক সেবা-যত্ন বা ধন-সম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন কার্পণ্য প্রদর্শিত না হয়। তাঁদের প্রতি বেআদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করে না। তাঁদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর দিবে না, যাতে অহেতুক মনোবেদনার উদ্রেক করে। মোটকথা, শিরক-কুফরি ক্ষেত্রে তাঁদের কথা না মানার কারণে যে মর্মপীড়ার উদ্রেক হবে, তা তো অপরাগতা হেতু বরদাশত করবে, কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে যেন মনোকষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

বিশেষ দ্রষ্টাব্য : -এ আয়াতে দুধ ছাড়ানোর সময়সীমা যে দু'বছর বলা হয়েছে– তা প্রচলিত সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী। এখানে এর কোনো ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট বর্ণনা নেই যে, এর চাইতে অধিককাল দুধ পান করালে তার কি হুকুম। এ মাস'আলার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সূরায়ে আহকাফ এর حَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا আয়াতে ইনশাল্লাহ করা হবে।

মহাত্মা লোকমানের দ্বিতীয় উপদেশ আকায়েদ সম্পর্কে : অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে, এর প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ পাকের অসীম জ্ঞানের আওতাধীন এবং সবকিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। কোনো বস্তু যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন বা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না, অনুরূপভাবে কোনো বস্তু যত দূরেই অবস্থিত থাক না কেন অথবা কোনো বস্তু যত গভীর আঁধার বা যবনিকার অন্তরালেই থাক না কেন– মহান আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না এবং তিনি যে কোনো বস্তুকে যখন ও যেখানে ইচ্ছা উপস্থিত করতে পারেন। يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ এর মর্মার্থ তাই। যাবতীয় বস্তু মহান আল্লাহর জ্ঞান ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে থাকা-ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং একত্ববাদের আকীদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

মহাত্মা লোকমানের তৃতীয় উপদেশ কর্ম পরিশুদ্ধিতা সম্পর্কে : অবশ্য করণীয় কাজ তো অনেক। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামাজ, এটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য কার্যাবলির পরিশুদ্ধির কারণ এবং মাধ্যমও বটে। যেমন, নামাজ সম্পর্কে মহান পালনকর্তার ইরশাদ রয়েছে– اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ "নিশ্চয়ই নামাজ যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।" এজন্য অবশ্য করণীয় সৎ কাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামাজের বর্ণনা দিয়েই যথেষ্ট করেছেন। يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ –অর্থাৎ হে বৎস, নামাজ প্রতিষ্ঠা কর। যেমন আগে বলা হয়েছে যে, নামাজ প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামাজ পড়ে নেওয়া নয়, বরং যাবতীয় অঙ্গসমূহ ও নিয়মাবলি পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা, যথাসময়ে আদায় করা, এর উপর স্থায়ী ও দৃঢ়পদ থাকা–এ সবই নামাজ প্রতিষ্ঠার মর্মের অন্তর্গত।

মহাত্মা লোকমানের চতুর্থ উপদেশ চরিত্র সংশোধন সম্পর্কে : ইসলাম একটি সমষ্টিগত ধর্ম–ব্যক্তির সাথে সাথে সমষ্টির সংশোধন এ জীবনব্যবস্থার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এজন্য নামাজের ন্যায় অবশ্য করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সাথেই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ–এ অবশ্য করণীয় কর্তব্যের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে–মানুষকে সৎকাজের প্রতি আহ্বান কর ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখো। [এক] নিজের পরিশুদ্ধি, [দ্বিতীয়] গোটা মানবকুলের পরিশুদ্ধি–এর উভয়টাই পালন করতে বেশ দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করতে হয়, শ্রম-সাধনার প্রয়োজন হয়। এর উপর দৃঢ়পদ থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে সৃষ্টিকুলের পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সৎকাজের আদেশের প্রতিদানে দুনিয়ায় সর্বদা

শত্রুতা ও বিরোধিতাই জুটে থাকে। সুতরাং এ উপদেশের সাথে সাথে এরূপ উপদেশও প্রদান করা হয়েছে যে, وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ - অর্থাৎ এসব কাজ সম্পন্ন করতে যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে, তাতে ধৈর্যধারণ করে স্থিরতা অবলম্বন করবে।

মনীষী লোকমানের পঞ্চম উপদেশ সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে : وَلَاتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ - وَلَاتُصَعِّرْ -এর উৎপত্তি صَعَرٌ ধাতু থেকে -যার অর্থ উটের এক প্রকার ব্যাধি-যার ফলে এর ঘাড় বেঁকে যায়। যেমন মানুষের খিঁচুনী নামক প্রসিদ্ধ ব্যাধি, যার ফলে মুখমণ্ডল বাঁকা হয়ে যায়। এর অর্থ চেহারা ফিরিয়ে রাখা। যার মর্ম এই যে, লোকের সাথে সাক্ষাত বা কথোপকথনের সময় মুখ ফিরিয়ে রেখো না-যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের নিদর্শন এবং ভদ্রোচিত স্বভাব ও আচরণের পরিপন্থি। وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا - مَرَحٌ শব্দের অর্থ গর্বভরে ঔদ্ধত্যের সাথে বিচরণ করা-অর্থাৎ আল্লাহ ভূমিকে যাবতীয় বস্তু হতে নত ও পতিত করে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের সৃষ্টিও এ মাটি দিয়েই। তোমরা এর উপর দিয়েই চলাফেলা কর-নিজের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। আত্মাভিমানীদের ধারা অনুসরণ করে অহংকার ভরে বিচরণ করো না। সুতরাং এরপর বলেছেন اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ - আল্লাহ পাক কোনো অহংকারী আত্মাভিমানীকে পছন্দ করেন না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَرُوْنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাবে اِفْعَالٌ মাসদার اِرَائَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) নূনে বেকায়া ইয়া যমীর ওয়াহিদে মুতাকাল্লিম মাফউল। অর্থ- তোমরা আমরা আমাকে দেখাও।

يَعِظُهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف (ه ; যমীরে মাফউল) বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (و - ع - ظ) জিনস مثال واوى - يَعِظُ মূলত: يَوْعِظُ ছিল, মাসদার وَعْظٌ তা'লীল হয়ে واو বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অর্থ- তাকে উপদেশ করে, তাকে উপদেশ দিচ্ছিল।

اَلْمَصِيْرُ : اسم ظرف مكان এবং مصدر মূলবর্ণ (ص - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ- প্রত্যাবর্তনস্থল, ঠিকানা, অবস্থানস্থল। বাবে ضَرَبَ মাসদার صُرُوْرٌ - صَرْوٌ - مَصْرُوٌ অর্থ- এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় ফিরা। ধাবিত হওয়া। اِفْعَالٌ বাবে اِصَارَةٌ [ধাবিত করা] আকর্ষণ করা। প্রত্যাবর্তন করা। তাছাড়া باب تَفَعُّلٌ থেকেও একই অর্থ হয়।

تَكُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার كَوْنٌ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- সে হচ্ছে, হবে।

حَبَّةً : অর্থ- দানা, শস্য, আনাজ, তরকারি, গম, জব ইত্যাদি। শস্যবীজকে حَبٌّ এবং حَبَّةٌ বলা হয়।

خَرْدَلٍ : অর্থ- এক প্রকার সরিষা। এর একবচন خَرْدَلَةٌ

خَدَّكَ : خَدٌّ মুযাফ, ك যমীর মুজাফ ইলাইহি, বহুবচন خُدُوْدٌ। অর্থ- তোমার গাল, তোমার চেহারা।

لَاتَمْشِ : সীগাহ- واحد مذكر حاضر বহছ نَهِىْ حَاضِرْ مَعْرُوْفٌ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَشْىُ মূলবর্ণ (م - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ-তুমি চলো না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَنْتَ وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا : এখানে واو টি আতেফা আর صَاحِبْهُمَا হলো ফে'ল তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর ফায়েল এবং هُمَا হলো مفعول به আর فِى الدُّنْيَا হলো حال আর مَعْرُوْفًا হলো উহ্য মাসদারের সিফাত অর্থাৎ صَاحِبْهُمَا مَعْرُوْفًا আবার কেউ কেউ একে منصوب بنزع الخافض বলেছেন অর্থাৎ بِالْمَعْرُوْفِ

-[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৮৬]

১৯. আর নিজ চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে, আর নিজের স্বর অনুচ্চ করবে; নিঃসন্দেহে গর্দভের স্বরই স্বরসমূহের মধ্যে অত্যন্ত ঘৃণ্য।	وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾
২০. তোমরা একথা অবহিত নও যে, আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে, আল্লাহ ঐ সমস্তকে তোমাদের কাজে নিযুক্ত করে রেখেছেন এবং তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত নিয়ামতকে পূর্ণ করে রেখেছেন; আর কতক লোক এমন আছে যারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে থাকে কোনো জ্ঞান ব্যতিরেকে ও কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকে এবং কোনো উজ্জ্বল গ্রন্থ ব্যতিরেকে।	اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ؕ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٢٠﴾
২১. এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তার অনুসরণ কর যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন, তখন তারা বলে, না, আমরা তারই অনুসরণ করব– যদুপরি আমাদের পূর্বপুরুষগণকে পেয়েছি; [আল্লাহ বলেন,] যদি শয়তান তাদের পূর্বপুরুষদেরকে দোজখের আজাবের দিকে ডাকতে থাকে, তবুও কি [তাদেরই অনুসরণ করবে]?	وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٢١﴾
২২. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের মুখমণ্ডল আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় এবং সে নিষ্ঠাবানও হয়, তবে সে সুদৃঢ় রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ করল এবং সমস্ত কার্যের পরিণাম আল্লাহর নিকট পৌঁছবে।	وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ আর নিজ চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ আর নিজের স্বর অনুচ্চ করবে اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ নিঃসন্দেহে স্বরসমূহের মধ্যে অত্যন্ত ঘৃণ্য لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ গর্দভের স্বরই।

২০. اَلَمْ تَرَوْا তোমরা এই কথা অবহিত নও যে اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ আল্লাহ ঐ সমস্তকে তোমাদের কাজে নিযুক্ত করে রেখেছেন مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ আসমান সমূহ ও জমিনে যা আছে وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ এবং তোমাদের উপর পূর্ণ করে রেখেছেন نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত নিয়ামতকে وَمِنَ النَّاسِ আর কতক লোক এমন আছে- مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ যারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে থাকে بِغَيْرِ عِلْمٍ কোনো জ্ঞান ব্যতিরেকে وَلَا هُدًى ও কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকে وَلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ এবং কোনো উজ্জ্বল গ্রন্থ ব্যতিরেকে।

২১. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ এবং যখন তাদেরকে বলা হয় اتَّبِعُوْا তার অনুসরণ কর مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন قَالُوْا তখন তারা বলে- بَلْ نَتَّبِعُ না, আমরা তারই অনুসরণ করব مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا যদুপরি আমাদের পূর্ব পুরুষগণকে পেয়েছি- اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ যদি শয়তান তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে ডাকতে থাকে اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ দোজখের আজাবের দিকে, তবুও কি [তাদেরই অনুসরণ করবে]?

২২. وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের মুখমণ্ডল আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় وَهُوَ مُحْسِنٌ এবং সে নিষ্ঠাবানও হয় فَقَدِ اسْتَمْسَكَ তবে সে ধারণ করল بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى সুদৃঢ় রজ্জুকে মজবুত ভাবে وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ এবং সমস্ত কার্যের পরিণাম আল্লাহর নিকটই পৌঁছবে।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾

২৩. আর যে ব্যক্তি কুফর করে, তবে আপনার জন্য তার কুফরি আচরণ চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নয়; তাদের সকলকেই আমার নিকট ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে জানিয়ে দেব যা কিছু তারা [দুনিয়াতে] করত; নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরসমূহের কথা ভালোরূপে জানেন।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

২৪. আমি তাদেরকে স্বল্প কয়েকদিনের উপভোগ দিয়ে রেখেছি, তারপর আমি তাদেরকে ভীষণ আজাবের দিকে ক্রমে ক্রমে টেনে নিয়ে আসব।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আসমানসমূহ ও জমিনকে কে সৃষ্টি করেছে? তবে অবশ্যই তারা এ উত্তরই দেবে যে, আল্লাহ তা'আলা; আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾

২৬. সমস্তই আল্লাহ তা'আলার জন্য, যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে; আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অভাবশূন্য, সর্বগুণসম্পন্ন।

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং সমগ্র জগতে যত বৃক্ষ রয়েছে, যদি তা সমস্তই কলম হয়, আর এই যে সমুদ্র রয়েছে, তা ব্যতীত এরূপ আরো সাতটি সমুদ্র [কালির স্থল] হয়, তবুও আল্লাহর [গুণাবলির] বাক্যসমূহ সমাপ্ত হবে না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. وَمَنْ كَفَرَ আর যে ব্যক্তি কুফর করে فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ তবে আপনার জন্য তার কুফরি আচরণ চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নয় إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ তাদের সকলকেই আমার দিকে ফিরে আসতে হবে فَنُنَبِّئُهُمْ তখন আমি তাদেরকে জানিয়ে দিব بِمَا عَمِلُوا যা কিছু তারা করত إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ নিশ্চয় আল্লাহ ভালোরূপে জানেন بِذَاتِ الصُّدُورِ অন্তর সমূহের কথা।

২৪. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا আমি তাদেরকে স্বল্প কয়েকদিনের দিনের উপভোগ দিয়ে রেখেছি ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ তৎপর আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে টেনে নিয়ে আসব إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ভীষণ আজাবের দিকে।

২৫. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ আসমান সমূহ ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন لَيَقُولُنَّ اللَّهُ তবে অবশ্যই তারা এই উত্তর দিবে যে, আল্লাহ তা'আলা قُلِ আপনি বলুন الْحَمْدُ لِلَّهِ আলহামদুলিল্লাহ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ বরং তাদের অধিকাংশই জানেনা।

২৬. لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ সমস্তই আল্লাহ তা'আলার জানা যা কিছু আসমান ও জমিনে আছে- إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অভাবশূন্য সর্বগুণ সম্পন্ন।

২৭. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ এবং সমগ্র জগতে রয়েছে যদি তা সমস্ত হয় مِنْ شَجَرَةٍ যত বৃক্ষ أَقْلَامٌ কলম وَالْبَحْرُ আর এই যে সমুদ্র রয়েছে- يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ এটা ব্যতীত এরূপ আরও সাতটি সমুদ্র [কালির স্থল] হয় مَا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللَّهِ তবুও আল্লাহর বাক্যসমূহ সমাপ্ত হবে না إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتَابٍ مُّنِيْرٍ-(٢٠)

শানে নুযূল : ১. হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত মহানবী [সা.] এর নিকট আগত একজন ইহুদি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, সে ইহুদি যখন রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলেছিল, হে মুহাম্মাদ! আপনার রব সম্পর্কে আমাকে অবগত করে দিন। তিনি কোন জাতীয় বস্তু? তখন কোনো একটি বিকট আওয়াজ তাকে আক্রান্ত করে। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল : ২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত হচ্ছে যে, আলোচ্য আয়াত নযর বিন হারিছ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে বলত যে, ফেরেশতারা নাকি আল্লাহর কন্যা সন্তান। তাদের সে ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ৬৯/১৪]

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ ....اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. (٢٧]

শানে নুযূল : কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, এ আয়াত ইহুদি পাদ্রীদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাজিল হয়, যখন কিছু সংখ্যক ইহুদি পাদ্রী হাজির হয়ে কুরআনের আয়াত وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا [অর্থাৎ তোমাদের অতি সামান্য পরিমাণ জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে] প্রসঙ্গে আপত্তির সুরে বলল, আপনি 'নবীজী' বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। এতে আপনি কি শুধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। না আমাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মহানবী হযরত ﷺ বললেন, আমার উদ্দেশ্য সকলেই। অর্থাৎ আমাদের জাতি, ইহুদি এবং খ্রিস্টানগণও। তখন তারা আপত্তি করে বলল, আমাদেরকে তো আল্লাহপাক তাওরাত প্রদান করেছেন যা تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ সকল বস্তুর [রহস্য] বর্ণনাকারী। তিনি বললেন, এ আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অতি নগণ্য। আবার তাওরাতে যে সব জ্ঞান রয়েছে, সে সম্পর্কেও তোমরা পুরোপুরি অবহিত নও। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় যাবতীয় আসমানি গ্রন্থ এবং সমস্ত নবীগণের সমষ্টিগত জ্ঞানও অতিশয় কিঞ্চিৎকর ও নগণ্য। এ বক্তব্যের সমর্থনেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ - অর্থাৎ নিজ গতিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, দৌড়-ঝাঁপসহও চলো না, যা সভ্যতা ও শালীনতার পরিপন্থি। হাদীস শরীফ আছে যে, দ্রুতগতিতে চলা মুমিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদাহানিকর [জামে সগীর হযরত আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত]। এভাবে চলার ফলে নিজেরও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বা অপরের দুর্ঘটনার কারণও ঘটতে পারে। আবার অত্যধিক মন্থর গতিতেও চলো না–যা সেসব গর্বস্ফীত আত্মাভিমানীদের অভ্যাস, যারা অন্যান্য মানুষের চাইতে নিজের অসার কৌলীন্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে চায়। অথবা সেসব স্ত্রীলোকদের অভ্যাস, যারা অত্যাধিক লজ্জা-সংকোচের দরুন দ্রুতগতিতে বিচরণ করে না। অথবা অক্ষম ব্যাধিগ্রস্তদের অভ্যাস। প্রথমটি তো হারাম। দ্বিতীয়টি যদি নারী জাতির অনুসরণে করা হয় তাও না-জায়েজ। আর যদি এ উদ্দেশ্য না থাকে, তবে পুরুষের পক্ষে এটা একটা কলঙ্ক। তৃতীয় অবস্থায় আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন-সুস্থ থাকা সত্ত্বেও রোগগ্রস্তদের রূপ ধারণ করা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, সাহাবায়ে কেরামকে ইহুদিদের মতো দৌড়াতে বারণ করা হতো। আবার খ্রিস্টানদের ন্যায় ধীর গতিতে চলতেও বারণ করা হতো; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণের নির্দেশ ছিল।

হযরত আয়েশা [রা.] জনৈক ব্যক্তিকে অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলতে দেখলেন। মনে হচ্ছিল যেন সে এক্ষণি পড়ে যাবে। সুতরাং তিনি লোকটির নিকটে তার এরূপভাবে চলার কারণ জিজ্ঞেস করাতে সে বলল যে, সে একজন আলেম ও ক্বারী বলে এরূপভাবে চলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা (রা.) ফরমান যে, খলীফা হযরত ওমর (রা.)-এর চাইতে অনেক উন্নতমানের ক্বারী। কিন্তু তিনি যখন পথ চলতেন তখন মধ্যম গতিতে চলতেন। তিনি কথা বলার সময় এমন আওয়াজে বলতেন যেন অপর লোক অনায়াসে তা শুনতে পায়। (এমন ক্ষীণভাবেও নয় যে, তিনি কি বললেন শ্রোতৃমণ্ডলীর তা আবার জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হয়)।

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ – অর্থাৎ তোমাদের স্বর ক্ষীণ কর। যার অর্থ স্বর প্রয়োজনাতিরিক্ত উচ্চ কারো না এবং হট্টগোল করো না। যেমন এইমাত্র ফারূকে আজম সম্পর্কে বলা হলো যে, তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যেন উপস্থিত জনমণ্ডলী অনায়াসে তা শুনতে পায়, কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে : إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে গাধার চীৎকারই অত্যন্ত বিকট ও শ্রুতিকটু। এখানে সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) লোকের সঙ্গে সাক্ষাত ও কথোপকথনকালে আত্মম্ভরিতার সুরে মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। (২) ধরাপৃষ্ঠে অহংকার ভরে বিচরণ করতে বারণ করা হয়েছে। (৩) মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (৪) উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আচার-আচরণেও এসব গুণের অপূর্ব সমবেশ ঘটেছিল।

শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত হুসাইন (রা.) ফরমান–আমি আমার পিতা হযরত আলী (রা.)-এর নিকট মানুষের সাথে উঠা-বসা ও মেলামেশার কালে আঁ হযরত [সা.]- এর আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন :

كَانَ دَائِمُ الْبِشْرِ سَهْلُ الْخُلْقِ لَيِّنُ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا صَخَّابٍ فِى الْاَسْوَاقِ وَلَا فَحَّاشٍ وَلَا عَيَّابٍ وَلَا مَشَّاحٍ يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهِىْ وَلَا يُؤَيِّسُ مِنْهُ وَلَا يُجِيْبُ فِيْهِ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ الْمِرَاءِ وَالْاِكْبَارِ وَمَا لَا يَعْنِيْهِ.

'নবীজী ﷺ-কে সর্বদা প্রসন্ন ও হাস্যোজ্জ্বল মনে হতো–তাঁর চরিত্রে নম্রতা, আচার-ব্যবহারে বিনয় বিদ্যমান ছিল। তাঁর স্বভাব মোটেই রুক্ষ ছিল না, কথাবার্তাও নিরস ছিল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বা অশ্লীল কথা বলতেন না, কারো প্রতি দোষারোপ করতেন না। কৃপণতা প্রকাশ করতেন না। যেসব দ্রব্য মনঃপুত হতো না সেগুলোর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করতেন না। কিন্তু [সেগুলো হালাল হলে এবং তার প্রতি কারো আকর্ষণ থাকলে] তা থেকে তাদেরকে নিরাশ করতেন না। এবং সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্যও করতেন না [বরং নীরবতা অবলম্বন করতেন], তিন বস্তু সম্পূর্ণভাবে [চিরতরে] বর্জন করেছিলেন। (১) ঝগড়া-বিবাদ, (২) অহঙ্কার, (৩) অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কাজে আত্মনিয়োগ করা।

মহান আল্লাহর সর্বব্যাপী অসীম জ্ঞান ও অসাধারণ ক্ষমতার দৃশ্যাবলি অবলোকন করা সত্ত্বেও কাফের ও মুশরিকগণ স্বীয় শিরক ও কুফরিতে অনড় রয়েছে বলে সূরার প্রারম্ভে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী আর অপরপক্ষে স্বভাবসুলভ অনুগত মুমিনগণের প্রশংসা-স্তুতি ও শুভ পরিণতির বর্ণনা ছিল। মধ্যস্থলে মহামতি লোকমানের উপদেশাবলিও এক প্রকার সেসব বিষয়ের পরিপূরকই ছিল। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ পাকের সর্বব্যাপী ও সর্বোতমুখী জ্ঞান ও ক্ষমতা এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি তাঁর অজস্র কৃপা ও করুণারাজি বর্ণনা করে পুনরায় তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে।

سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ – অর্থাৎ আল্লাহ পাক নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের যাবতীয় বস্তু তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। অনুগত করে দেওয়ার অর্থ কোনো বস্তুকে কারো আজ্ঞাবহ করে দেওয়া। প্রশ্ন হতে পারে যে, ভূ-মণ্ডলের সকল বস্তু তো আজ্ঞাবহ নয়। বরং অনেক বস্তুই তো মানুষের মর্জির বিপরীত কাজ করে। বিশেষ করে যেসব বস্তু নভোমণ্ডলে বিদ্যমান, সেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ হওয়ার তো কোনো সম্ভাবনাই নেই। উত্তর এই যে, تَسْخِيْر অর্থ কোনো বস্তুকে কোনো বিশেষ কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োজিত করে রাখা। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু মানুষের অনুগত করে দেওয়ার অর্থ এই যে, সেসব বস্তু মানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করে দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অনেক বস্তু তো এমন যে, সেগুলোকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার সাথে সাথে তাদের আজ্ঞাবহও করে দেওয়া হয়েছে–তারা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করে। আবার কতক বস্তু এমনও আছে, যেগুলো মানুষের কাজে তো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে– ফলে তা মানব-সেবায় যথারীতি অবশ্যই নিয়োজিত–কিন্তু প্রতিপালকোচিত হেকমতের পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলোকে মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়নি। যেমন, নভোমণ্ডলে অবস্থিত সৃষ্টিজগত, গ্রহ-নক্ষত্র, বজ্র-বিদ্যুৎ, বৃষ্টি-বাদল প্রভৃতি ; যেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ করে দেওয়া হলে পর সেগুলোর উপর মানুষের স্বভাব, রুচি, প্রকৃতি ও অবস্থাবলির বিভিন্নতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো। একজন কামনা করতো যে, সূর্য অনতিবিলম্বে উদিত হোক। আবার অপরজন তার নিজস্ব প্রয়োজনে এর বিলম্বে উদয়নই কামনা করতো। একজন বৃষ্টি কামনা করতো;

অপরজন উন্মুক্ত প্রান্তরে সফরে আছে বলে বৃষ্টি না হওয়াই কামনা করতো। এমতাবস্থায় এরূপ পরস্পর বিপরীতধর্মী চাহিদা আকাশমণ্ডলের বস্তুসমূহের কার্যক্রমে বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্যের উদ্ভব ঘটাতো। এজন্যই আল্লাহ পাক এসব বস্তু মানবসেবায় নিয়োজিত অবশ্যই রেখেছেন ; কিন্তু তার আজ্ঞাবহ করে রাখেননি। এও এক প্রকারের করায়ত্তকরণই বটে।

وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً - اِسْبَاغٌ অর্থ পরিপূর্ণ করে দেওয়া। যার অর্থ আল্লাহ পাক তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য –অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের নিয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নিয়ামত বলতে সেসব নিয়ামতকেই বোঝায়, যা মানুষ তার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে। যেমন, মনোরম আকৃতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অঙ্গ এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরি করা যেমন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ আকৃতি-প্রকৃতিতেও কোনো প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন-সম্পদ, জীবন-যাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলাবস্থা-এসবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিয়ামত ও অনুকম্পাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ দ্বীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসলব্ধ করে দেওয়া, আল্লাহ-রাসূলের অনুরসণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তাওফীক প্রদান, অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শত্রুদের মোকাবিলায় মুসলমানদের প্রতি সাহায্য ও সহায়তা-এসবই প্রকাশ্য নিয়ামতসমূহের পর্যায়ভুক্ত। আর গোপনীয় নিয়ামত সেগুলো, যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত–যথা ঈমান, আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, সচ্চরিত্র, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ত্বরিৎ শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি।

وَلَوْ اَنَّمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ – এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাঁর ক্ষমতার ব্যবহার এবং তাঁর নিয়ামত [কৃপা ও দয়াসমূহ] যে একেবারে অসীম ও অফুরন্ত,– কোনো ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলে না, কোনো কলম দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করা চলে না, এ তথ্যটুকুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি এরূপভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে, যদি সেগুলোর সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরি করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয় এবং এসব কলম আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান–গরিমা এবং তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করে, তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে; তবু তাঁর অফুরন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি মাত্র সমুদ্র কেন–যদি অনুরূপ আরো সাত সমুদ্রও অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়, তবুও সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আল্লাহ পাকের মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। كَلِمٰتُ اللّٰهِ - র ভাবার্থ আল্লাহ পাকের জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বাক্যাবলি।– [রূহ ও মাযহারী] আল্লাহ পাকের মহিমা, কৃপা ও করুণাবলিও এর অন্তর্ভুক্ত। সাত সমুদ্র অর্থ এ নয় যে, সাত সমুদ্রের সংখ্যা সাতটিই; বরং অর্থ এই যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সুমদ্র সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয়, তা সত্ত্বেও এসবগুলোর পানি দিয়ে আল্লাহর প্রজ্ঞাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে সাতের সংখ্যা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে– সীমিত করে দেওয়া উদ্দেশ্য নয় যার প্রমাণ কুরআনের অন্য এক আয়াত–যেখানে বলা হয়েছে– قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا অর্থাৎ 'আল্লাহর মহিমাসূচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে যদি সমুদ্রকে কালিতে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্র শূন্য হয়ে যাবে– কিন্তু সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর শুধু এ সমুদ্র নয়, অনুরূপ আরো সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত করলেও অবস্থা একই থাকবে।' এ আয়াতে بِمِثْلِهٖ বলে এরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি এ ধারা বহুদূর পর্যন্ত চলতে থাকে যে, এক সমুদ্রের সাথে অনুরূপ অপর সমুদ্র সংযুক্তও হয়ে তার সাথে অনুরূপ তৃতীয়টা অনুরূপ চতুর্থটা–মোটকথা সমুদ্রসমূহের যতগুণ বা সংখ্যাই মেনে নেওয়া হোক না কেন, এসবগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহর মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে একথা সুস্পষ্ট যে সমুদ্র সাতটি কেন সাত হাজারও যদি হয়, তবুও তা সীমাবদ্ধ, শেষ অবশ্যই হবে–কিন্তু كَلِمٰتُ اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহর বাক্যাবলি অসীম ও অনন্ত– কোনো সসীম বস্তু অসীমকে কিরূপে সীমিত করতে পারে?

কতক রেওয়ায়েতে আছে যে, এ আয়াত ইহুদি পাদ্রীদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাজিল হয়েছে। মহানবী হযরত ﷺ যখন মদীনায় তশরিফ আনেন তখন কিছুসংখ্যক ইহুদি পাদ্রী হাজির হয়ে কুরআনের আয়াত وَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا [অর্থাৎ তোমাদেরকে অতি সামান্য পরিমাণ জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে] প্রসঙ্গে আপত্তির সুরে বলল, আপনি [নবীজী] বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। এতে আপনি কি শুধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। না

আমাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মহানবী ﷺ বললেন–আমার উদ্দেশ্য সকলেই। অর্থাৎ আমাদের জাতি এবং ইহুদি-খ্রিস্টানগণও। তখন তারা আপত্তি করে বলল– আমাদেরকে তো আল্লাহ পাক তাওরাত প্রদান করেছেন– যা تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ সকল বস্তুর [রহস্য] বর্ণনাকারী। তিনি বললেন, এও আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অতি নগণ্য। আবার তওরাতে যেসব জ্ঞান রয়েছে, সে সম্পর্কেও তোমরা পুরোপুরি অবহিত নও। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় যাবতীয় আসমানি গ্রন্থ এবং সমস্ত নবীগণের সমষ্টিগত জ্ঞানও অতিশয় কিঞ্চিৎকর ও নগণ্য। এ বক্তব্যের সমর্থনেই এ আয়াত নাজিল হয়েছে। .... وَلَوْ اَنَّمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ –[ইবনে কাছীর]

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার- رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر – ء – ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) মূলত: تَرَوْنَ ছিল, لَمْ এর কারণে نون اعرابى বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অর্থ– তোমরা দেখছ, তোমরা দেখেছ।

اَلسَّعِيْرُ : صفت مشبه - فَعِيْلٌ এর ওজনে মাফউলের অর্থে– প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, দোজখ। سِعْر থেকে مَسْعُوْرٌ যার অর্থ, অগ্নি, আগুন প্রজ্জ্বলিত করা।

نُنَبِّئُهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف : هُمْ যমীর মাফউল। বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْبِئَةٌ মূলবর্ণ (ن – ب – ء) জিনস مهموز لام অর্থ–অবহিত করা, খবরদার করা, সতর্ক করা, সংবাদ দেওয়া।

غَلِيْظٌ : صفت مشبه، (بحالت جر) বহুবচন– غِلَاظٌ। অর্থ–কঠিন, শক্ত

لَيَقُوْلُنَّ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مستقبل معروف درفعل لام تاكيد با نون تاكيد ثقيله বাব نَصَرَ মাসদার قَوْلٌ মূলবর্ণ (ق – و – ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- অবশ্যই অবশ্যই তারা বলবে।

لَنَفِدَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার نَفْدٌ মূলবর্ণ (ن – ف – د) জিনস صحيح অর্থ– বিলীন হয়ে যাওয়া, নিঃশেষ হয়ে যাওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ : এখানে اِلَيْنَا হলো خبر مقدم আর مَرْجِعُهُمْ হলো مبتدا موخر আর فَنُنَبِّئُهُمْ এর فاء টি আতেফা نُنَبِّئُ ফে'ল আর যমীর نَحْنُ হলো ফায়েল আর هُمْ হলো مفعول به আর بِمَا টা نُنَبِّئُهُمْ ফেলের সাথে متعلق হয়েছে। আর عَمِلُوْا বাক্য টি সেলাহ হয়েছে مَا মওসূলের। আর اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল! اللّٰهَ হলো اِسْمُ اِنَّ আর عَلِيْمٌ হলো خبر ان আর بِذَاتِ الصُّدُوْرِ হলো عَلِيْمٌ -এর সাথে متعلق –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ পৃ. ৯৯]

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٨﴾	২৮. তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা এবং জীবিত করা এরূপই যেমন এক ব্যক্তিকে [সৃষ্টি করা ও জীবিত করা]; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই শুনেন, সবকিছুই দেখেন।
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؗ كُلٌّ يَّجْرِىْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿٢٩﴾	২৯. [হে শ্রোতা!] তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ তা'আলা রাত্রিকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে রত করে রেখেছেন, প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে, আর এটাও [কি তোমার জানা নেই] যে, আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজে পূর্ণ অবহিত।
ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ﴿٣٠﴾ ع ١٢	৩০. এটা এ কারণে যে, আল্লাহই সত্তাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ, পক্ষান্তরে তারা আল্লাহকে ছেড়ে যে সমস্ত বস্তু পূজা করছে, সেগুলো নিতান্ত ভঙ্গুর, আর [এ হেতু যে,] আল্লাহই উচ্চ মর্যাদাশালী, অতি মহান।
اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣١﴾	৩১. [হে শ্রোতা!] তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহে নৌকাসমূহ সমুদ্রের মধ্যে চলছে, যেন তিনি তোমাদেরকে আপন [কুদরতের] নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন; এতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ লোকের জন্য।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা এবং জীবিত করা اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ এরূপই যেমন এক ব্যক্তিকে [সৃষ্টি করা ও জীবিত করা] اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সব কিছু দেখেন সব কিছু শুনেন।

২৯. اَلَمْ تَرَ হে শ্রোতা তুমি কি দেখনা যে اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ আল্লাহ তা'আলা রাত্রিকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট করান وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ তিনি চন্দ্র সূর্যকে কাজে রত করে রেখেছেন– كُلٌّ يَّجْرِىْ প্রত্যেকেই চলতে থাকবে اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى নির্ধারিত সময় পর্যন্ত وَاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ আর এটাও [কি তোমার জানা নেই] যে, আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজে পূর্ণ অবহিত।

৩০. ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ এটা একারণে যে, আল্লাহই সত্তাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ পক্ষান্তরে এরা আল্লাহকে যে সমস্ত বস্তুর পূজা করছে الْبَاطِلُ সেগুলো নিতান্ত ভঙ্গুর وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِىُّ আর আল্লাহই উচ্চ মর্যাদাশীল, الْكَبِيْرُ অতি মহান।

৩১. اَلَمْ تَرَ হে শ্রোতা তুমি কি দেখনা যে اَنَّ الْفُلْكَ নৌকাসমূহ تَجْرِىْ চলছে فِى الْبَحْرِ সমুদ্রে بِنِعْمَتِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ যেন তিনি তোমাদেরকে আপন নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন– اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এতে নিদর্শন সমূহ রয়েছে– لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ লোকের জন্য।

আরবি	অনুবাদ
وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ؕ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٢﴾	৩২. আর যখন তরঙ্গমালা তাদেরকে চাঁদোয়ার ন্যায় [চতুর্দিক হতে] ঘিরে ফেলে, তখন তারা খাঁটি বিশ্বাসে আল্লাহকে ডাকতে থাকে, অতঃপর যখন তাদেরকে রক্ষা করে স্থলভাগের দিকে আনয়ন করেন, তখন তাদের মধ্যে কতক লোক তো ন্যায় পথেই থেকে যায়; আর ঐ সমস্ত লোকই কেবল আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয় যারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী এবং অকৃতজ্ঞ।
يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ۫ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٝ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿٣٣﴾	৩৩. হে লোকসকল! নিজ প্রভুকে ভয় কর এবং ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন না কোনো পিতা স্বীয় পুত্রের উপকার করতে পারবে আর না কোনো পুত্র স্বীয় পিতার সামান্য উপকার করতে পারবে; নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য, অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। আর ঐ প্রতারক [শয়তানও] যেন তোমাদেরকে [আল্লাহ হতে] প্রতারিত করতে না পারে।
اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ ؕ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿٣٤﴾	৩৪. নিঃসন্দেহে কিয়ামতের সংবাদ একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে, এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন এবং তিনিই অবগত আছেন যা কিছু গর্ভাধারে রয়েছে এবং কেউই জানে না যে, সে আগামীকাল কি কাজ করবে এবং কেউই জানে না যে, সে কোন স্থানে মরবে; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলাই [সেই] সমস্ত বিষয়ে অবগত [ও] অবহিত আছেন।

ع ١٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ আর যখন তরঙ্গমালা তাদেরকে ঘিরে ফেলে كَالظُّلَلِ চাঁদোয়ার ন্যায় دَعَوُا اللّٰهَ তখন তারা আল্লাহকে ডাকতে থাকে مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ খাঁটি বিশ্বাসে فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ অতঃপর যখন তাদেরকে রক্ষা করে স্থলভাগের দিকে আনয়ন করেন فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ তখন তাদের মধ্যে কতক লোক তো ন্যায় পথেই থেকে যায় وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ আর ঐসমস্ত লোকই কেবল আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয় خَتَّارٍ كَفُوْرٍ যারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী এবং অকৃতজ্ঞ।

৩৩. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে লোকগণ! اتَّقُوْا رَبَّكُمْ নিজ প্রভুকে ভয় কর وَاخْشَوْا يَوْمًا এবং ঐ দিনকে ভয় কর لَا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ যেদিন না কোনো পিতা স্বীয় পুত্রের উপকার করতে পারবে وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا আর না কোনো পুত্র স্বীয় পিতার সামান্য উপকার করতে পারবে اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ অতএব তোমাদেরকে যেন প্রতারিত না করে الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا পার্থিব জীবন وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ আর ঐ প্রতারক ও [শয়তান ও] যেন তোমাদেরকে [আল্লাহ হতে] প্রতারিত করতে না পারে।

৩৪. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ নিঃসন্দেহে কিয়ামতের সংবাদ একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ এবং তিনিই অবগত আছেন যা কিছু গর্ভে রয়েছে وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ এবং কেউই জানে না যে مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا যে আগামীকাল কি কাজ করবে وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ এবং কেউই জানে না যে بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ সে কোন স্থানে মরবে اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত বিষয়ে অবগত ও অবহিত আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٢٨)

শানে নুযূল : মুজাহিদ বলেন, আলোচ্য আয়াত উবাই বিন খালফ, আবুল আসাদাইন ও মুনাব্বিহ এবং নাবীহ হাজ্জাজ বিন সাব্বাকের দু'পুত্র সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা হযরত মহানবী ﷺ-কে বলেছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন স্তরে ও বিভিন্ন প্রণালীতে সৃষ্টির এক পূর্ণাঙ্গতা দান করেছেন। প্রথম বীর্য আকৃতি পরবর্তী রক্তপিণ্ডরূপে অতঃপর গোশত খণ্ড রূপে সর্বশেষ হাড় আকৃতিতে সৃষ্টি করেন। তথাপি এক সময় আমরা সকলই এক নতুন সৃষ্টি হিসেবে পুনরুত্থিত হব। তা কিরূপভাবে? তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের জবাবে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (٣٢)

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত হযরত ইকরিমা বিন আবী জাহল [রা.] সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, ইকরিমা বিন আবী জাহল মক্কা বিজয় কালে সমুদ্রপথে পালিয়ে গিয়েছিল। তার সাথে যারা নৌ যাত্রী ছিল তাদের উপর প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু আঘাত হানল। সে পরিস্থিতিতে ইকরিমা বিন আবী জাহল বলল যে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে এ বিপদ হতে রক্ষা করেন, তাহলে আমি মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে আমার হাতদ্বয় দেব। তখন ঝঞ্ঝাবায়ু থেমে গেল। অতঃপর ইকরিমা মক্কায় এসে পৌত্তলিকতা বর্জন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরত ইকরিমা বিন আবী জাহল (র.)-এর ইসলাম গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[জালালাইন টীকা ২১ পৃ:৩৪৮]

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. ٣٤

শানে নুযূল : ইবনে মুনযির ইকরিমা এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ওয়ারেছ বিন আমর নামক এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! কিয়ামত মহা প্রলয় কবে প্রতিষ্ঠিত হবে? আমাদের নগরী খরায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। বৃষ্টির পানি দ্বারা সজীব কখন হবে? আমার স্ত্রীকে গর্ভবতী রেখে এসেছি, বাচ্চা প্রসব করবে কবে? আমি আজ যা কিছু উপার্জন করেছি তাতো জানি আগামীকাল কি উপার্জন করব বলুনতো? কোন নগরীতে আমার জন্ম হয়েছে? তা আমার জানা আছে বলুন তো মৃত্যু কোন স্থানে হবে? আগন্তুক ব্যক্তির সে প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

উপরোল্লিখিত ৩৩নং আয়াতে মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মানবকুলকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা ও কিয়ামত দিবস সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে সেজন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ – অর্থাৎ, হে মানব জাতি! স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় কর। এক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের মূল বা অন্য কোনো গুণবাচক নামের স্থলে 'রব'– [পালনকর্তা] বিশেষণটি চয়ন করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহকে ভয় করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা কোনো হিংস্র জন্তু বা শত্রু সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে মনে যেরূপ ভয়ের উদ্রেক হয়ে থাকে, সেরূপ ভয় নয়। কেননা আল্লাহ পাক তো তোমাদের পালনকর্তা–সুতরাং তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের কোনো আশঙ্কা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং এক্ষেত্রে সে ধরনের ভয় বোঝানো হয়েছে, যা বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনের প্রতি তাঁদের মান-মর্যাদা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যেমন, পুত্র পিতাকে এবং ছাত্র তার শিক্ষককে ভয় করে। অথচ এরা তার শত্রু বা ক্ষতিসাধনকারী কেউ নয়। কিন্তু তাঁদের সম্ভ্রম ও প্রভাব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। তাই তাদেরকে পিতা এবং ওস্তাদের নির্দেশ অনুসরণ ও পালনে বাধ্য করে। এখানেও একথাই বোঝানো হয়েছে–যেন আল্লাহ পাকের মহান মর্যাদা ও প্রতাপ তোমাদের হৃদয়ে পুরোপুরি স্থান করে নেয়, যেন তোমরা অনায়াসে তাঁর নবীর অনুসরণ ও নির্দেশ পালন করতে পার।

وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهِ شَيْئًا.

অর্থাৎ সেদিনকে ভয় কর যেদিন কোনো পিতাও নিজের পুত্রের উপকার করতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোনো পুত্রও পিতার কোনো কল্যাণ করতে পারবে না।

এখানে ঐ শ্রেণির পিতা-পুত্রকে বোঝানো হয়েছে যাদের মধ্যে একজন মুমিন, অপরজন কাফের। কেননা মু'মিন পিতা কিংবা পুত্র স্বীয় কাফের পুত্রের কিংবা পিতার শাস্তি বিন্দুমাত্রও হ্রাস করতে পারবে না এবং তার কোনো উপকারও সাধন করতে পারবে না। অনুরূপভবে মু'মিন পুত্র কাফের পিতার কোনো কাজে আসবে না।

এরূপ নির্দিষ্টকরণের কারণ, কুরআন করীমের অন্যান্য আয়াতসমূহ এবং হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েত–যেখানে একথা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন পিতা-মাতা সন্তানের জন্য এবং সন্তান পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে। আর এ সুপারিশ দ্বারা তারা লাভবান ও সফলকাম হবে। কুরআনুল কারীম রয়েছে : وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান–সন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে–আর তারাও মু'মিনে পরিণত হয়েছে; আমি এ সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের পিতা-মাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব। যদিও তাদের কার্যাবলি এ স্তরে পৌঁছার উপযোগী নয়। কিন্তু সৎ পিতা-মাতার কল্যাণে কিয়ামতের দিন তারা এ ফল লাভ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, সন্তানকে মু'মিন হতে হবে–যদিও কাজকর্মে কোনো ত্রুটি ও শৈথিল্য থেকে থাকে।

অনুরূপভাবে অপর এক আয়াতে রয়েছে– جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ অর্থাৎ, তারা অক্ষয় ও অবিনশ্বর স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে এবং এক্ষেত্রে তাদের যোগ্য হিসাবে প্রতিপন্ন পিতা-মাতা, স্ত্রীগণ ও পুত্র-পরিজনও তাদের সাথে প্রবেশ করবে। যোগ্য বলতে মু'মিন হওয়া বোঝানো হয়েছে।

এ ৩৩ ও ৩৪নং আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি, অনুরূপভাবে স্বামী এবং স্ত্রী মু'মিন হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সমশ্রেণিভুক্ত হয়, তবে হাশরের ময়দানে একের দ্বারা অপরের উপকার সাধিত হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসের রেওয়ায়েত সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করার কথা বর্ণিত আছে। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বিধি যে হাশরের ময়দানে কোনো পিতা সন্তানের বা কোনো সন্তান পিতার কোনো উপকার সাধন করতে পারবে না–তা শুধু সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন এদের মধ্যে একজন মুমিন এবং অপরজন কাফের হবে।–[মাযহারী]

ফায়দা : এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, এ আয়াতে পিতা পুত্রের কোনো উপকার সাধন করতে পারবে না-এ স্থলে ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ –এই শব্দসমূহের ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দুটো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এক. একে বিশেষ্যবাচক বাক্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এখানে وَلَدٌ শব্দের পরিবর্তে مَوْلُوْد শব্দ গৃহীত হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, তুলনামূলকভাবে ক্রিয়াবাচক বাক্যের চাইতে বিশেষ্যবাচক বাক্য অধিক জোরদার হয়ে থাকে। বাক্যের এরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে এ পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা পিতাপুত্রের মাঝে বিদ্যমান। তা এই যে, সন্তানের প্রতি পিতার ভালোবসা অধিকতর গভীর। পক্ষান্তরে পিতার জন্য সন্তানের ভালোবাসা দুনিয়াতেও সে স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। আর এখানে হাশরের ময়দানে উপকার সাধনে উভয়ের অক্ষমতার কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু সন্তানের কোনো উপকার সাধন না করার কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে। আর وَلَدٌ শব্দের স্থলে مَوْلُوْد শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, مَوْلُوْد বলতে শুধু সন্তানগণকেই বোঝানো হয় আর وَلَدٌ শব্দ অধিকতর ব্যাপক। সন্তানগণের সন্তানগণও এর অন্তর্ভুক্ত। এতে অপরদিক দিয়ে এ বিষয়েরও সমর্থন পাওয়া গেল যে, স্বয়ং ঔরসজাত পুত্রও পিতার কোনো কাজে আসবে না। তাহলে পৌত্র ও প্রপৌত্রের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

অপর আয়াতে পাঁচটি বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ পাকেরই জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং অপর কোনো সৃষ্টির সে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমেই সূরায়ে লোকমান শেষ করা হয়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ

অর্থাৎ কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ পাকেরই রয়েছে [অর্থাৎ, কোন বছর কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে] এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন [অর্থাৎ কন্যা না পুত্র; কোন আকৃতি-প্রকৃতির] এবং আগামীকাল কি অর্জন করবে তা কোনো ব্যক্তি জানে না। [অর্থাৎ ভালো-মন্দ কি লাভ করবে] অথবা কোন স্থানে মৃতুবরণ করবে, তাও কেউ জানে না।

প্রথম তিন বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান যদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো এগুলোর জ্ঞান নেই। কিন্তু বাক্যবিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গি থেকে একথাই বোঝা যায় যে, এসব বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ পাকের অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারেই সীমিত রয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট বস্তুদ্বয় সম্পর্কে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য

কারো এগুলোর তথ্য ও তত্ত্ব জানা নেই। এ পাঁচ বস্তুকে সূরায়ে আন-আমের আয়াতে مَفَاتِحُ الْغَيْبِ [অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে]। বলা হয়েছে : وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ – অর্থাৎ কেবল আল্লাহ পাকের নিকটই অদৃশ্য জ্ঞানভাণ্ডারের চাবিকাঠি, তিনি ভিন্ন অন্য কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। হাদীসে একে مَفَاتِحُ الْغَيْبِ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে : مَفَاتِحُ ও مَفَاتِيْحُ শব্দ দুটি مِفْتَاحٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ তালা খোলার চাবি। সুতরাং এর অর্থ অদৃশ্য জ্ঞান ভাণ্ডারের মূল-যার সাহায্যে অদৃশ্য জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়।

অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত মাস'আলা : এ মাস'আলার প্রয়োজনীয় বর্ণনা সূরায়ে নামলের আয়াত قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রদান করা হয়েছে। এ আয়াতে যাবতীয় অদৃশ্য জ্ঞান কেবল আল্লাহ পাকেরই জন্য নির্দিষ্ট বলে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে; এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোটা উম্মতের আকীদা-বিশ্বাসও এই। আলোচ্য আয়াতে যে পাঁচ বস্তু উল্লেখ করে এর জ্ঞান কোনো সৃষ্টির নেই, কেবল আল্লাহ পাকেরই রয়েছে বলে যা বলা হয়েছে তা শুধু এ কয়টিকেই নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়। অন্যথায় সূরায়ে নামলের আয়াতের সাথে বৈপরীত্য দেখা দেবে। বরং এ পাঁচ বস্তুর বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশার্থে সেগুলো এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিশেষীকরণ ও গুরুত্ব আরোপের কারণ এই যে, সাধারণত যেসব অদৃশ্য বস্তুর তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে মানুষ আগ্রহান্বিত-তা এ পাঁচ বস্তুই। এ ছাড়া অদৃশ্য জ্ঞানের দাবিদার জ্যোতিষীগণ যেসব বস্তুর তথ্য মানুষের নিকটে প্রকাশ করে নিজেদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে প্রমাণ করতে চায়-তাও এ পাঁচ বস্তুই। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, জনৈক ব্যক্তি মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে এ পাঁচ বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়, যাতে এ পাঁচ বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ পাকের রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে ইরশাদ হয়েছে اُوْتِيْتُ مَفَاتِحَ كُلِّ شَيْءٍ اِلَّا الْخَمْسَ (اِمَامْ اَحْمَدْ اِبْنُ كَثِيْر) –অর্থাৎ পাঁচটি ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর চাবি আমাকে প্রদান করা হয়েছে-এতে اوتيت স্বয়ং একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, এ পাঁচ বস্তু ব্যতীত যে সব অদৃশ্য জ্ঞান নবীজির অর্জিত ছিল তা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছিল। সুতরাং তা অদৃশ্য জ্ঞানের সংজ্ঞাভুক্ত নয়। কেননা নবীগণকে ﷺ ওহী এবং ওলীগণকে ইলহামের মাধ্যমে যে অদৃশ্য তথ্যাবলি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবগত করানো হয় না প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্য জ্ঞানই নয়-যার উপর ভিত্তি করে তাদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলা যেতে পারে। বরং সেগুলো اِنْبَاءُ الْغَيْبِ –অর্থাৎ অদৃশ্য বার্তা আল্লাহ পাক যখন চান এবং যতটুকু চান ফেরেশতাকুলকে, নবীগণকে এবং তাঁর মনোনীত সিদ্ধ পুরুষগণকে প্রদান করেন। কুরআন কারীমে এগুলোকে اِنْبَاءُ الْغَيْبِ -অদৃশ্যবার্তাসমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে–বলা হয়েছে : مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ –অর্থাৎ (এগুলো) অদৃশ্য তথ্যাবলি, ও ওহীর মাধ্যমে আমি আপনাকে অবহিত করেছি।

সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ এই যে, এ পাঁচ বস্তুকে তো আল্লাহ পাক নিজ সত্তার সাথে এমনভাবে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন যে, اِنْبَاءُ الْغَيْبِ -অদৃশ্য বার্তা হিসেবেও ফেরেশতা বা নবীগণকে এ জ্ঞান প্রদান করা হয়নি। এগুলো ছাড়া অন্যান্য অদৃশ্য জ্ঞানের অনেক কিছু নবীগণকে ওহীর মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

এ বক্তব্য থেকেও এ পাঁচ বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখের আরও এক কারণ জানা গেল।

আরও একটি সন্দেহ ও তাঁর উত্তর : উল্লিখিত আয়াতে একথা প্রমাণিত হলো যে, সাধারণ অদৃশ্য জ্ঞান যা আল্লাহ পাকের বৈশিষ্ট্য তন্মধ্যে বিশেষ করে উক্ত পাঁচ বস্তু এমন যে, যার জ্ঞান কোনো নবী (আ.) -কে ওহীর মাধ্যমেও প্রদান করা হয় না। সুতরাং এসব বস্তু সম্পর্কে কারো কিছু জানার কথা নয়। অথচ আল্লাহ পাকের ওলীগণ সম্পর্কে এমন অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তারা বৃষ্টি বর্ষণের আগাম সংবাদ দিয়েছেন বা কোনো গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছেন বা কারো সম্পর্কে কোনো কাজ করা বা না করার অগ্রিম সংবাদ দিয়েছেন, কারো মৃত্যুস্থান নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন এবং তাঁদের এসব আগাম বার্তা বাস্তবে ঠিক প্রমাণিতও হয়েছে।
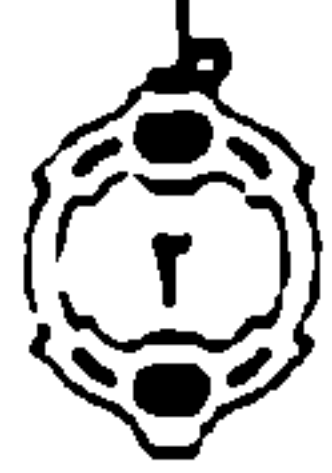
অনুরূপভাবে কোনো কোনো গণক ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ এসব বস্তু সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য প্রদান করে থাকে এবং কখনো কখনো তা ঠিকও হয়ে যায়। তবে এ পাঁচ বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহরই সাথে কিভাবে নির্দিষ্ট রইলো?

এর এক উত্তর তো উহাই যা 'সূরায়ে নামলে' সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্তভাবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে অদৃশ্য জ্ঞান (ইলমে গায়েব) তাকেই বলা হয়, যা কোনো প্রচলিত ও স্বাভাবিক কারণের মাধ্যমে হয় না; বরং কোনো মাধ্যম ছাড়া নিজে নিজেই হয়। এসব জ্ঞান যদি নবীগণ (আ.) -এর ওহীর মাধ্যমে, ওলীগণের ইলহামের মাধ্যমে এবং গণক ও জ্যোতিষীগণের নিজস্ব গণনা বা অন্য কোনো স্বাভাবিক কারণের মাধ্যমে অর্জিত হয় তবে তা ইলমে গায়েব

বা অদৃশ্য জ্ঞান নয় বরং অদৃশ্য বার্তা (إِنْبَاءُ الْغَيْبِ) -যা আংশিকভাবে কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো অর্জিত হয়ে যাওয়া উল্লিখিত আয়াতের পরিপন্থি নয়। কেননা এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্টি ও যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কিত এ পাঁচ বস্তুর পরিপূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ পাক কাউকে ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে প্রদান করেন নি। ইলহামের মাধ্যমে কোনো এক-আধটা ঘটনা প্রসঙ্গে আংশিক জ্ঞানলাভ, এর পরিপন্থি নয়।

ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য : বরেণ্য ওস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (র.) তাঁর তাফসীরের সংশ্লিষ্ট টীকায় এর এক সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যবহ তথ্য প্রকাশ করেছেন। যা দ্বারা উল্লিখিত সব ধরনের প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। তা এই যে, গায়েব দু'প্রকারের। [এক] অদৃশ্য নির্দেশাবলি, যথা শরিয়তের নির্দেশাবলি, আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাত, সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কিত জ্ঞানও এর অন্তর্গত, যাকে ইলমে আকায়েদ বলা হয়। আর শরিয়তের সেসব নির্দেশাবলি– যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের কোন কোন কাজ পছন্দনীয়, কোনগুলো অপছন্দনীয়, তা জানা যায়। এসব বস্তু গায়েব বা অদৃশ্যই বটে।

দ্বিতীয় প্রকার : أَكْوَانُ غَيْبِيَّةٌ অদৃশ্য ঘটনাবলি অর্থাৎ ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলির সংশ্লিষ্ট জ্ঞান। প্রথম শ্রেণিভুক্ত অদৃশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা নবী ও রসূলগণকে (আ.) প্রদান করেছেন। যার উল্লেখ কুরআনে কারীমে এরূপভাবে রয়েছে–

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মনোনীত ও পছন্দনীয় রাসূল ব্যতীত অন্য কেউ তাঁর গোপনীয় ও অদৃশ্য তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার –অর্থাৎ ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলি -এর পূর্ণ জ্ঞান তো আল্লাহ কাউকে প্রদান করেন না–তা সম্পূর্ণভাবে সেই মহান সত্তার সাথে নির্দিষ্ট। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঘটনার আংশিক জ্ঞান যখন এবং যতটুকু ইচ্ছা প্রদান করেন। এরূপভাবে মূল অদৃশ্য জ্ঞান তো পুরোপুরিই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট অনন্তর তিনি নিজ অদৃশ্য ও গোপনীয় জ্ঞান হতে অদৃশ্য নির্দেশাবলির জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে নবীগণ (আ.)-কে তো স্বাভাবিকভাবেই অবহিত করেন। তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্যও এটাই। أَكْوَانُ غَيْبٍ (ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলির) আংশকি জ্ঞানও যতটুকু আল্লাহ পাক চান নবী ও ওলীগণকে ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে প্রদান করেন। যা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বলে একে ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান বলা চলে না; বরং গোপন বার্তা إِنْبَاءُ الْغَيْبِ বলা যায়।

আয়াতের শব্দাবলি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি : এ আয়াতে পাঁচ বস্তুর জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট থাকার কথা বিশেষ গুরুত্বসহ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং পাঁচ বস্তুকে একই শিরোনামভুক্ত করে এগুলোর জ্ঞান মহান আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট করে অন্য কোনো সৃষ্টির এ জ্ঞান নেই, একথা বলে দেওয়াই বাহ্যত: বাঞ্ছনীয় ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু উল্লিখিত আয়াতে এমনটি করা হয়নি। বরং প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান তো ইতিবাচকভাবে আল্লাহ পাকের জন্যই নির্দিষ্ট থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে ও অপর দু'বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো কোনো জ্ঞান নেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার প্রথম তিন বস্তুর মধ্য হতে কিয়ামতের বর্ণনা এরূপভাবে করা হয়েছে– إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ অর্থাৎ কিয়ামতের তথ্য কেবল আল্লাহ পাকেরই জানা রয়েছে। দ্বিতীয় বস্তুর বর্ণনা শিরোনাম পাল্টিয়ে ক্রিয়াবাচক বাক্যে এরূপভাবে করা হয়েছে وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ অর্থাৎ আল্লাহ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এখানে বৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের কোনো উল্লেখই নেই বরং এখানে অবতরণ করার উল্লেখ রয়েছে। বর্ণনা আবার শিরোনাম পাল্টিয়ে এরূপভাবে করা হয়েছে وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ শিরোনামের এরূপ পরিবর্তন বাক্যবিন্যাসের এক প্রকার রীতিও বলা যেতে পারে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরো কিছু অভিনব তত্ত্ব ও তাৎপর্য পরিলক্ষিত হবে। যা হযরত থানভী (রা.) 'বয়ানুল কুরআনে' বর্ণনা করেছেন।

যার সংক্ষিপ্ত-সার এই যে, শেষোক্ত দু'বস্তু অর্থাৎ আগামীকাল মানুষ কি উপার্জন করবে এবং সে কোন স্থানে মৃত্যুবরণ করবে– যা মানুষের নিজ সত্তা–সংশ্লিষ্ট ব্যাপার, মানুষের এগুলোর জ্ঞান অর্জন করার সম্ভাবনা হয়তো থাকতে পারতো। এ সম্ভাবনা অপনোদনের উদ্দেশ্যে এ দুয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কোনো জ্ঞান নেই বলে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যা দ্বারা প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান ও তথ্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো না থাকার কথা অতি উত্তমভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেননা যখন মানুষ নিজ কার্যাবলি ও উপার্জনাদি এবং নিজ পরিণতি অর্থাৎ, মৃত্যু ও মৃত্যুস্থল সম্পর্কে কিছু জানে না, তখন আকাশ, বৃষ্টিবর্ষণ ও মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন ভ্রূণ সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে কি? সর্বশেষ বস্তুতে কেবল মৃত্যুস্থল সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। অথচ মৃত্যুস্থলের ন্যায় মৃত্যুক্ষণও মানুষের জানা নেই। কারণ এই যে, মৃত্যুস্থল নির্দিষ্টভাবে জানা না থাকলে বাহ্যিক অবস্থাবলির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ এ সম্পর্কে কিছুটা অনুধাবন করতে

পারে যে, সে যেখানে বসবাস করছে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে। অন্তত যে স্থানে মারা যাবে সে স্থানটি দুনিয়াতে তো বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে মৃত্যুক্ষণ–যা অনাগত ভবিষ্যৎকাল; এখনো অস্তিত্ব পর্যন্ত লাভ করেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি মৃত্যুস্থান কার্যত: বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা জানে না, তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা কিভাবে করা যেতে পারে যে, মৃত্যুক্ষণ–যার এখনো অস্তিত্বও নেই, তা সে জেনে নিতে সক্ষম হবে।

মোটকথা, এখানে এক বস্তুর নিষেধের সাথে সাথে অপর বস্তুসমূহের নিষেধও অতি উত্তমভাবে বোধগম্য হয়ে যায়। তাই এ দু'বস্তুকে নেতিবাচক শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত তিন বস্তু প্রকাশ্যতই মানুষের নাগালের বাইরে বলে তাতে মানুষের জ্ঞানের কোনো অধিকার না থাকাটাই সুস্পষ্ট। এ জন্যে এক্ষেত্রে হ্যাঁ সূচক শিরোনাম অবলম্বন করে সেগুলো হক তা'আলারই জন্য নির্দিষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে প্রথম বাক্য বিশেষ্যবাচক ও পরবর্তী দু'বাক্য ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবত: এ প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, কিয়ামত তো এক সুনির্দিষ্ট বিষয়–এতে কোনো নতুনত্ব নেই। পক্ষান্তরে সন্তান ধারণ ও বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টা ঠিক এমনটি নয়–এতে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব আরোপিত হতে থাকে। কিন্তু ক্রিয়াবাচক বাক্য নতুনত্ব প্রকাশ করে। এ জন্যেই একে উভয় স্থানেই ব্যবহার করা হয়েছে। আবার এ দুয়ের মধ্যেও হামলের [সন্তান ধারণ] ক্ষেত্রে তো আল্লাহ পাকের ইলমের উল্লেখ রয়েছে وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ [অর্থাৎ মাতৃগর্ভে কি রয়েছে তা তিনিই জানেন] এবং বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে ইলমের উল্লেখ নেই। এর কারণ এই যে, এখানে বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করে আনুষঙ্গিকভাবে এও ব্যক্ত করে দেওয়া হয়েছে যে, বৃষ্টির সাথে মানব জাতির অগণিত কল্যাণ ও উপকার বিজড়িত, তা মহান আল্লাহ কর্তৃকই বর্ষিত হয়। এতে অন্য কারো কোনো কর্তৃত্ব বা ভূমিকা নেই। অতএব, এ সম্পর্কিত জ্ঞান বাক্যের বর্ণনাভঙ্গি থেকেই প্রমাণিত হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لِيُرِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منصوب بلام كى বাবে اِفْعَالٌ মাসদার- اِرَاءَةٌ। মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ–যেন তিনি দেখান, প্রদর্শন করান।

مَوْجٌ : اسم نكره বহুবচন اَمْوَاجٌ; অর্থ– পানির ঢেউ বা তরঙ্গ, مَوْجٌ অর্থ- মাসদার। অর্থ– আন্দোলিত হওয়া, জলোচ্ছ্বাস, তুফান, পানিতে তরঙ্গ উঠা, সত্য ও হক কথা থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা, লোকদেরকে পেরেশান করা।

دَعَوُا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার دَعْوَةٌ، دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ–তারা আহ্বান করেছে, তারা ডেকেছে, তারা দোয়া করেছে।

اِخْشَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةٌ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ–তোমরা ভয় কর।

تَغُرَّنَّ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع بانون تاكيد ثقيله মাসদার غُرُورٌ মূলবর্ণ (غ - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ–ধোঁকা দেওয়া, সে ধোঁকা দেয়, সে চক্রান্তে ফেলে।

تَمُوْتُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَوْتٌ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اجوف واوى অর্থ–সে মৃত্যুবরণ করে, সে মৃত্যুবরণ করবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ : এখানে واو টি استنافيه আর مَا হলো نافية আর يَجْحَدُ ফে'ল, আর بِاٰيٰتِنَا টা يَجْحَدُ ফে'লের সাথে متعلق হয়েছে, আর اِلَّا হলো اداة حصر আর كُلُّ ফায়েল যা خَتَّارٍ-এর দিকে মুজাফ হয়েছে। আর خَتَّارٍ হলো মুজাফ ইলাইহি। আর كَفُوْرٍ হলো خَتَّارٍ-এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ. ১০৮]

سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা সাজদাহ্

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৩০, রুকু'– ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলিফ-লাম-মীম।	الٓمّٓ ﴿١﴾
২. এটা অবতারিত কিতাব– এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই– এটা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে।	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾
৩. তারা কি এরূপ বলে যে, রাসূল এটা নিজের অন্তর হতে রচনা করে নিয়েছেন? বরং এটা সত্য কিতাব– আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে [সমাগত], যেন আপনি এমন লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন, যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোনো ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি, যেন তারা পথপ্রাপ্ত হয়।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓمّٓ আলিফ-লাম-মীম।

২. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ এটা অবতারিত কিতাব لَا رَيْبَ فِيْهِ এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ এটা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

৩. اَمْ يَقُوْلُوْنَ তারা কি এরূপ বলে যে افْتَرٰىهُ রাসূল এটা নিজের অন্তর হতে রচনা করে নিয়েছেন بَلْ هُوَ الْحَقُّ বরং এটা সত্য কিতাব مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে (সমাগত) لِتُنْذِرَ قَوْمًا যেন আপনি এমন লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ যাদের নিকট কোনো ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি مِّنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ যেন তারা পথপ্রাপ্ত হয়।

৪. আল্লাহই হচ্ছেন– যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে এবং ঐ সমস্ত বস্তুকে– যা এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে– ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন; তিনি ভিন্ন তোমাদের না কোনো সহায়ক আছে আর না সুপারিশকারী; তবুও কি তোমরা বুঝ না?	اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا شَفِیْعٍ ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۴﴾
৫. তিনি আসমান হতে জমিন পর্যন্ত প্রত্যেক বিষয়ের পরিচালনা করে থাকেন, অতঃপর প্রত্যেকটি বিষয় তাঁরই সমক্ষে উপস্থিত হবে এমন একটি দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনানুযায়ী এক সহস্র বৎসর হবে।	یُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَی الْاَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ اِلَیْهِ فِیْ یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗۤ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿۵﴾
৬. তিনিই যাবতীয় অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাতা, প্রবল পরাক্রান্ত, পরম দয়াময়।	ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ﴿۶﴾
৭. তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং মানব সৃষ্টি মৃত্তিকা হতে আরম্ভ করেছেন।	الَّذِیْۤ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ ﴿۷﴾
৮. অতঃপর তিনি তার বংশধরকে সারপদার্থ, অর্থাৎ এক তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করেছেন।	ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِیْنٍ ﴿۸﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ আল্লাহই হচ্ছেন- যিনি সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমান সমূহ ও জমিনকে وَمَا بَیْنَهُمَا এবং ঐ সমস্ত বস্তুকে যা এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ছয়দিনে ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ অতঃপর তিনি আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا شَفِیْعٍ তিনি ভিন্ন তোমাদের না কোনো সহায়ক আছে আর না কোনো সুপারিশকারী اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ তবুও কি তোমরা বুঝ না।

৫. یُدَبِّرُ الْاَمْرَ তিনি প্রত্যেক বিষয়ের পরিচালনা করে থাকেন مِنَ السَّمَآءِ اِلَی الْاَرْضِ আসমান হতে জমিন পর্যন্ত ثُمَّ یَعْرُجُ اِلَیْهِ অতঃপর প্রত্যেকটি বিষয় তাঁরই সমক্ষে উপস্থিত হবে فِیْ یَوْمٍ এমন একটি দিনে كَانَ مِقْدَارُهٗ যার পরিমাণ হবে اَلْفَ سَنَةٍ এক সহস্র বৎসর হবে مِّمَّا تَعُدُّوْنَ তোমাদের গণনানুযায়ী।

৬. ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ তিনিই যাবতীয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাতা الْعَزِیْزُ প্রবল পরাক্রান্ত الرَّحِیْمُ পরম দয়াময়।

৭. الَّذِیْۤ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ তিনি উত্তম রূপে সৃষ্টি করেছেন خَلَقَهٗ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন وَبَدَاَ এবং আরম্ভ করেছেন خَلْقَ الْاِنْسَانِ মানব সৃষ্টি مِنْ طِیْنٍ মৃত্তিকা হতে।

৮. ثُمَّ جَعَلَ অতঃপর সৃষ্টি করেছেন نَسْلَهٗ তার বংশধরকে مِنْ سُلٰلَةٍ সারপদার্থ হতে مِّنْ مَّآءٍ مَّهِیْنٍ এক তুচ্ছ পানি হতে।

৯. অতঃপর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণ করেছেন এবং তাতে নিজের [পক্ষ হতে] রূহ ফুঁকিয়ে দিয়েছেন, এবং তিনি তোমাদেরকে কর্ণ ও চক্ষু এবং অন্তরসমূহ প্রদান করেছেন; তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।	ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٩﴾
১০. আর তারা বলে, আমরা যখন জমিনে [মিশে] বিলীন হয়ে যাব, তখন কি আমরা পুনরায় নব-জন্মে উপনীত হব? বরং তারা স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই অস্বীকারকারী।	وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ۬ بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ ﴿١٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. ثُمَّ سَوّٰىهُ অতঃপর তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণ করেছেন وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ এবং তাতে নিজের (পক্ষ থেকে) রূহ ফুঁকিয়ে দিয়েছেন وَجَعَلَ لَكُمُ এবং তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন السَّمْعَ কর্ণ وَالْاَبْصَارَ ও চক্ষু وَالْاَفْـِٕدَةَ এবং অন্তরসমূহ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।

১০. وَقَالُوْٓا আর এরা বলে ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ যখন আমরা জমিন (মিশে) বিলীন হয়ে যাব ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ তখন কি আমরা পুনরায় নব-জন্মে উপনীত হব? بَلْ هُمْ বরং তারা بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই كٰفِرُوْنَ অস্বীকারকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা সাজদাহ প্রসঙ্গে : ইমাম বুখারী (রা.) 'কিতাবুল জুমা'য় হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী ﷺ জুমার দিন ফজরের নামাজে এ সূরা এবং সূরা দাহর পাঠ করতেন।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ নিদ্রিত হওয়ার পূর্বে সূরা সাজদাহ এবং সূরা মূলক পাঠ করতেন। –[আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী]

এ সূরার ফজিলত : তাবারানী এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি এশার নামাজের পর চার রাকাত নফল নামাজ আদায় করে এবং তার প্রথম দু' রাকাতে সূরা কাফিরুন এবং সূরা এখলাস পাঠ করে আর শেষ দু' রাকাতে সূরা মূলক এবং সূরা সাজদাহ পাঠ করে, এতে এমনি ছওয়াব হয় যেন সে লায়লাতুল কদরে চার রাকাত নামাজ আদায় করল।

ইবনে মরদূভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি সূরায়ে মূলক এবং সূরা সাজদাহ মাগরিব এবং এশার মধ্যে পাঠ করে, সে যেন লায়লাতুল কদরে নামাজ আদায় করলো।

ইবনে মারদূভিয়া হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছনঃ যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা সাজদাহ, সূরা ইয়াসিন এবং সূরা কমর পাঠ করে, তার জন্যে তা নূর হবে এবং সে শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে এবং কেয়ামতের দিন তার মর্তবা বুলন্দ হবে।

হযরত ইবনে রাফে (রা.) বর্ণিত অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন সূরায়ে সাজদাহ এভাবে আসবে যে তার দু'টি ডানা থাকবে এবং এ সূরা ঐ ডানা দ্বারা তার পাঠকদেরকে ছায়া দেবে।

এ সূরার আমল : জ্বর এবং মাথা ব্যথার জন্যে এ সূরা লিপিবদ্ধ করে বেধে নিলে আল্লাহ পাক জ্বর এবং মাথা ব্যথা দূরে করে দেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের সত্যতা বর্ণিত হয়েছে। এরপর তাওহীদের দলিল প্রমাণ ও হাশর-নাশরের উল্লেখ রয়েছে। আর এ সূরার শুরুতেও পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরপর তাওহীদ এবং হাশর– নাশরের দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর নেককার ও বদকারদের জীবন–ধারা ও তাদের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে।

অথবা, বিষয়টিকে এভাবেও উপস্থাপন করা যায়, সূরা লোকমানে আসমান ও জমিন সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, আর এ সূরায় বিশ্বসৃষ্টির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

الٓمّٓ ـ تَنْزِيلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ الخ

শানে নুযূল : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় ছিলেন তখন গ্রাম থেকে লোকজন আসত ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সঠিক বিষয়টি জানার জন্যে। তখন মক্কার কাফের মুশরিকরা তাদেরকে বলত যে, এসব আসলে কিছুই না। মুহাম্মদ ﷺ -এর নিকট একটি কিতাব আছে তা থেকে সে লোকদেরকে পাঠ করে শুনায় এ বলে থাকে যে, তা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[সূত্র : কানযুল নুকূল ৭৮ পৃ.]

مَا اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ এখানে نَذِيْر– ভয় প্রদর্শক বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে। যার মর্ম এই যে, মহানবী ﷺ-এর পূর্বে মক্কার কুরাইশগণের নিকট কোনো নবী আগমন করেননি। কিন্তু এর দ্বারা এ কথা বোঝায় না যে, এ পর্যন্ত নবীগণের দাওয়াতও তাদের নিকট পৌছেনি। কেননা কুরআন কারীমের অপর এক আয়াতে স্পষ্টভাবে ইরশাদ হয়েছে যে, وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ –অর্থাৎ দুনিয়াতে এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যার মাঝে আল্লাহ পাক সম্পর্কে কোনো ভয় প্রদর্শক এবং তাঁর পক্ষ থেকে কোনো দাওয়াত প্রদানকারীর আগমন হয়নি।

এ আয়াতে نَذِيْر শব্দটি সাধারণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রতি আহ্বানকারী, চাই তিনি রাসূল ও পয়গম্বর হোক বা তাদের কোনো প্রতিনিধি বা ধর্মীয় আলেম হোক। এ আয়াত দ্বারা সকল সম্প্রদায় ও দলসমূহের নিকটে তাওহীদের দাওয়াত পৌছে গেছে বলে বোঝা যায়। একথা যথাস্থানে সম্পূর্ণ সঠিক এবং আল্লাহ পাকের সর্বব্যাপী করুণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন ইমাম আবূ হাইয়্যান বলেন যে, তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত কোনো কালে, কোনো স্থানে এবং কোনো সম্প্রদায়ে কখনো ছিন্ন ও ক্ষুণ্ন হয়নি। যখনি এক নবুয়তের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সে নবুয়ত ভিত্তিক জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ নিতান্ত নগণ্যসংখ্যক হয়ে পড়তেন, তখনি আপন নবী বা রাসূল প্রেরিত হতেন। এতে বোঝা যায় যে, আরব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও সম্ভবতঃ তাওহীদের দাওয়াত পূর্ব থেকেই পৌছেছিল, কিন্তু এজন্য এটা আবশ্যক নয় যে, এ দাওয়াত স্বয়ং কোনো নবী বা রাসূলুল্লাহ ﷺ বহন করে এনেছিলেন– হতে পারে তাঁদের প্রতিনিধি আলেমগণের মাধ্যমে পৌছেছিল, সুতরাং এ সূরা এবং সূরায়ে ইয়াসিন ও অন্যান্য সূরার যেসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আরবের কুরাইশ গোত্রে তাঁর পূর্বে কোনো نَذِيْر (ভয় প্রদর্শক) আগমন করেননি তখন نَذِيْر বলতে এর পারিভাষিক তথ্যানুযায়ী নবী-রাসূলকেই বোঝাবে এবং অর্থ হবে এই যে, এ সম্প্রদায়ে আপনার পূর্বে কোনো রাসূল বা নবী আগমন করেননি। যদিও অন্যান্য উপায়ে তাওহীদও ঈমানের দাওয়াত এখানেও পৌছেছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রেরণের পূর্বে বহু ব্যক্তি সম্পর্কে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর দ্বীনের (জীবন বিধান) উপর অবস্থিত ছিলেন। তাওহীদের (একত্ববাদ) প্রতি তাদের ঈমান ছিল। প্রতিমা পূজা করতে এ প্রতিমার নামে কুরবানি করতে তাঁরা ঘৃণা প্রকাশ করতেন।

রূহুল মা'আনীতে মূসা ইবনে ওকবা থেকে এ রেওয়ায়েত বর্ণিত করা হয়েছে যে, ওমর ইবনে নুফায়েল যিনি মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁরা সাথে সাক্ষাতও করেছিলেন। কিন্তু নবুয়ত লাভের পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল ঐ সালে হয়, যে সালে কুরাইশগণ বায়তুল্লাহ পুনঃ নির্মাণ করেন এবং এটা তাঁর নবুয়ত লাভের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। -মূসা ইবনে ওকবাহ তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কুরাইশদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে বিরত রাখতেন এবং প্রতিমার নামে কুরবানি করাকে গর্হিত ও অশোভন বলে মন্তব্য করতেন। তিনি পৌত্তলিকদের জবাইকৃত জন্তুর গোশত খেতেন না।

আবু দাউদ তায়ালেসী ওমর ইবনে নুফায়েল-তনয় হযরত সাঈদ ইবনে ওমর (রা.) হতে (যিনি আশারায়ে-মুবাশশারাভুক্ত সাহাবী ছিলেন) এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি নবীজীর খেদমতে আরজ করেছিলেন, আমার পিতার অবস্থা আপনি জানেন যে, তিনি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন– প্রতিমা পূজার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে পারি কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান যে, হ্যাঁ, তাঁর মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা জায়েজ। তিনি কেয়ামতের দিন এক স্বতন্ত্র উম্মতরূপে উঠবেন। –[রূহুল মা'আনী]

অনুরূপভাবে ওরাকাহ বিন নাওফেল যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির প্রারম্ভিক স্তরে এবং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন–তিনি তাওহীদের উপরই বিশ্বাস রাখতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বীন প্রচারে সাহায্য করতে সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি পরলোকগমন করেন। এসব ঘটনাবলি প্রমাণ করে যে, আরব জাতিসমূহ আল্লাহর তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত থেকে তো বঞ্চিত ছিলেন না, কিন্তু তাদের মাঝে কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। আল্লাহ পাকই ভালো জানেন। এ তিন আয়াত– কুরআন যে সত্য এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যে প্রকৃত নবী তা প্রমাণ করে।

কেয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য : فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর হবে এবং সূরায়ে মা'আরেজের আয়াতে রয়েছে– فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে।

এর এক সহজ উত্তর তো এই – যা বয়ানুল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেদিনটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে বিধায় মানুষের নিকট অতিশয় দীর্ঘ বলে মনে হবে। এরূপ দীর্ঘানুভূতি নিজ নিজ ঈমান ও আমলানুপাতে হবে। যারা বড় অপরাধী তাদের নিকট সুদীর্ঘ এবং যারা কম অপরাধী তাদের নিকট কম দীর্ঘ বলে বোধ হবে। এমনকি সেদিন কিছু লোকের নিকট এক হাজার বছর বলে মনে হবে, আবার কারো কারো নিকট পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে।

তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে ওলামা ও সুফীগণ কর্তৃক উক্ত আয়াতের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা সবই কাল্পনিক ও অনুমান প্রসূত। কোনোটাই কুরআনের মর্মভিত্তিক বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং সলফে সালেহীন–সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নিরাপদ–তা হলো, তাঁরা পঞ্চাশ ও একের এ পার্থক্য আল্লাহ পাকের জ্ঞান ও অবগতির উপরই ছেড়ে দিয়েছেন এবং এ তত্ত্ব তাঁদের জানা নেই বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন : هُمَا يَوْمَانِ ذَكَرَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ كِتَابِهٖ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ بِهِمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَقُوْلَ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا لَا اَعْلَمُ (اَخْرَجَهٗ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهٗ) – অর্থাৎ, এ দুদিন এমন যাহা আল্লাহ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ দুদিন সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত এবং আল্লাহ পাকের গ্রন্থের যে বিষয় সম্পর্কে অবহিত নই সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। –[ইহা আব্দুররাজ্জাক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তা বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।]

দুনিয়ার সকল বস্তুই মূলত উত্তম ও কল্যাণকর, অকল্যাণ ও অপকৃষ্টতা শুধু তার ভ্রান্ত ব্যবহারের কারণে : اَلَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ অর্থাৎ যিনি যাবতীয় বস্তু অত্যন্ত সুন্দর ও নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ বিশ্বজগতে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা এ জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলোপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এর প্রতিটি বস্তুই মূলতঃ এক বিশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী। এদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ও সুন্দর করে মানবকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন ইরশাদ করেছেন। لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি মানবকে অতি সুন্দর গঠন ও উত্তম আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু বাহ্যতঃ যত অশ্লীল ও অকল্যাণকরই মনে হোক না কেন–কুকুর, শুকর, সাপ, বিচ্ছু, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি বিষধর ও হিংস্র জন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে অকল্যাণকর বলে মনে হয়। কিন্তু গোটা বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনায় এগুলোর কোনোটাই অপকৃষ্ট অমঙ্গলকর নয়। জনৈক কবি বলেন :

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں * کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

বিশ্বমাঝারে পাবে না কিছু আকেজো অসার
অকর্মা হেথা নাহি কিছু লীলাক্ষেত্রে আল্লাহর।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রা.) বলেছেন যে, যাবতীয় মৌলিক এবং আনুষঙ্গিক বস্তু كُلَّ شَيْءٍ -এর অন্তর্গত। অর্থাৎ যেসব বস্তু মৌলিক সত্তার অধিকারী ও দৃশ্যমান যথা–প্রাণীজগত, উদ্ভিত জগত, জড় জগত প্রভৃতি এবং আনুষঙ্গিক অদৃশ্য বস্তু যথা, স্বভাব-চরিত্র ও আমলসমূহ সবই এর অন্তভুর্ক্ত। এমন কি যেগুলো কুচরিত্র ও কুস্বভাব বলে কথিত যথা, ক্রোধ, লোভ ও যৌন–কামনা প্রভৃতিও প্রকৃতিগতভাবে খারাপ নয়। যথাস্থানে ও যথাসময়ে ব্যবহৃত না হওয়ার দরুন এগুলো অপকৃষ্ট ও অকল্যাণকর প্রতিপন্ন হয়।

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ –ইতঃপূর্বে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক বিশ্ব-জগতের যাবতীয় বস্তু অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এর মাঝে সর্বাধিক সুদর্শন ও মনোরম মানুষের আলোচনা করেছেন। এর সাথে তাঁর পূর্ণ ও অনন্য ক্ষমতা প্রকাশার্থে একথাও ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানুষকে আমি সর্বোত্তম ও সেরা সৃষ্টি করে তৈরি করেছি। তার সৃষ্টি উপকরণ সর্বোন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট বলে সে শ্রেষ্ঠ নয়, বরং তার সৃষ্টি উপকরণ তো নিকৃষ্টতম বস্তু– বীর্য। অতঃপর তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও অসাধারণ সৃষ্টিকৌশল প্রয়োগ করে এই নিকৃষ্টতম বস্তুকে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন সেরা সৃষ্টিতে করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِفْتَرَاهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف ; যমীর মাফউল, বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি এটাকে উদ্ভাবন করেছেন, তিনি মিথ্যা বর্ণনা করেছেন।

لِتُنْذِرَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منصوب بلام كى বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ- যাতে আপনি ভীতি প্রদর্শন করেন।

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِوَاءٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- সে ইচ্ছা করেছে, সে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে, সোজা হয়ে বসেছে, সে দাঁড়াল।

سَوّٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف ; যমীর মাফউল। বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَسْوِيَةٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- সে তাকে বরাবর করেছে, তাকে পরিপূর্ণ বানিয়েছে।

اَفْئِدَةً : فُؤَادٌ -এর বহুবচন। অর্থ- দিল, অন্তর, হৃদয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

الٓمّٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ : এখানে الٓمّٓ টা উহ্য মুবতাদার খবর। আর تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ হলো মুবতাদা। আর لَا হলো نافية للجنس আর رَيْبَ হলো তর ইসম আর فِيْهِ হলো তার খবর। আর বাক্যটি اَلْكِتَابُ থেকে حال হয়েছে। আর تَنْزِيْلُ টা مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ মুবতাদার খবর হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ১১৩]

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾

১১. আপনি বলে দিন, মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ বের করে থাকে– যে তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে, অতঃপর তোমরা স্বীয় প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿١٢﴾

১২. আর যদি আপনি দেখেন, তবে এক বিস্ময়কর অবস্থা দেখবেন– যখন এ অপরাধীরা স্বীয় প্রভুর সম্মুখে মস্তক অবনত করে থাকবে; [এবং বলবে,] হে আমাদের প্রভু! ব্যস, আমাদের চক্ষু ও কর্ণ খুলে গেছে। অতএব, আমাদেরকে [পৃথিবীতে] পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা নেক কাজ করতে থাকব, আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে।

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٣﴾

১৩. আর যদি আমার ইচ্ছা হতো তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার [নাজাতের] পথ দান করতাম, কিন্তু আমার এ বাণী স্থিরীকৃত হয়ে রয়েছে যে, আমি জাহান্নামকে জিন ও মানুষ উভয় জাতি দ্বারা পূর্ণ করব।

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ ۚ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. অতএব, তোমরা এখন তার স্বাদ গ্রহণ কর যে, তোমরা এদিনের আগমন ভুলে গিয়েছিলে, আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম, [অর্থাৎ, রহমত হতে বঞ্চিত করলাম] এবং চিরন্তন আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর তোমাদের কৃতকর্মের ফলে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. قُلْ আপনি বলে দিন يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ বের করে থাকে الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ যে তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ অতঃপর তোমরা স্বীয় রবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

১২. وَلَوْ تَرٰى আর যদি আপনি দেখেন, তবে এক বিস্ময়কর অবস্থা দেখবেন اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ যখন এই অপরাধীরা نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ মস্তক অবনত করে থাকবে عِنْدَ رَبِّهِمْ স্বীয় প্রভুর সম্মুখে (এবং বলবে) رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ব্যস, আমাদের চক্ষু ও কর্ণ খুলে গেছে فَارْجِعْنَا আমাদেরকে [পৃথিবীতে] পুনরায় প্রেরণ করুণ نَعْمَلْ صَالِحًا আমরা নেক কাজ করতে থাকব اِنَّا مُوْقِنُوْنَ আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে।

১৩. وَلَوْ شِئْنَا আর যদি আমার ইচ্ছা হতো لَاٰتَيْنَا দান করতাম كُلَّ نَفْسٍ প্রত্যেক ব্যক্তিকে هُدٰىهَا তার নাজাতের পথ وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ কিন্তু আমার এই বাণী স্থিরীকৃত হয়ে রয়েছে যে لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ আমি জাহান্নামকে পূর্ণ করব مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ জিন ও মানুষ উভয় জাতি দ্বারা।

১৪. فَذُوْقُوْا অতএব, তোমরা এখন তার স্বাদ গ্রহণ করবে بِمَا نَسِيْتُمْ তোমরা ভুলে গিয়েছিলে لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا এ দিনের আগমনকে اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ এবং তোমরা চিরন্তন আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কৃতকর্মের ফলে।

১৫. আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি তো কেবল সেই সকল লোকই বিশ্বাস স্থাপন করে, যাদেরকে আমার আয়াতসমূহ যখন স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, তখনই তারা সেজদায় পতিত হয় এবং স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করতে থাকে এবং তারা অহংকার করে না।	اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۩ ﴿١٥﴾
১৬. তাদের পাঁজরসমূহ শয্যা হতে পৃথক থাকে, এ প্রকারে [পৃথক থাকে] যে, তারা আশায় এবং ভয়ে স্বীয় প্রতিপালককে ডাকতে থাকে, আর আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ হতে ব্যয় করে।	تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ز وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. অতএব, কারো জানা নেই যে, এরূপ লোকদের জন্য কতকিছু নয়ন জুড়ানো আসবাব যে গায়বি ভাণ্ডারে মওজুদ রয়েছে, এটা তারা তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে।	فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ج جَزَآءً ۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾
১৮. অতএব, [এখন বল,] যে ব্যক্তি মু'মিন, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হবে যে ব্যক্তি নাফরমান? তারা পরস্পর সমান হতে পারে না।	اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ط لَا يَسْتَوٗنَ ﴿١٨﴾
১৯. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, বস্তুত তাদের জন্য অনন্তকাল অবস্থানের বেহেশতসমূহ রয়েছে, যা তাদের [নেক] কাজের বিনিময়ে আতিথ্যস্বরূপ।	اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى ز نُزُلًا ۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি তো কেবল সে সকল লোকই বিশ্বাস স্থাপন করে اَلَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا যাদেরকে আমার আয়াত সমূহ যখন স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় خَرُّوْا سُجَّدًا তখনই তারা সেজদায় পতিত হয় وَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ এবং স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করতে থাকে وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ এবং তারা অহংকার করে না।

১৬. تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ তাদের পাঁজর সমূহ শয্যা হতে পৃথক থাকে يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ এ প্রকারে (পৃথক থাকে) যে, স্বীয় প্রতিপালককে ডাকতে থাকে خَوْفًا وَّطَمَعًا আশায় এবং ভয়ে وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ আর আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ হতে ব্যয় করে।

১৭. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ অতএব, কারো জানা নেই যে مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ এরূপ লোকদের জন্য কত কিছু নয়ন জুড়ানো আসবাব যে, গায়বি ভাণ্ডারে মওজুদ রয়েছে جَزَآءً ۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ এটা তারা তাদের কৃত কর্মের পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

১৮. اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا অতএব, (এখন বল) যে ব্যক্তি মু'মিন সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হবে كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا যে ব্যক্তি নাফরমান لَا يَسْتَوٗنَ তারা পরস্পর সমান হতে পারে না।

১৯. اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে- وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى বস্তুতঃ তাদের জন্য অনন্তকাল অবস্থানের বেহেশত সমূহ রয়েছে- نُزُلًا ۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ যা তাদের কাজের বিনিময়ে আতিথ্যস্বরূপ।

২০. আর যারা নাফরমান ছিল তাদের বাসস্থান হচ্ছে দোজখ; যখন তা হতে বের হতে চাইবে, [এবং কূলের দিকে অগ্রসর হবে] তখন তারা পুনঃ তাতে নিক্ষিপ্ত হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, দোজখের সে আজাব আস্বাদন কর যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।	وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۚ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. وَاَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا আর যারা নাফরমান ছিল فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ তাদের বাসস্থান হচ্ছে দোজখ كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا যখন তারা চাইবে اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا তা হতে বের হতে اُعِيْدُوْا فِيْهَا তখন তারা পুনঃ তাতে নিক্ষিপ্ত হবে وَقِيْلَ لَهُمْ এবং তাদেরকে বলা হবে ذُوْقُوْا আস্বাদন কর عَذَابَ النَّارِ দোজখের সেই আজাব الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ.(১৫)

শানে নুযূল : ইবনে জুরাইজ ও মুজাহিদ কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত মুনাফিক সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মুনাফিকদের স্বভাব ছিল যখন নামাজ আদায় করার সময় হতো, তখন তারা মসজিদ হতে বের হয়ে যেত। মুনাফিকদের ইবাদতে এহেন অমনোযোগিতায় পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী- ১৩০/২১/১১]

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ .... الاية۔

শানে নুযূল : তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত আয়াত تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ যারা এশার নামাজের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে, এশার জামাতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব লোক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নফল নামাজ আদায় করে কাটান, (মুহাম্মদ বিন নসর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন) এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, যে ব্যক্তি শুয়ে এবং বসে বা পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায় চোখ উন্মীলনের সাথে সাথে আল্লাহ পাকের জিকিরে লিপ্ত হন তাঁরাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

–[তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত)। পৃ: ১০৬৫]

হযরত বেলাল (রা.) ও বর্ণনা করেন যে, মাগরিবের নামাজের পর আমরা যখন মসজিদে বসা থাকতাম তখন অনেক সাহাবায়ে কেরাম ইশা পর্যন্ত নামাজ আদায় করতেন। তাদের সম্পর্কেই অত্র আয়াত নাজিল হয়।

–[মুখতাসার ইবনে কাসীর খণ্ড, পৃ. ৭৫]

অন্য এক বর্ণনায় হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় আমরা রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম তখন প্রচণ্ড গরমের সময় ছিল। গরমের কারণে লোকজন একটু কেটে পড়ল তখন আমি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে ও জাহান্নাম থেকে বাঁচাবে। হুযূর ﷺ বললেন, তুমি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় জানতে চেয়েছ। প্রকৃতপক্ষে তা ঐ ব্যক্তির জন্যই সহজ হবে আল্লাহপাক যার জন্য সহজ করে দিবেন। তুমি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত

করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। নামাজ আদায় করবে। জাকাত প্রদান করবে। রমজানের রোজা রাখবে, অতঃপর তিনি বলেন, যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে কল্যাণের পথ বলে দিতে পারি। আমি বললাম, বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীজী তখন বললেন, রোজা হলো ঢাল স্বরূপ, আর সদকা পাপ মোচনকারী। আর রাতের মধ্যভাগে আল্লাহপাকের উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করবে। অতঃপর তিনি উল্লিখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন। –[তিরমিযী শরীফ]

اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ .... الاية ـ

শানে নুযূল : এই আয়াতটি হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রা.)ও উতবা ইবনে মু'য়ীত এর ব্যাপারে নাজিল হয়। ঘটনাটি হলো এই, একবার উভয়ের মাঝে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। এক পর্যায়ে উতবা হযরত আলী (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলল, তুমি এখনও শিশু আর আমি তোমার চেয়ে বড় বীর। জবাবে হযরত আলী (রা.) বললেন, তুমি আল্লাহ্‌র নাফরমান, এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ – পূর্ববর্তী আয়াতে কেয়ামত অস্বীকারকারীগণের প্রতি সতর্কবাণী এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ সম্পর্কে তাদের যে বিস্ময়–তার উত্তর ছিল। এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে যদি চিন্তা-ভাবনা কর, তবে এতে আল্লাহপাকের কুদরতে কামেলা ও অনন্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাবে। তোমরা নিজ অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতাবশতঃ মনে কর যে, মৃত্যু আপনা-আপনিই সংঘটিত হয়; কিন্তু ব্যাপার এমনটি নয়– বরং আল্লাহ্ পাকের নিকটে তোমাদের মৃত্যুর এক নির্দিষ্ট ক্ষণ রয়েছে; এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এক বিশেষ ব্যবস্থাপনাও নির্ধারিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে হযরত আজরাঈল (আ.)-এর ভূমিকাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সমস্ত প্রাণী জগতের মৃত্যু তাঁর উপর ন্যস্ত, যার মৃত্যু যখন এবং যে স্থানে নির্ধারিত ঠিক সে সময়েই তিনি তার প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন। আলোচ্য আয়াতে এর বর্ণনাই রয়েছে এখানে مَلَكُ الْمَوْتِ এক বচনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অপর এক আয়াতে রয়েছে اَلَّذِيْنَ تَتَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ –অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায়–এখানে مَلٰٓئِكَةٌ বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত আজরাঈল (আ.) একাকী একাজ সম্পন্ন করেন না; বহু ফেরেশতা তাঁর অধীনে একাজে অংশগ্রহণ করেন।

আত্মাবিয়োগ ও মালাকুল-মউত সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ : প্রখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ (র.) বলেন, মালাকুল–মউতের সামনে গোটা বিশ্ব কোনো ব্যক্তির সামনে রক্ষিত বিভিন্ন খাবার সামগ্রীপূর্ণ একটা থালার মতো তিনি যাকে চান তুলে নেন। বিষয়টি এক মার'ফু হাদীসেও আছে (ইমাম কুরতুবী তাজকিরাতে এটি বর্ণনা করেছেন)। অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী ﷺ একদা জনৈক সাহাবীর শিয়রে মালাকুল মউতকে দেখে বললেন যে, আমার সাহাবীর সাথে সহজ ও কোমল ব্যবহার করো। মালাকুল-মউত উত্তরে বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন-আমি প্রত্যেক মু'মিনের সাথে নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বলেন যে, যত মানুষ গ্রাম-গঞ্জে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বত বা সমুদ্র সৈকতে বসবাস করছে–আমি তাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাঁচ বার দেখে থাকি। এজন্য এদের ছোট-বড় প্রত্যেক সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরি জ্ঞাত। অতঃপর বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ এগুলো যা কিছু হয় সব আল্লাহর হুকুমে। অন্যথায় আল্লাহর হুকুম ব্যতীত আমি কোনো মশারও প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে সক্ষম নই।

মালাকুল-মউতই কি অন্যান্য জীবজন্তুরও প্রাণবিয়োগ ঘটান? উল্লিখিত হাদীসের রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ পাকের অনুমতি সাপেক্ষে মশার মৃত্যু মালাকুল-মউতই ঘটায়। হযরত ইমাম মালেক ও এক প্রশ্নের উত্তরে এ রকমই বলেন। কিন্তু অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণের দ্বারা আত্মার বিয়োগ ঘটানো কেবল মানুষের জন্য নির্দিষ্ট কেবল তার মর্যাদার দরুন– অন্যান্য জীব-জন্তু আল্লাহর অনুমতিক্রমে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ব্যতীত আপনা-আপনিই মৃত্যুবরণ করবে।–[কুরতুবী'র বরাত দিয়ে ইবনে আতিয়্যাহ বর্ণনা করেন]

এ বিষয়ই আবুশ শায়েখ, ওকাইলী, দায়লামী প্রমুখ হযরত আনাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গ সবই আল্লাহ পাকের প্রশংসাস্তুতিতে মগ্ন। (এটিই এগুলোর জীবন) যখন এদের গুণকীর্তন বন্ধ হয়ে যায়, তখনই আল্লাহ পাক এদের প্রাণ বিয়োগ ঘটান। জীব-জন্তুর মৃত্যু মালাকুল-মউতে'র উপর ন্যস্ত নয়। ঠিক একই মর্মে এক হাদীস হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে। – [মাযহারী]

অপর এক আয়াতে রয়েছে যে, যখন আল্লাহ পাক আজরাঈল (আ.)- এর উপর গোটা বিশ্বের মৃত্যু সংঘটনের দায়িত্ব অর্পণ করেন, তখন তিনি (আযরাঈল) নিবেদন করেন; হে প্রভু আপনি আমার উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করলেন যার ফলে বিশ্ব জগৎ ও গোটা মানবজাতি আমাকে ভর্ৎসনা করবে এবং আমার প্রসংগ উঠলে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করবে। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন : আমি এর সুরাহা এভাবে করেছি যে, জগতে রোগ–ব্যাধি ও অন্যান্যরূপে মৃত্যুর কিছু বাহ্যিক কারণ রেখে দিলাম যার ফলে প্রত্যেক মানুষ সেসব উপলক্ষ ও রোগ-ব্যাধিকে মৃত্যুর কারণরূপে আখ্যায়িত করবে এবং তুমি তাদের অপবাদ থেকে রক্ষা পাবে। – [কুরতুবী]

ইমাম বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন –যত প্রকারের রোগ–ব্যাধি, ক্ষত ও আঘাত রয়েছে– এসবই মৃত্যু দূত–মানুষকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতঃপর যখন মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে আসে, তখন মালাকুত-মউত মৃত্যু পথযাত্রীকে সম্বোধন করে বলেন, ওগো আল্লাহর বান্দা, আমার আগমনের পূর্বে তোমাদেরকে সাবধান করে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আমি রোগ-ব্যাধি ও দুর্যোগ-দুর্বিপাক রূপে কত সংবাদ কত দূত পাঠিয়েছি। এখন আমি পৌঁছে গেছি। এরপর আর কোনো সংবাদ প্রদানকারী বা কোনো দূত আসবে না। এখন তুমি স্বীয় প্রভুর নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করবে– চাই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক।–[মাযহারী]

মাসআলা : কারো আত্মা বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত মালাকূল–মউত কারো মৃত্যুক্ষণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। –[আহমদ কর্তৃক মা'মার থেকে বর্ণিত–মাযহারী]

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا –পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের, মুশরিক ও কিয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রতি সতর্কবাণী ছিল। অতঃপর (اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا) থেকে খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের বিশেষ গুণাবলি ও তাদের সুমহান মর্যাদাসমূহের বর্ণনা রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে মু'মিনগণের এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহ পাকের জিকির ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করে। কেননা এরা আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর করুণা ও পুণ্যের আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে জিকির ও দোয়ার জন্য ব্যাকুল করে তোলে।

তাহাজ্জুদের নামাজ : অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে জিকির ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জুদ ও নফল নামাজ–যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। হাদীসের অপরাপর রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন যে, আমি একদা নবীজীর সঙ্গে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি আরজ করলাম; ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমাকে এমন কোনো আমল বলে দিন যার মাধ্যমে আমি বেহেশত লাভ করতে পারি এবং দোজখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ পাক যার জন্যে তা সহজ করে দেন তার পক্ষে তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো অংশীদার স্থাপন করবে না। নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, জাকাত প্রদান করবে, রোজা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফে হজ সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন– এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই, (তা এই যে,) রোজা ঢাল স্বরূপ। (যা শাস্তি থেকে মুক্ত দেয়) এবং সদকা মানুষের পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের নামাজ; এই বলে কুরআন মাজীদের উল্লিখিত আয়াত تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ তেলাওয়াত করেন।

হযরত আবুদ্দারদা (রা.), কাতাদাহ (রা.) ও যাহহাক (রা.) বলেন যে, সেসব লোকও শয্যা থেকে শরীরের পার্শ্বদেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, যাঁরা এশা ও ফজর উভয় নামাজ জামাতের সাথে আদায় করেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদসহ বর্ণিত আছে যে, উল্লিখিত আয়াত تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ যারা এশার নামাজের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে, এশার জামাতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে।

আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব লোক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে যারা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নফল নামাজ আদায় করে করে কাটান (মুহাম্মদ বিন নসর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন)। এ আয়াত সম্পর্কে

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, যে ব্যক্তি শুয়ে বসে বা পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায় চোখ উন্মীলনের সাথে সাথে আল্লাহ পাকের জিকিরে লিপ্ত হন তাঁরাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে-কাসীর ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে শেষরাতের নামাজই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী মানবমণ্ডলীকে একত্রিত করবেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক আহ্বানকারী, যার আওয়াজ সমগ্র সৃষ্টিকুল শুনতে পাবে, দাঁড়িয়ে আহ্বান করবেন,– হে হাশর ময়দানে সমবেত জনমণ্ডলী। আজ তোমরা জানতে পারবে যে, আল্লাহ পাকের নিকটে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কে? অনন্তর সে ফেরেশতা تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ [যাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে] এরূপ–গুণের অধিকারী লোকগণকে দাঁড়াতে আহ্বান জানাবেন। এ আওয়াজ শুনে এসব লোক দাঁড়িয়ে পড়বেন–যাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য– (ইবনে–কাসীর) এই রেওয়ায়েতেই কোনো কোনো শব্দে রয়েছে যে, এদেরকে হিসাব গ্রহণ ব্যতীতই বেহেশতে প্রেরণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য সমগ্র লোক দাঁড়াবে এবং তাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে।–[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَسِيتُمْ : সীগাহ حاضر جمع مذكر ماضي معروف বহছ سَمِعَ বাব نِسْيَانٌ মাসদার (ن – س – ی) মূলবর্ণ ناقص يائى জিনস অর্থ- তোমরা ভুলে গেছ, তোমরা পরিত্যাগ করেছ।

تَتَجَافَى : সীগাহ واحد مؤنث غائب مضارع معروف বহছ تَفَاعُلٌ বাব تَجَافٍ মাসদার (ف – ج – و) মূলবর্ণ ناقص واوى জিনস অর্থ- সে দূরে থাকে, সে পৃথক থাকে।

لَا يَسْتَوُونَ : সীগাহ جمع مذكر غائب مضارع معروف বহছ اِفْتِعَالٌ বাব اِسْتِوَاءٌ মাসদার (س – و – ی) মূলবর্ণ لفيف مقرون জিনস অর্থ- তারা বরাবর হয় না, তারা সমান হয় না।

مَأْوَى : اسم ظرف মাসদার এবং ضَرَبَ বাব يَأْوِيْ – أَوَى (ا – و –ی) মূলবর্ণ مهموز فاء জিনস মুরাক্কাব এবং لفيف مقرون অর্থ- অবস্থান করা, থাকার ঠিকানা/বাড়ি থাকার জায়গা।

اُعِيدُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب ماضي مجهول বহছ اِفْعَالٌ বাব اِعَادَةٌ মাসদার (ع – و – د) মূলবর্ণ اجوف واوى জিনস অর্থ- তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, কোনো বস্তু প্রত্যার্পণের পর পুনরায় তার দিকেই ফিরিয়ে দেয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا : এখানে واو টি আতেফা। আর لَوْ হলো شرطية এবং شِئْنَا ফে'ল ও ফায়েল। আর لَآتَيْنَا -এর لَوْ টি لام -এর জবাবে হয়েছে। اٰتَيْنَا হলো ফে'ল এবং ফায়েল। আর كُلَّ نَفْسٍ হলো اٰتَيْنَا -এর প্রথম মাফউল। আর هُدَاهَا হলো اٰتَيْنَا -এর দ্বিতীয় মাফউল। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ. ১২০]

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢١﴾

২১. আর আমি তাদেরকে লঘু [ইহজগতের] শাস্তিও আস্বাদন করাব আখেরাতের সেই মহা শাস্তির পূর্বে, যেন তারা [বিপদাক্রান্ত হয়ে কুফর হতে] ফিরে আসে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ۭ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. এবং সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জালিম কে, যাকে তার প্রভুর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, অতঃপর সে তা হতে মুখ ফিরায়; আমি এরূপ অপরাধীদের হতে প্রতিশোধ নেব।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآئِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٣﴾

২৩. এবং আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম [তদ্রূপ আপনাকেও কিতাব দেওয়া হলো], সুতরাং আপনি তা [অর্থাৎ আপনার কিতাব] প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করবেন না, আর আমি তাকে [মূসার সেই কিতাবকে] বনী ইসরাঈলদের জন্য হেদায়েতের উপকরণ করে দিলাম।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۭ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং আমি তাদের মধ্যে বহু [ধর্মীয়] নেতা করেছিলাম– যারা আমার নির্দেশে হেদায়েত করত– যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে বিশ্বাস করত।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. আপনার প্রভু কিয়ামত দিবসে তাদের সকলের মধ্যে ঐ সমস্ত বিষয়ের [কার্যকরী] ফয়সালা করে দেবেন, যে বিষয়ে তারা পরস্পর মতভেদ করত।

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ আর আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى লঘু (ইহজগতের) শাস্তি ও دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ আখেরাতের সেই মহা শাস্তির পূর্বে لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ যেন তারা (বিপদাক্রান্ত হয়ে) ফিরে আসে।

২২. وَمَنْ اَظْلَمُ এবং সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জালিম কে مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ যাকে তার প্রভুর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا অতঃপর সে তা হতে মুখ ফিরায় اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ আমি এরূপ অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নেব।

২৩. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ এবং আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ সুতরাং আপনি কোনো সন্দেহ করবেন না مِّنْ لِّقَآئِهٖ তা প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে وَجَعَلْنٰهُ আর আমি তাকে করে দিলাম هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলদের জন্য হেদায়েতের উপকরণ।

২৪. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً এবং আমি তাদের মধ্যে বহু (ধর্মীয়) নেতা করে ছিলাম يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا যারা আমার নির্দেশে হেদায়েত করত لَمَّا صَبَرُوْا যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে বিশ্বাস করত।

২৫. اِنَّ رَبَّكَ আপনার প্রভু هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ তাদের সকলের মধ্যে ঐ সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ যে বিষয়ে তারা পরস্পর মতভেদ করত।

২৬. এ বিষয়টি কি তাদের হেদায়েতপ্রাপ্তির কারণ হয়নি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদের আবাসস্থলসমূহে তারা যাতায়াত করে থাকে? এতে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ রয়েছে; তারা কি শুনে না?	اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ؕ اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. তারা কি এ বিষয়ে লক্ষ্য করেনি যে, আমি শুষ্ক জমিনে পানি পৌঁছিয়ে থাকি, অতঃপর তা দ্বারা ফসল উৎপন্ন করে থাকি, যা হতে তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলো এবং তারা নিজেরাও খায়; তবে কি তারা দেখে না?	اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ؕ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. এবং তারা বলে থাকে যে, [বল তো] এ ফয়সালা কখন হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?	وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. আপনি বলে দিন, (তোমরা অনর্থক তাড়াহুড়া করো না, কারণ) সে ফয়সালার দিন কাফেরদের ঈমান আনয়ন করা তাদের কোনোই উপকারে আসবে না, আর তারা অবকাশও পাবে না।	قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. অতএব, (হে রাসূল!) আপনি তাদের কথার প্রতি লক্ষ্য করবেন না এবং (ঐ ফয়সালার) প্রতীক্ষায় থাকুন, এরাও (অনিষ্টের) প্রতীক্ষায় আছে।	فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ এই বিষয়টি কি তাদের হেদায়েত প্রাপ্তির কারণ হয়নি যে كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ যাদের আবাসস্থল সমূহে তারা যাতায়াত করে থাকে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এতে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ রয়েছে اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ তারা কি শুনে না।

২৭. اَوَلَمْ يَرَوْا তারা কি এ বিষয়ে লক্ষ্য করেনি যে اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ আমি পানি পৌঁছিয়ে থাকি اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ শুষ্ক জমিনে فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا অতঃপর তা দ্বারা ফসল উৎপন্ন করে থাকি تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ যা হতে তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলো এবং তারা নিজেরাও খায় اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ তবে কি তারা দেখেনা।

২৮. وَيَقُوْلُوْنَ এবং এরা বলে থাকে যে مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ (বল তো) এই ফয়সালা কখন হবে اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৯. قُلْ আপনি বলে দিন (তোমরা অনর্থক তাড়াহুড়া করো না, কারণ) يَوْمَ الْفَتْحِ সেই ফয়সালার দিন لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ কাফেরদের ঈমান আনয়ন করা তাদের কোনোই উপকারে আসবেনা وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ আর তারা অবকাশও পাবে না।

৩০. فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ অতএব, (হে রাসূল) আপনি তাদের কথার প্রতি লক্ষ্য করবেন না وَانْتَظِرْ এবং (ঐ ফয়সালার) প্রতীক্ষায় থাকুন اِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُوْنَ এরাও [অনিষ্টের] প্রতীক্ষায় আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ .... الاية - (٢٨)

শানে নুযূল– ১ : একদিন মুসলমানরা বলতে লাগল যে, অচিরেই আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে মুশরিকদের উপর বিজয় দান করবেন এবং অতি সত্ত্বর এমন একদিন আসবে যেদিন আমরা আরাম আয়েশে দিন কাটাবো। তখন মুশরিকরা বলল, আচ্ছা! তাহলে তাও বলে দাও এই বিজয় কবে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতটি নাজিল হয়।

–[সূত্র : কানযুল নুকূল ৭৭ পৃ.]

শানে নুযূল– ২ : কাফেররা পরিহাসচ্ছলে বলত যে, আপনি কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে বিজয়ের কথা বলেন তা কখন সংঘটিত হবে? আমরা তো এর কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। আমরা তো মুসলমানদেরকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে আত্মগোপন করে থাকতে দেখি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

–[সূত্র : 'মাআরিফুল কুরআন সংক্ষেপিত : ১০৬৮]

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

اَلْاَدْنٰى অর্থ নিকটতম اَلْعَذَابِ الْاَدْنٰى(নিকটতম শাস্তি) বলে ইহলৌকিক বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাধিকে বোঝানো হয়েছে এবং বৃহত্তম শাস্তি (اَلْعَذَابِ الْاَكْبَرِ) বলতে পারলৌকিক শাস্তি বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহর দিকে যারা ফিরে আসে তাদের পক্ষে ইহলৌকিক বিপদাপদ রহমতস্বরূপ : যার মর্ম এই যে, আল্লাহ পাক অনেক মানুষকে তাদের কৃত পাপের জন্য সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইহকালে তাদের উপর নানাবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা ও রোগ-ব্যাধি চাপিয়ে দেন, যেন তারা সতর্ক হয়ে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পরকালের কঠিনতম শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, পাপীদের প্রতি দুনিয়াতে আপতিত বিপদ-আপদ ও জরা-ব্যাধি এক প্রকারের রহমত স্বরূপ- যার ফলে স্বীয় নির্লিপ্ততা ও অসাবধানতা থেকে ফিরে এসে পরকালের গুরুতর শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। অবশ্য যেসব লোক এরূপ দুর্যোগ-দুর্বিপাক সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি ধাবিত না হয়- তাদের পক্ষে এটা দ্বিগুণ শাস্তি (একটা) দুনিয়াতেই নগদ, (দ্বিতীয়টা) পরকালের কঠিনতম শাস্তি। কিন্তু নবী ও ওলীগণের উপর যে বিপদাপদ আসে, তাঁদের ব্যাপারে এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এগুলো তাঁদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরূপ যার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা উন্নত হতে থাকে। যার লক্ষণ ও পরিচয় এই যে, এরূপ বিপদ-আপদ ও রোগব্যাধির সময়ও তাঁরা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকারের আত্মিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকেন।

কতক অপরাধের শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই হয়ে যায় : اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ –বাহ্যত প্রত্যেক শ্রেণির অপরাধকারী مُجْرِمِيْنَ শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে চাই ইহকালের হোক চাই পরকালের উভয় এর অন্তর্গত। কিন্তু হাদীসের কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে তিন ধরনের শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেই পেয়ে যায়। ১. ন্যায় ও সত্যের বিপক্ষে পতাকা তুলে প্রকাশ্যভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ, ২. পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও অবাধ্যতা প্রদর্শন, ৩. অত্যাচারীর সহযোগিতা করা (হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) থেকে ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন)।

فَلَا تَكُنْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهٖ - لِقَاءٌ শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ -এ আয়াতের কার সাথে সাক্ষাৎ বোঝানো হয়েছে সে সম্বন্ধে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। لِقَائِهٖ -এর 'যমীর' (সর্বনাম) কিতাব-অর্থাৎ কুরআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা যায় যে, যেরূপভাবে মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আ.)-কে গ্রন্থ প্রদান করেছেন অনুরূপভাবে আপনার প্রতিও আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করবেন না।

যেমন কুরআন সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ -অর্থাৎ এবং নিশ্চয় আপনাকে কুরআন প্রদান করা হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এবং কাতাদাহ (রা.)-এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, لِقَائِهٖ এর যমীর (সর্বনাম হযরত মূসা (আ.)-এর দিকে ধাবিত হয়েছে। এ আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাক্ষাতের সংবাদ দেওয়া

হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আপনার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে। সুতরাং মে'রাজের রাতে এক সাক্ষাৎকার সংঘটিত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসমূহ দ্বারা প্রমাণিত; অতঃপর কিয়ামতের দিন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে।

হযরত হাসান বসরী (র.)-এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, হযরত মূসা (আ.)-কে ঐশী গ্রন্থ প্রদানের দরুন যেভাবে মানুষ তাঁকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছে এবং নানাভাবে দুঃখ-যন্ত্রণা দিয়েছে, আপনিও এসব কিছুর সম্মুখীন হবেন বলে নিশ্চিত থাকুন। তাই কাফেরদের প্রদত্ত দুঃখ-যন্ত্রণার ফল আপনি মনঃক্ষুণ্ন হবেন না; বরং নবীগণের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা বরদাশত করুন।

কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচালক ও নেতা হওয়া দু'টি শর্ত : وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ –অর্থাৎ আমি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝে কিছু লোককে নেতা ও অগ্রপথিক নিযুক্ত করেছিলোম যারা তাঁদের পয়গম্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মহান প্রভুর নির্দেশানুসারে লোকদেরকে হেদায়েত করতেন-যখন তাঁরা ধৈর্যধারণ করতেন এবং আমার বাণীসমূহের উপর স্থির বিশ্বাস স্থাপন করতেন।

ইসরাঈল বংশের ওলামাগণের মধ্য হতে কতককে যে, জাতির নেতা ও পুরোধার মর্যাদার উন্নীত করা হয়েছে, তার দু'টি কারণ রয়েছে। এ আয়াতে সে দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে– (১.) ধৈর্যধারণ করা, (২.) আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করা। আরবি ভাষায় সবর করার অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক। এর শাব্দিক অর্থ অনড় ও দৃঢ়বদ্ধ থাকা। এখানে সবর দ্বারা আল্লাহ পাকের আদেশসমূহ পালনে অটল ও দৃঢ়পদ থাকা এবং আল্লাহ পাক যেসব বস্তু বা কাজ হারাম ও গর্হিত বলে নির্দেশ করেছেন সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা। শরিয়তের যাবতীয় নির্দেশাবলিই এর অন্তর্গত -যা এক বিরাট কর্মগত দক্ষতা ও সাফল্য। এর দ্বিতীয় কারণ আল্লাহ পাকের আয়াতসমূহের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থপন- আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবন করা এবং অনুধাবনান্তে তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা- উভয়ই এর অন্তর্গত। এটা এক বিরাট জ্ঞানগত দক্ষতা ও সাফল্য।

সারকথা : আল্লাহ পাকের নিকটে নেতৃত্ব পৌরোহিত্যের যোগ্য কেবল সেসব লোকেই যারা কর্ম ও জ্ঞান উভয়দিকে পূর্ণতা লাভ করেছে। এখানে কর্মগত পূর্ণতা ও দক্ষতাকে জ্ঞানগত পূর্ণতা ও দক্ষতার পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ জ্ঞানের স্থান স্বভাবতঃ কর্মের পূর্বে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকটে কর্মহীন শিক্ষা ও জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই।

ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে কিছুসংখ্যক ওলামার মন্তব্য উদ্ধৃত করেন; তা এই- بِالصَّبْرِ وَالْيَقِيْنِ تُنَالُ الْاِمَامَةُ فِى الدِّيْنِ -অর্থাৎ ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমেই দ্বীনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করা যায়।

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَاۤءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا.

অর্থাৎ, তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি যা দ্বারা নানা প্রকারের শস্যাদি উদগত হয়। جُرُزًا শুষ্ক ভূমিকে বলা হয় যেখানে কোনো বৃক্ষলতা উদগত হয় না।

ভূমিতে পানি প্রবাহের বিশেষ কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা : শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহের; অনন্তর সেখানে নানাবিধ উদ্ভিদ ও তরু-লতা উদগতা হওয়ার বর্ণনা কুরআনে কারীমের বিভিন্ন জায়গায় এভাবে করা হয়েছে যে, ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়- ফলে ভূমি রসালো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের যোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃষ্টির স্থলে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে শুষ্ক ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছপালা উদগত করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ অন্য কোনো ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান থেকে নদী-নালার মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যেসব শুষ্ক ভূ-ভাগে সাধারণত বৃষ্টি হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কতক ভূমি এমন নরম ও কোমল হয় যে, তা বৃষ্টি বহন করার যোগ্যও নয়। সেখানে পুরোপুরি বৃষ্টি বর্ষিত হলে দালান-কোঠা বিধবস্ত হবে, গাছপালা মূলোৎপাটিত হয়ে যাবে তাই এরূপ ভূমি সম্পর্কে আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যে, অধিক পরিমাণে বৃষ্টি কেবল সেসব ভূমিতেই বর্ষিত হয় যেগুলো তা বহন করার যোগ্যতা রাখে। অতঃপর পানি প্রবাহিত করে এমন ভূমি অভিমুখে নিয়ে যাওয়া হয় যেগুলো বৃষ্টি বহনের ক্ষমতা নেই। -যেমন মিসরের ভূমি। কিছুসংখ্যক তাফসীরকার ইয়ামন ও শামের কতক ভূমি এরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। -যেমন হযরত ইবনে আব্বাস ও হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের সকল ভূমিই এর অন্তর্ভুক্ত। মিসরের ভূমি বিশেষভাবে এর অন্তর্গত-সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম কিন্তু আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশসমূহ থেকে বৃষ্টির পানি নীল নদ দিয়ে মিসরে পৌছে যাতে করে সেখানকার অত্যন্ত উর্বর লাল পলিমাটি বহন করে আনে। তাই মিসরবাসীরা সেখানে বৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর নতুন পানি ও পলিমাটি দ্বারা উপকৃত হয়।

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ –অর্থাৎ কাফেররা পরিহাসচ্ছলে বলে থাকে যে, আপনি কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে বিজয়ের কথা বলেন তা কখন সংঘটিত হবে? -আমরা তো এর কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। আমরা তো মুসলমানদেরকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে আত্মগোপন করে থাকতে দেখি।

এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন : قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِيْمَانُهُمْ –অর্থাৎ আপনি তাদের বলে দিন যে, তোমরা যে আমাদের বিজয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছো সেদিন তোমাদের জন্য সমূহ বিপদ বয়ে আনবে। যখন আমরা বিজয় লাভ করবো, সেদিন তোমরা কঠিন শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে। তা ইহকালে হোক যেমন বদরের যুদ্ধে কিংবা পরকালে এবং যে মুহূর্তে কারো উপর আল্লাহর শাস্তি আপতিত হয় তখন তার ঈমান আর গৃহীত হয় না। –[ইবনে-কাসীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন]।

কোনো কোনো বিজ্ঞজন مَتٰى هٰذَا الْفَتْحُ -এর অর্থ কেয়ামতের দিন বলে বর্ণনা করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَنُذِيْقَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِذَاقَةٌ মূলবর্ণ (ذ ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব।

مُنْتَقِمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِنْتِقَامٌ মূলবর্ণ (ن ـ ق ـ م) জিনস صحيح অর্থ- প্রতিশোধ নিব। প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

اَظْلَمُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلظُّلْمُ মূলবর্ণ (ظ ـ ل ـ م) জিনস صحيح অর্থ– অধিক জালিম।

اٰتَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– আমি দিয়েছিলাম।

صَبَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلصَّبْرُ মূলবর্ণ (ص ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল।

مِرْيَةٌ : اسم مصدر অর্থ– সন্দেহ, সংশয়। এই শব্দ شَكٌّ এবং رَيْبٌ থেকে খাছ। যে সন্দেহ থেকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, তাকেই مِرْيَةٌ বলা হয়।

اَئِمَّةً : শব্দটি اِمَامٌ -এর বহুবচন, অর্থ– নেতা। প্রথপ্রদর্শক। দিশারী

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُوْنَ : এখানে فَاَعْرِضْ -এর فاء টি হলো فصيحة আর اَعْرِضْ হলো ফে'ল তার মাধ্যস্থ উহ্য যমীর اَنْتَ ফায়েল। আর عَنْهُمْ টা اَعْرِضْ -এর সাথে متعلق আর وَانْتَظِرْ হলো ফে'ল তন্মাধ্যস্থ উহ্য যমীর اَنْتَ ফায়েল। আর তার মাফউল উহ্য রয়েছে। আর তা হলো اَلنَّصْرَ عَلَيْهِمْ আর اِنَّهُمْ -এর ان হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর هُمْ হলো اسم ان এবং مُنْتَظِرُوْنَ হলো خبر ان।

–[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ১৩০]

سُوْرَةُ الْاَحْزَابِ مَكِّيَّةٌ

সূরা আহ্যাব

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৭৩, রুকূ'– ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ।

১. হে নবী! আল্লাহকে ভয় করতে থাকুন, আর কাফেরদের ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময় ।	يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ﴿۱﴾
২. আর আপনার প্রভুর পক্ষ হতে যে হুকুম আপনার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয়, তার অনুসরণ করুন; [হে মানবগণ!] নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কার্যসমূহের পূর্ণ খবর রাখেন ।	وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۙ﴿۲﴾
৩. এবং আপনি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখুন; বস্তুত আল্লাহ তা'আলাই কার্যনিবাহকরূপে যথেষ্ট ।	وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۳﴾
৪. আল্লাহ তা'আলা কারো বক্ষে দুটি হৃদয় সৃষ্টি করেননি, [মেধাশক্তির দরুন কাউকেও দুই হৃদয়ের অধিকারী মনে করা অমূলক] এবং তোমাদের সেই স্ত্রীগণকে– যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাক– তোমাদের প্রকৃত মা করে দেননি, এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকেও তোমাদের [প্রকৃত] পুত্র করেননি;	مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓئِيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী! اتَّقِ اللّٰهَ আল্লাহকে ভয় করতে থাকুন وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ আর কাফেরদের ও মুনাফেকদের কথা মানবেন না اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী حَكِيْمًا প্রজ্ঞাময় ।

২. وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ আর তার অনুসরণ করুন যে, হুকুম আপনার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয় مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রভুর পক্ষ হতে اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কার্যসমূহের পূর্ণ খবর রাখেন ।

৩. وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ এবং আপনি আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা রাখুন وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا, বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলাই কার্যনির্বাহরূপে যথেষ্ট ।

৪. مَا جَعَلَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেন নি لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ কারো বক্ষে দু'টি হৃদয় وَمَا جَعَلَ সৃষ্টি করেননি اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓئِيْ تُظٰهِرُوْنَ তোমাদের সেই স্ত্রীগণকে যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাক مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ তোমাদের প্রকৃত মা وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ, এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকেও তোমাদের (প্রকৃত) পুত্র করেননি

এটা শুধু তোমাদের মৌখিক বাক্য; আর আল্লাহ তা'আলা হক্ব কথা বলেন এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করেন।	ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾
৫. তোমরা তাদেরকে [পোষ্যপুত্র বলে স্বীকৃতিদাতাগণের পুত্র বলো না, বরং] তাদের [প্রকৃত] পিতাগণের প্রতি সম্বোধন করো, এটাই আল্লাহর নিকট ন্যায়সঙ্গত কথা, আর যদি তোমরা তাদের পিতৃগণের পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং তোমাদের বন্ধু এবং এ ব্যাপারে তোমাদের যে ভুল-ক্রটি হবে, তাতে তোমাদের কোনো পাপ হবে না, কিন্তু হ্যাঁ, যা আন্তরিক ইচ্ছায় করবে [তজ্জন্য অবশ্যই পাপ হবে] এবং আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾
৬. নবী মু'মিনদের সাথে তাদের আত্মার চেয়েও অধিক সম্পর্ক রাখেন এবং নবীর স্ত্রীগণ তাদের [মুমিনদের] মাতা; আল্লাহর কিতাবের বিধানানুসারে আত্মীয়স্বজনগণ পরস্পর [ওয়ারিশ হওয়ার জন্য] অন্যান্য মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ, কিন্তু যদি তোমরা নিজের [ঐ] বন্ধুদের সাথে কোনো সদ্ব্যবহার করতে চাও, তবে তা জায়েজ আছে; এ কথাটি লওহে মাহফূজে লিখিত হয়ে আছে।	النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

** ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ এটা শুধু তোমাদের মৌখিক বাক্য, وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ আর আল্লাহ তা'আলা হক কথা বলেন وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ এবং তিনিই সরল পথ প্রদর্শন করেন।

৫. ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ তোমরা তাদেরকে তাদের (প্রকৃত) পিতাগণের প্রতি সম্বোধন করো هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ এটাই আল্লাহর নিকট ন্যায় সঙ্গত কথা فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَائَهُمْ আর যদি তোমরা তাদের পিতৃগণের পরিচয় না জান فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই وَمَوَالِيكُمْ এবং তোমাদের বন্ধু وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ এবং তাদের তোমাদের কোনো পাপ হবে না فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ এই ব্যাপারে তোমাদের যে ভুল ক্রটি হবে وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ কিন্তু হ্যাঁ যা আন্তরিক ইচ্ছায় করবে وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا এবং আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

৬. النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ নবী মু'মিনদের সাথে তাদের আত্মার চেয়েও আধিক সম্পর্ক রাখেন وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ এবং নবীর স্ত্রীগণ তাদের মতো وَأُولُو الْأَرْحَامِ আত্মীয়স্বজনগণ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ পরস্পর (ওয়ারিশ হওয়ার জন্য) অধিক ঘনিষ্ঠ فِي كِتَابِ اللَّهِ আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুসারে مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ অন্যান্য মু'মিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا কিন্তু যদি তোমরা নিজের বন্ধুদের সাথে কোনো সদ্ব্যবহার করতে চাও, তবে তা জায়েজ আছে كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا এই কথাটি লওহে মাহফূজে লিখিত আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা আহযাব প্রসঙ্গে : বায়হাকী দালায়েলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরায়ে আহযাব মদীনা মোনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। ইবনে মরদূভিয়া ইবনুল জোবায়ের থেকে অনুরূপ বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।
–[রূহুল মা'আনী ২১ খণ্ড; পৃ. ১৪২]

নামকরণ : 'আহযাব' শব্দটি 'হিযবুন' এর বহুবচন, এর অর্থ হলো জামাত বা দল। যেহেতু কাফেররা পঞ্চম হিজরিতে যুক্তফন্ট করে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করেছিল, আর এই সূরায় ঐ যুদ্ধের কথা আলোচিত হয়েছে, এজন্যে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরাতুল আহযাব'। আল্লাহ পাক এই জিহাদে প্রিয়নবী ﷺ-কে বাতাস এবং ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন। এই জিহাদের আরেকটি নাম হলো 'খন্দক', অর্থাৎ পরিখা কেননা মদীনা মোনাওয়ারায় প্রবেশের সমতল পথে প্রিয়নবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরিখা খনন করেছিলেন, এটি দৈর্ঘে ত্রিশ ফিট এবং প্রস্থে দশ ফিট প্রশস্ত ছিল। এভাবে মুসলমানগণ হানাদার বাহিনীর মোকাবিলা করেন।

মদীনা মোনাওয়ারায় অবতীর্ণ ৭৩ আয়াতের এ সূরাতে আল্লাহ পাক সত্য-সাধক ও নেককারদের ভূয়শী প্রশংসা করেছেন, আর মুনাফিকদের বিভিন্নধর্মী ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করেছেন এবং প্রিয়নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, হানাদার দুশমনদের আক্রমণের প্রতি আপনি ভ্রুক্ষেপ করবেন না এবং এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখুন।

এ সূরা পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তি স্বরূপ, পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে কাফেরদের জুলুম অত্যাচারের উপর সবর অবলম্বনের নির্দেশ ছিল এবং মুসলমানদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। তখন কাফের মুনাফিকরা বলেছি, এ বিজয় কবে আসবে? আল্লাহ পাক সংক্ষিপ্তভাবে তার জবাব দিয়েছিলেন। আর এ সূরায় আল্লাহ পাক আহযাবের যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন যাতে মুসলমানদের বিজয় সূচীত হয়েছিল, আর তা হয়েছিল প্রকাশ্য উপকরণ ব্যতীত এক আল্লাহ পাকের বিশেষ সাহায্যে। আর এ সাহায্য ছিল প্রিয়নবী ﷺ মু'জিযা, যা তাঁর নবুয়ত ও রেসালতের দলিল ছিল।

এ সূরার প্রারম্ভে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী ﷺ কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন যা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিজয় এবং সাহায্য লাভের পূর্বশর্ত ছিল, যেমন–

১. তাকওয়া পরহেজগারীর গুণ অর্জন করা
২. সবর অবলম্বন করা
৩. আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখা
৪. আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোনো কিছুকে ভয় না করা
৫. আর অন্য কোনো কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত না করে কেবলমাত্র এক আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করা
৬. আর শুধু আল্লাহ পাকের প্রত্যাদেশের অনুসরণ করা। কাফের মুনাফিকদের কথা না মানা। কেননা কাফের মুনাফিকদের পরামর্শ মেনে চলা ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হতে পারে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শুরু এবং শেষে প্রিয়নবী ﷺ রেসালত ও নবুয়তের বর্ণনা রয়েছে। ঠিক এভাবে এ সূরার প্রারম্ভে এবং পরিসমাপ্তিতেও প্রিয়নবী ﷺ-এর রেসালত ও নবুয়তের প্রমাণ এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর এ কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রিয়নবী ﷺ-কে যে কষ্ট দেবে সে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে অভিশপ্ত এবং কোপগ্রস্ত হবে।

এই সূরার ফজিলত : যে ব্যক্তি সর্বদা এই সূরা পাঠ করবে ফেরেশতাদের মাঝে তাঁর উপাধী হবে শাকুর অর্থাৎ অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

শানে নুযূল : সূরা আহযাব সম্পর্কে সকলেই একমত যে এ সূরা মাদানী। মদীনায় যে সকল মুশরিকেরা অবস্থান করত, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অপবাদ রটনা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাদী বিবাহ পারস্পরিকভাবে আরো বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে তারা বিভিন্ন পন্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে নানান ধরনের চক্রান্ত করতে লেগে থাকত। সে সকল মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচ্য সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।
–[কুরতুবী- ১০৩/১৪]

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [١]

শানে নুযূল–১ : বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করে যখন মদীনায় আসেন, তখন মদীনার ইহুদি বসতী বনূ কুরাইজা, বনূ নাজির ও বনূ কায়নুকা এর লোকজন ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত প্রত্যাশী ছিলেন। তাদের অনেকেই লৌকিকতা স্বরূপ ঈমান দেখিয়ে (মুনাফেকি করে) তার আনুগত্য প্রকাশ করেছিল। সে সুবাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি অত্যন্ত নম্র আচরণ করেছিলেন। তাদের ছোট বড় সকলকে স্নেহ মমতা করতেন। তাদের থেকে কেউ অসদাচরণ করলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তা এড়িয়ে যেতেন এবং তারা যা কিছু বলত তা তিনি মনোযোগ সহকারেই শুনতেন আর তা মূল্যায়নও করতেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–২ : অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, ওয়াহেদী, কুশাইরী, ছা'লাবী ও মাওয়ার্দী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ সুফিয়ান বিন ইকরিমা বিন আবী জাহল ও আবুল-আ'ওয়ার প্রমুখের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সেই নেতৃবর্গরা মদীনায় মুনাফিক দলপতি আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালূল -এর নিকট ওহুদ যুদ্ধের পর অবস্থান করে। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আলোচনা করার মর্মে তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন। সুতরাং তাদের সাথে আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ বিন সুরাহ ও তুমা বিন উবাইরকও যোগ দিয়ে তারা হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রস্তাব রাখল যে, আপনি আমাদের মা'বুদ লাত উযযা ও মানাত সম্পর্কে সমালোচনা করা ছেড়ে দিন। আর আপনি আমাদেরকে এও বলে দিন যে, আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা করা হচ্ছে, তারা সুপারিশ করার ক্ষমতা পাবে। তাহলে আমরা আপনাকে এবং আপনার রবের বিরোধিতা ছেড়ে দেব। এদের একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে অত্যন্ত রেখাপাত করে। হযরত ওমর (রা.) তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে তাদের হত্যা করার অনুমতি দান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন, আমিতো তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছি। হযরত ওমর (রা.) তখন বললেন যে, তাহলে তাদেরকে আল্লাহর অভিশাপ রোষাণলের মধ্যে বহিষ্কার করে দেওয়া হোক। তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে মদীনা হতে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। বলা বাহুল্য আল্লামা ওয়াহেদী কোনো সনদ বিহীন এ শানে নুযূলটি বর্ণনা করেছেন।

শানে নুযূল–৩ : আরো বর্ণিত রয়েছে যে, আবূ সুফিয়ান বিন হারব, ইকরিমা বিন আবূ জাহল ও আবুল আ'ওয়ার, সুলামী কাফের নেতৃত্রয় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাদের মধ্যেকার ওয়াদার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে উপস্থিত হয় এবং তাদের সাথে আব্দুল্লাহ বিন উবাই, মা'তাব বিন কুশাইর ও জাদ বিন কাইসও উপস্থিত হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল যে, আপনি আমাদের মা'বুদ গুলোর সামালোচনা করা ছেড়ে দিন। কাফের নেতৃবর্গের এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ১০৪-৫/১৪, রূহুল মা'আনী ১৪৩/২১/১১, বহরে মুহীত্ব ২০৬/৭]

শানে নুযূল– ৪ : ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মক্কাবাসীদের পক্ষ হতে ওয়ালীদ বিন মুগীরা ও শায়বা বিন রাবিআ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে দাবি জানাল যে, তিনি যেন তার দাওয়াত থেকে বিরত থাকেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তারা তাদের সম্পদের একটি অংশ দিয়ে দেবে। মদীনার মুনাফিক ও ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভয় দেখালো যে, তিনি যদি সেগুলো থেকে বিরত না থাকেন, তাহলে তারা তাকে হত্যা করে দেবে। কাফের ও ইহুদিদের এ হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

–[দুররে মানছুর ১৮০, রূহুল মা'আনী ১৪৩/২১/১১]

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا [٣]

শানে নুযূল : বর্ণিত আছে যে, বনূ ছাকীফের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুমতি তলব করল যে, তারা এক বৎসর নাগাদ লাত দেবতার উপাসনা করবে। পক্ষান্তরে লাত দেবতা ছিল বনু ছাকীফের উপাস্য দেবতা ও তাগুত। তারা বলল যে, এর কারণ হচ্ছে এই যে, আপনার নিকট আমাদের মর্যদা রয়েছে, কুরাইশরা তা অবলোকন করে নেবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাদের এ চুক্তি সমর্থন করার প্রতি নমনীয় হয়েছিলেন। তখন সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল : এ সূরা নাজিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। একটি এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের পর যখন মদিনায় তাশরিফ নিয়ে যান, তখন মদীনার আশেপাশে বনূ কুয়ায়জা, বনূ নাজির, বনূ কায়নুকা প্রভৃতি ইহুদি গোত্র বসবাস করত। রাহমাতুল্লিল আলামীনের এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব লোক মুসলমান হয়ে যাক।

ঘটনাক্রমে এসব ইহুদিদের মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি নবীজী ﷺ -এর খেদমতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করে এবং কপট ও বর্ণচোরা রূপ ধারণা করে নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করতেছিল। কিন্তু তাদের অন্তরের ঈমান ছিল না। কিছু লোক মুসলমান হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছানো সহজতর হবে মনে করে নবীজী ﷺ এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদেরকে স্বগতম জানালেন। এদের সাথে বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন এবং ছোট-বড় সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমনকি ওদের দ্বারা কোনো অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হবার পরও ধর্মীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করে সেগুলোর প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। এ পরিপ্রেক্ষিতে সূরায়ে আহযাবের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী]

ইবনে জারীর (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা এই য, হিজরতের পর ওলীদ বিন মুগীরা ও শাইবা ইবনে রবীয়া মদীনায় পৌছে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে হুজুর ﷺ-এর খেদমতে এ প্রস্তাব পেশ করে যে, যদি আপনি ইসলামের প্রতি দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করেন, তবে আমরা আপনাকে মক্কার অর্ধেক সম্পদ দান করব। আবার মদীনায় মুনাফিক ও ইহুদিরা এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, যদি তিনি নিজ দাবি ও দাওয়াত থেকে বিরত না থাকেন তবে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো, এমতাবস্থায় আয়াতসমূহ নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী]

সা'লাবী ও ওয়াহেদী এক তৃতীয় ঘটনা সনদহীনভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় মক্কার কাফের ও নবীজীর মাঝে 'যুদ্ধ নয় চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যখন আবূ সুফিয়ান, ইকরিমা ইবনে আবূ জাহল ও আবুল আ'ওয়ার সালামী মদীনায় পৌছে নবীজীর খেদমতে নিবেদন করলো যে, আপনি আমাদের উপাস্য-দেবীদের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ পরিহার করুন এবং কেবল বলুন যে, (পরকালে) এরাও সুপারিশ করবে এবং উপকার ও কল্যাণ সাধন করবে। যদি আপনি এমনটি করেন, তবে আমরাও আপনার পালনকর্তার নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করবো। এভাবে আমাদের পারস্পরিক বিবাদ মিটে যাবে। তাদের একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় বোধ হলো। মুসলমানরা এদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। নবীজী ﷺ ইরশাদ করলেন যে, আমি এদের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ বলে এমনটি হতে পারে না, তখন এ আয়াতসমূহ নাজিল হয়। –[রূহুল মা'আনী]

এসব রেওয়াতে যদিও বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু এদের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই এসব ঘটনাবলিও উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হতে পারে। –[হাশিয়া ইবনে কাসীর, মারেফুল কুরআন : ১০৬৮-১০৬৯]

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ .... الاية - (٤)

শানে নুযূল– ১ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন। সালাতে তাঁর একবার দ্বিধার উদ্রেক হয়। তখন তাঁর সঙ্গে সালাতরত মুনাফিকরা বলল, তোমরা দেখেছ তাঁর তো হৃদয় দু'টি, একটি হলো তোমাদের সাথে আরেকটি হলো ওদের সাথে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

–[সূত্র : তিরমিযী ২য় খণ্ড]

শানে নুযূল– ২. কেউ কেউ বলেন, এই আয়তটি কুরাইশী এক ব্যক্তির ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। ঐ ব্যক্তি বলতো আমার মাঝে দু'টি হৃদয় রয়েছে। আমি আমার হৃদয় দুটিকে মুহাম্মদ ﷺ-এর আকল থেকে উত্তম মনে করি। (নাউজুবিল্লাহ) (অন্য রেওয়ায়েতে আছে মুহাম্মদ ﷺ যা বুঝে আমরা এক হৃদয় তার চেয়ে বেশি বুঝে) এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[সূত্র : কুরতুবী ১৪ : ১১৬]

وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ .... الاية.

শানে নুযূল : আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা নিজেদের বিবিদের কে এভাবে বলত যে, তোমার পিঠ আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের ন্যায়। এভাবে স্ত্রীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে মায়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করাকে যেহার বলা হয়। কিন্তু জাহেলিয়্যাতের যুগে যেহারকে তালাক মনে করা হতো এবং তারা বলত যে এভাবে বলার দ্বারা স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরতরে হারাম হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। এই আয়াতে যিহারের দরুন, স্ত্রী হারাম হয়ে যাওয়ার জাহেলি যুগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমাদের এরূপ বলার ফলে সে স্ত্রী প্রকৃত মা হয়ে যায় না। তেমাদের প্রকৃত মা সেই যার উদর থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করছ। কিন্তু সূরা মুজাদালাহ -এর মধ্যে এরূপ বলাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করে এর থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি যেহারের কাফফারা আদায় করে তাহলে স্ত্রীর হালাল হয়ে যাবে। কাফফারার আলোচনা মুজাদালাতে রয়েছে।

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآءِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ .... الاية - (৫)

শানে নুযূল : বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-কে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ ﷺ বলে সম্বোধন করতাম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে পালক ছেলেরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি। –[সূত্র : বুখারী ২য় খণ্ড, মারেফুল কুরআন : ১০৭০]

এ আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দুটো নির্দেশ রয়েছে -প্রথম, اِتَّقِ اللّٰهَ অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় কর, দ্বিতীয় وَلَاتُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ –অর্থাৎ অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করো না। আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, এসব লোককে হত্যা করা চুক্তিভঙ্গের শামিল-যা সম্পূর্ণ হারাম এবং কাফেরদের অনুসরণ না করার নিদেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, এসব ঘটনাবলি সম্পর্কে কাফেরদের যা মতামত তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে আসছে।

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ اتَّقِ اللّٰهَ এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান যে, সমগ্র কুরআনের কোথাও তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। যেমনটি অন্যান্য নবীগণকে সম্বোধনের বেলায় করা হয়েছে। যেমন– يَا اٰدَمُ - يَامُوْسٰى - يَانُوْحُ - يَاإِبْرَاهِيْمُ – প্রভৃতি। বরং খাতামুন্নাবিয়্যিন ﷺ-কে কুরআন পাকের যেখানেই সম্বাধন করা হয়েছে-তার উপাধি -নবী বা রাসূল প্রভৃতির মাধ্যমে করা হয়েছে কেবল চার জায়গায়, তিনি যে রাসূল তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যা একান্ত জরুরি ছিল।

এখানে মহানবী ﷺ-কে সম্বোধন করে দুটো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–(এক) আল্লহ পাককে ভয় করার- অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা যেন লঙ্ঘন করা না হয়। (দুই) মুশরিক, মুনাফেক ও ইহুদিদের মতামত গ্রহণ না করার। প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তো যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত। চুক্তিভঙ্গ করা মহাপাপ- (কবীরা গোনাহ) এবং উপরে শানে-নুযূল প্রসঙ্গে কাফের মুশরিকদের যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা তো মারাত্মক পাপ; আর তিনি (নবীজী) এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র-সুতরাং এ নির্দেশের কি প্রয়োজন ছিল? রূহুল মা'আনীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এসব নির্দেশের অর্থ ভবিষ্যতে এগুলোর উপর স্থির থাকা-যেমনিভাবে তিনি এ ঘটনার সময় এসব হুকুমের উপর অটল ছিলেন এবং اِتَّقِ اللّٰهَ -এর নির্দেশ প্রথম উল্লেখ করার কারণ এই যে, মুসলমানগণ শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ। মক্কার মুশরিকদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করছিল। সুতরাং চুক্তি লঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য اِتَّقِ اللّٰهَ -এর মাধ্যমে প্রথম হেদায়েতে করা হয়েছে। অপরপক্ষে যেহেতু কোনো মুসলমান মুশরিক-কাফেরদের অনুসরণের ইচ্ছাও পোষণ করতেন না, তাই এর উল্লেখ পরে করা হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী করীম ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য গোটা উম্মত-তিনি তো ছিলেনে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, তাঁর দ্বারা আল্লাহ পাকের নির্দেশাবলির বিরুদ্ধাচারণের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু বিধান গোটা উম্মতের জন্য এবং সেটা বর্ণনার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, সম্বোধন করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যার ফলে হুকুমের গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। কেননা যে বিষয়ে আল্লাহর রাসূলকেও সম্বোধন করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে কোনো মানুষই এর আওতা বহির্ভূত থাকতে পারে না।

ইবনে-কাসীর বলেন যে, এ আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের অনুসরণ থেকে বারণ করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন তাদের সাথে কোনো ব্যাপারে পরামর্শ না করেন- তাদেরকে অত্যাধিক উঠাবসা, মেলামেশার সুযোগ না দেন। কেননা এদের সঙ্গে অত্যধিক মেলামেশা ও শলা-পরামর্শ করা অনেক সময় এদের কথা গ্রহণ করার কারণরূপে পরিণত হতে পারে। সুতরাং যদিও নবীজীর পক্ষে তাদের কথা গ্রহণের কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখা এবং নিজের পরামর্শে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দান থেকেও নবীজীকে বারণ করা হয়েছে। পরন্তু এক্ষেত্রে اطاعت (অনুসরণ করা) শব্দ এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, এরূপ পরামর্শ ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্বভাবতঃ তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং পরোক্ষভাবে হলেও তাদের মতামত কিছুটা প্রভাবান্বিত করতে পারে; এরূপ কোনো সুযোগও যাতে না হয়, তারই পথ বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোনো প্রশ্নই উঠে না।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, উল্লিখিত আয়াতে কাফেরদের পক্ষ থেকে শরিয়ত বিরোধী ও হকের পরিপন্থি উক্তি অতি স্বাভাবিক এবং সেগুলোর অনুসরণ না করার নির্দেশও একান্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মুনাফেকগণ যদি আপনার নিকটে প্রকাশ্যভাবে কোনো ইসলাম বিরোধী উক্তি করে, তবে তো তারা আর মুনাফেক থাকে না- পরিষ্কার কাফের হয়ে যায়-এমতাবস্থায় তাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলার প্রয়োজনীয়তা কি? এর উত্তর এই হতে পারে যে, মুনাফেকগণ একেবারে সম্পষ্টভাবে তো ইসলাম বিরোধী কোনো উক্তি করতো না, কিন্তু অন্যান্য কাফেরের সমর্থনে কথা বলতো।

শানে নুযূল প্রসঙ্গে মুনাফেকদের যে ঘটনা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে যদি এটাকেই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে তো কোনো কথাই থাকে না। কেননা এ ঘটনানুযায়ী যেসব ইহুদি কপটভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে; তাদের সাথে বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে নবীজীকে বারণ করা হয়েছে।

এ আয়াতের উপসংহার إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا বলে আল্লাহকে ভয় করার এবং কাফের ও মুনাফিকদের অনুসরণ না করার পূর্ব বর্ণিত যে হুকুম তার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা যে আল্লাহ যাবতীয় কর্মের পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও মঙ্গল তাঁর পরিজ্ঞাত। একথা এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফের ও মুনাফিকদের কোনো কোনো কথা এমনও ছিল যা দ্বারা অন্যায়-অশান্তি লাঘব এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সদ্ভাবপূর্ণ পরিবেশ স্থাপন এরূপ, অন্যান্য কল্যাণ ও উপকার সাধনে সহায়ক হতো। কিন্তু এদের সাথে এরূপ সৌজন্যমূলক আচরণও মঙ্গলের পরিপন্থি বলে হক আল্লাহ তা'আলা নবীজীকে তা করতে বারণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর পরিণাম শুভ নয়।

وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰى إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

এটা পূর্ববর্তী হুকুমেরই অবশিষ্টাংশ-যেন আপনি কাফের ও মুনাফিকদের কথায় পড়ে তাদের অনুসরণ না করেন, বরং ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ পক্ষ থেকে যা কিছু পৌঁছেছে, আপনি সাহাবায়ে কেরামসহ কেবল তাই অনুসরণ করুন। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম ও সমগ্র মুসলমানই এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত; তাই বহুবচন ক্রিয়া بِمَا تَعْمَلُوْنَ ব্যবহার করে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا -এটাও পূর্ববর্তী হুকুমের সমাপনী অংশ বিশেষ। ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি এসব লোকের কথায় পড়ে কোনো কাজে উদ্যোগী হবেন না, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনে কেবল আল্লাহর উপরে ভরসা করুন। কেননা অভিভাবকরূপে তিনিই যথেষ্ট। তাঁর বর্তমানে আপনার অন্য কারো সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।

মাসআলা : উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, দ্বীন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কাফেরদের পরামর্শ গ্রহণ করা জায়েজ নয়। অবশ্য অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণে কোনো দোষ নেই।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰئِيْ تُظٰهِرُوْنَ الخ.

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি কাফের ও মুনাফিকদের পরামর্শানুযায়ী কাজ না করা ও তাদের কথায় কর্ণপাত না করার নির্দেশ রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কাফেরদের মাঝে প্রচলিত তিনটি কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। প্রথমতঃ বর্বর যুগে আরববাসীরা অসাধারণ মেধাবী লোকের বক্ষাভ্যন্তরে দু'টি অন্তঃকরণ আছে বলে মনে করত। দ্বিতীয়তঃ নিজ পত্নীদের সম্পর্কে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি স্ত্রীকে তার মায়ের পিঠের বা অন্য কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করে বলতো যে, তুমি আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠের সমতুল্য, যাকে তাদের পরিভাষায় 'যিহার বলা হতো; তবে 'যিহার'কৃত সে তার জন্যে চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যেত। ظِهَارٌ -এর উৎপত্তি ظَهْرٌ থেকে-যার অর্থ-পিঠ।

তৃতীয়ত : তাদের মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল যে, যদি কোনো ব্যক্তি অপর কারো পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করতো, তবে এ পোষ্যপুত্র তার প্রকৃত পুত্র বলেই পরিচিত হতো এবং তারই পুত্র বলে সম্বোধন করা হতো; এ পোষ্যপুত্র সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পুত্রেই মর্যাদাভুক্ত হতো। যথা-তারা প্রকৃত সন্তানের ন্যায়ই মিরাশের অংশীদার হতো এবং বংশ ও রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে যেসব নারীর সাথে বিয়ে-শাদী হারাম-এর পোষ্যপুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরূপ মনে করা হতো। যেমন-বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার পরও ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা যেরূপ হারাম, অনুরূপভাবে পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীও সে ব্যক্তির পক্ষে হারাম বলে মনে করা হতো।

বর্বর যুগের এই তিনটি ভ্রান্ত ধারণা ও কুপ্রথার মধ্যে প্রথমটি ইসলামি আকীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে ইসলামি শরিয়তের একে রদ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এটা তো একান্তই শরীরতত্ত্ব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপারে যে, মানুষের বক্ষাভ্যন্তরে একটি অন্তঃকরণ থাকে, না দু'টি অন্তঃকরণ থাকে। এর স্পষ্ট অসারতা সর্বজনজ্ঞাত। এজন্য সম্ভবতঃ এর অসারতার বর্ণনা অপর দু'টো বিষয়ের সমর্থনে ভূমিকাস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বর্বর যুগের অধিবাসীদের মানুষের বক্ষ-মাঝে দু'টি অন্তঃকরণ আছে বলে যে বিশ্বাসের অসারতা ও ও অযৌক্তিকতা যেমন সাধারণ-অসাধারণ সর্বজনবিদিত, অনুরূপভাবে তাদের 'যিহার' ও পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক।

অবশিষ্ট দু'টি বিষয়-জিহার ও পালক পুত্রের হুকুম-এগুলো এমন সব সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, ইসলামে যেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ পাক যার বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটিনাটি পর্যন্ত কুরআনের প্রদান করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মতো নিছক মূলনীতিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তার বিশ্লেষণের ভার নবীজীর ﷺ উপর ন্যস্ত করেননি। এ দু'টি ব্যাপারে বর্বর আরবগণ নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো হালাল-হারাম ও জায়েজ-নাজায়েজ সংশ্লিষ্ট স্বকীয় কল্পনাপ্রসূত বিধি-বিধান প্রণয়ন করে রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রথাসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করে যা প্রকৃত সত্য তা উদঘাটন করে দেওয়া সত্য ধর্ম ইসলামের অবশ্য কর্তব্য ছিল-তাই বলা হয়েছে– وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الّٰئِ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ অর্থাৎ এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে মায়ের সদৃশ বলে ঘোষণা করে, তবে তার পক্ষে সে স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয়ে যায়। তোমাদের এরূপ বলার ফলে সে স্ত্রী প্রকৃত মা হয়ে যায় না। তোমাদের প্রকৃত মা তো সে-ই-যার উদর থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ।

এ আয়াতে 'জিহার-এর' দরুন স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার জাহেলিয়াত যুগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এরূপ বলার ফলে শরিয়তের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে 'সূরায়ে মোজাদালায়' এরূপ বলাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি জিহারের কাফ্ফারা আদায় করে; তবে স্ত্রী তার জন্যে হালাল হয়ে যাবে। 'সূরায়ে মোজাদালায়' জিহারের কাফ্ফারার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় পালকপুত্র সংশ্লিষ্ট। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ - أَدْعِيَا - دَعِىٌّ-এর শব্দটি বহুবচন, যার অর্থ পালক ছেলে। আয়াতের মর্ম এই, যেমন কোনো মানুষের দু'টি অন্তঃকরণ থাকে না এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে সম্বোধন করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না; অনুরূপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত ছেলেতে পরিণত হয় না। অর্থাৎ অন্যান্য সন্তানদের ন্যায় সে মিরাশেরও অংশীদার হবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না।

সুতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী যেমন পিতার জন্য চিরতরে হারাম, কিন্তু পোষ্যপুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তেমন ভাবে হারাম হবে না।

যেহেতু এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে, সুতরাং এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকবে বা তার উল্লেখ করবে, তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পুত্র বলে সম্বোধন করবে না। কেননা এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উদ্ভবের আশঙ্কা রয়েছে।

বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-কে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ ﷺ বলে সম্বোধন করতাম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে পালক ছেলেরূপে গ্রহণ করেছিলেন) এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি।

মাসআলা : এর দ্বারা বোঝা যায়, অনেকে যে অপরের সন্তানকে নিজ পুত্র বলে আহ্বান করে, তা যদি নিছক স্নেহজনিত হয়-পালক পুত্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে না হয়, তবে যদিও জায়েজ, কিন্তু তবুও বাহ্যতঃ যা নিষিদ্ধ, তাতে জড়িত হওয়া সমীচীন নয়। –[রূহুল বায়ান, বায়যাবী]

এ ব্যাপারটা কুরাইশদেরকে চরম বিভ্রান্তিতে ফেলে এক গুরুতর পাপে লিপ্ত করে রেখেছিল। এমন কি নবীজী ﷺ-কে পর্যন্ত এ অপবাদ দেওয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিল যে, তিনি নিজ পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন। অথচ হযরত যায়েদ (রা.) তাঁর সন্তান ছিলেন না; বরং পালক পুত্র ছিলেন। যার বিবরণ এ সূরাতে পরে আসছে।

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ الخ.

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরায়ে আহযাবের' অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দেওয়া হারাম হওয়া সংশ্লিষ্ট। সূরার প্রারম্ভে মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে প্রদত্ত জ্বালা-যন্ত্রণার বর্ণনা দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রাসঙ্গিক নানাবিধ উপদেশে প্রদান করা হয়েছিল। অতঃপর অন্ধকার যুগের তিনটি অযৌক্তিক প্রথার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে শেষ কুপ্রথাটি সম্পর্কে আলোচনার একটি সম্পর্ক নবীজীকে যন্ত্রণা দান সম্পর্কিত ছিল। কেননা কাফেররা হযরত যায়েদের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী পুণ্যবতী যয়নবের সাথে নবীজীর বিবাহ অনুষ্ঠানকালে জাহেলী যুগের এই পোষ্যপুত্রজনিত কুপ্রথার ভিত্তিতে অপবাদ দেয় যে, তিনি নিজের ছেলের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করেন। সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত নবীজীকে যন্ত্রণা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়বস্তু ছিল। আলোচ্য ৬ নং আয়াতে সমস্ত সৃষ্টিকুলের চাইতে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তার অনুসরণ অধিক প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করে বলা হয়েছে–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ الخ : اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ الخ-এর যে মর্ম তাফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে, তা ইবনে আতিয়াহ (اِبْنُ عَطِيَّةَ) প্রমুখের অভিমত যা কুরতুবী ও অধিকাংশ তাফসীরকার গ্রহণ করেছেন, যার সারমর্ম এই যে, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে মহানবীর ﷺ নির্দেশ পালন করা স্বীয় পিতা-মাতার নির্দেশের চাইতেও অধিক আবশ্যকীয়। যদি পিতা-মাতার হুকুম তাঁর ﷺ হুকুমের পরিপন্থি হয়, তবে তা পালন করা জায়েজ নয়। এমন কি তাঁর নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার চাইতেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সহীহ্ বোখারী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ اِلَّا وَاَنَا اَوْلَى النَّاسِ بِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِقْرَأُوْا اِنْ شِئْتُمْ اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ.

অর্থাৎ এমন কোনো মু'মিনই নেই যার পক্ষে আমি ইহকাল ও পরকালে সমস্ত মানবকুলের চাইতে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন নই। যদি তোমাদের মন চায়, তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কুরআনের আয়াত– اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ-পাঠ কর।'।

যার সারমর্ম এই যে, আমি প্রত্যেক মু'মিন-মুসলমানের জন্য গোটা সৃষ্টিকুলের চাইতে অধিক স্নেহপরায়ণ ও মমতাবান। একথা সুস্পষ্ট যে, এর অবশ্যম্ভাবী ফল এরূপ হওয়া উচিত যে, নবীজীর প্রতি প্রত্যেক মু'মিনের ভালোবাসা সর্বাধিক গভীর হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে :

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ - بُخَارِىْ، مُسْلِمْ - مَظْهَرِىْ.

অর্থাৎ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তার অন্তরে আমার ভালোবাসা নিজ পিতা, নিজ সন্তান এবং সমস্ত মানব হতে অধিক পরিমাণে না হবে। –[বুখারী, মুসলিম, মাযহারী]

وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ -তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে উম্মতে মুসলিমরা মা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ-ভক্তি-শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে পর্যায়ভুক্ত হওয়া। মা-ছেলের সম্পর্কে-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহকাম, যথা-পরস্পর বিয়ে–শাদী হারাম হওয়া। মুহরিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মিরাশে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, আয়াতের শেষে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। আর নবীজীর শুদ্ধাচারিণী পত্নীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার কথা অন্য এক আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়া মা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরি নয়।

মাসআলা : উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীজীর পুণ্যবতী বিবিগণের (রা.) মধ্যে কারো প্রতি সামান্যতম বেআদবী কিংবা অশিষ্টাচারও এজন্য হারাম যে, তারা উম্মতের মা। উপরন্তু তাঁদেরকে দুঃখ দিলে নবীজীকেও দুঃখ দেওয়া হয়, যা চরমভাবে হারাম।

وَاُولُو الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ - اُولُوا الْاَرْحَامِ–শব্দগত অর্থানুযায়ী সকল আত্মীয়-স্বজনই এর অন্তর্ভুক্ত-চাই সেসব ব্যক্তিবর্গ-যাদেরকে ফকীহগণ 'আসাবাত' (عَصَبَاتٌ) বলে আখ্যায়িত করেছেন বা যাদেরকে বিশেষ পরিভাষানুযায়ী 'আসাবাতে'র মোকাবিলার وَاُولُو الْاَرْحَامِ নামে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য কুরআনি আয়াতের মর্ম পরবর্তীকালে গৃহীত ফিকহের এ পরিভাষা নয়।

সারকথা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তদীয় পত্নীগণের সাথে মুসলিম উম্মতের সম্পর্ক যদিও পিতা-মাতার চাইতেও উন্নততর ও অগ্রস্থানীয়, কিন্তু মিরাশের ক্ষেত্রে তাদের কোনো স্থান নেই; বরং মিরাশ বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বণ্টিত হবে। ইসলামের সূচনাকালে মিরাশে অংশীদারিত্ব ঈমান ও আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। পরবর্তী সময়ে তা রহিত করে আত্মীয়তার সম্পর্ককেই অংশীদারিত্ব নির্ধারণের ভিত্তি ধার্য করে দেওয়া হয়েছে। স্বয়ং কুরআন কারীমই তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন। এতদসংশ্লিষ্ট রহিতকারী ও রহিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ইতঃপূর্বে সূরায়ে আনফালে প্রদত্ত হয়েছে। আয়াতে اَلْمُؤْمِنِيْنَ -এর পরে আবার وَالْمُهٰجِرِيْنَ -এর উল্লেখ এক্ষেত্রে তাঁদের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

কোনো কোনো মনীষীর মতে এখানে 'মু'মিনীন' বলে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। এখানে 'মু'মিনীন' অর্থ যে আনসার, তা মুহাজিরীনের মোকাবিলায় 'মু'মিনীন' শব্দ ব্যবহর থেকে বোঝা যায়। এমতাবস্থায় এ আয়াত হিজরতের মাধ্যমে মিরাশে অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববর্তী হুকুমের রহিতকারী (নাসেখ) বলে বিবেচিত হবে। কেননা নবীজী হিজরতের প্রারম্ভিককালে মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত নির্দেশও প্রয়োগ করে দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে হিজরতের ফলে উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত সে হুকুমও রহিত করা হয়েছে। –[কুরতুবী]

اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا –অর্থাৎ উত্তরাধিকার তো কেবল আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতেই লাভ করা যাবে। কোনো অনাত্মীয় উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু ঈমানী ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের কারণে কাউকে কিছু প্রদান করতে চাইলে সে অধিকার বহাল থাকবে- নিজ জীবদ্দশায়ও দান ও উপঢৌকন হিসেবে তাদেরকে প্রদান করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য অসিয়তও করা যাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِتَّقِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস مثال واوى অর্থ– ভয় করতে থাকুন।

لَاتُطِعْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– মানবেন না।

كَفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার كِفَايَةٌ মূলবর্ণ (ك - ف - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– যথেষ্ট।

اَرْحَامٌ : رِحْمٌ -এর বহুবচন। অর্থ– রেহেম। আত্মীয়তা, রেহেম মহিলাদের পেটের ঐ অংশ, যার মধ্যে সন্তান পালিত হয়। জরায়ু। রূপকভাবে আত্মীয়তার অর্থে ব্যবহার হয়। কেননা আহলে কারাবত একই রেহেম থেকে হয়।

اَلسَّبِيْلُ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে سُبُلٌ অর্থ– সরল পথ।

قُلُوْبُكُمْ : শব্দটি বহুবচন; একবচনে قَلْبٌ অর্থ– হৃদয়। অন্তর।

مَسْطُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার سُطُوْرٌ মূলবর্ণ (س - ط - ر) জিনস : صحيح অর্থ– লিখিত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ : এখানে اُدْعُوْ هُمْ ফেল, যমীর ফায়েল। আর هُمْ হলো মাফউলে বিহী। আর لِاٰبَآئِهِمْ হলো اُدْعُوْهُمْ -এর সাথে متعلق আর هُوَ মুবতাদা اَقْسَطُ হলো খবর। এবং عِنْدَ اللّٰهِ টা উহ্যের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ১৩৫]

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۪ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٧﴾

৭. আর যখন সমস্ত পয়গাম্বর হতে আমি তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং আপনার নিকট হতেও এবং নূহ ও ইবরাহীম ও মূসা এবং মারইয়ামের পুত্র ঈসা হতেও এবং আমি তাদের নিকট হতে সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছি।

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿٨﴾

৮. যেন আল্লাহ তা'আলা সেই সত্যবাদী [পয়গাম্বর]গণ হতে তাদের সত্যপরায়ণতার অনুসন্ধান করেন এবং তিনি কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাময় আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

ع ٨ / ١٧

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٩﴾

৯. হে মু'মিনগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর [প্রদত্ত] অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন বিভিন্ন সৈন্যদল তোমাদের উপর চড়াও করল, তখন আমি তাদের প্রতি এক ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রেরণ করলাম এবং এমন একটি বাহিনী প্রেরণ করলাম যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি; আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলি দেখছেন।

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿١٠﴾

১০. যখন তারা তোমাদের উপরের দিক হতে এবং তোমাদের নিম্নদিক হতেও তোমাদের উপর চড়াও করেছিল এবং যখন [ভয়ে বিস্ময়ে] চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল এবং কলিজাসমূহ কণ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, আর তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা করছিলে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. وَاِذْ اَخَذْنَا আর যখন আমি গ্রহণ করলাম مِنَ النَّبِيّٖنَ সমস্ত পয়গম্বরগণ হতে مِيْثَاقَهُمْ তাদের অঙ্গীকার وَمِنْكَ এবং আপনার নিকট হতেও وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى এবং নূহ ও ইবরাহীম ও মূসা وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ এবং মারইয়ামের পুত্র ঈসা হতেও وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ এবং আমি তাদের নিকট হতে নিয়েছি مِيْثَاقًا غَلِيْظًا সুদৃঢ় অঙ্গীকার।

৮. لِيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ যেন আল্লাহ তা'আলা সেই সত্যবাদী (পয়গম্বর) গণ হতে তাদের সত্য পরায়ণতার অনুসন্ধান করেন وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا এবং তিনি কাফেরদের জন্য যন্ত্রণাময় আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৯. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মু'মিনগণ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি আল্লাহর (প্রদত্ত) অনুগ্রহ স্মরণ কর اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ যখন বিভিন্ন সৈন্যদল তোমাদের উপর চড়াও করল فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا তখন আমি তাদের প্রতি এক ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রেরণ করলাম وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا এবং এমন একটি বাহিনী প্রেরণ করলাম যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কার্যাবলি দেখছেন।

১০. اِذْ جَآءُوْكُمْ যখন তারা তোমাদের উপর চড়াও করেছিল مِنْ فَوْقِكُمْ তোমাদের উপরের দিক হতে وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ তোমাদের নিম্নদিক হতেও وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ এবং যখন চক্ষু সমূহ বিস্ফারিতই হয়ে গিয়েছিল وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ এবং কলিজা সমূহ কণ্ঠাগত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا আর তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা করছিলে।

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿١١﴾

১১. তখন মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে প্রবল প্রকম্পে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿١٢﴾

১২. এবং যখন মুনাফিকরা অর্থাৎ ঐ লোকেরা যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা এরূপ বলছিল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তো আমাদের সাথে কেবল প্রবঞ্চনামূলক ওয়াদাই দিয়ে রেখেছেন।

وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛؕ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

১৩. আর যখন তাদের মধ্যকার কতিপয় লোক বলল, হে ইয়াছরিবের অধিবাসীগণ! [এখানে] তোমাদের কোনো স্থান নেই, অতএব, ফিরে চল, আর তাদের কতিপয় লোক নবীর সমীপে অনুমতি চেয়ে বলত, আমাদের গৃহসমূহ অরক্ষিত; অথচ তা অরক্ষিত নয়, এরা কেবল পলায়ন করতে চাচ্ছে।

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ﴿١٤﴾

১৪. আর যদি মদিনায় তার পার্শ্বসমূহ হতে [কাফের সৈন্যদের] কোনো দল তাদের উপর প্রবিষ্ট হয়, অতঃপর তাদের নিকট [মুসলমানদের বিরুদ্ধে] ফ্যাসাদ বাঁধানোর প্রার্থনা করা হয়, তবে তারা তা মঞ্জুর করে নেবে এবং সে গৃহসমূহে তারা খুব অল্পই অবস্থান করবে।

وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ﴿١٥﴾

১৫. অথচ এ লোকগুলোই পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না; আর আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়, তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ তখন মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا এবং তাদেরকে প্রবল প্রকম্পে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

১২. وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ এবং যখন মুনাফিকরা এরূপ বলছিল وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ অর্থাৎ ঐ লোকেরা যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা। مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا আল্লাহ এবং তার রাসূল তো আমাদের সাথে কেবল প্রবঞ্চনামূলক ওয়াদাই দিয়ে রেখেছেন।

১৩. وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ যখন তাদের মাধ্যকার কতিপয় লোক বলল يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ ইয়াসরিবের অধিবাসীগণ لَا مُقَامَ لَكُمْ (এখানে) তোমাদের কোনো স্থান নেই। فَارْجِعُوْا অতএব ফিরে চলো وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ আর তাদের কতিপয় লোক অনুমতি চেয়ে النَّبِيَّ নবীর সমীপে يَقُوْلُوْنَ বলত اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ আমাদের গৃহসমূহ অরক্ষিত وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ অথচ তা অরক্ষিত নয় اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا এরা কেবল পলায়ন করতে চাচ্ছে।

১৪. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ আর যদি মদীনায় কোনো দল তাদের উপর প্রবিষ্ট হয় مِّنْ اَقْطَارِهَا তার পার্শ্ব হতে ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ অতঃপর তাদের নিকট ফ্যাসাদ বাঁধানোর প্রার্থনা করে لَاٰتَوْهَا তবে তারা তা মঞ্জুর করে নেবে وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا এবং সেই গৃহসমূহে তারা খুব অল্পই অবস্থান করবে।

১৫. وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ অথচ এই লোক গুলো পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا আর আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয় তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا (٩)

শানে নুযূল–১ : খন্দক অভিযান কোন সনে সংঘঠিত হয়েছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতানৈক্যতা রয়েছে। ইবনে ইসহাকের মতানুসারে হিজরি ৫ম সনের শাওয়াল মাসে সে যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল। ইবনে ওয়াহাব, ইবনে কাসেম মালেক (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, খন্দকের ঘটনাটি হিজরি ৪র্থ সনে সংঘঠিত হয়েছিল। ইবনে ওহাব বলেন যে, হযরত মালেককে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় অবস্থান করেই যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর কারণ ছিল ইহুদিদের একটি প্রতিনিধি দল কেনানা বিন রাবী বিন আবীল হুকাইক সালাম বিন মিশকাম ও হুয়াই বিন আখতাব তারা সকলই নযরী ছিল। হাওয়া বিন কাইস ও আবূ আম্মার বনূ ওয়ায়েল অধিবাসী। তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মক্কায় গিয়ে কুরাইশ মুশরিকদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মোকাবিলায় অভিযান পরিচালনা করার দাওয়াত দেয় এবং তাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি ব্যাক্ত করে। মক্কাবাসীরা তাদের ডাকে সাড়া দেয়। সেখান হতে ইহুদিরা বের হয়ে গাতফান গমন করে তাদেরও অনুরূপভাবে দাওয়াত জানাল। তারাও তাদের ডাকে সাড়া দিল। ফলে তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হলো। কুরাইশ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আবূ সুফিয়ান বিন হারব। গতফান বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল উয়াইনা বিন হাসান, হুযাইফা বিন বদর আল ফাযারী ছিল ফাযারা -এর নেতৃত্বে, হাছে বিন আউফ মুররী মুররাহেরে নেতৃত্বে ছিল, মাসউদ বিন রুখাইলা ছিল আশজা গোত্রে নেতৃত্বে।

তাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে বের হবার সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পেলেন, তখন এ বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত সালমান ফারসী (রা.) পরিখা খনন করার পরামর্শ দিলেন। হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺও সে পরামর্শ পছন্দ করেন। মুহাজিরেরা সেদিন বলেছিল যে, সালমান আমাদের লোক, আনসারগণ বলেছিল সালমান আমাদের লোক। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সালমান আমার পরিবারভূক্ত লোক। পরিখা বা খন্দক খনন করার স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সর্বপ্রথম হযরত সালমান ফার্সী (রা.) ছিলেন। আর সে দিনটি ছিল প্রচণ্ড গরম। সে মুহূর্তে হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমরা পারস্যের লোকেরা যখন অন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়তাম, তখন খন্দক (পরিখা) খনন করতাম। সুতরাং মুসলমানেরা প্রাণ-পণে খন্দক খনন কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পক্ষান্তরে মুনাফিকরা নিরাপত্তা লাভের জন্যে গোপনে পালিয়ে যেতে লাগল। কাফের বহুজাতির বাহিনীর সৈন্য সংখ্যার মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে ১০ হাজার কারো মতে ১৫ হাজার, অপর এক বর্ণনা মতে ১২ হাজার পার হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানেরা ছিল তিন হাজার। মুসলমানগণ পরিখা খনন কাজ শেষ করে। অতঃপর কুরাইশদের নেতৃত্বে কেনানা ও তেহামার লোকজন এবং গাতফানের নের্তৃত্বে নজদের লোকজন সর্বমোট দশ হাজার বাহিনী ওহুদ পর্বতের দিক দিয়ে আসে। অপর দিকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন হাজারের মুসলিম বাহিনী নিয়ে সালাম নামক পাহাড়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। উভয় বাহিনীর মাঝখানে খন্দক। মুসলমানেরা নিজ অবস্থায়ই থেকে যায়। কাফের বাহিনী মুসলিম বাহিনীকে অবরুদ্ধ করে রাখে তবে পরস্পরের মাঝে খণ্ড খণ্ড যৎসামান্য তীর নিক্ষেপ ও মল্লযুদ্ধ ছাড়া তেমন বড় ধরনের কোনো মোকাবিলা হয়নি। পরিশেষে দীর্ঘ দিন মুশরিক বাহিনী অবস্থান করার পর এক রাতে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া ও ফেরেশতাদের আঘাতে তাদের তাবুগুলো উড়িয়ে নেয়, ঘোড়াগুলো পালিয়ে যায়। ফলে সে বহুজাতিক বাহিনী চরমভাবে শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে অপমানিত হয়ে রাতের আঁধারে পালিয়ে যায়। বিজয় অর্জনের ন্যায় মহা নিয়ামত লাভের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৪৮৮/৩, রূহুল মা'আনী ১৫৫/২১/১১, দুররে মানছুর ১৮৪/৫]

শানে নুযূল–২ : হিজরির চতুর্থ বছরে মক্কার সকল কাফের সম্প্রদায় একত্র হয়ে বিশাল বাহিনী মিলে মদীনা অবরোধ করে। সে বিশাল বাহিনীর সেনাপতি ছিল আবূ সুফিয়ান। মদীনার দু'টি ইহুদি গোত্র যারা মুসলমানদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল তারাও তাদের সাথে যোগদান করল। হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শক্রমে নবী করীম ﷺ তখন মদীনার চারদিকে গভীর খাল খনন করে মদীনা রক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। কাফেররা একমাস যাবৎ মদীনা অবরোধ করে রাখল। তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। অন্যদিকে কাফেরদের বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল পঁচিশ

হাজারেরও অধিক। কিন্তু যেহেতু আরবের যোদ্ধারা এর পূর্বে কখনও এমন পরিখা যুদ্ধের সম্মুখীন হয়নি তাই কাফেরদের বিশাল বাহিনী কোনো সুবিধা করতে সক্ষম হলো না। দূর থেকে তীরন্দাজী করা ছাড়া ব্যাপক কোনো আক্রমণ করতে পারল না। অবশেষে আল্লাহপাক আসমানি সাহায্য পাঠালেন ও কাফেরদের উপর বিদঘুটে একটি অন্ধকার ছেয়ে গেল। প্রচণ্ড ঝড়ে তাদের তাঁবুগুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তাদের আগুনসমূহ নিভে গেল। ঘোড়াগুলো এদিক ওদিক পালিয়ে যেতে শুরু করল। তাতে সকল কাফেররা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পালাতে শুরু করল। সে প্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[সূত্র : মাদারিকুত তানযীল।]

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ .... الاية.

শানে নুযূল : খন্দকের যুদ্ধের সময় খনন কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। খননকার্য চলাকালে হঠাৎ একটি সাদা পাথর পাওয়া গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোদালের সাহায্যে সে পাথরে আঘাত করেন তখন তা থেকে একটি স্ফুলিঙ্গ বের হয়ে তা মদীনার আশপাশের পাহাড়গুলোকে আলোকিত করে তুলল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীর ধ্বনী উচ্চারণ করেন। সাথে সাথে সাহাবাগণ তাকবীর ধ্বনী উচ্চারণ করেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ দ্বিতীয়বার একটি আঘাত করলেন তখন পাথরের কনা উড়ে গেল ও তা থেকে একটি আলো বিচ্ছুরিত হয়ে মদীনার পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আলোকিত হয়ে উঠল। তখন আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাহাবাগণ তাকবীর ধ্বনী উচ্চারণ করেন। এরপর প্রিয়নবী ﷺ যখন তৃতীয়বার পাথরটিতে আঘাত করলেন তখন পাথরটি ভেঙ্গে গেল তা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে মদীনার পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে আলোকিত হয়ে উঠলো। সাহাবাগণ যখন সে বিষয়ে নবী করীম ﷺ-এর সাথে জানতে চাইলেন তখন তিনি ইরশাদ করেন, আমি যখন পাথরটিতে প্রথম আঘাত করলাম তখন হিরার মহল ও কিসরার ধনভাণ্ডার আমার দৃষ্টিগোচর করানো হলো। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে বললেন, আমার উম্মতগণ এসব বিজয় করবে। দ্বিতীয়বার যখন আলো বিচ্ছুরিত হলো তখন রোম সাম্রাজ্যের লাল মহলগুলো আমার দৃষ্টিগোচর করানো হলো। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে বললেন যে, সেগুলোও আপনার উম্মতগণ জয় করবে। অতঃপর আমি যখন তৃতীয়বার আঘাত করলাম তখন ইয়ামানের মহলগুলো আমার দৃষ্টিগোচর হলো হযরত জিবরাঈল (আ.) তখন বললেন, আপনার উম্মতগণ সেগুলোও জয় করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এসব কথা শুনে মুনাফিকরা বলতে লাগল যে, হে মুসলমানগণ! তোমাদের নিকট কি আশ্চর্য লাগে না? তিনি তোমাদেরকে মিথ্যা কাহিনী শুনাচ্ছেন। ছোট্ট বালকের মতো তোমাদেরকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, তোমরা না কি সেগুলো জয় করবে! অথচ তোমরা ভীত হয়ে খন্দক খনন করছ নিজেদেরকে রক্ষা করার আশায়, তোমাদের মাঝে যুদ্ধ করার শক্তি কোথায়? উক্ত কথার প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হয়। –[সূত্র : কানযুন নুকূল ৭৯ পৃ.।]

وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا (١٣)

শানে নুযূল : নাক্কাশ বর্ণনা করেন যে, মদীনায় আনসারদের দু'টি গোত্র বনূ হারেছা ও বনূ সালামা। খন্দকের যুদ্ধের দিনে যুদ্ধ কেন্দ্র ত্যাগ করে চলে যাবার ইচ্ছা করল, সে জন্যে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে অভিযোগ পেশ করেছিল যে, আমাদের বাড়ি-ঘর পুরুষ ও খাদ্য শূন্য রেখে এসেছি। সুতরাং আমাদেরকে বাড়ি যেতে হয়। তাদের সে টাল-বাহানা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ১৩৩/১৪]

এ সূরার শুরুতে নবী করীম ﷺ-কে তাঁর উপর অবতারিত ওহী অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ অর্থাৎ "আপনার উপর পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে ওহী অবতারতি হয়েছে, তা অনুসরণ করুন।" আর আলোচ্য আয়াত اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ -এর মাধ্যমে মু'মিনগণের উপর পয়গম্বর -এর নির্দেশাবলি পালন করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটো কথাই আরো অধিক প্রমাণ ও প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়েও দু'টি বিষয় বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ সাহেবে ওহীর পক্ষে তাঁর উপর অবতারিত ওহীর এবং অন্যান্যদের পক্ষে সাহেবে ওহীর অনুসরণ করা ওয়াজিব-অপরিহার্য।

নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ : উল্লিখিত আয়াতে নবীগণ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানবকুল থেকে গৃহীত সাধারণ অঙ্গীকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন, মিশকাত শরীফে ইমাম আহমদ (র.) থেকে বর্ণিত আছে : خُصُّوْا بِمِيْثَاقِ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ وَهُوَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ (الاية).

রেসালত ও নবুয়ত সংক্রান্ত অঙ্গীকার নবী ও রাসূলগণ থেকে স্বতন্ত্ররূপে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যথা আল্লাহ পাকের বাণী وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ নবী (আ.)-গণ থেকে গৃহীত এ অঙ্গীকার ছিল নবুয়ত ও রেসালত বিষয়ক দায়িত্বসমূহ পালন এবং পরস্পর সত্যতা প্রকাশ ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কিত। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে একথাও নবীগণের (আ.)-এ অঙ্গীকারভুক্ত ছিল যেন তাঁরা সকলেও এ ঘোষণাও করেন যে, مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ 'মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, তাঁর পরে কোনো নবী আসবেন না।'

নবীগণের এ অঙ্গীকারও 'আযল' জগতে সেদিনই গ্রহণ করা হয়েছিল যেদিন সমগ্র মানবকুল থেকে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর অঙ্গীকার গৃহীত হয়েছিল। –[রূহুল বায়ান ও মাযহারী]

وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ –সাধারণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা উল্লেখের পর পাঁচ জনের নাম বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীকুলের মধ্যে তাঁরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এদের মধ্যে রাসূলে আকরাম ﷺ-এর আবির্ভাব সকলের শেষে হয়ে থাকলেও وَمِنْكَ শব্দের মাধ্যমে নবীজীকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণ হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: كُنْتُ اَوَّلَ النَّاسِ فِى الْخَلْقِ وَاٰخِرَهُمْ فِى الْبَعْثِ (رَوَاهُ ابْنُ سَعْدٍ وَالطَّبَرَانِىّ): অর্থাৎ আমি (নবীকুলের মাঝে) সৃষ্টিগত দিক দিয়ে আগে, কিন্তু আবির্ভাব ও নবুয়ত প্রাপ্তির দিক দিয়ে সকলের পরে। –[মাযহারী]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاۤءَتْكُمْ الخ.

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনন্য ও মহান মর্যাদার বর্ণনা এবং মুসলমানদের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ ও পদাঙ্ক অনুসরণের নির্দেশ ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আহযাব (সম্মিলিত বাহিনী) যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কিত কুরআন পাকের এ দু'রুকু অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে মুসলমানদের উপর কাফের ও মুশরিকদের সম্মিলিত আক্রমণ ও কঠিন পরিবেষ্টনের পর মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহর নানাবিধ অনুগ্রহরাজি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন মু'জিযার বর্ণনা রয়েছে। আর আনুষাঙ্গিকভাবে জীবনের বিভিন্ন দিক সংশ্লিষ্ট বহুবিধ হেদায়েত ও নির্দেশাবলি রয়েছে। এসব অমূল্য নির্দেশাবলির দরুন বিশিষ্ট তাফসীরকারকগণ আহযাবের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন; বিশেষ করে কুরতুবী ও মাযহারী প্রমুখ তাফসীরকার। তাই এখানে সে সব নির্দেশাবলি সম্মত আহযাবের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হলো–যার অধিকাংশটুকু কুরতুবী ও মাযহারী থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যেটুকু অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে তারও যথাযথ উদ্ধৃতি প্রদত্ত হয়েছে।

আহযাবের যুদ্ধের বিবরণ : اَحْزَابٌ - حِزْبٌ -এর বহুবচন, যার অর্থ পার্টি বা দল। এ যুদ্ধে কাফেরদের বিভিন্ন দল ও গোত্র একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার সংকল্প নিয়ে মদীনার উপর চড়াও হয়েছিল বলে এর নাম আহযাবের (সম্মিলিত বাহিনীর) যুদ্ধ রাখা হয়েছে। যেহেতু এ যুদ্ধে শত্রুদের আগমন পথে নবীজী ﷺ-এর নির্দেশানুযায়ী পরিখা খনন করা হয়েছিল, এজন্য একে খন্দক (পরিখার) যুদ্ধও বলা হয়। আর আহযাব যুদ্ধের অব্যহতির পরেই যেহেতু বনূ কুরায়যার যুদ্ধও সংঘটিত হয়– উল্লিখিত আয়াতসমূহেও যার বর্ণনা রয়েছে; সুতরাং এ যুদ্ধও 'আহযাব' যুদ্ধেরই অংশ বিশেষ– যা বিস্তারিত ঘটনার মাধ্যমে জানা যাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বছর মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন, তার পরের বছরই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তৃতীয় বছর হয় ওহুদের যুদ্ধ। আহযাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয় চতুর্থ বছর। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এটা পঞ্চম হিজরির ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা হোক, হিজরতের সূচনা থেকে এ যাবত মুসলমানদের উপর পর্যায়ক্রমে কাফেরদের আক্রমণ চলে আসছিল। আহযাবের যুদ্ধের আক্রমণ হয়েছিল দৃঢ় সংকল্প, অটুট মনোবল, অভূতপূর্ব শক্তি-পরাক্রম ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে। তাই হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এ যুদ্ধ ছিল অপরাপর সকল যুদ্ধের চাইতে সর্বাধিক কঠিন ও সংকট সঙ্কুল। কেননা এ যুদ্ধে আক্রমণকারী কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা পনের হাজারের মতো ছিল বলে বলা হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মোট সংখ্যা মাত্র তিন হাজার-তাও আবার প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রহীন- তদুপরি সময়টা ছিল কঠিন শীতের। কুরআনে কারীম ঘটনার ভয়াবহতা এরূপভাবে বর্ণনা করেছে : زَاغَتِ الْاَبْصَارُ –(চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল) وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ –(হৃৎপিণ্ড-অর্থাৎ প্রাণ ছিল কণ্ঠাগত) وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا –[এবং তারা কঠিন কম্পনে নিপতিত হয়]।

এ ঘটনা মুসলমানদের জন্য যেমন কঠিন ও সঙ্কটময় ছিল, ঠিক তেমনই আল্লাহ পাকের অদৃশ্য সাহায্য-সহযোগিতার বদৌলতে মুসলমানগণের পক্ষে এর পরিণাম ফল এমন মহান বিজয় ও চরম সাফল্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে যে, বিপক্ষ

মুশরিক ইহুদি ও কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের সম্মিলিত বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়- এবং মুসলমানদের উপর ভবিষ্যতে আবার আক্রমণের দুঃসাহস দেখাতে পারে-তারা এমন যোগ্য আর রইল না। তাই এটা ছিল কুফর ও ইসলামের মধ্যকার একটা চূড়ান্ত ফয়সালার যুদ্ধ- যা চতুর্থ বা পঞ্চম হিজরিতে মদীনার মূল ভূ-খণ্ডে সংঘটিত হয়েছিল।

ঘটনার সূচনা এরূপভাবে হয় যে, নবী করীম ﷺ ও মুসলমানগণের প্রতি চরম শত্রুতা পোষণকারী বনূ নাযীর ও আবূ-ওয়ায়েল গোত্রভুক্ত বিশজন ইহুদি মক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অনুপ্রাণিত করলো। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মনে করত যে, যেরূপভাবে মুসলমানগণ আমাদের প্রতিমা পূঁজাকে কুফরি বলে আখ্যায়িত করে, আমাদের ধর্মকে অপকৃষ্ট বলে ধারণা করে, আমাদের ধর্ম সম্পর্কে ইহুদিদের ধারণাও ঠিক একই রকম। –সুতরাং তাদের সহযোগিতা ও একাত্মতার আশা কিভাবে করা যেতে পারে। তাই তারা ইহুদিদেরকে প্রশ্ন করল যে, মুহাম্মদ ﷺ ও আমাদের মাঝে ধর্ম ব্যাপারে যে বিরোধ ও মতপার্থক্য রয়েছে তা আপনারা জানেন-আপনারা ঐশী গ্রন্থানুসারী প্রজ্ঞাবান লোক। সুতরাং একথা বলুন যে, আপনাদের দৃষ্টিতে আমাদের ধর্ম উত্তম না তাদের (মুসলমানের) ধর্ম।

রাজনীতিক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নতুন ব্যাপার নয় : সেসব ইহুদিরা নিজেদের অন্তরস্থ জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তাদেরকে নিঃসংকোচে এ উত্তর দিয়ে দিল যে, তোমাদের ধর্ম মুহাম্মদ ﷺ-এর ধর্মের চাইতে উত্তম। এ উত্তরে তারা খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করল। এতদসত্ত্বেও ব্যাপার এ পর্যন্ত গড়াল যে, আগত এই বিশজন ইহুদি পঞ্চাশজন কুরাইশ নেতাসহ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহর দেয়ালে নিজেদের বুক লাগিয়ে আল্লাহর সামনে এ অঙ্গীকার করল যে, এক ব্যক্তিও জীবিত থাকা পর্যন্ত তারা মুহাম্মদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

আল্লাহর ধৈর্য : আল্লাহর ঘরে-সে ঘরেরই দেয়ালে বুক লাগিয়ে আল্লাহর শত্রুরা তদীয় রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গীকার ও সংকল্প গ্রহণ করছে-এবং যুদ্ধের নতুন প্রেরণা নিয়ে পূর্ণ তৃপ্তিসহ নিশ্চিন্তে ফিরে আসছে। এটা ছিল আল্লাহর ধৈর্য ও অনুগ্রহের বিস্ময়কর প্রকাশ। কাহিনীর শেষভাগে তাদের এ অঙ্গীকারের করুণ পরিণতি সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যাবে যে, এ যুদ্ধে তারা সবাই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যায়।

এই ইহুদিরা মক্কার কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আরবের এক খ্যাতনামা সমরকুশলী গোত্র বনূ গাতফানের নিকটে পৌঁছে তাদেরকে বলল যে, আমরা মক্কার কুরাইশদের সাথে এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি যে, নতুন ধর্ম ইসলামের বাহক ও সম্প্রসারকদেরকে এক যৌথ আক্রমণের মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করে দেব। আপনারাও এ বিষয়ে আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হোন। সাথে সাথে ঘুষ হিসাবে এ প্রস্তাবও পেশ করল যে, এক বছরে খায়বারে যে পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হবে তার সম্পূর্ণটুকু, কোনো কোনো বর্ণনামতে তার অর্ধেক, বনূ গাতফানকে প্রদান করা হবে। গাতফান গোত্র প্রধান উয়াইনা বিন হাসান উপরিউক্ত শর্তে তাদের সাথে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যথারীতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

পারস্পরিক চুক্তিপত্র মুতাবিক আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামসহ তিনশ ঘোড়া ও এক হাজার উট সমেত চার হাজার কুরাইশ সৈন্য মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে মাররে যাহরান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। এখানে বনূ আসলাম, বনূ আশজা, বনূ মুররাহ, বনূ কেনানাহ, বনূ ফাযারাহ, বনূ গাতফান প্রমুখ গোত্রের লোক এদের সাথে মিলিত হয়। যাদের মোট সংখ্যা কোনো সূত্রানুযায়ী দশ হাজার, কোনো সূত্রানুযায়ী বার হাজার, আবার কোনো সূত্রানুযায়ী পনেরো হাজার বর্ণনা করা হয়েছে।

মদীনার উপর বৃহত্তম আক্রমণ : বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণের বিপক্ষীয় কাফের সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আবার ওহুদের যুদ্ধে আক্রমণকারী সৈন্য ছিল তিন হাজার। এবার সৈন্য সংখ্যাও পূর্ববর্তী প্রত্যেক বারের চাইতে অনেক বেশি। সাজ-সরঞ্জামও প্রচুর-আর এটা সমগ্র আরব ও ইহুদি গোত্রের সম্মিলিত শক্তি।

মুসলমানগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি- (১) আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা (২) পারস্পরিক পরামর্শ-(৩) সাধ্যানুসারে বাহ্যিক বস্তুগত বাহন ও উপকরণ সংগ্রহ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সম্মিলিত বাহিনীর সংবাদ প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মুখনিঃসৃত সর্ব প্রথম বাক্যটি ছিল- حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ মহান আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের সর্বোত্তম নিয়ামক।) অতঃপর মুহাজির ও আনসারদের নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্র করে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। যদিও প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অপরের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই-তিনি সরাসরি বিধাতার ইঙ্গিত ও অনুমতি সাপেক্ষে কাজ করেন; কিন্তু পরামর্শে দু'ধরনের লাভ রয়েছে; ১. উম্মতের মাঝে পরামর্শের রীতি চালু করা, ২. মু'মিনগণের অন্তঃকরণে, পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতির উন্মেষ সাধন এবং পরস্পরের মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতার প্রেরণা পুনর্জাগরণ। উপরন্তু যুদ্ধ ও দেশরক্ষা সংক্রান্ত বাহ্যিক উপকরণ সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। পরামর্শ সভায় হযরত সালমান ফারসী (রা.)-ও উপস্থিত ছিলেন। যিনি সদ্য জনৈক ইহুদির দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করে ইসলামের খেদমতের

জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, এরূপ পরিস্থিতিতে পারসিকদের রণকৌশল হচ্ছে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পরিখা খনন করে তাদের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে এ কাজে অংশ গ্রহণ করেন।

পরিখা খনন : শত্রুদের মদীনার সম্ভাব্য প্রবেশদ্বার 'সালা' পর্বতের পশ্চাৎবর্তী পথের সমান্তরালে এ পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিখার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের নক্সা নবীজী স্বয়ং অংকন করেন। এই পরিখা 'শায়খাইন' নামক স্থান হতে আরম্ভ করে 'সালা' পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা 'বাতহান' উপত্যকা ও 'রাতুনা' উপত্যকার সংযোগস্থল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এই পরিখার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় সাড়ে তিন মাইল। এর প্রশস্ততা ও গভীরতার সঠিক পরিমাণ কোনো রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায় না। তবে একথা পরিষ্কার যে, এতটুকু গভীর ও প্রশস্ত অবশ্যই ছিল, যাতে শত্রু সৈন্য তা সহজে অতিক্রম করতে সক্ষম না হয়। হযরত সালমান (রা.)-এর পরিখা খনন প্রসঙ্গে বলা হয় যে, তিনি প্রত্যহ পাঁচ গজ দীর্ঘ ও পাঁচ গজ গভীর–এ পরিমাণ পরিখা খনন করতেন। –(মাযহারী) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরিখার গভীরতা পাঁচগজ পরিমাণ ছিল।

মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা : এ যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যাছিল সর্বমোট তিন হাজার এবং ঘোড়া ছিল সর্বমোট ৩৬ টি।

পূর্ণ বয়স্কতা লাভের জন্য পনের বছর নির্দিষ্ট হয় : মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কিছুসংখ্যক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকও ঈমানী জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ পনের বছরের চাইতে কম বয়স্ক বালকগণকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, যায়েদ বিন সাবেত, আবূ সাঈদ খুদরী, 'বারা বিন আযিব প্রমুখ এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মুসলিম বাহিনী যখন মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন যে সব মুনাফিক মুসলমানদের সাথে মিলেমিশে থাকতো, তারা গড়িমসি করতে লাগলো। কিছুসংখ্যক তো অজ্ঞাতসারে চুপে চুপে বের হয়ে গেল। আবার কিছু সংখ্যক মিথ্যা ওজর পেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে বাড়ি ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগলো। উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে এ সব মুনাফিকের প্রসঙ্গে কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী]

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা বিধানের উদ্দেশ্যে বংশ ও গোত্রগত শ্রেণিবিভাগ ইসলামি ঐক্য ও জাতিত্বের পরিপন্থি নয় : রাসূলুল্লাহ ﷺ এই যুদ্ধে মুহাজিরদের পতাকা হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা.)-কে এবং আনসারের পতাকা হযরত সা'আদ বিন ওবাদাহ্ (রা.)-কে প্রদান করেন। এ সময় মুহাজির ও আনসারের মাধ্যকার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় ও সুদৃঢ় ছিল এবং সকলে পরস্পর ভাই-ভাই ছিলেন। কিন্তু শৃঙ্খলা বিধান ও ব্যবস্থাগত সুবিধার জন্য মুহাজির ও আনসারদের নেতৃত্ব পৃথক করে দেওয়া হয়। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, ব্যবস্থাপনাগত সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস ইসলামি ঐক্যও জাতিত্বের পরিপন্থি নয়; বরং প্রত্যেক দলের উপর দায়িত্বভার পৃথকভাবে অর্পিত হলে পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি ও সহযোগিতাবোধ সুদৃঢ় হয়। এ যুদ্ধের সর্বপ্রথম কাজ-পরিখা খননের ক্ষেত্রে এই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতাবোধ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

পরিখা খননের দায়িত্বভার বন্টন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজির ও আনসার সমন্বয়ে গঠিত সমগ্র সৈন্যকে দশ দশ ব্যক্তি সম্বলিত দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের উপর চল্লিশ গজ পরিমাণ পরিখা খননের দায়িত্ব অর্পণ করেন। হযরত সালমান ফারসী (রা.) যেহেতু পরিখা খনন পরিকল্পনার উদ্ভাবক ও এ কাজে বিশেষ অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন এবং তিনি মুহাজির ও আনসার কারো অন্তর্গত ছিলেন না, তাই তাঁকে নিজ নিজ দলভুক্ত করার জন্য মুহাজির ও আনসারদের মাঝে কিছুটা প্রতিযোগিতার ভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় নবীজী ﷺ এই মীমাংসা করলেন : سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ অর্থাৎ সালমান আমার পরিবারভুক্ত।

যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার ক্ষেত্রে স্বদেশী ও বিদেশী, স্থানীয় ও বহিরাগত বৈষম্য : অধুনা বিশ্বে মানুষ পরদেশী বহিরাগত অধিবাসীগণকে সমমর্যাদা দিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক দল যোগ্য ব্যক্তিকে নিজ নিজ দলভুক্ত করা গৌরবজনক বলে মনে করতো। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সালমানকে নিজ পরিবারভুক্ত করে বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটান এবং কিছু সংখ্যক মুহাজির ও আনসার অন্তর্ভুক্ত করে দশজনের পৃথক দল গঠন করেন। হযরত আমর বিন আউফ (রা.), হযরত হুযায়ফা (রা.) প্রমুখ মুহাজির এ সম্মিলিত দলের অন্তর্গত ছিলেন।

একটি বিশেষ মু'জিযা : পরিখার যে অংশ হযরত সালমান (রা.) প্রমুখের উপর ন্যস্ত ছিল, ঘটনাক্রমে সেখানে এক সুকঠিন, মসৃণ ও সুবিস্তৃত প্রস্তরখণ্ড পরিলক্ষিত হয়। হযরত সালমান (রা.)-এর সহকারী হযরত আমর বিন আউফ (রা.) বলেন যে, এ প্রস্তরখণ্ড আমাদের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বিকল করে দেয় এবং আমরা এটা কাটতে অক্ষম হয়ে পড়ি। অতঃপর

আমি সালমান ফারসী (রা.)-কে বলি যে, এখানে খানিকটা বাঁকা করে খনন করে মূল পরিখার সাথে মিলিয়ে দেওয়া অবশ্য সম্ভব। কিন্তু আমাদের নিজস্ব মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অংকিত রেখা পরিত্যাগ করে অন্যত্র পরিখা খনন করা বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পরামর্শ করুন যে, এখন আমাদের কর্তব্য কি হবে।

বিধাতার সতর্ক সংকেত : এই সুদীর্ঘ তিন মাইল পরিখা খনন করতে গিয়ে কোনো খননকারীই কোনো দুর্জয় প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন নি, কিন্তু সম্মুখীন হলেন পরিখার পরামর্শদাতা হযরত সালমান ফারসী (রা.) স্বয়ং। আল্লাহ পাক এ কথা প্রমাণ করে দিলেন যে, পরিখা খননের ক্ষেত্রেও তাঁর সাহায্য ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই, যাবতীয় যন্ত্রপাতি ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। এতে এ শিক্ষাই নিহিত রয়েছে যে, সাধ্যানুসারে বাহ্যিক ও বস্তুগত মাধ্যম ও উপকরণ সংগ্রহ করা অবশ্য ফরজ-কিন্তু এগুলোর উপর নির্ভর করা বৈধ নয়। যাবতীয় বস্তুগত উপকরণ ও বাহন সংগৃহীত হওয়ার পরও মু'মিনের কেবল আল্লাহ তা'আলার উপরই নির্ভর করা উচিত।

হযরত সালমান ফারসী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং নিজ অংশের খননকার্যে লিপ্ত থেকে সেখান থেকে পরিখার মাটি স্থানান্তরিত করছিলেন। হযরত বারা বিন আযেব (রা.) বলেন, আমি দেখলাম যে, নবীজী ﷺ-এর শরীর ধূলো-বালিতে এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, তাঁর পেট ও পিঠের চামড়া পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না, এমতাবস্থায় সালমানকে কোনো পরামর্শ বা নির্দেশনা দিয়ে নবীজী ﷺ স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং পরিখায় অবতরণ করে হযরত সালমান (রা.)-এর নেতৃত্বে খননকার্যে লিপ্ত দশজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান এবং নিজ হাতে কোদাল ধারণ করে সেই প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানেন আর এ আয়াত পাঠ করেন تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا (অর্থাৎ আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ সত্য সত্যই পূর্ণ হয়েছে) প্রথম আঘাতেই পাথরের এক-তৃতীয়াংশ কেটে যায়। সাথে সাথে প্রস্তরখণ্ড থেকে এক আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত হেনে উল্লিখিত আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অর্থাৎ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا –দ্বিতীয়বারের আয়াতে আরো এক-তৃতীয়াংশ কেটে যায় ও পূর্বের ন্যায় আবার আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়। তৃতীয়বার সেই পুরো আয়াত পাঠ করে তৃতীয় আঘাত হানেন। এ আঘাতে অবশিষ্টাংশ কেটে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিখা থেকে উঠে আসেন এবং পরিখার পার্শ্বে রক্ষিত চাদর তুলে নিয়ে এক পাশে বসে পড়েন। সে সময়ে হযরত সালমান (রা.) আরজ করেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি পাথরের উপর যতবার আঘাত করেছিলেন ততবার সে পাথর থেকে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সালমানকে জিজ্ঞেস করলেন, সত্য কি তুমি এমন রশ্মি দেখেছ? তিনি আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেলেন, প্রথম আঘাতে নিঃসৃত আলোকচ্ছটায় ইয়ামান ও কিসরার (পারস্য) বিভিন্ন নগরের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাই এবং হযরত জিবরাঈল আমীন আমাকে বললেন যে, আপনার উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব শহর জয় করবে, আর দ্বিতীয় আঘাতে নিঃসৃত আলোকরশ্মির সাহায্যে আমাকে রোমের লোহিত বর্ণের প্রাসাদসমূহ প্রদর্শন করানো হয় এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, আপনার উম্মতগণ এসব শহরও অধিকার করবে। নবীজী ﷺ-এর এই ইরশাদ শুনে মুসলমানগণ স্বস্তি লাভ করলেন এবং ভবিষ্যতের সুমহান বিজয় ধারা সম্পর্কে তাদের পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপিত হলো।

মুনাফিকদের কটাক্ষপাত : সে সময়ে যেসব মুনাফিক পরিখা খনন কাজে অংশ নিয়েছিল, তারা বলতে লাগল, তোমাদের কি মুহাম্মদ ﷺ-এর কথায় বিস্ময়ের উদ্রেক করে না? তিনি তোমাদেরকে কিরূপ অবাস্তব ও অমূলক (ভবিষ্যদ্বাণী শোনাচ্ছেন) যে, মদীনার পরিখা গহ্বরে তিনি হীরা, মাদায়েন ও পারস্যের প্রাসাদসমূহ দেখতে পাচ্ছেন। আবার তোমরা নাকি সেগুলো অধিকার করবে! নিজেদের অবস্থার প্রতি একটু তাকাও। তোমাদের নিজ শরীরের খবর লওয়ার মতো হুঁশজ্ঞান নেই-পায়খানা প্রস্রাব করার মতো সময়টুকু পর্যন্ত নেই। অথচ রোম-পারস্য প্রভৃতি দেশ নাকি অধিকার করবে। এসব কটাক্ষপাতের পরিপ্রেক্ষিতেই উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ নাজিল হয় : اِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا অর্থাৎ যখন কপট বিশ্বাসী ও ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকরা বলতে লাগল যে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূল ﷺ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এ আয়াতে اَلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ বাক্যে সে সব কপট বিশ্বাসীদের অবস্থা বিবৃত হয়েছে যাদের অন্তর কপটতা ব্যাধিতে আচ্ছন্ন।

ভেবে দেখুন যে, মুসলমানগণের ঈমান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন সম্পর্কে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা ছিল। সর্বদিক থেকে কাফেরদের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং চরম বিপদ ও দুর্যোগের মুখোমুখি- পরিখা খননের

জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক নেই, হাড়-কাঁপানো প্রচণ্ড শীতের মাঝে আয়াস সাপেক্ষ পরিখা খননের এরূপ কঠিন দায়িত্ব নিজেদের মাথায়ই তুলে নিয়েছেন। সকল দিক থেকে ভয়ভীতি বাহ্যিক উপকরণ ও অবস্থা দৃষ্টে নিজেদের টিকে থাকা ও নিছক অস্তিত্বটুকু বজায় রাখা সম্পর্কে আস্থাবান থাকাই কঠিন। এমতাবস্থায় তদানীন্তন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তি-বৃহত্তম সাম্রাজ্য রোম ও পারস্য বিজয়ের সুসংবাদ ও আগাম বার্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কি প্রকারে সম্ভব? কিন্তু সমস্ত আমল থেকে ঈমানের মূল্য অধিক হওয়ার কারণ এই যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি- বাহ্যিক বাহন ও উপকরণসমূহ সম্পূর্ণ পরিপন্থি হওয়া সত্ত্বেও রাসূল ﷺ-এর ইরশাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা শঙ্কা দ্বিধার উদ্রেক করে না।

উল্লিখিত ঘটনাতে উম্মতের জন্য বিশেষ নির্দেশ : একথা কারো অজানা নয় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) নবীজীর কেমন উৎসর্গিত প্রাণ সেবক ছিলেন। –(তাঁরা কখনো এটা কামনা করতেন না যে, মজুরের এই কঠিন ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও অংশগ্রহণ করুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের মনের সান্ত্বনা ও পরিতৃপ্তি এবং উম্মতের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই পরিশ্রমে সমভাবে অংশ নেন। নবীজী ﷺ-এর জন্য তাঁর সাহাবায়ে কেরামের উৎসর্গ এবং ত্যাগ তাঁর অনন্য ও অনুপম গুণাবলি এবং নবুয়ত ও রেসালতের ভিত্তিতে তো অবশ্যই ছিল। কিন্তু দৃশ্যমান কারণসমূহের মাঝে বৃহত্তম কারণ এটাই ছিল যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষের ন্যায় প্রতিটি কায়-ক্লেশ, অভাব-অনটন ও দুঃখকষ্টে পুরোপুরি শরিক থাকতেন,- শাসকশাসিত, রাজা-প্রজা, নেতা-অনুসারী জনিত বৈষম্য ও পার্থক্যের কোনো ধারণাও সেখানে ছিল না। আর যখন থেকে মুসলিম শাসকমণ্ডলী এ নীতি বর্জন করেছে তখন থেকে এ বিভেদ ও বিচ্ছেদের উন্মেষ ঘটেছে। নানাবিধ অশান্তি-উচ্ছৃঙ্খলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

যাবতীয় বিপদাপদ উত্তীর্ণ হওয়ার অমোঘ বিধান : উল্লিখিত ঘটনার নবীজী এই দুর্জেয় প্রস্তরখণ্ডের উপর আঘাত হানার সাথে সাথে কুরআনের আয়াত– تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ পাঠ করেন। সুতরাং বোঝা গেল যে, এ আয়াত যে কোনো কঠিন সমস্যা ও বিপদ থেকে উদ্ধারের এক আমোঘ ব্যবস্থাপত্র-অব্যর্থ বিধান।

সাহাবায়ে কেরামের অনন্য ত্যাগ : উপরে জানা গেছে যে, প্রত্যেক দশ গজ পরিমাণ খননের জন্য দশজন করে লোক নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, কতক লোক অধিক দক্ষ ও সবল এবং দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম। সাহবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁদের খনন কার্যের নির্ধারিত অংশ সম্পন্ন হয়ে যেত তাঁরা তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে ভেবে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতেন না; বরং যাঁদের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতেন। –[কুরতুবী, মাযহারী]

দীর্ঘ পরিখা ছ'দিনে সমাপ্ত হয় : সাহাবায়ে কেরামের শ্রম সাধনার ফলাফল ছ'দিনেই প্রকাশিত হলো-এই সুদীর্ঘ, প্রশস্ত-গভীর পরিখা ছ'দিনেই সম্পন্ন হয়ে গেল। –[মাযহারী]

হযরত জাবির (রা.)-এর দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত এক চাক্ষুষ মু'জিযা : এই পরিখা খননকালে সেই প্রসিদ্ধ ঘটনা সংঘটিত হয়। একদিন হযরত জাবির (রা.) নবীজী ﷺ-কে ক্ষুধায় কাতর বলে উপলব্ধি করে বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললেন যে, রান্না করার মত কিছু থাকলে তা রান্না কর। স্ত্রী বললেন যে, বাড়িতে এক সা' (সাড়ে তিন সের) পরিমাণ যব আছে-তা পিষে নেই। স্ত্রী আটা তৈরি করে পাকাতে লেগে গেলেন! বাড়িতে একটি ছাগল ছানা ছিল, হযরত জাবির (রা.) তা জবাই করে তৈরি করে ফেললেন। অতঃপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে আনতে রওয়ানা হলেন। স্ত্রী ডেকে বললেন যে, নবীজীর সাথে তো সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল জামাত রয়েছে। তাই কেবল নবীজী ﷺ-কে চুপে-চুপে একা ডেকে আনবেন। সাহবায়ে কেরামের এই বিশাল জামাত এলে কিন্তু লজ্জিত হতে হবে। হযরত জাবির (রা.) নবীজী ﷺ-এর নিকট প্রকৃত অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করে বললেন যে, কেবল এ পরিমাণ খাবার রয়েছে। কিন্তু নবীজী ﷺ সাহাবায়ে কেরামের বিশাল জামাতকে সম্বোধন করে বললেন জাবির (রা.)-এর বাড়িতে দাওয়াত-সবাই চলো। হযরত জাবির (রা.) বিব্রত হয়ে পড়লেন। বাড়ি পৌছে স্ত্রীকে অবহিত করায় তিনি চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, নবীজী ﷺ-কে খাবারের পরিমাণ জ্ঞাত করেছেন কিনা? হযরত জাবির (রা.) বললেন যে, হ্যাঁ, তা করেছি। মহীয়সী স্ত্রী তখন নিশ্চিত হয়ে বললেন যে, তবে আর উদ্বেগের কারণ নেই। নবীজী ﷺ স্বয়ংই এখন মালিক; যেমনি খুশি তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। এতটুকু জেনে রাখা যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে রুটি ও তরকারি পরিবেশন করেন-এবং জামাতভুক্ত প্রত্যেকে পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে পেটে পুরে খান। হযরত জাবির (রা.) বলেন যে, এই বিশাল জামাত খাওয়ার পরও হাঁড়ির গোশ্ত বিন্দুমাত্র হ্রাস পেল না এবং মথিত আটা অপরিবার্তিতই রয়ে গেল। আমরা পরিবারের সকল সদস্যও পেট পুরো খেয়ে অবশিষ্টাংশ প্রতিবেশিগণের মাঝে বন্টন করে দিলাম।

এরূপভাবে ছ'দিনে পরিখার খননকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর শত্রু সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী এসে পড়ল, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সালা' (سَلْع) পর্বত নিজেদের পশ্চাতে ফেলে সৈন্যগণকে সারিবদ্ধ করেন।

কুরায়যা গোত্রের ইহুদিদের চুক্তি লঙ্ঘন ও সম্মিলিত বাহিনীর পক্ষাবলম্বন : এ সময়ে দশ-বার হাজারের সম্পূর্ণ সুসজ্জিত সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সাজ-সরঞ্জামহীন নিরস্ত্র তিন হাজার লোকের মোকাবিলা যুক্তি-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে। তদুপরি আবার নতুন কিছুর সংযোজন হলো। সম্মিলিত বাহিনীভুক্ত বনূ নযীর গোত্রপতি হুওয়াই বিন আখতাব-যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল-মদীনা পৌঁছে ইহুদি গোত্র বনূ কুরায়যাকেও নিজেদের দলভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বনূ কুরায়যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মৈত্রী চুক্তিবদ্ধ ছিল বলে একে অপর সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্ন ছিল। বনূ কুরায়যার নেতা ছিল কা'ব বিন আসাদ। হুওয়াই বিন আখতাব তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলো। এ সংবাদ পেয়ে কা'ব তার দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দিল-যাতে হুওয়াই সে পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। কিন্তু হুওয়াই দরজা খোলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। কা'আব দুর্গের ভেতর থেকেই উত্তর দিল যে, আমরা মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ এবং এ যাবত তারা চুক্তির শর্তাবলি পুরোপুরি পালন করে আসছি। –চুক্তির পরিপন্থি কোনো আচরণই পরিলক্ষিত হয়নি, সুতরাং আমরা এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ বলে আপনাদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারছি না। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হুওয়াই বিন আখতাব দরজা খোলার এবং কা'বের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য পীড়াপড়ি করতে লাগলো এবং সে ভেতর থেকে অস্বীকৃতি জানাতে লাগল, কিন্তু কা'বকে পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দেওয়ার অবশেষে সে দরজা খুলে হুওয়াইকে ভেতরে ডেকে নিল, হুওয়াইর মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে অবশেষে কা'ব তার ফাঁদে পড়ে গেল এ সম্মিলিত বাহিনীর সাথে অংশ গ্রহণ করবে বলে অঙ্গীকার করল। কিন্তু কা'ব যখন গোত্রের অন্য নেতৃবৃন্দের নিকটে একথা প্রকাশ করলো তারা সমস্বরে বলে উঠলো যে, অকারণে মুসলমানদের সহিত চুক্তিভঙ্গ করে মারাত্মক ভুল করেছ। কা'বও তাদের কথায় নিজের ভুল অনুধাবন করে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করল। কিন্তু পরিস্থিতি তার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল। অবশেষে এ চুক্তি লঙ্ঘনই বনূ কুরায়জার ধ্বংস ও পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়- যার বিবরণ পরে আসছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এই সংকটময় মুহূর্তে বনূ নাযীরের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হন। সম্মিলিত বাহিনীর আগমন পথে পরিখা খননের মাধ্যমে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু এ গোত্র মদীনার অভ্যন্তরেই অবস্থান করছে বলে এদের থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি-তা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাগ্রস্ত ও বিচলিত হয়ে উঠলেন। কুরআন কারীমে 'কাফেরদের সম্মিলিত সৈন্য তোমাদের উপর চড়াও করে ফেলে, এ বাক্য সম্পর্কে যে বলা হয়েছে : مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ-এর ব্যাখ্য প্রসঙ্গে কোনো কোনো বিশিষ্ট তাফসীরকার এ অভিমতই প্রকাশ করেছেন যে, فَوْقَ –উপর দিক থেকে আগমনকারী দ্বারা বনূ কুরায়জাকে এবং اَسْفَلَ নিম্নদিক থেকে আগমনকারী দ্বারা সম্মিলিত বাহিনীর অবশিষ্টাংশকে বোঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চুক্তিভঙ্গের মূল তত্ত্ব ও সঠিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে আনসারের 'আউস গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন মায়াযকে এবং খাযরাজ গোত্রের নেতা হযরত সা'দ বিন ওবাদাহকে কা'বের সাথে আলোচনা জন্য প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। তাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দিয়ে দেন যে, চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা যদি অসত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে তা সকল সাহাবায়ে-কেরামের সামনে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেবে; আর যদি সত্য হয় তবে আকার ইঙ্গিতে বলবে যাতে আমরা বুঝে নিতে পারি, যাতে সাধারণ সাহাবীগণের মাঝে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার উদ্রেক না করে। এই মহান ব্যক্তিদ্বয় ওখানে পৌঁছে চুক্তিভঙ্গের সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখতে পান। তাদের ও কা'বের মাঝে বাদানুবাদ ও কড়া কথাবার্তাও হয়। ফিরে এসে পূর্বনির্দেশমতো আকার-ইঙ্গিতে চুক্তিভঙ্গের ব্যাপারটা সঠিক বরে হুযূর ﷺ-কে অবহিত করেন।

এ সময় মুসলমানদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ-ইহুদি গোত্র বনূ কুরায়যা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলে তখন যারা কপটতাসহ মুসলমানদের সাথে অবস্থান করছিল, তাদের কপটতা প্রকাশ পেতে লাগলো। কেউ কেউ তো খোলাখুলিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলো, যেমন উপরে বলা হয়েছে–

اِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ –আবার কতক মিথ্যা অমূলক অজুহাত তুলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার উদ্দেশ্যে নবীজী ﷺ-এর নিকটে অনুমতি চাইতে লাগলো। যার বর্ণনা উল্লিখিত আয়াতে اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ الخ বাক্যে রয়েছে।

এখন যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা ছিল এই যে, পরিখার দরুন আক্রমণকারী সম্মিলিত বাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হচ্ছিল না। এর অপর প্রান্তে মুসলিম সৈন্য অবস্থান করছিল। সর্বক্ষণ উভয়ের মাঝে তীর নিক্ষেপ অব্যাহত ছিল। এ অবস্থায়ই প্রায় একমাস কেটে যায়-খোলাখুলি ভাগ্য নির্ধারিত কোনো যুদ্ধও হচ্ছিল না-আবার কখনো নিশ্চিন্তে শঙ্কামুক্ত থাকাও

যাচ্ছিল না। দিবা-রাত্রি সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহবায়ে কেরাম পরিখা প্রান্তে অবস্থান করে এর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে নিয়োজিত থাকছেন যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ংও এই প্রাণান্তকর পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্টে শরিক ছিলেন, কিন্তু সমগ্র সাহাবায়ে কেরামের চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মাঝে কালাতিপাত নবীজীর পক্ষে সবিশেষ পীড়াদায়ক ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি যুদ্ধ কৌশল : হুযূর ﷺ এ কথা জানতে পেরেছিলেন যে, গাতফান গোত্রপতি খায়বারের ফলমূল ও খেজুরের লোভে এসব ইহুদির সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তিনি বনূ গাতফানের অপর দু'টি গোত্রপতি উয়াইনা বিন হাসান ও আবুল হারিস বিন আমরের নিকটে দূত মারফত প্রস্তাব পাঠালেন যে, তোমরা যদি স্বীয় সহচরবৃন্দসহ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাও তবে তোমাদেরকে মদীনায় উৎপন্ন ফলের এক-তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে। এ প্রসঙ্গে কথাবার্তা চলছিল। এ প্রস্তাবে উভয় নেতা সম্মতিও প্রদান করেছিল- চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় হয় ভাব। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অভ্যাস মোতাবিক এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের দুই বরেণ্য নেতা-হযরত সা'দ বিন মায়ায ও সা'দ বিন ওবাদাহকে ডেকে তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন।

হযরত সা'দ (রা.)-এর ঈমানী জোশ : উভয় নেতাই আরজ করলেন, হুযূর, আপনি যদি এ কাজ করতে আল্লাহ পাক কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে থাকেন, তবে আমাদের কিছু বলার নেই-তা মেনে নেব। অন্যথায় বলুন এটা কি আপনার স্বাভাবিক মত না আমাদেরকে পরিশ্রম ও কায়ক্লেশ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য এরূপ চিন্তা করেছেন?

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন যে, এটা বিধাতার নির্দেশও নয় বা আমার ব্যক্তিগত স্বাভাবিক ইচ্ছাও এরূপ নয় বরং তোমাদের দুঃখকষ্টের কথা বিবেচনা করে এ পথে অগ্রসর হচ্ছি। কেননা তোমরা সকল দিক থেকে পরিবেষ্টিত। আমি এই পদক্ষেপের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে বিপক্ষ দলের শক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছি। হযরত সা'দ (রা.) আরজ করলেন-হে আল্লাহর রাসূল!-আমরা যে সময়ে প্রতিমা পূঁজারী ছিলাম-মহান আল্লাহকে চিনতাম না-তাঁর উপাসনা আরাধনাও করতাম না-সে সময়েও এ নগরের এসব লোক এ শহরের কোনো ফলের একটি দানা পর্যন্ত লাভের আশা প্রকাশ করতে সাহস পেত না। অবশ্য যদি না তারা আমাদের মেহমান হয়ে আসত এবং মেহমান হিসাবে তাদেরকে খাইয়ে দিতাম-অথবা খরিদ করে নিত। আজ যখন আল্লাহ পাক মেহেরবানিপূর্বক তাঁর পরিচয় প্রদান করে ধন্য করেছেন এবং ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সম্মানে ভূষিত করেছেন, তবে এখন কি আমরা তাদেরকে আমাদের ফল-মূল ও ধনসম্পদ চুক্তির মাধ্যমে দিয়ে দেব! তাদের সাথে আমাদের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা তাদেরকে তরবারির আঘাত ব্যতীত অন্য কিছুই দেব না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করে না দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সা'দের সুদৃঢ় মনোবল ও ঈমানী মর্যাদাবোধ দেখে নিজের মত পরিত্যাগ করে ইরশাদ করলেন যে, তোমাদের ইচ্ছা-যা চাও তাই করতে পার। হযরত সা'দ (রা.) তাদের নিকট থেকে সুলেহনামার কাগজপত্র নিয়ে উহার লেখা মুছে বিলীন করে দেন। কেননা এ পর্যন্ত তা স্বাক্ষরিত হয়নি। গাতফান গোত্রপতি হারিস ও উয়াইনা-যারা সন্ধির জন্য প্রস্তুত হয়ে মজলিসে এসেছিল, সাহাবায়ে কেরামের শৌর্যবীর্য ও সুদৃঢ় মনোবল দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং মনে মনে দোদুল্যমান হয়ে পড়ল।

আহত হওয়ার পর হযরত সা'দ বিন মা'আযের দোয়া : এদিকে পরিখার উভয় দিক থেকে পাথর ও তীর নিক্ষেপের ধারা অবিরাম চলছিল। হযরত সা'দ বিন মা'আয মহিলাগণের জন্য সংরক্ষিত বনী হারেসার ছাউনিতে তাঁর মায়ের নিকটে যান।

হযরত আয়েশা (রা.) ফরমান যে, আমিও সে সময় এ ছাউনিতে ছিলাম। তখন পর্যন্ত নারীদের জন্য পর্দা করার আয়াত নাজিল হয়নি। আমি হযরত সা'দকে একটি ছোট বর্ম পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলাম-যার মধ্য থেকে তাঁর হাত বের হয়ে পড়ছিল এবং তার মা তাকে বলেছিলেন যে, অতিসত্বর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে চলে যাও। আমি তাঁর মাকে বললাম যে, বর্মটা আরও কিছুটা বড় হলে ভালো হতো। তাঁর বর্ম বহির্ভূত হাত-পা আহত ও ক্ষত হওয়ার আশঙ্কা আছে। মা বললেন, কোনো ক্ষতি নেই। আল্লাহ যা করতে চান তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

হযরত সা'দ বিন মা'আয (রা.) সৈন্যদের মাঝে প্রবেশ করার পর তীরবিদ্ধ হন। তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ রগ কেটে যায়। অতঃপর সা'দ (রা.) এই দোয়া করেন, হে আল্লাহ! ভবিষ্যতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যদি কুরায়শদের আরো কোনো আক্রমণ নির্ধারিত থেকে থাকে, তবে তার জন্য আমাকে জীবন্ত রাখুন। কেননা এটাই আমার একান্ত কামনা যে, আমি সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা নবীজীর প্রতি নানাভাবে নির্যাতন করেছে-মাতৃভূমি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে-এবং তাঁর আদর্শকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। আর যদি আপনার জানা মতে এ যুদ্ধের ধারা সমাপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে আমাকে আপনি শহীদি মৃত্যু প্রদান করুন। কিন্তু যে পর্যন্ত বনূ কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করে আমার চোখ শীতল না হয় সে পর্যন্ত যেন আমার মৃত্যু না হয়।

আল্লাহ পাক তাঁর দোয়াই গ্রহণ করেছেন। আহযাবের এ যুদ্ধকেই কাফেরদের সর্বশেষ আক্রমণে পরিণত করেন। এরপর থেকেই মুসলমানদের বিজয়াভিযানের সূচনা হয়-প্রথমে খায়বার, অতঃপর মক্কা মুকাররামাহ এবং এরপর অন্যান্য দেশ ও নগর অধিকারভুক্ত হয়; এবং বনূ কুরায়যার ঘটনা যা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে বন্দী করে আনা হয়; এবং তাদের ব্যাপারে মীমাংসার ভার হযরত সা'দ বিন মা'আয (রা.)-এর উপর ন্যস্ত হয়। তাঁর মীমাংসানুযায়ী এদের যুবক শ্রেণিকে হত্যা করা হয় এবং নারী ও বালকদেরকে বন্দি করে রাখা হয়।

আহযাবের এই ঘটনাকালে সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ সারারাত পরিখা দেখাশোনা করতেন। কোনো সময় বিশ্রামের জন্য ক্ষণিকের তরে শয়ন করলেও কোনো দিক থেকে ক্ষীণতম হট্টগোলের আভাস পেলেই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ময়দানে চলে আসতেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) ইরশাদ করেছেন যে, একই রাতে কয়েকবার এমন হতো যে, তিনি ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য তাশরিফ আনতেন এবং কোনো শব্দ শুনে তৎক্ষণাৎ বাইরে চলে যেতেন। আবার ফিরে এসে আরামের জন্য শয্যায় খানিকটা গা লাগাতেন, পুনরায় কোনো শব্দ পেয়েই বাইরে তাশরীফ নিতেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন যে, আমি অনেক যুদ্ধে- যথা খায়বারের যুদ্ধ, হোদায়বিয়া, মক্কা বিজয়, হুনায়নের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম; কিন্তু তিনি অন্য কোনো যুদ্ধে খন্দকের (পরিখার) যুদ্ধের ন্যায় এত দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হন নি। এ যুদ্ধে মুসলমানরা নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়-প্রচণ্ড শীতের কারণে ভীষণ যন্ত্রণা পোহাতে হয়। তদুপরি খাওয়া-দাওয়ার দ্রব্যসামগ্রীও ছিল একেবারেই অপর্যাপ্ত। –[মাযহারী]

এই জিহাদে রাসূলুল্লাহ ﷺ চার ওয়াক্ত নামাজ কাযা হয়ে যায় : একদিন বিপক্ষ কাফেররা স্থির করল যে, তারা একবার সকলে সমবেতভাবে আক্রমণ করে কোনো প্রকারে পরিখা অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হবে। এরূপ স্থির করে মুসলমানদের উপর প্রচণ্ড ও নির্মম আক্রমণ চালায় এবং সর্বত্র ব্যাপকভাবে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। এ নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে সারাদিন এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হয় যে, নামাজ পড়ার পর্যন্ত সুযোগ পান নি। সুতরাং ইশার সময় চার ওয়াক্ত নামাজ একই সাথে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়া : যখন দুঃখ-যন্ত্রণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে, তখন নবীজী সম্মিলিত কাফের বাহিনীর পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ এবং মুসলমানদের বিজয়ের জন্য মসজিদে ফাতবের ভিতরে সোম, মঙ্গল ও বুধ-একাধারে এই তিনদিন বিরামহীনভাবে দোয়া করতে থাকেন। তৃতীয় দিন জোহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে দোয়া কবুল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সহাস্য বদনে প্রফুল্লচিত্তে সাহাবায়ে কেরামের নিকটে তাশরিফ এনে বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে, এর পর থেকে কোনো মুসলমানের কোনো প্রকারের কষ্ট হয়নি। –[মাযহারী]

সাফল্য ও বিজয়ের মাধ্যম এবং সূত্রসমূহের বহিঃপ্রকাশের সূচনা : গাতফান গোত্র ছিল শত্রুপক্ষের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে এ গোত্রভুক্ত 'নুয়াইম বিন মাসুদ' নামক জনৈক ব্যক্তির অন্তর ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত করে দেন। তিনি হুযূর ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এখনো আমার গোত্রের কেউ আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারেনি-এখন আমাকে মেহেরবানি করে বলে দিন যে, আমি এ পর্যায়ে ইসলামের কি খেদমত করতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, তুমি একা মানুষ-এখানে বিশেষ কিছু করতে সক্ষম হবে না। নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে তাদের মাঝে অবস্থান করেই ইসলামের স্বার্থে যা সম্ভব হয় তাই কর। হযরত নুয়াইম (রা.) অত্যন্ত বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। মনে মনে এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে স্ব-গোত্রীয়দের মাঝে গিয়ে যা ভালো বিবেচিত হয় তাই বলা ও করার অনুমতি চাইলেন। হুযূর ﷺ তাঁকে অনুমতি দিলেন। বনূ কুরায়যার সাথে নুয়াইমের অন্ধকার যুগ থেকেই নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাদের নিকট গিয়ে তিনি বললেন- হে বনূ কুরায়যা! তোমরা ভালোভাবেই জান যে, আমি তোমাদের বহু পুরাতন বন্ধু। তারা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলল, আপনার বন্ধুত্ব ও কল্যাণবোধ সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অতঃপর হযরত নুয়াইম (রা.) বনূ কুরায়যার নেতৃবৃন্দকে নিতান্ত উপদেশপূর্ণ ও কল্যাণ কামনার সুরে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা সবাই জান যে, মক্কার কুরাইশ হোক বা আমাদের গাতফান গোত্র হোক বা অন্যান্য ইহুদি গোত্র হোক-এদের কারো মাতৃভূমি বা দেশ এটা নয়। যদি তারা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায় তবে তাদের কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমাদের ব্যাপারটা তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, মদীনা তোমাদের মাতৃভূমি, তোমাদের পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ সবই এখানে। যদি তোমরা তাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কর- পরিণামে যদি এরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়, তবে তোমাদের কি গতি হবে? তোমরা মুসলমানদের সাথে মোকাবিলা করে টিকে থাকতে পারবে কি? তাই আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে এ পরামর্শ দিচ্ছি যে, যে পর্যন্ত এরা

তাদের কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট নেতাকে তোমাদের নিকটে জিম্মি হিসাবে না রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো না- যাতে তারা তোমাদেরকে মুসলমানদের মুখোমুখি ঠেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম না হয়। তাঁর এ পরামর্শ বনূ কুরায়যার বেশ মনঃপুত হলো এবং যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে তারা বলল যে, আপনি উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন।

অতঃপর নুয়াইম (রা.) কুরায়শ দলপতিদের নিকটে যান এবং তাদের বলেন যে, আপনারা জানেন যে, আমি আপনাদের আন্তরিক বন্ধু এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি একটা সংবাদ পেলাম-আপনাদের একান্ত সুহৃদ বলে এ সম্পর্কে আপনাদেরকে অবহিত করা আমার বিশেষ কর্তব্য। অবশ্যই আপনারা আমার নাম প্রকাশ করতে পারবেন না। সংবাদটি এই যে, বনূ কুরায়যা আপনাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর এরূপ সিদ্ধান্তের জন্য তারা অনুতপ্ত এবং তাঁরা মুহাম্মদ ﷺ-কে এ সম্পর্কে এই বলে অবহিত করে দিয়েছে যে, আপনারা কি আমাদের এ শর্তে সম্মতি প্রদান করতে পারেন যে, আমরা কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের কতিপয় নেতাকে এনে আপনাদের হাতে তুলে দেব আপনারা তাদেরক হত্যা করবেন, অতঃপর আমরা আপনাদের সাথে একত্রিত হয়ে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হব। হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এখন বনূ কুরায়যা জিম্মি হিসাবে আপনাদের কিছু সংখ্যক নেতাকে তাদের নিকটে সমর্পণ করার জন্য দাবি পেশ করতে যাচ্ছে। এখন আপনাদের ব্যাপার-নিজেরা ভালোভাবে ভেবেচিন্তে দেখুন।

অতঃপর নুয়াইম (রা.) নিজের গোত্র বনূ গাতফানের নিকট গেলেন এবং তাদেরকেও এ সংবাদই শোনালেন। এর সাথে সাথেই আবূ সুফিয়ান কুরাইশদের পক্ষ থেকে ইকরামা বিন আবূ জেহেলকে এবং বনূ গাতফানের পক্ষ থেকে ওয়ারকা বিন গাতফানকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করলো যে, তারা বনূ কুরায়যার নিকট গিয়ে একথা বলবে যে, আমাদের যুদ্ধোপকরণ নিঃশেষ হওয়ার পথে এবং আমাদের লোক অবিরাম যুদ্ধের কারণে ক্লান্ত ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ছে-আমরা চুক্তি অনুসারে আপনাদের সাহায্য ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রতীক্ষারত। উত্তরে বনূ কোরায়যা বলল, যে পর্যন্ত তোমাদের উভয় গোত্রের কিছু সংখ্যক নেতাকে জিম্মি হিসাবে আমাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবো না। ইকরামা ও ওয়ারাকা এ সংবাদ আবূ সুফিয়ানের নিকট পৌঁছালে পর গাতফান ও কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পূর্ণভাবে বিশ্বাস করল যে, নুয়াইম বিন মাসুদ (রা.)-এর প্রদত্ত সংবাদ সম্পূর্ণ ঠিক। তারা বনূ কুরায়যার নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিল যে, আমাদের কোনো লোক আপনাদের হাতে সমর্পণ করা যাবে না। এখন মনে চাইলে আপনারা আমাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন আর না চাইলে না করুন। এ অবস্থা দেখে হযরত নুয়াইম প্রদত্ত সংবাদের উপর বনূ কুরায়যার বিশ্বাস আরো দৃঢ় ও ঘনীভূত হলো। এরূপভাবে আল্লাহ শত্রু পক্ষের এক ব্যক্তির মাধ্যমে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল করে দেন।

তদুপরি তাদের উপর আকাশ থেকে এই বিপদ ও বিপর্যয় নেমে এলো যে, এক প্রচণ্ড বায়ু তাদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাদের তাঁবুগুলো ভূলুণ্ঠিত করে দিল-চুলোর হাঁড়ি-পাতিল পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে গেল। তাদেরকে মূলোৎপাটিত ও ছিন্নভিন্ন করার জন্য এগুলো তো ছিল আল্লাহ পাকের বাহ্যিক মাধ্যম ও উপকরণ। তদুপরি অভ্যন্তরীণভাবে তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য আল্লাহ পাক তদীয় ফেরেশতা মণ্ডলীকে প্রেরণ করেন। উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ পাকের এই উভয়বিধ সাহায্যের বর্ণনা এরূপভাবে দেওয়া হয়েছে : فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا অর্থাৎ অতঃপর আমি তাদের উপর দিয়ে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত করে দেই এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেই, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর ছিল না। এর ফলে তাদের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো পথ ছিল না।

হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর শত্রু সৈন্যের মাঝে গমন ও খবর নিয়ে আসার ঘটনা : অপর দিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হযরত নুয়াইম (রা.) অনুসৃত ভূমিকা ও কার্য বিবরণ এবং শত্রু বাহিনীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টিজনিত ঘটনাবলির সংবাদ পৌঁছলে পরে তিনি নিজেদের কোনো লোক পাঠিয়ে শত্রু পক্ষের অবস্থা ও তাদের গতিবিধি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু শত্রুদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সেই প্রচণ্ড হিম বায়ুর প্রভাব সমগ্র মদীনার উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলমানগণও এই ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে পড়েন। রাত্রিকালে সাহাবায়ে কেরাম সারাদিনের কঠোর পরিশ্রম ও শত্রুর মোকাবিলার ফলে ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীরে প্রচণ্ড শীতের দরুন জড়সড় হয়ে বসে আছেন। সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, শত্রু পক্ষের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেউ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে কি, যার বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত প্রদান করবেন, উৎসর্গিত প্রাণ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সামাবেশ-কিন্তু অবস্থা এমন অপারগ করে রেখেছিল যে, কেউ দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কিছুক্ষণ নামাজে লিপ্ত থাকার পর আবার জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন : শত্রু সৈন্যদের মধ্য থেকে তথ্য সংগ্রহের

উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার জন্য দাঁড়াতে পারে এমন কেউ আছে কি? প্রতিদানে আল্লাহ পাক তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন; এবার গোটা সমাবেশ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। কেউ দাঁড়ালেন না। রাসূল ﷺ আবার নামাজে দাঁড়ালেন, খানিকটা পরে তৃতীয়বারও একই রকম সম্বোধন করলেন, যে এ কাজ করবে সে আমার সাথে বেহেশতে অবস্থান করবে। কিন্তু সমবেত জনমণ্ডলী সারাদিনের প্রাণান্তকর পরিশ্রম, উপরের প্রচণ্ড শীত এবং কয়েক বেলা থেকে অভুক্ত থাকার দরুন এমন কাতর ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, কেউ সাহসে ভর করে দাঁড়াতে পারছিলেন না।

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত হোযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.) বলেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নাম ধরে বললেন যে, তুমি যাও। আমার অবস্থাও অন্য সকলেরর মতোই ছিল। কিন্তু নাম ধরে আদেশ করার দরুন তা পালন করা ব্যতীত কোনো উপায় ছিল না। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম; কিন্তু প্রচণ্ড শীতে আমার শরীর থরথর করে কাঁপছিল। তিনি তাঁর হাত আমার মাথা ও মুখমণ্ডলে বুলিয়ে বললেন–শত্রু সেনাদের মাঝে গিয়ে কেবল সংবাদটা নিয়ে আমাকে দেবে এবং আমার নিকট ফিরে আসার আগে অন্য কোনো কাজ করতে পারবে না। অতঃপর তিনি আমার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করলেন। আমি তীর-ধনুক তুলে নিয়ে সমর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে শত্রু শিবির অভিমুখে রওয়ানা করলাম।

এখান থেকে রওয়ানার পর এক বিস্ময়কর ঘটনা দেখতে পেলাম। তাঁবুতে অবস্থানকালে শরীরে যে কম্পন ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। আর আমি এমনভাবে চলতে ছিলাম যেন কোনো গরম গোসলখানার ভেতরে আছি। এভাবে আমি শত্রু সেনাদের মাঝে পৌঁছে গেলাম। দেখতে পেলাম যে, ঝড়ে তাদের তাঁবু উৎপাটিত হয়ে গেছে–হাঁড়িপাতিল উল্টে পড়ে আছে। আবূ সুফিয়ান আগুনের পাশে বসে তাপ নিচ্ছিল। তাকে এরূপ অবস্থায় দেখে আমি তীর-ধনুক প্রস্তুত করতে উদ্যত হলাম। এমন সময় হুযূরের সে আদেশ স্মরণ পড়ল যে, ওখান থেকে ফিরে আসার আগে অন্য কোনো কাজ করবে না। আবূ সুফিয়ান একেবারে আমার নাগালের মধ্যে ছিল। কিন্তু হুযূরের ফরমানের পরিপ্রেক্ষিতে তীর ধনুক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম। আবূ সুফিয়ান অবস্থা বেগতিক দেখে ফিরে যাওয়ার মর্মে ঘোষণা দিতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন ছিল। নিথর নিস্তব্ধ গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে তাদের মাঝে কোনো গুপ্তচর অবস্থান করে তাদের সিদ্ধান্ত জেনে নিতে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল। তাই আবূ সুফিয়ান এরূপ হুঁশিয়ারি প্রদান করলেন যে, কথাবার্তা আরম্ভ করার পূর্বে উপস্থিত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকে যেন নিজের সম্মুখবর্তী লোককে চিনে নেয়- যাতে বহিরাগত কোনো লোক আমাদের পরামর্শ শুনতে না পায়।

হযরত হোযায়ফা (রা.) বলেন : এখন আমি প্রমাদ গুণতে লাগলাম যে, যদি আমার সম্মুখবর্তী লোক আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করে তবে হয়ত আমি ধরা পড়ে যাব। তাই তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সাহসিকতার সাথে নিজে অগ্রণী হয়ে নিজের সম্মুখস্থ ব্যক্তির হাতের উপর হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কে? সে বলল, আশ্চর্য! তুমি আমাকে চিনতে পাচ্ছ না, আমি অমুকের ছেলে অমুক-সে হাওয়াজিন গোত্রের লোক ছিল। আল্লাহ পাক এভাবে হযরত হোযায়ফা (রা.)-কে শত্রুর হাতে বন্দী হওয়া থেকে রক্ষা করলেন।

আবূ সুফিয়ান যখন এ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হলেন যে, সমাবেশ তাদের নিজস্ব লোকদেরই -অপর কেউ নেই, তখন তিনি উদ্বেগজনক অবস্থাবলি, বনূ কোরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা ও যুদ্ধ সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে যাওয়া সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি বিবৃত করে বললেন যে, আমার মতে এখন আমাদের সকলের ফিরে যাওয়া উচিত। আমিও ফিরে চলছি। একথা বলার সাথে সাথেই সৈন্যদের মাঝে পালাও পালাও রব পড়ে গেল এবং সবাই ফিরে চললো।

হযরত হোজায়ফা (রা.) বলেন যে, আমি যখন এখান থেকে ফিরে রওয়ানা করলাম, তখন এমন মনে হচ্ছিল যেন আমার আশেপাশেই কোনো গরম গোসলখানা আমাকে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচিয়ে রাখছে। ফিরে গিয়ে হুযূর ﷺ-কে নামাজরত দেখতে পেলাম। সালাম ফেরানোর পর আমি তাঁর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আনন্দে হেঁসে ফেললেন। এমনকি রাতের আঁধারেও তাঁর দাঁতগুলো চমকে উঠছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর পায়ের দিকে স্থান করে দিয়ে তাঁর গায়ে জড়ানো চাদরের একাংশ আমার গায়ের উপর জড়িয়ে দিলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ভোর হয়ে গেল তখন তিনি আমাকে এই বলে সজাগ করলেন– قُمْ يَانَوْمَانُ হে ঘুমকাতুরে উঠ!

আগামীতে কাফেরদের মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার সুসংবাদ : বুখারী শরীফে হযরত সুলায়মান বিন সারদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আহযাব ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান : اَلْاٰنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا نَحْنُ نَسِيْرُ اِلَيْهِمْ بُخَارِى এখন থেকে আমরাই আক্রমণ চালাবো, ওরা আক্রমণ করতে আর সাহাসী হবে না। অদূর ভবিষ্যতে আমরা তাদের দেশে পৌঁছে যাব এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করব। এরূপ ইরশাদ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-সহ মদীনায় ফিরে আসেন এবং সুদীর্ঘ একমাস পর তাঁরা নিরস্ত্র হন।

প্রণিধানযোগ্য বিষয় : হযরত হোযায়ফা (রা.)-এর সংশ্লিষ্ট এ ঘটনা মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। ঘটনাটি বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ। –নানাবিধ উপদেশাবলি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেশ কিছুসংখ্যক মু'জিযা এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চিন্তাশীল সুধীবর্গ নিজে নিজেই তা অনুধাবন করে নিতে পারবেন-বিস্তারিতভাবে লেখার প্রয়োজন নেই।

বনী কুরায়যার যুদ্ধ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম মদীনায় পৌঁছার পর পরই হঠাৎ করে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত দিহইয়ায়ে কালবীর আকৃতি ধারণ করে তাশরিফ আনেন এবং বলেন যে, যদিও আপনারা অস্ত্র-শস্ত্র খুলে রেখে দিয়েছেন-ফেরেশতাগণ কিন্তু তাদের অস্ত্র সংবরণ করেন নি। আল্লাহ পাক আপনাদেরকে বনী কুরায়যার উপর আক্রমণ করতে হুকুম করেছেন এবং আমি আপনাদের আগে আগে সেখানে যাচ্ছি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এ নির্দেশ মদীনাবাসীদের মাঝে প্রচার করে দেওয়ার জন্য জনৈক সাহাবী (রা.)-কে প্রেরণ করেন যে, لَا يُصَلِّيَنَّ اَحَدٌ الْعَصْرَ اِلَّا فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ অর্থাৎ কুরায়যা গোত্রে না পৌঁছে তোমাদের কেউ যেন আসরের নামাজ না পড়ে।

সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে বনূ কুরায়যা অভিমুখে রওয়ানা করেন। রাস্তায় আসরের সময় হলে পর কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম নবীজীর বাহ্যিক নির্দেশ মুতাবিক আসরের নামাজ আদায় করলেন না বরং নির্দিষ্ট স্থল বনূ কুরায়যা পর্যন্ত পৌঁছে আদায় করলেন। আবার কতক সাহাবী এরূপ মনে করলেন যে, হুযূর ﷺ-এর উদ্দেশ্য আসরের সময় থাকতে থাকতে বনূ কুরায়যা পৌঁছে যাওয়া। সুতরাং আমরা যদি পথে নামাজ আদায় করে আসরের সময় থাকতে থাকতেই সেখানে পৌঁছে যাই তবে হুযূরের হুকুম অমান্য করা হবে না। তাই তারা আসরের নামাজ যথাসময়ে পথিমধ্যেই আদায় করে নিলেন।

পরস্পর বিরোধী মত পোষণকারীর কোনো পক্ষই দোষী নয় বলে কেউই ভর্ৎসনা পাওয়ার যোগ্য নন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের এই বিপরীতমুখী কার্যক্রম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর কোনো পক্ষকেও ভর্ৎসনা করেন নি। উভয় পক্ষই সঠিক পন্থি বলে সাব্যস্ত করেন। তাই বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম এই মূলনীতি বের করেছেন যে, যাঁরা প্রকৃত মুজতাহিদ এবং যাদের ইজতিহাদের সত্যিকার যোগ্যতা রয়েছে তাঁদের বিপরীতমুখী মতামতের কোনোটাই ভ্রান্ত ও অপকৃষ্ট বলে মন্তব্য করা চলে না। উভয় পক্ষই নিজ নিজ ইজতিহাদানুযায়ী কাজ করলেও ছওয়াবের অধিকারী হবেন।

বনূ কুরায়যার উদ্দেশ্যে জিহাদের জন্য বের হওয়ার কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ পতাকা হযরত আলী (রা.)-কে প্রদান করেন। বনূ কুরায়যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের আগমন সংবাদ পেয়ে সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেয়। মুসলিম বাহিনী এ দুর্গ অবরোধ করেন।

কুরায়যা গোত্রপতি কা'বের বক্তৃতা : কুরায়যা গোত্রপতি কা'ব-যে নবীজীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আহযাবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল-সেই পরিপ্রেক্ষিতে গোত্রের সম্মুখে অবস্থার নাজুকতা বর্ণনার পর তিন প্রকারের কার্যক্রম পেশ করে :

১. তোমরা সকলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসারী হয়ে যাও। কেননা আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তিনি ﷺ সত্য নবী-যা তোমরাও জান এবং তোমাদরে ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাতেও সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তোমরা নিজেরাও তা পাঠ করেছ। যদি তোমরা এমন কর তবে ইহজগতে নিজেদের ধনপ্রাণ ও সন্তান-সন্ততিদেরকে রক্ষা করতে পারবে এবং তোমাদের পরকালও শুভ ও শান্তিময় হবে।
২. অথবা তোমরা নিজেদের পুত্র-পরিজন ও স্ত্রীগণকে নিজ হাতে হত্যা করে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করার পর নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দাও।
৩. তৃতীয় পথ এই যে, শনিবার মুসলমানদের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ কর। কেননা মুসলমানগণ জানে যে, আমাদের ধর্মে শনিবার যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। তাই তারা সেদিন আমাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে। আমরা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করলে জয় লাভের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

গোত্রপতি কা'বের এ বক্তৃতার পর গোত্রের সমস্ত লোক জবাবে বলল যে, প্রথম প্রস্তাব-অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যাওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। কেননা আমরা তওরাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। এখন রইল দ্বিতীয় প্রস্তাব, নারী ও শিশুরা কি অপরাধ করেছে যে, আমরা তাদেরকে হত্যা করব! অবশিষ্ট তৃতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে কথা হলো-ইহা স্বয়ং তাওরাতের হুকুম ও আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসের পরিপন্থি। তাই এটাও আমরা করতে পারি না।

অতঃপর সকলে এ ব্যাপারে একমত হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে তিনি যা করেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকব। আনসারদের মধ্যে যাঁরা আউস গোত্রভুক্ত ছিলেন- তাঁরা প্রাচীন কাল থেকেই বনূ কুরায়যার সাথে একটা মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। তাই আউস গোত্রভুক্ত সাহাবায়ে কেরাম হুযূর ﷺ-এর খেদমতে আরজ করলেন যে, তাদেরকে আমাদের দায়িত্বে ছেড়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন যে, তোমাদের ব্যাপার তোমাদেরই এক নেতার উপর ন্যস্ত করতে চাচ্ছি। তোমরা এতে সম্মত আছ কি-না? তারা এতে সম্মত হয়ে গেলে পর নবীজী ﷺ বললেন যে, তোমাদের সে নেতা সা'আদ বিন মুয়াজ-এর মীমাংসার ভার আমি তাঁর উপর ন্যস্ত করছি। এ প্রস্তাবে সবাই সম্মতি জানালো।

খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'আদ বিন মুয়াজ (রা.) বিশেষভবে ক্ষত-বিক্ষত হন। তাঁরা সেবা-যত্নের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে নববীর গণ্ডীতেই তাঁবু টানিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মুতাবিক বনূ কুরায়যাভুক্ত কয়েদীদের মীমাংসার ভার হযরত সা'আদ বিন মুয়াযের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি এদের মধ্যে যারা যুবক যোদ্ধা রয়েছে, তাদেরকে হত্যা করে দেওয়ার এবং নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা দেওয়ার রায় প্রদান করেন। ফলে এ সিদ্ধান্তই কার্যকর করা হয়। এ রায় দেওয়ার অব্যবহিত পরেই হযরত সা'আদ (রা.)-এর ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল এবং এর ফলেই তিনি পরলোক গমন করেন। আল্লাহ পাক তাঁর তিনটি দোয়াই কবুল করেছেন। প্রথমত আগামীতে কুরাইশ আর যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর আক্রমণ করতে সাহস না পায়। দ্বিতীয়ত বনূ কুরায়যা নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি যেন পেয়ে যায় যা আল্লাহ পাক তাঁর মাধ্যমেই বাস্তবায়িত করেন। তৃতীয়ত তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।

যাদেরকে হত্যা করা সাব্যস্ত হলো তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান হয়ে যাওয়ার তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হলো। প্রসিদ্ধ সাহাবী আতিয়া কুরাযী (রা.)-ও এদের অন্যতম। হযরত যুবায়ের বিন বাতাও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.) হযরত ﷺ-এর নিকট দরখাস্ত করে এদেরকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। এর কারণ এই যে, অন্ধকার যুগে যুবায়ের বিন বাতা তার প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিল। তা এই যে, অন্ধকার যুগে বুয়াসের যুদ্ধে হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.) যোবায়ের বিন বাতার হাতে বন্দী হন। যুবায়ের তাঁকে হত্যা না করে তার মাথার চুল কেটে মুক্ত করে দেয়।

অনুগ্রহের প্রতিদান এবং জাতীয় মর্যাদাবোধের দু'টি অনন্য ও বিস্ময়কর উদাহরণ : হযরত সাবেত বিন কায়েস যুবায়ের বিন বাতার মুক্তির নির্দেশ লাভ করে তার নিকট গিয়ে বললেন যে, তুমি বুয়াসের যুদ্ধে আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছিলেন তারই প্রতিদান হিসাবে তোমার এই মুক্তির ব্যবস্থা করলাম। যোবায়ের বলল যে, সম্ভ্রান্তজন অপর সম্ভ্রান্তজনের প্রতি এরূপ ব্যবহারই করে থাকে। কিন্তু একথা বল দেখি যে, যে ব্যক্তির পরিবার-পরিজন বেঁচে থাকবে না, তার বেঁচে থাকার সার্থকতা কি? একথা শুনে হযরত সাবেত বিন কায়েস হুযূর ﷺ-এর খেদমতে গিয়ে তাঁর পরিবার-পরিজনকেও মুক্ত করে দেওয়ার আবেদন করলেন। তিনিও তা গ্রহণ করলেন। যোবায়ের আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলল যে, পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট কোনো মানুষ তার ধনসম্পদ ব্যতীত কিভাবে বেঁচে থাকতে পারে। সাবেত বিন কায়েস পুনরায় হযরত নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তার ধনসম্পদও ফেরত দেওয়ার আবেদন করলেন। এটাই ছিল একজন মু'মিনের শালীনতা ও কৃতজ্ঞতাবোধের উদাহরণ– হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.) তা প্রদর্শন করেছিলেন।

অতঃপর যখন যুবায়ের বিন বাতা স্বীয় পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ ফেরত প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হলো তখন সে হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.)-এর নিকট ইহুদি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে বলল যে, চীনা দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল ও সাদা মুখমণ্ডল বিশিষ্ট ইবনে আবিল হুকায়েক, কুরায়যা গোত্রপতি কা'ব বিন কুরায়যা ও আমর বিন কুরায়যার অবস্থা কি? উত্তরে বললেন যে, তাঁদের সাবাইকে হত্যা করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আরো দু'টি দল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তাদেরকেও হত্যা করে ফেলবা হয়েছে বলে সংবাদ দেওয়া হলো।

একথা শুনে যুবায়ের বিন বাতা হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.)-কে বলল যে, আপনি আমার অনুগ্রহের প্রতিদান পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং নিজ দায়িত্ব পুরোপুরিই পালন করেছেন। কিন্তু এসব লোকদের অন্তর্ধানের পর আমি আমার বিষয়াষয় জমাজমি আবাদ করব না। আমাকেও হত্যা করে তাদেরই দলভুক্ত করে দেন। হযরত সাবেত (রা.) তাঁকে হত্যা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। অবশ্য তাঁর পীড়াপীড়িতে অপর এক মুসলমান তাকে হত্যা করে ফেলে। –[কুরতুবী]

এটাই ছিল জনৈক কাফেরের জাতীয় অনুভূতি ও আত্মমর্যাদাবোধ-যে সকল কিছু ফিরে পাওয়ার পরও নিজের সঙ্গীহারা অবস্থায় বেঁচে থাকা পছন্দ করল না। একজন মু'মিন ও একজন কাফেরের এরূপ কর্মকাণ্ড এক ঐতিহাসিক স্মারক রূপে বিদ্যমান থাকবে।

বনী কুরায়যার বিরুদ্ধে এ বিজয় পঞ্চম হিজরিতে জিলকদ মাসের শেষে ও জিলহজ্ব মাসের প্রথম ভাগে অনুষ্ঠিত হয়। –[কুরতুবী]

প্রণিধানযোগ্য বিষয় : আহযাব (সম্মিলিত বাহিনী) ও বনূ কুরায়যার যুদ্ধদ্বয়কে এখানে খানিকটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার এক কারণ এই যে, স্বয়ং কুরআনেও এর সবিস্তার বর্ণনা দু'রুকূ ব্যাপী স্থান দখল করে আছে। দ্বিতীয় কারণ এর মধ্যে মানব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কেও নানাবিধ উপদেশমালা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুস্পষ্ট মু'জিযাসহ আরো বহু শিক্ষাপ্রদ বিষয় রয়েছে। যেগুলোকে এ কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শিরোনামায় বর্ণনা হয়েছে। এ সম্পূর্ণ ঘটনা অবহিত হওয়ার পর উল্লিখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যার জন্য তাফসীরের সার-সংক্ষেপ দেখে নেওয়াই যথেষ্ট-অতিরিক্ত বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য।

১. এই যুদ্ধে মুসলমানদের কঠিন বিপদ ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করে এ দুর্যোগপূর্ণ বিশ্বে মুসলমানদের এক অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে– وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا অর্থাৎ আল্লাহ পাক সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করছিলে। এসব ধারণা দ্বারা সেসব ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণাসমূহকেই বোঝানো হয়েছে-যেগুলো সঙ্কটকালে

মানব মনে উদয় হয়-যেমন, মৃত্যু আসন্ন ও অনিবার্য; বাঁচার আর কোনো উপায় নেই ইত্যাদি। এরূপ ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণা ও কল্পনাসমূহ পরিপক্ক ঈমান বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার পরিপন্থি নয়। অবশ্য এগুলো চরম দুর্বিপাক ও কঠিন বিপদের পরিচায়ক ও সাক্ষ্যবাহক। কেননা পর্বতবৎ অনড় ও দৃঢ়পদ সাহাবায়ে কেরামের অন্তরেও এ ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে।

২. মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অঙ্গীকারসমূহকে ভাঁওতা ও প্রতরণা বলে আখ্যায়িত করতে লাগল :

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا غُرُوْرًا.

অর্থাৎ যখন কপটবিশ্বাসী এবং ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকেরা বলতে লাগল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এসব অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এতো ছিল তাদের আভ্যন্তরীণ কুফরির বহিঃপ্রকাশ পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মুনাফিক কার্যতঃ বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরিক ছিল তাদের দু'শ্রেণি ছিল। প্রথম শ্রেণি-যারা কিছু না বলেই পালাতে লাগল এবং বলতে লাগল يٰاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا– অর্থাৎ, হে ইয়াসরেব বাসীরা! তোমাদের টিকে থাকার উপায় নেই, সুতরাং ফিরে চলো। আর অপর শ্রেণি যারা ছল-চাতুরী বের করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট ফিরে যাওয়ার আবেদন করল। তাদের অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ অর্থাৎ এদের মাঝে একদল নবীজীর নিকট এই বলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল যে, আমাদের বাড়ি অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। কুরআন কারীম এদের ছল-চাতুরীর স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়েছে যে, এ সবকিছুই মিথ্যা আসলে এরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে চায়, পরবর্তী কয়েক আয়াতে এদের কু-কীর্তি, অপকৃষ্টতা এবং মুসলমানদের সাথে এদের শত্রুতা অতঃপর এদের কারণ ও মর্মন্তুদ পরিণতির বর্ণনা রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

غَلِيْظًا : صفت مشبه শব্দটি একবচন, বহুবচনে غِلَاظٌ অর্থ– শক্ত/ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا অর্থ– শক্ত অঙ্গীকার: غلاظ বহুবচন।

لَمْ تَرَوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع منفى بلام বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ- যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

حَنَاجِرَ : حَنْجَرَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– গলা, কণ্ঠনালী।

زُلْزِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার زَلْزَلَةٌ - زِلْزَالٌ মূলবর্ণ (ز - ل - ز - ل) জিনস مضاعف رباعى অর্থ- তাদেরকে কম্পনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।

اَقْطَارِهَا : মুযাফ هَا যমীর মুযাফ ইলাইহি, قَطْرٌ-এর বহুবচন অর্থ– পার্শ্ব। কিনারা। প্রান্ত। এর দিকে।

لَاٰتَوْهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ- তারা তা মঞ্জুর করে নিবে।

تَلَبَّثُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَلَبُّثٌ মূলবর্ণ (ل - ب - ث) জিনস صحيح অর্থ- তারা অবস্থান করবে।

اَلْاَدْبَارُ : শব্দটি اَلدُّبُرُ-এর বহুবচন। অর্থ– পিঠ। পিছনে অর্থেও ব্যবহার হয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

এখানে : فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا فاء এবং فَاَرْسَلْنَا টি আতেফা। আর اَرْسَلْنَا ফে'লটি পূর্ববর্তী جَاءَتْكَ এর উপর আতফ হয়েছে। عَلَيْهِمْ টা متعلق হয়েছে اَرْسَلْنَا-এর সাথে। আর رِيْحًا হলো মাফউলে বিহী। আর جُنُوْدًا টা رِيْحًا-এর উপর عطف হয়েছে। আর لَمْ تَرَوْهَا বাক্যটি جُنُوْدًا এর সিফত হয়েছে। আর كَانَ হলো ফে'লে নাকেস, আর اللّٰهُ শব্দটি اسم كان এবং আর بِمَا টা بَصِيْرًا - এর সাথে متعلق হয়েছে। আর تَعْمَلُوْنَ টা مَا-এর সেলাহ আর بَصِيْرًا হলো خبر كان

–[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ১৪৩]

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٦﴾

১৬. আপনি বলে দিন, পলায়ন করা তোমাদের জন্য কিছুমাত্র উপকারী হতে পারে না, যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা হতে পলায়ন কর, বস্তুত এ অবস্থায় সামান্য কয়েক দিন ব্যতীত আর অধিক লাভবান হতে পারবে না।

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿١٧﴾

১৭. এটাও বলে দিন, সে কে? যে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হতে রক্ষা করতে পারে যদি তিনি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে ইচ্ছা করেন অথবা [সে কে? যে তোমাদের উপর হতে আল্লাহর অনুগ্রহকে রোধ করতে পারে,] যদি তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান এবং তারা আল্লাহ ভিন্ন নিজেদের না কোনো সহায়কও পাবে আর না কোনো সাহায্যকারী।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾

১৮. আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার ঐ সমস্ত লোকদেরকে জানেন, যারা [অন্য লোকদের যুদ্ধে যোগদানে] প্রতিরোধকারী হয়, আর যারা আপন ভাইদেরকে বলে, আমাদের নিকট চলে আস, এবং তারা যুদ্ধে খুব কমই যোগদান করে,

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ

১৯. তোমাদের জন্য কৃপণতা বশত, অতএব, যখন ভয়ের সম্মুখীন হয়, তখন আপনি তাদেরকে দেখতে পান যে, তারা আপনার প্রতি এমনভাবে তাকাতে থাকে যে, তাদের চক্ষুসমূহ ঘুরতে থাকে যেমন কারো উপর মরণ-বিভীষিকা আচ্ছন্ন হয়,

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. قُلْ আপনি বলে দিন لَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ পলায়ন করা তোমাদের কিছু মাত্র উপকারী হতে পারেনা اِنْ فَرَرْتُمْ যদি তোমরা পলায়ন কর مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ মৃত্যু অথবা হত্যা হতে وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا বস্তুতঃ এই অবস্থায় সামান্য কয়েকদিন ব্যতীত আর অধিক লাভবান হতে পারবে না।

১৭. قُلْ এটাও বলে দিন مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ সে কে? যে তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হতে রক্ষা করতে পারে اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا যদি তিনি তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে ইচ্ছা করেন اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً অথবা যদি তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান وَلَا يَجِدُوْنَ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا এবং তারা আল্লাহ ভিন্ন নিজেদের না কোনো সহায়কও পাবে আর না কোনো সাহায্যকারী।

১৮. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ আল্লাহ জানেন الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ তোমাদের মধ্যকার ঐ সমস্ত লোকদের যারা প্রতিরোধকারী হয় وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ আর যারা আপন ভাইদেরকে বলে هَلُمَّ اِلَيْنَا আমাদের নিকট চলে আস وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا তারা যুদ্ধে খুব কমই যোগদান করে।

১৯. اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ তোমাদের জন্য কৃপণতা সহকারে فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ অতএব, যখন ভয়ের সম্মুখীন হয় رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ তখন আপনি তাদেরকে দেখতে পান যে, তারা আপনার প্রতি এমনভাবে তাকাতে থাকে যে تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ তাদের চক্ষু সমূহ ঘুরতে থাকে كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ যেমন কারো উপর মরণ-বিভিষিকা আচ্ছন্ন হয়।

فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۭ اُولٰۗئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٩﴾

** অতঃপর যখন সেই ভয় দূরীভূত হয়, তখন সম্পদের লোভে তোমাদেরকে অতি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করতে থাকে, এরা ঈমান আনেনি, অতএব, আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ বিফল করে রেখেছেন এবং এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَاۗئِكُمْ ۭ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢٠﴾

২০. তাদের এ ধারণা যে, এ সৈন্যদল [এখনো] চলে যায়নি, আর যদি [প্রস্থানকারী] সৈন্যদল [পুনঃ ফিরে] আসে, তবে এরা এটাই আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি ভালো হতো যদি আমরা শহরের বাইরে গিয়ে পল্লীবাসীদের মধ্যে থাকতাম, যেন [সেখানে থেকে] তোমাদের সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকে; আর যদি তোমাদের মধ্যেই থাকে, তবে নামমাত্র যুদ্ধে যোগদান করবে।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ﴿٢١﴾

২১. রাসূলুল্লাহর এক উত্তম আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে তোমাদের জন্য, অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও শেষ দিবস হতে ভয় রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করে।

শাব্দিক অনুবাদ :

** فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ অতঃপর যখন সেই ভয় দূরীভূত হয় سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ তখন তোমাদেরকে অতি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করতে থাকে اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ সম্পদের লোভে اُولٰۗئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا এরা ঈমান আনেনি فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ বিফল করে রেখেছেন। وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا এবং এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।

২০. يَحْسَبُوْنَ তাদের ধারণা এই যে اَلْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا এই সৈন্যদল (এখনো) চলে যায় নি وَاِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ আর যদি (প্রস্থানকারী) সৈন্যদল (পুনঃফিরে) আসে يَوَدُّوْا তবে এরা এটা আকাঙ্ক্ষা করবে لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ কি ভালো হতো যদি আমরা শহরের বাইরে যেয়ে পল্লীবাসীদের মধ্যে থাকতাম يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَاۗئِكُمْ যেন (তথায় থেকে) তোমাদের সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে থাকে وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ আর যদি তোমাদের মধ্যেই থাকে مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا তবে নাম মাত্র যুদ্ধে যোগদান করবে।

২১. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لِمَنْ كَانَ তোমাদের জন্য রয়েছে فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ রাসূলুল্লাহ ﷺ এক উত্তম আদর্শ বিদ্যমান يَرْجُوا অর্থাৎ সেই ব্যক্তির জন্য যে ভয় রাখে اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ আল্লাহ এবং শেষ দিবস হতে وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করে।

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ ۙ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ۫ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّاۤ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ﴿٢٢﴾

২২. [তিনি যখন স্বয়ং যুদ্ধে শরিক রইলেন, তখন এমন প্রিয় আর কে আছে যে, যুদ্ধে যোগদান না করে প্রাণ বাঁচিয়ে চলে?] এবং যখন মু'মিনগণ ঐ সৈন্যদলসমূহকে প্রত্যক্ষ করল, তখন বলতে লাগল, এটা তাই যা সম্বন্ধে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন এবং এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যের আরো উন্নতি হলো।

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. وَلَمَّا رَاَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ এবং যখন মু'মিনগণ ঐ সৈন্যদল সমূহকে প্রত্যক্ষ করল قَالُوْا তখন বলতে লাগল هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ এটা তাই যা সম্বন্ধে আল্লাহ এবং তারা রাসূল আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছিলেন وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ আল্লাহ এবং তার রাসূল সত্যই বলেছেন وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا এবং এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যের আরও উন্নতি হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا (١٨)

শানে নুযূল-১ : ইবনে সায়েব বলেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উবাই, মা'তাব বিন কুশাইর এবং যে সকল মুনাফিকেরা খন্দক হতে মদীনায় ফিরেছিল, তাদের চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনাসহ আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তাদের নিকট যখনই কোনো মুনাফিক আসত, তখন বলত হতভাগারা আমাদের কাছে বস! এখান হতে বের হবেনা! তাছাড়াও তাদের গোত্রীয় ভাইয়েরা, যারা যুদ্ধের ময়দানে নিয়োজিত রয়েছে, তাদের নিকটও পত্র লিখেছে এই মর্মে যে, আমরা তোমাদের জন্যে অপেক্ষায় রয়েছি। তোমরা আমাদের আশ্রয়ে চলে আস। তাদের এহেন গোপন চক্রান্ত প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল-২ : কাতাদাহ বলেন, আলোচ্য আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। মুনাফিকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহায্যকারী মদীনায় অবস্থানকারী তাদের গোত্রীয় ভাইদেরকে বলত, মুহাম্মদ ﷺ ও তদীয় সাথিবর্গরা তো হলেন মাথার বোঝা। তারা যদি গোশ্ত হতো, তাহলে আবূ সুফিয়ান বাহিনী একই গ্রাসে তাদের সবাইকে গিলে ফেলত। সুতরাং তাদেরকে তোমরা ছেড়ে দাও। এ চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল-৩ : খন্দকের যুদ্ধ চলাকালীন জনৈক সাহাবী হুজুর ﷺ-এর দরবার থেকে ফেরার সময় তাঁর এক সহকর্মীকে দেখতে পেলেন যে, তার সামনে রুটি, কাবাব ও শরাব রয়েছে। তখন সাহাবী বলল, তোমরা আরাম-আয়েশে ও বিলাসিতার মধ্যে মত্ত রয়েছ, আর আমরা তীর ও বল্লমের মাঝে রয়েছি। একথা শুনে লোকটি বলল, তুমিও এখান থেকে চলে যাও। সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ নিয়েই থাকবে এর থেকে নিষ্কৃতি নেই। লোকটির কথা শুনে সাহাবী রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে জানানোর পূর্বেই উক্ত আয়াত নাজিল হয়। -[সূত্র : কুরতুবী ২৪ নং খণ্ড পৃ. ১৫২]

اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا (١٩)

শানে নুযূল : ইবেন জায়েদ তদ্বীয় পিতার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, বদর অভিযানে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্য হতে একজন বদর অভিযানের পর মুনাফিকে পরিণত হয়ে যায়। বদর অভিযানে অংশ গ্রহণ করে যে ছওয়াব

পেয়েছিল এবং আরো অন্যান্য কাজ করে যে ছওয়াবের অধিকারী হয়েছিল, মুনাফিক হয়ে যাওয়ার কারণে তার সমুদয় আমল বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। সে সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ ত'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[রূহুল মা'আনী ১৬৬/২১/১১, বহরে মুহীত্ব ২১৫/৭]

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا الخ

এখানে অকপট খাঁটি মুসলিমগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে এদের অসম দৃঢ়তার প্রশংসা করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অনুসরণ-অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতাকে মূলনীতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মধ্যে উত্তম অনুপম আদর্শ রয়েছে। এ দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ বাণীসমূহও কার্যাবলি উভয়ই অনুসরণের হুকুম রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু বিশিষ্ট মুফাসসিরগণের মতে এর বাস্তব ও কার্যকরীরূপ এই যে, যেসব কাজ করা বা পরিহার করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বারা অবশ্য করণীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে প্রমাণিত, তা অনুসরণ ওয়াজিব ও অপরিহার্য। আর যেগুলো করা বা বর্জন করা উত্তম (মোস্তাহাব) হওয়ার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা করা বা বর্জন করা আমাদের ক্ষেত্রেও মোস্তাহাবের স্তরেই থাকবে। তা অমান্য করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْمُعَوِّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْوِيْقٌ মূলবর্ণ (ع ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– প্রতিরোধকারী লোকজন।

تَدُوْرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার دَوْرٌ মূলবর্ণ (د ـ و ـ ر) জিনস اجوف واوى অর্থ- ঘুরতে থাকে।

بَادُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَدْوُ মূলবর্ণ (ب ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- পল্লীবাসী।

يَرْجُوْا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجَاءٌ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- যে ভয় রাখে।

زَادَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার زِيَادَةٌ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ– উন্নতি হলো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ : এখানে فاء টি হলো আতেফা আর اِذَا হলো ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط আর ذَهَبَ الْخَوْفُ বাক্যটি জারের স্থলে হয়েছে ظرف টা তার প্রতি ইজাফত হওয়ার কারণে। আর سَلَقُوْكُمْ বাক্যটি جواب شرط; এর কোনো মহল নেই। আর بِاَلْسِنَةٍ টা سَلَقُوْكُمْ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর حِدَادٍ টা اَلْسِنَةٍ -এর نعت হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ১৫৩]

২৩. সেই মু'মিনদের মধ্যকার কতক লোক এমনও আছে যে, তারা আল্লাহর সাথে যে কথার অঙ্গীকার করেছে তা সত্যে পরিণত করেছে, অতঃপর তাদের মধ্যে কতিপয় নিজেদের [শাহাদতের] মানত পূর্ণ করেছে, আর তাদের কতক লোক প্রতীক্ষায় রয়েছে এবং তারা [নিজেদের সংকল্পকে] একটুও পরিবর্তন করেনি।	مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾
২৪. এ ঘটনাটি এজন্য ঘটেছিল, যেন আল্লাহ সত্যপরায়ণদেরকে তাদের সত্যপরায়ণতার বিনিময় প্রদান করেন এবং মুনাফিকদেরকে ইচ্ছা করলে শাস্তি প্রদান করবেন, কিংবা তাদেরকে তওবার তৌফিক দিবেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।	لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾
২৫. এবং আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের ক্রোধ সহকারে হটিয়ে দিলেন, তাদের কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো না এবং যুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহই মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট হলেন এবং আল্লাহ তা'আলা মহাশক্তিশালী, পরাক্রান্ত।	وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾
২৬. এবং আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা তাদের সহায়তা করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে তাদের দুর্গসমূহ হতে নীচে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে তোমাদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, কতককে তোমরা হত্যা করতে লাগলে আর কতককে বন্দি করলে।	وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ সেই মু'মিনদের মধ্যেকার কতক লোক এমনও আছে যে صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ তারা আল্লাহর সাথে যে কথার অঙ্গীকার করেছে তা সত্যে পরিণত করেছে فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ অতঃপর তাদের মধ্যে কতিপয় লোক নিজেদের (শাহাদাতের) মান্নত পূর্ণ করেছে وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ আর তাদের মধ্যে কতক লোক প্রতীক্ষায় রয়েছে وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا এবং তারা (নিজেদের সংকল্পকে) একটুও পরিবর্তন করেনি।

২৪. لِيَجْزِيَ اللّٰهُ এই ঘটনাটি এজন্য ঘটেছিল, যেন আল্লাহ বিনিময় প্রদান করেন الصّٰدِقِيْنَ সত্যপরায়ণদেরকে بِصِدْقِهِمْ তাদের সত্য পরায়ণতার وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ এবং মুনাফেকদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন اِنْ شَآءَ ইচ্ছা করলে اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ কিংবা তাদেরকে তওবার তৌফিক দিবেন اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا নিঃসন্দেহে আল্লা অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দায়াময়।

২৫. وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আল্লাহ কাফেরদেরকে হাটিয়ে দিলেন بِغَيْظِهِمْ তাদের ক্রোধ সহকারে لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا তাদের কোনো উদ্দেশ্য পূরণ হলো না وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ এবং যুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহ মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট হলেন وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا এবং আল্লাহ তা'আলা মহাশক্তিশালী, পরাক্রান্ত।

২৬. وَاَنْزَلَ এবং! আল্লাহ তা'আলা নীচে নামিয়ে দিলেন الَّذِيْنَ ظٰهَرُوْهُمْ যারা তাদের সহয়তা করেছিল مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ আহলে কিতাবদের মধ্যে مِنْ صَيَاصِيْهِمْ তাদের দুর্গসমূহ হতে وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ এবং তাদের অন্তরে তোমাদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ কতককে তোমরা হত্যা করতে লাগলে وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا আর কতককে বন্দি করলে।

অনুবাদ	আয়াত
২৭. এবং তোমাদেরকে তাদের জমিন ও তাদের গৃহসমূহ এবং তাদের যাবতীয় সম্পদের মালিক করে দিলেন এবং এরূপ জমিনেরও যেখানে তোমরা পদার্পণ করনি এবং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।	وَاَوۡرَثَكُمۡ اَرۡضَهُمۡ وَدِيَارَهُمۡ وَاَمۡوَالَهُمۡ وَاَرۡضًا لَّمۡ تَطَـُٔوۡهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرًا ﴿٢٧﴾
২৮. হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলে দিন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং তার চাকচিক্য কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদেরকে কিছু সম্বল প্রদান করি এবং তোমাদেরকে সদ্ভাবে বিদায় করে দেই।	يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلۡ لِّاَزۡوَاجِكَ اِنۡ كُنۡتُنَّ تُرِدۡنَ الۡحَيٰوةَ الدُّنۡيَا وَزِيۡنَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ اُمَتِّعۡكُنَّ وَاُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحًا جَمِيۡلًا ﴿٢٨﴾
২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে [এবং] তাঁর রাসূলকে চাও এবং পরলোক কামনা কর, তবে তোমাদের অন্তর্গত সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ তা'আলা মহান পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।	وَاِنۡ كُنۡتُنَّ تُرِدۡنَ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ وَالدَّارَ الۡاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلۡمُحۡسِنٰتِ مِنۡكُنَّ اَجۡرًا عَظِيۡمًا ﴿٢٩﴾
৩০. হে নবী-পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রকাশ্যভাবে অনর্থ ঘটাবে [যাতে রাসূল ﷺ বিরক্ত ও মনঃক্ষুণ্ন হন], তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে এবং এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে খুব সহজ।	يٰنِسَآءَ النَّبِىِّ مَنۡ يَّاۡتِ مِنۡكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفۡ لَهَا الۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرًا ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. وَاَوْرَثَكُمْ এবং তোমাদেরকে মালিক করে দিলেন اَرْضَهُمْ তাদের জমিন وَدِيَارَهُمْ ও তাদের গৃহসমূহ وَاَمْوَالَهُمْ এবং তাদের যাবতীয় সম্পদের وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا এবং এরূপ জমিনেরও যেখানে তোমরা পদার্পণ করনি وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا এবং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

২৮. يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ আপনি আপনার স্ত্রীগণকে বলে দিন اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا যদি তোমরা পার্থিব জীবন কামনা কর وَزِيْنَتَهَا এবং তার চাকচিক্য فَتَعَالَيْنَ তবে এসো اُمَتِّعْكُنَّ আমি তোমাদেরকে কিছু সম্বল প্রদান করি وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا এবং তোমাদেরকে সদ্ভাবে বিদায় করে দেই।

২৯. وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে এবং তাঁর রাসূলকে চাও وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ এবং পরলোক কামনা কর فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ তবে তোমাদের অন্তর্গত সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রস্তুত রেখেছেন اَجْرًا عَظِيْمًا মহান পুরস্কার।

৩০. يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ হে নবীপত্নীগণ! مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঘটাবে بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ প্রকাশ্যভাবে অনর্থ يُضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا এবং এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে খুব সহজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا ... . الاية.

শানে নুযূল : হযরত আনাস (রা.) বলেন, তাঁর চাচা বদর যুদ্ধে উপস্থিত হতে পারেননি। তাই তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম যে যুদ্ধ করলেন তাতে আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা যদি মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোনো যুদ্ধে হাজির হওয়ার সুযোগ দেন তবে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই দেখবেন, আমি কি করি। ওহুদ যুদ্ধের দিন মুসলমানরা বিপর্যস্ত হয় পড়ে। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! এরা অর্থাৎ মুশরিকরা যা করছে, তা থেকে আমি তোমার কাছে আমার সম্পর্কহীনতা এবং এতদবিষয়ে অসন্তুষ্টি ঘোষণা করছি। আর এরা অর্থাৎ সাহাবীরা যা করেছে সে বিষয়ে তোমার কাছে আপত্তি করছি। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলে হযরত সা'দ (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। তখন সা'দ তাঁকে বললেন, হে আমার ভাই, আপনার সঙ্গে থেকে আমি আর কতটুকু করতে পারি! সা'দ আরো বলেন, তিনি যা করেছেন আমি তা করতে পারিনি। তাঁর শরীরে তলোয়ার, বর্শা ও তীরের আঘাত মিলেয়ে আশিরও অধিক যখন তিনি পান। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা বলতাম, তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কেই এই আয়াতটি নাজিল হয়েছিল।

–[সূত্র : তিরমিযী ২ : ১৫৬, কুরতুবী ১৪ : ১৫৯]

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ .... الاية. (٢٨)

শানে নুযূল : এই আয়াতগুলোতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবিদের তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কিত পুণ্যবতী স্ত্রীগণ কর্তৃক সংঘটিত এক বা একাধিক এমন ঘটনা রয়েছে। যা নবীজীর মর্জির পরিপন্থি ছিল, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ অনিচ্ছাকৃতভাবেই দুঃখ পান। এসব ঘটনাবলির মধ্যে একটি ঘটনা যা সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, একদিন পুণ্যবতী স্ত্রীগণ সমবেতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে তাঁদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি পেশ করেন। বিশিষ্ট মুফাসসির আবূ হাইয়্যান এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাফসীরে বাহরে মুহীতে এভাবে উল্লেখ করেন যে, আহযাব যুদ্ধের পর বনূ-নযীর ও বনূ কুরায়যার বিজয় এবং গনিমতের মাল বন্টনের ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বললেন যে, মহানবী ﷺ হয়তো এসব গনিমতের মাল থেকে নিজস্ব অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তাঁরা সমবেতভাবে নিবেদন করলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! পারস্য ও রোমের সম্রাজ্ঞীরা নানাবিধ গহনাপত্র ও বহু মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে। তাদের সেবা-যত্নের জন্য অগণিত দাস-দাসী রয়েছে। আমাদের জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। তাই মেহেরবানিপূর্বক আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ খানিকটা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ পুণ্যবতী স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ভোগ-বিলাসী, রাজ-রাজাদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও সুযোগ-সুবিধা কিছুটা হলেও প্রদানের দাবিতে উপস্থাপিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কারণে বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে, তাঁরা এতদিনের সাহচর্য প্রশিক্ষণ লাভের পরও নবী গৃহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। ফলে নবীজী ﷺ যে দুঃখিত হবেন তা তার ধারণা করতে পারেন নি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তাদের মাঝে খানিকটা প্রাচুর্যের অভিলাস উদয় হয়েছিল। ভাষ্যকার আবূ হাইয়্যান বলেন যে, আহযাবের যুদ্ধের পর এ ঘটনা বর্ণনার দ্বারা একথাই সমর্থিত হয় যে, নবী পত্নীগণের (রা.) এ দাবিই ছিল তাঁদেরকে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কারণ।

এ আয়াতে সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা.)-কে অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, তাঁরা নবীজীর ﷺ বর্তমান দারিদ্র্য পীড়িত চরম আর্থিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বরণ করে হয় তাঁর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখে জীবন যাপন করবেন অথবা তালাকের মাধ্যমে তাঁর থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। প্রথমাবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং পরকালে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন। আর দ্বিতীয় অবস্থা, অর্থাৎ তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাঁদেরকে দুনিয়ার অপরাপর লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না; বরং সুন্নত মোতাবেক যুগল বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হবে। –[সূত্র : মারেফুল কুরআন ১০৭৪-১০৭৫]

উল্লিখিত আয়াতসমূহের ২৫-২৭ আয়াতে বনূ-কুরায়যার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ অর্থাৎ, যে সকল আহলে কিতাব সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর সহযোগিতা করেছে, আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে দেন এবং তাদের ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি মুসলমানগণের স্বত্বভুক্ত করে দেন।

সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদের অদূর ভবিষ্যতে জয়যাত্রার সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে, এখন থেকে কাফেরদের অগ্রাভিযানের অবসান এবং মুসলমানদের বিজয় যুগের সূচনা হলো। আর এমন সব ভূ-খণ্ড তাদের অধিকারভুক্ত হবে যেগুলোর উপর কখনো তাদের পদচারণা পর্যন্ত হয়নি। যার বাস্তবায়ন সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিশ্বমানব প্রত্যক্ষ করছে। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁদের অধিকারভুক্ত হয়। আল্লাহ পাক যা চান তাই করেন।

এই সূরার উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সেসব বস্তু ও কার্যাবলি পরিহার করার প্রতি তাগিদ দেওয়া, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট ও মর্ম বেদনার কারণ হতে পারে। এতদ্ভিন্ন তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টি বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলিও রয়েছে। উপরে বর্ণিত পরিখার যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি কাফের ও মুনাফিকদের অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট প্রদান পরিণামে নির্যাতনকারী কাফের ও মুনাফিকদের চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অতুলনীয় বিজয় ও সাফল্যের বিবরণ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেসব নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের প্রশংসা এবং পরকালে তাঁদের উচ্চ মর্যাদারও বর্ণনা ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ-ইঙ্গিতে নিজেদের সর্বস্ব কুরবান করে দিয়েছিলেন।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে নবীজীর ﷺ পূণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যেন তাঁদের কোনো কথা ও কাজের দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি কোনো দুঃখ-যন্ত্রণা না পৌছে; সেদিকে যেন তাঁরা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। আর তা তখনই হতে পারে, যখন তাঁরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি পূর্ণভাবে অনুগত থাকবেন। এ প্রসঙ্গে পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রা.) সম্বোধন কর কয়েকটি নির্দেশ রয়েছে।

শুরুর আয়াতসমূহে তাঁদেরকে যে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কিত পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা.) কর্তৃক সংঘটিত এক বা একাধিক এমন ঘটনা রয়েছে, যা নবীজীর মর্জির পরিপন্থি ছিল, যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ অনিচ্ছাকৃতভাবেই দুঃখ পান।

তিরমিযী শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাজিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার থেকে এটি প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। আর আয়াত শোনানোর পূর্বে বলেন যে, আমি তোমাকে একটি কথা বলব-উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়া করে দেবে না। বরং তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের পর দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, আমাকে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে মাতামত প্রকাশ করা থেকে যে বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তাঁর ﷺ এক অপার অনুগ্রহ। কেননা তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতা-মাতা কখনো আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের পরামর্শ দেবেন না। এ আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আরজ করলাম যে, এ ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি যেতে পারি কি করে?। আমি তো আল্লাহ পাক, তাঁর রাসূল ﷺ ও পরকালকে বরণ করে নিচ্ছি। আমার পরে অন্যান্য সকল পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রা.) কুরআনের এ নির্দেশ শোনানো হলো। আমার মতো সবাই একই মত ব্যক্ত করলেন; রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মোকাবিলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেউ গ্রহণ করলেন না। –[তিরমিযী শরীফে এ হাদীস সহীহ ও হাছান বলে মন্তব্য করা হয়েছে।]

ফায়দা : তালাক গ্রহণের দু'টো পদ্ধতি রয়েছে-প্রথমটি এই যে, তালাকের অধিকার স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা, অর্থাৎ সে যদি চায় তালাকের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে। দ্বিতীয়টি এই যে, তালাকের অধিকার স্বামীর নিকটেই থাকবে। অবশ্য যদি স্ত্রী চায় তখন সে তালাক দেবে।

উল্লিখিত আয়াতে কোনো কোনো মুফাসসির প্রথমটি এবং কোনো কোনো মুফাসসির দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে ফরমান যে, উল্লিখিত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দসমূহ অনুযায়ী প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়টারই সম্ভাবনা রয়েছে। সুস্পষ্ট আয়াত বা হাদীস দ্বারা কোনো একটা নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত নিজের পক্ষ থেকে কোনোটা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

মাস'আলা : এ আয়াত থেকে জানা গলে যে, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর না হয়, তবে স্ত্রীকে এ অধিকার প্রদান করা মোস্তাহাব যে, চাই সে স্বামীর বর্তমান অবস্থার উপর তুষ্ট থেকে তার সাথে যথারীতি বসবাস করুক, অন্যথায় সুন্নাত মুতাবিক তালাক দিয়ে যুগল বস্ত্রদ্বয় প্রদান করে তাকে সসম্মানে বিদায় দেওয়া হোক।

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা এ ব্যাপারটি কেবল মোস্তাহাব বলেই প্রমাণ করা যায়-ইহা ওয়াজিব হওয়ার কোনো দলিল নেই। কোনো কোনো ফিকহ শাস্ত্রবিদ এ আয়াত থেকেই ইহা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বের করেছেন। এ কারণেই কোনো দরিদ্র ব্যক্তি যদি স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার নির্বাহ করতে সক্ষম না হয় সেক্ষেত্রে আদালত তালাক দেওয়ার অধিকার স্ত্রীকেই প্রদান করে। এ মাস'আলার বিস্তারিত বিবরণ আরবি ভাষায় লিখিত আহকামুল কুরআনের পঞ্চম পরিচ্ছেদে এ আয়াতেরই প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করা হয়েছে।

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রা.) একটি বৈশিষ্ট্য : يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ (الاية) এই দু'আয়াতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রা.) এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা যদি ঘটনাক্রমে কোনো পাপ কাজ করেন, তবে তাঁদেরকে অন্যান্য মহিলাগণের তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ তাঁদের একটি পাপ অন্যদের দু'টি পাপের সমান হবে। অনুরূপভবে তাঁদের দ্বারা কোনো নেক কাজ সংঘটিত হলেও অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করবেন, আর তাঁদের একটি নেক কাজ দু'টোর স্থলাভিষিক্ত হবে।

একদিক দিয়ে আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সে আমলের প্রতিদান যা তারা অধিকার প্রদানের আয়াত নাজিল হওয়ার পর পার্থিব ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের উপর নবীজীর ﷺ-এর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ককে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। যার বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাদের একটি আমলকে দু'য়ের মানে উন্নত করেছেন। আর গোনাহর বেলায় দ্বিগুণ শাস্তি লাভও তাঁদের স্বতন্ত্র মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে। কেননা একথা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তব ভিত্তিক যে, যাদের মান মর্যাদা যত উন্নত সে অনুপাতে তাদের নির্লিপ্ততা ও অবাধ্যতার শাস্তিও বৃদ্ধি পায়।

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের উপর আল্লাহ পাকের অনুগ্রহরাজি ছিল অতি মহান। কেননা আল্লাহ পাক তাঁদেরকে নবীজীর ﷺ পত্নীরূপে মনোনীত করেছেন-তাঁদের গৃহে ওহী নাজিল করেছেন। সুতরাং তাঁদের নগণ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আর দুর্বলতাও বড় বলে বিবেচিত হবে। যদি এদের দ্বারা কোনো বেদনাদায়ক কথা বা আচরণ সংঘটিত হয়, তবে তা অন্যদের অনুরূপ আচরণের তুলনায় নবীজীর পক্ষে অধিকতর কঠিন ও মনোকষ্টের কারণ হবে। কুরআনে কারীমের এসব শব্দ-সমূহে এর কারণের প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে : وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ

ফায়দা : সাধারণ উম্মতের তুলনায় পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (اَزْوَاجُ مُطَهَّرَاتٌ) তাঁদের কৃতকর্মের দ্বিগুণ ফল লাভ করবেন-এ বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বোঝায় না যে, উম্মতের কোনো ব্যক্তি বা দল বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিগুণ পুরস্কার ও প্রতিদান লাভের অধিকারী হতে পারবে না। বস্তুত আহলে কিতাবের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ তাদেরকে দু'বার প্রতিদান প্রদান করা হবে)। রাসূলুল্লাহ ﷺ রোম সম্রাটের নামে যে চিঠি প্রেরণ করেন কুরআনের এই ইরশাদানুসারে তিনি ﷺ তাতে রোমান সম্রাটকে লিখেন যে : يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ (আল্লাহ পাক আপনার প্রতিফল দু'বার প্রদান করবেন)। যেসব আহলে কিতাব (কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো ঐশী গ্রন্থে বিশ্বাসী) ইসলাম গ্রহণ করবে তাদের দু'বার প্রতিফল লাভের কথা তো কুরআনে পাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। অপর এক হাদীসেও তিন ব্যক্তি সম্পর্কে দ্বিগুণ প্রতিফল লাভের কথা বর্ণিত আছে, যা বিস্তারিতভাবে সূরা কাসাসে (سُوْرَةُ قَصَصْ) يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ আয়াতে প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলেমের সৎকাজের প্রতিফল এবং পাপের শাস্তিও অন্যদের চাইতে অধিক : ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস (র.) আহকামুল কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ পাক যে কারণে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (اَزْوَاجُ مُطَهَّرَاتٌ) নেক কাজের ছওয়াব ও পাপের শাস্তি দ্বিগুণ হবে বলে ঘোষণা করেছেন–তা হলো যে, তারা উলূমে নবুয়ত ও ওহীয়ে ইলাহীর বিশেষ অবতরণ স্থল। সুতরাং যে সব আলেম নিজ ইলম অনুযায়ী আমল করবেন, তাঁরাও তাঁদের আমলের ছওয়াব অন্যদের চাইতে অধিক লাভ করবেন। পক্ষান্তরে যদি তাঁরা কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হন, তবে শাস্তিও হবে অন্যদের চাইতে বেশি।

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ - فَاحِشَةٌ আরবি ভাষায় অশ্লীলতা, ব্যভিচার প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটি সাধারণ পাপ-পঙ্কিলতা অর্থেও কুরআনে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে فَاحِشَةٌ শব্দ যেনা বা ব্যভিচার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। কেননা আল্লাহ পাক সমস্ত নবীর স্ত্রীকুলকে এই জঘন্য ত্রুটি থেকে মুক্ত রেখেছেন। সমস্ত আম্বিয়া (আ.)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে কারো দ্বারা এরূপ অপকর্ম সংঘটিত হয়নি। হযরত লূত ও নূহ (আ.)-এর স্ত্রীগণ তাঁদের ধর্ম থেকে পরাঙ্মুখ ছিল-অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছিল, যার শাস্তিও তারা লাভ করেছিল, কিন্তু তাদের কারো উপরই ব্যভিচারের অপবাদ ছিল না। আয়ওয়াজে মোতাহহারাত থেকে কোনো প্রকারের অশালীনতা ও অশ্লীলতার বাহিঃপ্রকাশ তো সম্ভবই ছিল না। সুতরাং এ আয়াতে فَاحِشَةٌ অর্থ সাধারণ গোনাহ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্টের কারণ হওয়া বোঝানো হয়েছে। এখানে فَاحِشَةٌ শব্দের সাথে مُّبَيِّنَةٌ শব্দের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। কেনন যেনা বা ব্যভিচার কখনো প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয় না। বরং তা পর্দার আড়ালে গোপনে সংঘটিত হয়ে তাকে। সুতরাং فَاحِشَةٌ - مُّبَيِّنَةٌ -এর অর্থ সাধারণ পাপ বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দেওয়া বিশিষ্ট মুফাসরিগণের মধ্যে মোকাতিল ইবনে সোলায়মান এ আয়াতে 'ফাহেশা'র অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাফরমানি বা তাঁর নিকট এমন দাবি পেশ করা যা তাঁর পক্ষে পূরণ করা কঠিন বলে ব্যক্ত করেছেন। –[বায়হাকী]

কুরআনে কারীমে শাস্তি লাভ কেবল (فَاحِشَةٌ مُّبَيِّنَةٌ) –ফাহেশায়ে মোবাইয়েনার ক্ষেতেই প্রযোজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু দ্বিগুণ ছওয়াব ও প্রতিফল লাভের জন্য কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে : وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا এখানে قُنُوْتٌ অর্থাৎ আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ ও আনুগত্য শর্ত এবং সৎকাজও শর্ত। কেননা প্রতিফল ও ছওয়াব তো কেবল তখনই লাভ করা যায়, যখন পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুকরণ পাওয়া যায়। কিন্তু শাস্তির জন্য কেবল একটি পাপই যথেষ্ট।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لِيَجْزِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- বিনিময় প্রদান করেন।

لَمْ يَنَالُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم مجزوم বাব سَمِعَ মাসদার نَيْلٌ মূলবর্ণ (ن - ى - ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– তাদের পূর্ণ হলো না।

صَيَاصِيْهِمْ : অর্থ– তাদের কিল্লা, তাদের দূর্গ। صَيَاصِىْ মুযাফ। هِمْ যমীর মুযাফ ইলাইহি। এ শব্দটি صِيْصَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– কিল্লা, দূর্গ; প্রত্যেক ঐ বস্তু যার দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়, তাকে صَيَاصِىْ বলা হয়। কাজেই গাভীর শিং এবং মোরগের ঝুটিকেও صِيْصَةٌ বলা হয়।

تَعَالَيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّعَالِىْ মূলবর্ণ (ع - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– এসো।

اُمَتِّعْكُنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْتِيْعٌ মূলবর্ণ (م - ت - ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি তোমাদেরকে কিছু সম্বল প্রদান করি।

يُضٰعَفُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُضَاعَفَةٌ মূলবর্ণ (ض - ع - ف) জিনস صحيح অর্থ- তাকে দ্বিগুণ দেওয়া হবে।

ضِعْفَيْنِ : ضِعْفٌ -এর দ্বিবচন। হালতে নসব এবং জার; অর্থ– দ্বিগুণ। দু'টি, দু বরাবর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا : এখানে اَوْ টি হলো হরফে আতফ। يَتُوْبَ ফে'লটি পূর্বের উপর আতফ হয়েছে। আর عَلَيْهِمْ টা يَتُوْبَ ফেলের সাথে متعلق হয়েছে। আর اِنَّ اللّٰهَ বাক্য পূর্ববর্তী বাক্যের تعليل হয়েছে। ان হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর الله শব্দটি হলো তার ইসম। আর كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا বাক্য টি হলো ان -এর খবর। আর كَانَ হলো ফেলে নাকেস এবং তার উহ্য যমীর هُوَ হলো اسم كان এবং غَفُوْرًا হলো كَانَ -এর প্রথম খবর আর رَحِيْمًا হলো كَانَ -এর দ্বিতীয় খবর।

পারা : ২২

وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَاۤ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿٣١﴾

৩১. এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে চলবে এবং নেক কাজ করবে, তবে আমি তাকে তার প্রতিফল দ্বিগুণ প্রদান করব, আর আমি তার জন্য এক সম্মানজনক রিজিক প্রস্তুত করে রেখেছি।

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٣٢﴾

৩২. হে নবী-পত্নীগণ! (একথা সত্য যে,) তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো নও, (বরং নবী-পত্নী হিসেবে তোমাদের মর্যাদা বহু উর্ধ্বে) যদি তোমরা আল্লাহভীতি অবলম্বন কর, তবে তোমরা (পরপুরুষের সাথে) বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করো না, যাতে এরূপ লোকের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা (সঞ্চার) হয়– যার অন্তরে কুপ্রবৃত্তি রয়েছে এবং (সতীত্বের) রীতি অনুসারে কথা বল।

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾

৩৩. এবং তোমরা নিজেদের গৃহসমূহে স্থিরভাবে অবস্থান কর এবং পূর্বের অজ্ঞতা-যুগের প্রথানুযায়ী চলাফেরা করো না এবং তোমরা যথারীতি নামাজ আদায় কর এবং জাকাত প্রদান কর, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থেকো; হে (নবীর) গৃহবাসিনীগণ! আল্লাহর তো কেবল এ অভিপ্রায় যে, তোমাদের থেকে কলুষতাকে দূরে রাখেন এবং তোমাদেরকে সর্বতোভাবে পবিত্র রাখেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ অনুগত হয়ে চলবে لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের وَتَعْمَلْ صَالِحًا এবং নেক কাজ করবে نُّؤْتِهَاۤ اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ তবে আমি তাকে তার প্রতিফল দ্বিগুণ প্রদান করব وَاَعْتَدْنَا لَهَا আর আমি তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি رِزْقًا كَرِيْمًا এক সম্মানজনক রিজিক।

৩২. يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ হে নবী পত্নীগণ! لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ তোমরা সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো নও اِنِ اتَّقَيْتُنَّ যদি তোমরা আল্লাহভীতি অবলম্বন কর فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ তবে তোমরা বাক্যালাপে কোমলতা অবলম্বন করো না فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ যাতে এরূপ লোকের অন্তরে আকাঙ্ক্ষা হয় যার অন্তরে কুপ্রবৃত্তি রয়েছে وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا এবং রীতি অনুসারে কথা বল।

৩৩. وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ এবং তোমরা নিজেদের গৃহসমূহে স্থিরভাবে অবস্থান কর وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى এবং পূর্বের অজ্ঞতা-যুগের প্রথানুযায়ী চলা ফেরা করো না وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ এবং তোমরা যথারীতি নামাজ আদায় কর وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান কর وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থেকো اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ আল্লাহর তো কেবল এ অভিপ্রায় যে لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ তোমাদের থেকে কলুষতাকে দূরে রাখেন اَهْلَ الْبَيْتِ হে (নবীর) গৃহবাসিনীগণ। وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا এবং তোমাদেরকে সর্বতোভাবে পবিত্র রাখেন।

৩৪. আর তোমরা আল্লাহ তা'আলার সে আয়াতসমূহ (অর্থাৎ কুরআন) এবং (শরিয়তের বিধানসমূহের) সেই জ্ঞান যা তোমাদের গৃহসমূহে চর্চা হয়ে থাকে, তা স্মরণ রাখ: নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ খবরদার (অর্থাৎ গুপ্ত বিষয়সমূহও জানেন)।	وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾
৩৫. নিঃসন্দেহে ইসলামের কার্য-সমাপনকারীগণ ও ইসলামের কার্য-সমাপনকারিণীগণ এবং ঈমান আনয়নকারীগণ ও ঈমান আনয়নকারিণীগণ এবং আনুগত্যকারীগণ ও আনুগত্যকারিণীগণ এবং সত্যপরায়ণগণ ও সত্যপরায়ণাবৃন্দ এবং ধৈর্যশীলগণ ও ধৈর্যশীলাবৃন্দ এবং বিনয়ী পুরুষগণ ও বিনয়ী নারীগণ এবং দানশীলগণ ও দানশীলাবৃন্দ এবং রোজাদার পুরুষগণ ও রোজাদার নারীগণ এবং স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারীগণ ও স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারিণীগণ এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারীগণ ও স্মরণকারিণীগণ– তাদের সকলের জন্য আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।	إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَاذْكُرْنَ আর তোমরা তা স্মরণ রাখ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ যা তোমাদের গৃহসমূহে চর্চা হয়ে থাকে مِنْ آيَاتِ اللَّهِ আল্লাহ তা'আলার সে আয়াতসমূহ এবং وَالْحِكْمَةِ সেই জ্ঞান। إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্মদর্শী পূর্ণ খবরদার।

৩৫. إِنَّ الْمُسْلِمِينَ নিঃসন্দেহে ইসলামের কার্য-সমাপনকরীগন وَالْمُسْلِمَاتِ ও ইসলামের কার্য-সমাপনকারিণীগণ وَالْمُؤْمِنِينَ এবং ঈমান আনয়নকারীগণ وَالْمُؤْمِنَاتِ ও ঈমান আনয়নকারিণীগণ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ এবং আনুগত্যকারীগণ ও আনুগত্যকারিণীগণ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ সত্যপরায়ণগণ ও সত্যপরায়ণাবৃন্দ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ এবং ধৈর্যশীলগণ ও ধৈর্যশীলাবৃন্দ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ এবং বিনয়ী পুরুষগণ ও বিনয়ী নারীগণ وَالْمُتَصَدِّقِينَ এবং দানশীলগণ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ ও দানশীলাবৃন্দ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ এবং রোজদার পুরুষগণ ও রোজাদার নারীগণ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ এবং স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারীগণ وَالْحَافِظَاتِ ও স্বীয় লজ্জাস্থানের সংরক্ষণকারিণীগণ। وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারীগণ وَالذَّاكِرَاتِ ও স্মরণকারিণীগণ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ তাদের সকলের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন مَغْفِرَةً ক্ষমা وَأَجْرًا عَظِيمًا ও মহান প্রতিদান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [٣٣]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইকরামা (র.) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতাংশ একমাত্র আযওয়াজে মুত্বাহ্হারাত তথা পবিত্রতমা নবী পত্নীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী ১৩/২২/১১]

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [٣٥]

শানে নুযূল : ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত উম্মে আম্মারা আনসারিয়া (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি একদা রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, একমাত্র পুরুষের বেলায়ই সকল কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে, মহিলাদের ব্যাপারে কোনো কিছুই বর্ণনা করা হচ্ছে না। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

–[কুরতুবী ১৬৪/১৪, রুহুল মা'আনী ২২/২২-১১]

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ হেদায়েত : يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে এমনসব দাবি পেশ করতে বারণ করা হয়েছে; তাঁর পক্ষে যা পূরণ করা কঠিন বা যা তাঁর মহান মর্যাদার পক্ষে অশোভনীয়। যখন তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন, তখন সাধারণ নারীদের তুলনায় এ সময় তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের এক আমলকে দু'য়ের সমতুল্য করে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের কর্মের পরিশুদ্ধি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সান্নিধ্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি হেদায়েত দান করা কয়েছে। এসব হেদায়েত যদিও পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং সমগ্র মুসলিম নারীকুলের প্রতিই তা নির্দেশিত। কিন্তু এখানে তাঁদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এসব আমল ও আহ্‌কাম তো সমস্ত মুসলিম রমণীকুলের প্রতি ওয়াজিব ও অবশ্য পালনীয়। তাই এগুলোর প্রতি তাঁদের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আর لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ দ্বারা এ বিশেষত্বই বুঝানো হয়েছে।

নবীজী ﷺ -এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ কি?

আয়াতের শব্দাবলি দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হযরত মরিয়ম (আ.) সম্পর্কে কুরআনের বাণী এই اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, 'নিশ্চয় আল্লাহ পাক আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র ও কালিমামুক্ত করেছেন এবং বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।'

এতে হযরত মরিয়ম (আ.) সমস্ত নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন সমগ্র রমণীকুলের মধ্যে হযরত মরিয়ম, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা, হযরত ফাতেমা এবং ফেরাউন পত্নী হযরত আসিয়া (রা.)ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। এ হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে আরো তিন জনকে নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষনা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে আযওয়াজে মোতাহ্‌হারাতের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে, তা এক বিশেষ দিক বিবেচনায় নবী পত্নী হিসেবে। এদিক দিয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহে সমস্ত রমণীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এদ্বারা সকল দিক দিয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না যা কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থি। –[মাযহারী]

لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ এরপর আল্লাহ পাক তাঁদের নবী পত্নী হিসেবে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তারই ভিত্তিতে এ শর্ত। এর উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া যেন তাঁরা নবীজী ﷺ-এর পত্নী হওয়ার উপর ভরসা করে বসে না থাকেন। বস্তুত তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের শর্ত হলো তাক্‌ওয়া এবং আহ্‌কামে ইলাহিয়ার অনুসরণ ও অনুকরণ।

–[কুরতুবী ও মাযহারী]

এর পর আযওয়াজে মোতাহ্‌হারাতের উদ্দেশ্যে কয়েকটি হেদায়েত রয়েছে।

প্রথম হেদায়েত : নারীদের পর্দা সম্পর্কিত তাদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ অর্থাৎ, যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে বাক্যালাপের সময় কৃত্রিমভাবে নারী কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে। অর্থাৎ, এমন কোমলতা, যা শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার করে। যেমন এর পরে বিবৃত হয়েছে فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ অর্থাৎ, এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ করো না, যাতে ব্যধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকের মনে কু-লালসা ও আকর্ষণের উদ্রেক করে। ব্যাধি অর্থ নেফাক [কপটতা] বা এর শাখা বিশেষ। প্রকৃত মুনাফিকদের মনে এমন লালসার সঞ্চার হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো লোক খাঁটি মুমিন হওয়া

সত্ত্বেও যদি কোনো হারামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে সে মুনাফিক নয় সত্য, কিন্তু অবশ্যই দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট। এরূপ দুর্বল ঈমান, যা হারামের দিকে আকৃষ্ট করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তা কপটতারই শাখাবিশেষ। কপটতার লেশ বিমুক্ত খাঁটি ঈমান বিশিষ্ট লোক কোনো হারামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না। -[মাযহারী]

প্রথম হেদায়েতের সারমর্ম এই যে, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিৎ যাতে কোনো অপরিচিত দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোনো কামনা ও লালসার উদ্রেক তো করবেই না; বরং তার নিকটেও যেন ঘেঁষতে না পারে। নারীদের পর্দার বিস্তারিত বিবরণ এ সূরারই পরবর্তী আয়াতসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত হবে। এখানে নবীজীর সহ-ধর্মিণীগণের বিশেষ হেদায়েতসমূহের সহিত প্রাসঙ্গিকভাবে যা এসেছে শুধু তারই ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত বাক্যালাপ-সংশ্লিষ্ট হেদায়েতসমূহ শ্রবণ করার পর উম্মাহাতুল মুমিনীনগণের কেউ যদি পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলতেন, তবে মুখে হাত রেখে বলতেন যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্যই হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে, إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تَكَلَّمَ النِّسَاءَ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ অর্থাৎ 'নবী করীম ﷺ নারীদেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাক্যালাপ করতে বিশেষভাবে বারণ করেছেন। -[তাবারানী, মাযহারী]।

মাস আলা : এ আয়াত ও উল্লিখিত হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, নারীদের কণ্ঠস্বর ছতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সতর্কতামূলক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে, যা যাবতীয় ইবাদত ও আহকামে অনুসৃত হয়েছে। পরপুরুষ শুনতে পায় নারীদেরকে এমন উচ্চস্বরে কথা-বার্তা বলতে বারণ করা হয়েছে। নামাজের সময় ইমাম কোনো ভুল করলে মুকতাদিদের মৌখিকভাবে লোকমা দেওয়ার হুকুম রয়েছে। কিন্তু মেয়েদেরকে মৌখিক লোকমা দেওয়ার পরিবর্তে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, নিজের এক হাতের পিঠের উপর অপর হাত মেরে তালি বাজিয়ে ইমামকে অবহিত করবে মুখে কিছু বলবে না।

দ্বিতীয় হেদায়েত : পূর্ণ পর্দা করা সম্পর্কিত وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং জাহেলিয়াত যুগের নারীদের মতো দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাফেরা করো না। এখানে পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতযুগ বলে ইসলামপূর্ব অন্ধ যুগকে বুঝানো হয়েছে যা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। এ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এরপর আবার অপর কোনো অজ্ঞতার প্রাদুর্ভাবও ঘটতে পারে, যে সময় একই রকম নির্লজ্জতা ও পর্দাহীনতাই বিস্তার লাভ করবে। সেটা সম্ভবত : এ যুগেরই অজ্ঞতা যা অধুনা বিশ্বের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত আসল হুকুম এই যে, নারীগণ গৃহেই অবস্থান করবে। অর্থাৎ, শরয়ি প্রয়োজন ব্যতীত যেন বাইরে বের না হয়। সাথে সাথে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অজ্ঞ যুগের নারীরা প্রকাশ্যভাবে বেপর্দা চলাফেরা করত তোমরা সেরকম চলাফেরা করো না। تَبَرُّجٌ শব্দের মূল অর্থ প্রকাশ ও প্রদর্শন করা। এখানে এর অর্থ পরপুরুষ সমীপে নিজের রূপ প্রদর্শন করা। যেমন, অন্য আয়াতে রয়েছে غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ (আর্থাৎ, সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে)। নারীদের পর্দা সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা ও বিস্তারিত আহকাম এ সূরারই পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। এখানে কেবল উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত দু'টি বিষয় জানা গেছে। প্রথমত : প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ পাকের নিকট নারীদের বাড়ি থেকে বের না হওয়াই কাম্য গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে; এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুত : শরিয়ত-কাম্য আসল পর্দা হলো গৃহের অভ্যন্তরে অনুসৃত পর্দা।

দ্বিতীয়ত : একথা জানা গেছে যে, শরয়ি প্রয়োজনের তাকিদে যদি নারীকে বাড়ি থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন না করে বের হয়; বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে। যেমন, সামনে সূরা আহযাবেরই يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ আয়াতে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

গৃহে অবস্থান প্রয়োজন সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্গত নয় : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ দ্বারা নারীদের ঘরে অবস্থান ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। যার মর্ম এই যে, নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ ও হারাম। কিন্তু প্রথমত : এ আয়াতেই وَلَا تَبَرَّجْنَ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়, বরং সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়ত : এই সূরার পরবর্তীতে উল্লিখিত يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ আয়াতে এ হুকুমই রয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের বোরকা বা অন্য কোনো প্রকারের পর্দা করে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি আছে।

এতদ্ভিন্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক হাদীস দ্বারাও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ যে এ হুকুমের অন্তর্গত নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে আযওয়াজে মোতাহহারাতকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, قَدْ اُذِنَ لَكُنَّ اَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ (رواه مسلم) 'প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাদেরকে বাড়ি থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" এছাড়া পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রয়োজনীয় স্থলে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন, হজ ও ওমরার সময় হুজুর ﷺ -এর সাথে তাঁর বিবিগণের গমনের কথা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে তাঁর সাথে তাঁদের বিভিন্ন যুদ্ধে গমন করাও প্রমাণিত রয়েছে। আবার অনেক রেওয়ায়েতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুহ্‌রিম আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজেদের বাড়ি থেকে বের হতেন এবং আত্মীয়-স্বজনের রোগ-ব্যাধির তথ্য নিতে যেতেন ও শোকানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া নবীজী ﷺ -এর জীবদ্দশায় তাদের মসজিদে যাওয়ারও অনুমতি ছিল। শুধু হুজুর ﷺ -এর সাথে ও তাঁর সময়েই এমন ঘটেনি; বরং হুজুরের ইন্তেকালের পরও হযরত সাওদা ও যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা.) ব্যতীত অন্যান্য সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণের হজ ও ওমরার উদ্দেশ্যে গমন করার প্রমাণ রয়েছে। আর এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও কোনো আপত্তি তোলেন নি। বরং ফারুকে আজম (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি স্বয়ং উদ্যোগ নিয়ে তাদেরকে হজে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। হযরত উসমান গনী (রা.)-ও আবদুর রহমান বিন আওফ (রা.)-কে তাঁদের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য প্রেরণ করেন। হুজুর ﷺ -এর ইন্তেকালের পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা ও হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশের হজ ও ওমরায় না যাওয়া এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল না; বরং অপর এক হাদীসের ভিত্তিতে ছিল। তা এই যে, বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের সাথে সহধর্মিণীগণকে হজ সমাপনান্তে ফেরার পথে বলেন هٰذِهٖ ثُمَّ لُزُوْمُ الْحُصُرِ এখানে هٰذِهٖ দ্বারা হজের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং حَصِيْر ـ حُصُر -এর বহুবচন। যার অর্থ চাটাই। হাদীসের মর্ম এই যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল এজন্য হয়েছে। এরপর নিজেদের বাড়ির চাটাই আঁকড়ে ধরবে সেখান থেকে বের হবে না। হযরত সাওদা (রা.) ও যয়নব (রা.) হাদীসের অর্থ এরূপ করেছেন যে, তোমাদের বের হওয়া কেবল বিদায় হজের জন্যই বৈধ ছিল, এর পরে আর জায়েজ নেই। বাকি অন্য সহধর্মিণীগণ, যাঁদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ ফকীহও শামিল ছিলেন, সবাই হাদীসের মর্ম এরূপ বলে মন্তব্য করেছেন যে, তোমাদের এ সফর যেরূপ এক শরয়ি ইবাদত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে ছিল তোমাদের অনুরূপ উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বরে হওয়াও জায়েজ। অন্যথা গৃহেই অবস্থান করা অবশ্যই কর্তব্য।

সারকথা এই যে, কুরআন পাকের ইঙ্গিত, নবীজীর আমল ও সাহাবাগণের ইজমা অনুসারে প্রয়োজনীয় স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ আয়াতের মর্মের অন্তর্গত নয়, হজ-ওমরাও যার অন্তর্ভুক্ত। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি, নিজের পিতা-মাতা, মুহ্‌রিম আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ, অসুস্থ থাকা বিধায় এদের সেবা-শুশ্রূষা, অনুরূপভাবে যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোনো পন্থা না থাকে, তবে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়াও এরই আওতাভুক্ত। প্রয়োজন স্থলসমূহে বের হওয়ার জন্য শর্ত হলো অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের হওয়া; বরং বোরকা বা বড় চাদর পরে বের হওয়া।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বসরা গমন এবং উষ্ট্র যুদ্ধে (জঙ্গে জামাল) তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে রাফেযীদের অসার ও অযৌক্তিক মন্তব্য : উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, কুরআন পাকের ইঙ্গিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর ইজমা (সর্বসম্মত রায়) দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রয়োজনীয় স্থলসমূহ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ আয়াতের আওতা বহির্ভূত। হজ ও ওমরা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ যার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত উম্মে সালমা এবং সফিয়্যা (রা.) হজ উপলক্ষ্যে মক্কায় তাশরীফ নেন, তাঁরা সেখানে হযরত ওসমানে (রা.) -এর শাহাদত ও বিদ্রোহ-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলির সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্যের ফলে মুসলিম উম্মতের সংহতি বিনষ্ট হওয়া আর সম্ভাব্য অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় বিশেষভাবে উৎকণ্ঠিত ও উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় হযরত তালহা, হযরত যুবায়র, হযরত নো'মান ইবনে বশীর, হযরত কা'ব ইবনে আযরা এবং আরো কিছুসংখ্যক সাহাবী (রা.) মদিনা থেকে পালিয়ে মক্কা পৌঁছেন। কেননা, হযরত ওসমান (রা.) -এর হত্যাকারীগণ এদেরকেও হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এরা বিদ্রোহীদের সাথে শরিক হতে পারেননি। বরং এ কাজ থেকে তাদেরকে বারণ করেছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) -এর হত্যার পর বিদ্রোহীরা এদেরকেও হত্যার পরিকল্পনা করে। তাই তাঁরা প্রাণ নিয়ে মক্কা মোয়াজ্জমা এসে পৌঁছেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত

আয়েশা (রা.) -এর খেদমতে এসে পরামর্শ চান। হযরত সিদ্দীকা (রা.) তাঁদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, যে পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হযরত আলী (রা.)-কে পরিবেষ্টিত করে থাকবে সে পর্যন্ত যেন তাঁরা মদিনায় ফিরে না যান। আর যেহেতু হযরত আলী (রা.) বিদ্রোহীদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার ও বিচার-বিধান থেকে বিরত থাকছেন; সুতরাং আপনারা কিছুকাল যেখানে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেন, সেখানে গিয়ে অবস্থান করুন। যে পর্যন্ত আমীরুল মুমিনীন (রা.) পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে শৃঙ্খলা বিধানে সক্ষম না হন, সে পর্যন্ত আপনারা বিদ্রোহীদেরকে আমীরুল মুমিনীনের চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করতে থাকুন, যাতে আমীরুল মুমিনীন এসব বিদ্রোহীর বাড়াবাড়ির প্রতিকার এবং তাদের প্রতিহত করতে সক্ষম হন। এসব মহাত্মাবৃন্দ এ কথায় রাযী হয়ে বসার চলে যেতে মনস্থ করেন। কেননা, তখন সেখানে মুসলিম সেনাবাহনী অবস্থান করছিল। এসব মহাত্মাবৃন্দ সেখানে যেতে মনস্থির করার পর তাঁরা উম্মুল মুমিনীন হযরত সিদ্দীকা (রা.) -এর খেদমতে আরজ করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত তিনিও যেন তাঁদের সাথে বসরাতেই অবস্থান করেন।

সে সময়ে হযরত ওসমান (রা.) -এর হত্যাকারীদের দাপট ও দৌরাত্ম্য এবং তাদের প্রতি আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.)-এর শরিয়তী শাস্তি প্রয়োগে অক্ষমতার কথা স্বয়ং নাহজুল-বালাগাতের রেওয়ায়েতেও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য যে, নাহজুল-বালাগা শিয়া পণ্ডিতবর্গের নিকট বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সমাদৃত। এই গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ পর্যন্ত এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, যদি আপনি হযরত ওসমান (রা.) -এর হত্যাকারীদের যথোচিত শাস্তি বিধান করেন, তবেই তা বিশেষ কল্যাণ ও সুফল বয়ে আনবে। প্রতিউত্তরে হযরত আমীরুল মুমিনীন ফরমান যে, ভাই সকল! তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আমি অজ্ঞ নই। কিন্তু এসব হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের দ্বারা মদিনা পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় তা কি করে সম্ভব? তোমাদের ক্রীতদাস ও পার্শ্ববর্তী বেদুঈনরা পর্যন্ত তাদের সাথে রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের শাস্তির নির্দেশ জারী করে দেই, তবে তা কার্যকর হবে কিভাবে?

হযরত সিদ্দীকা (রা) একদিকে আমীরুল-মুমিনীন (রা.)-এর অক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল ছিলেন। অপরদিকে হযরত ওসমান (রা.) -এর শাহাদাতের কারণে মুসলমানগণ যে চরমভাবে মর্মাহত হয়েছে সে সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) -এর হত্যাকারীরা আমীরুল-মুমিনীন (রা) -এর মজলিসসমূহে সশরীরে শরিক থাকা সত্ত্বেও তিনি একান্ত অক্ষম ছিলেন বলে তাদের শাস্তি বিধান ও তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছিল, যারা আমীরুল মুমিনীনর (রা.) এই অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, এ ব্যাপারেও তারা তাঁকে অভিযুক্ত করছিল। যাতে এ অভিযোগ-অনুযোগ অন্য কোনো অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সূচনা না করে, সে জন্য জনগণকে ধৈর্যধারণের অনুরোধ করা, আমীরুল-মুমিনীনের শক্তি সঞ্চার করে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এবং পারস্পরিক অভিযোগ-অনুযোগ ও ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে উম্মতের মাঝে শান্তি ও সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি (হযরত সিদ্দীকা (রা.)) বসরা রওয়ানা করেন। এ সময়ে ভাগ্নে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়র (রা.) প্রমুখও তাঁর সাথে ছিলেন। এ সফরের যে উদ্দেশ্য স্বয়ং উম্মুল মুমিনীন (রা) হযরত কা'কা (রা.) -এর নিকট ব্যক্ত করেছেন তা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হবে। এই চরম অশান্তি ও অরাজকতার সময় মুমিনদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা যে কত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দীনী খেদমত ছিল, তা একেবারে সুস্পষ্ট। এতদুদ্দেশ্যে যদি উম্মুল মুমিনীন (রা.)-এর স্বীয় মুহরেম আত্মীয়-স্বজনের সাথে উটের হাওদায় পূর্ণ পর্দার মধ্যে বসরা গমনকে কেন্দ্র করে 'তিনি কুরআনী আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন' বলে শিয়া ও রাফেযী সম্প্রদায় অপপ্রচার করে থাকে, তাবে তার কোনো যৌক্তিকতা ও সারবত্তা আছে কি?

মুনাফিক ও দুষ্কৃতকারীদের যে অপকীর্তি পরবর্তী পর্যায়ে গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর কোনো ধারণা বা কল্পনাও ছিল না। এ আয়াতের তাফসীরের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

উষ্ট্রযুদ্ধের (জঙ্গে জামাল) সবিস্তার আলোচনার স্থান এটা নয়। নিছক প্রকৃত সত্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি কথা লিখা হচ্ছে মাত্র।

পারস্পরিক বিভেদ ও দ্বন্দ্ব-কলহের সময় সাধারণত যে সব অবস্থার সৃষ্টি হয় ও যে সব রূপ ধারণ করে, সে সম্পর্কে চক্ষুমান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ গাফেল ও নির্লিপ্ত থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম সমেত হযরত সিদ্দীকা (রা.)-এর মদিনা হতে বসরা গমনের ঘটনাকে মুনাফিক ও দুষ্কৃতকারীরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)-এর সমীপে বিকৃত করে এভাবে পেশ করে যে, এরা সব আপনার সাথে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বসরা যাচ্ছে। সুতরাং আপনি যদি সত্যি খলীফা হয়ে থাকেন, তবে যাতে এ ফেতনা অগ্রসর হতে না পারে সেজন্য সেখানে গিয়ে অঙ্কুরেই এটা প্রতিহত করা আপনার একান্ত কর্তব্য। হযরত হাসান,

হযরত হুসাইন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী তাঁদের এ মতের বিরুদ্ধাচরণ করে খলীফা (রা.)-কে এ পরামর্শ দেন যে, সেখানকার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন না করা পর্যন্ত আপনি তাদের মোকাবিলার জন্য সৈন্য প্রেরণ করবেন না। কিন্তু অপর মত পোষণকারীদের সংখ্যাই ছিল অনেক বেশি। হযরত আলী (রা.)-ও এদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সৈন্যদের সাথে বের হয়ে পড়েন এবং এই অপকৃষ্ট অশান্তি সৃষ্টিকারী বিদ্রোহীরাও তাঁর সাথে রওয়ানা করে।

এরা বসরার সন্নিকটে পৌঁছে অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হযরত উম্মুল মু'মিনীনের খেদমতে হযরত কা'কা (রা.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীনের খেদমতে আরজ করেন যে, আপনার এখানে আগমনের কারণ কি? প্রত্যুত্তরে হযরত সিদ্দীকা (রা.) বলেন : اَىْ بُنَىَّ اَلْاِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ অর্থাৎ হে প্রিয় বৎস! মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি। অতঃপর হযরত তালহা ও হযরত যুবায়ের (রা.)-কেও হযরত কা'কা (রা.)-এর আলোচনা সভায় ডেকে আনা হলো। হযরত কা'কা (রা.) তাঁদেরকে বললেন যে, আপনারা কি চান। তাঁরা বললেন যে, হযরত উসমানের হত্যাকারীদের প্রতি শরিয়তী শাস্তি প্রয়োগ করা ব্যতীত আমাদের অন্য কোনো দাবি বা আকাঙ্ক্ষা নেই। হযরত কা'কা (রা.) তাঁদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, যে পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ সুসংবদ্ধ ও সুসংহত না হয়, সে পর্যন্ত এটা কার্যকর করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় আপোস-মীমাংসা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা আপনাদের একান্ত কর্তব্য।

এসব মহান ব্যক্তিও একথা সমর্থন করলেন। হযরত কা'কা (রা.) ফিরে গিয়ে আমীরুল মু'মিনীনকে এ সম্পর্কে অবহিত করায় তিনিও বিশেষভাবে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হন এবং সবাই ফিরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আর এ প্রান্তরে পরবর্তী তিন দিন পর্যন্ত অবস্থানকালে এমন পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল যে, এ সম্পর্কে কারো বিন্দুমাত্রসন্দেহ ছিল না যে, উভয় পক্ষের মাঝে শান্তিচুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা অনতিবিলম্বে প্রচারিত হয়ে যাচ্ছে। চতুর্থ দিন ভোরে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের অনুপস্থিতিতে হযরত তালহা ও হযরত যুবায়েরের সাথে আমীরুল মু'মিনীনের সাক্ষাতকারের পর এরূপ ঘোষণা প্রচারিত হতে যাচ্ছিল। কিন্তু এরূপ শান্তি প্রতিষ্ঠা হযরত উসমানের হত্যাকারী দুর্বৃত্তদের মোটেও কাম্য ও মনঃপূত ছিল না। তাই তারা এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করল যে, তারা প্রথমে হযরত সিদ্দীকা (রা.)-এর দলের মধ্যে প্রবেশ করে ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ আরম্ভ করবে, যাতে তিনি (হযরত সিদ্দীকা) ও তাঁর সঙ্গীগণ হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে করেন। আর এরা এই ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়ে হযরত আলী (রা.)-এর সৈন্যবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদের এ চাল ও কূট-কৌশল সফল হলো। হযরত আলী (রা.)-এর বাহিনীভুক্ত দুষ্কৃতকারীদের পক্ষ থেকে যখন হযরত সিদ্দীকা (রা.)-এর জামাতের উপর আক্রমণ শুরু হলো তখন তাঁরা একথা বুঝতে একান্ত বাধ্য ছিলেন যে, এ আক্রমণ আমীরুল মু'মিনীনের সৈন্যবাহিনীর পক্ষ থেকেই হয়েছে। তাই এদের পক্ষ থেকে প্রতি-আক্রমণও আরম্ভ হয়ে গেল। এ পরিস্থিতিতে আমীরুল মু'মিনীন যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনো গতি দেখতে পেলেন না। আর গৃহ-যুদ্ধের যে মর্মন্তুদ ঘটনা হওয়ার ছিল তা হয়ে গেল اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ তাবারী ও অন্যান্য প্রামাণ্য ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনা ঠিক এরূপভাবেই হযরত হাসান (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। رُوْحُ الْمَعَانِىْ

মোটকথা দুষ্কৃতকারী পাপাচারীদের দুরভিসন্ধি ও কূট-কৌশলের পরিণতিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে নিরপরাধ ও পূত-পবিত্র এ দু'পক্ষের মাঝে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়ে গেল, কিন্তু ফেতনা ও দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর উভয় মহান ব্যক্তিত্বই অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হন। এ মর্মন্তুদ ঘটনা হযরত সিদ্দীকা (রা.)-এর স্মরণ হলে তিনি এমন অজস্র ধারায় কাঁদতে থাকতেন যে, তাঁর দোপাট্টা পর্যন্ত অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা.)-ও এ ঘটনায় বিশেষভাবে মর্মাহত হন। ফেতনা ও দুর্যোগ স্তিমিত হওয়ার পর যখন তিনি নিহতদের লাশ স্বচক্ষে দেখতে তাশরীফ নেন তখন নিজ উরুতে হাত মেরে মেরে বলতে লাগলেন যে, যদি এ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই আমি মৃত্যুবরণ করতাম কতই না ভালো হতো।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, উম্মুল মু'মিনীন (রা.) যখন কুরআনের আয়াত وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ পাঠ করতেন তখন কেঁদে ফেলতেন। ফলে তাঁর দোপাট্টা অশ্রুসিক্ত হয়ে যেত। –(রূহুল মা'আনী)

উল্লিখিত আয়াত পাঠকালে কেঁদে ফেলা এজন্য ছিল না যে, তিনি গৃহে অবস্থানের বিরুদ্ধাচরণ পাপ বলে মনে করতেন অথবা প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সফর নিষিদ্ধ ছিল। বরং বাড়ি থেকে বের হওয়ার দরুন যে অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত হৃদয়-বিদারক ঘটনা সংঘটিত হলো তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবত সৃষ্ট সন্তাপ ও মর্মবেদনাই ছিল এর কারণ (এসব রেওয়ায়েত ও যাবতীয় তথ্য তাফসীরে রূহুল মা'আনী থেকে সংগৃহীত হয়েছে)।

নবীজীর বিবিগণের প্রতি কুরআনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হেদায়েত : وَاَقِمۡنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيۡنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعۡنَ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ অর্থাৎ, নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, জাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর অনুসরণ কর। দু-হেদায়েত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপের সময় আপত্তিকর কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার, বিনা প্রয়োজনে গৃহাভ্যন্তর থেকে বের হওয়া এবং এ আয়াতে রয়েছে তিন হেদায়েত। এ হলো সর্বমোট পাঁচ হেদায়েত যা নারীকুল সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়সমূহের অন্তর্গত।

এ পাঁচটি হেদায়েতের সব কয়টি সমস্ত মুসলমানের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য : উপরিউক্ত হেদায়েতসমূহের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি নবীজীর পুণ্যবতী বিবিগণের জন্য নির্দিষ্ট না হওয়া সম্পর্কে তো কারো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোনো মুসলিম নারী-পুরুষই নামাজ, জাকাত এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আওতা-বহির্ভূত নয়। বাকি রইল নারীকুলের পর্দা সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট দু'টি হেদায়েত। একটু চিন্তা করলে এও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাও কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং সমস্ত মুসলিম নারীর প্রতিও একই হুকুম। এখন কথা হলো এসব হেদায়েত বর্ণনার পূর্বেই কুরআনে পাকে বলা হয়েছে যে, لَسۡتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيۡتُنَّ অর্থাৎ পুণ্যবতী নবী-পত্নীগণ যদি তাকওয়া ধারণ করে তবে তাঁরা অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। এ দ্বারা বাহ্যত এ হেদায়েতসমূহ নবী-পত্নীগণের জন্যই নির্দিষ্ট বলে মনে হয়। এর স্পষ্ট জবাব এই যে, এ নির্দিষ্টকরণ আহকামের দিক দিয়ে নয়; বরং এগুলোর উপর আমলের গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ অন্যান্য সাধারণ নারীদের ন্যায় নন। বরং এদের মর্যাদা-সর্বাধিক উন্নত ও উর্ধ্বতম। সুতরাং যেসব হুকুম সমস্ত নারীকুলের প্রতি ফরজ, এগুলোর প্রতি এদের সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আল্লাহ মহীয়ান গরীয়ানই সর্বাধিক জ্ঞাত।

اِنَّمَا يُرِيۡدُ اللّٰهُ لِيُذۡهِبَ عَنۡكُمُ الرِّجۡسَ اَهۡلَ الۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيۡرًا

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে যেসব হেদায়েত প্রদান করা হয়েছে, সেগুলো যদিও তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না; বরং গোটা উম্মতের প্রতিই এসব হুকুম প্রযোজ্য। কিন্তু পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে এজন্য বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে তাঁরা নিজেদের মর্যাদা ও নবীগৃহের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এসব আমল ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এ আয়াতে পূর্ববর্তী বিশেষ সম্বোধনের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট আমল (কর্ম) পরিশুদ্ধির বিশেষ হেদায়েতের মর্ম ও তাৎপর্য নবীজীর গৃহবাসীগণকে যাবতীয় আবিলতা ও কলুষতা বিমুক্ত করে দেওয়া।

رِجۡس শব্দটি আরবি ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো প্রতিমা ও বিগ্রহ, আবার কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আজাব অর্থে, কখনো কলুষতা ও অপবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। –[বাহরে মুহীত]

আয়াতে আহলে বায়তের মর্ম কি? উপরিউক্ত আয়াতসমূহে নবী-পত্নীগণকে সম্বোধন করা হয়েছিল বলে স্ত্রী-লিঙ্গবাচক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সাথে সাথে তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং পিতা-মাতাও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। সেজন্যই পুংলিঙ্গ পদ عَنۡكُمۡ وَيُطَهِّرَكُمۡ ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো মুফাস্‌সিরের মতে আহলে বায়ত দ্বারা কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত ইকরীমা এবং হযরত মোকাতিল এমতই পোষণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের রেওয়ায়েতেও তিনি আহলে বায়তের অর্থ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বলেই মন্তব্য করেছেন এবং প্রমাণ স্বরূপ এ আয়াত وَاذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلٰى فِىۡ بُيُوۡتِكُنَّ পেশ করেছেন (ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন) এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে نِسَآءَ النَّبِىِّ দিয়ে সম্বোধনও এরই সমর্থন করে। হযরত ইকরামা (রা.) তো প্রকাশ্য বাজারে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকতেন যে, এ আয়াতে আহলে বায়ত দ্বারা পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বুঝানো হয়েছে কেননা এ আয়াত তাঁদের শানেই নাজিল হয়েছে। তিনি বলতেন যে, এ সম্পর্কে আমি মোবাহালা (পুত্র-পরিজনের মাথায় হাত রেখে শপথ) করে বললেন বলতেও প্রস্তুত আছি।

কিন্তু হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, যেগুলো ইবনে কাসীর এখানে নকল করেছেন এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান-হুসাইনও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বাড়ি থেকে বাইরে তাশরীফ নিতে যাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি একটি কালো রুমী চাদর জড়ানো ছিলেন। এমন সময় সেখানে হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী (রা.) এরা

সবাই একের পর এক তাশরীফ আনেন। নবীজী ﷺ এদের সবাইকে চাদরের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আয়াত إِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا তেলাওয়াত করেন। আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এরূপ রয়েছে যে, আয়াত তেলাওয়াত করার পর তিনি ফরমান اَللّٰهُمَّ هٰؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِيْ (হে আল্লাহ্ এরাই আমার আহলে বায়ত। -[ইবনে জারীর]

ইবনে কাছীর এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে মুফাসসিরগণ প্রদত্ত এসব মতের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ নেই। যারা এ কথা বলেন যে, এ আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের শানে নাজিল হয়েছে এবং আহলে বায়ত বলে তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে, তাঁদের এ মতে অন্যান্যগণও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিপন্থি নয়। সুতরাং এটাই ঠিক যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণও আহলে বায়তের অন্তর্গত। কেননা, এ আয়াতের শানে নুযূলও এই। শানে নুযূলের মর্ম আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আবার নবীজীর ইরশাদ মোতাবেক হযরত ফাতেমা, আলী, হাসান-হুসাইন (রা.) ও আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। আর এ আয়াতের পূর্বে ও পরে উভয় স্থলে نِسَاءَ النَّبِيِّ শিরোনাম সম্বোধন করা হয়েছে এবং এজন্য স্ত্রীলিঙ্গবাচক পদ ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আর পরবর্তী পর্যায় وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى -তেও স্ত্রীলিঙ্গ বিশিষ্ট পদে সম্বোধন করা হয়েছে। এই মধ্যবর্তী আয়াতেও পূর্বাপরের ব্যতিক্রম করে পুংলিঙ্গ পদ عَنْكُمْ ও يُطَهِّرَكُمْ এর ব্যবহারও একথা বিশেষভাবে প্রমাণ করে যে, এ আয়াতে কেবল নারীগণ অন্তর্ভুক্ত নয়, কিছুসংখ্যক পুরুষও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতে لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا দ্বারা স্পষ্টত একথাই বুঝানো হয়েছে যে, এসব হেদায়েতের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাক আহলে বায়তকে শয়তানের প্রতারণা, পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীলতাসমূহ থেকে রক্ষা করবেন এবং পবিত্র করে দিবেন। মোটকথা এখানে শরিয়তগত পবিত্র করণকে বুঝানো হয়েছে। সৃষ্টি ও জন্মগত পবিত্রকরণ, যা নবীগণের বৈশিষ্ট্য তা বুঝানো হয়নি। কিন্তু এ দ্বারা এ কথা বুঝা যায় না যে, এরা সব নিষ্পাপ; এবং নবীগণ ﷺ -এর ন্যায় তাঁদের দ্বারা কোনো পাপ সংঘটিত হওয়া সম্ভবপরই নয়। জন্মগত শুদ্ধাচারিতা ও পবিত্রতার যা বৈশিষ্ট্য সে সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের থেকে ভিন্নমত পোষণ করে প্রথমত আহলে বায়ত শব্দ কেবল রাসূলের সন্তান-সন্ততিদের জন্যই নির্দিষ্ট বলে এবং পুণ্যবতী স্ত্রীগণ এদের থেকে বহির্ভূত বলে দাবি করেছে। দ্বিতীয়ত উল্লিখিত আয়াতে পবিত্রকরণ অর্থ তাঁদের জন্মগত নিষ্কলুষতা বলে মন্তব্য করে আহলে বায়তকে নবীগণের ন্যায় সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলে আখ্যায়িত করেছে। এর উত্তর এবং মাস'আলার বিস্তারিত বর্ণনা আহকামুল কুরআন নামক গ্রন্থে সূরায়ে আহযাব অধ্যায়ে প্রদান করেছি, যাতে নিষ্কলুষতার সংজ্ঞা এবং তা নবী ও ফেরেশতাকুলের জন্য নির্দিষ্ট থাকা এবং তাঁরা ব্যতীত অন্যকেও নিষ্পাপ না হওয়ার কথা শরয়ি প্রমাণাদিসহ সবিস্তার বর্ণনা করেছি। বিদগ্ধ সমাজ তা দেখে নিতে পারেন সাধারণ লোকের জন্য তা নিষ্প্রয়োজন।

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ এখানে اٰيٰتُ اللّٰهِ অর্থ কুরআন আর حِكْمَتْ অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁর সুন্নত ও আদর্শ। যেমন, অধিকাংশ তাফসীরকারগণ حِكْمَتْ -এর তাফসীর সুন্নত বলে বর্ণনা করেছেন। اُذْكُرْنَ শব্দের দু'টি ভাবার্থ হতে পারে– ১. এসব বিষয় স্বয়ং স্মরণ রাখা যার ফলশ্রুতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা। ২. কুরআন পাকের যা কিছু তাঁদের গৃহে, তাঁদের সামনে নাজিল হয়েছে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উম্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌছে দেওয়া।

ফায়দা : ইবনে আরাবী আহ্কামুল-কুরআন নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে কোনো আয়াতে কুরআন বা হাদীস শোনে তবে তা অন্যান্য লোকের নিকট পৌছে দেওয়া তার অবশ্য কর্তব্য। এমন কি কুরআনের যেসব আয়াত নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের গৃহে নাজিল হয়েছে অথবা নবীজী ﷺ -এর নিকট থেকে তাঁরা যেসব শিক্ষা লাভ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের সাথে আলোচনা করা তাঁদের উপরও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ পাকের এ আমানত উম্মতের অপরাপর লোকদের নিকট পৌছানো তাঁদের (পুণ্যবতী স্ত্রীগণের) অপরিহার্য কর্তব্য।

কুরআনের ন্যায় হাদীসের সংরক্ষণ : এ আয়াতে যেরূপভাবে কুরআনের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা প্রদান উম্মতের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে হেকমত শব্দের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসসমূহের প্রচার এবং শিক্ষা প্রদানও বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সর্বাবস্থায়ই এ নির্দেশ পালন করেছেন। সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত মা'আয (রা.) সম্পর্কেও এরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে একখানা হাদীস শোনেন, কিন্তু জনগণ এর প্রতি যথাযথ মর্যাদা আরোপ না করতে পারে অথবা কোনো ভুল বুঝাবুঝিতে পতিত হতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করে তিনি তা সর্ব সাধারণের সামনে বর্ণনা করেননি। কিন্তু যখন তাঁর (মা'আযের) মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি জনগণকে একত্রিত করে তাদের সামনে সে হাদীস পেশ করলেন এবং বললেন যে, নিছক ধর্মীয় স্বার্থে আমি এ যাবত এ সম্পর্কে কারো সাথে আলোচনা করিনি। কিন্তু এক্ষণে আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন। সুতরাং উম্মতের এ আমানত তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। হযরত মা'আয হাদীসে-রাসূল উম্মতের নিকট না পৌঁছানোর পাপে যাতে পতিত না হন সেজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে জনগণকে ডেকে এ হাদীস শুনিয়ে দেন।

এঘটনাও এ সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামই কুরআনের এ হুকুম পালন ওয়াজিব ও অবশ্য করণীয় বলে মনে করতেন। আর সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীসসমূহ জনগণের নিকট পৌঁছাবার ব্যবস্থা করতেন বলে হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব কুরআনের কাছাকাছি হয়ে পড়লো। এ সম্পর্কে সন্দেহের অবতারণা করা কুরআন পাকে সন্দেহের অবতারণা করারই নামান্তর।

কুরআনে পাকে সাধারণভাবে পুরুষদেরকে সম্বোধনকরে নারীদেরকে আনুষঙ্গিকভাবে তার অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়ার তাৎপর্য : যদিও নারী-পুরুষ উভয়ই কুরআন পাকের সাধারণ নির্দেশাবলির আওতাধীন, কিন্তু সাধারণত সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষদেরকে। আর নারী জাতি পরোক্ষভাবে এর অন্তর্গত। সর্বত্র يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করে আনুষঙ্গিকভাবে নারীদেরকেও সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয়। এর মধ্যেই তাদের মান-মর্যাদা নিহিত। বিশেষ করে সমস্ত কুরআনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, কেবল হযরত মরিয়ম বিনতে ইমরান ব্যতীত অন্য কোনো স্ত্রীলোকের নাম কুরআন পাকে উল্লেখ নেই। যেখানে তাদের প্রসঙ্গে এসেছে, সেখানে পুরুষের সাথে তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা اِمْرَاَةُ فِرْعَوْنَ ফেরাউন পত্নী ও اِمْرَاَةُ نُوْحٍ নুহ পত্নী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মরিয়মের বিশেষত্ব সম্ভবত এই যে, কোনো পিতার সাথে হযরত ঈসা (আ.) -এর সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। তাই মায়ের সাথেই তাঁকে সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছিল এবং এ কারণেই মরিয়মের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। –[আল্লাহ্ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত।]

কুরআন কারীমের এই প্রকাশভঙ্গি যদিও এক বিশেষ প্রজ্ঞা, যৌক্তিকতা ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল; কিন্তু এ পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের হীনমন্যতাবোধের উদ্রেক হওয়া একান্ত স্বাভাবিক ছিল। তাই বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এমন বহু রেওয়ায়েত রয়েছে, যাতে নারীগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এ মর্মে আরজ করেছে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ পাক কুরআনের সর্বত্র পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকেই সম্বোধন করেন। এ দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের (নারীদের) মাঝে কোনো প্রকার পুণ্য ও কল্যাণই নিহিত নেই। সুতরাং আমাদের কোনো ইবাদতই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশঙ্কা হচ্ছে। তিরমিযী শরীফে হযরত উম্মে আম্মার (রা.) থেকে, আবার কোনো কোনো রেওয়ায়েতে হযরত আস্‌মা বিনতে উনায়স (রা.) থেকেও এ ধরনের আবেদন উপস্থাপনের কথা বর্ণিত আছে আর এসব রেওয়ায়েত এ আবেদন উপরাল্লিখিত আয়াতসমূহ নাজিল হওয়ার কারণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে নারীদেরকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা প্রদান এবং তাদের আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলি সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ পাক সমীপে মান-মর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হলো সৎকার্যাবলি, আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই।

অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরের নির্দেশ এবং তার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য : ইসলামের স্তম্ভ পাঁচ প্রকারের ইবাদত। যথা-নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ও জিহাদ। কিন্তু সমস্ত কুরআনে এর মধ্য থেকে কোনো ইবাদত অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ নেই। কিন্তু কুরআন পাকের বহু সংখ্যক আয়াতে আল্লাহ্‌র জিকির অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে। সূরায়ে আনফাল, সূরায়ে জুমা এবং এ সূরায় وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ (অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারীগণ ও

স্মরণকারিণীগণ) বলা হয়েছে : এর তাৎপর্য প্রথমত এই যে, আল্লাহর জিকির যাবতীয় ইবাদতের প্রকৃত রূহ। হযরত মা'আয ইবনে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে জিজ্ঞেস করল যে, মুজাহিদগণের মাঝে সর্বাধিক প্রতিদান ও ছওয়াবের অধিকারী কোন ব্যক্তি হবে? তিনি বললেন : যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর জিকির করবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করল যে, রোজাদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ছওয়াবের অধিকারী কে হবে? তিনি বললেন, যে আল্লাহর জিকির সবচেয়ে বেশি করবে। এরূপভাবে নামাজ, জাকাত, হজ, সদকা প্রভৃতি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করল। তিনি প্রতিবার এ উত্তরই দিলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করবে, সে-ই সর্বোচ্চ প্রতিদান লাভ করবে। –[ইবনে কাছীর থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন।]

দ্বিতীয়ত : যাবতীয় ইবাদতের মধ্যে জিকিরই সহজতর। এটা আদায় করা সম্পর্কে শরিয়তও কোনো শর্ত আরোপ করেনি অজুসহ বা বিনা অজুতে উঠতে বসতে চলতে-ফিরতে সব সময় আল্লাহর জিকির করা যায়। এর জন্য মানুষের কোনো পরিশ্রমই করতে হয় না; কোনো অবসরেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর লাভ ও ফলশ্রুতি এত বেশি ও ব্যাপক যে, আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে পার্থিব কাজকর্মও ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। আহার গ্রহণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দোয়া; বাড়ি থেকে বের হওয়ার ও ফিরে আসার দোয়া, সফরে রওয়ানা করা ও সফরকালীন বাড়ি ফিরে আসার দোয়া, কোনো কারবারের সূচনাপর্বে ও শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশিত দোয়া প্রভৃতি দোয়াসমূহের সারমর্ম এই যে, মুসলমান যেন কোনো সময়েই আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে অমনোযোগী ও গাফেল থেকে কোনো কাজ না করে, আর তারা যদি সকল কাজকর্মে এ নির্ধারিত দোয়াসমূহ পড়ে নেয়, তবে পার্থিব কাজও দীনে (ধর্মে) পর্যবসিত হয়ে যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَقْنُتْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بحرف شرط বাব نَصَرَ মাসদার قُنُوْتٌ মূলবর্ণ (ق ـ ن ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– অনুগত হয়ে চলবে।

نُؤْتِهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع مجزوم بجواب شرط বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– আমি তাকে প্রদান করব।

اَعْتَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ فعل ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْتَادٌ মূলবর্ণ (ع ـ ت ـ د) জিনস صحيح অর্থ– আমি প্রস্তুত রেখেছি।

لَسْتُنَّ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ فعل ماضى معروف অর্থ– তোমরা নও।

اِتَّقَيْتُنَّ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা আল্লাহ ভীতি অবলম্বন কর।

لَا تَخْضَعْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার خُضُوْعٌ মূলবর্ণ (خ ـ ض ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– কোমলতা অবলম্বন করো না।

قُلْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার قَوْلٌ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– কথা বল।

وَقَرْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার قَرَارٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– স্থিরভাবে অবস্থান কর।

لَا تَبَرَّجْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَبَرُّجٌ মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ج) জিনস صحيح অর্থ– চলাফেরা করবে না।

اٰتِيْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– প্রদান করা।

أَطِعْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– অনুগত থেকো।

اُذْكُرْنَ : সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার ذِكْرٌ মূলবর্ণ (ذ - ك - ر) জিনস صحيح অর্থ– স্মরণ রাখ।

اَلْمُسْلِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْلَامٌ মূলবর্ণ (س - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– ইসলামের কার্য সমাপণকারীগণ।

اَلْمُؤْمِنَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْمَانٌ মূলবর্ণ (أ - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– ঈমান আনয়ন কারিণীগণ।

اَلْقَانِتِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার قُنُوْتٌ মূলবর্ণ (ق - ن - ت) জিনস صحيح অর্থ– আনুগত্যকারীগণ।

اَلصَّادِقَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلصِّدْقُ মূলবর্ণ (ص - د - ق) জিনস صحيح অর্থ– সত্য পরায়ণা বৃন্দ।

اَلصَّابِرَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلصَّبْرُ মূলবর্ণ (ص - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– ধৈর্যশীলাবৃন্দ।

اَلْخَاشِعَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْخُشُوْعُ মূলবর্ণ (خ - ش - ع) জিনস صحيح অর্থ– বিনয়ী নারীগণ।

اَلصَّائِمَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّوْمُ মূলবর্ণ (ص - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– রোজাদার নারীগণ।

اَلْحَافِظَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْحِفْظُ মূলবর্ণ (ح - ف - ظ) জিনস صحيح অর্থ– স্বীয় লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারিণীগণ।

اَلذَّاكِرَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার ذِكْرٌ মূলবর্ণ (ذ - ك - ر) জিনস صحيح অর্থ– স্মরণ কারিণীগণ।

اَعَدَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْدَادٌ মূলবর্ণ (ع - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রস্তুত করে রেখেছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا : এখানে واو হরফে আতফ اَعْتَدْنَا ফে'ল ও ফায়েল لَهَا শব্দটি اَعْتَدْنَا-এর সাথে متعلق ; رِزْقًا মাওসূফ كَرِيْمًا সিফত। صفت ও موصوف মিলে مفعول به হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন, খ. ৬. পৃ. ১৬৬]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং কোনো ঈমানদার পুরুষ ও কোনো ঈমানদার নারীর পক্ষে সম্ভব নয় যে– যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো কাজের নির্দেশ প্রদান করেন, তখন সেই কাজে (ইচ্ছানুযায়ী করার) তাদের কোনো অধিকার থাকে না (বরং তা পালন করাই ওয়াজিব হয়ে যায়); আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করে, সে তো স্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ল।

وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشٰىهُ ۗ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ﴿٣٧﴾

৩৭. আর (সে সময়টুকু স্মরণ করুন,) যখন আপনি সে ব্যক্তিকে (অর্থাৎ যায়েদ ইবনে হারেছকে) আল্লাহ তা'আলা যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন– বলছিলেন যে, তুমি নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, আর আপনি স্বীয় অন্তরে সে কথা গোপন রাখলেন, আল্লাহ যার প্রকাশকারী ছিলেন এবং আপনি মানুষ (-এর দুর্নাম করা)-কে ভয় করছিলেন, আর আল্লাহই হচ্ছেন অধিকতর যোগ্য যে, আপনি তাঁকে ভয় করেন। অতঃপর যখন তার (যয়নবের) প্রতি যায়েদ বিতৃষ্ণ হয়ে গেল, (অর্থাৎ জয়নবকে তালাক প্রদান করল,) তখন (ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর) আমি আপনার সাথে তার বিবাহ করিয়ে দিলাম, যেন মু'মিনদের জন্য তাদের, পোষ্যপুত্রদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে কোনো সঙ্কীর্ণতা না থাকে, যখন তারা (পোষ্যপুত্রগণ) তাদের প্রতি বিরাগী হয়ে যায় (অর্থাৎ তালাক প্রদান করে); আর আল্লাহর এ হুকুম তো কার্যকরী হওয়াই ছিল অবশ্যম্ভাবী।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ এবং কোনো ঈমানদার পুরুষ ও কোনো ঈমানদার নারীর পক্ষে সম্ভব নয় إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا যে যখন আল্লাহ ও তার রাসূল কোনো কাজের নির্দেশ প্রদান করেন أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ তখন তাদের কোনো অধিকার থাকে না مِنْ أَمْرِهِمْ সেই কাজে وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা অমান্য করে فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا সে তো স্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ল।

৩৭. وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ আর যখন আপনি সে ব্যক্তিকে বলছিলেন أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা যাকে অনুগ্রহ করেছেন وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ তুমি নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহধীনে থাকতে দাও وَاتَّقِ اللّٰهَ এবং আল্লাহকে ভয় কর وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ আর আপনি স্বীয় অন্তরে সে কথা গোপন রাখলেন مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ আল্লাহ তা'আলা যার প্রকাশকারী ছিলেন وَتَخْشَى النَّاسَ এবং আপনি মানুষকে ভয় করছিলেন وَاللّٰهُ أَحَقُّ আর আল্লাহই হচ্ছেন অধিকতর যোগ্য যে أَنْ تَخْشٰىهُ আপনি তাকে ভয় করেন فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا অতঃপর যখন তার প্রতি যায়েদ বিতৃষ্ণ হয়ে গেল زَوَّجْنٰكَهَا তখন আমি আপনার সাথে তার বিবাহ করিয়ে দিলাম لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ যাতে মুমিনদের জন্য কোনো সঙ্কীর্ণতা না থাকে فِيْٓ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ তাদের পোষ্য পুত্রদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا যখন তারা তাদের প্রতি বিরাগী হয়ে যায় وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا আর আল্লাহর এ হুকুম তো কার্যকরী হওয়াই ছিল অবশ্যম্ভবী।

৩৮. এ নবীর জন্য আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন, তদ্বিষয়ে নবীর উপর কোনো দোষারোপ নেই; আল্লাহ তা'আলা সে নবীদের জন্যও– যাঁরা পূর্বে অতীত হয়েছেন– এ রীতি করে রেখেছিলেন; আর আল্লাহর হুকুম (পূর্ব থেকেই) সাব্যস্ত হয়ে থাকে।	مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾
৩৯. তাঁরা এরূপ ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুমসমূহ পৌঁছাতেন এবং তাঁকেই ভয় করতেন এবং আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন অপর কাউকেও ভয় করতেন না এবং আল্লাহ তা'আলাই হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।	الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾
৪০. মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত নবীর শেষ; আর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়েই খুব অবগত আছেন।	مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾
৪১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾
৪২. এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ করতে থাক সকাল ও সন্ধ্যায় (সকল সময়)।	وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ এ নবীর উপর কোনো দোষারোপ নেই فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ নবীর জন্য আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তদ্বিষয়ে سُنَّةَ اللَّهِ আল্লাহ তা'আলা এ রীতি করে রেখেছিলেন فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ সে নবীদের জন্যও যাঁরা পূর্বে অতীত হয়েছেন وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا আর আল্লাহ তা'আলার হুকুম (পূর্ব হতেই) সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

৩৯. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ তাঁরা এরূপ ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুমসমূহ পৌঁছাতেন وَيَخْشَوْنَهُ এবং তাঁকেই ভয় করতেন وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ এবং আল্লাহ ভিন্ন অপর কাউকেও ভয় করতেন না وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا এবং আল্লাহ তা'আলাই হিসাব গ্রহণে যথেষ্ট।

৪০. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ মুহাম্মদ ﷺ নন أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ এবং সমস্ত নবীর শেষ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا আর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়েই খুব অবগত আছেন।

৪১. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا হে ঈমানদারগণ! اذْكُرُوا اللَّهَ তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ কর ذِكْرًا كَثِيرًا অধিক পরিমাণে।

৪২. وَسَبِّحُوهُ এবং তাঁর তাসবীহ পাঠ করতে থাক بُكْرَةً وَأَصِيلًا সকাল ও সন্ধ্যায় (সকল সময়)।

৪৩. তিনি এমন যে, তিনি তোমাদের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও (রহমতের প্রার্থনা করেন), যেন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি অতিশয় মেহেরবান।

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ তিনি এমন যে, তোমাদের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন وَمَلٰٓئِكَتُهٗ এবং তাঁর ফেরেশতাগণও لِيُخْرِجَكُمْ যেন তোমাদেরকে আনয়ন করেন مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا এবং আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের প্রতি অতিশয় মেহেরবান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا [٣٦]

শানে নুযূল : কাতাদাহ, ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, হযরত রাসূল আকরাম ﷺ তদীয় ফুফাতো বোন যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-কে বিবাহের প্রস্তাব দেন যায়েদ বিন হারেছা এর জন্য। প্রথমে ধারণা করেছিল যে, রাসূল ﷺ নিজের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছেন। কিন্তু পরক্ষণে যায়েদের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছেন কথাটি যখন প্রকাশ হয়ে গেল, তখন তা অপছন্দ করে অস্বীকার করে ফেলেন। এতে তার ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহাশও একাত্মতা প্রকাশ করেন। এ বিবাহে তাদের অসম্মতি জ্ঞাপন করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[কুরতুবী ১৬৫/১৪, রুহুল মা'আনী ২৩/২২-১১, বাহরেমুহীত্ব ২৫৫/৭ তাবারী ৩০১/১০]

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا [٣٧]

শানে নুযূল : ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও বুখারী (র.) হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) ও যায়েদ বিন হারেছা (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.)-এর সাথে যখন বিবাহ হয়ে গেল, তখন হযরত যয়নব (রা.) যায়েদ বিন হারেছা (রা.)-এর ঘরে যান। তবে তাদের পরস্পরের মাঝে আনন্দময়ী সুখের জীবন গড়ে উঠেনি। সুতরাং হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.) রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে অভিযোগ করলেন যে, যয়নব তার ভাষা দিয়ে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। এমন এমন কাজ করছে। আমি তাকে ছেড়ে দিতে চাই। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তাকে তালাক দিওনা। যায়েদের সিদ্ধান্তই যেহেতু চূড়ান্ত সেহেতু যয়নবের মনোজয় করার জন্য যয়নবকে নিজের বিবাহে নিয়ে আসতে চান। তবে মুনাফিকেরা সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেরে। সে সম্পর্কে ভয় প্রকট রয়েছে। তখন সে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১৬৭/১৪]

مَا كَانَ عَلَى النَّبِىِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا [٣٨]

শানে নুযূল : রাসূল ﷺ একাধিক বিবাহ করেছিলেন তাও ছিল উম্মতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়। অভিশপ্ত ইহুদি সম্প্রদায় রাসূল ﷺ কেন একাধিক বিবাহ করলেন সে জন্য তারা রাসূল ﷺ-এর প্রতি কুৎসা ও মন্দচারীর ঝড় বহিয়ে তুলল। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যুত্তরে আলোচ্য আয়াত নাজিল করে বলে দেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার ধার্যকৃত বিধান।

পূর্বেও এমন হয়েছে। যথা হযরত দাউদ (আ.)-এর একশত স্ত্রী ও তিনশত বাঁদি ছিল এবং হযরত সুলাইমান (আ.)-এর তিনশত স্ত্রী ও সাতশত বাঁদি ছিল। –[রুহুল মা'আনী ২৭/২২/১১ কুরতুবী ১৭৩/১৪]

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا [٤٠]

শানে নুযূল : হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.) হযরত যয়নব (রা.)-কে তালাক দিয়ে দেওয়ার পর হযরত রাসূল আকরাম ﷺ যয়নব (রা.)-কে বিবাহ করেন। এতেকরে মুনাফিক সম্প্রদায় এবং ইসলামের অন্যান্য শত্রুরা রাসূল ﷺ -এর সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল এবং বলতে লাগল যে, লক্ষ্যকর মুহাম্মদ তাঁর তালাক প্রাপ্তা পুত্র বধূকে বিবাহ করে নিয়েছে। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দেন যে, মুহাম্মদ ﷺ কোনো পুরুষের পিতা নন। –[কুরতুবী ১৭৩/১৪]

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا [٤٣]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন মুহাজির ও আনসারগণ বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! এ অনুগ্রহ একমাত্র আপনার জন্য এতে আমাদের জন্য তো কিছুই নেই। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[কুরতুবী ১৭৫/১৪, রুহুল মা'আনী ৪৩/১২/১১,]

আলোচ্য আয়াতসমূহও এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে।

এক ঘটনা এই যে, হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রা.) এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অতি অল্প বয়সে 'ওকায' নামক বাজার থেকে খরিদ করে এনে মুক্ত করে দেন। আর আরব দেশের প্রথানুযায়ী তাঁকে পোষ্য-পুত্রের গৌরবে ভূষিত করে লালন-পালন করেন। মক্কাতে তাঁকে 'মুহাম্মদের ﷺ পুত্র যায়েদ' নামে সম্বোধন করা হতো। কুরআনে কারীম এটাকে অজ্ঞতার যুগের ভ্রান্ত রীতি আখ্যায়িত করে তা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং পোষ্যপুত্রকে তার প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে নির্দেশ দেয়। এ প্রসঙ্গেই এ সূরার প্রথমাংশের আয়াতসমূহ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ নাজিল হয়েছে। এসব হুকুম নাজিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ ﷺ নামে ডাকা পরিহার করেন এবং তাঁর পিতা হারেছার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে থাকেন।

একটি সূক্ষ্ম বিষয় : সমগ্র কুরআনে নবীগণ ব্যতীত কোনো শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্টতম সাহাবীর নামেরও উল্লেখ নেই। একমাত্র যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)-এর নাম রয়েছে। কোনো কোনো মহাত্মা এর তাৎপর্য এই বর্ণনা করেছেন যে, কুরআনের নির্দেশানুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাঁর পুত্রত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়ার ফলে এক বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে এরই বিনিময় প্রদান করেছেন। যায়েদ শব্দটি কুরআনে কারীমের একটি শব্দ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসের মর্মানুসারে এর প্রতিটি অক্ষর পাঠের বিনিময়ে আমলনামায় দশ দশ নেকি লিপিবদ্ধ হয়। কুরআনে পাকে কেবল তাঁর নাম পাঠ করলে এক অক্ষরের বিনিময়ে দশ নেকি লাভ করা যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ফরমান যে, যখনই তিনি যায়েদ বিন হারেছকে কোনো সৈন্যবাহিনীভুক্ত করে পাঠিয়েছেন তখন তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন। –[ইবনে কাছীর]

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ইসলামের এই ছিল গোলামীর মর্মার্থ শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের পর যারা যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন তাঁদেরকে নেতার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) যৌবনে পদার্পনের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ ফুফাত বোন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) কে তাঁর নিকট বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব পাঠান। হযরত যায়েদ (রা.) যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন সুতরাং হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ এ সম্বন্ধ স্থাপনে এই বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশ মর্যাদায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ ..... নাজিল হয়। যাতে এ হেদায়েত রয়েছে যে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে কোনো কাজের নির্দেশ দান করেন, তবে সে কাজ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। শরিয়তানুযায়ী তা না করার অধিকার থাকে না। শরিয়তে একাজ মূলত ওয়াজিব ও জরুরি না হলেও যেহেতু তিনি এ কাজের নির্দেশ প্রদান করেছেন, সুতরাং তার উপর সে কাজ ওয়াজিব ও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যে লোক তা পালন করবে না, আয়াতের শেষে তাকে স্পষ্ট গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত যয়নব ও তাঁর ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাযী হয়ে যান। অতঃপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

যার মোহর দশটি লাল দীনার (প্রায় চার তোলা স্বর্ণ) ও ষাট দেরহাম (প্রায় আঠারো তোলা রৌপ্য) এবং একটি ভারবাহী জন্তু, কিছু গৃহস্থালী আসবাবপত্র আনুমানিক পঁচিশ সের আটা ও পাঁচ সের খেজুর রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন। (ইবনে কাছীর)। অধিকাংশ মুফাস্সিরীনের মতে এ ঘটনাই এ আয়াতের শানে নুযূল।

ইবনে কাছীর প্রমুখ মুফাস্সিরগণ অনুরূপ আরো দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একটি হলো জুলায়বী (রা.) -এর ঘটনা যে, তিনি কোনো এক আনসার সাহাবীর মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই আনসার ও তাঁর পরিবার-পরিজন এ সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর সবাই রাযী হয়ে যান এবং যথারীতি বিয়েও সম্পন্ন হয়ে যায়। নবীজী ﷺ তাদের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা কামনা করে দোয়া করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে, তার গৃহে এত বরকত ও ধন-সম্পদের এত আধিক্য ছিল যে, মদিনার গৃহসমূহের মধ্যে এ বাড়িটিই ছিল সর্বাধিক উন্নত ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং এর খরচের অঙ্কও ছিল সব চাইতে বেশি। পরবর্তীকালে হযরত জুলায়বী (রা.) এক জিহাদে শাহাদত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাফন-কাফন নিজ হাতে সম্পন্ন করেন।

অনুরূপভাবে উম্মে কুলসুম বিনতে ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত সম্পর্কেও হাদীসের রেওয়ায়েতসমূহে এক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। -(ইবনে কাছীর, কুরতুবী)। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর মাঝে কোনো বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। এরূপ একাধিক ঘটনাই আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ হতে পারে।

বিয়ে শাদীতে বংশগত সমতা রক্ষার নির্দেশ এবং তার স্তর : উল্লিখিত বিয়েতে হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আব্দুল্লাহ (রা.) প্রথমপর্যায়ে অসম্মতির কারণ ছিল, উভয় পক্ষে বংশগত সমতা ও সামঞ্জস্য না থাকা এবং এ কারণ সম্পূর্ণ শরিয়ত সম্মত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে-শাদী সমমর্যাদাসম্পন্ন বংশে দেওয়া উচিত। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এক্ষেত্রে হযরত যয়নব (রা.) ও তাঁর ভাইয়ের আপত্তি কেন গৃহীত হলো না?

উত্তর এই যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দম্পতিদ্বয়ের উভয়পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সমতা ও সাদৃশ্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কোনো কাফেরের সহিত কোনো মুসলিম মেয়ের বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদিও মেয়ে এতে সম্মত থাকে। কেননা, এটা কেবল মেয়ের অধিকার নয় যে, শুধু তার সম্মতির কারণেই তা রহিত হয়ে যাবে; বরং আল্লাহ তা'আলার হক ও অধিকার এবং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক আরোপিত ফরজ ও অবশ্য পালনীয় নির্দেশ। পক্ষান্তরে বংশগত ও অর্থনৈতিক সমতার ব্যাপারটা এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কেননা, এটা হলো মেয়ের অধিকার। আর বংশগত সমতার অধিকারের বেলায় মেয়ের সাথে সাথে তার অবিভাবকগণও শরিক। যদি কোনো বিবেক সম্পন্না পূর্ণ বয়স্কা মেয়ে ধনাঢ্য পরিবারভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোনো দরিদ্র ছেলের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে রাযী হয়ে নিজস্ব অধিকার পরিহার করে তবে তার সে অধিকার রয়েছে। কোনো বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে কোনো মেয়ে ও অভিভাবকবৃন্দ যদি বংশগত সমতার দাবি পরিহার করে এমন এক ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে রাযী হয়ে যায়, যেটা বংশগতভাবে তাদের চাইতে হেয়, তবে তাদের এ অধিকার রয়েছে। বরং ধর্মীয় মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার করা বিশেষ প্রশংসনীয় ও কাম্য। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বহু ক্ষেত্রে ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার পূর্বক বিয়ের কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

কুরআনুল কারীমের ব্যাখ্যা ও মর্মানুযায়ী একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উম্মতের প্রত্যেকের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হক ও অধিকার সব চাইতে বেশি। এমনকি স্বয়ং নিজের চাইতেও বেশি। যেমন কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ মুমিনগণের নিকট নবীর হক স্বয়ং তাদের নিজেদের চাইতেও বেশি। তাই হযরত যয়নব ও আব্দুল্লাহর ব্যাপারে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বংশগত সমতার অধিকার পরিহার করে হযরত যায়েদ ইবনে হারেছার সাথে হযরত যয়নবের বিয়েতে সম্মতি দানের নির্দেশ দেন, তখন এই হুকুমের সামনে নিজেদের মতামত ও অধিকার পরিত্যাগ করা তাদের উপর ফরজ ও অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এতে তাঁরা অসম্মতি প্রকাশ করলে এ আয়াত নাজিল হয়।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, যখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও বংশগত সমতা বজায় রাখা প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, তবে তা রাখলেন না কেন? এর উত্তর উল্লিখিত বর্ণনার মাঝেই প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, অন্য কোনো ধর্মীয় মঙ্গলের দিক বিবেচনা করে এই বংশগত সমতা পরিহারযোগ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবদ্দশায়ও এরূপ ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বংশগত সমতার অবর্তমানেও বহু বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে মূল মাসআলার উপর কোনো প্রভাব পড়ে না।

কুফু বা সমতার মাসআলা : বিয়ে শাদী এমন এক ব্যাপার যে, এতে দম্পতির উভয়ের মাঝে স্বভাবগত সাদৃশ্য না থাকলে বিয়ের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়, পরস্পরের হক ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় পরস্পর কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে। তাই শরিয়তে সমতা ও পারস্পরিক সাদৃশ্য বিধানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কোনো উঁচু পরিবারের ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নীচু পরিবারের লোককে অপকৃষ্ট বলে মনে করবে। ইসলামে মান-মর্যাদার মূলভিত্তি তাকওয়া, নিষ্ঠা ও ধর্ম পরায়ণতা। এক্ষেত্রে বংশগত কৌলিন্য যতই থাক না কেন, আল্লাহর নিকট এর সবিশেষ গুরুত্ব নেই। নিছক সামাজিক রীতিনীতি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য বিয়ে-শাদীতে সমতা রক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে তাদের অভিভাবকগণের মাধ্যমেই সংঘটিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ, প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের পক্ষেও নিজের বিয়ের ব্যাপারে নিজে উদ্যোগী হয়ে করা সঙ্গত নয়-লজ্জা ও সম্ভ্রমের দিক বিবেচনায় এ দায়িত্ব পিতা-মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দের উপরই ন্যস্ত থাকা উচিত। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে সমকক্ষ পরিবারেই দেওয়া উচিত। হাদীসের সনদ যদিও দুর্বল কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তি ও বাণীসমূহ দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় এ হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) 'কিতাবুল আছার' নামক গ্রন্থে হযরত ফারূকে আজম (রা.) -এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি এ মর্মে ফরমান জারী করে দেব-যেন কোনো সম্ভ্রান্ত খ্যাতনামা বংশের মেয়েকে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত স্বল্প মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে বিয়ে দেওয়া না হয়। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা ও হযরত আনাস (রা.)-এর প্রতি বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন, যেন সমতা রক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়, যা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে হুমাম (র.) ও ফতহুল কাদীরে এ কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

সারকথা এই যে, বিয়ে-শাদীতে উভয় পক্ষের সমতা ও সাদৃশ্যের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ শরিয়তের বিশেষভাবে কাম্য-যাতে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও মনের মিল স্থাপিত হয়। কিন্তু কুফু'র (সার্বিক সমতা বিধান) চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ ও মঙ্গলের দিক যদি সামনে আসে তবে কনে ও তার অভিভাবকবৃন্দের পক্ষে তাদের এ অধিকার পরিত্যাগ করে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে নেওয়া জায়েজ আছে। বিশেষ করে কোনো ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে এরূপ করা উত্তম ও অধিককাম্য।

যেমন সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন ঘটনা থেকে একথার প্রমাণ মিলে। এ দ্বারা এ কথাও বুঝা যায় যে, এসব ঘটনা কুফুর মূল মাসআলার পরিপন্থি নয়।

দ্বিতীয় ঘটনা : নবীজী ﷺ -এর নির্দেশ মোতাবেক হযরত যায়েদ বিন হারেছার সাথে হযরত যয়নবের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তাদের স্বভাব প্রকৃতিতে মিল হয়নি। হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নব (রা.) সম্পর্কে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রগত কৌলিন্যভিমান এবং আনুগত্য ও শৈথিল্য প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করতেন। অপরদিকে নবীজী ﷺ কে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয় যে, হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নবকে তালাক দিয়ে দিবেন; অতঃপর হযরত যয়নব (রা.) হুজুরে পাক ﷺ -এর পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন। একদিন হযরত যায়েদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসব অনুযোগ পেশ করতে গিয়ে হযরত যয়নবকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। নবীজী ﷺ যদিও আল্লাহ পাক কর্তৃক অবহিত হয়েছিলেন যে, ঘটনার পরিণতি এ পর্যায়ে গিয়ে গড়াবে যে, হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নব (রা.) -কে তালাক দিয়ে দিবেন। অতঃপর হযরত যয়নব (রা.) নবীজীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু দু'কারণে তিনি হযরত যায়েদকে তালাক দিতে বারণ করলেন। প্রথমত : তালাক দেওয়া যদিও শরিয়তে জায়েজ; কিন্তু পছন্দনীয় ও কাম্য নয়; বরং বৈধ বস্তুসমূহের মাঝে নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক অবাঞ্ছনীয়। আর পার্থিব দিক থেকে কোনো কার্য সংঘটিত হওয়া শরিয়তের হুকুমকে প্রভাবান্বিত করে না। দ্বিতীয়ত : নবীজী ﷺ -এর অন্তরে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যদি হযরত যায়েদ তালাক দেওয়ার পর তিনি হযরত যয়নবের পাণি গ্রহণ করেন, তবে আরববাসী বর্বর যুগের প্রচলিত প্রথানুযায়ী এই অপবাদ দেবে যে, তিনি নিজ পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন। যদিও কুরআনে পাক সূরায়ে আহযাবের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্বর যুগের এ কুপ্রথাকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে খণ্ডন করে দিয়েছে। এরপর কোনো-মুমিনের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টির আশঙ্কা ছিল না; কিন্তু যে কাফেরদের কুরআনের প্রতি কোনো আস্থাই নেই, তারা বর্বর যুগের প্রথানুযায়ী পালকপুত্রকে সকল ব্যাপারে প্রকৃত পুত্রতুল্য মনে করে অপবাদের ঝড় তুলবে। এ আশঙ্কাও তালাক প্রদান থেকে হযরত যায়েদকে বারণ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বন্ধুসুলভ দরদমাখা শাসনবাক্য কুরআন পাকের এ আয়াতসমূহে নাজিল হয়।

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ.

অর্থাৎ "(সে সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন আপনি, আল্লাহ পাক এবং আপনি নিজেও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে বলেছিলেন যে, তুমি নিজের স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও।" এ ব্যক্তি হযরত যায়েদ। আল্লাহ পাক তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করে তার প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়ত : নবীজীর সাহচর্য লাভের গৌরব প্রদান করেন এবং নবীজী তাঁর প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তাঁকে গোলামী থেকে অব্যাহতি দানের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত : নবীজী ﷺ তাঁকে এমন শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলেন যে, তাঁর প্রতি বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত যায়েদের প্রতি নবীজী ﷺ -এর প্রয়োগকৃত উক্তি উদ্ধৃতি করা হয়েছে। اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ 'নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।" এক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ এ মর্মেও হতে পারে যে, তালাক একটি অপকৃষ্ট ও গর্হিত কাজ, সুতরাং এ থেকে বিরত থাক। আবার এ অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে যে, বিবাহাধীনে বহাল রাখার পর স্বভাবগত গড়মিল ও অবজ্ঞার দরুন তাঁর অধিকারসমূহ আদায়ের বেলায় যেন কোনো প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন না করে। তাঁর এ উক্তি এ জায়গায় সম্পূর্ণ ঠিক ও যথার্থই ছিল। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার এবং অন্তরে হযরত যয়নবের পাণি গ্রহণের বাসনা উদ্রেকের পর হযরত যায়েদের প্রতি তালাক না দেওয়ার উপদেশ এক প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক হিতাকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশেরই পর্যায়ভুক্ত ছিল, যা রাসূলের পদমর্যাদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বিশেষ করে এ কারণে যখন এর সাথে জনমণ্ডলীর অপবাদের আশঙ্কাও বিদ্যমান ছিল। তাই উল্লিখিত আয়াতে শাসন বাক্যের ভাষা ছিল এরূপ যে 'আপনি যে, কথা মনে মনে লুকিয়ে রাখছিলেন তা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দিবেন।' যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত যয়নবের সাথে আপনার পরিণয় সম্পর্ক স্থাপনের সংবাদ সম্পর্কে আপনি অবহিত রয়েছেন এবং আপনার অন্তরেও বিয়ের বাসনার উদ্রেক করেছে তখন এ ইচ্ছা ও বাসনা গোপন রেখে এমন প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক আলোচনা করেছেন যা আপনার মর্যাদার পরিপন্থি। জনমণ্ডলীর অপবাদের ভয় সম্পর্কে ফরমান যে, আপনি মানুষকে ভয় করছেন, অথচ ভয় তো করা উচিত কেবল আল্লাহকে। অর্থাৎ, যখন আপনি জ্ঞাত ছিলেন যে, এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবে এতে যখন তাঁর অসন্তুষ্টির কোনো আশঙ্কাই নেই তখন নিছক মানুষের ভয়ে এ ধরনের উক্তি যুক্তিযুক্ত হয়নি।

এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট উপরে বর্ণিত বিবরণ 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' 'কুরতুবী' ও 'রূহুল মা'আনী' থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং আয়াত وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ -এর ব্যাখ্যা এই যে, আপনি অন্তরে যে বিষয় গোপন রেখেছেন তা এ বাসনা যে, হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নবকে তালাক দিলে পর আপনি তাঁর পাণি গ্রহণ করবেন। এ ব্যাখ্যা হাকেম, তিরমিযী, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম হযরত আলী বিন হুসাইন জয়নুল আবেদীনের রেওয়ায়েত থেকে নকল করেছেন। রেওয়ায়েতের নকল নিম্নে প্রদত্ত হলো :

اَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ زَيْنَبَ سَيُطَلِّقُهَا زَيْدٌ

وَيَتَزَوَّجُهَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ অর্থাৎ মহান আল্লাহ স্বীয় নবী করীম ﷺ -কে একথা ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করেছেন যে, হযরত যায়েদ অনতিবিলম্বে হযরত জয়নবকে তালাক দিবেন, অতঃপর জয়নব নবীজী ﷺ -এর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন। -(রূহুল মা'আনী হাকেমে তিরমিযী থেকে উদ্ধৃত)

ইবনে কাছীর ইবনে আবী হাতেমের উদ্ধৃতি দিয়ে নিম্নোক্ত শব্দ নকল করেছেন :

اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمَ نَبِيَّهُ اَنَّهَا سَتَكُوْنُ مِنْ اَزْوَاجِهِ قَبْلَ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَمَّا اَتَاهُ زَيْدٌ لِيَشْكُوَهَا اِلَيْهِ قَالَ اتَّقِ اللّٰهَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ فَقَالَ اَخْبَرْتُكَ اِنِّىْ مُزَوِّجُكَهَا وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর নবী করীম ﷺ -কে এ মর্মে অবহিত করেছেন যে, হযরত যয়নবও অনতিবিলম্বে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। অতঃপর যখন হযরত যায়েদ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে নবীজী ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হন, তখন তিনি ﷺ বললেন যে, আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিও না। অতপর আল্লাহ পাক বলেন যে, আমি তো আপনাকে এ কথা বলে দিয়েছিলাম যে, আমি তাঁকে আপনার ﷺ সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিব এবং আপনি এমন একটি বিষয় গোপন করে রেখে আসছিলেন, যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন।

অধিকাংশ তাফসীরকার যথা যুহরী, বকর ইবনুল আলা, কুশাইরী ও কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী প্রমুখ এ তাফসীরই গ্রহণ করেছেন, যে বিষয় অন্তরে গোপন রয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে ওহীয়ে ইলাহী অনুযায়ী রেওয়ায়েতে مَا فِى نَفْسِكَ -এর তাফসীর হযরত যয়নব (রা.)-এর প্রতি ভালোবাসা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সে সম্পর্কে প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ইবনে কাছীর মন্তব্য করেন যে, এসব রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনোটাই বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য নয় বলে আমরা এগুলোর উল্লেখ বাঞ্ছনীয় মনে করিনি।

বস্তুত : কুরআন পাকের শব্দাবলিতেও হযরত যয়নুল আবেদীন (রা.) -এর রেওয়ায়েতে উপরে বর্ণিত এ তাফসীরেরই সমর্থন মিলে। কেননা, এ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলে দিচ্ছেন যে, অন্তরে লুকায়িত বস্তু তাই ছিল যা আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ করে দিবেন। আল্লাহ্ পাক পরবর্তী আয়াতে যে বিষয় প্রকাশ করেছেন তা হলো হযরত যয়নবের সাথে হুজুর ﷺ -এর বিয়ে। যেমন– বলেছেন زَوَّجْنٰكَهَا অর্থাৎ, আমি আপনাকে তাঁর (হযরত যয়নব) সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম। –[রূহুল মা'আনী]

অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্ছনীয় : প্রশ্ন উঠে যে, মানুষের অপবাদ ও ভর্ৎসনা থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন বিষয়কে গোপন করলেন কেন, যা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়াল। এর উত্তর এই যে, এ ক্ষেত্রে কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আসল বিধান হলো, যে কাজ করলে মানুষের মাঝে ভুল বুঝাবুঝি এবং তাদের ভর্ৎসনা ও অপবাদ দেওয়ার পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থকে, সেগুলোকে পরিহার করা সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই জায়েজ যখন এ কাজ শরিয়তের মূল লক্ষ্য-বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হয় এবং হালাল-হারাম জনিত কোনো দীনি নির্দেশ এর সাথে জড়িত না থাকে, যদিও কাজটি মূলত প্রশংসনীয়ই হয়। যার উদাহরণ নবীজী ﷺ -এর হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যথা নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, অজ্ঞতা ও বর্বরতার যুগে যখন কা'বাঘর নির্মিত হয়, তখন এতে কয়েকটি কাজ হযরত ইবরাহীম (আ.) অনুসৃত রূপরেখার উল্টো করা হয়। ১. কা'বা গৃহের অংশ বিশেষ নির্মাণ বহির্ভূত করে রাখা হয়। ২. হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক নির্মাণ কালে বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য দুটি দরজা ছিল, একটি পশ্চিম দিকে অপরটি পূর্বদিকে। ফলে বায়তুল্লাহর ভেতরে যাতায়াতে কোনো প্রকারের অসুবিধা হতো না। জাহিলিয়াত যুগের লোকেরা এতে দু'ভাবে হস্তক্ষেপ করল। পশ্চিম দিকের দরজা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং পূর্ব দিকের দরজা যা ভূতলের প্রায় সম উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল, তা এতটুকু উঁচু করা হলো যে, সিঁড়ি ব্যতীত সে দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যেত না। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাকে তাঁরা অনুমতি দিবে কেবল সে-ই এর ভিতর প্রবেশ করতে পারবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন যে, যদি নও মুসলিমগণের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকত তবে আমি কা'বাঘর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর রূপরেখা অনুযায়ী পুনর্নির্মাণের ব্যবস্থা করতাম, এ হাদীস প্রত্যেক প্রামাণ্য গ্রন্থেই রয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে ভুল বুঝাবুঝি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তাঁর এ বাসনা শরিয়ত মতে প্রশংসনীয় হওয়া সত্ত্বেও পরিত্যাগ করেছেন। অবশ্য এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন কোনো ওহীর আসেনি। সুতরাং এ কাজ আল্লাহ্ পাকের নিকট গৃহীত হয়েছে বলেই বুঝা যায়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর রূপরেখা অনুযায়ী বায়তুল্লাহর পুনর্নির্মার্ণ এমন কোনো ব্যাপার নয়, যার উপর শরিয়তের কোনো উদ্দেশ্য নির্ভরশীল অথবা যার সাথে হালাল-হারাম সংশ্লিষ্ট হুকুমসমূহ জড়িত।

পক্ষান্তরে হযরত যয়নব (রা.) -এর বিয়ের ঘটনার সাথে তথাকথিত পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে হারাম হওয়া সংক্রান্ত বর্বর যুগের প্রচলিত কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণা কার্যকরভাবে অপনোদনের এক বিশেষ শরিয়তী উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা, সমাজ প্রচলিত কুপ্রথার কার্যকরভাবে মূল উৎপাটন তখনই সম্ভব যখন হাতে কলমে বাস্তবে করে দেখানো হয়। হযরত যয়নবের বিয়ে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ এ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই ছিল।

এ বক্তব্যের মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নকশা অনুযায়ী বায়তুল্লাহ্ পূর্ণনির্মাণের পরিকল্পনা কার্য কর না করা এবং আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ মোতাবেক যয়নব (রা.)-এর বিয়ে কার্যকারী করার মধ্যকার বাহ্যত প্রতীয়মান বিরোধ ও বৈপরীত্যের উত্তর হয়ে গেল।

এ প্রসঙ্গে বুঝা যায়, যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরায়ে আহযাবের প্রথম আয়াতসমূহে বর্ণিত এই হুকুমের মৌখিক প্রচারই যথেষ্ট বলে মনে করতেন। এর কার্যকর ও বাস্তব প্রয়োগের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করেননি। তাই জানা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছিলেন। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ পাক এটি সংশোধন করে তা প্রকাশ করেছেন– لِكَىْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا অর্থাৎ আমি আপনার সাথে যয়নবের বিয়ে সম্পন্ন করেছি যাতে মুসলমানগণ নিজেদের পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে গিয়ে কোনো জটিলতার সম্মুখীন না হয়।

زَوَّجْنٰكَهَا -এর শাব্দিক অর্থ আপনার সাথে তাঁর বিয়ে স্বয়ং আমি সম্পন্ন করে দিয়েছি। এর ফলে একথা বুঝা যায় যে, এ বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ পাক সম্পন্ন করে দেওয়ার মাধ্যমে বিয়ে-শাদীর সাধারণভাবে প্রচলিত শর্তাবলির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এ বিয়ের প্রতি বিশেষ মর্যাদা আরোপ করেছেন। আবার এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এ বিয়ের নির্দেশ আমি প্রদান করলাম, এখন আপনি শরিয়তী বিধি-বিধান ও শর্তাবলি মোতাবেক তা সম্পন্ন করে নিন। মুফাস্সিরগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রথম অর্থ এবং কিছু সংখ্যক দ্বিতীয় অর্থ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

অন্যান্য স্ত্রীলোকের সম্মুখে হযরত যয়নবের এরূপ উক্তি যে, তোমাদের বিয়ে তো তোমাদের পিতা-মাতা কর্তৃক সম্পন্ন হয়; কিন্তু আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক আকাশে সম্পন্ন করেছেন যা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পরিলক্ষিত হয়। একথা উপরিউক্ত উভয় অর্থের বেলায়ই প্রযোজ্য। যা প্রথম অর্থে অধিক স্পষ্ট; অবশ্য দ্বিতীয় অর্থও এর পরিপন্থি নয়।

বিভিন্ন সন্দেহ ও প্রশ্নাবলির উত্তরের সূচনা : سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا এ আয়াতের মাধ্যমে এ বিয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত সন্দেহসমূহের উত্তরের সূচনা এরূপভাবে করা হয়েছে যে, অন্যান্য পুণ্যবতী স্ত্রীগণ থাকা সত্ত্বেও এ বিয়ের পিছনে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? ইরশাদ হয়েছে যে, এটা আল্লাহ পাকের চিরন্তন বিধান যা কেবল মুহাম্মদ ﷺ -এর জন্যই নির্দিষ্ট নয়; আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের কালেই ধর্মীয় স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণের অনুমতি ছিল। তন্মধ্যে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর যথাক্রমে একশত ও তিনশত স্ত্রী ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ বেলায়ও বিভিন্ন ধর্মীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিয়েসহ একাধিক বিয়ের অনুমতি লাভ বিচিত্র কিছু নয়। এটা নবুয়ত ও রেসালাতের মহান মর্যাদা ও তাক্ওয়া পরহেজগারীর পরিপন্থিও নয়। সর্বশেষ বাক্যে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, বিয়ে-শাদী অর্থাৎ কার সাথে কার বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে তা মানুষের জীবিকার ন্যায় আল্লাহ্ পাক কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার। এ সম্পর্কে ভাগ্যলিপিতে যা আছে তাই বাস্তবায়িত হবে। এক্ষেত্রেও হযরত যায়েদ ও হযরত যয়নবের স্বভাব প্রকৃতির বিভিন্নতা, হযরত যায়েদের অসন্তুষ্টি পরিশেষে তালাক প্রদানের সংকল্প, এ সবকিছুই ভাগ্যলিপির পর্যায়ক্রমিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

পরবর্তী পর্যায়ে, অতীত কালে যেসব নবী (আ.) গণের বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ছিল বলে উপরে জানা গেছে; তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ অর্থাৎ এসব মহীয়ান নবী (আ.) গণ সবাই আল্লাহ পাকের বাণীসমূহ নিজ নিজ উম্মতের নিকটে পৌঁছিয়েছেন।

একটি জ্ঞানগর্ভ নিগূঢ়তত্ত্ব : সম্ভবত এতে নবী (আ.) গণের বহুসংখ্যক স্ত্রী থাকার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, এদের যাবতীয় কাজকর্ম ও বাণীসমূহ উম্মত পর্যন্ত পৌছা একান্ত আবশ্যক। পুরুষদের জীবনের এক বিরাট অংশ ঘরোয়া পরিবেশে স্ত্রী ও পুত্র পরিজনের সাথে কাটাতে হয়। এ সময় যে সব ওহী নাজিল হয়েছে বা স্বয়ং নবীজী ﷺ যেসব নির্দেশ প্রদান করেছেন অথবা কোনো কাজ করেছেন এগুলো সবই উম্মতের আমানত স্বরূপ, যেগুলো কেবল পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মাধ্যমেই সহজতরভাবে উম্মতের নিকট পৌছানো সম্ভব ছিল। পৌছানোর অন্যান্য পদ্ধতি জটিলতা মুক্ত নয়। তাই নবী (আ.) গণের অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকলে তাঁদের পারিবারিক জীবনের কার্যক্রম ও কথাবার্তা এবং তাদের ঘরোয়া পরিবেশের চরিত্র ও রূপ রেখা সাধারণ উম্মত পর্যন্ত পৌছা সহজতর হবে।

নবী (আ.) গণের যে অপর এক গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা এই–وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ অর্থাৎ এসব মহাত্মাবৃন্দ আল্লাহ পাককে ভয় করেন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেন না। ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গলার্থে কোনো কাজ বা বিষয় প্রকাশ্য ও সরাসরি তাবলীগের জন্য যদি তাঁরা আদিষ্ট হন তবে এতে তাঁরা কোনো প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। এরূপ করতে গিয়ে তাঁরা কোনো মহলের কটাক্ষপাত ও বিরূপ সমালোচনারও কোনো পরোয়া করেন না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে যখন সমগ্র নবীকুলেরই এরূপ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ পাক ভিন্ন আর কাউকে ভয় করেন না। অথচ এর পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে وَتَخْشَى النَّاسَ (অর্থাৎ আপনি মানুষকে ভয় করেন) এটা কিভাবে সম্ভব? উত্তর এই যে, উল্লিখিত আয়াতে নবী (আ.) গণের আল্লাহ পাক ভিন্ন অন্য কাউকে ভয় না করা এটা কেবল রেসালাত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং তাবলীগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাঝে এমন এক বিষয় সম্পর্কে কটাক্ষপাতের ভয় উদ্রেক করেছে, যা ছিল বাহ্যত একটি পার্থিব কাজ। তাবলীগ ও রেসালাতের সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু উল্লিখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে যখন আপনার নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ বিয়ে বাস্তব ও কার্যকর তাবলীগ এবং রেসালাতের অংশবিশেষ, তখন কারো কটাক্ষপাত ও

নিন্দাবাদের ভয় তাঁর কর্তব্য পথেও কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারেনি। তাই অবিশ্বাসী কাফেরদের পক্ষ থেকে নানাবিধ আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এ বিয়েকে বাস্তবরূপ প্রদান করা হয়েছিল। বস্তুত : অদ্যাবধিও এ সম্পর্কে বিভিন্ন অবান্তর প্রশ্নের অবতারণা হতে দেখা যায়।

উল্লিখিত আয়াতে সেসব লোকের ধারণা অপনোদন করা হয়েছে যারা বর্বর যুগের প্রথা অনুযায়ী হযরত যায়েদ বিন হারেছাকে নবীজীর সন্তান বলে মনে করতো এবং তিনি হযরত যয়নব (রা.) -কে তালাক দেওয়ার পর নবীজীর সাথে তাঁর বিয়ে সংঘটিত হওয়ায় তাঁর প্রতি পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন বলে কটাক্ষ করত। এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, হযরত যায়েদের পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ নন বরং তাঁর পিতা হারেছা (রা.)। কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ তাকিদ দেওয়াচ্ছলে ইরশাদ হয়েছে مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নন। যে ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কোনো পুরুষ নেই, তাঁর প্রতি এরূপ কটাক্ষ করা কিভাবে যুক্তি সঙ্গত হতে পারে যে, তাঁর পুত্র রয়েছে এবং তার পরিত্যক্তা স্ত্রী নবীজীর পুত্রবধূ বলে তাঁর জন্য হারাম হবে। এই মর্মার্থ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত শব্দ সমষ্টি (اَبَآ اَحَدٍ مِّنْكُمْ) বললেই চলত। তদস্থলে কুরআনে হাকীমে অতিরিক্ত رِجَال শব্দ ব্যবহার করে এরূপ সন্দেহ অপনোদন করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তো হযরত খাদীজা (রা.) -এর গর্ভস্থ তিন পুত্র-সন্তান কাসেম, তাইয়্যেব ও তাহের এবং হযরত মারিয়ার গর্ভস্থ এক সন্তান ইব্রাহীম মোট চার পুত্র-সন্তান ছিলেন। কেননা, এরা সবাই শৈশবাবস্থায় ইন্তেকাল করেন। এরা কেউই (পূর্ণ বয়স্ক) পুরুষ পর্যায়ে পৌছেননি। আবার এরূপও বলা যেতে পারে যে, এ আয়াত নাজিল হওয়াকালে কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। কাসেম, তাইয়্যেবও তাহের (রা.) তো ইতিমধ্যেই ইন্তেকাল করেছিলেন। আর ইবরাহীম তখন পর্যন্ত জন্মলাভই করেননি।

বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন ও কটাক্ষের উত্তর এ বাক্য দ্বারাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে অপরাপর সন্দেহাবলি দূরীকরণার্থে ইরশাদ করেন– وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ আরবি ভাষায় لٰكِنْ শব্দ পূর্ববর্তী বাক্যে কোনো প্রকারের সন্দেহের অবকাশ থাকলে তা দূরীকরণার্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে যখন একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি উম্মতের অন্তর্গত কোনো পুরুষের পিতা নন; তখন এরূপ সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে যে, নবীগণ প্রত্যেকেই তো নিজ নিজ উম্মতের জনক। এ পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল পুরুষ-বরং সমগ্র নারী-পুরুষের পিতা। তাঁর প্রতি পিতৃত্ব আরোপের কথা অস্বীকার করা প্রকারান্তরে নবুয়তকেই অস্বীকার করার নামান্তর।

وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ শব্দত্রয়ের মাধ্যমে এর উত্তর এরূপ ভাবে দেওয়া হয়েছে যে, প্রকৃত ঔরসী পিতা যে ভিত্তিতে বিয়ে শাদী হালাল হারাম সংক্রান্ত নির্দেশাবলি আরোপিত হয় তা ভিন্ন জিনিস। আর নবী হিসেবে গোটা উম্মতের আত্মিক পিতা হওয়া ভিন্ন জিনিস, এর সাথে উল্লিখিত আহ্কামের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং সম্পূর্ণ বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াল যে, তিনি উম্মতের অন্তর্গত কোনো পুরুষের পিতা নন; কিন্তু আধ্যাত্মিক পিতা সকলেরই।

এর মাধ্যমে কতক মুশরেককৃত অপর এক কটাক্ষেরও উত্তর হয়ে গেল। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপুত্রক। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে কারো মাধ্যমে তাঁর বাণী ও কর্মধারা গতিশীল থাকতে পারে ও তাঁর বংশ বজায় থাকতে পারে এমন কোনো পুত্রসন্তান তাঁর নেই। কিছু কাল পরেই এগুলো সব মিটে যাবে। উপরিউক্ত শব্দসমূহের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদিও তাঁর ঔরসজাত পুত্র-সন্তান নেই, কিন্তু তাঁর নবুয়ত মিশনের প্রসার ও অগ্রগতি সাধনের জন্য ঔরসজাত পুত্র-সন্তানের কোনো প্রয়োজন নেই। এ দায়িত্ব রূহানী সন্তানগণই পালন করে যাবেন। যেহেতু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং রসূল উম্মতের রূহানী পিতা; সুতরাং তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদের সকলের চাইতে অধিক সন্তানের অধিকারী।

এখানে যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনা এসেছে এবং নবী হিসেবে তিনি বিশেষ ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী, সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ বিশেষণে ভূষিত করার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি নবীকুলের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম জন। وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ এ- خَاتَمْ শব্দে দু'প্রকারের কেরাত রয়েছে। ইমাম হাসান ও ইমাম আসেমের কেরাতে خَاتَمْ -এর تَاء -এর উপর যবর রয়েছে। অন্যান্য ইমামগণের কেরাতানুযায়ী উক্ত تَاء যের বিশিষ্ট। কিন্তু উভয়ের সারমর্ম এক ও অভিন্ন অর্থাৎ নবীগণের আবির্ভাব ধারার সমাপ্তি সাধনকারী। কেননা خَاتِمْ -এর تَاء যের বিশিষ্ট হোক বা যবর বিশিষ্ট উভয়ের একই অর্থ 'শেষ'। আবার উভয় শব্দ

মোহরের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অর্থের বেলায়ও সারকথা 'শেষ' অর্থই দাঁড়ায়। কেননা কোনো বস্তু বন্ধ করে দেওয়ার জন্য মোহর সর্বশেষেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যের ও যবর বিশিষ্ট خَاتَمْ শব্দ উভয়টার উভয় অর্থই কামূস, সিহাহ, লিসানুল-আরব, তাজুল-উরুস প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় আরবি অভিধানসমূহে রয়েছে। এই তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে خَاتَمْ - এর অর্থ মোহরের সারমর্ম ও শেষ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। রূহুল মা'আনীর শব্দসমূহ এরূপ :

وَالْخَاتَمُ اِسْمُ اٰلَةٍ لِمَا يُخْتَمُ بِهٖ فَمَعْنٰى خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ الَّذِىْ خُتِمَ بِهٖ

خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ الَّذِىْ خُتِمَ النَّبِيُّوْنَ وَمَآلُهٗ اٰخِرُ النَّبِيِّيْنَ অর্থাৎ خَاتَمْ ঐ যন্ত্রের নাম যার মাধ্যমে সমাপ্তি সাধন করা হয়। সুতরাং خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ অর্থ যার মাধ্যমে নবীগণের আগমন ধারার পরিসমাপ্তি সাধন করা হয়েছে যার সারকথা নবীগণের সর্বশেষ ব্যক্তি। তাফসীরে বায়যাবী ও তাফসীরে আহমদীতেও অনুরূপ বর্ণনাই রয়েছে। ইমাম রাগেব 'মুফরাদাতুল কুরআনে' বলেন, وَخَاتَمُ النُّبُوَّةِ لِاَنَّهٗ خَتَمَ النُّبُوَّةَ اَىْ تَمَّمَهَا بِمَجِيْئِهٖ অর্থাৎ তাঁকে খতমে-নবুয়ত এজন্য বলা হয় যে, তিনি তাঁর আগমনের মাধ্যমে নবুয়তের পরিসমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা সাধন করেছেন।

মাহকাম ইবনে সাবদাতে (مُحْكَمُ ابْنُ سَبْدَهْ) রয়েছে : وَخَاتَمُ كُلِّ شَىْءٍ وَخَاتِمَتُهٗ عَاقِبَتُهٗ وَاٰخِرُهٗ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর خَاتَمْ বা خَاتِمَةٌ সে বস্তুর শেষ পরিণতি ও পরিসমাপ্তিকে বলা হয়।

সারকথা خَاتَمْ এর تَاء যবর বিশিষ্ট হোক বা যের বিশিষ্ট হোক উভয় অবস্থায় অর্থ এই যে, তিনি নবীকুলের আগমন ধারার সমাপ্তকারী অর্থাৎ তিনি সবার পরে প্রেরিত হয়েছেন।

যাহোক, خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ এমন এক গুণ যা নবুয়ত ও রেসালাতের পূর্ণতার ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোচ্চ স্থান ও মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে। কেননা, প্রত্যেক বস্তুই ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয় এবং সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছলে এর পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। আর সর্বশেষ পরিণতিই এর মোক্ষম উদ্দেশ্য; স্বয়ং কুরআনও তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে : اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের দীন (জীবন-বিধান) পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতও (অনুগ্রহ) পূর্ণ করে দিলাম।

পূর্ববর্তী নবীগণের দীনও নিজ নিজ যুগানুসারে পরিপূর্ণই ছিল, কোনোটাই অসম্পূর্ণ ছিল না। কিন্তু সার্বিক পরিপূর্ণতার কথা সর্বোতভাবে নবীজীর দীনের প্রতিই প্রযোজ্য, যা পূর্ববর্তী সবারই জন্য দলিল স্বরূপ এবং সে দীন কিয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

এ ক্ষেত্রে وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ বিশেষণ সংযোজনের ফলে এ বিষয়টাও একেবারে পরিস্কার হয়ে গেল যে, নবীজী যেহেতু সমগ্র উম্মতের জনকের মর্যাদায় ভূষিত, সুতরাং তাঁকে অপুত্রক বলে আখ্যায়িত করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। কেননা وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ শব্দদ্বয় একথাও ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, পরবর্তীকালে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী গোটা মানবকুলই তাঁর (নবীজীর) উম্মতভুক্ত। তাই তাঁর উম্মতের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের চাইতে অনেক বেশি হবে। ফলে নবীজী ﷺ -এর আধ্যাত্মিক সন্তানও অন্যান্য নবীগণের চাইতে বেশি হবে। وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ বিশেষণটি একথাও বুঝাচ্ছে যে, সমগ্র উম্মতের প্রতি হযরতের স্নেহ-মমতা অন্যান্য নবীগণের তুলনায় অধিকতর হবে। তাঁর পরে কোনো ওহী বা নবীর আগমন হবে না বলে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যাবলির সমাধান ও যাবতীয় প্রয়োজনাদি মেটাবার পথ বাতলে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী নবীগণের একথা ভাবতে হতো না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, জাতির মাঝে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি প্রসার লাভ করলে তাঁদের পর অন্যান্য নবীগণ আবির্ভূত হয়ে এসবের সংশোধন ও সংস্কার সাধন করবেন। কিন্তু খাতামুল আম্বিয়া ﷺ -এর একথাও ভাবতে হতো যে, কিয়ামত পর্যন্ত উম্মত যে বিভিন্নমুখী অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হবে সেগুলো সম্পর্কে উম্মতকে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ তাঁকেই দিতে হবে। যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিভিন্ন হাদীস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তাঁর পর অনুসরণযোগ্য যেসব ব্যক্তিবর্গের আবির্ভাব ঘটবে তাঁদের অধিকাংশের নামই তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে অন্যায় ও অসত্যের যত ধ্বজাধারীর প্রাদুর্ভাব ঘটবে তাদেরও যাবতীয় লক্ষণ, অবস্থা ও তথ্যাদি এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন, যেন একজন সাধারণ চিন্তাশীলেরও এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ না থাকে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য এমন উজ্জ্বল ও জ্যোতিষ্মানসম পথ রেখে গেলাম যেখানে দিবারাত্রি দুটোই সমান-কখনো পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই।

এ আয়াতে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, উপরে হুজুর ﷺ -এর উল্লেখ 'রাসূল' বিশেষণে করা হয়েছে। এজন্য বাহ্যত خَاتَمُ الرُّسُلِ বা خَاتَمُ الْمُرْسَلِيْنَ শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসঙ্গত ছিল বলে মনে হয়। অথচ কুরআনে হাকীম তদস্থলে وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ শব্দ গ্রহণ করেছে।

কারণ এই যে, অধিকাংশ আলেমগণের মতে নবী ও রাসূলের মাঝে পার্থক্য শুধু একটাই তা এই যে, নবী সেসব ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকূলের পরিশুদ্ধি ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রতি ওহী নাজিল করে ধন্য করেছেন, চাই তাঁদের জন্য কোনো স্বতন্ত্র আসমানি গ্রন্থ ও স্বতন্ত্র শরিয়ত নির্ধারিত হয়ে থাকুক অথবা পূর্ববর্তী কোনো নবীর গ্রন্থ ও শরিয়তের অনুসারীগণের হেদায়েতের জন্য আদিষ্ট হয়ে থাকুক। যেমন হযরত হারূন (আ.) হযরত মূসা (আ.) -এর গ্রন্থ ও শরিয়তের অনুসারীগণের হেদায়েতের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন।

অপরপক্ষে "রাসূল" শব্দটি বিশেষভাবে ঐ নবীর প্রতি প্রযোজ্য, যাকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও শরিয়ত প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে "রাসূল" শব্দের চাইতে নবী শব্দের মর্মার্থে ব্যাপকতা অধিক। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এই যে, তিনি নবীকুলের আগমন ধারা সমাপ্তকারী ও সর্বশেষ আগমনকারী। চাই তিনি স্বতন্ত্র শরিয়তের অধিকারী নবী হউন বা পূর্ববর্তী নবীর অনুসারী হউন। এ দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ পাকের নিকটে যত প্রকারের নবী হতে পারেন তাঁর (নবীজী) মাধ্যমে এদের সবার পরিসমাপ্তি ঘটল। তাঁর পরে অন্য কোনো নবী প্রেরিত হবেন না।

ইমাম ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীরে ফরমান :

فَهٰذِهِ الْاٰيَةُ فِى اَنَّهٗ لَا نَبِىَّ بَعْدَهٗ وَاِذَا كَانَ لَا نَبِىَّ بَعْدَهٗ فَلَا رَسُوْلَ بِالطَّرِيْقِ الْاَوْلٰى لِاَنَّ مَقَامَ الرِّسَالَةِ اَخَصُّ مِنْ مَقَامِ النُّبُوَّةِ فَاِنَّ كُلَّ رَسُوْلٍ نَبِىٌّ وَلَا يَنْعَكِسُ بِذٰلِكَ وَرَدَتِ الْاَحَادِيْثُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (صلعم) مِنْ حَدِيْثِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ـ

অর্থাৎ এ আয়াত এ আকীদার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ যে, তাঁর পরে কোনো নবী নেই এবং যখন কোনো নবী নেই তখন রাসূল থাকার প্রশ্নই উঠে না। কেননা 'নবী' ব্যাপক অর্থবোধক এবং 'রাসূল' শব্দটি বিশিষ্টতা জ্ঞাপক। এটা এমন এক আকীদা, যার সমর্থন সূচক বহুসংখ্যক প্রমাণ্য হাদীস রয়েছে যা সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট জামাতের দ্বারা বর্ণিত হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে! এ আয়াতের শব্দগত বিশ্লেষণ খানিকটা বিস্তারিতভাবে এ জন্য করা হয়েছে যে, আমাদের দেশে নবুয়তের দাবীদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এ আয়াতকে স্বীয় হীন উদ্দেশ্য সাধনের পথে অন্তরায় মনে করে এর তাফসীরে নানাবিধ বিকৃতি ও মনগড়া সম্ভাব্যতা উদ্ভাবন করেছে। উপরিউল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে আলহামদুল্লিাহ এগুলোর উত্তর হয়ে গেছে।

খতমে নবুয়তের মাসআলা : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবীকুলের আগমনধারার পরিসমাপ্তকারী হওয়া, তাঁর সর্বশেষ নবী হওয়া, তাঁর পরে কোনো নবী প্রেরিত না হওয়া এবং প্রত্যেক নবুয়তের দাবীদার মিথ্যাবাদী ও কাফের প্রতিপন্ন হওয়া এমন এক মাসআলা যে সম্পর্কে প্রত্যেক যুগের মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ ও অভিন্ন মত পোষণ করে আসছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কাদিয়ানী সম্প্রদায় এ সম্পর্কে মুসলমানদের মনে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রাণান্তকর চেষ্টায় রত। তারা শত শত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে প্রয়াস পাচ্ছে। সুতরাং আমি এ মাস'আলার বিশদ আলোচনা পূর্ণ 'খতমে-নবুয়ত' নামে এক স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছি। যাতে একশত আয়াত দু'শতাধিক হাদীস এবং পূর্ববর্তী মুসলিম মনীষিগণের অসংখ্য উক্তি ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ মাসআলা বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করেছি এবং কাদিয়ানীদের দ্বারা সৃষ্ট অমূলক সন্দেহাবলির যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছি। এখানে সেগুলো থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

তাঁর খাতামুন্নাবিঈন হওয়া শেষ জমানায় হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাবির্ভাবের পরিপন্থি নয় : যেহেতু কুরআনে কারীমের বেশ কিছু সংখ্যক আয়াত এবং প্রামাণ্য হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত যে, শেষ জমানায় কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা (আ.) পুনরায় দুনিয়াতে আবির্ভূত হবেন, দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং তদানীন্তন বিশ্বে বিরাজমান সকল প্রকারের গোমরাহীর মূলোৎপাটন করবেন, যার বিস্তাতির বর্ণনা আমি আমার اَلتَّصْرِيْحُ بِمَا تَوَاتَرَ فِىْ نُزُوْلِ الْمَسِيْحِ নামক পুস্তিকায় প্রদান করেছি।

কুরআন-হাদীসের অসংখ্য বাণী দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হযরত ঈসা (আ.)-এর আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং শেষ জমানায় তাঁর পুনরাবির্ভাবের কথা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সরাসরি অস্বীকার করে নিজেই প্রতিশ্রুত মসীহ বলে দাবি করেছে এবং প্রমাণ স্বরূপ বলেছে যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-এর দুনিয়াতে পুনরায় আগমনের কথা যদি মেনে নেওয়া হয় তবে এটা হুজুর ﷺ -এর خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ হওয়ার পরিপন্থি হবে।

উত্তর একেবারে সুস্পষ্ট خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ এবং সর্বশেষ নবী হওয়ার অর্থ আপনার পরে কোনো ব্যক্তি নবী পদে অধিষ্ঠিত হবেন না। এ দ্বারা এ কথা বুঝা যায় না যে, তাঁর পূর্বে যাঁরা নবুয়ত প্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের নবুয়ত প্রত্যাহার করে নেওয়া

হবে বা এ জগতে এদের কারো পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে না। অবশ্যই হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পরে তাঁর উম্মতের সংস্কার ও পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্যে যিনিই আবির্ভূত হবেন, তিনি স্বীয় নবুয়ত পদে বহাল থেকে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রবর্তিত আদর্শ ও শিক্ষাদীক্ষার অনুসারী হয়েই এ উম্মতের পরিশুদ্ধি ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করবেন। যেমন সহীহ্ হাদীসসমূহে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে। ইমাম ইবনে কাছীর এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন,

وَالْمُرَادُ بِكَوْنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَاتَمَهُمْ اِنْقِطَاعُ حُدُوْثِ وَصْفِ النُّبُوَّةِ فِيْ اَحَدٍ مِنَ الثَّقَلَيْنِ بَعْدَ تَحْلِيَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَا فِيْ هٰذِهِ النَّشْاَةِ وَلَايُقْدَحُ فِيْ ذَالِكَ مَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْاُمَّةُ وَاشْتَهَرَتْ فِيْهِ الْاَخْبَارُ وَلَعَلَّهَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ الْمَعْنَوِيِّ وَنَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ عَلٰى قَوْلٍ وَوَجَبَ الْاِيْمَانُ بِهٖ وَاُكْفِرَ مُنْكِرُهٗ كَالْفَلَاسِفَةِ مِنْ نُزُوْلِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ اٰخِرَ الزَّمَانِ. لِاَنَّهٗ كَانَ نَبِيًّا قَبْلَ اَنْ يَتَحَلّٰى نَبِيُّنَا ﷺ بِالنُّبُوَّةِ فِيْ هٰذِهِ النَّشْاَةِ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খাতামুন্নাবীঈনের অর্থ এই যে, তাঁর আবির্ভাবের পরে নবুয়ত পদের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এখন আর কেউ এ গুণ ও পদের অধিকারী হবেন না। এ দ্বারা শেষ জমানায় হযরত ঈসা (আ.)-এর দুনিয়ায় পুনঃ অবতরণের মাসআলা সম্পর্কে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না যে সম্পর্কে গোটা উম্মত একমত, কুরআন পাকেও এ সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে এবং তাওয়াতুরের (تَوَاتُرْ) সমমর্যাদাসম্পন্ন হাদীসসমূহ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করছে। কেননা, তিনি এ জগতে আমাদের নবীজী ﷺ -এর পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

নবুয়তের মর্মার্থের বিকৃতি সাধন এবং ছায়া ও উপনবীত্ব পদের আবিষ্কার : এই নবুয়তের দাবিদার নবুয়ত দাবির পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে এক অভিনব প্রকারের নবুয়ত আবিষ্কার করেছে কুরআন-হাদীসে যার কোনো অস্তিত্ব ও প্রমাণ নেই। অতঃপর বললো যে, এ ধরনের নবুয়ত কুরআনে বর্ণিত খতমে-নবুয়ত বিষয়ের পরিপন্থি নয়। যার সারকথা এই যে, সে নবুয়তের মর্মার্থ বিশ্লেষণে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে প্রচলিত পথ অনুসরণ করেছে তা এই যে, কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির জীবদ্দশাতেই পরবর্তী ব্যক্তির রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে এ প্রসঙ্গে সে আরো বলে যে, যে ব্যক্তি নবীজীর পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর (নবীজীর) রঙ্গে রঞ্জিত হয়ে তাঁর রূপ পরিগ্রহ করেছে তাঁর আগমন বস্তুত স্বয়ং নবীজী ﷺ -এর আগমন। প্রকৃত প্রস্তাবে সে তাঁরই ছায়া ও প্রতিভূ স্বরূপ। সুতরাং তার মতে তার এ দাবির কারণে খতমে-নবুয়তের আকীদা কোনোভাবে প্রভাবান্বিত হয় না।

কিন্তু প্রথম কথা তো এই যে, ইসলামে নবাবিস্কৃত এই নবুয়তের উদ্ভব কোথা থেকে হলো। এতদ্ভিন্ন যেহেতু খতমে-নবুয়তের মাসআলা ইসলামি আকীদাসমূহের মধ্যে একটি মৌলিক বিষয়; তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে এ মাসআলা এমন স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন, যাতে কোনো বিকৃতি সাধনকারীর পক্ষে এর অর্থে বিকৃতি ও ভুল ব্যাখ্যার কোনো অবকাশই না থাকে। এই উত্তরের বিস্তারিত বর্ণনা আমার 'খতমে নবুয়ত' নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য। এখানে বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেই প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানা হলো।

বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি সমস্ত হাদীসগ্রন্থে সম্পূর্ণ নির্ভুল সনদের মাধ্যমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ مَثَلِىْ وَمَثَلَ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنٰى بَيْتًا فَاَحْسَنَهٗ وَاَجْمَلَهٗ اِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهٖ وَيَعْجَبُوْنَ لَهٗ وَيَقُوْلُوْنَ هَلَّا وُضِعَتْ هٰذِهِ اللَّبِنَةُ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ وَالتِّرْمِذِىُّ وَفِىْ بَعْضِ الْفَاظِهٖ فَكُنْتُ اَنَا سَدَدْتُّ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ وَخُتِمَ بِىَ الْبُنْيَانُ

অর্থাৎ "আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অত্যন্ত দৃঢ়, সুসংবদ্ধ ও সৌন্দর্য মণ্ডিত করে একটি ঘর তৈরি করল। কিন্তু সে ঘরের এক কোণে দেয়ালের একটি ইটের সমপরিমাণ জায়গা খালি রেখে দিল। অতঃপর মানুষ তা দেখতে সর্বক্ষণ আনাগোনা করতে থাকল এবং এর নির্মাণ কৌশল ও পারিপাট্য দেখে সবাই চমৎকৃত ও বিস্ময়াভিভূত হলো; কিন্তু সবাই বলতে লাগল যে, ঘরের মালিক এ ইটটি বসিয়ে নির্মাণ কাজের পূর্ণতা কেন সাধন করলো না? রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান যে, নবুয়তের এই সুরম্য অট্টালিকার সর্বশেষ ইট আমি। কোনো কোনো হাদীসের শব্দ এরূপ যে আমি সে শূন্য জায়গা পূরণ করে নবুয়তরূপী প্রাসাদের পূর্ণতা সাধন করেছি।"

এই তত্ত্বপূর্ণ তাৎপর্যবহ উপমার সারকথা এই যে, নবুয়ত এক বিশাল অট্টালিকা ও সুরম্য প্রসাদের ন্যায় মহান নবীগণ ﷺ -এর স্তম্ভ স্বরূপ। নবীজী ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বেই একটি ইটের সমপরিমাণ জায়গা ব্যতীত উক্ত নবুয়তের গোটা অট্টালিকার নির্মাণ কাজই সম্পন্ন হয়েছিল। হযরত ﷺ এই খালি অংশটুকু পূরণ করে উক্ত প্রসাদের নির্মাণ কাজের পরিপূর্ণতা সাধন করেন। সুতরাং নবুয়ত বা রেসালাতের আর কোনো অবকাশ নেই। এখন যদি কোনো প্রকারের নতুন নবুয়ত বা রেসালাতের আবির্ভাব ঘটে তবে নবুয়তরূপী প্রাসাদে এর সঙ্কুলান হবে না।

বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে-আহমদ প্রমুখ হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান :

كَانَتْ بَنُوا اِسْرَائِيلَ تَسُوْسُهُمُ الاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَاِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ الْحَدِيْثُ

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের রাজদণ্ড ও শাসন ক্ষমতা স্বয়ং নবীগণের হাতে ছিল। এক নবীর তিরোধানের পর আরেক নবীর আবির্ভাব ঘটতো। আমার পরে কোনো নবী আসবেন না, অবশ্যই আমার প্রতিনিধিগণ (খলীফা) আসবেন যাদের সংখ্যা হবে অনেক।

হযরত যেহেতু সর্বশেষ নবী, তাঁরপর কোনো নবী প্রেরিত হবেন-না সুতরাং উম্মতের হেদায়েতের কাজ কিভাবে সমাধা হবে উপরিউক্ত হাদীস সে কথাও ব্যক্ত করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁর পরে উম্মতের হেদায়েত ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা তাঁর খলীফা (প্রতিনিধিগণের) মাধ্যমে করা হবে। তাঁরা নবীজী ﷺ -এর খলীফারূপে নবুয়তের উদ্দেশ্যাবলি সম্পন্ন করবেন। যদি কোনো প্রকারের 'ছায়া নবী' বা উপনবীর অবকাশ থাকত, অথবা কোনো শরিয়তবিহীন নবীপদ অবশিষ্ট থাকত, তবে অবশ্যই এখানে তার উল্লেখ এভাবে থাকত যে, অমুক ধরনের নবুয়ত বাকি রয়েছে, যা দ্বারা বিশ্বের শাসনকার্য ও ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হবে।

এ হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর ﷺ পর কোনো প্রকারের নবুয়ত বাকি নেই। বরং পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের হেদায়েতের দায়িত্ব যেরূপে নবীগণের মাধ্যমে পালন করা হতো অনুরূপভাবে এ উম্মতের হেদায়েত তাঁর (নবীজীর) খলীফাগণের সাহায্যে করা হবে।

মুসনাদে– আহমদ প্রমুখ হাদীসগ্রন্থে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা ও উম্মে কুরয্ কাবিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান :

لَا يَبْقَى بَعْدِيْ مِنَ النُّبُوَّةِ شَيْئٌ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ قَالَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوْ تُرٰى لَهُ

অর্থাৎ "আমার পরে মোবাশ্বিরাত ব্যতীত নবুয়তের কিছুই বাকি নেই। সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মোবাশ্বিরাত (مُبَشِّرَاتٌ) কি বস্তু? বললেন, সত্য স্বপ্ন-যা মুসলমান স্বয়ং দেখবে অথবা এ সম্পর্কে অপর কেউ দেখবে"। –(তাবরানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলে মত প্রকাশ করেছেন)।

এ হাদীস কত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে যে, শরিয়তবহ বা শরিয়তবিহীন অথবা মির্জা কাদিয়ানীর মন্তব্যানুসারে ছায়া বা আনুষঙ্গিক কোনো প্রকারের নবুয়তই বাকি নেই। কেবলমাত্র মোবাশ্বিরাত বা সত্য স্বপ্নসমূহ থাকবে, যার মাধ্যমে মানুষ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে।

মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান :

اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ اِنْقَطَعَتْ فَلَا رَسُوْلَ بَعْدِيْ وَلَا نَبِيَّ

অর্থাৎ "নিশ্চয় আমার মাধ্যমে রিসালাত ও নবুয়ত পদের পরিসমাপ্তি ঘটেছে আমার পরে অপর কোনো নবী বা রাসূলের আবির্ভাব ঘটবে না।"

এ হাদীসও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, তাঁর পর শরিয়তবিহীন নবুয়ত পদও বিদ্যমান নেই। ছায়া বা উপ-নবুয়ত পদ বলে ইসলামে এমন কিছুর অস্তিত্বই নেই।

এ স্থলে খতমে নবুয়ত সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করা উদ্দেশ্য নয়-দু'শতাধিক হাদীস 'খতমে নবুয়ত' নামক পুস্তিকায় একত্রিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য কয়েকটি হাদীস দ্বারা কেবল একথাই ব্যক্ত করা যে, কাদিয়ানীরা নবুয়ত পদ বিদ্যমান থাকার পক্ষে যুক্তির অবতারণা করতে গিয়ে যে ছায়া বা উপনবী পদ আবিষ্কার করেছে ইসলামে এর কোনো মূল্য ও ভিত্তি নেই। এমনটি আছে বলে যদি ধরেও নেওয়া হয়, তবুও উপরিউক্ত হাদীসসমূহের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তাঁর ﷺ পর কোনো প্রকারের নবুয়তই বাকি নেই।

এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগ ও স্তরের মুসলমানগণ এ সম্পর্কে একমত যে, হযরতের পর কেউ কোনো প্রকারের নবী বা রাসূল হতে পারে না যে এমন দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী, কুরআন অস্বীকারকারী ও কাফের। সাহাবায়ে কেরামের সর্বপ্রথম ইজমা এই মাসআলার উপরই সংঘটিত হয়। এই পরি প্রেক্ষিতেই প্রথম খলীফা সিদ্দীকে আকবর (রা.) ভণ্ড নবুয়তের দাবিদার মুসায়লামা প্রমুখের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে তার সকল অনুসারীসহ তাকে হত্যা করেন।

এ সম্পর্কে প্রথম যুগের ইমাম ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরামের উক্তি এবং ব্যাখ্যা সমূহ 'খতমে নবুয়ত' নামক পুস্তিকার ৩য় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তার কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা হলো :

প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত ইবনে কাছীর এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে লিখেছেন :

اَخْبَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ كِتَابِهٖ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْهُ اَنَّهٗ لَا نَبِىَّ بَعْدَهٗ لِيَعْلَمُوْا اَنَّ كُلَّ مَنِ ادَّعٰى هٰذَا الْمَقَامَ بَعْدَهٗ فَهُوَ كَذَّابٌ اَفَّاكٌ دَجَّالٌ ضَالٌّ مُضِلٌّ وَلَوْ حَرَقَ وَشَعْبَذَ وَاَتٰى بِاَنْوَاعِ السِّحْرِ وَالطَّلَاسِمِ وَالنَّيْرَنْجِيَاتِ فَكُلُّهَا مَحَالٌ وَضَلَالٌ عِنْدَ اُولِى الْاَلْبَابِ كَمَا اَجْرَى اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ عَلٰى يَدِ الْاَسْوَدِ الْعَنْسِىِّ بِالْيَمَنِ وَمُسَيْلَمَةِ الْكَذَّابِ بِالْيَمَامَةِ مِنَ الْاَحْوَالِ الْفَاسِدَةِ وَالْاَقْوَالِ الْبَارِدَةِ مَا عَلِمَ كُلُّ ذِىْ لُبٍّ وَفَهْمٍ وَحَجًى اَنَّهُمَا كَاذِبَانِ ضَالَّانِ لَعَنَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَكَذَالِكَ كُلُّ مُدَّعٍ لِذَالِكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يَخْتِمُوْا بِالْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ (ابن كثير)

অর্থাৎ "আল্লাহ পাক স্বীয় গ্রন্থ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বহু হাদীসের মাধ্যমে এ তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর ﷺ পর কোনো নবী বা রাসূল নেই। যেন মানুষ একথা অনুধাবন করে যে, তাঁর ﷺ পরে যে ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, দাজ্জাল, পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্তকারী সে যত চালবাজির আশ্রয় নেয় না কেন এবং নানা প্রকারের জাদু, ঐন্দ্রজালিক কলাকৌশল ও ভেলিকবাজি প্রদর্শন করুক না কেন, এগুলো সবই প্রজ্ঞাবান ও বিদগ্ধ সমাজের নিকট অসম্ভব ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হবে। যেমন করে আল্লাহ পাক ইয়ামেন প্রদেশে আসওয়াদ উনাঈসী (নবুয়তের) এবং ইয়ামামাহ্ প্রদেশে মুসায়লামা কাজ্জাবের মাধ্যমে এমন সব ভ্রান্তিকর ঘটনাবলি, অলীক ও অমূলক উক্তিসমূহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন সেগুলো দেখে-শুনে প্রতিটি জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তি বুঝে নিয়েছেন যে, এরা উভয়ই মিথ্যাবাদী ও পথভ্রষ্ট। এদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ নিপতিত হোক। অনুরূপভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যে কোনো ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী ও কাফের। বস্তুত মসীহে দাজ্জাল পর্যন্ত গিয়ে নবুয়তের ভণ্ড দাবিদারদের এ ধারার পরিসমাপ্তি ঘটবে।"

ইমাম গাজ্জালী (র.) তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কিতাবুল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদে' (كِتَابُ الْاِقْتِصَادِ فِى الْاِعْتِقَادِ) উপরোল্লিখিত আয়াতের তাফসীর ও খতমে নবুয়তের আকীদা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

وَلَيْسَ فِيْهِ تَاوِيْلٌ وَلَا تَخْصِيْصٌ وَمَنْ اَوَّلَهٗ بِتَخْصِيْصٍ فَكَلَامُهٗ مِنَ الْهَذَيَانِ لَا يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِتَكْفِيْرِهٖ لِاَنَّهٗ مُكَذِّبٌ لِهٰذَا النَّصِّ الَّذِىْ اِجْتَمَعَتِ الْاُمَّةُ عَلٰى اَنَّهٗ غَيْرُ مَأَوَّلٍ وَلَا مَخْصُوْصٍ

অর্থাৎ "এ আয়াতে অন্য কোনো ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণকারীগণের অবকাশ নেই এবং যে ব্যক্তি আয়াতের বিকল্প ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নবুয়ত পদ এখনো বিদ্যমান আছে বলে মত পোষণ করবে, তার এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক ও ভ্রান্তিপ্রসূত। এরূপ ব্যাখ্যা তাকে কাফেরদের দলভুক্ত হওয়া থেকে কোনো অবস্থাতেই রেহাই দিবে না। কেননা সে এ আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পাচ্ছে। যে আয়াত বিকল্প ব্যাখ্যাযোগ্য নয় বলে গোটা উম্মত একমত"।

কাজী আয়ায (র.) 'শেফা' নামক গ্রন্থে নবীজী ﷺ -এর পরে নবুয়তের দাবিদারদেরকে কাফের মিথ্যাবাদী রাসূলুল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী ও উল্লিখিত আয়াতের সত্যতা অস্বীকারকারী বলে আখ্যাদান পূর্বক নিম্নরূপ মন্তব্য করেন।

وَاجْمَعَتِ الْاُمَّةُ عَلٰى حَمْلِ هٰذَا الْكَلَامِ عَلٰى ظَاهِرِهٖ وَاَنَّ مَفْهُوْمَهُ الْمُرَادُ بِهٖ دُوْنَ تَاوِيْلٍ وَلَا تَخْصِيْصٍ فَلَا شَكَّ فِىْ كُفْرِ هٰؤُلَاءِ الطَّوَائِفِ كُلِّهَا قَطْعًا اِجْمَاعًا وَسَمْعًا

অর্থাৎ "গোটা উম্মত এ ব্যাপারে একমত। এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত আয়াতের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করতে হবে। বাহ্যত যেরূপ বুঝা যাচ্ছে প্রকৃত প্রস্তাবে এ আয়াতের মর্মও তা-ই। অধিকন্তু আয়াতে বিকল্প ব্যাখ্যার অবকাশই নেই। বস্তুত নবুয়তের দাবিদারদের অনুসারী এসব উপদলের কুফরী সম্পর্কে কোনো প্রকারের সন্দেহই থাকতে পারে না। বরং এদের কুফরি কুরআন হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।'

খতমে-নবুয়ত পুস্তিকার ৩য় খণ্ডে শরিয়তের ইমাম এবং সকল শ্রেণির বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামের বিপুল সংখ্যক বাণী সংকলিত হয়েছে। আর এখানে যা বর্ণনা করা হয়েছে একজন মুসলমানের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর প্রতি দুঃখ-যন্ত্রণা পৌঁছানো থেকে বিরত থাকার মর্মে প্রদত্ত উপদেশাবলি প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে হযরত যায়েদ ও যয়নব (রা.) -এর ঘটনা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়েও তাঁর অনন্য ও অনুপম গুণাবলি বিবৃত হয়েছে। আর তাঁর সত্তা ও গুণাবলি গোটা বিশ্বে মুসলমানদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নিয়ামত বলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লিখিত আয়াতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের জিকিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহর জিকির এমন এক ইবাদত যা সর্বাবস্থায় ফরজ এবং অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আল্লাহ পাক জিকির ব্যতীত এমন কোনো ফরজই আরোপ করেননি যার পরিসীমা ও পরিমাণ নির্ধারিত নেই। নামাজ দিনে পাঁচ বার এবং প্রত্যেক নামাজের রাকাত নির্দিষ্ট। রমজানের রোজা নির্ধারিত কালের জন্য। হজও বিশেষ স্থানে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ও সুনির্দিষ্ট কর্ম-ক্রিয়ার নাম। জাকাতও বছরে একবারই ফরজ হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র জিকির এমন ইবাদত, যার কোনো সীমা বা সংখ্যা নির্ধারিত নেই। বিশেষ সময়কালও নির্ধারিত নেই অথবা এর জন্য দাঁড়ানো বা বসার কোনো বিশেষ অবস্থাও নির্ধারিত নেই। এমনকি পবিত্র এবং অজুসহ থাকারও কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। সফরে থাকুক বা বাড়িতে অবস্থান করুক, সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ, স্থলভাগ হোক বা জলভাগ, রাত হোক বা দিন-সর্বাবস্থায় আল্লাহর জিকিরের হুকুম রয়েছে।

এজন্যই এটি বর্জন করলে বর্জনকারীর কোনো কৈফিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না সে অনুভূতিহীন ও বেহুশ হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইবাদতের বেলায় অসুস্থতা ও অপরাগতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে অক্ষম বিবেচনা করে ইবাদতের পরিমাণ হ্রাস বা একেবারে মাফ হয়ে যাওয়ার অবকাশও রয়েছে। কিন্তু জিকরুল্লাহ্ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোনো শর্ত আরোপ করেননি। তাই এটি বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো অবস্থাতেই কোনো ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্তু এর ফজিলত-বরকতও অগণিত।

ইমাম আহ্‌মদ (র.) হযরত আবুদ্দারদা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে ফরমান যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর সন্ধান দিব না যা তোমাদের যাবতীয় আমলের চাইতে উত্তম, তোমাদের প্রভুর নিকটে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, তোমাদের মর্যাদা বিশেষভাবে বর্ধনকারী, আল্লাহ্‌র রাস্তায় সোনা-রূপা দান করা এবং আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করা বা নিজে শাহাদত বরণ করার চাইতেও উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ সেটা কি বস্তু; কোন আমল? রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান ذِكْرُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ 'মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ পাকের জিকির।' –(ইবনে কাছীর) ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযী (র.) আরো রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ফরমান : আমি নবীজী ﷺ -এর নিকট থেকে এমন এক দোয়া শিক্ষালাভ করেছি যা কখনো পরিত্যাগ করি না। তা এই :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ اُعْظِمُ شُكْرَكَ وَاُتْبِعُ نَصِيْحَتَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ (ابن كثير)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে অধিক পরিমাণে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের, তোমার উপদেশের অনুসারী হওয়ার, অধিক পরিমাণে তোমার জিকির করার এবং তোমার অসিয়ত সংরক্ষণের যোগ্য করে দও। –[ইবনে কাছীর]

এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ পাকের নিকট অধিক পরিমাণে তাঁর জিকিরের তৌফিক প্রদানের জন্য দোয় করেছেন।

জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে আরজ করল যে, ইসলামের আমল তথা ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ তো অসংখ্য। আপনি আমাকে এমন একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সবকিছু অন্তর্ভুক্তকারী কথা বলে দিন, যা সুদৃঢ়ভাবে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللّٰهِ (مُسْنَدُ اَحْمَدَ. اِبْنُ كَثِيْر) "তোমার জবান যেন সর্বদা আল্লাহ্‌র জিকিরে তর-তাজা থাকে।"–(মুসনাদ আহমদ ও ইবনে কাছীর) হযরত আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরমান : اُذْكُرُوا اللّٰهَ تَعَالٰى حَتّٰى يَقُوْلُوْا مَجْنُوْنٌ (مُسْنَدُ اَحْمَدَ . اِبْنُ كَثِيْر) 'তুমি আল্লাহর জিকির এত অধিক পরিমাণে কর যেন লোকে তোমাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে।"–[মুসনাদ আহমদ, ইবনে কাছীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, নবীজী ﷺ ফরমান যে ব্যক্তি এমন কোনো আসরে বসে সেখানে আল্লাহর জিকির নেই তবে কিয়ামতের দিন এ আসর তার জন্য সন্তাপ ও অনুশোচনার কারণ হবে। (আহমদ, ইবনে কাছীর)

وَ سَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। সকাল-সন্ধ্যার দ্বারা সকল সময়কেই বুঝানো হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর জিকিরে বিশেষ বরকত ও তাকীদ রয়েছে বলে আয়াতে এ দু'সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথা আল্লাহর জিকির কোনো বিশেষ সময়ের জন্য সীমিত ও নির্দিষ্ট নয়।

هُوَ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰئِكَتُهٗ অর্থাৎ, "যখন তুমি অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় জিকির করতে থাকবে, বিনিময়ে আল্লাহর নিকট এই প্রতিদান ও মর্যাদালাভ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি অজস্র ধারায় রহমত ও অনুকম্পা বর্ষণ করতে থাকবেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন।"

উল্লিখিত আয়াতে صَلٰوةٌ শব্দটি আল্লাহ পাকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু উভয় স্থলে এর অর্থ এক নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত صَلٰوةٌ অর্থ, তিনি রহমত নাজিল করেন। পক্ষান্তরে ফেরেশতাগণতো নিজের পক্ষ থেকে কোনো কাজ করতে সক্ষম নন। সুতরাং ফেরেশতাগণের অর্থ, তাঁরা আল্লাহ্র দরবারে রহমত বর্ষণের জন্য দোয়া করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষে صَلٰوةٌ অর্থ রহমত, ফেরেশতাদের পক্ষে মাগফেরাত কামনা করা এবং পরস্পর একে অপরের পক্ষে এর অর্থ দোয়া- صَلٰوةٌ এ তিন অর্থেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং যারা عُمُوْم مُشْتَرَكْ তথা সামগ্রিক অর্থে শব্দের ব্যবহার বৈধ মনে করেন, তাদের মতে صَلٰوةٌ শব্দটি ব্যাপক অর্থ বোধক। কিন্তু আরবি ব্যাকরণ বিধি অনুসারে عُمُوْم مُشْتَرَكْ যাদের নিকট বৈধ নয় তাদের মতে عُمُوْم مَجَازْ অর্থাৎ বিশেষ ব্যাপক অর্থবোধক হিসেবে আলোচ্য সকল অর্থেই এটার ব্যবহার রীতিশুদ্ধ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَعْصِ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার عِصْيَانٌ মূলবর্ণ (ع - ص - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– অমান্য করে।

اَمْسِكْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِمْسَاكٌ মূলবর্ণ (م - س - ك) জিনস صَحِيْح অর্থ– থাকতে দাও। তুমি বিরত রাখ। আটকে রাখ।

اِتَّقِ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِفْتِعَالْ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– ভয় কর।

مُبْدِيْهِ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِبْدَاءٌ মূলবর্ণ (ب - د - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– প্রকাশ কারী।

وَطَرًا : একবচন, বহুবচন اَوْطَار অর্থ– বিতৃষ্ণ। মুখাপেক্ষী। প্রয়োজন। অনুগ্রহ প্রয়াসী।

قَضَوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার قَضَاءٌ মূলবর্ণ (ق - ض - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– হয়ে যায়। প্রয়োজন পূর্ণ করল। সম্পর্কহীন হয়ে গেল।

يَخْشَوْنَهٗ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةٌ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– তারা তাঁকেই ভয় করতেন।

سَبِّحُوْهُ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْح মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صَحِيْح অর্থ– তার তাসবীহ পাঠ করতে থাক।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا : এখানে وَاوٌ টি হরফে আতফ مَنْ টি شَرْطِيَّة হয়ে مُبْتَدَاء এবং يَعْصِ শব্দটি فِعْل شَرْط তার فَاعِلْ هُوَ উহ্য যমীর اللّٰهَ শব্দটি مَعْطُوْف عَلَيْه، وَاوْ হরফে আতফ رَسُوْلَهٗ শব্দটি مَعْطُوْف। এখন مَعْطُوْف عَلَيْه ও مَعْطُوْف মিলে مَفْعُوْل بِه। আর ضَلَّ শব্দটি فِعْل উহ্য যমীর هُوَ তার فَاعِلْ এবং ضَلٰلًا শব্দটি মাউসূফ مُبِيْنًا শব্দটি সিফত। صِفَتْ ও مَوْصُوْف মিলে مَفْعُوْل مُطْلَقْ। -[ই'রাবুল কুরআন, খ. ৬. পৃ. ১৭৫]

৪৪. যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদেরকে যে অভিবাদন করা হবে, তা এ হবে– আসসালামু আলাইকুম এবং তিনি তাদের জন্য উত্তম বিনিময় প্রস্তুত করে রেখেছেন।	تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلٰمٌ ۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ﴿٤٤﴾
৪৫. হে নবী! নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে এমন মর্যাদাশীলরূপে প্রেরণ করেছি যে, আপনি সাক্ষী হবেন, আর (আপনি) সু-সংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী।	يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٤٥﴾
৪৬. এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী তাঁরই আদেশে এবং একটি দীপ্তিমান প্রদীপ।	وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾
৪৭. আর মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ প্রদান করুন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বড় অনুগ্রহ।	وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا ﴿٤٧﴾
৪৮. আর আপনি কাফেরদের ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না এবং তাদের যন্ত্রণাদানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না, আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন; এবং আল্লাহই যথেষ্ট কার্যনির্বাহকরূপে।	وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰىهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿٤٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. تَحِيَّتُهُمْ সেদিন তাদেরকে যে অভিবাদন করা হবে يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে سَلٰمٌ তা এ হবে আসসালামু আলাইকুম وَاَعَدَّ لَهُمْ এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন اَجْرًا كَرِيْمًا উত্তম বিনিময়।

৪৫. يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে এমন মর্যাদাশীলরূপে প্রেরণ করেছি যে شَاهِدًا আপনি সাক্ষী হবেন। وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا আর সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী।

৪৬. وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ এবং আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী بِاِذْنِهٖ তাঁরই আদেশে وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا এবং একটি দীপ্তমান প্রদীপ।

৪৭. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ আর মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ প্রদান করুন যে بِاَنَّ لَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ থেকে। فَضْلًا كَبِيْرًا বড় অনুগ্রহ।

৪৮. وَلَا تُطِعِ আর আপনি মানবেন না الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ কাফেরদের ও মুনাফিকদের কথা وَدَعْ اَذٰىهُمْ এবং তাদের যন্ত্রণাদানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا এবং আল্লাহই যথেষ্ট কার্যনির্বাহকরূপে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

৪৯. হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি মু'মিন নারীদেরকে বিবাহ কর, তৎপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দাও, তবে তোমাদের জন্য তাদের উপর কোনো ইদ্দত নেই। যা তোমরা গণনা করবে, সুতরাং তাদেরকে কিছু মোতা' প্রদান কর এবং সদ্ভাবে তাদেরকে বিদায় করে দাও।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَبَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ۫ وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا ۚ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٠﴾

৫০. হে নবী! আমি আপনার জন্য আপনার সেই বিবিগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মহর প্রদান করেছেন এবং ঐ নারীদেরকেও (হালাল করেছি) যারা আপনার মালিকানাধীনে আছে– যাদেরকে আল্লাহ গনিমতের মালরূপে আপনাকে দান করেছেন এবং আপনার চাচার কন্যাগণ এবং আপনার ফুফুদের কন্যাগণ এবং আপনার মামার কন্যাগণ এবং আপনার খালাদের কন্যাগণকে – যারা আপনার সঙ্গে হিজরত করেছে এবং ঐ মু'মিন নারীকেও (আপনার জন্য হালাল করেছি) যে বিনা বিনিময়ে (অর্থাৎ বিনা মহরে) নিজেকে নবীর হস্তে সমর্পণ করে, যদি নবী তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন, এ সমস্ত (হুকুম) আপনার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, অন্যান্য মু'মিনদের জন্য নয়; আমি ঐ সমস্ত হুকুম অবগত আছি যা আমি তাদের জন্য তাদের পত্নিগণ ও দাসীগণ সম্বন্ধে নির্ধারিত করেছি, যেন আপনার উপর কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়; আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৯. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا হে মু'মিনগণ اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ তোমরা যদি মু'মিন নারীদেরকে বিবাহ কর ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ তৎপর তাদেরকে তালাক দাও مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ তবে তোমাদের জন্য তাদের উপরে কোনো ইদ্দত নেই تَعْتَدُّوْنَهَا যা তোমরা গণনা করবে فَمَتِّعُوْهُنَّ সুতরাং তাদেরকে কিছু মোতা প্রদান কর وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا এবং সদ্ভাবে তাদেরকে বিদায় করে দাও।

৫০. يَاَيُّهَا النَّبِيُّ হে নবী اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ আমি আপনার জন্য আপনার সেই বিবিগণকে হালাল করেছি الّٰتِيْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ যাদেরকে আপনি মহর প্রদান করেছেন وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ এবং ঐ নারীদেরকেও (হালাল করেছি) যারা আপনার মালিকানাধীনে আছে مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ যাদেরকে আল্লাহ গনিমতের মালস্বরূপ আপনাকে দান করেছেন وَبَنٰتِ عَمِّكَ এবং আপনার চাচার কন্যাগণ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ এবং আপনার ফুফুদের কন্যাগণ وَبَنٰتِ خَالِكَ এবং আপনার মামার কন্যাগণ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ এবং আপনার খালাদের কন্যাগণকে الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً এবং ঐ মু'মিন নারীকে ও اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ যে বিনা বিনিময়ে নিজেকে নবীর হস্তে সমর্পণ করে اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ যদি নবী ইচ্ছা করেন اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا তাকে বিবাহ করতে خَالِصَةً لَّكَ এ সমস্ত (হুকুম) আপনার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ অন্যান্য মুমিনদের জন্য নয় قَدْ عَلِمْنَا আমি ঐ সমস্ত হুকুম অবগত আছি مَا فَرَضْنَا যা আমি নির্ধারিত করেছি عَلَيْهِمْ তাদের জন্য فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ তাদের পত্নিগণ ও দাসীগণ সম্বন্ধে لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ যেন আপনার উপর কোনো প্রকার অসুবিধা না হয় وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا আল্লাহ তা'আলা বড়ই ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيْرًا [٤٨]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর ও ইবনে আবি হাতেম, ইকরীমা ও হাসান এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَاَخَّرَ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনার ব্যাপারে কি আচরণ করা হবে তাতো আমরা অবশ্যই জানতে পারলাম। তবে আমাদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে? সাহাবায়ে কেরামের সে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঈমানদারদের সুসংবাদ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রুহুল মা'আনী ৪৬/২২/১১]

يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي اٰتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا [٥٠]

শানে নুযূল : ইবনে সা'আদ, আব্দুবিন হুমাইদ, তিরমিযি ও জারীর প্রমূখ গ্রন্থ প্রণেতা উম্মে হানী ফাখেতা বিনতে আবূ তালিব এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ আমাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দেন। আমি তখন আমার ওজর পেশ করলাম। রাসূলে আকরাম ﷺ আমার ওজর গ্রহণ করলেন। এর পিছনে কারণও ছিল। তা হলো রাসূল ﷺ-এর সাথে হিজরত করা থেকে বিরত ছিলাম। যদ্দরুন আমি তার জন্য হালাল ছিলাম না। মক্কায় যারা রয়েগিয়েছিল তাদের মধ্যে আমিও এক জন ছিলাম। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রুহুল মা'আনী ৫৩/২২/১১, কুরতুবী ১৮২/১৪, তাবারী ৩০৯/১০ ফতহুল কাদির ২৯৪/৪, বাহরে মুহীত্ব ৩৩২/৭, ইবনে কাছীর ৫১৫/৩]

وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا [٥٠]

শানে নুযূল : হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রা.), যাহ্হাক ও মুকাতিল বলেন, হযরত উম্মে শরীক জুয়াইরিয়া মতান্তরে যাইলা বিনতে জাবের (রা.) তিনি রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে মহর ব্যতিরেকেই নিজকে নিজে রাসূল ﷺ-এর সাথে দাম্পত্য জীবনে পেশ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাসূল ﷺ তা গ্রহণ করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এ ঘটনা শুনে বললেন, কোনো একজন মহিলা মহর ব্যতিরেকে অন্য পুরুষের হাতে নিজেকে তুলে দেওয়া তা অত্যন্ত নির্লজ্জতার কাজ। তখনকার সময় আলোচ্য আয়াতাংশটুকু নাজিল হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী ৫৯/২২/১১]

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلٰمٌ এটা এই صَلٰوة -এরই ব্যখ্যা ও বিশ্লেষণ যা মু'মিনগণের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যেদিন আল্লাহ পাকের সাথে এদের সাক্ষাৎ ঘটবে- তখন তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে সালাম অর্থাৎ, আস্‌সালামু আলাইকুমের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানানো হবে। ইমাম রাগেব প্রমুখের মতে, আল্লাহ পাকের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন হলো কিয়ামতের দিন। আবার কোনো কোনো তাফসীরকারকের মতে এ সাক্ষাতের সময় হলো বেহেশতে প্রবেশকাল যেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে। আবার কোনো কোনো মুফাস্‌সির মৃত্যু দিবসকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন বলে মন্তব্য করেছেন। সেদিন সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হওয়ার দিন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল-মউত যখন কোনো মুমিনের প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে আসেন, তখন তাঁর প্রতি সুসংবাদ পৌছানো হয় যে, আপনার পালনকর্তা আপনার জন্য সালাম প্রেরণ করেছেন। আর لقاء শব্দ এই তিন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই এসব উক্তির মাঝে কোনো বিরোধ ও অসামঞ্জস্য নেই। বস্তুত এ তিন অবস্থাতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে। –[রুহুল মা'আনী]

মাসআলা : এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের পারস্পরিক অভিবাদন ও সম্ভাষণ আস্সালামু আলাইকুম হওয়া উচিত; চাই বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি হোক, অথবা ছোটদের পক্ষ থেকে বড়দের প্রতি হোক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ গুণাবলি : يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহের পুনরুল্লেখ। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাঁচটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، شَاهِدًا، نَذِيرًا، مُبَشِّرًا، سِرَاجًا مُنِيرًا অর্থ : তিনি কিয়ামতের দিন উম্মতের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবেন। যেমন সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে এক সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। যার কিয়দাংশ হলো এই, কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আ.) উপস্থিত হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আপনি আমার বাণী বার্তাসমূহ আপনার উম্মতের নিকটে পৌঁছিয়ে ছিলেন কি? তিনি আরজ করবেন যে, আমি যথারীতি পৌঁছে দিয়েছি। অতঃপর তাঁর উম্মতগণ একথা অস্বীকার করবে যে, তিনি আমাদের নিকট আল্লাহর বার্তা পৌঁছান নি। অতঃপর হযরত নূহ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আপনার এ দাবির স্বপক্ষে কোনো সাক্ষী আছে কি? তিনি আরজ করবেন যে, মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর উম্মত এর সাক্ষী। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি সাক্ষী হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীকে পেশ করবেন এবং এ উম্মত তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তখন হযরত নূহে (আ.) -এর উম্মত এই বলে জেরা করবে যে, তারা আমাদের ব্যাপারে কিভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে সে সময়ে এদের তো জন্মই হয়নি। আমাদের সুদীর্ঘ কাল পর এদের জন্ম। উম্মতে মুহাম্মদীর নিকটে এ জেরার উত্তর চাইলে পর তারা বলবে যে, সে সময়ে আমরা অবশ্য উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু আমরা এ সংবাদ আমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকটে শুনেছি, যার উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান ও অটুট বিশ্বাস রয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট থেকে তাঁর উম্মতের এ কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

সারকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ সাক্ষ্যের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতের কথা এই বলে সমর্থন করবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছিলাম।

উম্মতের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের সাধারণ মর্ম এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির ভালো-মন্দ আমলের সাক্ষ্য প্রদান করবেন এবং এ সাক্ষ্য এ ভিত্তিতে হবে যে, উম্মতের যাবতীয় আমল প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় অপর রেওয়ায়েতে সপ্তাহে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পেশ করা হয়, আর তিনি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলের মাধ্যমে চিনতে পান। এজন্য কিয়ামতের দিন তাঁকে উম্মতের সাক্ষী স্থির করা হবে (সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব থেকে ইবনুল মোবারক রেওয়ায়েত করেছেন। –(মাযহারী)।

আর مُبَشِّر অর্থ সুসংবাদ প্রদানকারী, যার মর্মার্থ এই যে, তিনি স্বীয় উম্মতের মধ্য থেকে সৎ ও শরিয়তানুসারী ব্যক্তিবর্গকে বেহেশতের সুসংবাদ দেন এবং نَذِير অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ, তিনি অবাধ্য ও নীতিচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আজাব এবং শাস্তির ভয়ও প্রদর্শন করেন।

دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ-এর অর্থ তিনি উম্মতকে আল্লাহ পাকের সত্তা ও অস্তিত্ব এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করবেন। وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ- কে- بِاِذْنِهٖ -এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করায় একথাই বুঝা যায় যে, তিনি মানবমণ্ডলীকে আল্লাহ পাকের দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষেই আহ্বান করেন। এ শর্তের সংযোজন এ ইঙ্গিতই প্রদান করে যে, তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য যা আল্লাহর অনুমতি ও সাহায্য ব্যতীত মানুষের সাধ্যের বাইরে। سِرَاجٌ অর্থ প্রদীপ مُنِيْر অর্থ জ্যোতির্ময়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পঞ্চম গুণ ও বৈশিষ্ট্য এই বলা হয়েছে যে, তিনি জ্যোতিষ্মান প্রদীপ বিশেষ। আবার কতক মনীষী سِرَاجٌ مُنِيْر -এর মর্মার্থ কুরআনে পাক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কুরআনে পাকের বর্ণনাধারা ও প্রকাশভঙ্গি দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে, ইহাও হযরত ﷺ -এরই বৈশিষ্ট্য ও গুণ বিশেষ।

সমসাময়িক কালের বায়হাকী বলে খ্যাত প্রখ্যাত মুফাসসির কাযী সানাউল্লাহ (র.) তাফসীরে মাযহারীতে ফরমান যে, তিনি ﷺ তো প্রকাশ্যভাবে ভাষার দিক দিয়ে دَاعِىْ اِلَى اللّٰهِ (আল্লাহর দিকে আহবানকারী) এবং অভ্যন্তরীণভাবে হৃদয়ের দিক দিয়ে তিনি প্রদীপ্ত ও জ্যোতিষ্মান বাতি বিশেষ অর্থাৎ যেমনিভাবে গোটা বিশ্ব সূর্য থেকে আলো সংগ্রহ করে, তেমনিভাবে সমগ্র মু'মিনের হৃদয় তাঁর অন্তরে রশ্মি দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম যারা ইহজগতে নবীজী ﷺ

-এর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা গোটা উম্মতের মাঝে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত। কেননা তাঁদের অন্তর নবীজীর অন্তর থেকে কোনো মাধ্যম ব্যতীতই সরাসরি নূর ও ফয়েজ লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। অবশিষ্ট উম্মত এ নূর সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে মাধ্যমের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে লাভ করেছেন এবং একথাও বলা যায় যে, সমগ্র আম্বিয়ায়ে কেরাম বিশেষ করে রাসূলে কারীম ﷺ এ ধরাধাম থেকে অন্তর্ধানের পরও নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। তাঁদের কবরের জীবন সাধারণ লোকের কবরের জীবন থেকে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত, যার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য আল্লাহ পাকই ভালো জানেন।

যাহোক, উল্লিখিত জীবনের বদৌলতে কিয়ামত পর্যন্ত মু'মিনগণের অন্তঃকরণ তাঁর পূত-পবিত্র অন্তর থেকে জ্যোতি লাভ করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার প্রতি যত বেশি যত্নবান থাকবেন এবং যত বেশি বেশি দরূদ পাঠ করবেন, তিনি এ নূরের অংশ তত বেশি পরিমাণে লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জ্যোতিকে বাতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। অথচ তাঁর আধ্যাত্মিক ও আত্মিক আলো সূর্যের আলোর চাইতে ঢের বেশি। সূর্যকিরণে কেবল পৃথিবীর বাহ্যিক ও উপরিভাগই আলোকিত হয়। কিন্তু তাঁর ﷺ আত্মার জ্যোতিতে গোটা বিশ্বের অভ্যন্তরভাগ এবং মু'মিনদের অন্তরও আলোকিত হয়। এ উপমার কারণ এই বলে মনে হয় যে, বাতির আলো থেকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী উপকৃত হওয়া যায়। সর্বক্ষণ সে উপকার লাভ করা যায় ও বাতি পর্যন্ত পৌঁছানো সহজতর এবং তা অনায়াসেই লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে সূর্য পর্যন্ত পৌঁছা একেবারে দুঃসাধ্য এবং সব সময় এর থেকে উপকার লাভ করা যায় না।

কুরআনে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই গুণাবলি তাওরাতেও উল্লেখ রয়েছে। যেমন, ইমাম বুখারী (র.) উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) ইরশাদ করেন যে, আমি একদিন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ করলাম যে, তাওরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যেসব গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে, মেহেরবাণীপূর্বক আমাকে সেগুলো বলে দিন। তিনি ইরশাদ করলেন, আমি তা অবশ্যই বলবো। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যেসব গুণাবলির বর্ণনা কুরআনে রয়েছে, তা তাওরাতেও রয়েছে। অতঃপর বললেন :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّيْنَ أَنْتَ عَبْدِيْ وَرَسُوْلِيْ سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيْظٍ وَلَا سَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرُ لَنْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَقُوْلُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَيَفْتَحَ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوْبًا غُلْفًا.

"হে নবী! নিশ্চয় আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদ প্রদানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মীদের (নিরক্ষরদের) আশ্রয়স্থল ও রক্ষাস্থলরূপে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনার নাম مُتَوَكِّلْ (আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী) রেখেছি। আপনি কঠোর ও রুক্ষ স্বভাববিশিষ্ট নন। বাজারে হৈ হুল্লোড়কারীও নন। আর না আপনি অন্যায় দ্বারা অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। বরং আপনি ক্ষমা করে দেন। পথভ্রষ্ট ও বক্র উম্মতকে সঠিক পথে দাঁড় না করিয়ে এবং তারা লা-ইলাহা না বলা পর্যন্ত আল্লাহ পাক আপনাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিবেন না। আপনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলা অন্ধচোখ, বধির কান ও রুদ্ধ হৃদয়সমূহ খুলে দিবেন।"

পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গুটি কয়েক অনন্য গুণাবলি এবং তাঁর বিশিষ্ট মর্যাদার বর্ণনা ছিল। সামনেও তাঁর সেসব বৈশিষ্ট্যাবলির বর্ণনা রয়েছে, যা বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাঁর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত; সাধারণ উম্মতের তুলনায় এক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। ইতঃপূর্বে ভূমিকা হিসেবে তালাক সম্পর্কে একটি সাধারণ হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে, যা সমস্ত মুসলমানদের বেলায় প্রযোজ্য। উল্লিখিত আয়াতে এ সম্পর্কে তিনটি হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে :

প্রথম হুকুম : কোনো মহিলার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর যথার্থ নির্জনবাস (خَلْوَت صَحِيْحَه) সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই যদি কোনো কারণে তাকে তালাক দেওয়া হয়; তবে তালাক প্রদত্তা মহিলার উপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব নয়। সে সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে হাতে স্পর্শ করার অর্থ (স্ত্রী) সহবাস। সহবাস হাকীকী কিংবা হুকমী হতে পারে এবং উভয়ের একই হুকুম যা তাফসীরের সারসংক্ষেপ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। শরিয়ত অনুমোদিত সহবাস (صُحْبَت حُكْمِىْ) যথার্থ নির্জন বাস (خَلْوَت صَحِيْحَه) -এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় হুকুম : তালাক প্রদত্তা স্ত্রীকে সৌজন্যমূলকভাবে শিষ্টাচারের মাধ্যমে কিছু উপঢৌকন প্রদান করে বিদায় করা উচিত। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কিছু উপঢৌকন প্রদান পূর্বক বিদায় করা মোস্তাহাব এবং কোনো কোনো অবস্থায় ওয়াজিব। যার বিস্তারিত বিবরণ তাফসীরের সার-সংক্ষেপ অধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে এবং সূরায়ে বাকারার আয়াতে لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ সংশ্লিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে চলে গেছে। আর কুরআনের বাক্যে 'মাতা' (مَتَاعٌ) শব্দ গ্রহণ সম্ভবত এ হিকমত ও তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে যে, 'মাতা' (مَتَاعٌ) শব্দটি অর্থগতভাবে অত্যন্ত ব্যাপক। মানবের জন্য উপকারী ও লাভজনক যে কোনো বস্তু এর অন্তর্গত। নারীর অবশ্য প্রাপ্য (حُقُوق وَاجِبَه) মোহরানা প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। যদি অধ্যাবধি মোহরানা পরিশোধ না করে থাকে তবে তালাকের সময় সানন্দচিত্তে পরিশোধ করে দেবে এবং ওয়াজিব বহির্ভূত প্রাপ্য যথা–তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিদায়কালে এক জোড়া কাপড় প্রদানের যে বিধান রয়েছে তাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যা দেওয়া মোস্তাহাব। (মাবসূত, মুহীত, রূহ) এ প্রেক্ষিতে مَتِّعُوهُنَّ নির্দেশবাচক ক্রিয়া (صِيغَة أَمْر) সাধারণ প্রেরণা দানের জন্য ওয়াজিব ও ওয়াজিব-বহির্ভূত উভয় শ্রেণিই এর অন্তর্গত। –(রূহ)

প্রথিতযশা মুহাদ্দিস হযরত আবদ্ বিন হোমায়েদ হযরত হাসান (রা.) থেকে রেওয়ায়েতে করেন যে, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে 'মাতা' (مَتَاعٌ) প্রদান করা মোস্তাহাব। চাই তার সাথে (যথার্থ নির্জন বাস) خَلْوَت صَحِيْحَه হয়ে থাক বা না থাক; তার মোহরানা নির্ধারিত থাকুক বা না থাকুক।

তালাকের সময় দেওয়া পোশাকের বিবরণ : বাদায়ে (بَدَائِعْ) গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তালাকের পর দেও মুতয়া (مُتْعَة) অর্থ ঐ পোশাক যা স্ত্রীলোকগণ বাড়ি থেকে বের হওয়ারকালে পরিধান করে– পায়জামা, জামা, ওড়না এবং আপাদমস্তক সমগ্র শরীর আবৃত করে ফেলে এমন একটি বড় চাদর এর অন্তর্ভুক্ত (আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সম্ভবত এদেশে সাধারণভাবে পরিধেয় পোশাক-শাড়ী, জামা বোরকা অথবা আপাদমস্তক আবৃত করে এমন একটি বড় চাদর অন্তর্ভুক্ত হবে– অনুবাদক।) যেহেতু পোশাক-উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন সব শ্রেণিরই হয়, সুতরাং ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ এ সম্পর্কে এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, স্বামী স্ত্রী উভয়ই যদি ধনাঢ্য পরিবারভুক্ত হয় তবে উত্তম শ্রেণির পেশাক দিতে হবে। ত র যদি উভয়ই দরিদ্র পরিবারের হয় তবে নিম্নমানের আর যদি একজন ধনী ও অপরজন গরীব হয় তবে মধ্যম মানের পোশাক দিতে হবে (নাফাকাত– نَفَقَاتْ অধ্যায়ে মনীষী খাসসাফের (خَصَّافْ) উক্তি।

ইসলামে সদাচারের নযীরবিহীন শিক্ষা : গোটা বিশ্বে প্রাপ্য ও অধিকার আদায়ের নীতি কেবল বন্ধু-বান্ধব ও আপনজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বড় জোর সাধারণ লোক পর্যন্ত সীমিত। সচ্চরিত্র ও সদাচার প্রদর্শন ও প্রয়োগের সীমা কেবল তটুকুই নয়। বিপক্ষীয় ব্যক্তিবর্গ ও শত্রুদের হক ও অধিকার আদায়ের তাকীদ বিধান কেবল ইসলামেই রয়েছে। বর্তমানকালে মানব অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বহুবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং এর জন্য কিছু বিধি-বিধান ও নীতিমালাও প্রণীত হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে বিশ্বের জাতিসমূহ থেকে পুঁজি বাবত কোটি কোটি টাকাও সংগৃহীত হচ্ছে। কিন্তু প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠানগুলো (বৃহৎ পরাশক্তিসমূহের) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধির খপ্পরে পড়ে আছে। দুর্গত মানুষের যতটুকু সাহায্য করা হয় তাও উদ্দেশ্য বিমুক্ত বা নিঃস্বার্থভাবে নয়। আবার সব জায়গায় বা সকল দেশও নয়; বরং যথায় স্বীয় উদ্দেশ্য ও স্বার্থসিদ্ধি হয়। যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এসব প্রতিষ্ঠান যথারীতিই মানব সেবার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে; তবুও এসব সাহায্য কোনো এলাকায় কেবল তখনই পৌঁছে যখন সে এলাকা কোনো সর্বগ্রাসী দুর্যোগ, মহামারী, ব্যাপক রোগব্যাধি ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়। ব্যক্তি মানুষের বিপদাপদ দুঃখ-যন্ত্রণার কে খবর রাখে? ব্যক্তিগত সাহায্যের জন্য কে এগিয়ে আসে? ইসলামের প্রজ্ঞাময় ও দূরদর্শিতাপূর্ণ শিক্ষা দেখুন। তালাকের বিষয়টা একেবারে সুস্পষ্ট যে, নিছক পারস্পরিক বিরোধ, ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি থেকেই এর উৎপত্তি। সাধারণত যার ফলশ্রুতি এই হয়ে থাকে যে, যে সম্পর্ক একাত্মতা, প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল তা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও প্রতিশোধ গ্রহণ প্রবণতায় পরিণত হয়। কুরআনে কারীমের উল্লিখিত আয়াত এবং অনুরূপ বহু সংখ্যক আয়াতের মাধ্যমে ঠিক তালাকের ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি যেসব নির্দেশাবলি প্রদান করা হয়েছে, তাতে সচ্চরিত্র ও সদাচরণের পুরোপুরি পরীক্ষা হয়ে যায়। মানব প্রবৃত্তি স্বভাবতই এটা চায় যে, যে নারী নানাবিধ দুঃখ-যাতনা ও জ্বালা-যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ করে তোলে পরিশেষে পুরোপুরি সম্পর্ক ছিন্ন করতে পর্যন্ত বাধ্য করেছে, তাকে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর পরিবেশেই বের করে দেওয়া হোক এবং তার থেকে যতটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব গ্রহণ করা হোক।

কিন্তু কুরআনে কারীমে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণের প্রতি সাধারণভাবে ইদ্দত পালনের এক কঠিন ও অবশ্য পালনীয় বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে এবং স্বামী গৃহেই ইদ্দত পালনের শর্ত লাগিয়ে দিয়েছে। এ সময়ে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের না করে দেওয়া তালাক দানকারীর প্রতি ফরজ করে দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রতিও তাকীদ রয়েছে যেন সে এ সময়ে বাড়ি থেকে বের না হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর যাবতীয় খরচপত্র বহন স্বামীর উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়ত স্বামীর প্রতি বিশেষ তাকীদ রয়েছে যেন ইদ্দত পালনান্তে স্ত্রীকে যথারীতি পোশাক প্রদান পূর্বক সৌজন্যপূর্ণ-ভাবে স-সম্মানে বিদায় করে। যে সব নারীর সাথে কেবল বিয়ে বাক্য পাঠ করা হয়েছে, স্বামী গৃহে আগমন, সহবাস বা নির্জনবাসের সুযোগ হয়নি তাদেরকে ইদ্দত পালন পর্ব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীর তুলনায় তাকে পোশাক প্রদানের জন্য স্বামীর প্রতি অধিক তাকীদ রয়েছে। এরই সাথে তৃতীয় হুকুম এই যে : سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا অর্থাৎ অত্যন্ত সৌজন্যপূর্ণ পরিবেশে তাদেরকে বিদায় কর যাতে এরূপ বাধ্যতা আরোপ করা হয়েছে যেন মৌখিকভাবে কোনো কটুবাক্য প্রয়োগ না করে কোনো প্রকারের কটাক্ষপাত বা নিন্দাবাদ না করে।

বিরোধ ও মনোমালিন্যের সময় প্রতিপক্ষের অধিকার কেবল সেই রক্ষা করতে পারে যার স্বীয় ভাবাবেগের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য রয়েছে। ইসলামে যাবতীয় শিক্ষায় এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে বিয়ে ও তালাক সংশ্লিষ্ট এমন সাতটি হুকুমের আলোচনা রয়েছে যেগুলো কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নির্দিষ্ট এবং এরূপ বিশেষীকরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক। এগুলোর মধ্যে কতক হুকুম তো এমন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যেগুলোর বিশেষীকরণ একেবারে স্পষ্ট ও জাজ্জল্যমান। আবার কতক এমন সেগুলো যদিও সমগ্র মুসলমানরে প্রতি প্রযোজ্য কিন্তু তাতে এমন কিছু ছোট খাটো শর্তাবলি রয়েছে যা কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যই নির্দিষ্ট। এখন সেগুলোর বিস্তাতির বর্ণনা লক্ষ্য করুন।

প্রথম হুকুম : اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِىْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ অর্থাৎ, আমি আপনার জন্য আপনার বর্তমান স্ত্রীগণকে, যাদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছেন, হালাল করে দিয়েছি। এ হুকুম বাহ্যত : সমস্ত মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এতে বিশেষীকরণের কারণ এই যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় মহানবী ﷺ -এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ চারের অধিক স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এক সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখা হালাল নয়। সুতরাং তার জন্য এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী হালাল করে দেওয়া কেবল তাঁরই বৈশিষ্ট্য ছিল।

আর এ আয়াতে যে الّٰتِىْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ বলা হয়েছে, এটা হালাল হওয়ার শর্ত নয় বরং বাস্তব ঘটনার প্রকাশ মাত্র যে, যত মহিলা নবীজী ﷺ -এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন নবীজী ﷺ তাদের সবার মোহরানা নগদ আদায় করে দিয়েছেন, বাকি রাখেননি। তাঁর স্বভাবই এরূপ ছিল যে, যে জিনিস আদায়ের দায়িত্ব তাঁর উপর আরোপিত ছিল, তা কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করে দায়মুক্ত হয়ে যেতেন, অনর্থক বিলম্ব করতেন না। এ ঘটনা প্রকাশের মাঝে সাধারণ মুসলমানদের জন্য তার অনুরূপ করার প্রেরণা রয়েছে।

দ্বিতীয় হুকুম : وَمَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ অর্থাৎ, হুজুর ﷺ-এর মালিকানাধীনে যেসব নারী রয়েছে তাঁরা তাঁর জন্য হালাল। এ আয়াতে افاء শব্দের উৎপত্তি হয়েছে فَيْءٌ ধাতু থেকে পারিভাষিক অর্থে فَيْءٌ সে সব সম্পর্কে বুঝায় যা কাফেরদের থেকে বিনাযুদ্ধে বা সন্ধিসূত্রে লাভ করা হয়। আবার কখনো فَيْءٌ শব্দ সাধারণ গনিমতের মাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বক্ষমাণ আয়াতে এর উল্লেখ কোনো শর্ত হিসেবে নয় যে, আপনার জন্য কেবল সে সব দাসীই হালাল যা 'ফায়' فَيْءٌ বা গনিমতের মাল হিসেবে আপনার অংশে পড়েছে। বরং তিনি জাদেরকে মূল্যের বিনিময়ে খরিদ করেছেন তারাও এর অন্তর্গত।

কিন্তু এই হুকুমে বাহ্যিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নেই, এ হুকুম সমগ্র উম্মতের জন্য। যে দাসী গনিমতের মাল হিসেবে ভাগে পড়ে বা দাম দিয়ে খরিদ করা হয় তা তাদের জন্য হালাল। কিন্তু সমগ্র আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি এটাই চায় যে, উক্ত আয়াতসমূহে যেসব হুকুম রয়েছে তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কিছু না কিছু বিশেষীকরণ অবশ্যই রয়েছে। এজন্যই রূহুল মা'আনীতে দাসীদের হালাল হওয়া প্রসঙ্গেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক বৈশিষ্ট্য এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেরূপভাবে আপনার পরে আপনার মহিয়সী স্ত্রীগণের বিয়ে কারো সাথে জায়েজ নয়,

অনুরূপভাবে যে দাসীকে আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে আপনার পরে সেও অন্য কারো জন্য হালাল হবে না। যেমন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)-কে রোম সম্রাট মাকুক্কাস উপঢৌকন হিসেবে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং যেমন করে তাঁর পরে মহিয়সী স্ত্রীগণের কারো সাথে বিয়ে জায়েজ ছিল না, তেমনিভাবে এদের বিয়েও কারো সাথে জায়েজ রাখা হয়নি।

হযরত হাকীমূল উম্মত (র.) 'বয়ানুল কুরআনের মাঝে আরো দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যা উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য থেকে অধিক স্পষ্ট।

প্রথমত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ বিশেষ ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল যে, গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বেই তিনি এগুলো থেকে কোনো জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করে রেখে দিতে পারতেন। যা তাঁর ﷺ বিশেষ মালিকানা স্বত্বে পরিণত হতো। এই বিশেষ বস্তুকে পরিভাষায় صَفِىُّ النَّبِىِّ (নবীজীর পছন্দ) বলে আখ্যায়িত করা হতো। যেমন খায়বার যুদ্ধের গনীমত থেকে হুজুর ﷺ হযরত সাফিয়া (রা.)-কে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। সুতরাং দাসী সংশ্লিষ্ট মাসআলার ক্ষেত্রে এটা কেবল হযরতেরই ﷺ বৈশিষ্ট্য ছিল।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, 'দারুল হরবের' কোনো অমুসলিমের পক্ষ থেকে যদি কোনো হাদিয়া (উপঢৌকন) মুসলমানদের আমিরুল মু'মিনীনের নামে প্রেরণ করা হয় তবে তার মালিক আমিরুল মু'মিনীন হন না, বরং শরিয়ত অনুসারে তা বায়তুল মালের স্বত্বে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে নবীজী ﷺ -এর জন্য এরূপ হাদিয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছিল। যেমন মারিয়া কিবতিয়া (রা.) -এর ঘটনা যাঁকে সম্রাট মাকুক্কাস হাদিয়া রূপে তাঁর খিদমতে প্রেরণ করার পর তিনি তাঁর ﷺ মালিকানা স্বত্বে পরিণত হয়েছিলেন।

তৃতীয় হুকুম : وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ এ আয়াতে عَم ও خَالٌ একবচন এবং عَمّٰتٌ ও خَالَاتٌ বহুবচন রূপে গ্রহণের অনেক কারণ আছে বলে আলেমগণ বর্ণনা করেছেন। তাফসীরে রূহুল মা'আনী, আবূ হাইয়্যান বর্ণিত এ কারণ গ্রহণ করেছেন যে, আরবি পরিভাষাই এরূপ। আরবি কবিতাই এর প্রমাণ যাতে এর বহুবচন ব্যবহৃত হয় না, একবচনই ব্যবহৃত হয়।

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আপনার জন্য চাচা ও ফুফু এবং মামা ও খালার কন্যাগণকে হালাল করে দেওয়া হয়েছে। চাচা ও ফুফুর মাঝে পিতৃ বংশীয় মেয়ে এবং মামা ও খালার মাঝে মাতৃ বংশীয়া সকল মেয়ে তাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষত্ব নয়; বরং সকল মুসলমানের জন্য তাদেরকে বিবাহ করা হালাল। কিন্তু যারা আপনার সাথে মক্কা থেকে হিজরত করেছে এ কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য। সারকথা এই যে, সাধারণ উম্মতের জন্য পিতৃ ও মাতৃকুলের এসব কন্যা কোনো শর্ত ছাড়াই হালাল হিজরত করুক অথবা না করুক; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কেবল তাঁরাই হালাল, যারা তাঁর সাথে হিজরত করেছে। "সাথে হিজরত" করার জন্য সফরে সঙ্গে থাকা অথবা একই সময়ে হিজরত করা জরুরি নয়; বরং যে কোনো প্রকারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ন্যায় হিজরত করাই উদ্দেশ্য। ফলে এসব কন্যার মধ্যে যারা কোনো কারণে হিজরত করেনি, তাদেরকে বিবাহ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য হালাল রাখা হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আবূ তালেবের কন্যা উম্মেহানী (রা.) বলেন : আমি মক্কা থেকে হিজরত না করার কারণে আমাকে বিবাহ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য হালাল ছিল না। আমি তোলাকাদের মধ্যে গণ্য হতাম। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী না করে মুক্ত করে দিয়িছিলেন, তাদেরকে "তোলাকা" বলা হতো। –[রূহুল মা'আনী, জাসসাস]।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিবাহের জন্য হিজরতের উপরিউক্ত শর্ত কেবল মাতৃ ও পিতৃ বংশীয় কন্যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল সাধারণ উম্মতের মহিলাদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত ছিল না; বরং তাদের শুধু মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট ছিল। পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত আরোপ করার রহস্য সম্ভবত এই যে, পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সাধারণত বংশগত কৌলিন্যের গর্ব ও অহমিকা বিদ্যমান থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিণী হওয়ার জন্য এটা সমীচীন নয়। হিজরতের শর্ত আরোপ করে এই গর্ব ও অহমিকার প্রতিকার করা হয়েছে। কারণ হিজরত কেবল সে নারীই করবে, যে আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসাকে গোটা পরিবার, দেশ ও বিষয় সম্পত্তির ভালোবাসার উপর প্রাধান্য দিবে। এছাড়া হিজরতের সময় মানুষ নানাবিধ দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং আল্লাহর পথে সহ্য করা দুঃখ কষ্ট কর্ম সংশোধনে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।

মোটকথা, এই যে, মাতৃ-পিতৃ কুলের মেয়েদেরকে বিবাহ করার বেলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য একটি বিশেষ শর্ত ছিল। তা এই যে, সংশ্লিষ্ট মেয়েদেরকে মক্কা থেকে হিজরত করতে হবে।

চতুর্থ বিধান : وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, যদি কোনো মুসলমান মহিলা নিজেকে আপনার কাছে নিবেদন করে, অর্থাৎ, দেনমোহর ব্যতিরেকে আপনার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় এবং আপনিও তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হন, তবে আপনার জন্য দেনমোহর ব্যতীতও বিবাহ হালাল। এই বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্য অন্য মু'মিনদের জন্য নয়।

উপরিউক্ত বিধান যে একান্তভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বৈশিষ্ট্য তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। কেননা, সাধারণ লোকের জন্য বিবাহে দেনমোহর অপরিহার্য শর্ত। এমনকি, বিবাহের সময় যদি কোনো নারী বলে, দেনমোহর নিব না কিংবা কোনো পুরুষ বলে, দেনমোহর দিব না এই শর্তে বিবাহ করছি, তবে তাদের এসব উক্তি ও শর্ত শরিয়তের আইনে অসার হবে বরং "মোহরে মিছল" ওয়াজিব হবে। একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে দেনমোহর ব্যতিরেকেই বিবাহ হালাল করা হয়েছে, যদি নারী দেনমোহর ব্যতীত বিবাহ করতে আগ্রহী হয়।

জ্ঞাতব্য : উপরিউক্ত বিধান অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ দেনমোহর ব্যতিরেকে কোনো বিবাহ করেছিলেন কি না, এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এরূপ কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ নেই। এ উক্তির সারকথা এই যে, তিনি কোনো মহিলাকে দেন মোহর ব্যতীত বিবাহ করেননি, পক্ষান্তরে কেউ কেউ এরূপ বিবাহ সপ্রমাণ করেছেন। –(রূহুল মা'আনী)

এই বিধানের সাথে সম্পৃক্ত خَالِصَةً لَّكَ বাক্যটিকে কেউ কেউ কেবল চতুর্থ বিধানের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত বলেছেন। কিন্তু 'যমখশরী' প্রমুখ তাফসীরবিদ একে উল্লিখিত সকল বিধানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন; অর্থাৎ সবগুলো বিধানই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা হয়েছে : لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আপনার জন্য এসব বিশেষ বিধান দেওয়া হলো। উল্লিখিত বিশেষ বিধানসমূহের প্রথম বিধান হচ্ছে চারের অধিক পত্নী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য হালাল এবং চতুর্থ বিধান হচ্ছে দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করা হালাল। এই বিধানদ্বয়ের মধ্যে অসুবিধা দূরীকরণ এবং অতিরিক্ত সুবিধা দানের বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। কিন্তু অবশিষ্ট দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বিধানে বাহ্যত তাঁর উপর অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে অসুবিধা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও বাহ্যত এসব কড়াকড়ি অসুবিধা বৃদ্ধি করে; কিন্তু এতে আপনার অনেক উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এসব কড়াকড়ি না থাকলে আপনি অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন, যা মনোকষ্টের কারণ হতো। তাই অতিরিক্ত কড়াকড়ির মধ্যেও আপনার অসুবিধা দূরীকরণই উদ্দেশ্য।

পঞ্চম বিধান : আয়াতের مُؤْمِنَةً শব্দ থেকে বুঝা যায় তা এই যে, সাধারণ মুসলমানদের জন্য ইহুদি ও খ্রিস্টান নারীদেরকে বিবাহ করা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হালাল হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য হালাল নয়; বরং এ ক্ষেত্রে নারীর ঈমানদার হওয়া শর্ত।

রাসূলে কারীম ﷺ -এর উপরিউক্ত পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণনা করার পর সাধারণ মুসলমানদের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে: قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানদের বিবাহের জন্য আমি যা ফরজ করেছি, তা আমি জানি-উদাহরণত : সাধারণ মুসলমানদের বিবাহ দেনমোহর ব্যতিরেকে হতে পারে না এবং ইহুদি ও খ্রিস্টান নারীদের সাথে তাদের বিবাহ হতে পারে। এরূপভাবে পূর্বোক্ত বিধানসমূহে যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহের জন্য জরুরি, সেগুলো অন্যদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

অবশেষে বলা হয়েছে لِكَيْلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ অর্থাৎ বিবাহের ব্যাপারে আপনাকে এসব বিশেষ বিধান দেওয়ার কারণ অসুবিধা দূর করা। যেসব কড়াকড়ি ও শর্ত অন্য মুসলমানদের তুলনায় আপনার প্রতি অতিরিক্ত আরোপ করা হয়েছে, সেগুলোতে বাহ্যত এক প্রকার অসুবিধা থাকলেও এগুলোর অন্তর্নিহিত উপযোগিতা ও রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করলে এগুলোও আপনার আত্মিক পেরেশানি ও মনোকষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যেই আরোপিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত বিবাহ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। অতএব এগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো দুটি বিধান বর্ণিত হচ্ছে। উদাহরণত

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَلْقَوْنَهُ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার لَقْىٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌّ অর্থ– তারা তার সাথে সাক্ষাত করবে।

دَاعِيًا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ مَنْصُوْب বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ، اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস نَاقِص وَاوِىٌّ অর্থ– আহ্বানকারী।

بَشِّرْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْشِيْر মূলবর্ণ (ب - ش - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– শুভ সংবাদ প্রদান করুন।

لَا تُطِعْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ نَهْى حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اَجْوَاف وَاوِىٌّ অর্থ– কথা মানবেন না। অনুসরণ করো না।

دَعْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার وَدْعٌ মূলবর্ণ (و - د - ع) জিনস مِثَال وَاوِىٌّ অর্থ– ভ্রুক্ষেপ করবেন না। তুমি ছেড়ে দাও।

نَكَحْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার نِكَاحٌ মূলবর্ণ (ن - ك - ح) জিনস صَحِيْح অর্থ– তোমরা বিবাহ কর। বিয়ে করেছ।

تَعْتَدُّوْنَهَا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِعْتِدَادٌ মূলবর্ণ (ع - د - د) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىٌّ অর্থ– তোমরা গণনা করবে।

سَرِّحُوْهُنَّ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْرِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ر - ح) জিনস صَحِيْح অর্থ– তাদেরকে বিদায় করে দাও।

اَحْلَلْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِحْلَالٌ মূলবর্ণ (ح - ل - ل) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىٌّ অর্থ– আমি হালাল করেছি।

اٰتَيْتَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوْز فَاء) অর্থ– আপনি প্রদান করেছেন।

اَفَاءَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِفَاءَةٌ মূলবর্ণ (ف - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مَهْمُوْز لَامْ এবং اَجْوَف يَائِىْ) অর্থ– গণিমতের মালরূপে দান করেছেন।

وَهَبَتْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْهِبَةُ মূলবর্ণ (و - ه - ب) জিনস مِثَال وَاوِىٌّ অর্থ– বিনা বিনিময়ে সমর্পণ করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا : এখানে فَمَتِّعُوْهُنَّ শব্দটি হলো فِعْل اَمْر، فَاعِلْ ও مَفْعُوْل بِهٖ এবং اَلسَّرَاحُ আর مَفْعُوْل مُطْلَق হলো سَرَاحًا جَمِيْلًا। এর উপর عَطْف করা হয়েছে। فَمَتِّعُوْهُنَّ কে وَسَرِّحُوْهُنَّ اَلْجَمِيْلُ। অর্থ হলো যেখানে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। –[ই'রাবুল কুরআন, খ. ৬, পৃ. ১৮৭]

تُرْجِىْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُئْوِىْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ ۭ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۭ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿٥١﴾

৫১. এদের মধ্যে আপনি যাকে (যতদিন) ইচ্ছা (পালাক্রমে তার নিকট না গিয়ে) দূরে রাখতে পারেন, আর যাকে (যতদিন) ইচ্ছা আপনার নিকট রাখেন এবং যাদেরকে দূরে রেখেছিলেন তন্মধ্যে পুনরায় কাউকেও আহ্বান করেন, তাতে আপনার কোনো গুনাহ নেই; এতে অধিক আশা করা যায় যে, তাঁদের (আপনার পত্নীদের) চক্ষুসমূহ শীতল থাকবে এবং ব্যথিতমনা হবে না এবং যা কিছুই আপনি তাদেরকে দান করবেন তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে; আর আল্লাহ তা'আলা সমস্তই অবগত আছেন যা তোমাদের অন্তরে আছে; আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, পরম সহিষ্ণু ।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا ﴿٥٢﴾ ع

৫২. এদের ব্যতীত আর অন্য কোনো নারী আপনার জন্য হালাল নয়, আর এটাও জায়েজ নয় যে, আপনি এ (বর্তমান) স্ত্রীগণের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীগণকে গ্রহণ করেন, (অবশ্য পরিবর্তন ছাড়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা বা এদের কাউকেও তালাক দেওয়া না-জায়েজ নয়) যদিও তাদের (সে অন্য স্ত্রীলোকদের) সৌন্দর্য আপনার মনঃপূত হয়, কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক, যে আপনার মালিকানাধীন হয়; এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর (তত্ত্ব ও যৌক্তিকতার) সুপর্যবেক্ষক ।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫১. تُرْجِىْ مَنْ تَشَآءُ আপনি যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন مِنْهُنَّ এদের মধ্যে وَتُئْوِىْٓ اِلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ আর যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট রাখেন وَمَنِ ابْتَغَيْتَ এবং পুনরায় কাউকেও আহ্বান করেন مِمَّنْ عَزَلْتَ যাদেরকে দূরে রেখেছিলেন فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ তাতে আপনার কোনো গুনাহ নেই ذٰلِكَ اَدْنٰٓى এতে অধিক আশা করা যায় যে اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ তাদের চক্ষুসমূহ শীতল থাকবে وَلَا يَحْزَنَّ এবং ব্যথিতমনা হবে না وَيَرْضَيْنَ এবং তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে بِمَآ اٰتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ যা কিছু আপনি তাদেরকে দান করবেন তাতে وَاللّٰهُ يَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা সমস্তই অবগত আছেন مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ যা তোমাদের অন্তরে আছে وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী পরম সহিষ্ণু ।

৫২. لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنْۢ بَعْدُ এদের ব্যতীত আর অন্য কোনো নারী আপনার জন্য হালাল নয় وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ আর এটাও জায়েজ নয় যে, আপনি এই স্ত্রীগণের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীগণকে গ্রহণ করেন وَلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনার মনঃপূত হয় اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক যে আপনার মালিকানাধীন হয় وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ رَّقِيْبًا এবং আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর সুপর্যবেক্ষক ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۡ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ۭ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۗءِ حِجَابٍ ۭ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۭ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ۭ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝٥٣

৫৩. হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর গৃহসমূহে প্রবেশ করো না, কিন্তু যখন তোমাদেরকে আহারের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়, (তখনো) এরূপে (প্রবেশ হওয়া আবশ্যক) যে, তা (খাদ্য) তৈরির প্রতীক্ষায় না থাকতে হয়, অবশ্য যখন তোমাদেরকে (খাওয়ার জন্য) ডাকা হবে, তখন প্রবেশ কর; অতঃপর যখন আহার সমাপ্ত কর, তখন উঠে চলে যেও এবং কথোপকথনে লিপ্ত হয়ে বসে থেকো না; এটা নবীর পক্ষে কষ্টকর হয়ে থাকে, কিন্তু তিনি তোমাদের কে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন, আর আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না; আর যখন তোমরা তাঁদের নিকট কিছু চাবে, তখন পর্দার অন্তরাল হতে চাও; এটা তোমাদের অন্তরসমূহ ও তাঁদের অন্তরসমূহ পবিত্র থাকার উত্তম উপায় এবং তোমাদের পক্ষে জায়েজ নয় যে, রাসূলুল্লাহকে কষ্ট দাও এবং এটাও জায়েজ নয় যে, তোমরা তাঁর পর কখনো তাঁর বিবিগণকে বিবাহ কর; এটা আল্লাহর নিকট অতীব গুরুতর ব্যাপার।

اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝٥٤

৫৪. (এবং এ সম্পর্কে মুখে কিছু প্রকাশ করা কিংবা অন্তরে ইচ্ছা পোষণ করাও পাপ।) যদি তোমরা (এ সম্বন্ধে) কোনো কিছু প্রকাশ কর, কিংবা তা গোপন রাখ, তবে আল্লাহ্ (এতদুভয়সহ) প্রত্যেক বিষয়েই খুব অবগত আছেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মু'মিনগণ لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ তোমরা নবীর গৃহসমূহে প্রবেশ করো না اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ কিন্তু যখন তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয় اِلٰى طَعَامٍ আহারের জন্য غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ এরূপে যে, তা তৈরির প্রতীক্ষায় না থাকতে হয় وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ অবশ্য যখন তোমাদেরকে (খাওয়ার জন্য) ডাকা হবে فَادْخُلُوْا তখন প্রবেশ করো فَاِذَا طَعِمْتُمْ অতঃপর যখন আহার সমাপ্ত কর فَانْتَشِرُوْا তখন উঠে চলে যেও وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ এবং কথোপকথনে লিপ্ত হয়ে বসে থেকো না اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ এটা নবীর পক্ষে কষ্টকর হয়ে থাকে فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ কিন্তু তিনি তোমাদের কে উঠিয়ে দিতে সংকোচ বোধ করেন وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ আর আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا আর যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাবে فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۗءِ حِجَابٍ তখন পর্দার অন্তরাল থেকে চাও ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ এটা তোমাদের অন্তরসমূহ ও তাদের অন্তরসমূহ পবিত্র থাকার উত্তম উপায় وَمَا كَانَ لَكُمْ এবং তোমাদের পক্ষে জায়েজ নয় اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহকে কষ্ট দাও وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ এবং এটাও জায়েজ নয় যে, তোমরা তাঁর বিবিগণকে বিবাহ কর مِنْۢ بَعْدِهٖٓ তাঁর পর اَبَدًا কখনো اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا এটা আল্লাহর নিকট অতীব গুরুতর ব্যাপার।

৫৪. اِنْ تُبْدُوْا شَيْـًٔا যদি তোমরা কোনো কিছু প্রকাশ কর اَوْ تُخْفُوْهُ কিংবা তা গোপন রাখ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا তবে আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়েই খুব অবগত আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَلِيمًا [৫১]

শানে নুযূল : ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যে সকল মহিলারা মহর ব্যতিরেকে রাসূল ﷺ -কে তার নিজেকে নিজে হেবা করে দিয়েছিল, তাদেরকে আমি বলতাম, মহিলারা মহর ছাড়া নিজকে নিজে কোনো পুরুষের হাতে তুলে দেওয়াকে লজ্জা বোধ করে না! এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ তা'আলা আমার বাসনা খুব দ্রুত পূর্ণ করে দেন।
–[কুরতুবী ১৮/৯/১৪, ইবনে কাছীর ৫১৭/৩]

আলোচ্য আয়াত পরবর্তী আয়াত لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ -এর হুকুম রহিত করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ পরবর্তীতে আর অন্য কোনো বিবাহ করেননি।

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا [৫২]

শানে নুযূল : হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ আজওয়াজে মুত্বাহারাতগণকে যখন জাগতিক চাক-চিক্য অবলম্বন করা এবং আল্লাহ্ ও তদ্বীয় রাসূলকে গ্রহণ করার মধ্যে নিজেদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তখন তারা সকলেই দ্বিধাহীনভাবে আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলকেই গ্রহণ করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতাংশ অবতরণ করে অন্য বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আলোচ্য আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে যায়। আর তা রহিতকারী হলো পূর্ববর্তী ৫১ নং আয়াত।
–[ইবনে কাছীর ৫১৮/৩]

وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا [৫২]

শানে নুযূল : দারা কুতনী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, জাহিলিয়্যা যুগে একটি প্রথা ছিল। তারা একজন অন্য একজনকে বলত তুমি আমাকে তোমার স্ত্রী দিয়ে দাও আর আমি তোমাকে আমার স্ত্রী দিয়ে পরিবর্তন করে নেই। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করে সে নির্লজ্জ প্রথাকে হারাম ও নিষিদ্ধ করে দেন।
–[ইবনে কাছীর ৫১৯/৩, কুরতুবী ১৯৪/১৪, ফতুহুল কাদীর ২৯৬/৪]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنٰهُ وَلٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمًا [৫৩]

শানে নুযূল : ১. হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-কে যখন বিবাহ করলেন, তখন রাসূল ﷺ ওলীমা খাওয়ানোর দাওয়াত দিলেন। অতঃপর খাবার শেষে মানুষেরা বসে বসে গল্প করতে থাকে। রাসূল ﷺ সেখান থেকে চলে যেতে চান কিন্তু তারা উঠছে না। রাসূল ﷺ অবস্থা এমন দেখে তিনি নিজেই স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। ফলে অন্যরাও চলে গেল, কিন্তু তিনজন বসেই রইল। পরক্ষণে রাসূল ﷺ ভিতরে গমন করতে ইচ্ছে করেন, তখন তারাও বসে রইল। অতঃপর তারা যখন চলে গেল আমি গিয়ে রাসূল ﷺ-কে খবর দিলাম, তখন রাসূল ﷺ এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও সাথে সাথে প্রবেশ করতে ইচ্ছে করলাম। তখনই রাসূল ﷺ এবং আমার মাঝে তিনি পর্দা টেনে দিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৫২০/৩, রুহুল মা'আনী ৬৭/২২-১১ কুরতুবী ১৯৮/১৪]

শানে নুযূল : ২. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ও অন্যান্যদের মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হবার কারণ হচ্ছে যে, হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রীগণের সামনে দুষ্ট ও খারাপ চরিত্রের লোকেরাও আসে। তাদেরকে পর্দা করার জন্য যদি আদেশ করতেন, তাহলে ভালো হতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।
–[কুরতুবী : ১৯৮/১৪]

শানে নুযূল : ৩. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে আরো বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রীগণও প্রথানুযায়ী মানবীয় প্রয়োজনাদী সেরে আসার জন্য রাতে বের হতেন। সে জন্য হযরত ওমর (রা.) রাসূল ﷺ-কে পরামর্শ দিলেন, আয্ওয়াজে মুতাহ্হারাতকে যেন পর্দা করা হয়। তবে রাসূল ﷺ তা গ্রহণ করা হতে বিরত থাকেন। নবী করীম ﷺ -এর স্ত্রী হযরত সাওদা বিনতে যুম'আ কোনো এক রাতে এশার সময় বের হন। তিনি সাধারণত লম্বা আকৃতির ছিলেন। তখন হযরত ওমর (রা.) উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে সাওদা! আমি কিন্তু চিনে ফেলেছি। তার উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে পর্দার বিধান আরোপিত করা হয়। অতঃপর সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা পর্দার বিধান সম্বলিত আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[তাবারী : ৩২৬/১০]

শানে নুযূল : ৪. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.) হযরত নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণকে পর্দা করার জন্য পরামর্শ দিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত যয়নব (রা.) বললেন, হে ইবনে খাত্তাব! তুমিতো পর্দার জন্য আমাদেরকে লজ্জা দিচ্ছ অথচ আমাদের ঘরেই তো ওহী নাজিল হচ্ছে? সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল করেন। –[তাবারী ৩২৬/১০]

শানে নুযূল : ৫. ইমাম বুখারী ও নাসায়ী প্রমুখ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে একত্রে খানা খেতেন কখনো কোনো সাহাবী এসে খাবারে অংশ গ্রহণ করতেন। খাবার খাওয়ার সময়ে কোনো একজন সাহাবীর আঙ্গুল হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর হাতে লেগে গেল। রাসূল ﷺ-এর নিকট তা অত্যন্ত অপছন্দনীয় বলে মনে হলো। তখন وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ আয়াতাংশ নাজিল হয়। –[রুহুল মা'আনী ৭২/২২/১১]

শানে নুযূল : ৬. ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কোনো এক ব্যক্তি অভিলাষ ব্যক্ত করেছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ যদি ইন্তেকাল করেন, তাহলে তাঁর স্ত্রীগণ থেকে কোনো এক স্ত্রীকে আমি বিবাহ করব। একথা বলে সে নামও উল্লেখ করে। একথা রাসূল ﷺ শুনতে পেয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ আয়াতাংশ নাজিল করেন।

–[ইবনে কাছীর ৫২২/৩, তাবারী ৩২৬/১০, কুরতুবী ২০২/১৪]

ষষ্ঠ বিধান : تُرْجِىْ مَنْ تَشَاۤءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِىْۤ اِلَيْكَ مَنْ تَشَاۤءُ শব্দটি اِرْجَاءٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ পিছনে রাখা এবং تُؤْوِىْ শব্দটি اِيْوَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ নিকটে আনা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি বিবিগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য বিশেষ বিধান। সাধারণ উম্মতের মধ্যে কোনো ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকলে সকলের মধ্যে সমতা বিধান জরুরি এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা হারাম। সমতার অর্থ ভরণ-পোষণে ও রাত্রি যাপনে সমতা করা। অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সমান সংখ্যক রাত্রি যাপন করতে হবে, কম-বেশি করা হারাম। কিন্তু এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং আয়াতের শেষে আরো ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি যে পত্নীকে একবার দূরে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ইচ্ছা করলে তাকে পুনরায় কাছে রাখতে পারেন। وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ বাক্যের অর্থও তাই।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -এর সম্মানার্থে তাঁকে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করার হুকুম থেকে মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ব্যতিক্রম ও অনুমতি সত্ত্বেও কার্যত সর্বদা সমতা বজায় রেখেছেন।

ইমাম আবূ বকর জাসসাস বলেন, হাদীস থেকে এ কথাই জানা যায় যে, আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবিগণের মধ্যে সমতা রক্ষামূলক আচরণের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। অতঃপর ইমাম জাসসাস স্বীয় সনদ সহকারে মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আবূ দাউদ ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.) থেকে এ হাদীস উল্লেখ করেছেন।

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ فَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِىْ فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِىْ فِيْمَا لَا اَمْلِكُ قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ يَعْنِى الْقَلْبَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল পত্নীর মধ্যে সমতা বিধান করতেন এবং এই দোয়া করতেন, ইয়া আল্লাহ! যে বিষয়ে আমার ইখতিয়ার আছে, তাতে আমি সমতা বিধান করলাম, (অর্থাৎ ভরণ-পোষণ ও রাত্রি যাপন) কিন্তু যে ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার নেই, সে ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করবেন না (অর্থাৎ আন্তরিক ভালোবাসা কারো প্রতি বেশি এবং কারো প্রতি কম থাকার ব্যাপারে আমার ইখতিয়ার নেই)।

সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পত্নীদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে পালা নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। সেই পালা অনুযায়ী কোনো পত্নীর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো ওজর দেখা দিলে তিনি তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করতেন। অথচ সে সময়ে تُؤْوِىٓ اِلَيْكَ আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, যাতে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধানের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। এ হাদীসটিও হাদীস গ্রন্থসমূহে সুবিদিত যে, ওফাতের পূর্বে রুগ্নাবস্থায় প্রত্যহ পত্নীগণের গৃহে গমন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে গেলে তিনি সকলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহে শয্যা গ্রহণ করেছিলেন।

পয়গম্বরগণ বিশেষত রাসূলে কারীম ﷺ -এর অভ্যাস এটাই ছিল যে, যেসব কাজে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে তাঁরই সুবিধার্থে 'রুখসত' তথা অব্যাহতি দান করা হতো, আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ তিনি সেসব কাজে 'আজীমত' পালন করে সুবিধা ভোগ করা থেকে বিরত থাকতেন এবং 'রুখসত' অর্থাৎ অব্যাহতিকে কেবল প্রয়োজনের মুহূর্তেই ব্যবহার করতেন।

ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ تَقَرَّ اَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পত্নীগণের মধ্যে সমতা বিধানের আদেশ থেকে অব্যহতি দান এবং তাঁকে সর্বপ্রকার ক্ষমতাদানের কারণ ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে। এর রহস্য এই যে, এতে সকল পত্নীর চক্ষুশীতল ও মন সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাঁরা যা পাবেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এই বিধান তো বাহ্যত পত্নীগণের পছন্দ ও বাসনার বিপরীত হওয়ার কারণে তাদের মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। একে পত্নীগণের সন্তুষ্টির কারণ কিরূপে আখ্যায়িত করা হলো? এর জবাব তাফসীরের সারসংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে অধিকারই অসন্তুষ্টির আসল কারণ হয়ে থাকে। কারো কাছে কিছু পাওনা থাকলে সে যদি তা আদায় করতে ত্রুটি করে তবেই পাওনাদার দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যার কাছে কারো কোনো পাওনা নেই, সে যদি সামান্য দয়াও প্রদর্শন করে, তবে প্রতিপক্ষ খুবই আনন্দিত হয়। এখানেও যখন বলা হয়েছে যে, পত্নীগণের মধ্যে সমতা বিধান করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য জরুরি নয়; বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বাধীন, তখন তিনি যে পত্নীকে যতটুকু মনোযোগ ও সঙ্গ দান করবেন, তাকে সে এক মহা অনুগ্রহ ও দান মনে করে সন্তুষ্ট হবে।

অবশেষে বলা হয়েছে : وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা জানেন তোমাদের অন্তরে কি আছে। তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিবাহের সাথে কোনো না কোনো দিক দিয়ে সম্পর্ক রাখে, এরূপ বিধানসমূহ বিধৃত হয়েছে। এরপরও এমনি ধরনের কতক বিধান বর্ণিত হবে। মধ্যস্থলে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে যা আছে তা জানেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বাহ্যত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে একথা কোনো সম্পর্ক রাখে না। রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে– বর্ণিত বিধানসমূহের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য চারের অধিক পত্নী গ্রহণের অনুমতি এবং দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহের অনুমতি দেখে কারো মনে শয়তানী কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই মধ্যস্থলে আলোচ্য আয়াত নির্দেশ দিয়েছে যে, মুসলমানরা যেন তাদের অন্তরকে এ ধরনের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, এসব বিশেষত্ব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে, যা অনেক রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এখানে কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার কোনো অবকাশ নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসারবিমুখ জীবন ও বহু বিবাহ : ইসলামের শত্রুরা সব সময় বহু বিবাহ বিশেষত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বহু বিবাহকে সমালোচনার বিষয়-বস্তুতে পরিণত করে ইসলাম বিরোধিতার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমগ্র জীবনালেখ্য সামনে রাখা হলে শয়তানও তাঁর রিসালাতের বিপক্ষে কথা বলার অবকাশ পায় না। তাঁর জীবনালেখ্যে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম বিবাহ করেন পঁচিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজা (রা.)-কে, যিনি ছিলেন বিধবা, চল্লিশ বছর বয়স্কা ও সন্তানের জননী। এর আগে দুই স্বামীর ঘর করার পর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্ত্রীরূপে আগমন করেছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ পঞ্চাশ বছরের বয়ঃক্রম পর্যন্ত এই বয়স্কা মহিলার সাথে সমগ্র যৌবন অতিবাহিত করেন। পঞ্চাশ বছরের এই বয়ঃক্রম মক্কাবাসীদের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়। চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়তের ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর মক্কা নগরীতে তাঁর বিরোধিতার সূচনা হয়। বিরোধী পক্ষ তাঁর উপর নির্যাতনের এবং তাঁর ছিদ্রান্বেষণের চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি। তাঁকে জাদুকর বলেছে, উন্মাদ বলেছে, কিন্তু পরম শত্রুর মুখে থেকেই কোনো সময় এমন কথা বের হয়নি, যা তাঁর আল্লাহভীতি ও চারিত্রিক পবিত্রতাকে সন্দেহযুক্ত করে দিতে পারে। পঞ্চাশোর্ধ বয়সে হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাতের পর হযরত সওদা (রা.) তাঁর স্ত্রীরূপে আসেন তিনিও বিধবা ছিলেন।

মদিনায় হিজরত এবং বয়স চুয়ান্ন বছর হওয়ার পর দ্বিতীয় হিজরিতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নববধূ বেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে আগমন করেন। এর এক বছর পর হযরত হাফছা (রা.)-এর সাথে এবং কিছুদিন পর জয়নব বিনতে খুজায়মার সাথে তাঁর বিবাহ হয়। কয়েক মাস পর জয়নবের ইন্তেকাল হয়ে যায়। চতুর্থ হিজরিতে সন্তানের জননী ও বিধবা হযরত উম্মে সালমা (রা.) তাঁর অন্তঃপুরে আসেন। পঞ্চম হিজরিতে হযরত জয়নব বিনতে জাহাশের সাথে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাঁর বিবাহ হয়। এ সম্পর্কে সূরা আহযাবের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বয়ঃক্রম ছিল আটান্ন বছর। অবশিষ্ট পাঁচ বছরে অন্যান্য পত্নী তাঁর হেরেমে প্রবেশ করেন। পয়গম্বরের পারিবারিক জীবন ও আচার-আচরণের সাথে অনেক ধর্মীয় বিধান সম্পৃক্ত থাকে। এই নয়জন পত্নীর মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, তা অনুমান করতে হলে এটাই যথেষ্ট যে, একমাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে দু'হাজার দু'শ দশটি হাদীস এবং হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে তিনশ আটষট্টিটি হাদীস নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থসমূহে সন্নিবেশিত রয়েছে। হযরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণিত বিধানসমূহ ও ফতোয়া সম্পর্কে হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম "এলামুল-মুকেয়ীন" গ্রন্থে লিখেন : এগুলো একত্রিত করা হলে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। দু'শতেরও অধিক সাহাবায়ে কেরাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর শিষ্য ছিলেন, যাঁরা তাঁর কাছ থেকে হাদীস, ফিকাহ ও ফতোয়া শিক্ষা করেছিলেন।

অনেক পত্নীকে নবী করীম ﷺ -এর হেরেমে দাখিল করার পশ্চাতে তাদের পরিবারবর্গকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার রহস্য নিহিত ছিল। রাসূলে কারীম ﷺ -এর জীবনের এই সংক্ষিপ্ত চিত্রটি সামনে রাখা হলে কারো পক্ষে একথা বলার অবকাশ থাকে কি যে, এই বহু বিবাহ কোনো মানসিক ও যৌন বাসনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ছিল? এরূপ হলে যৌবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অবিবাহিত অবস্থায় এবং তারপর একজন বিধবার সাথে অতিবাহিত করার পর জীবনের শেষভাগকে এ কাজের জন্য কেন বেছে নেওয়া হলো? এ বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ এবং শরিয়তগত, বুদ্ধিগত, প্রকৃতিগত ও অর্থনীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বহুবিবাহ সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে সূরা নিসার তৃতীয় আয়াতের তাফসীরে করা হয়েছে।

সপ্তম বিধান : لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ অর্থাৎ, অতঃপর আপনার জন্য অন্য মহিলাকে বিবাহ করা হালাল নয় এবং বর্তমান পত্নীগণের মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যকে বিবাহ করাও হালাল নয়।

এ আয়াতে مِنْ بَعْدُ শব্দের দু'রকম তাফসীর হতে পারে ১. সেই নারীগণের পরে যারা বর্তমানে আপনার বিবাহে আছে, অন্য কাউকে বিবাহ করা আপনার জন্য হালাল নয়। কোনো কোনো সাহাবী ও তাফসীরবিদ থেকেও এই তাফসীর বর্ণিত আছে, যেমন হযরত আনাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবী পত্নীগণকে দু'টি বিষয়ের মধ্য থেকে যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার অধিকার দিয়েছিলেন সাংসারিক ভোগবিলাস লাভের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ -এর সঙ্গ ত্যাগ করা অথবা দুঃখ-কষ্ট ও সুখ যাই পাওয়া যায় তাকে বরণ করে নিয়ে তাঁর স্ত্রী হিসেবে থাকা। সে মতে পুণ্যময়ী পত্নীগণ সকলেই অতিরিক্ত ভরণ-পোষণের দাবি পরিত্যাগ করে সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্নীত্বে থাকাকেই বেছে নেন। এরই পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্তাকেও এই নয় পত্নীর জন্য সীমিত করে দেন। ফলে তাঁদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করা বৈধ রইল না। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবী-পত্নীগণকে একমাত্র তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর ওফাতের পরও তাঁরা অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারতেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেন যে, তিনি তাঁদের ব্যতীত অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করতে পারবেন না। এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরিমা (র.) থেকেও এই তাফসীর বর্ণিত আছে।

২. অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত ইকরিমা, ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে مِنْ بَعْدُ শব্দের দ্বিতীয় তাফসীর مِنْ بَعْدِ الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ। বর্ণিত আছে। অর্থাৎ, আয়াতের শুরুতে আপনার জন্য যত প্রকার নারী হালাল করা হয়েছে, তাঁদের ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার নারীকে বিবাহ করা অপনার জন্য হালাল নয়। উদাহরণত আয়াতের শুরুতে তাঁর পরিবারের নারীদের মধ্যে যারা মক্কা থেকে হিজরত করেছেন, কেবল তাঁদেরকেই হালাল করা হয়েছে এবং যাঁরা হিজরত করেন নি, তাঁদেরকে বিবাহ করা হালাল রাখা হয়নি। অনুরূপভাবে مُؤْمِنَةً তথা ঈমানদার হওয়ার শর্ত আরোপ করে কিতাবী নারীদেরকে বিবাহ করাও তাঁর জন্য অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সুতরাং مِنْ بَعْدُ শব্দের অর্থ এই যে, যেসব প্রকার নারী তাঁর জন্য হালাল করা হয়েছে; কেবল তাঁদের মধ্যেই আপনার বিবাহ হতে পারে। সাধারণত নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়াই শর্ত এবং পরিবারের নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়াই শর্ত

এবং পরিবারের নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে হিজরত করাও শর্ত। যাদের মধ্যে এই শর্তদ্বয় অনুপস্থিত, তাদেরকে বিবাহ করা হালাল নয়। এই তাফসীর অনুযায়ী আলোচ্য বাক্যে কোনো নতুন বিধান ব্যক্ত হয়নি এবং পূর্বোক্ত বিধানেরই তাকীদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র। এ আয়াতের কারণে নয়জনের পর অন্য নারীকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায়নি; বরং মুমিন নয়, এমন নারীকে এবং হিজরত করেনি পরিবারের এমন নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়েছে মাত্র। অবশিষ্ট নারীগণকে আরো বিবাহ করার ব্যাপারে তাঁর ইখতিয়ার বহাল রয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে ও এই দ্বিতীয় তাফসীর সমর্থন করে যা দ্বারা বুঝা যায় যে, আরো বিবাহ করার অনুমতি ছিল।

وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় তাফসীর অনুযায়ী এ বাক্যের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, বর্তমান স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য নারীদেরকে বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে বিবাহ করা যদিও জায়েজ; কিন্তু এটা জায়েজ নয় যে, একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বহাল করবেন। অর্থাৎ নিছক পরিবর্তন মানসে কোনো বিবাহ বৈধ নয়। পরিবর্তনের নিয়ত ব্যতীত যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারেন।

পক্ষান্তরে প্রথম তাফসীর অনুযায়ী অর্থ এই হবে যে, বর্তমান পত্নী তালিকায় নতুন কোনো মহিলার সংযোজনও করতে পারবেন না এবং কাউকে পরিবর্তনও করতে পারবেন না। অর্থাৎ একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বিবাহ করতে পারবেন না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামি সামাজিকতার কতিপয় রীতি-নীতি ও বিধান বিবৃত হয়ছে। পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, এসব আয়াতে বর্ণিত রীতি-নীতিগুলো প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে ও তাঁর পত্নীগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে; যদিও এগুলো তাঁর ব্যক্তি সত্তার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। প্রথম বিধান খাওয়ার দাওয়াত ও মেহমানের কতিপয় রীতি-নীতি।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ ..... وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ আয়াতে দাওয়াত ও আপ্যায়ন সম্পর্কিত তিনটি রীতি-নীতি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সকল মুসলমানের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য; কিন্তু যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ন হয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে সংঘটিত হয়েছিল। তাই শিরোনামে بُيُوْتَ النَّبِيِّ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম নীতি এই যে, নবী করীম ﷺ -এর গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না! বলা হয়েছে : لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ দ্বিতীয় রীতি এই যে, প্রবেশের অনুমতি এমন কি, খাওয়ার দাওয়াত হলেও সময়ের পূর্বে উপস্থিত হয়ে আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষায় বসে থেকো না। غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنٰهُ - نَاظِر শব্দের অর্থ এখানে অপেক্ষাকারী এবং انا শব্দের অর্থ খাদ্য রন্ধন করা। আয়াতে لَا تَدْخُلُوْا নিষেধাজ্ঞা থেকে দু'টি ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে; একটি اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ -এর اِلَّا শব্দ দ্বারা এবং অপরটি غَيْرِ শব্দ দ্বারা। এর অর্থ এই যে, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না এবং সময়ের পূর্বে এসে খাদ্য রন্ধনের অপেক্ষায় বসে থেকো না; বরং যথাসময়ে আহ্বান করা হলে গৃহে প্রবেশ করবে। বলা হয়েছে– وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا

তৃতীয় রীতি এই যে, খাওয়া শেষে নিজ নিজ কাজে ছড়িয়ে পড়। পরস্পরে কথাবার্তা বলার জন্য গৃহে অনড় হয়ে বসে থেকো না। বলা হয়েছে : فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ

মাসআলা : এ রীতি সেই ক্ষেত্রে, যেখানে খাওয়ার পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের বেশিক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কষ্টের কারণ হয়; যেমন সে একাজ সেরে অন্য কাজে মশগুল হতে চায় কিংবা তাদেরকে বিদায় দিয়ে অন্য মেহমানদেরকে খাওয়াতে চায়। উভয় অবস্থায় দাওয়াতপ্রাপ্তদের বসে থাকা তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে সাধারণ অবস্থা ও নিয়মদৃষ্টে জানা যায় যে, আহারের পর দাওয়াতপ্রাপ্তদের বেশিক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কষ্টের কারণ হবে না, সেখানে এ রীতি প্রযোজ্য নয়। আজকালকার দাওয়াতসমূহে তাই প্রচলিত আছে। আয়াতের পরবর্তী বাক্য এর প্রমাণ, যাতে বলা হয়েছে : اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ অর্থাৎ, আহারের পর কথাবার্তায় মশগুল হতে নিষেধ করার কারণ এই যে, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট অনুভব করতেন। কারণ, মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা অন্দরমহলে করা হতো। সেখানে মেহমানদের বেশিক্ষণ বসে থাকা যে কষ্টের কারণ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, মেহমানদের এই আচরণে যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পেতেন; কিন্তু নিজ গৃহের মেহমান হওয়ার কারণে তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে সংকোচ বোধ করতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রকাশে সংকোচ বোধ করেন না।

মাসআলা : এ বাক্য থেকে মেহমানদের আদর-আপ্যায়নের যথেষ্ট গুরুত্ব জানা গেল। দাওয়াতের শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু নিজের মেহমান হওয়ার অবস্থায় তিনি তাও মুলতবি রাখেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুরআনে এই শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

দ্বিতীয় বিধান নারীদের পর্দা : وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ এতে শানে-নুযূলের বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে বর্ণনা এবং বিশেষভাবে নবী-পত্নীগণের উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোনো ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেওয়া জরুরি হলে সামনে এসে নেবে না; বরং পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। আরও বলা হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে।

পর্দার বিশেষ গুরুত্ব : এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এস্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুণ্যাত্মা পত্নীগণকে পর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পাক-সাফ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। পূর্বোল্লিখিত لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে যেসব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেওয়া হয়েছে, তারা হলেন রাসূলে কারীম ﷺ -এর সাহাবায়ে কেরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশতাগনেরও উর্ধ্বে।

কিন্তু এসব বিষয় সত্ত্বেও তাঁদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরি মনে করা হয়েছে। আজ এমন ব্যক্তি কে, যে তার মনকে সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রীর মনকে পুণ্যাত্মা নবী পত্নীগণের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবি করতে পারে? আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোনো অনিষ্টের কারণ হবে না?

আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের হেতু : এসব আয়াতের শানে নুযূলে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। ঘটনাবলির সমষ্টি এ আয়াত অবতরণের হেতু হতে পারে। আয়াতের শুরুতে দাওয়াতের শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে যে, ডাকা না হলে খাওয়ার জন্য যাবে না এবং খাওয়ার অপেক্ষায় পূর্ব থেকে বসে থাকবে না। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এর শানে নুযূল এই যে, এই আয়াত এমন লোভী ও পরভোজী লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা দাওয়াত ছাড়াই কারো গৃহে যেয়ে খাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে।

ইমাম আবদ ইবনে হোমায়েদ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, এ আয়াত এমন কতিপয় লোকের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা অপেক্ষায় থাকত এবং খাওয়ার সময় হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে যেয়ে কথাবার্তায় মশগুল থাকত। অতঃপর আহার্য প্রস্তুত হয়ে গেলে বিনাদ্বিধায় তাতে শরিক হয়ে যেত। আয়াতের শুরুতে উল্লিখিত নির্দেশ তাদের সম্পর্কে জারি করা হয়েছে। এসব বিধান পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার। তখন সাধারণ পুরুষরা অন্দর মহলে আসা-যাওয়া করত।

পর্দা সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধানের শানে-নুযূল সম্পর্কে ইমাম বুখারী দু'টি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা.) -এর বর্ণিত এক রেওয়ায়েত এই যে, হযরত ওমর (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনার কাছে সৎ-অসৎ হরেক রকমের লোক আসা-যাওয়া করে, আপনি পত্নীগণকে পর্দা করার আদেশ দিলে খুবই ভালো হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত নাজিল হয়।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত ফারূকে আজম (রা.) -এর উক্তি বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : وَافَقْتُ رَبِّىْ فِىْ ثَلَاثٍ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اتَّخَذْتَ فِىْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ نِسَاءَكَ يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْ حَجَبْتَهُنَّ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ اٰيَةَ الْحِجَابِ وَقُلْتُ لِاَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَمَالَانِ عَلَيْهِ فِى الْغَيْرَةِ عَسٰى رَبُّهٗ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ فَنَزَلَتْ كَذٰلِكَ "আমি আমার পালনকর্তার সাথে তিনটি বিষয়ে একইরূপ মতে পৌছেছি–

১. আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এই মর্মে বাসনা প্রকাশ করলাম যে, আপনি মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের জায়গা করে নিলে ভালো হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ নাজিল করলেন, তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাজের জায়গা করে নাও।
২. আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনার পত্নীগণের সামনে সৎ-অসৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই আসে। আপনি তাদেরকে পর্দার আদেশ দিলে ভালো হতো। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হলো।

৩. নবী-পত্নীগণের মধ্যে যখন পারস্পরিক আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তখন আমি বললাম, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম পত্নী তাঁকে দান করবেন। অতঃপর ঠিক এই ভাষায়ই কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল।"

জ্ঞাতব্য : হযরত ফারূকে আজম (রা.) -এর কথায় শিষ্টাচার লক্ষ্যণীয়। তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে একথা বলতে চেয়েছিলেন, আমার পালনকর্তা তিনটি বিষয়ে আমার সাথে একই মতে পৌঁছেছেন।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, হযরত আনাস (রা.) বলেন, পর্দার আয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। কারণ, আমি ছিলাম এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) বিবাহের পর বধূবেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে আগমন করেন এবং গৃহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ওলীমার জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করান এবং সাহাবায়ে কেরামকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর কিছু লোক পারস্পরিক কথাবার্তার জন্য সেখানেই অনড় হয়ে বসে রইল। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং জয়নব (রা.)ও সেখানে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সংকোচবশত প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। লোকজনের এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট অনুভব করছিলেন। তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে অন্য পত্নীদের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের জন্য চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন যে, লোকজন তেমনি বসে রয়েছে। তাঁকে ফিরে আসতে দেখে তাদের সম্বিৎ ফিরে এল এবং স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশ করে অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় বের হয়ে এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি পর্দার আয়াত يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا পাঠ করে শোনালেন, যা তখনই অবতীর্ণ হয়েছিল।

এ ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি এসব আয়াত অবতরণের সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি ছিলাম। আমার সামনেই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। –[তিরমিযী]

পর্দার আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত উপরিউক্ত ঘটনাত্রয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। তিনটি ঘটনাই একত্রে আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে।

তৃতীয় বিধান রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর কারো সাথে তাঁর পত্নীগণের বিবাহ বৈধ নয় : وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ -এর পূর্বের বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট হয়, এমন প্রত্যেক কথা ও কাজ হারাম করা হয়েছিল। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণের সাথে কারো বিবাহ হালাল নয়।

উপরে বর্ণিত সব বিধানে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর পত্নীগণকে সম্বোধন করা হলেও বিধানাবলি সকল উম্মতের জন্যও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু এই সর্বশেষ বিধানটি এরূপ নয়। কেননা, সাধারণ উম্মতের জন্য বিধান এই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত অতিবাহিত হলে স্ত্রী অপরকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু নবী পত্নীগণের জন্য বিশেষ বিধান এই যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না।

এর কারণ এটাও হতে পারে যে, তাঁরা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মুমিনগণের জননী। তবে তাঁদের জননী হওয়ার প্রভাব তাঁদের আত্মিক সন্তানদের উপর এভাবে প্রতিফলিত হয় না যে, তারা পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী হয়ে একে অপরকে বিবাহ করতে পারবে না। বরং বিবাহের অবৈধতা তাঁদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমিত রাখা হয়েছে।

এরূপ বলাও অবান্তর নয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পবিত্র রওজা শরীফে জীবিত আছেন। তাঁর ওফাত কোনো জীবিত স্বামীর আড়াল হয়ে যাওয়ার অনুরূপ। এ কারণেই তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হয়নি এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর পত্নীগনের অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের মতো হয়নি।

আরো একটি রহস্য এই যে, শরিয়তের নিয়মানুযায়ী জান্নাতে প্রত্যেক নারী তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে অবস্থান করবে। হযরত হুযায়ফা (রা.) তার পত্নীকে অসিয়ত করেছিলেন, তুমি জান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে চাইলে আমার পর দ্বিতীয় বিবাহ করো না। কেননা জান্নাতে সর্বশেষ স্বামীই তোমাকে পাবে। –[কুরতুবী]

তাই আল্লাহ তা'আলা নবী-পত্নীগণকে পয়গম্বরের পত্নী হওয়ার যে গৌরব ও সম্মান দুনিয়াতে দান করেছেন, পরকালে তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তাঁদের বিবাহ অপরের সাথে হারাম করে দিয়েছেন।

এছাড়া কোনো স্বামী স্বভাবগতভাবে এটা পছন্দ করে না যে, তার স্ত্রীকে অপরে বিবাহ করুক। কিন্তু এই স্বাভাবিক মনোবাসনা পূর্ণ করা সাধারণ মানুষের জন্য শরিয়তের আইনে জরুরি নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই স্বাভাবিক বাসনার প্রতিও আল্লাহ তা'আলা সম্মান প্রদর্শন করেছেন এবং এটা তাঁর বিশেষ সম্মান।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকাল পর্যন্ত যেসব পত্নী তাঁর অন্দর মহলে ছিলেন, উপরিউক্ত বিধান তাঁদের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে সকল ফিকাহবিদ একমত। কিন্তু যাঁদেরকে তিনি তালাক দিয়েছিলেন অথবা অন্য কোনো কারণে যারা আলাদা হয়ে গিয়েছিল, তাদের সম্পর্কে ফিকাহ্‌বিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। কুরতুবী এসব উক্তি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন।

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া অথবা তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গুরুতর পাপ।

إِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا আয়াতের শেষে পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অন্তরের গোপন ইচ্ছা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তোমরা কোনো কিছু গোপন কর বা প্রকাশ কর সবই আল্লাহর সামনে প্রকাশমান। এতে জোর দেওয়া হয়েছে, উল্লিখিত বিধানাবলির ব্যাপারে যেন কোনো প্রকার সন্দেহ, সংশয় ও কুমন্ত্রণাকে অন্তরে স্থান না দেওয়া এবং এগুলোর বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিষয়ত্রয়ের মধ্যে নারীদের পর্দার বিষয়টি কয়েক কারণে বিশদ বর্ণনা সাপেক্ষ। তাই এ সম্পর্কে নিম্নে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হচ্ছে।

পর্দার বিধানাবলি, অশ্লীলতা দমনে ইসলামি ব্যবস্থা : অশ্লীলতা, অপকর্ম, ব্যভিচার ও তার প্রাথমিক কার্যাবলির ধ্বংসাত্মক প্রভাব কেবল ব্যক্তিবর্গকেই নয়; বরং গোত্র, পরিবার এবং মাঝে মাঝে সুবিশাল সাম্রাজ্যকেও ছারখার করে দেয়। অধুনা পৃথিবীতে হত্যা ও লুণ্ঠনের যত সব ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়, সঠিকভাবে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার পটভূমিকায় কোনো নারী ও যৌন বিকৃতির জাল বিস্তৃত রয়েছে। এ কারণেই পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত জাতি, ধর্ম ও ভূ-খণ্ড এ বিষয়ে একমত যে, এটা একটা মারাত্মক দোষ ও অনিষ্ট।

দুনিয়ার এই শেষ যুগে ইউরোপীয়ান জাতিসমূহ তাদের ধর্মীয় সীমানা এবং প্রাচীন ও শক্তিশালী ঐতিহ্য ভেঙ্গে দিয়ে ব্যভিচারকে সত্তাগতভাবে কোনো অপরাধই স্বীকার করে না। তারা সভ্যতা ও সমাজ জীবনকে এমনভাবে গড়ে নিয়েছে, যাতে প্রতি পদক্ষেপে যৌনবিকৃতি ও অশ্লীলতার প্রকাশ্য আবেদন বিদ্যমান আছে। কিন্তু এর কুফল ও অশুভ পরিণতিকে তারাও অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেনি। ফলে বেশ্যাবৃত্তি, বলপূর্বক ধর্ষণ এবং জনসমক্ষে অশালীন কর্মকাণ্ডকে দণ্ডনীয় অপরাধ সাব্যস্ত করতে হয়েছে। এর উদাহরণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, একব্যক্তি অগ্নি সংযোগ করার জন্য খড়ি স্তূপীকৃত করল, অতঃপর তাতে কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়ে অগ্নি সংযোগ করল। এর লেলিহান শিখা যখন উপরে উত্থিত হতে লাগল, তখন এর উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করতে ও একে নিবৃত্ত করতে তৎপর হয়ে উঠল।

এর বিপরীতে ইসলাম যে সব বিষয়কে দোষ এবং মানবতার জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করেছে, সেগুলোর প্রাথমিক কার্যাবলির উপরও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে এবং সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছেন। এ ব্যাপারে ব্যভিচার ও অপকর্ম থেকে রক্ষা করাই আসল উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু একে দৃষ্টি নত রাখার আইন দ্বারা শুরু করেছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ করেছে। নারীদেরকে গৃহাভ্যন্তরে থাকার আদেশ দিয়েছে। প্রয়োজনের বাইরে যাওয়ার সময়ও বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা দেহ আবৃত করে বের হওয়ার এবং সড়কের কিনারা ধরে চলার নির্দেশ দিয়েছে। সুগন্ধি লাগিয়ে অথবা শব্দ হয় এমন অলংকার পরিধান করে বের হতে নিষেধ করেছে। অতঃপর যে ব্যক্তি এসব সীমানা ও বাধা ডিঙ্গিয়ে বের হয়ে পড়ে, তার জন্য এমন কঠোর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, যা একবার কোনো পাপিষ্ঠের উপর প্রয়োগ করা হলে সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সবক হয়ে যায়।

ইউরোপীয়ানরা এবং তাদের অনুসারীরা অশ্লীলতার বৈধতা সপ্রমাণ করার জন্য নারীদের পর্দাকে তাঁদের স্বাস্থ্যহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণরূপে অভিহিত করে। তারা বেপর্দা থাকার উপকারিতা নিয়ে নানা কূটতর্কের অবতারণা করেছে। তাদের বিস্তারিত জবাব আলেমগণ বড় বড় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়াও যথেষ্ট যে, উপকারিতা ও ফায়দা থেকে তো কোনো অপরাধ ও পাপ কর্মই মুক্ত নয়। চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা এক দিক দিয়ে খুবই লাভজনক কারবার। কিন্তু যখন এর মারাত্মক ফলাফল ও পরিণতির ধ্বংসকারিতা সামনে আসে, তখন কোনো ব্যক্তি এগুলোকে লাভজনক কারবার বলার ধৃষ্টতা দেখায় না। বেপর্দা থাকার মধ্যে কিছু অর্থনৈতিক উপকারিতা থাকলেও যখন এটা সমগ্র দেশ ও জাতিকে হাজারো বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে দেয়, তখন একে উপকারী বলা কোনো জ্ঞানী লোকের কাজ হতে পারে না।

অপরাধ দমনের জন্য ইসলামে উৎসমুখ বন্ধ করার সুবর্ণনীতি এবং এতে সমতা বিধান : তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল ইত্যাদি মৌলিক বিশ্বাস যেমন সকল পয়গম্বরের শরিয়তে অভিন্ন ও সর্বসম্মত ছিল, তেমনি সাধারণ পাপকর্ম,

অশ্লীলতা ও গর্হিত কার্যাবলি প্রত্যেক শরিয়তে ও ধর্মে হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে এগুলোর কারণ ও উপায় উপকারণাদিকে সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়নি। যে পর্যন্ত এগুলোর মাধ্যমে কোনো অপরাধ বাস্তবরূপ লাভ না করত, সে পর্যন্ত এগুলো হারাম ছিল না।

কিন্তু শরিয়তে মুহাম্মদী হচ্ছে কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকরী শরিয়ত। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে এর হেফাজতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এই নেওয়া হয়েছে যে, অপরাধ ও পাপকর্ম তো হারাম আছেই; সেসব কারণ ও উপায়-উপকারণাদিকেও হারাম করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলো স্বভাবসিদ্ধভাবে মানুষকে এসব অপরাধের দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। উদাহরণত মদ্যপান হারাম করার সাথে সাথে মদ তৈরি করা, ক্রয়-বিক্রয় করা এবং কাউকে দেওয়াও হারাম করা হয়েছে। সুদ হারাম করার জন্য সুদের সাথে সামঞ্জস্যশীল লেনদেনও হারাম করা হয়েছে। এ কারণে ফিকাহবিদগণ অনুমোদিত কাজ-কারবার থেকে অর্জিত মুনাফাকেও সুদের ন্যায় অপকৃষ্ট সম্পদ আখ্যা দিয়েছেন। শিরক ও প্রতিমা পূজাকে কুরআন মহা অন্যায় ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এর কারণ ও উপকরণাদির উপরও কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। সূর্যের উদয়, অস্ত ও মধ্যগগনে থাকার সময় মুশরিকরা সূর্যের পূজা করত। এসব সময়ে নামাজ পড়া হলেও সূর্যপূজারীদের সাথে এক প্রকার সাদৃশ্য হয়ে যেত। অতঃপর এই সাদৃশ্য কোনো সময় নামাজি ব্যক্তির শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারত। তাই শরিয়ত এসব সময়ে নামাজ ও সেজদা হারাম ও নাজায়েজ করে দিয়েছে। প্রতিমা, মূর্তি ও চিত্র মূর্তিপূজার নিকটবর্তী উপায়। তাই মূর্তি নির্মাণ ও চিত্র তৈরি হারাম এবং এগুলোর ব্যবহার নাজায়েজ করে দেওয়া হয়েছে।

অনুরূপভাবে শরিয়ত ব্যভিচারকে হারাম করার সাথে সাথে তার সমস্ত নিকটবর্তী কারণ ও উপায়কেও হারামের তালিকাভুক্ত করে দিয়েছে। কোনো বেগানা নারী অথবা শ্মশ্রুবিহীন কিশোর বালকের প্রতি কাম দৃষ্টিতে দেখাকে চোখের জেনা, তার কথা শুনাকে কানের জেনা, তাকে স্পর্শ করাকে হাতের জেনা এবং তার উদ্দেশ্যে পথ চলাকে পায়ের যিনা সাব্যস্ত করেছে। সহীহ হাদীসে অদ্রূপই বলা হয়েছে। এহেন অপরাধ থেকে রক্ষা করার জন্য নারীদের পর্দার বিধানাবলী অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কারণ ও উপকরণাদির এক দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। অধিক দূর পর্যন্ত এই পরম্পরাকে নিষিদ্ধ করা হলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে এবং কাজকর্মে খুব অসুবিধা দেখা দিবে। এটা এই শরিয়তের মেযাজের বিপরীত। এ সম্পর্কে কুরআন পাকের খোলাখুলি নির্দেশ এই যে, مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থাৎ ধর্মের কাজে তোমাদের প্রতি কোনো সংকীর্ণতা আরোপ করা হয়নি। তাই কারণ ও উপকরণাদির ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা এই যে, যে সব কাজকর্ম করলে মানুষ সাধারণ অভ্যাসের দিক দিয়ে অবশ্যই পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে, শরিয়ত সেসব নিকটবর্তী কারণকে আসল পাপকর্মের সাথে সংযুক্ত করে হারাম করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব দূরবর্তী কারণ কার্যে পরিণত করলে মানুষের পাপকার্যে লিপ্ত হওয়া স্বভাবত অপরিহার্য ও জরুরি হয় না; কিন্তু পাপ কাজে সেগুলোর কিছু না কিছু দখল আছে, শরিয়ত এ ধরণের কারণ ও উপকরণাদিকে মাকরূহ ও গর্হিত সাব্যস্ত করেছে। আর যেসব কারণ আরো দূরবর্তী এবং পাপকর্মে যেগুলোর প্রভাব বিরল, শরিয়ত সেগুলোকে উপেক্ষা করেছে এবং মোবাহ্ তথা অনুমোদিত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

প্রথমোক্ত কারণের উদাহরণ মদ বিক্রয়। এটা মদ্যপানের নিকটবর্তী কারণ। ফলে শরিয়ত একেও মদ্যপানের অনুরূপ হারাম সাব্যস্ত করেছে। কোনো বেগানা নারীকে কামভাব সহকারে স্পর্শ করা সাক্ষাৎ যিনা না হলেও জেনার নিকটবর্তী কারণ। তাই শরিয়ত একে জেনার ন্যায় হারাম করেছে।

দ্বিতীয় কারণের উদাহরণ এমন ব্যক্তির কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা, যার সম্পর্কে জানা আছে যে, সে আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরি করে এবং এটাই তার পেশা। অথবা সে পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, এই আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরি করা হবে। এটা মদ বিক্রয়ের অনুরূপ হারাম না হলে মাকরূহ ও গর্হিত কাজ। সিনেমাগৃহ নির্মাণ অথবা সুদের ব্যাংক পরিচালনার জন্য জমি ও গৃহ ভাড়া দেওয়ার বিধানও তাই। লেনদেনের সময় যদি জানা যায় যে, গৃহটি নাজায়েজ কাজের জন্য ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, তবে এই ভাড়া দেওয়া মাকরূহ তাহরীমী ও নাজায়েজ।

তৃতীয় কারণের উদাহরণ সাধারণ ক্রেতাদের কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করা। এক্ষেত্রে এটাও সম্ভবপর যে, কেউ এ আঙ্গুর দ্বারা মদ তৈরি করবে। কিন্তু সে তা প্রকাশ করেনি এবং বিক্রেতাও তা জানে না। শরিয়তের আইনে এ ধরণের ক্রয়-বিক্রয় মোবাহ ও বৈধ।

এখানে স্মরণ রাখা জরুরি যে, শরিয়ত যেসব কাজকে পাপকর্মের নিকটবর্তী কারণ (প্রথম শ্রেণির কারণ) সাব্যস্ত করে হারাম করেছে, অতঃপর সেগুলো সকলের জন্য সর্বাবস্থায় হারাম। পাপকর্মের কারণ বাস্তবে হোক বা না হোক। এখন তা শরিয়তের এমন স্বতন্ত্র বিধান, যার বিরুদ্ধাচরণ হারাম।

এই ভূমিকার পর এখন বুঝুন, নারীদের পর্দাও এই উপকরণাদি বন্ধ করার নীতির উপর ভিত্তিশীল। কারণ, পর্দা না করা পাকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও উপায়। এতেও কারণাদির পূর্ববর্ণিত প্রকারসমূহের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে। উদাহরণত কোনো যুবক পুরুষের সামনে যুবতী নারীর দেহ অনাবৃত রাখা পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার নিকটবর্তী কারণ। অধিকাংশ অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে এতে পাপকর্ম সংঘটিত হয়ে যাওয়া অপরিহার্যের মতোই। তাই শরিয়তের আইনে এটা জেনার অনুরূপ হারাম। কারণ, শরিয়ত এ কাজকে অশ্লীল সাব্যস্ত করেছে। ফলে এখন তা সর্বাবস্থায় হারাম, যদিও তা কোনো নিষ্পাপ ব্যক্তির সাথে হয় অথবা এমন ব্যক্তির সাথে, যে আত্মসংযমের মাধ্যমে পাপকর্ম থেকে বেঁচে থাকবে। চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনের কারণে অঙ্গ খোলার বৈধতা আলাদা বিষয়। এর কারণে মূল অবৈধতার উপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। এ বিষয়টি সময় ও পরিস্থিতি দ্বারাও প্রভাবান্বিত হয় না। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এর বিধান তাই ছিল, যা আজ পাপাচার ও অনাচারের যুগে রয়েছে।

পর্দা বর্জনের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে গৃহের চতুঃপ্রাচীরের বাইরে বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা সমগ্র দেহ আবৃত করে বের হওয়া। এটা পাপ কর্মের দূরবর্তী কারণ, এর বিধান এই যে, এরূপ করা বাস্তবে অনর্থের কারণ হলে নাজায়েজ এবং যে ক্ষেত্র অনর্থের ভয় নেই; সেখানে জায়েজ। এ কারণেই এর বিধান সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে নারীদের এভাবে বের হওয়া কোনো অনর্থের কারণ ছিল না। তাই তিনি নারীদেরকে বোরকা ইত্যাদিতে আবৃত হয়ে মসজিদে আসার কতিপয় শর্ত সহকারে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে মসজিদে আগমন বাধা দিতে নিষেধ করেছিলেন। তবে সে যুগেও নারীদেরকে গৃহে নামাজ পড়ার জন্য তিনি উৎসাহিত করতেন। কারণ, মসজিদে আসা অপেক্ষা গৃহে নামাজ পড়া তাদের জন্য অধিক ছওয়াবের কাজ। অনর্থের ভয় না থাকার কারণে তখন তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হতো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম লক্ষ্য করলেন যে, এখন নারীদের মসজিদে আগমন অনর্থমুক্ত নয়; যদিও তারা বোরকা, চাদর ইত্যাদি পরিধান করে আসে। ফলে তারা সর্বসম্মতিক্রমে নারীদেরকে মসজিদের জামা'আতে আগমন করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্তমান পরিস্থিতি দেখলে নারীদের অবশ্যই মসজিদে আসতে বারণ করতেন। এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের ফয়সালা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফয়সালা থেকে ভিন্নতর নয়; বরং তিনি যে সব শর্তের অধীনে অনুমতি দিয়েছিলেন, সেগুলোর অনুপস্থিতির কারণেই বিধান পাল্টে গেছে।

কুরআন পাকের সাতটি আয়াতে নারীদের পর্দার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। তিনটি আয়াত সূরা নূরে পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য সূরা আহযাবের চারটি আয়াতের মধ্যে একটি আগে উল্লিখিত হয়েছে, একটি আলোচনাধীন আছে এবং অবশিষ্ট দু'টি আয়াত পরে আসবে। এসব আয়াতে পর্দার স্তর নির্ধারণ, বিধি-বিধানের পূর্ণ বিবরণ এবং ব্যতিক্রম সমূহের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এমনিভাবে পর্দা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি ও কর্ম সম্বলিত সত্তরটিরও অধিক হাদীস বর্ণিত আছে।

পর্দার হুকুম প্রসঙ্গে : নারী ও পরুষের অবাধ মেলামেশা পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসে হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত কোনো যুগেই বৈধ মনে করা হয়নি। কেবল শরিয়ত অনুসারীরাই নয় পৃথিবীর সাধারণ অভিজাত পরিবারসমূহেও এ ধরনের মেলামেশার সুযোগ দেওয়া হয় না।

হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর মাদইয়ান সফরের সময় দু'জন যুবতী তাদের ছাগপালকে পানি পান করানোর জন্য দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। এর কারণ এটাই বলা হয়েছে যে, তারা পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করা পছন্দ করেনি এবং সকলের পর অবশিষ্ট পানি পান করাতেই সম্মত হয়েছে। হযরত জয়নব বিনতে জাহশের বিবাহের সময় পর্দার প্রথম আয়াত নাজিল হয়েছিল। আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বেও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে তাঁর গৃহে বসার অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে وَهِيَ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْحَائِطِ অর্থাৎ তিনি প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, পর্দার হুকুম অবতরণের পূর্বেও নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং যত্রতত্র সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার প্রচলন অভিজাত ও সাধু লোকদের মধ্যে কোথাও ছিল না। কুরআন পাকে যে মূর্খতা যুগ (জাহিলিয়াতে উলা) এবং তাতে নারীদের খোলামেলা চলাফেরা (তাবাররুজ) বর্ণিত আছে, তা-ও আরবের অভিজাত পরিবারসমূহে নয়; বরং দাসী ও যাযাবর ধরণের নারীদের মধ্যে ছিল। আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা একে দূষণীয় মনে করত। আরবের ইতিহাসই

এর সাক্ষী। ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য মুশরিক ধর্মাবলম্বীর মধ্যেও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার দাবি, বাজার ও সড়কে প্যারেড করা, শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের দ্বিধাহীন মেলামেশা এবং নিমন্ত্রণে ঐ ক্লাবসমূহে দেখা সাক্ষাতের বর্তমান কার্যধারা কেবল ইউরোপীয় জাতিসমূহের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার ফসল। এতে এসব জাতিও তাদের অতীত ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে জড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালে তাদের মধ্যেও এরূপ অবস্থা ছিল না। আল্লাহ তা'আলা নারীর দৈহিক গঠন প্রকৃতিকে যেমন পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তার মন-মস্তিষ্কে স্বভাবগত লজ্জাও নিহিত রেখেছেন, যা তাতে স্বভাবগতভাবে পুরুষ থেকে আলাদা থাকতে এবং আবৃত হয়ে চলতে বাধ্য করে। এই স্বভাবসিদ্ধ ও মজ্জাগত লজ্জা-শরম সৃষ্টির শুরু থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে শালীনতার প্রাচীর হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এই প্রকার পর্দার প্রচলিত ছিল।

নারীদের স্থান গৃহের চতুঃপ্রাচীর এবং কোনো শরিয়তসম্মত কারণে বাইরে গেলে সম্পূর্ণ দেহ আবৃত করে বাইরে যেতে হবে– নারীদের এই বিশেষ প্রকারের পর্দা হিজরতের পর পঞ্চম হিজরিতে প্রবর্তিত হয়েছে।

এর বিবরণ এই যে, আলেমগণের ঐকমত্যে পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হচ্ছে لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ যা উপরে উল্লিখিত হয়েছে। এ আয়াত হযরত জয়নব বিনতে জাহশের বিবাহ ও তার পতিগৃহে আগমনের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। এই বিবাহের তারিখ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে হাজার 'এসাবা' গ্রন্থে এবং ইবনে আব্দুল বার 'এস্তিয়াব' গ্রন্থে তৃতীয় হিজরী অথবা পঞ্চম হিজরি উভয় প্রকার উক্তি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাছীরের মতে পঞ্চম হিজরির উক্তি অগ্রগণ্য। ইবনে সা'দ হযরত আনাস (রা.) থেকেও পঞ্চম হিজরী বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর কতক রেওয়ায়েত থেকেও তাই জানা যায়।

এ আয়াতে নারীদেরকে পর্দার অন্তরাল থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং পুরুষকে বলা হয়েছে যে, তারা নারীদের কাছে কোনো কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এতে পর্দার গুরুত্ব জানা যায় যে, বিনা প্রয়োজনে পুরুষ ও নারী আলাদাই থাকবে এবং প্রয়োজনে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলতে হবে।

কুরআন পাকে পর্দার বিবরণ সম্বলিত সাতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে– চারটি সূরা আহযাবে এবং তিনটি পূর্বে বর্ণিত সূরা নূরে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ আয়াতটিই পর্দা সম্পর্কিত সর্বপ্রথম আয়াত। সূরা নূরের তিন আয়াত এবং সূরা আহযাবে وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ আয়াতে যদিও কুরআনের ক্রমিকে প্রথমে; কিন্তু অবতরণের দিক দিয়ে পশ্চাতে। সূরা আহযাবের প্রথম আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এই আদেশ তখন দেওয়া হয়েছিল, যখন নবী-পত্নীগণকে দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সংসর্গ এ দু'য়ের যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

এ ঘটনায় আরো উল্লেখ আছে যে, যাদেরকে এই ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে হযরত জয়নব বিনতে জাহশও ছিলেন। এ থেকে বুঝা গেল যে, তাঁর বিবাহ এই আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। এমনিভাবে সূরা নূরের আয়াতসমূহও এরপর অপবাদ রটনার ঘটনা সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল, যা বনি মুস্তালিক অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত হয়। অপর দিকে পর্দার বিধান হযরত জয়নব (রা.)-এর বিবাহে আয়াত নাজিল হওয়ার সাথে সাথে কার্যকর হয়।

গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার বিধান ও পর্দার মধ্যে পার্থক্য : পুরুষ ও নারীদেহের সেই অংশ যাকে আরবিতে 'আওরাত' এবং উর্দুতে 'সতর' বলা হয়, তা সকলের কাছে গোপন করা শরিয়তগত, স্বভাবগত ও যুক্তিগতভাবে ফরজ। ঈমানের পর সর্ব প্রথম করণীয় ফরজ হচ্ছে এই গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা। সৃষ্টির শুরু থেকেই এটা ফরজ এবং সকল পয়গম্বরের শরিয়তে তা ফরজ ছিল, বরং শরিয়তসমূহের অস্তিত্বের পূর্বেও জান্নাতে যখন নিষিদ্ধ বৃক্ষ ভক্ষণের কারণে হযরত আদম (আ.)-এর জান্নাতী পোশাক খুলে যাওয়ায় গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন সেখানেও আদম (আ.) গুপ্তাঙ্গ খোলা রাখা বৈধ মনে করেননি। তাই আদম ও হাওয়া উভয়ে জান্নাতের পাতা গুপ্তাঙ্গের উপর বেঁধে নেন। وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ আয়াতের অর্থও তাই। দুনিয়াতে আগমনের পর হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত প্রত্যেক পয়গম্বরের শরিয়তে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ফরজ রয়েছে। গুপ্তাঙ্গ নির্দিষ্টকরণে মতভেদ হতে পারে; কিন্তু আসল ফরজ সকল শরিয়তে স্বীকৃত ছিল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের উপর এটা ফরজ, কেউ দেখুক অথবা না দেখুক। এ কারণে প্রয়োজনীয় বস্ত্র থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ অন্ধকার রাত্রিতে উলঙ্গ হয়ে নামাজ পড়ে, তবে এ নামাজ সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েজ; অথচ তাকে কেউ উলঙ্গ অবস্থায় দেখে না। (বাহরুর রায়েক) অনুরূপভাবে কেউ দেখে না, এরূপ নির্জন জায়গায় নামাজ পড়লে যদি গুপ্তাঙ্গ খুলে যায়, তবে নামাজ ফাসেদ হয়ে যাবে।

নামাজের বাইরে মানুষের সামনে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা যে ফরজ, এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই; কিন্তু নির্জনতায়ও শরিয়ত সিদ্ধ অথবা স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োজন ব্যতিরেকে গুপ্তাঙ্গ খুলে বসা জায়েজ নয়। এটাই বিশুদ্ধ উক্তি। –[বাহর]

এ হচ্ছে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার বিধান, যা ইসলামের শুরু থেকে বরং সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে ফরজ এবং এতে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। প্রকাশ্য ও নির্জনতায়ও সমান ফরজ।

কিন্তু পর্দা এই যে, নারীরা বেগানা পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে থাকবে। এ ব্যাপারেও এতটুকু বিষয় সকল পয়গম্বর, সজ্জন ও অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সমভাবে স্বীকৃত ছিল যে, বেগানা পুরুষদের সাথে নারীদের অবাধ মেলামেশা হতে পারে না। কুরআনে উল্লিখিত হযরত শু'আইব (আ.)-এর কন্যাদ্বয়ের উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, সে যুগে এবং তাঁর শরিয়তেও নারী-পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা এবং অবাধ মেলামেশা পছন্দনীয় ছিল না। পুরুষদের সাথে মেলামেশা জরুরি হয়, এমন কোনো কাজই নারীদেরকে সোপর্দ করা হতো না। মোট কথা, এ থেকে জানা যায় যে, নারীদেরকে নিয়মিত পর্দায় থাকার আদেশ সে যুগে ছিল না। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এরূপ আদেশ ছিল না। তৃতীয় অথবা পঞ্চম হিজরিতে নারীদের উপর এই পর্দা ফরজ করা হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা এবং পর্দা করা দু'টি আলাদা আলাদা বিষয়। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা চিরন্তন ফরজ এবং পর্দা পঞ্চম হিজরিতে ফরজ হয়েছে। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা নারী-পুরুষ উভয়ের উপর ফরজ এবং পর্দা কেবল নারীদের উপর ফরজ। গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা প্রকাশ্যে ও নির্জনে সর্বাবস্থায় ফরজ এবং পর্দা কেবল বেগানা পুরুষদের উপস্থিতিতে ফরজ। এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কারণ এই যে, উভয় বিষয়কে মিশ্রিত করে দেওয়ার কারণে কুরআনের বিধানাবলি বুঝার ক্ষেত্রে অনেক সন্দেহ দেখা দেয়। উদাহরণত নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সকলের মতেই গুপ্তাঙ্গ বহির্ভূত। তাই নামাজে এগুলো খোলা থাকলে নামাজ সকলের মতেই জায়েজ। এ দু'টি অঙ্গ কুরআন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ীই ব্যতিক্রমভুক্ত। ফিকাহ-বিদগণ কিয়াসের মাধ্যমে পদযুগলকেও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কিন্তু বেগানা পুরুষের কাছে পর্দার ক্ষেত্রে মুখমণ্ডল এবং হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত কি না, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। সূরা নূরের لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا আয়াতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শরিয়তসম্মত পর্দার স্তর ও বিধানাবলির বিবরণ : পর্দা সম্পর্কে কুরআন পাকের সাতটি আয়াত ও সত্তরটি হাদীসের সারকথা এই যে, শরিয়তের আসল কাম্য ব্যক্তি-পর্দা অর্থাৎ নারী সত্তা ও তাদের গতিবিধি পুরুষের দৃষ্টি থকে গোপন থাকা। এটা গৃহের চতুঃপ্রাচীর অথবা তাঁবু ও ঝুলন্ত পর্দার মাধ্যমে হতে পারে। এছাড়া পর্দার যত প্রকার বর্ণিত রয়েছে, সবগুলো প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনের সময় ও পরিমাণের সাথে শর্তযুক্ত।

এভাবে ব্যক্তি-পর্দা হচ্ছে পর্দার প্রথম স্তর; যা শরিয়তের আসল কাম্য এবং যার অর্থ নারীদের গৃহে অবস্থান করা। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত একটি সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা বিধান এতে মানব প্রয়োজনের সকল দিকই বিবেচিত হয়েছে। বলা-বাহুল্য, নারীদের গৃহ থেকে বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর জন্য পর্দার দ্বিতীয় স্তর কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টি এরূপ মনে হয় যে, নারীরা আপাদমস্তক বোরকা অথবা লম্বা চাদরে আবৃত করে বের হবে। পথ দেখার জন্য চাদরের ভিতর থেকে একটি চক্ষু খোলা রাখবে অথবা বোরকায় চোখের সামনে জালি ব্যবহার করবে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পর্দার এই দ্বিতীয় স্তরের ব্যাপারেও আলেম ও ফিকাহবিদগণ একমত।

কতক রেওয়ায়েত থেকে পর্দার তৃতীয় একটি স্তরও জানা যায়, যাতে সাহাবী, তাবেয়ী ও ফিকাহবিদগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। তা এই যে, নারীরা যখন প্রয়োজনে গৃহ থেকে বের হবে, তখন মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও মানুষের সামনে খুলতে পারবে যদি দেহ আবৃত থাকে। পর্দার এই স্তরত্রয়ের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

প্রথম স্তর গৃহের মাধ্যমে ব্যক্তি-পর্দা : কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে এ স্তরই আসল কাম্য। সূরা আহযাবের আলোচ্য وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ আয়াত এর উজ্জ্বল প্রমাণ। আরো উজ্জ্বল প্রমাণ হচ্ছে এ সূরারই শুরুর আয়াত। وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ এসব আয়াতের নির্দেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে বাস্তবায়িত করেছেন, তাতে বিষয়টি আরো স্পষ্টরূপে সামনে এসে যায়।

উপরে বলা হয়েছে যে, পর্দা সম্পর্কে প্রথম আয়াত হযরত জয়নব (রা.)-এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। ফলে পর্দার এই ঘটনা আমি সর্বাধিক জ্ঞাত

আছি। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের সামনে একটি চাদর টাঙ্গিয়ে হযরত জয়নব (রা.)-কে তার ভেতরে আবৃত করে দেন– বোরকা অথবা চাদরে আবৃত করেননি। শানে নুযূলের ঘটনায় হযরত ওমর (রা.)-এর যে উক্তি উপরে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকেও জানা যায় যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নবী-পত্নীগণ পুরুষদের দৃষ্টি থেকে দূরে অন্দর মহলে থাকুন। তাঁর يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبِرُّ وَالْفَاجِرُ বাক্যের মর্ম তা-ই।

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েত মুতা যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা, জাফর ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ যখন মদীনায় পৌঁছে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর চোখেমুখে তীব্র দুঃখ ও কষ্টের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি গৃহের ভিতর থেকে দরজার এক ছিদ্র দিয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করছিলাম।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আয়েশা (রা.) এই বিপত্তির সময়ও বোরকা পরিধান করত বাইরে এসে সমাবেশে যোগদান করেন নি; বরং দজার ছিদ্র দিয়ে সভাস্থল পরিদর্শন করেন।

'বুখারী কিতাবুল মাগাযী' 'ওমরাতুল কাযা' অধ্যায়ে হযরত আয়েশা (রা.) ভগ্নীপুত্র ওরওয়া ইবনে যুবায়ের ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা মসিজদে নববীতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কক্ষের বাইরে নিকটবর্তী স্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওমরা সম্পর্কে পরস্পরে বাক্যালাপ করছিলেন। ইবনে ওমর (রা.) বললেন, ইতিমধ্যে আমরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর মেসওয়াক করার ও গলা সাফ করার আওয়াজ কক্ষের ভিতর থেকে শুনতে পেলাম। এ রেওয়ায়েত থেকেও জানা যায় যে, পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী-পত্নীগণ গৃহে থেকে পর্দা করার নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

অনুরূপভাবে বুখারীর তায়েফ যুদ্ধ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানির এক পাত্রে কুলি করে আবূ মূসা আশআরী ও বেলাল (রা.)-কে তা পান করতে ও মুখমণ্ডলে লাগাতে দিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) পর্দার আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখছিলেন। তিনি ভিতর থেকে আওয়াজ দিয়ে সাহাবীদ্বয়কে বললেন, এই তাবাররুকের কিছু অংশ তোমাদের জননীর (অর্থাৎ আমার) জন্যও রেখে দিও।

এ হাদীসটিও সাক্ষ্য দেয় যে, পর্দা অবতরণের পর নবী-পত্নীগণ গৃহে এবং পর্দার অভ্যন্তরে থাকতেন।

জ্ঞাতব্য : এ হাদীসে আরো একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, নবী-পত্নীগণও অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তাবাররুকের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। এটাও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র সত্তার বৈশিষ্ট্য ছিল। নতুবা স্ত্রীর সাথে স্বামীর যে অবাধ সম্পর্ক থাকে, তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীর প্রতি এ ধরনের সম্মান ও ভক্তি প্রকাশ স্বভাবতই অসম্ভব।

বুখারীর কিতাবুল আদবে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি ও আবূ তালহা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে কোথাও গমনরত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উটে ছওয়াব ছিলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.)। পথিমধ্যে হঠাৎ উট হোঁচট খেলে তাঁরা উভয়েই মাটিতে পড়ে গেলেন। আবূ তালহা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে যেয়ে বললেন, আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি কোনো আঘাত পাননি তো? তিনি বললেন, না। তুমি সাফিয়া (রা.)-এর খবর নাও। হযরত আবূ তালহা (রা.) প্রথমে বস্ত্র দ্বারা নিজের মুখমণ্ডল আবৃত করেছেন, অতঃপর হযরত সাফিয়া (রা.)-এর কাছে পৌঁছে তাঁর উপর কাপড় রেখে দিলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং আবূ তালহা (রা.) তাঁকে পর্দাবৃত অবস্থায়ই উটে সওয়াব করিয়ে দিলেন।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্যেও সাহাবায়ে কেরাম এবং নবী-পত্নীগণের পর্দার সযত্ন প্রয়াস এর গুরুত্বের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে।

তিরমিযী বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন اِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ অর্থাৎ নারী যখন গৃহ থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে তাক করে নেয় (অর্থাৎ তাকে অনিষ্ট সাধনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে)।

ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান এ হাদীসে আরো বর্ণনা করেন : وَاَقْرَبُ مَاتَكُوْنُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِيْ قَعْرِ بَيْتِهَا অর্থাৎ নারী তার পালনকর্তার সর্বাধিক নিকটে তখন থাকে, যখন সে তার গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে।

এ হাদীসেও সাক্ষ্য আছে যে, গৃহে অবস্থান করা এবং বাইরে না যাওয়াই নারীদের আসল কাজ। (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম)।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ فِي الْخُرُوْجِ اِلَّا مُضْطَرَّةً অর্থাৎ নিরূপায় হওয়া ছাড়া নারীদের বাইরে যাওয়ার বৈধতা নেই।

হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একদিন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত ছিলাম, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, اَىُّ شَيْءٍ خَيْرٌ لِلْمَرْأَةِ অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম কি? সাহাবায়ে কেরাম চুপ রইলেন কোনো জবাব দিলেন না। অতঃপর আমি গৃহে পৌঁছে ফাতেমা (রা.)-কে এই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, لَا يَرَوْنَ الرِّجَالَ وَلَا يَرَوْنَهُنَّ অর্থাৎ নারীদের জন্য উত্তম এই যে, তারা পুরুষদেরকে দেখবে না এবং পুরুষরাও তাদেরকে দেখবে না। আমি তাঁর এই জবাব রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোচরীভূত করলে তিনি বললেন, صَدَقَتْ اِنَّهَا بِضْعَةٌ مِنِّىْ অর্থাৎ সে সত্য বলেছে। সে তো আমারই অংশ বিশেষ।

নবী-পত্নিগণ কেবল বোরকা চাদরের পর্দাই করতেন না বরং তাঁরা সফরেও উটের পিঠে হাওদায় থাকতেন। হাওদায় উপবিষ্ট অবস্থায় তা উটের পিঠে তুলে দেওয়া হতো এবং এমনিভাবে নামানোও হতো।

আরোহীর জন্য হাওদা গৃহের ন্যায় হয়ে থাকে। হাওদায় অবস্থানই অপবাদের ঘটনায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর জঙ্গলে থেকে যাওয়ার কারণ হয়েছিল। কাফেলা রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশা (রা.) হাওদায় আছেন এই মনে করে খাদিমরা হাওদাটি উটের পিঠে তুলে দেয়। বাস্তবে তিনি তাতে ছিলেন না, বরং প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে গিয়েছিলেন। এই ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায় এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) জঙ্গলে একাকিনী থেকে যান।

এ ঘটনাটিও এ বিষয়ের শক্তিশালী সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তার পত্নিগণ পর্দার অর্থ এটাই বুঝেছিলেন যে, নারীরা গৃহের অভ্যন্তরে থাকবে এবং সফরে গেলে হাওদার অভ্যন্তরে থাকবে। তাদের ব্যক্তিসত্তা পুরুষের সামনে পড়বে না। সফরে অবস্থানকালে পর্দার এই গুরুত্ব থেকে অনুমান করা যায় যে, বাড়িঘরে অবস্থানকালে কতটুকু গুরুত্ব হবে।

দ্বিতীয় স্তর বোরকার মাধ্যমে পর্দা : প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নারী গৃহ থেকে বের হলে কোনো বোরকা অথবা লম্বা চাদর দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করে বের হওয়ার বিধান রয়েছে। এর প্রমাণ সূরা আহযাবের এই আয়াত :

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ -

হে নবী! আপনি আপনার পত্নিগণকে, কন্যাগণকে এবং মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন 'জিলবাব' ব্যবহার করে। 'জিলবাব' সেই লম্বা চাদরকে বলা হয়, যাদ্বারা নারীর আপাদমস্তক আবৃত হয়ে যায়।

ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে 'জিলবাব' ব্যবহারের প্রকৃতি এই বর্ণনা করেছেন যে, নারীর মুখমণ্ডল ও নাকসহ আপাদমস্তক এতে ঢাকা থাকবে এবং পথ দেখার জন্য কেবল একটি চক্ষু খোলা রাখবে। এ আয়াতের পূর্ণ তাফসীর যথাস্থানে বর্ণিত হবে। এখানে যা উদ্দেশ্য তা বর্ণিত হয়ে গেছে।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এরূপ পর্দাও ফিকাহবিদগণের ঐকমত্যে জায়েজ। কিন্তু সহীহ হাদীসমূহে এই পন্থা অবলম্বন করার উপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে; যেমন সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হবে না। শব্দ করে এমন অলঙ্কার পরিধান করে বের হবে না, পথের কিনারা দিয়ে চলবে এবং পুরুষদের ভিড়ে প্রবেশ করবে না ইত্যাদি।

পর্দার তৃতীয় স্তর, যাতে ফিকাহবিদগণের মতভেদ রয়েছে : সেটা এই যে, সমস্ত দেহ আবৃত থাকবে; কিন্তু মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলা থাকবে। যাঁরা মুখ-মণ্ডল ও হাতের তালু দ্বারা اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا বাক্যের তাফসীর করেন, তাঁদের মতে এগুলো খোলা রাখা জায়েজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তাই বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে যাঁরা বোরকা, চাদর ইত্যাদি দ্বারা তাফসীর করেন, তাঁরা এগুলো খোলা নাজায়েজ মনে করেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে তা-ই বর্ণিত আছে। যাঁরা জায়েজ বলেছেন, তাঁদের মতেও অনর্থের আশংকা না থাকা শর্ত। নারী-রূপের কেন্দ্র তার মুখমণ্ডল। তাই একে খোলা রাখার মধ্যে অনর্থের আশঙ্কা না থাকা খুবই বিরল ঘটনা হবে। তাই পরিণামে সাধারণ অবস্থায় তাঁদের কাছেও মুখমণ্ডল ইত্যাদি খোলা জায়েজ নয়।

ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল এই তিন জন প্রথম মাযহাব অবলম্বন করে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার কোনো অবস্থাতেই অনুমতি দেন নি অনর্থের আশঙ্কা হোক বা না হোক। ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) অনর্থের আশঙ্কা না থাকার শর্তে দ্বিতীয় মাযহাব অবলম্বন করেছেন। তবে স্বভাবতই শর্তটি অনুপস্থিত বিধায় হানাফী ফিকাহবিদগণও বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলার অনুমতি দেন নি। এখানে অনর্থের আশঙ্কায় নিষেধাজ্ঞার বিধান সম্বলিত হানাফী মাযহাবের কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

اِعْلَمْ اَنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ كَوْنِهِ لَيْسَ عَوْرَةً وَجَوَازُ النَّظْرِ اِلَيْهِ فَحَلُّ النَّظْرِ مَنُوْطٌ لِعَدَمِ خَشْيَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ اِنْتِفَاءِ الْعَوْرَةِ وَلِذَا حَرُمَ النَّظْرُ اِلَى وَجْهِهَا وَوَجْهِ الْاَمْرَدِ اِذَا شَكَّ فِى الشَّهْوَةِ وَلَا عَوْرَةَ -

কোনো অঙ্গ গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হলেই তার দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়েজ হয়ে যাবে না। কেননা, দৃষ্টিপাতের বৈধতা কামভাব না হওয়ার উপর নির্ভরশীল; যদিও সেই অঙ্গ গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই বেগানা নারীর মুখমণ্ডল অথবা

কোনো শ্মশ্রুবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম যদি কামভাব হওয়ার আশঙ্কা থাকে; অথচ মুখমণ্ডল গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। –[ফাতহুল কাদীর]

এ উদ্ধৃতি থেকে কামভাবের আশঙ্কার তাফসীরও জানা গেল যে, কার্যত কামপ্রবৃত্তি থাকা জরুরি নয়, বরং এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সন্দেহ থাকাই যথেষ্ট। এরূপ সন্দেহ থাকলে কেবল বেগানা নারীই নয়; বরং শ্মশ্রুবিহীন বালকের মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করাও হারাম। ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাখ্যা 'জামেউর রুমুযে' এই করা হয়েছে যে, মনে তার নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। বলা বাহুল্য মনে এতটুকু প্রবণতা সৃষ্টি হবে না এটা পূর্ববর্তী মনীষীগণের সময়কালেও বিরল ছিল। হাদীসে আছে, একবার হযরত ফযলকে জনৈকা নারীর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বহস্তে তার মুখমণ্ডল অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। এটা উপরিউক্ত বিষয়ের উজ্জ্বল প্রমাণ। সুতরাং বর্তমান অনর্থের যুগে কে এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত আছে?

শামসুল আয়েম্মা 'সুরখসী' এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পর লেখেন :

وَهٰذَا كُلُّهُ اِذَا لَمْ يَكُنِ النَّظَرُ عَنْ شَهْوَةٍ فَاِنْ كَانَ يَعْلَمُ اَنَّهُ اِنْ نَظَرَ اِشْتَهٰى لَمْ يَحِلَّ لَهُ النَّظَرُ اِلٰى شَيْءٍ مِنْهَا

মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাতের বৈধতা কেবল তখন যখন কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত না হয়। পক্ষান্তরে যদি সে জানে যে, মুখমণ্ডল দেখলে কুধারণা সৃষ্টি হতে পারে, তবে তার জন্য নারীর কোনো অঙ্গের দিকেই দৃষ্টিপাত করা জায়েজ নয়। –[মবসূত]

আল্লামা শামী 'রদ্দুল মুহতার' কিতাবে লিখেন :

فَاِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ اَوْشَكَّ اِمْتَنَعَ النَّظَرُ اِلٰى وَجْهِهَا فَحِلُّ النَّظَرِ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَاِلَّا فَحَرَامٌ وَهٰذَا فِىْ زَمَانِهِمْ وَاَمَّا فِىْ زَمَانِنَا فَمُنِعَ مِنَ الشَّابَّةِ اِلَّا النَّظَرَ لِحَاجَةٍ كَقَاضٍ وَشَاهِدٍ يَحْكُمُ وَيَشْهَدُ وَاَيْضًا قَالَ فِىْ شُرُوْطِ الصَّلٰوةِ وَتَمْنَعُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ لَا لِاَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ ـ

যদি কামভাবে আশঙ্কা অথবা সন্দেহ হয়, তবে নারীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে। কেননা, কামভাব না হওয়ার শর্তে দৃষ্টিপাত করা হালাল। এ শর্তটি অনুপস্থিত হলে হারাম। এটা পূর্ববর্তীদের সময়কালে ছিল। কিন্তু আমাদের যুগে তো সর্বাবস্থায় নারীর দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ; তবে কোনো কোনো পর্যায়ে দৃষ্টিপাত করা ভিন্ন কথা, যেমন বিচারক অথবা সাক্ষী, যারা কোনো ব্যাপারে নারী সম্পর্কে সাক্ষ্য অথবা ফয়সালা দিতে বাধ্য হয়। নামাজের শর্তাবলি অধ্যায়ে বলা হয়েছে : যুবতী নারীদের বেগানা পুরুষদের সামনে মুখমণ্ডল খোলা নিষিদ্ধ। এটা এ কারণে নয় যে, মুখমণ্ডল গুপ্তাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত; বরং অনর্থের আশঙ্কার কারণে।

এ আলোচনা ও ফিকাহ বিদগণের মতভেদের সার-সংক্ষেপ এই যে, ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল যুবতী নারীদের দিকে দৃষ্টিপাতকে অনর্থের কারণ মনে করে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করেছেন বাস্তবে অনর্থ হোক বা না হোক। শরিয়তের অনেক বিধানে এ নযীর পাওয়া যায়। উদাহরণত সফর স্বভাবত কষ্ট ও শ্রমের কারণ বিধায় সফরকেই কষ্টের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন সফরের উপরই রুখসতের বিধান নির্ভরশীল। যদি কোনো ব্যক্তি সফরে মোটেই কষ্টের সম্মুখীন না হয়, বরং নিজের বাড়ির চাইতেও আরামে থাকে তবুও নামাজের কসর ও রোজার রুখসত তাকে শামিল করবে। অনুরূপভাবে নিদ্রায় মানুষ বেখবর থাকে। ফলে স্বভাবতই বায়ু নিঃসরণ হয়ে যায়। এমন নিদ্রাকেই বায়ু নিঃসরণের স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখন কেউ নিদ্রা গেলেই তার অজু ভেঙ্গে যাবে বাস্তবে বায়ু নিঃসরণ হোক বা না হোক।

কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.) নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খোলাকে অনর্থের স্থলাভিষিক্ত করেননি; বরং বিধান এর উপর নির্ভরশীল রেখেছেন যে, যে ক্ষেত্রে নারীর নিকটবর্তী হওয়ার প্রবণতার আশঙ্কা অথবা সম্ভাবনা থাকবে, সেখানে নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ হবে এবং যেখানে এরূপ সম্ভাবনা নেই সেখানে জায়েজ হবে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্তমান যুগে এরূপ সম্ভাবনা না থাকা বিরল। তাই পরবর্তী হানাফী ফিকাহবিদগণও অবশেষে ইমামদ্বয়ের অনুরূপ বিধান দিয়েছেন; অর্থাৎ যুবতী নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর দিকে দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ।

সারকথা এই দাঁড়াল যে, এখন ইমাম চতুষ্টয়ের ঐকমত্যে পর্দার তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বোরকা, চাদর ইত্যাদি দ্বারা সমগ্র দেহ আবৃত করে কেবল মুখমণ্ডল ও হাত খোলা রেখে পুরুষের সামনে আসা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। ফলে বর্তমানে পর্দার কেবল প্রথমোক্ত দুই স্তরই অবশিষ্ট আছে এক. নারীদের গৃহের অভ্যন্তরে থাকা, বিনা প্রয়োজনে বাইরে বের না হওয়া। দুই. বোরকা ইত্যাদি পরিধান করে বের হওয়া প্রয়োজনের সময়ে ও প্রয়োজন পরিমাণে।

মাসআলা : পর্দার উল্লিখিত বিধানাবলিতে কিছু ব্যতিক্রমও রয়েছে। উদাহরণত মাহরাম পুরুষ পর্দার আওতা বহির্ভূত এবং অনেক বৃদ্ধা নারীও পর্দার সাধারণ বিধান থেকে কিঞ্চিত বাইরে। এগুলোর বিবরণ কিছুটা সূরা নূরে বর্ণিত হয়েছে এবং কিছুটা সূরা আহযাবের ব্যতিক্রম সম্বলিত আয়াতে পরে বর্ণনা করা হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُرْجِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِرْجَاءٌ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ ء) জিনস مَهْمُوز لَامْ অর্থ– দূরে রাখতে পারেন। পৃথক করবেন।

تُؤْوِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ ফে'ল مُضَارِعْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْوَاءٌ মূলবর্ণ (ء ـ و ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (لَفِيْف مَقْرُوْن এবং مَهْمُوز فَاء) অর্থ– নিকটে রাখেন। তুমি স্থান দিবে।

تَقَرَّ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف ফে'ল مُضَارِعْ বাব سَمِعَ মাসদার قُرَّةٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ر) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– শীতল থাকবে।

يَرْضَيْنَ : সীগাহ جَمْع مُؤَنَّث غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف ফে'ল مُضَارِعْ বাব سَمِعَ মাসদার اَلرِّضْوَانُ، رِضًى মূলবর্ণ (ر ـ ض ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে।

اٰتَيْتَهُنَّ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ ফে'ল مَاضِىْ معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوز فَاء) অর্থ– আপনি তাদেরকে দান করবেন।

دُعِيْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ، دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– তোমাদেরকে ডাকা হবে।

طَعِمْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার طَعْم মূলবর্ণ (ط ـ ع ـ م) জিনস صَحِيْح অর্থ– আহার সমাপ্ত কর।

مُسْتَانِسِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِيْنَاسٌ মূলবর্ণ (ء ـ ن ـ س) জিনস مَهْمُوز فَاء অর্থ– বসে থেক না। অপেক্ষমান থেক না।

اِسْئَلُوْهُنَّ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِر مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার سُؤَالٌ মূলবর্ণ (س ـ ء ـ ل) জিনস مَهْمُوز عَيْنٌ অর্থ– চেয়ো, চাও।

تُؤْذُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف مَنْصُوْب بِاَنْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْذَاءٌ মূলবর্ণ (ء ـ ذ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مَهْمُوز فَاء এবং نَاقِص يَائِىْ অর্থ– তোমরা কষ্ট দাও।

تُبْدُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف اَنْ ـ مُضَارِعْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِبْدَاءٌ মূলবর্ণ (ب ـ د ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– তোমরা প্রকাশ কর।

تُخْفُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِخْفَاءٌ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌّ অর্থ– গোপন রাখ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَاب : এখানে وَاوٌ টি হরফে আতফ اِذَا শব্দটি ظَرَف زَمَانٌ এবং سَاَلْتُمُوْهُنَّ ইযাফতের কারণে جَرَ- এর স্থানে হয়েছে। فَسْئَلُوْهُنَّ শব্দটিতে فَاء সংযোগকারী হরফ اِسْاَلُوْهُنَّ শব্দে فِعل اَمَر، فَاعِل ও مَفْعُول بِهٖ এবং مَتَاعًا দ্বিতীয় مَفْعُول بِهٖ আর مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ বাক্যটি اِسْاَلُوْهُنَّ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। –(ই'রাবুল কুরআন, খ. ৬. পৃ. ১৯৪)

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا ﴿٥٥﴾

৫৫. নবী পত্নীগণের পক্ষে তাদের নিজ নিজ পিতার (সামনে যাওয়া) সম্বন্ধে কোনো গুনাহ নেই, আর না স্বীয় পুত্রগণের, আর না স্বীয় ভ্রাতাগণের, আর না স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণের, আর না স্বীয় ভগিনী-পুত্রগণের, আর না নিজেদের (স্বধর্মী) নারীদের, আর না নিজের ক্রীতদাসীদের (সামনে যাওয়া সম্বন্ধে), আর (হে নবী-পত্নীগণ!) আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর; নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে পর্যবেক্ষক।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٦﴾

৫৬. নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণ করেন এ নবীর প্রতি; হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি রহমত (দরূদ) পাঠাতে থাক এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাতে থাক।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿٥٧﴾

৫৭. নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি দুনিয়া ও আখেরাতে লা'নত করেন এবং তাদের জন্য অবমাননাকর আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٥٨﴾

৫৮. এবং যারা মু'মিন পুরুষদেরকে ও মু'মিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় এমন কোনো কাজের (দোষারোপ) দ্বারা যা তারা করেনি, তবে তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৫. لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ নবী পত্নীগণের পক্ষে তাদের নিজ নিজ পিতার (সামনে যাওয়া) সম্বন্ধে কোনো গুনাহ নেই وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ আর না স্বীয় পুত্রগণের وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ আর না স্বীয় ভ্রাতাগণের وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ আর না স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রগণের وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ আর না স্বীয় ভগিনী– পুত্রগণের وَلَا نِسَآئِهِنَّ আর না নিজেদের (স্বধর্মী) নারীদের وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ আর না নিজের ক্রীতদাসীদের وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ আর আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে পর্যবেক্ষক।

৫৬. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ রহমত বর্ষণ করেন এ নবীর প্রতি يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ صَلُّوْا عَلَيْهِ তোমরাও তাঁর প্রতি রহমত (দরুদ) পাঠাতে থাক وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাতে থাক।

৫৭. اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় لَعَنَهُمُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি লা'নত করেন فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ দুনিয়া ও আখেরাতে وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য অবমাননাকর আজাব প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৫৮. وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ এবং যারা কষ্ট দেয় الْمُؤْمِنِيْنَ মুমিন পুরুষদেরকে وَالْمُؤْمِنٰتِ এবং মুমিন নারীদেরকে بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا। এমন কোনো কাজের (দোষারোপ) দ্বারা যা তারা করেনি। فَقَدِ احْتَمَلُوْا তবে তারা বহন করে بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾	৫৯. হে নবী! আপনার স্ত্রীগণকে ও আপনার কন্যাগণকে এবং অন্যান্য মু'মিনদের নারীদেরকেও বলে দিন যে, তারা যেন স্ব-স্ব চাদরগুলো নিজেদের (মুখমণ্ডলের) উপর (মাথা থেকে) নিম্নদিকে একটু ঝুলিয়ে নেয়। এতে শীঘ্রই তারা পরিচিত হবে, ফলতঃ তারা নির্যাতিত হবে না; এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।
لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾	৬০. যদি এ মুনাফিকরা আর ঐ সমস্ত লোক যাদের অন্তরসমূহে কলুষতা রয়েছে এবং ঐ সকল লোক যারা মদিনায় মিথ্যা সংবাদ রটিয়ে থাকে, যদি তারা (নিজেদের এরূপ কার্য থেকে) বিরত না হয়, তবে অবশ্যই আমি আপনাকে তাদের উপর পরাক্রমশালী করে দেব, অতঃপর তারা আপনার নিকট মদিনায় অতি অল্পকালই অবস্থান করতে পারবে।
مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾	৬১. তাও অভিশপ্ত অবস্থায়, যেখানে তাদেরকে পাওয়া যাবে, ধর-পাকড় করা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।
سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾	৬২. আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যেও যারা পূর্বে গত হয়েছে, নিজের এ বিধানই জারি রেখেছেন, আর আপনি আল্লাহর বিধানে (কোনো) পরিবর্তন পাবেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৯. يَٰٓأَيُّهَا النَّبِىُّ হে নবী! قُلْ বলে দিন لِأَزْوَاجِكَ আপনার স্ত্রীগণকে وَبَنَاتِكَ ও আপনার কন্যাগণকে وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ এবং অন্যান্য মুমিনদের নারীদেরকেও يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ তারা যেন স্ব-স্ব চাদরগুলো নিজেদের (মুখমণ্ডলের) উপর (মাথা হতে) নিম্নদিকে একটু ঝুলিয়ে নেয় ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ এতে শীঘ্রই তারা পরিচিত হবে فَلَا يُؤْذَيْنَ ফলতঃ তারা নির্যাতিত হবে না وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

৬০. لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ যদি তারা বিরত না হয় الْمُنَافِقُونَ এ মুনাফিকরা وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ আর ঐ সমস্ত লোক যাদের অন্তরসমূহে কলুষতা রয়েছে وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ এবং ঐ সকল লোক যারা মদিনায় মিথ্যা সংবাদ রটিয়ে থাকে لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ তবে অবশ্যই আমি আপনাকে তাদের উপর পরাক্রমশালী করে দেব ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا অতঃপর তারা আপনার নিকট মদিনায় অতি অল্পকালই অবস্থান করতে পারবে।

৬১. مَلْعُونِينَ তাও অভিশপ্ত অবস্থায় أَيْنَمَا ثُقِفُوا যেখানে তাদেরকে পাওয়া যাবে أُخِذُوا ধর পাকড় করা হবে وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا এবং নির্দয় ভাবে হত্যা করা হবে।

৬২. سُنَّةَ اللَّهِ আল্লাহ নিজের এ বিধানই জারি রেখেছেন فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যেও যারা পূর্বে গত হয়েছে وَلَنْ تَجِدَ আর আপনি পাবেন না لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا আল্লাহর বিধানে (কোনো) পরিবর্তন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ أٰبَائِهِنَّ وَلَآ أَبْنَائِهِنَّ وَلَآ إِخْوَانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِيْنَ اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا [٥٥]

শানে নুযূল : পর্দা সম্পর্কীয় পূর্ববর্তী আয়াত যখন নাজিল হলো, তখন পিতা-পুত্র ও নারীদের নিকটাত্মীয়রা রাসূল ﷺ-এর নিকট আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরাও কি তাদের সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলব? তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রুহুল মা'আনী ৭৪/১১-১২, কুরতুবী- ২০৫/১৪]

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا [٥٧]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত রাসূল আকরাম ﷺ যখন সুফিয়া বিনতে হুয়াই বিনতে আখতাব (রা.)-কে বিবাহ করেন, তখন এক শ্রেণীর লোকেরা রাসূল ﷺ-এর সমালোচনায় মেতে উঠে। এতে করে রাসূল ﷺ মানসিকভাবে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[তাবারী ৩২০/১০, বাহরে মুহীত্ব ২৩৯/৭, ফতহুলকাদীর ৩০৪/৪, ইবনে কাছীর ৫৩৪/৩]

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا [٥٨]

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন, মুনাফিকদের এক শ্রেণির লোক ছিল, যারা হযরত আলী (রা.)-কে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিত, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। কারো কারো মতে যে সকল লোকেরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ রটনা করেছিল, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

কারো মতে আলোচ্য আয়াত মুনাফিক সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তারা মদিনার অলি-গলিতে নারীদের সন্ধানীতে ঘোরা–ফেরা করত। কোনো মহিলা যখন রাতের বেলায় মানবীয় প্রয়োজনাদী সেরে নেওয়ার জন্যে বের হতো, তখন সে কমবখতের দল তাদের পিছনে লেগে যেত। তাদেরকে ধমক দেওয়া হলে তারা বিরত থাকত। তাদের এ ধরনের বখাটে স্বভাবের প্রতি ধিক্কার স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[বাহরে মুহীত ২৩৯/৭, শা'বী ২৮৮/৩]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا [٥٩]

শানে নুযূল : ১. ইবনে জারীর হযরত সালেহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ হিজরত করে মদিনায় গমন করেন, যেখানে তাঁর কোনো ঘর-বাড়ি ছিল না। সুতরাং নবী করীম ﷺ-এর স্ত্রীগণ ও অন্যান্য ঈমানদার মহিলারা নিজেদের মানবীয় প্রয়োজনাদী সেরে নেওয়ার জন্য রাতে বাহিরে যেতেন। এক শ্রেণির পুরুষরাও নারীদেরকে উত্যক্ত করার অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পথে পথে বসে থাকত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল : ২. ইবনে মুনযির ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ আবূ মালেক এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নবী পরিবারের মহিলারা মানবীয় প্রয়োজনাদীর জন্য রাতে বের হতেন। এক শ্রেণির মুনাফিকেরা তাদের পিছু লেগে কষ্ট দিত। মুনাফিকদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে, তারা বলত আমরা তো বাঁদিদের সাথে এমন কৌতুক করে থাকি। তৎকালে বাঁদি ও সাধবী নারীদের মধ্যে কোনো প্রকারের ব্যাবধান ছিল না। সুতরাং বাঁদিদের থেকে পোশাকের দিক দিয়ে স্বাধবী নারীদের স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা ও সাধ্বী নারীদের পরিচায়ক স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[দুররে মানছুর ২১/, বাহরে মুহিত্ব ২৪০/৭, তাবারী ৩৩২/১০, শা'বী ২৮৮/৩]

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلًا [٦٠]

শানে নুযূল : ত্বাওস বলেন, আলোচ্য আয়াত নারী সংক্রান্ত বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, সালমা বিন কুহাইল বলেন অশালীন অশ্লীল শ্রেণির লোকজন সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। কারো কারো মতে আলাচ্য আয়াত মুনাফিকদের

সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এর সূত্র হচ্ছে যে, মুনাফিকরা মদিনার মধ্যে মিথ্যা ও উদ্ভট সংবাদ ছড়িয়ে দিত। যে সংবাদের কারণে মুসলমানদের মাঝে অশান্তি বিরাজ করত যথা কোনো অভিযানে গেলে সংবাদ ছড়িয়ে দিত যে, তারা নিহত হয়েছে বা পরাজিত হয়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ২১৯/১৪]

এর পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য উল্লিখিত হয়েছিল এবং প্রসঙ্গক্রমে নবী-পত্নীগণের পর্দার বিষয় আলোচিত হয়েছিল। এর পরেও পর্দার কিছু বিধান বর্ণিত হবে। মাঝখানে সেই বিষয়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যার জন্য এসব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং তার সম্মান, মহব্বত ও আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান।

আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দান করা। কিন্তু তা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং নিজের ও তাঁর ফেরেশতাগণের দরূদ পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সাধারণ মুমিনগণকে দরূদ প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছেন। এতে তাঁর মাহাত্ম্য ও সম্মানকে এত উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ -এর শানে যে কাজের আদেশ মুসলমানদেরকে দেওয়া হয়, সে কাজ স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণও করেন। অতএব যে মুমিনগণের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুগ্রহের অন্ত নেই, তাদের তো এ কাজে খুব যত্নবান হওয়া উচিত। এ বর্ণনাভঙ্গির আরো একটি উপকারিতা এই যে, এতে করে দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী মুসলমানদের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন এক কাজে শরিক করে নিয়েছেন যা তিনি নিজেও করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও।

সালাত ও সালামের অর্থ : আরবি ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ রহমত, দোয়া, প্রশংসাকীর্তন। আয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি যে সালাত সম্পৃক্ত করা হয়েছে এর অর্থ তিনি রহমত নাজিল করেন। ফেরেশতাগণ সালাত প্রেরণ করেন কথার অর্থ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য রহমতের দোয়া করেন। আর সাধারণ মুমিনদের তরফ থেকে সালাতের অর্থ দোয়া ও প্রশংসাকীর্তনের সমষ্টি। তাফসীরবিদগণ এ অর্থই লিখেছেন। ইমাম বুখারী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলার সালাতের অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও ফেরেশতাগণের সামনে প্রশংসাকীর্তন করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মান দুনিয়াতে এই যে, তিনি তাঁর নাম সমুন্নত করেছেন। ফলে আজান, ইকামত ইত্যাদিতে আল্লাহ্র নামের সাথে সাথে তাঁর নামও শামিল করে দিয়েছেন, তার ধর্ম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল করেছেন; তাঁর শরিয়তের কাজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন এবং তাঁর শরিয়তের হেফাজতের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে পরকালে তাঁর সম্মান এই যে, তাঁর স্থান সমগ্র সৃষ্টির উর্ধ্বে রেখেছেন এবং যে সময় কোনো পয়গম্বর ও ফেরেশতার সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না, তখনও তাঁকে সুপারিশের ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে "মাকামে-মাহ্মূদ" বলা হয়।

এই অর্থদৃষ্টে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হাদীস অনুযায়ী দরূদ ও সালামে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণকেও শামিল করা হয়। কাজেই আল্লাহর সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনে তাঁর সাথে অন্যকে কিরূপে শরিক করা যায়? এর জবাব রূহুল মা'আনী ইত্যাদি কিতাবে এই দেওয়া হয়েছে যে, সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনের অনেক স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ লাভ করেছেন এবং এক স্তরে বংশধর, সাহাবী এবং সাধারণ মুমিনগণও শামিল রয়েছেন।

একটি সন্দেহের জবাব : (এক)- সালাত শব্দ দ্বারা একই সময়ে একাধিক অর্থ (রহমত, দোয়া ও প্রশংসা) নেওয়াকে পরিভাষায় "উমূমে মুশতারিক" বলা হয়, যা কারো কারো মতে জায়েজ নয়। কাজেই এস্থলে সালাত শব্দের এক অর্থ নেওয়াই সঙ্গত অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মান, প্রশংসা ও শুভেচ্ছা। অতঃপর এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হলে এর সারমর্ম হবে রহমত, ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে হলে দোয়া, ও ইস্তিগফার এবং সাধারণ মুমিনগণের পক্ষ থেকে হলে দোয়া, প্রশংসা ও সম্মানের সমষ্টি অর্থ হবে।

সালাম শব্দটি ধাতু, এর অর্থ সালামত ও নিরাপত্তা। এর উদ্দেশ্য ত্রুটি, দোষ ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকা। "আসসালামু আলাইকা" বাক্যের অর্থ এই যে, দোষত্রুটি বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা আপনার সঙ্গী হোক। আরবি ভাষার নিয়মানুযায়ী এটা عَلٰى অব্যয় ব্যবহারের স্থান নয়। কিন্তু প্রশংসার অর্থ শামিল থাকার কারণে عَلٰى অব্যয় যোগে عَلَيْكَ অথবা عَلَيْكُمْ বলা হয়।

কেউ কেউ এখানে "সালাম" শব্দের অর্থ নিয়েছেন আল্লাহর সত্তা। কেননা, এটা তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম। অতএব "আসসালামু আলাইকুম" বাক্যের অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ্ আপনার হেফাজত ও দেখাশোনার জিম্মাদার।

দরূদ ও সালামের পদ্ধতি : হাদীসের সকল কিতাবে বর্ণিত এক হাদীসে হযরত কা'ব ইবনে আজরা (রা.) বলেন, (আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে) এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আয়াতে বর্ণিত দুটি বিষয়ের মধ্যে সালামের পদ্ধতি আমরা জানি এবং তা হচ্ছে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ বলা। কিন্তু সালাত তথা দরূদের নিয়ম আমরা জানি না। এটা বলে দিন। তিনি বললেন, দরূদের জন্য তোমরা এ কথাগুলো বলবে,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরো কিছু বাক্য বর্ণিত আছে।

সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্ন করার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে, সালাম করার পদ্ধতি তাদেরকে নামাজের তাশাহহুদের পূর্বেই শেখানো হয়েছিল এবং তা ছিল– اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলা। তাই সালাতের ব্যাপারে তাঁরা নিজেরা বাক্য রচনা পছন্দ করেননি; বরং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করে এর ভাষা ঠিক করেছেন। এ কারণেই নামাজে এ ভাষায়ই দরূদ পাঠ করা হয়। কিন্তু এটা অপরিবর্তনীয় নয়। কেননা, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দরূদের বিভিন্ন ভাষা বর্ণিত আছে। দরূদ ও সালামের শব্দ সম্বলিত যে কোনো ভাষায় এ আদেশ পালিত হতে পারে। সেই ভাষা হুবহু রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হওয়াও জরুরি নয়। বরং যে কোনো বাক্যে দরূদ ও সালাম ব্যক্ত করা হলে আদেশ প্রতি-পালিত ও দরূদের ছওয়াব হাসিল হয়ে যায়। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত বাক্যে দরূদ পাঠ করা হলে যে অধিক বরকত ও ছওয়াবের কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। তাই সাহাবায়ে কেরাম তাঁর কাছেই দরূদের ভাষা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মাসআলা : নামাজের বৈঠকে উপরে বর্ণিত ভাষায় চিরকাল দরূদ সালাম পাঠ করা সুন্নত। নামাজের বাইরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হলে اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ বলা উচিত; যেমন তাঁর জীবদ্দশায় তাই বলা হতো। তাঁর ওফাতের পর পবিত্র রওজার সামনে সালাম আরজ করা হলেও اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ বলা সুন্নত। এতদ্ব্যতীত অনুপস্থিত ক্ষেত্রে দরূদ ও সালাম পাঠ করা হলে এ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে অনুপস্থিত পদবাচ্যের ব্যবহার বর্ণিত আছে; যথা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ হাদীসবিদগণের কিতাবসমূহ এ বাক্যে পরিপূর্ণ দেখা যায়।

দরূদ ও সালামের এই পদ্ধতির রহস্য : দরূদ ও সালামের যে পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি ও কর্ম দ্বারা প্রমাণিত আছে, তার সারকথা এই যে, আমরা সব মুসলমান তাঁর জন্য আল্লাহর রহমত ও নিরাপত্তার দোয়া করব। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল আমরা স্বয়ং তাঁর প্রতি সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শন করব; কিন্তু এর পদ্ধতি এই বলা হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করব। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পুরোপুরি সম্মান ও আনুগত্য করার সাধ্য আমাদের কারো নেই। তাই দোয়া করাই আমাদের জন্য জরুরি করা হয়েছে। –(রূহুল মা'আনী)

দরূদ ও সালামের বিধানাবলি : নামাজের শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠ করা সকলের মতে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে ওয়াজিব।

মাসআলা : অধিকাংশ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম উল্লেখ করলে অথবা শুনলে দরূদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা, হাদীসে এরূপ ক্ষেত্রে দরূদ পাঠ না করার কারণে শাস্তিবাণী বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : رَغِمَ اَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না।

অন্য এক হাদীসে আছে– اَلْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ -সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরূদ পাঠ করে না।

একই মজলিসে বার বার নাম উচ্চারিত হলে একবার দরূদ পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেক বার পাঠ করা মোস্তাহাব। মুহাদ্দিসগণই সর্বাধিক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম উচ্চারণ করতে পারেন। কারণ, হাদীস চর্চাই তাঁদের সার্বক্ষণিক কাজ। এতে বার বার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম আসে। তাঁরা প্রত্যেক বার দরূদ ও সালাম পাঠ করেন

ও লিখেন। সমস্ত হাদীস গ্রন্থ এর সাক্ষ্য দেয়। বার বার দরূদ ও সালাম লিপিবদ্ধ করলে কিতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে যাবে, তাঁরা এ বিষয়েরও পরওয়া করেননি। অধিকাংশ ছোট খাট হাদীসে দু'এক লাইনের পরে এবং কোথাও কোথাও এক লাইনেই একাধিক বার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম আসে। কিন্তু হাদীসবিদগণ কোথাও দরূদ ও সালাম বাদ দেননি।

মুখে নাম উচ্চারণ করলে যেমন দরূদ ও সালাম ওয়াজিব, তেমনি কলমে লেখার সময়ও দরূদ ও সালাম লেখা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে "সা" লেখাও যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ দরূদ ও সালাম লেখা বিধেয়।

দরূদ ও সালাম উভয়টি পাঠ করাই উত্তম ও মোস্তাহাব। কিন্তু কেউ উভয়ের মধ্যে যে কোনো একটি পাঠ করলে অধিকাংশ ফেকাহ্‌বিদের মতে তাতে কোনো গোনাহ্ নেই। ইমাম নবভী একে মাকরূহ বলেছেন। ইবনে হাজার হায়সামীর মতে এর অর্থ মাকরূহ তানযিহী। আলেমগণ উভয়টিই পাঠ করেন এবং মাঝে মাঝে যে কোনো একটিও পাঠ করেন।

পয়গম্বরগণ ব্যতীত কারো জন্য সালাত তথা দরূদ ব্যবহার করা অধিকাংশ আলেমদের মতে বৈধ নয়। ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসর (রা.)-এর এই ফতোয়া বর্ণনা করেছেন :

لَا يُصَلِّى عَلٰى اَحَدٍ اِلَّا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لٰكِنْ يُدْعٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِالْاِسْتِغْفَارِ

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, নবী ব্যতীত অপরের জন্য সালাত ব্যবহার করা মাকরূহ। ইমাম আজমের মাযহাবও তাই। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাথে তাঁর বংশধর সাহাবী অথবা মু'মিনগণকে শরিক করায় কোনো দোষ নেই।

ইমাম জুওয়াইনী (র.) বলেন, সালাতের ন্যায় সালামও নবী ব্যতীত অপরের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ নয়। তবে কাউকে সম্ভাষণের সময় اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা জায়েজ ও সুন্নত। কিন্তু নবী ব্যতীত কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির নামের সাথে আলাইহিস্ সালাম বলা জায়েজ নয়। –(খাসায়েসে কুবরা)

কাজী আয়ায (র.) বলেন, অনুসন্ধানী আলেমগণের মতে এবং আমার মতেও এটাই ঠিক। ইমাম মালেক, সুফিয়ান প্রমুখ ফিকহ্‌বিদ তা-ই অবলম্বন করেছেন। তাঁদের মতে দরূদ ও সালাম পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য অপরের জন্য জায়েজ নয়; যেমন সুবহানাহু তা'আলা ইত্যাদি শব্দ আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মুসলমানদের জন্য ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দোয়া করা উচিত; যেমন কুরআনে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ বলা হয়েছে। –(রূহুল মা'আনী)

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে সেসব কাজকর্মের ব্যাপারে হুশিয়ার করা হয়েছিল, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কষ্টদায়ক। কিছু সংখ্যক মুসলমান অজ্ঞতা অথবা অসাবধানতাবশত : অনিচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের কাজকর্মে লিপ্ত হতো; যেমন দাওয়াত ব্যতিরেকেই তাঁর গৃহে চলে যাওয়া অথবা দাওয়াতের নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে এসে বসে থাকা অথবা খাওয়ার পর পারস্পরিক কথাবার্তায় মশগুল হয়ে বিলম্ব করা ইত্যাদি। এসব কাজের ব্যাপারে يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছিল।

এসব কষ্ট অনিচ্ছায় ও অসাবধানতাবশত হয়ে যেত। তাই এ ব্যাপারে কেবল হুশিয়ার করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে সেই কষ্টের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামের শত্রু কাফের ও মুনাফেকদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাপূর্বক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেওয়া হতো। এ কারণেই মা'আরিফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে এ স্থলে "ইচ্ছাপূর্বক" শব্দটি বাড়ানো হয়েছে। এতে দৈহিক নির্যাতনও অন্তর্ভুক্ত আছে, যা বিভিন্ন সময়ে কাফেরদের হাতে তিনি ভোগ করতেন এবং আত্মিক কষ্টও অন্তর্ভুক্ত আছে, যা বিদ্রূপ, দোষারোপ ও নবী-পত্নীগণের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাঁকে দেওয়া হতো। এই ইচ্ছাপূর্বক কষ্টদানের কারণে অভিসম্পাত এবং কঠোর শাস্তিবাণীও আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্ তা'আলাকে কষ্টদানের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এমন কাজকর্ম করা ও কথাবার্তা বলা, যা স্বভাবত মর্মপীড়ার কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা প্রভাব-গ্রহণজনিত সকল ক্রিয়ার উর্ধ্বে। তাঁকে কষ্ট দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। কিন্তু স্বভাবত পড়ীদায়ক কাজকর্মকে এখানে পীড়া ও কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এখানে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য কি, এ ব্যাপারে তাফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কষ্ট দেওয়ার অর্থ এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, যেগুলো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৌখিকভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এসব কাজ আল্লাহ তা'আলার কষ্টের কারণ হয়। উদাহরণত : বিপদাপদের সময় মহাকালকে গালমন্দ দেওয়া।

প্রকৃতপক্ষে সব কিছুর কর্তা আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু কাফেররা মহাকালকে কর্তা মনে করে গালি দিত। ফলে এই গালি আসল কর্তা পর্যন্তই পৌঁছত। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ করা আল্লাহ তা'আলার কষ্টের কারণ। সুতরাং আয়াতে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়ার অর্থ এ ধরনের কথাবার্তা ও কাজকর্ম করা।

অন্য তাফসীরবিদগণ বলেন, এখানে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট প্রতিরোধ করা এবং এর জন্য শাস্তিবাণী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কিন্তু আয়াতে রাসূলের কষ্টকে আল্লাহ্‌র কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা রাসূলকে কষ্ট দেওয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই কষ্ট দেওয়া। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস পরে উল্লেখ করা হবে। কুরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টেও এই তাফসীরটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কারণ পূর্বেও রাসূলের কষ্ট বর্ণিত আছে এবং পরেও তাই বর্ণিত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কষ্টই যে আল্লাহ তা'আলার কষ্ট, একথা আব্দুর রহমান ইবনে মুগাফফাল মুযানী (রা.)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমণিত হয় :

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِيْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِيْ وَمَنْ اٰذَانِيْ فَقَدْ اٰذَى اللهَ وَمَنْ اٰذَى اللهَ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهٗ۔

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না। কেননা যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসার কারণে তাদেরকে ভালোবাসে। আর যে তাদের সাথে শত্রুতা রাখে, সে আমার সাথে শত্রুতা রাখার কারণে শত্রুতা রাখে। যে তাদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়, যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, যে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ সত্বরই তাকে পাকড়াও করবেন।"-[মাযহারী]

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লহ ﷺ-এর কষ্টের কারণে আল্লাহ তা'আলার কষ্ট হয়। অনুরূপভাবে আরো জানা গেল যে, কোনো সাহাবীকে কষ্ট দিলে অথবা তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কষ্ট হয়।

এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপের দিনগুলোতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফেকের ঘরে কিছু লোক সমবেত হয়ে এই অপবাদ প্রচার ও প্রসারিত করার কাথাবার্তা বলত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের কাছে অভিযোগ পেশ করে বলেন : লোকটি আমাকে কষ্ট দেয়। –[মাযহারী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত সফিয়্যা (রা.)-এর সাথে বিবাহের সময় কিছুসংখ্যক মুনাফিক বিদ্রূপ করায় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সঠিক কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কষ্টদায়ক প্রত্যেকটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়েছে। এতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ এবং হযরত সফিয়্যা (রা.)-এর বিবাহের কারণে বিদ্রূপ ও দোষারোপ সবই অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়া সাহাবায়ে কেরামকে মন্দ বলাও এর অন্তর্ভুক্ত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যে কোনো প্রকারে কষ্ট দেওয়া কুফরি : যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো প্রকার কষ্ট দেয়, তাঁর সত্তা অথবা গুণাবলিতে প্রকাশ্য অথবা ইঙ্গিতে কোনো দোষ বের করে, সে কাফের হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াত দৃষ্টে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত ইহকালেও হবে এবং পরকালেও। –[মাযহারী]

৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কোনো মুসলমানকে কষ্ট ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হারাম যদি তারা আইনত এর যোগ্য না হয়। সাধারণ মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ কথাটি যুক্ত করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে কারো কোনো অপকর্মে জড়িত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, যার প্রতিফল স্বরূপ তাকে কষ্ট দেওয়া শরিয়তের আইনে জায়েজ। প্রথম আয়াতে আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপার ছিল। তাই তাতে উপরিউক্ত শর্ত যুক্ত করা হয়নি। কারণ সেখানে কষ্ট দান বৈধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

কোনো মুসলমানকে শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেওয়া হারাম : وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আয়াত দ্বারা কোনো মুসলমানকে শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্টদানের অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ "কেবল সেই মুসলমান, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে; কেউ কষ্ট না পায়। আর কেবল সেই মুমিন, যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে নিরুদ্বেগ থাকে। –[মাযহারী]

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ الخ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মুসলমান নারী ও পুরুষকে কষ্ট দেওয়া হারাম ও মহাপাপ এবং বিশেষ করে রাসূলে কারীম ﷺ -কে পীড়া দেওয়া কুফর ও অভিসম্পাতের কারণ। মুনাফেকদের পক্ষ থেকে সব মুসলমান ও রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই প্রকারে কষ্ট পেতেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সব নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে নারীদের পর্দা সংক্রান্ত কিছু অতিরিক্ত বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। মুনাফেকদের দ্বিবিধ নির্যাতনের একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের দাসীরা কাজ কর্মের জন্য বাইরে গেলে দুষ্ট প্রকৃতির মুনাফেকরা তাদেরকে উত্ত্যক্ত করত এবং মাঝে মাঝে দাসী সন্দেহে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্ত্যক্ত করত। ফলে সাধারণভাবে মুসলমানগণ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কষ্ট পেতেন। দ্বিতীয় নির্যাতন ছিল এই যে, তারা সদাসর্বদা মিথ্যা খবর রটনা করত। উদাহরণত এখন অমুক শত্রুপক্ষ মদিনা আক্রমণ করবে এবং সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। প্রথম প্রকার নির্যাতন থেকে স্বাধীন নারীদেরকে বাঁচানোর তাৎক্ষণিক ও সহজ ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন নারীদের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তোলা। কারণ মুনাফেকরা স্বাধীন নারীদের পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থ্যের কারণে তাদেরকে সচরাচর উত্ত্যক্ত করার সাহস পেত না। পরিচয়ের অভাবেই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতো। তাই স্বাধীন নারীদের পরিচয় ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, যাতে তারা অতি সহজে দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

অপরদিকে শরিয়ত স্বাধীন নারী ও দাসীদের পর্দার মধ্যে প্রয়োজন বশত একটি পার্থক্যও রেখেছে। স্বাধীন নারীরা তাদের মাহ্‌রাম ব্যক্তির সামনে যতটকু পর্দা করে, দাসীদের জন্য গৃহের বাইরেও ততটকু পর্দা রাখা হয়েছে। কারণ প্রভুর কাজকর্ম করাই দাসীর কর্তব্য, এতে তাকে বার বার বাইরেও যেতে হয়। এমতাবস্থায় মুখমণ্ডল ও হাত আবৃত রাখা কঠিন ব্যাপার। স্বাধীন নারীরা কোনো প্রয়োজনে বাইরে গেলেও বার বার যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাজেই পূর্ণ পর্দা পালন করা কঠিন কাজ নয়। তাই স্বাধীন নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন লম্বা চাদর মাথার উপর থেকে মুখমণ্ডলের সামনে ঝুলিয়ে নেয়, যাতে পর পুরুষের দৃষ্টিতে মুখমণ্ডল না পড়ে। ফলে তাদের পর্দাও পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল এবং দাসীদের থেকে স্বাতন্ত্র্যও ফুটে উঠল। অতঃপর মুনাফেকদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়ে দাসীদের হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যদি বিরত না হয়, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইহকালেও তাঁর নবী ও মুসলমানদের হাতে সাজা দিবেন।

উল্লিখিত আয়াতে স্বাধীন নারীর পর্দার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে; يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ এতে يُدْنِيْنَ শব্দটি اِدْنَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ নিকটে আনা। جَلَابِيْبُ শব্দটি جِلْبَابٌ -এর বহুবচন। অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। এই চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : এই চাদর ওড়নার উপরে পরিধান করা হয়। –[ইবনে-কাছীর] হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

اَمَرَ اللّٰهُ نِسَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ فِىْ حَاجَةٍ اَنْ يُغَطِّيْنَ وُجُوْهَهُنَّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِنَّ بِالْجَلَا بِيْبِ وَيُبْدِيْنَ عَيْنًا وَاحِدَةً.

আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের পত্নীগণকে আদেশ করেছেন, তারা যখন কোনো প্রয়োজনে গৃহ থেকে বের হবে, তখন মস্তকের উপর দিক থেকে এই চাদর ঝুলিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে এবং পথ দেখার জন্য একটি চক্ষু খোলা রাখবে। -(ইবনে কাছীর)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (র.) বলেন : আমি হযরত ওবায়দা সালমানী (রা.)-কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বামচক্ষু খোলা রেখে اِدْنَاءٌ ও جِلْبَابٌ -এর তাফসীর কার্যত দেখিয়ে দিলেন। মস্তকের উপরদিক থেকে মুখমণ্ডলের উপর চাদর লটকানো হচ্ছে عَلَيْهِنَّ শব্দের তাফসীর অর্থাৎ নিজের উপর চাদরকে নিকটবর্তী করার অর্থ চাদরকে মস্তকের উপর দিক থেকে লটকানো।

এ আয়াত পরিষ্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে। ফলে উপরে বর্ণিত পর্দার প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তুর সমর্থন হয়ে গেছে। তাতে বলা হয়েছিল যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সতরের অন্তর্ভুক্ত না হলেও অনর্থের আশঙ্কায় এগুলো আবৃত করা জরুরি। শুধুমাত্র অপারগতা এই হুকুম বহির্ভূত।

জরুরি জ্ঞাতব্য : এ আয়াতে স্বাধীন নারীদেরকে এক বিশেষ ধরনের পর্দার আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে, যাতে সাধারণ বাঁদিদের থেকে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠে এবং দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। উল্লিখিত বর্ণনায় এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এর অর্থ এরূপ কখনো নয় যে, ইসলাম সতীত্ব সংরক্ষণে স্বাধীন নারী ও বাঁদিদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য করেছে এবং স্বাধীন নারীদের সতীত্ব সংরক্ষণ করে বাঁদিদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্য লম্পটরাই করে রেখেছিল। তারা স্বাধীন নারীদের উপর হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস করত না; কিন্তু বাঁদিদেরকে উত্ত্যক্ত করতে দ্বিধা করত না। শরিয়ত তাদের সৃষ্ট পার্থক্যকে এভাবে কাজে লাগিয়েছে যে, অধিকাংশ নারী তাদেরই স্বীকৃত নীতির মাধ্যমে আপনা আপনি নিরাপদ হয়ে গেছে।

এখন বাঁদিদের সতীত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারটিও ইসলামে স্বাধীন নারীদের অনুরূপ ফরজ ও জরুরি। কিন্তু এর জন্য আইনগত কঠোরতা অবলম্বন করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে এ আইনও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা এই কুকর্ম থেকে বিরত হবে না, তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না; বরং যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করা হবে এবং শাস্তি দেওয়া হবে। এ আইন বাঁদিদের সতীত্বও স্বাধীন নারীদের অনুরূপ সংরক্ষিত করে দিয়েছে।

উপরিউক্ত সন্দেহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লামা ইবনে হাযম প্রমুখ আলোচ্য আয়াতের তাফসীর অধিকাংশ আলেমের তাফসীর থেকে ভিন্নরূপ করার প্রয়াস পেয়েছেন। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এরূপ তাফসীর করার প্রয়োজন নেই। বাঁদিদের হেফাজতের ব্যবস্থা না করা হলেই সন্দেহ হতে পারত।

মুসলমান হওয়ার পর ধর্ম ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড : আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিবিধ দুষ্কর্মের উল্লেখ করার পর তা থেকে বিরত না হলে এই শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে, مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا অর্থাৎ, ওরা যেখানেই থাকবে অভিসম্পাত ও লাঞ্ছনা ওদের সঙ্গী হবে এবং যেখানেই পাওয়া যাবে, গ্রেফতার করত হত্যা করা হবে। এটা সাধারণ কাফেরদের শাস্তি নয়। কুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, কাফেরদের জন্য শরিয়তে এরূপ আইন নেই; বরং তাদের জন্য আইন এই যে, প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে, তাদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হবে। এর পরও ইসলাম গ্রহণ না করলে মুসলমানদের অনুগত জিম্মি হয়ে থাকার আদেশ দেওয়া হবে। তারা এটা মেনে নিলে তাদের জান মাল ও ইজ্জত-আবরুর হেফাজত করা মুসলমানদের মতোই ফরজ হয়ে যাবে। তবে কেউ যদি তা না মানে এবং যুদ্ধ করতেই উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে সর্বাবস্থায় বন্দী ও হত্যার আদেশ শোনানো হয়েছে। এর কারণ এই যে, ব্যাপারটি ছিল মুনাফিকদের, তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলত। কোনো মুসলমান ইসলামের বিধানাবলির প্রকাশ্য বিরোধিতা করলে শরিয়তের পরিভাষায় তাকে মুরতাদ বলা হয়। তার সাথে শরিয়তের কোনো আপস নেই। তবে সে তওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুস্পষ্ট উক্তি এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্মপরম্পরা দ্বারা এটাই প্রমাণিত। মুসায়লামাতুল কায্যাব ও তার দলের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে-কেরামের ঐকমত্যে জিহাদ পরিচালনা এবং মুসায়লামার হত্যা এর যথেষ্ট প্রমাণ। আয়াতের শেষে একে আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত রীতি বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরিয়তেও মুরতাদের শাস্তি হত্যাই ছিল।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো :

১. নারীরা প্রয়োজনবশত : গৃহ থেকে বের হলে লম্বা চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করে বের হবে এবং চাদরটি মাথার উপরদিক থেকে লটকিয়ে মুখমণ্ডলও আবৃত করবে। প্রচলিত বোরকাও চাদরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

২. মুসলমানদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হয়, এরূপ কোনো গুজব ছড়ানো হারাম।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِتَّقِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُؤَنَّث حَاضِر বহছ اَمر حَاضِر مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– ভয় কর।

يُصَلُّوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعٌ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْلِيَةٌ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– রহমত বর্ষণ করেন। তোমরা বেঁচে থাক।

يُؤْذُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعٌ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْذَاءٌ মূলবর্ণ (ء ـ ذ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (مَهْمُوْز فَاء এবং نَاقِص يَائِىْ) অর্থ– কষ্ট দেয়। তারা যাতনা দেয়।

مُهِيْنًا : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلٌ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِهَانَةٌ মূলবর্ণ (ه ـ و ـ ن) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– অবমাননাকর।

يُدْنِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُؤَنَّث غَائِبٌ বহছ مُضَارِعٌ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِدْنَاءٌ মূলবর্ণ (د ـ ن ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– ঝুলিয়ে নেয়। লটকিয়ে নেয়।

اَلْمُرْجِفُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلٌ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرْجَافٌ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– মিথ্যা সংবাদ রটনাকারীগণ।

مَلْعُوْنِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব فَتَحَ মাসদার لَعْنٌ মূলবর্ণ (ل ـ ع ـ ن) জিনস صَحِيْح অর্থ– অভিশপ্ত, লা'নতকৃত।

ثُقِفُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব سَمِعَ মাসদার ثَقَفٌ মূলবর্ণ (ث ـ ق ـ ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– তাদেরকে পাওয়া যাবে।

اُخِذُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَخْذُ মূলবর্ণ (ء ـ خ ـ د) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ– ধর-পাকড় করা হবে।

قُتِّلُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْتِيْل মূলবর্ণ (ق ـ ت ـ ل) জিনস صَحِيْح অর্থ– হত্যা করা হবে।

لَنْ تَجِدَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِعٌ مَنْفِىّ مَعْرُوْف بَلَنْ বাব ضَرَبَ মাসদার وَجْدٌ মূলবর্ণ (و ـ ج ـ د) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ– আপনি পাবেন না। তুমি কখনো পাবে না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহা বিল ফে'ল اللّٰهَ ইসমে ইন্না وَاوْ হরফে আতফ مَلٰئِكَتَ মা'তূফ اللّٰهَ শব্দের। মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহি মিলে اِسْم اِنَّ আর يُصَلُّوْنَ ফে'ল ও ফায়েল এবং عَلٰى হরফে জার এবং النَّبِىِّ মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে مُتَعَلِّق ফে'ল, ফায়েল ও مُتَعَلِّق মিলে جُمْلَة হয়ে خَبَر اِنَّ হয়েছে। اِسْم اِنَّ ও خَبَر اِنَّ মিলে جُمْلَة اِسْمِيَّة হয়েছে।

يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۭ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۭ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿٦٣﴾

৬৩. এরা আপনার নিকট কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে; আপনি বলে দিন, তার খবর শুধু আল্লাহরই নিকট আছে; এবং আপনার সে সম্বন্ধে কি খবর– হয়তো কিয়ামত অচিরেই সংঘটিত হয়ে যাবে।

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿٦٤﴾

৬৪. নিঃসন্দেহে আল্লাহ কাফেরদেরকে রহমত থেকে দূরে রেখেছেন, আর তাদের জন্য দহনকারী অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٦٥﴾

৬৫. তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে, না তারা কোনো বন্ধু পাবে আর না কোনো সাহায্যকারী।

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾

৬৬. যেদিন দোজখে তাদের চেহারা ওলট-পালট করা হবে, (তখন) বলতে থাকবে, হায়! যদি আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের অনুগত হতাম!

وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاۗءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿٦٧﴾

৬৭. এবং এটাও বলবে, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও আমাদের মাতব্বরগণের কথা মান্য করেছিলাম, সুতরাং তারা আমাদেরকে (সোজা) পথ থেকে বিভ্রান্ত করেছিল।

رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾

৬৮. হে আমাদের রব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত করুন গুরুতরভাবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ এরা আপনার নিকট কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ তার খবর শুধু আল্লাহরই নিকট আছে وَمَا يُدْرِيْكَ এবং আপনার সে সম্বন্ধে কি খবর لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا হয়তো কিয়ামত অচিরেই সংঘটিত হয়ে যাবে।

৬৪. اِنَّ اللّٰهَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদেরকে রহমত হতে দূরে রেখেছেন। وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا আর তাদের জন্য দহনকারী অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৬৫. خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا না তারা কোনো বন্ধু পাবে। وَّلَا نَصِيْرًا আর না কোনো সাহায্যকারী।

৬৬. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ যেদিন দোজখে তাদের চেহারা ওলট-পালট করা হবে يَقُوْلُوْنَ তখন তারা বলতে থাকবে يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ হায়! যদি আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর আনুগত্য করতাম وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا এবং রাসূলের অনুগত হতাম।

৬৭. وَقَالُوْا এবং এটাও বলবে رَبَّنَآ হে আমাদের রব! اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاۗءَنَا আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও আমাদের মাতব্বরগণের কথা মান্য করেছিলাম فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا সুতরাং তারা আমাদেরকে (সোজা) পথ হতে বিভ্রান্ত করেছিল।

৬৮. رَبَّنَآ হে আমাদের রব! اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত করুন গুরুতরভাবে।

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ؕ ﴿٦٩﴾

৬৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঐ লোকদের অনুরূপ হয়ো না, যারা মূসাকে (মিথ্যা অপবাদ দ্বারা) কষ্ট দিয়েছিল, অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করে দিলেন এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার সমীপে বড়ই সম্মানিত ছিলেন।

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ ﴿٧٠﴾

৭০. হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, (তাঁর আনুগত্য কর) এবং সুসঙ্গত কথা বল।

يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

৭১. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আমলসমূহ কবুল করবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে মহা সফলতা লাভ করবে।

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۙ ﴿٧٢﴾

৭২. আমি এ আমানত (অর্থাৎ, আমার নির্দেশাবলি) পেশ করছিলাম আসমানসমূহ ও জমিন এবং পর্বতসমূহের সম্মুখে, অনন্তর তারা ঐ আমানত গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং তা থেকে ভীত হয়ে গেল এবং মানুষ তাকে নিজের জিম্মায় গ্রহণ করল। নিশ্চয় মানুষ অতিশয় জালিম, অজ্ঞ।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৯. يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ لَا تَكُوْنُوْا তোমরা ঐ লোকদের অনুরূপ হয়ো না كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا অনন্তর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ করে দিলেন وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার সমীপে বড়ই সম্মানিত ছিলেন।

৭০. يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে মুমিনগণ اتَّقُوا اللّٰهَ আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا এবং সুসঙ্গত কথা বল।

৭১. يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আমলসমূহ কবুল করবেন وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا সে মহা সফলতা লাভ করবে।

৭২. اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ আমি এ আমানত পেশ করেছিলাম عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ আসমানসমূহ ও জমিন এবং পর্বতসমূহের সম্মুখে فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا অনন্তর তারা এ আমানত গ্রহণ করতে অস্বীকার করল وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا এবং তা হতে ভীত হয়ে গেল وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ এবং মানুষ তাকে নিজের জিম্মায় গ্রহণ করল اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا নিশ্চয় মানুষ অতিশয় জালিম, অজ্ঞ।

৭৩. (এ দায়িত্ব গ্রহণের) পরিণামফল এই হলো যে, আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং অংশীবাদী পুরুষকে ও অংশীবাদী নারীদেরকে শাস্তি দিবেন, (কেননা এরাই আল্লাহর বিধানসমূহের বিনষ্টকারী,) পক্ষান্তরে তিনি মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করবেন; এবং আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৩. لِّيُعَذِّبَ اللّٰهُ পরিণাম ফল এই হলো যে, আল্লাহ শাস্তি দিবেন الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ এবং অংশীবাদী পুরুষকে ও অংশীবাদী নারীদেরকে وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ পক্ষান্তরে তিনি মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করবেন وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا এবং আল্লাহ তা'আলা অতি ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত ও শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়েছিল। কাফেরদের অনেকদল স্বয়ং কিয়ামত ও পরকালেই বিশ্বাসী ছিল না এবং অবিশ্বাস হেতু ঠাট্টা-বিদ্রূপচ্ছলে জিজ্ঞাসা করত, কিয়ামত কবে হবে? আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জবাব দেওয়া হয়েছে।

পূর্বেকার আয়াতে বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া মারাত্মক বিপজ্জনক আচরণ। এ আয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, এই বিরোধিতা তাঁদের কষ্টের কারণ।

হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল। প্রথম আয়াতে সেই ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা তাদের মতো হয়ো না। এর জন্য জরুরি নয় যে, মুসলমানরা এরূপ কোনো কাজ করেছিল; বরং কাজ করার পূর্বেই তাদেরকে এ কাহিনী শুনিয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। হাদীসে কোনো কোনো সাহাবীর যে ঘটনা বর্ণিত আছে তার অর্থ এই যে, তারা কখনো এদিকে লক্ষ্য করেননি যে, কথাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কষ্টদায়ক হবে। কোনো সাহাবী ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দিবেন এমন সম্ভাবনাও ছিল না। ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দেওয়ার যত কাহিনী বর্ণিত আছে, সবগুলোর কর্তাই মুনাফিক সম্প্রদায়। হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনী কি ছিল, তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করে এ আয়াতের তাফসীর করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত মূসা (আ.) অত্যন্ত লজ্জাশীল হওয়ার কারণে তাঁর দেহ ঢেকে রাখতেন। তাঁর শরীর কেউ দেখত না। তিনি পর্দার আড়ালে গোসল করতেন। তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে সকলের সামনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করার ব্যাপক প্রচলন ছিল। হযরত মূসা (আ.) কারো সামনে গোসল করেন না দেখে কেউ কেউ বলাবলি করল এর কারণ এই যে, তাঁর দেহে নিশ্চয় কোনো খুঁত আছে হয় তিনি ধবল কুষ্ঠরোগী, না হয় একশিরা রোগী। (অর্থাৎ তাঁর অণ্ডকোষ স্ফীত।) নতুবা তিনি অন্য কোনো ব্যাধিগ্রস্ত। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের খুঁত থেকে হযরত মূসা (আ.)-এর নির্দোষিতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করলেন। একদিন হযরত মূসা (আ.) নির্জনে গোসল করার জন্য কাপড় খুলে একখণ্ড পাথরের উপর তা রেখে দিলেন। গোসল শেষে যখন হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে চাইলেন, তখন প্রস্তর খণ্ডটি (আল্লাহর আদেশে) নড়ে উঠল এবং তাঁর কাপড়সহ দৌড়াতে লাগল। হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠি নিয়ে প্রস্তরের পিছনে পিছনে "আমার কাপড়, আমার কাপড়" বলতে বলতে দৌড় দিলেন। কিন্তু প্রস্তরটি থামল না যেতেই লাগল। অবশেষে প্রস্তরটি বনী-ইসরাঈলের এক সমাবেশে পৌঁছে থেমে গেল। তখন সে সব লোক হযরত মূসা (আ.)-কে আপাদ মস্তক উলঙ্গ অবস্থায় দেখে নিল এবং তাঁর দেহ নিখুঁত ও সুস্থ দেখতে পেল। (এতে তাদের বর্ণিত কোনো খুঁত বিদ্যমান ছিল না।) এভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-এর নির্দোষিতা সকলের সামনে প্রকাশ করে দিলেন। প্রস্তরখণ্ড থেমে যেতেই হযরত মূসা (আ.) তাঁর কাপড় উঠিয়ে পরে নিলেন। অতঃপর তিনি লাঠি দ্বারা প্রস্তর খণ্ডকে মারতে লাগলেন। আল্লাহর কসম, হযরত মূসা (আ.) -এর আঘাতের কারণে পাথরের গায়ে তিন, চার অথবা পাঁচটি দাগ পড়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনা বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কুরআনের এই আয়াতের এটাই অর্থ। কোনো কোনো সাহাবী থেকে বর্ণিত আরো একটি কাহিনী খ্যাত আছে, যা এই আয়াতের তাফসীরের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রত্যক্ষ উক্তির মাধ্যমে যে তাফসীর হয়, তাই অগ্রগণ্য।

وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا অর্থাৎ, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। আল্লাহ্‌র কাছে কারো মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর বাসনা অপূর্ণ রাখেন না। হযরত মূসা (আ.) যে এরূপ ছিলেন, তার প্রমাণ কুরআনের অনেক ঘটনায় রয়েছে। এসব ঘটনায় তিনি যেভাবে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করছেন, সেভাবেই কবুল হয়েছে। এসব দোয়ার মধ্যে বিস্ময়কর দোয়া এই যে, তিনি হযরত হারূন (আ.)-কে পয়গম্বর করার দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করে তাঁকে তাঁর রিসালাতে অংশীদার করে দেন। অথচ রেসালতের পদ কাউকে কারো সুপারিশের ভিত্তিতে দান করা হয় না। –[ইবনে কাছীর]

পয়গম্বরগণকে যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত রাখা আল্লাহ্‌র রীতি : এ ঘটনায় সম্প্রদায়ের দোষারোপের জবাবে নির্দোষিতা প্রমাণের বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলা এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অলৌকিকভাবে প্রস্তর খণ্ড কাপড় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে এবং হযরত মূসা (আ.) ও নিরূপায় হয়ে মানুষের সামনে উলঙ্গ অবস্থায় হাজির হয়েছেন। এই গুরুত্ব প্রদান এদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পয়গম্বরগণের দেহকে ঘৃণাত্মক খুঁত থেকে সাধারণভাবে পবিত্র ও মুক্ত রেখেছিলেন। বোখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সকল পয়গম্বরকেই উচ্চবংশে জন্মদান করা হয়েছে। কেননা সর্বসাধারণ যে বংশ ও পরিবারকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করে, সে পরিবারের কারো কথা শোনা ও মানা তাদের জন্য কঠিন হয়। অনুরূপভাবে পয়গম্বরগণের ইতিহাসে কোনো পয়গম্বরের অন্ধ, কানা, মূক অথবা বিকলাঙ্গ হওয়ারও প্রমাণ নেই। হযরত আইয়্যূব (আ.)-এর ঘটনা দ্বারা এতে আপত্তি তোলা যায় না। কারণ সেটা খোদায়ী রহস্য অনুযায়ী একটা বিশেষ পরীক্ষার জন্য ক্ষণস্থায়ী ব্যাধি ছিল, যা পরে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল।

- قَوْل سَدِيْد - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ এর তাফসীর সত্য কথা, সরল কথা, সঠিক কথা করা হয়েছে। ইবনে কাছীর সবগুলো উদ্ধৃতি করে বলেন, সবই ঠিক। কুরআন পাক এস্থলে مُسْتَقِيْم - صَادِق ইত্যাদি শব্দ বাদ দিয়ে سَدِيْد শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা এ শব্দের মধ্যে সবগুলো গুণাবলিই বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই কাশেমী রূহুল-বয়ানে বলেন, قَوْل سَدِيْد এমন কথা যা সত্য তাতে মিথ্যার নামগন্ধও নেই, সঠিক যাতে ভুলের নামগন্ধ নেই, গাম্ভীর্যপূর্ণ যাতে রসিকতার নামগন্ধও নেই, কোমল যা হৃদয় বিদারক নয়।

মুখ সংশোধন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কর্মসংশোধনের কার্যকর উপায় : এ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি মূল আদেশ হচ্ছে আল্লাহভীতি অবলম্বন কর। এর স্বরূপ যাবতীয় আল্লাহর বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য। অর্থাৎ, যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ ও মাকরূহ কাজ থেকে বিরত থাকা। বলাবাহুল্য, এটা মানুষের জন্য সহজ কাজ নয়। তাই আল্লাহভীতির আদেশের পর একটি বিশেষ কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ, কথাবার্তা সংশোধন করা। এটাও আল্লাহভীতিরই এক অংশ; কিন্তু এমন অংশ, যা করায়ত্ত হয়ে গেলে আল্লাহভীতির অবশিষ্ট অংশগুলো আপনা-আপনি অর্জিত হতে থাকে। যেমন, এ আয়াতেই সঠিক কথা অবলম্বনের ফলশ্রুতিতে يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ -এর ওয়াদা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি মুখকে ভুলভ্রান্তি থেকে নিবৃত রাখ এবং সঠিক ও সরল কথা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সর্বকর্ম সংশোধন করে দিবেন। আয়াতের শেষে আরও ওয়াদা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিবেন।

কুরআনি বিধানসমূহে সহজকরণের বিশেষ গুরুত্ব : কুরআন পাকের সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায় যে, যেখানেই কোনো কঠিন ও দুরূহ আদেশ দেওয়া হয়, সেখানেই তা সহজ করার নিয়মও বলে দেওয়া হয়। আল্লাহভীতি সমস্ত ধর্মকর্মের নির্যাস এবং এতে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করার ব্যাপার। তাই সাধারণভাবে যেখানে আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে এর পরেই এমন কর্ম বলে দেওয়া হয়েছে, যা অবলম্বন করলে আল্লাহভীতির অন্যান্য স্তম্ভ পালন করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সহজ করে দেওয়া হয়। আলোচ্য আয়াতে اِتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের পর وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا শিক্ষা দেওয়া এরই একটি নযীর। এর পূর্বের আয়াতে اِتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের পর لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى বলে এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র সৎ ও প্রিয় বান্দাদেরকে কষ্ট দেওয়া আল্লাহভীতির পথে একটি বৃহৎ বাধা। এটা পরিত্যাগ করলে আল্লাহভীতি সহজ হয়ে যাবে।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে اِتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ এতে আল্লাহভীতিকে সহজ করার জন্য এমন লোকদের সংসর্গ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যারা কথায় ও কাজে সাচ্চা। এর মানে যারা আল্লাহর ওলী। আরো এক আয়াতে اِتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের সাথে وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত সে আগামীকাল অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনের জন্য কি পুঁজি প্রেরণ করেছে। এর সারমর্ম পরকাল চিন্তা। এটা আল্লাহভীতির সকল স্তম্ভকেই সহজ করে দেয়।

মুখ ও কথার সংশোধন উভয় জাহানের কাজ ঠিক করে দেয় : হযরত শাহ্ আবদুল কাদের দেহলভী (র.) এ আয়াতের যে অনুবাদ করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে সোজা কথায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে কর্ম সংশোধনের ওয়াদা কেবল ধর্মীয় মর্মেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং দুনিয়ার সব কর্মও এতে দাখিল আছে। যে ব্যক্তি সঠিক কথায় অভ্যস্ত হয়, কখনো মিথ্যা বলে না, চিন্তাভাবনা করে দোষত্রুটি মুক্ত কথা বলে, প্রতারণা করে না এবং অন্যের মর্মপীড়ার কারণ হয় এমন কথা বলে না, তার পরকাল ও দুনিয়া উভয় জাহানের কর্ম সঠিক হয়ে যাবে। হযরত শাহ্ সাহেবের অনুবাদ এই : বল সোজা কথা, যাতে পরিপাটি করে দেন তোমার জন্য তোমার কর্ম।

সমগ্র সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মান, সম্ভ্রম ও আনুগত্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সূরার উপসংহারে এই আনুগত্যের সুউচ্চ মর্যাদা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য ও তাঁদের আদেশাবলি পালনকে "আমানত" শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এর কারণ পরে বর্ণিত হবে।

আমানতের উদ্দেশ্য কী : এখানে আমানত শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ী প্রমুখ তাফসীরবিদগণের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে; যেমন শরিয়তের ফরজ কর্মসমূহ, সতীত্বের হেফাজত, ধন-সম্পদের আমানত, অপবিত্রতার গোসল, নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ ইত্যাদি। এ কারণেই অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন যে, ধর্মের যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম এই আমানতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। –[কুরতুবী]

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, শরিয়তের যাবতীয় আদেশ নিষেধের সমষ্টিই আমানত। আবূ হাইয়ান বাহ্‌রে মুহীতে বলেন, اَلظَّاهِرُ اَنَّهَا كُلُّ مَايُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ مِنْ اَمْرٍ وَنَهْيٍ وَشَانٍ وَدِيْنٍ وَدُنْيَا وَالشَّرْعُ كُلُّهُ اَمَانَةٌ وَهٰذَا قَوْلُ الْجُمْهُوْرِ প্রত্যেক যে বিষয়ে মানুষের উপর আস্থা রাখা হয় অর্থাৎ আদেশ-নিষেধ এবং প্রত্যেক যে অবস্থা দীন-দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং সমগ্র শরিয়ত আমানত। এটাই অধিকাংশের উক্তি।

সারকথা এই যে, আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরিয়তের বিধানাবলি দ্বারা আদিষ্ট হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত এবং বিরোধিতা অথবা ত্রুটি করলে জাহান্নামের আজাব প্রতিশ্রুত। কেউ কেউ বলেন, আমানতের উদ্দেশ্য আল্লাহর বিধানাবলির ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা, যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল। উন্নতি এবং আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। যেসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এই যোগ্যতা নেই, তারা স্বস্থানে যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা তাদের স্থান থেকে উন্নতি করতে পারে না। এ কারণেই আকাশ, পৃথিবী এমনকি, ফেরেশতাগণের মধ্যেও উন্নতি নেই। তারা নৈকট্যের নিজ নিজ স্থানেই অনড় হয়ে আছে। তাদের অবস্থা এই– وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। আমানতের এই অর্থ অনুযায়ী আমানত সম্পর্কিত সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত পরস্পর সমঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের উক্তিসমূহও এতে প্রায় একমত হয়ে যায়।

বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে হযরত হুযাইফা (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দু'টি হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি আমরা চাক্ষুষ দেখে নিয়েছি এবং অপরটির অপেক্ষায় আছি।

প্রথম হাদীস এই যে, ধর্মের কৃতী সন্তানদের অন্তরে আমানত নাজিল করা হয়েছে, অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে ফলে মুমিনরা কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং সুন্নাহ থেকে কর্মের আদর্শ লাভ করেছে।

দ্বিতীয় হাদীস এই যে, (এক সময় আসবে যখন) মানুষ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হতেই তার অন্তর থেকে আমানত ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তার এমন কিছু চিহ্নমাত্র থেকে যাবে, যেমন কেউ আগুনের অঙ্গার পায়ে সরিয়ে দিল। (অঙ্গার তো দূরে সরে গেল কিন্তু) তাঁর চিহ্ন ফোসকার আকারে পায়ে থেকে গেল। অথচ এতে অগ্নির কোনো অংশ নেই...........মানুষ পরস্পরে লেনদেন ও চুক্তি করবে, কিন্তু আমানতের হক কেউ আদায় করবে না। (আমানতদার লোকের অভাব দেখা দিবে যে,) মানুষ বলবে, অমুক গোত্রের মধ্যে একজন আমানতদার আছে।

এই হাদীসে মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কশীল একটি বিষয়কে আমানত বলা হয়েছে। এ বিষয়টিই শরিয়তের আদেশ-নিষেধ দ্বারা আদিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, চারটি বস্তু এমন যে, এগুলো অর্জিত হয়ে গেলে দুনিয়ার অন্য কোনো বস্তু অর্জিত না হলেও পরিতাপের কিছু নেই। সেগুলো এই, আমানতের হেফাজত, সত্যবাদিতা, নিষ্কলুষ চরিত্র, হালাল খাদ্য। -(ইবনে কাছীর)

আমানত কিরূপে পেশ করা হয়েছিল : উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করেছিলাম। তারা সকলেই এর বোঝা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এর যথার্থ হক আদায় করার ব্যাপারে ভীত হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ এই বোঝা বহন করে নিল।

এখানে চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা বাহ্যত : অপ্রাণীবাচক ও চেতনাহীন বস্তু। তাদের সামনে আমানত পেশ করা এবং তাদের প্রত্যুত্তর দেওয়া কি প্রকারে সম্ভব হলো?

কেউ কেউ একে রূপক ও উপমা সাব্যস্ত করেছেন। যেমন কুরআন পাক এক জায়গায় উপমাস্বরূপ বলেছে : لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ আমি এই কুরআন পর্বতের উপর নাজিল করলে আপনি দেখতেন যে, পর্বতও এর ভারে নুয়ে পড়ত এবং আল্লাহর ভয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এখানে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে এই উপমা বর্ণিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে পর্বতের উপরে অবতীর্ণ করা উদ্দেশ্য নয়। اِنَّا عَرَضْنَا আয়াতও তাঁদের মতে তেমনি একটি উপমা।

কিন্তু অধিকাংশ আলেমের মতে এটা ঠিক নয়। কেননা এর প্রমাণস্বরূপ যে আয়াত পেশ করা হয়েছে, তাতে কুরআন পাক لَوْ শব্দ ব্যবহার করে ব্যাপরটি যে নিছক ধরে নেওয়ার পর্যায়ে, তা নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একে কোনো প্রমাণ ব্যতিরেকে রূপক ও উপমা মেনে নেওয়া বৈধ হবে না। যদি প্রমাণ পেশ করা হয় যে, এসব বস্তু অচেতন ও জড়, এদের সাথে প্রশ্নোত্তর হতে পারে না, তবে তা কুরআনের অন্যান্য বর্ণনা দৃষ্টে প্রত্যাখ্যাত হবে। কারণ কুরআন পাকের স্পষ্ট ইরশাদ এই :

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর হামদ, পবিত্রতা ঘোষণা করে। বলা বাহুল্য, আল্লাহকে চেনা এবং তাঁকে স্রষ্টা, মালিক, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে তাঁর স্তুতি পাঠ করা চেতনা ও উপলব্ধি ব্যতীত সম্ভবপর নয়। তাই এ আয়াত দৃষ্টে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, উপলব্ধি ও চেতনা সকল সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এমন কি, জড় পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। এই উপলব্ধি ও চেতনার ভিত্তিতেই তাদেরকে সম্বোধন করা যায় এবং তারা উত্তরও দিতে পারে। উত্তর শব্দ ও অক্ষরের মাধ্যমেও হতে পারে। এতে বুদ্ধিগত কোনো অসম্ভাব্যতা নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালাকে বাকশক্তি দিতে পারেন। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আক্ষরিক অর্থেই আমানত পেশ করা হয়েছে এবং তারা আক্ষরিক অর্থেই এ বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এতে কোনো উপমা অথবা রূপকতা নেই।

আমানত ইচ্ছাধীন পেশ করা হয়েছিল, বাধ্যতামূলকভাবে নয় : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করলেন, তখন তাদের তা বহন করতে অস্বীকার করার শক্তি কিরূপে হলো? আল্লাহ্র অবাধ্যতার কারণে তাদের তো নাস্তনাবুদ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এছাড়া আকাশ ও পৃথিবী যে, আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ ও অনুগত, তা কুরআনের আয়াত اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ বাক্যটি দ্বারাও প্রমাণিত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন আমার আদেশ পালন করার জন্য সানন্দে অথবা বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হও, তখন তারা উত্তরে বলল, আমরা সানন্দে উপস্থিত আছি।

এ প্রশ্নের জবাব এই যে, এ আয়াতে তাদেরকে এক শাসকসুলভ অনুবর্তিতার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, যাতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা রাজি হও অথবা না হও, সর্বাবস্থায় এ আদেশ মানতে হবে। কিন্তু আমানত পেশ করার আয়াত এরূপ নয়। এতে আমানত পেশ করে তাদেরকে কবুল করা ও কবুল না করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল।

ইবনে-কাছীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান বসরী, মুজাহিদ প্রমুখ একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে আমানত পেশ করার এই বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে আকাশের সামনে অতঃপর পৃথিবীর সামনে এবং শেষে পর্বতমালার সামনে ইচ্ছাধীন আকারে এ বিষয় পেশ করেন যে, আমার আমানতের বোঝা নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে তোমরা বহন কর। প্রত্যেকেই বিনিময় কি? তা জানতে চাইলে বলা হলো, তোমরা পূর্ণরূপে আমানত বহন করলে অর্থাৎ বিধানাবলি পুরোপুরি পালন করলে পুরস্কার, ছওয়াব এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করবে। পক্ষান্তরে বিধানাবলি পালন না করলে অথবা ত্রুটি করলে আজাব ও শাস্তি দেওয়া হবে। একথা শুনে এসব বিশালকায় সৃষ্টি জবাব

দিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এখনো আপনার আজ্ঞাবহ দাস; কিন্তু আমাদেরকে যখন এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা এ বোঝা বহন করতে নিজেদেরকে অক্ষম পাচ্ছি। আমরা ছওয়াব ও চাই না এবং আজাবও ভোগ করার শক্তি রাখি না।

তাফসীরে-কুরতুবীতে উদ্ধৃত হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সম্বোধন করে বললেন, আমি আমার আমানত আকাশ ও পৃথিবীর সামনে পেশ করেছিলাম তখন তারা এই বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এখন তুমি কি এর নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে এই আমানত বহন করতে সম্মত আছ? হযরত আদম (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে পালনকর্তা, এর বিনিময় কি প্রতিদান পাওয়া যাবে? উত্তর হলো, পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য করলে পুরস্কার পাবে (যা আল্লাহ্র নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকারে হবে)। পক্ষান্তরে যদি এই আমানত পণ্ড কর, তবে শাস্তি পাবে। হযরত আদম (আ.) আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টিতে উন্নতি লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন করে নিলেন। বোঝা বহনের পর জোহর থেকে আসর পর্যন্ত যতটুকু সময়, ততটুকু সময়ও অতিবাহিত হতে পারেনি, ইতোমধ্যে শয়তান তাকে সুপ্রসিদ্ধ পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দিল এবং তিনি জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হলেন।

আমানত কখন পেশ করা হয়েছিল : উপরে বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির পূর্বেই আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করা হয়েছিল। আদম সৃষ্টির পর তাঁর কাছে এ কথাও প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তোমার পূর্বে আকাশ এবং পৃথিবীর সামনেও এ আমানত পেশ করা হয়েছে। তাদের শক্তি ছিল না বিধায় তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। বাহ্যত বুঝা যায় যে, اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্বে এ আমানত পেশ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কেননা এ অঙ্গীকার আমানতের বোঝা বহন করার প্রথম দফা এবং পদের শপথ করার স্থলাভিষিক্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমানত বহনের যোগ্যতা জরুরি ছিল : আল্লাহ তা'আলা আদি তকদীরে স্থির করে নিয়েছিলেন যে, তিনি হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। এ প্রতিনিধিত্ব তাকেই দানকরা যেত, যে আল্লাহর বিধানাবলি মেনে চলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারত। কেননা এই প্রতিনিধিত্বের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করবে এবং মানব জাতিকে আল্লাহর বিধানাবলির আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই সৃষ্টিগতভাবে হযরত আদম (আ.) এই আমানত বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অথচ তিনি জানতেন যে, বিশালকায় সৃষ্টবস্তু এ ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। –[মাযহারী]

اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا - ظَلُوْم অর্থ নিজের প্রতি জুলুমকারী এবং جَهُوْل -এর মর্মার্থ পরিণামের ব্যাপারে অজ্ঞ। এ বাক্য থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এতে সর্বাবস্থায় মানুষের নিন্দা করা হয়েছে যে, এই অর্বাচীন সাধ্যাতীত বিরাট বোঝা বহন করে নিজের প্রতি জুলুম করেছে; কিন্তু কুরআনি বর্ণনাদৃষ্টে বাস্তবে তা নয়। কেননা মানুষ বলে হযরত আদম (আ.) -কে বুঝানো হলে তিনি তো নিষ্পাপ পয়গম্বর। তিনি নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁকে আল্লাহর প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। তাঁকে ফেরেশতাদের দ্বারা সেজদা করানো হয়। পরকালে তাঁর মর্যাদা ফেরেশতাদেরও উর্ধ্বে রাখা হয়। পক্ষান্তরে মানুষ বলে সমগ্র মানবজাতি বুঝানো হলে তাদের মধ্যে লাখো পয়গম্বর রয়েছেন এবং কোটি কোটি সৎকর্মপরায়ণ ওলী রয়েছেন, যাদের প্রতি ফেরেশতাগণও ঈর্ষা করেন। তাঁরা কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁরা আল্লাহর এই আমানতের যথার্থই হকদার ছিলেন। তাঁদের কারণে কুরআন পাক মানব জাতিকে "আশরাফুল মাখলুকাত" আখ্যায়িত করেছে। বলা হয়েছে وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, হযরত আদম (আ.) ও সমগ্র মানব জাতি কেউই নিন্দার পাত্র নয়। এ কারণেই তাফসীরবিদগণ বলেন যে, উপরিউক্ত বাক্যটি নিন্দার জন্য নয়; বরং অধিকাংশ ব্যক্তির বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করার জন্য অবতারণা করে হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মানব জাতির অধিকাংশ জালিম ও অজ্ঞ প্রমাণিত হয়েছে। তারা এই আমানতের হক আদায় করেনি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশের অবস্থা বিধায় একে মানব জাতিরই অবস্থা বলে দেওয়া হয়েছে।

সারকথা এই যে, আয়াতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তিবর্গকে জালিম ও অজ্ঞ বলা হয়েছে, যারা শরিয়তের আনুগত্যে সফলকাম হয়নি এবং আমানতের হক আদায় করেনি। কাফের, মুনাফিক ও পাপাচারী মুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবায়ের, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ থেকে একই তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। –[কুরতুবী]

কেউ কেউ বলেন, ظَلُوْم ও جَهُوْل শব্দদ্বয় এ স্থলে সরল গোবেচারা অর্থে আদরের সুরে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে ও তাঁর নৈকট্যের আশায় পরিণামের কথা চিন্তা করেনি। এভাবে এ শব্দদ্বয় গোটা মানবজাতির জন্যও হতে পারে। তাফসীরে মাযহারীতে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (র.) ও অন্যান্য সূফী বুযুর্গ থেকে এ ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে।

لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ এখানে لَام অব্যয়টি কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা অর্থে নয়; বরং ব্যাকরণের পরিভাষায় একে لَام عَاقِبَة বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পরিণামে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দিবেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এক আরবি কবিতায় এই لَامْ এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে لِدُوْا لِلْمَوْتِ ابْنُوْا لِلْخَرَابِ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ কর পরিণামে মৃত্যুর জন্য এবং নির্মাণ কর পরিণামে বিধ্বস্ত হওয়ার জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জন্মগ্রহণকারীর পরিণাম মৃত্যু এবং প্রত্যেক নির্মাণের পরিণাম ধ্বংস।

وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ -এর সাথে এ বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, মানুষ যে আমানতের বোঝা বহন করেছে, এর পরিণামে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে -(এক) কাফের, মুনাফিক ইত্যাদি, যারা অবাধ্য হয়ে আমানত নষ্ট করে দিবে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। (দুই) মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী। যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আমানতের হক আদায় করবে। তাদের সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমা সুন্দর ব্যবহার করা হবে।

পূর্বে ظَلُوْم ও جَهُوْل শব্দদ্বয়ের এক তাফসীরে বলা হয়েছে যে, এটা সমগ্র মানবজাতির জন্য নয়; বরং বিশেষ ধরনের লোকদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার আমানতকে নষ্ট করে দিবে। উপরিউক্ত সর্বশেষ বাক্যেও এ তাফসীরের সমর্থন রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا يَجِدُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার وَجْدٌ মূলবর্ণ (و ـ ج ـ د) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ– তারা পাবে না।

اَطَعْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– আমরা আনুগত্য করতাম।

اٰتِهِمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (ا ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوْز فَاء) অর্থ– তাদের প্রদান করুন।

اِلْعَنْهُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার لَعْنٌ মূলবর্ণ (ل ـ ع ـ ن) জিনস صَحِيْح অর্থ– তাদের প্রতি অভিসম্পাত করুন।

اٰذَوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْذَاءٌ মূলবর্ণ (أ ـ ذ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوْز فَاء) অর্থ– যারা কষ্ট দিয়েছিল।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اَبَيْنَ : সীগাহ جَمْع مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اِبَاءٌ মূলবর্ণ (ا ـ ب ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوْز فَاء) অর্থ– তারা অস্বীকার করল।

يَحْمِلْنَهَا : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার حَمْلٌ মূলবর্ণ (ح ـ م ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– ঐ আমানত গ্রহণ করতে। বহন করতে।

اَشْفَقْنَ : সীগাহ جَمْع مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِشْفَاقٌ মূলবর্ণ (ش ـ ف ـ ق) জিনস صَحِيْح অর্থ– ভীত হয়ে গেল। ভয় পেয়ে গেল।

يَتُوْبُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف لَامْ كَىْ বাব نَصَر মাসদার تَوْبٌ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– সে তওবা করে। আবার ফিরে আসে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا : এখানে اٰتِهِمْ শব্দটি ফে'ল। উহ্য যমীর انت তার ফায়েল। هُمْ প্রথম مَفْعُول بِه আর ضعفين হলো দ্বিতীয় مَفْعُول بِه। مِنَ الْعَذَابِ শব্দটি ضِعْفَيْنِ -এর সিফত। وَالْعَنْهُمْ শব্দটি ফে'ল। উহ্য যমীর اَنْتَ তার ফায়েল। هُمْ শব্দটি مَفْعُول بِه এবং لَعْنًا শব্দটি মাফউলে মুতলাক। وَكَبِيْرًا শব্দটি لَعْنًا -এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন, খ. ৬. পৃ. ২০৩]

سُوْرَةُ سَبَاٍ مَكِّيَّةٌ
সূরা সাবা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৫৪, রুকূ'–৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহরই উপযোগী, যাঁর স্বত্বাধীনে আছে আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে এবং আখেরাতেও প্রশংসা তাঁরই জন্য; এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব বিষয়ে অবহিত।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ ط وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿١﴾
২. তিনি সমস্তই আবগত আছেন যা কিছু জমিনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে থাকে, আর যা কিছু বহির্গত হয় তা থেকে, আর যা কিছু আসমান থেকে অবতরণ করে এবং যা কিছু তাতে আরোহণ করে এবং তিনি পরম দয়াময়, ক্ষমাশীল।	يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ط وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ ﴿٢﴾
৩. আর এ কাফেররা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না; আপনি বলে দিন, (কেন আসবে না?) হাঁ, কসম আমার প্রতিপালকের, যিনি অদৃশ্যের জ্ঞাতা–অবশ্যই তা তোমাদের উপর আসবে,	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ لا عٰلِمِ الْغَيْبِ ج

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহরই উপযোগী اَلَّذِيْ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ যার স্বত্বাধীনে আছে আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ এবং আখরাতেও প্রশংসা তাঁরই জন্য وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত।

২. يَعْلَمُ তিনি সমস্তই অবগত আছেন مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ যা কিছু জমিনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে থাকে وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا আর যা কিছু বহির্গত হয় তা থেকে وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ আর যা কিছু আসমান হতে অবতরণ করে وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا এবং যা কিছু তাতে আরোহণ করে وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ এবং তিনি পরম দয়াময়, ক্ষমাশীল।

৩. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এ কাফেররা বলে لَا تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না قُلْ আপনি বলে দিন بَلٰى وَرَبِّيْ হ্যাঁ, কসম আমার প্রতিপালকের لَتَأْتِيَنَّكُمْ অবশ্যই তা তোমাদের উপর আসবে عٰلِمِ الْغَيْبِ যিনি অদৃশ্যের জ্ঞাতা

লَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣﴾	** আসমানসমূহের অনুপরিমাণ বস্তুও তাঁর থেকে অগোচর নয়, আর না জমিনের, আর না তা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র বস্তু আছে, আর না কোনো বৃহৎ বস্তু, কিন্তু এ সমস্তই সমুজ্জ্বল কিতাবে (লওহে মাহফূজে, লিখিত) আছে।
لِّيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴿٤﴾	৪. (সে দিবস এজন্য আসবে) যেন তাদেরকে বিনিময় দান করেন, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে; এরূপ লোকদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।
وَالَّذِيْنَ سَعَوْ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿٥﴾	৫. আর যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে (নবীকে) পরাভূত করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করছিল, তাদের যন্ত্রণাদায়ক কঠোর শাস্তি হবে।
وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٦﴾	৬. এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা এ কুরআনকে– যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে– এ মনে করে যে, তা সত্য এবং তা প্রবল, প্রশংসনীয় আল্লাহর পথ প্রদর্শন করে।
وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿٧﴾	৭. এবং এ কাফেররা বলাবলি করে যে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তি দেখিয়ে দিব– যে তোমাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে, যখন তোমরা সম্পূর্ণভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তোমরা অবশ্যই এক নতুন জন্ম প্রাপ্ত হবে?

শাব্দিক অনুবাদ :

** لَا يَعْزُبُ عَنْهُ তাঁর থেকে অগোচর নয় مِثْقَالُ ذَرَّةٍ অনুপরিমাণ বস্তুও فِي السَّمٰوٰتِ আসমানসমূহের وَلَا فِي الْاَرْضِ আর না জমিনের وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ আর না তা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র বস্তু আছে وَلَآ اَكْبَرُ আর না কোনো বৃহৎ বস্তু اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ কিন্তু এ সমস্তই সমুজ্জ্বল (লওহে মাহফূজে) আছে।

৪. لِّيَجْزِيَ যেন তাদেরকে বিনিময় দান করেন الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ এরূপ লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ এবং সম্মানজনক জীবিকা।

৫. وَالَّذِيْنَ سَعَوْا আর যারা চেষ্টা করেছিল فِيْٓ اٰيٰتِنَا আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে مُعٰجِزِيْنَ (নবীকে) পরাভূত করার উদ্দেশ্যে اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ তাদের যন্ত্রণাদায়ক কঠোর শাস্তি হবে।

৬. وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা এ কুরআনকে এই মনে করে যে الَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে هُوَ الْحَقَّ তা সত্য وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ এবং তা প্রবল, প্রশংসনীয় আল্লাহর পথ প্রদর্শন করে।

৭. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং এ কাফেররা বলাবলি করে যে هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তি দেখিয়ে দিব يُّنَبِّئُكُمْ যে তোমাদেরকে এ সংবাদ দেয় যে اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ যখন তোমরা সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ তখন তোমরা অবশ্যই এক নতুন জন্ম প্রাপ্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে সাবা প্রসঙ্গে : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বর্ণনা করেন, তাফসীরকারগণ এ সম্পর্কে একমত যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু একটি আয়াত সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীদের একদল বলেছেন যে, এটি মদিনায়ে মুনাওয়ারায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি হলো وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ..... وَيَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ; আর এ আয়াতের اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ মতই পোষণ করতেন। আর তত্ত্বজ্ঞানীদের আরেক দল উপরিউক্ত আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে মত পোষণ করেছেন। আর اَلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ বাক্য দ্বারা 'আহলে কিতাবের আলেমদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। মোকাতেল (র.) এ মত পোষণ করতেন। তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, এর দ্বারা সকল মোমেন বিশেষত তত্ত্বজ্ঞানী আলেমদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

–[তাফসীরে কুরতুবী, খ. ৪, পৃ- ২৫৮, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ. ৫, পৃ-৫৫৫]

নামকরণ : এ সূরার নাম সাবা। এটি একটি স্থানের নাম। সাবা এলাকার অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। তারা ছিল অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনেক সমৃদ্ধি দান করেছিলেন। যুগ যুগ ধরে তারা সেখানে রাজত্ব করেছিল। ইতঃপূর্বে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনায় রাণী বিলকিসের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বিলকিস এ সাবারই রাণী ছিলেন। সাবা এলাকাবসীর সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহ পাকের প্রতি শোকর গুজার হওয়া ছিল তাদের কর্তব্য, কিন্তু এ কর্তব্য পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছিল এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য এবং অকৃতজ্ঞ হয়েছিল। পরিণামে তারা হয়েছিল অভিশপ্ত, ভাগ্য বিড়ম্বিত। এ সূরায় তাদের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে যেন অনাগত ভবিষ্যতের মানুষ তাদের এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে 'আমানতের' উল্লেখ ছিল, আর এ সূরায় আমানতের খোয়ানতকারীদের শোচনীয় পরিণাম ঘোষিত হয়েছে। যেমন সাবা জাতি আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত লাভে ধন্য হয়েছিল, কিন্তু নাফরমানি, অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা এবং অহংকার তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছিল, যারা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অর্পিত 'আমানত' সংরক্ষণে অবহেলা করবে, সেই মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে আজাব দেওয়া হবে। এ পর্যায়ে 'সাবা' জাতির মুশরিক ও মুনাফিকদের শাস্তির ঘটনা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। 'সাবা জাতির ঘটনার পূর্বে এ সূরায় হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনা স্থান পেয়েছে। আল্লাহ পাকের এ দুজন মনোনীত বান্দা কিভাবে তাঁদের প্রতি অর্পিত 'আমানত' সংরক্ষণ করেছেন, তার বিবরণও দেওয়া হয়েছে এ সূরায়। হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.) শুধু নবীই ছিলেন না; বরং সে যুগের বাদশাহও ছিলেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাঁরা। আর সে ক্ষমতা সাধারণ রাজা বাদশাহর ক্ষমতার অনুরূপ নয়; বরং অসাধারণ ক্ষমতা তাদেরকে প্রদান করা হয়েছিল। জিন জাতি হযরত সোলায়মান (আ.)-এর অনুগত ছিল, পশু-পক্ষী তাঁর তাবেদার ছিল, আল্লাহ পাক বাতাসকেও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা উভয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত থাকতেন, আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগিতে সর্বদা মশগুল থাকতেন, তাঁর শোকরগুজারীতে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। আলোচ্য সূরায় হযরত দাউদ (আ.) এবং হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনার পরই 'সাবা' জাতির অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে, যা সমগ্র মানব জাতির জন্য শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে।

–[তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.), খ-৫, পৃ. ৫৫৫-৫৭]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জামায় নাজিল হয়েছে। ইবনে মরদুবিয়া এবং বায়হাকী 'দালায়েলে' এর উল্লেখ করেছেন।

–[তাফসীরে আদদুররুল মানসূর, খ. -৫, পৃ-২৪৫]

আল্লামা আলূসী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে কাতাদা (র.) এ মতই পোষণ করতেন। আল্লামা আলূসী (র.) আরো লিখেছেন যে, পূর্ববর্তী সূরার শেষের দিকে ইরশাদ হয়েছে। يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ অর্থাৎ 'কাফেররা বিদ্রূপ করে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিয়ামত হবে'? আর এ সূরায় ইরশাদ হয়েছে- وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ অর্থাৎ কাফেররা কিয়ামতকে সরাসরি অস্বীকার করে বলতো যে, 'কিয়ামত আমাদের আসবে না' তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে এ সূরায়।

শানে নযূল : পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াত لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ যখন নাজিল হলো [আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক ও মুশরিক নারী পুরুষকে শাস্তি দিবেন] একথা শ্রবণ করে আবূ সুফিয়ানসহ মক্কার অন্যান্য কাফেররা বলল, হযরত মোহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে আজাবের ভয় প্রদর্শন করে যে, 'আমাদের মৃত্যু হবে এবং এরপর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হাজির করা হবে এবং আমাদের শাস্তি হবে, অথচ কিয়ামত কখনো আমাদের নিকট আসবে না', তারই জবাবে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ [হে রাসূল!] আপনি বলুন, 'কেন নয়' অবশ্যই আসবে' শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয় তা তোমাদের নিকট আসবে'। এরপর কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর দ্বারাও উভয় সূরার মধ্যকার সম্পর্ক অনুধাবন করা যায়। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খ. ২২, পৃ. -১০২-০৩]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ [-৩]

শানে নুযূল : আবূ সুফিয়ান যখন لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ শুনতে পেল, তখন মক্কার কাফেরদেরকে বলল যে, মুহাম্মদ তো আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শন করছে যে, মৃত্যুবরণ করার পর আমাদেরকে শাস্তি পোহাতে হবে। মরণের পর আবার জীবিত হতে হবে তার ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছে। লাত ও উয্যা দেবতাদ্বয়ের কসম করে বলছি, কিয়ামত নামের মহা প্রলয় আমাদের উপর কখনোও আসবে না। আমরাও পুনরুত্থিত হব না। আবূ সুফিয়ানের ধৃষ্টতাপূর্ণ প্রচারণার জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল করেন এবং তাতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ সত্তার শপথ করে কিয়ামত সুনিশ্চত আসবে তার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন।

–[বাহরে মুহীত্ব ২৪৭/৭, রূহুল মা'আনী ১০৩/২২-১১, কুরতুবী ২৩১/১৪]

عَلِمِ الْغَيْبِ এটা رَبِّ শব্দের বিশেষণ, পূর্বে যার শপথ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলির মধ্য থেকে এখানে অদৃশ্য জ্ঞান ও সর্বব্যাপী জ্ঞানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। কাফেরদের কিয়ামত অস্বীকার করার বড় কারণ ছিল এই যে, সমস্ত মানুষ মরে মাটি হয়ে গেলে সেই মাটির কণাসমূহও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করা, অতঃপর প্রত্যেক মানুষের কণাকে অন্য মানুষের কণা থেকে আলাদা করে তার অস্তিত্বে সংযুক্ত করা কেমন করে সম্ভবপর? একে অসম্ভব মনে করার ভিত্তি এটাই ছিল যে, তারা আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও কুদরতকে নিজেদের জ্ঞান ও কুদরতের অনুরূপ মনে করে রেখেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর জ্ঞান সারা বিশ্বব্যাপী। আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সবকিছু তিনি জানেন। কোন বস্তু কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাও তিনি জানেন। সৃষ্টির কোনো কণা তাঁর অজ্ঞাত নয়। এই সর্বব্যাপী জ্ঞান আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। ফেরেশতা হোক কিংবা পয়গম্বর কারো এরূপ সর্বব্যাপী জ্ঞান অর্জিত হতে পারে না। এমন সর্বব্যাপী জ্ঞান সম্পন্ন সত্তার জন্য মানুষের কণাসমূহকে আলাদাভাবে সারা বিশ্ব থেকে একত্র করা এবং সেগুলো দ্বারা পুনরায় দেহ গঠন করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا এ বাক্যটি পূর্ববর্তী لَتَأْتِيَنَّكُمْ বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কিয়ামত অবশ্যই আগমন করবে এবং কিয়ামত আগমনের উদ্দেশ্য মু'মিনদেরকে প্রতিদান ও উত্তম রিজিক অর্থাৎ জান্নাত দান করা। তাদের বিপরীত اَلَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا অর্থাৎ যারা আমার আয়াতসমূহে আপত্তি তুলেছে এবং মানুষকে তা থেকে নিবৃত করার চেষ্টা করেছে, তাদেরকে আজাব দেওয়া হবে।

مُعَاجِزِينَ অর্থাৎ তারা যেন চেষ্টা করেছিল আমাকে অক্ষম করে দেওয়ার জন্য।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ অর্থাৎ তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ মর্মন্তুদ শাস্তি।

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ এতে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের বিপরীতে কিয়ামতে বিশ্বাসী মু'মিনদের আলোচনা করা হয়েছে। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়েছিল।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ الخ

এখানে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদের উক্তি وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করে বলত, এসো, আমরা তোমাদেরকে এমন এক অদ্ভুত ব্যক্তির সন্ধান দেই, যে বলে তোমরা পূর্ণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে, অতঃপর তোমাদেরকে বর্তমান আকার-আকৃতিতেই জীবিত করা হবে। বলাবাহুল্য এক অদ্ভুত ব্যক্তি বলে এখানে নবী করীম ﷺ-কে বুঝাতো, যিনি কিয়ামত ও তাতে মৃতদের জীবিত হওয়ার খবর দিতেন এবং সেসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতেন। কাফেররা সকলেই তাঁকে পূর্ণরূপে চিনত ও জানত। কিন্তু এখানে এভাবে উল্লেখ করেছে যেন তারা তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানে না। উপহাস এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্যই এরূপ ভঙ্গিতে কথা বলা হয়েছিল।

مُزِّقْتُمْ - শব্দটি مَزْقٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চিরা ও খণ্ড-বিখণ্ড করা। كُلَّ مُمَزَّقٍ-এর অর্থ মানবদেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া। অতঃপর কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খবর দেওয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা এভাবে ব্যক্ত করেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا تَأْتِيْنَا : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَنْفِىْ বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوْز فَاء) অর্থ– আমাদের উপর আসবে না।

اَكْبَرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم تَفْضِيْل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْكِبَرُ মূলবর্ণ (ك - ب - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– বৃহৎ বস্তু।

اٰمَنُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ء - م - ن) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ– ঈমান এনেছে।

يَخْرُجُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُرُوْجُ মূলবর্ণ (خ - ر - ج) জিনস صَحِيْح অর্থ– বহির্গত হয়।

لِيَجْزِىَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَنْصُوْب بِلَام كَىْ বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– যেন বিনিময় দান করেন।

طٰلِحٰتٌ : সীগাহ جَمْع مُؤَنَّث বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব كَرُمَ মাসদার اَلصَّلَاحَةُ ـ اَلصُّلْحُ মূলবর্ণ (ص - ل - ح) জিনস صَحِيْح অর্থ– নেক কাজ। পুণ্য কর্ম।

سَعَوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার سَعْىٌ মূলবর্ণ (س - ع - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– চেষ্টা।

مُعٰجِزِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব مُفَاعَلَه মাসদার مُعَاجَزَةٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ز) জিনস صَحِيْح অর্থ– পরাভূতকারী।

يَرٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّوْيَةُ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوْز عَيْن) অর্থ– মনে করে।

قَالَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– বলল। বলাবলি করে।

مُزِّقْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ فِعْل مَاضِى مَجْهُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْزِيْقٌ মূলবর্ণ (م - ز - ق) জিনস صَحِيْح অর্থ– তোমরা সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ এখানে اَلْحَمْدُ মুতাদা لِلّٰهِ তার খবর الَّذِىْ সিফত لَهٗ খবরে মুকাদ্দাম মুবতাদা মু'আখখার مَا فِى السَّمٰوٰتِ সেলা وَمَا فِى الْاَرْضِ শব্দটি مَافِى السَّمٰوٰتِ-এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন, খ. ৬. পৃ. ২১২]

৮. তবে কি এ ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে, নাকি তার কিছু মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে? বরং যারা পরলোকের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তারাই আজাব ও সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।	اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ؕ بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝٨
৯. তবে কি তারা আসমান ও জমিনের প্রতি লক্ষ্য করেনি– যা তাদের সম্মুখে এবং তাদের পশ্চাতে বিদ্যমান রয়েছে? যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তাদেরকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেই, অথবা তাদের উপর আসমানের খণ্ড নিপতিত করি; এতে পূর্ণ প্রমাণ রয়েছে সে বান্দাগণের জন্য যারা (আল্লাহর প্রতি) মনোনিবেশকারী।	اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنْ نَّشَاْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٩
১০. এবং আমি দাউদকে আমার পক্ষ থেকে উৎকৃষ্ট নিয়ামত প্রদান করেছিলাম। (পর্বতসমূহকে আদেশ করলাম,) হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সাথে পুনঃপুনঃ তাসবীহ পাঠ কর এবং পক্ষীসমূহকেও নির্দেশ করলাম, আর আমি তাঁর জন্য লৌহকে কোমল করে দিলাম।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۝١٠
১১. যে, আপনি পূর্ণ মাত্রায় বর্মসমূহ নির্মাণ করুন এবং বয়নে (যথোচিত) পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, আর তোমরা সকলে নেক কাজ কর; আমি তোমাদের সকল কার্যাবলি প্রত্যক্ষ করছি।	اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝١١

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا তবে কি এ ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ নাকি তার কিছু মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ বরং যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না فِى الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ তারাই আজাব ও সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

৯. اَفَلَمْ يَرَوْا তবে তারা কি লক্ষ্য করেনি اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ যা তাদের সম্মুখে ও তাদের পশ্চাতে বিদ্যমান রয়েছে مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের প্রতি اِنْ نَّشَاْ যদি আমি ইচ্ছা করি نَخْسِفْ بِهِمُ الْاَرْضَ তবে তাদেরকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেই اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ অথবা তাদের উপর আসমানের খণ্ড নিপতিত করি اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً এতে পূর্ণ প্রমাণ রয়েছে لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ সে বান্দাগণের জন্য যারা (আল্লাহর প্রতি) মনোনীবেশকারী।

১০. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ এবং আমি দাউদকে প্রদান করেছিলাম مِنَّا فَضْلًا আমার পক্ষ থেকে উৎকৃষ্ট নিয়ামত يٰجِبَالُ হে পর্বতমালা اَوِّبِىْ مَعَهٗ তোমরা দাউদের সাথে পুনঃপুনঃ তাসবীহ পাঠ কর وَالطَّيْرَ এবং পক্ষীসমূহকেও নির্দেশ করলাম وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ আর আমি তাঁর জন্য লৌহকে কোমল করে দিলাম।

১১. اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ যে, আপনি পূর্ণ মাত্রায় বর্মসমূহ নির্মাণ করুন وَقَدِّرْ فِى السَّرْدِ এবং বয়নে (যথোচিত) পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখুন وَاعْمَلُوْا صَالِحًا আর তোমরা সকলে নেককাজ কর اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ আমি তোমাদের সকল কার্যাবলি প্রত্যক্ষ করছি।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۚ وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ ۗ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۗ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿١٢﴾

১২. আর সুলায়মানের জন্য বশীভূত করেছি বায়ুকে- তার প্রাতঃগমন এক মাসের পথ ছিল এবং তার সান্ধ্য গমন এক মাসের পথ ছিল এবং আমি তাঁর জন্য তামার ঝরনা প্রবাহিত করলাম, আর জিন জাতির মধ্যে কতক এমন ছিল, যারা তাঁর সমক্ষে কাজ করত, তাঁর প্রতিপালকের আদেশে এবং তাদের মধ্যে যে আমার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করবে, আমি তাকে দোজখের শাস্তি আস্বাদন করাব।

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ۗ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ۗ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿١٣﴾

১৩. ঐ সকল জিন তাঁর জন্য সে সমস্ত বস্তুই নির্মাণ করত, যা তিনি ইচ্ছা করতেন- বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকারাজি এবং প্রতিমূর্তিসমূহ এবং চৌবাচ্চার ন্যায় বৃহৎ পাত্রসমূহ এবং বিরাটকায় ডেগসমূহ, যা একই স্থানে অবস্থিত থাকে; হে দাউদের বংশধরগণ! তোমরা সকলে শোকরানাস্বরূপ নেক কাজ কর; বস্তুতঃ আমার বান্দাগণের মধ্যে কৃতজ্ঞ লোক কমই হয়ে থাকে।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿١٤﴾

১৪. অনন্তর যখন আমি তাঁর প্রতি মৃত্যুর আদেশ জারি করলাম, তখন কোনো বস্তুই তাঁর মৃত্যুর সন্ধ্যান দেয়নি ঘুণকীট ব্যতীত। কেননা তা সুলায়মানের লাঠিটিকে খাচ্ছিল, অতঃপর যখন তিনি পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারল যে, যদি তারা গায়েব জানত, তবে এ অবমাননাকর শাস্তিতে অবস্থান করত না।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ আর সুলায়মানের জন্য বশীভূত করেছি বায়ুকে غُدُوُّهَا شَهْرٌ তার প্রাতঃগমন একমাসের পথ ছিল وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ এবং তার সান্ধ্য গমন এক মাসের পথ ছিল وَاَسَلْنَا لَهٗ এবং আমি তার জন্য প্রবাহিত করলাম عَيْنَ الْقِطْرِ তামার ঝরনা وَمِنَ الْجِنِّ আর জিন জাতির মধ্যে কতক এমন ছিল مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ যারা তাঁর সমক্ষে কাজ করত بِاِذْنِ رَبِّهٖ তাঁর প্রতিপালকের আদেশে وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ এবং তাদের মধ্যে যে বিরুদ্ধাচরণ করবে عَنْ اَمْرِنَا আমার আদেশের نُذِقْهُ আমি তাকে আস্বাদন করাব مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ দোজখের শাস্তি।

১৩. يَعْمَلُوْنَ لَهٗ ঐ সকল জিন তাঁর জন্য সে সমস্ত বস্তুই নির্মাণ করত مَا يَشَآءُ যা তিনি ইচ্ছা করতেন مِنْ مَّحَارِيْبَ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকারাজি وَتَمَاثِيْلَ এবং প্রতিমূর্তিসমূহ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ এবং চৌবাচ্চার ন্যায় বৃহৎ পাত্রসমূহ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ এবং বিরাটকায় ডেগসমূহ যা একই স্থানে অবস্থিত থাকে। اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا হে দাউদের বংশধরগণ! তোমরা সকলে শোকরানাস্বরূপ নেক কাজ কর وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ বস্তুতঃ আমার বন্দাগণের মধ্যে শোকর গুজার লোক কমই হয়ে থাকে।

১৪. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ অনন্তর যখন আমি তাঁর প্রতি মৃত্যুর আদেশ জারি করলাম مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖ তখন কোনো বস্তুই তাঁর মৃত্যুর সন্ধান দেয়নি اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ ঘুণকীট ব্যতীত تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ কেননা তা সুলায়মানের লাঠিটিকে খাচ্ছিল فَلَمَّا خَرَّ অতঃপর যখন তিনি পড়ে গেলেন تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ তখন জিনেরা প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারল اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ যে, তারা যদি গায়ব জানত مَا لَبِثُوْا তবে তারা অবস্থান করত না فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ এ অবমাননাকর শাস্তিতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَمْ بِهٖ جِنَّةٌ উদ্দেশ্য এই যে, দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত কণা একত্রিত হয়ে মানবদেহে পরিণত হওয়া এবং জীবিত হওয়া একটি উদ্ভট কথা। একে মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই তাঁর এই খবর হয় জেনে শুনে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা না হয় সে উন্মাদ, যার কথার কোনো সঠিক ভিত্তি থাকে না।

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلٰى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তাফসীরের সারসংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুসমূহে চিন্তা করলে এবং আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ কুদরত প্রত্যক্ষ করলে কাফেররা কিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবে না। সাথে সাথে আয়াতে অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সতর্কবাণীও রয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর বিশালকায় সৃষ্টবস্তু তোমাদের জন্য বিরাট নিয়ামত। এগুলো প্রত্যক্ষ করার পরও তেমরা অবিশ্বাস ও অস্বীকারে অটল থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা এসব নিয়ামতকেই তোমাদের জন্য আজাবে রূপান্তরিত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ফলে পৃথিবী তোমাদেরকে গ্রাস করে নিবে; আকাশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তোমাদের উপর পতিত হবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا يٰجِبَالُ أَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ -

উপরে কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা মৃত্যুর পর দেহের অংশসমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় সেগুলোকে একত্র করে জীবিত করাকে অযৌক্তিক মনে করে অস্বীকার করত। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের এই অসত্য ধারণা দূর করার জন্য হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করেছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁদের হাতে ইহকালেই এমন কাজ সংঘটিত করিয়েছেন, যা তাদের কাছে অসম্ভব মনে হতো; যেমন লোহাকে মোমে পরিণত করা, বায়ুকে আজ্ঞাবহ করা এবং তামাকে তরল পানির মতো করে দেওয়া।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا অর্থাৎ, দাউদকে আমি আমার অনুগ্রহ দান করেছিলাম। فَضْل -এর শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এমন বিশেষ গুণাবলি যা অন্যের চেয়ে অতিরিক্ত হিসেবে তাঁকে দান করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পয়গম্বরকে কিছু কিছু বিশেষ স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণাবলি দান করেছেন। এগুলোকে তাঁদের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব মনে করা হয়। হযরত দাউদ (আ.)-এর বিশেষ গুণাবলি এই ছিল যে, তাঁকে রিসালাতের সাথে সাথে সারা বিশ্বের রাজত্বও দান করা হয়েছিল। তিনি এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র জিকির অথবা যাবূর তেলাওয়াত করতে শুরু করলে পক্ষীকুলও শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় তা শোনার জন্য সমবেত হয়ে যেত। এমনিভাবে তাঁকে একাধিক বিশেষ মু'জিযা দান করা হয়েছিল, যা পরে বর্ণিত হবে।

يٰجِبَالُ أَوِّبِىْ - أَوِّبِىْ শব্দটি تَاْوِيْبٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বার বার করা। আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালাকে আদেশ দিয়েছিলেন, যখন দাউদ (আ.) আল্লাহ্‌র জিকির ও তাসবীহ পাঠ করেন, তখন তোমরাও সেসব বাক্য বার বার আবৃত্তি কর। -[ইবনে কাছীর]

হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে পর্বতমালার এই তাসবীহ পাঠ সেই সাধারণ তাসবীহ থেকে ভিন্ন, যাতে সমগ্র সৃষ্টি অংশীদার এবং যা সর্বদা ও সর্বকালে অব্যাহত রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে : وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ অর্থাৎ, জগতের সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ করে; কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্ বুঝ না। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত তাসবীহ্ ছিল হযরত দাউদ (আ.)-এর একটি মু'জিযা। তাই এ তাসবীহ্ সাধারণ শ্রোতারাও শুনত এবং বুঝত। নতুবা এটা মু'জিযা হতো না।

এতে আরো বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর কণ্ঠের সাথে পর্বতমালার কণ্ঠ মেলানো প্রতিধ্বনিরূপে ছিল না, যা সাধারণভাবে কোনো গম্বুজে অথবা কূপে আওয়াজ দিলে সে আওয়াজ ফিরে আসার কারণে শোনা যায়। কেননা কুরআন পাক একে হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহরূপে উল্লেখ করেছে। প্রতিধ্বনির সাথে কারো শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা তো প্রত্যেকেই এমন কি কাফেরও সৃষ্টি করতে পারে।

وَالطَّيْرَ এ শব্দটি ব্যাকরণিক দিক দিয়ে উহ্য سَخَّرْنَ ক্রিয়াপদের مَفْعُوْل হয়ে مَنْصُوْب হয়েছে। -(রূহুল মা'আনী) অর্থ এই যে, আমি পক্ষীকুলকে দাউদ (আ.)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম। এই অধীন করার উদ্দেশ্য এই যে, ওরাও তাঁর আওয়াজ শুনে শূন্যে সমবেত হয়ে যেত এবং তাঁর সাথে পর্বতমালার অনুরূপ তাসবীহ্ পাঠ করত। অন্য এক আয়াতে আছে : إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً

অর্থাৎ আমি পবর্তমালাকে দাউদ (আ.)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম যাতে সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সাথে তাসবীহ্ পাঠ করে এবং পক্ষীকুলকেও অধীন করে দিয়েছিলাম।

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ অর্থাৎ, আমি তাঁর জন্য লোহাকে নরম করে দিয়েছিলাম। এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় মু'জিযা। হযরত হাসান বসরী, কাতাদাহ, আনাস প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, আল্লাহ তা'আলা মু'জিযারূপে লোহাকে তাঁর জন্য মোমের মতো নরম করে দিয়েছিলেন। লোহা দ্বারা কোনো কিছু তৈরি করতে অগ্নির প্রয়োজন হতো না। হাতুড়ি অথবা অন্য কোনো হতিয়ারেরও প্রয়োজন ছিল না। অতঃপর আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি যাতে অনায়াসে লৌহবর্ম তৈরি করতে পারেন, সেজন্য লোহাকে তাঁর জন্য নরম করে দেওয়া হয়েছিল। অন্য এক আয়াতে আরো আছে وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখানেও পরবর্তী وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ বাক্যটি এ শিক্ষাদানের পরিশিষ্ট। قَدِّرْ শব্দটি تَقْدِيرٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ একই জাতীয় ও একই প্রকার করে তৈরি করা। سَرْد -এর শাব্দিক অর্থ বয়ন করা। উদ্দেশ্য এই যে, বর্ম নির্মাণে তার কড়াসমূহকে যথাযথভাবে সংযুক্ত কর যাতে একটি ছোট ও একটি বড় না হয়। ফলে মজবুতও হবে এবং দেখতেও সুন্দর হবে। এ তাফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। –[ইবনে কাছীর]

এ থেকে আরো জানা গেল যে, শিল্পকর্মে বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাও পছন্দনীয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে এর নির্দেশ দিয়েছেন।

কেউ কেউ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ -এর অর্থ করেছেন যে, এই শিল্পকর্মের জন্য সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেওয়া উচিত- সারাক্ষণ এতে মশগুল থাকা উচিত নয়, যাতে ইবাদত ও রাজকার্যে ব্যাঘাত না ঘটে। এ তাফসীর থেকে জানা গেল যে, শিল্পী ও শ্রমিকদেরও উচিত ইবাদত ও জ্ঞান লাভের জন্য কিছু সময় বাঁচিয়ে নেওয়া এবং সময় বিধিবদ্ধ করা।

শিল্প ও কারিগরির ফজিলত : আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আবিষ্কার করা ও তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং একে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর মহান পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত নূহ (আ.)-কে জাহাজ নির্মাণ কৌশল এমনিভাবে শেখানো হয়েছিল। বলা হয়েছে : وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا অর্থাৎ, আমার সামনে জাহাজ নির্মাণ কর। অনুরূপভাবে অন্য পয়গম্বরগণকেও বিভিন্ন শিল্পকর্ম শিক্ষা দেওয়া বিভিন্ন রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে। হাফেজ শামসুদ্দীন যাহ্বী রচিত "আত্তিব্বুন্নবভী" নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, গৃহনির্মাণ, বস্ত্রবয়ন, খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য চাকাবিশিষ্ট গাড়ি তৈরি করে চালানো ইত্যাদি মানব জীবনের সকল প্রয়োজনীয় শিল্পকাজ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শিল্পজীবি মানুষকে হেয় মনে করা গোনাহ : আরবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন শিল্পকাজ অবলম্বন করত এবং কোনো শিল্পকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করা হতো না। পেশা ও শিল্পের ভিত্তিতে কাউকে কম ও বেশি সম্মানী মনে করা হতো না এবং এর ভিত্তিতে সমাজও গড়ে উঠত না। এগুলো কেবল আমাদের এ উপমাহাদেশের একশ্রেণির লোকের আবিষ্কার। তাদের সাথে বসবাস করার কারণে মুসলমানদের মধ্যেও এসব কুপ্রাথা শিকড় গেড়ে বসেছে।

হযরত দাউদ (আ.)-কে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দেওয়ার রহস্য : তাফসীরে ইবনে-কাছীরে বর্ণিত আছে-হযরত দাউদ (আ.) তাঁর রাজত্বকালে ছদ্মবেশে বাজারে গমন করতেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে আগত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, দাউদ কেমন লোক? তাঁর রাজত্বে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সব মানুষ সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ ছিল না। তাই যাকেই প্রশ্ন করা হতো, সেই হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও ন্যায়বিচারের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর শিক্ষার জন্য একজন ফেরেশতা মানব বেশে প্রেরণ করেন। হযরত দাউদ (আ.) যখন বাজারে যাওয়ার জন্য ছদ্মবেশে বের হলেন, তখন এই ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হলো। অভ্যাস অনুযায়ী তাকেও তিনি সেই প্রশ্ন করলেন। মানবরূপী ফেরেশতা জবাব দিল, দাউদ খুব ভালো লোক। নিজের জন্য এবং উম্মত ও প্রজাদের জন্য তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। তবে তাঁর মধ্যে এমন একটি অভ্যাস আছে, যা না থাকলে তিনি পুরোপুরি কামেল মানুষ হয়ে যেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কি অভ্যাস? ফেরেশতা বলল, তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ বায়তুল মাল তথা সরকারি ধনাগার থেকে গ্রহণ করেন।

একথা শুনে হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে কাকুতি-মিনতি ও দোয়া করতে থাকেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ, আমাকে এমন কোনো হস্তশিল্প শিক্ষা দিন, যার পারিশ্রমিক দ্বারা আমি নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে

পারি এবং জনগণের সেবা ও রাজকার্য বিনা পারিশ্রমিকে আনজাম দিতে সক্ষম হই। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে বর্মনির্মাণ কৌশল শিখিয়ে দিলেন। পয়গম্বরসুলভ সম্মানস্বরূপ তাঁর জন্য লোহাকে মোমের মতো নরম করে দেওয়া হলো, যাতে কাজটি সহজ হয় এবং অল্প সময়ে জীবিকা উপার্জন করে তিনি অবশিষ্ট সময় ইবাদত ও রাজকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন।

মাসআলা : খলিফা অথবা বাদশাহ তাঁর পূর্ণ সময় রাজকার্য সম্পাদনে ব্যয় করেন বিধায় তাঁর পক্ষে বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষণের জন্য বেতন গ্রহণ করা জায়েজ। কিন্তু জীবিকার অন্য কোনো উপায় সম্ভব হলে তা অধিক পছন্দনীয়। হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা সারা বিশ্বের ধন-ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন। ধনৈশ্বর্য, মণি-মাণিক্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্য ছিল; আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে সরকারি ধনাগার ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার অনুমতিও দান করা হয়েছিল। فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ আয়াতে নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছিল যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করুন। আপনার কাছে হিসাব চাওয়া হবে না। কিন্তু পয়গম্বরগণকে আল্লাহ তা'আলা যে সুউচ্চ মর্যাদায় রাখতে চান, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর হযরত দাউদ (আ.) এত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন।

আলেমগণ শিক্ষা ও প্রচারকার্য বিনা পারিশ্রমিকে আনাজাম দিয়ে থাকেন। কাযী (বিচারক) ও মুফতি জনগণের কাজে তাঁদের সময় ব্যয় করেন। তাঁদের বেলায়ও একই বিধান, তাঁরা বায়তুলমাল থেকে ভরণ-পোষণের ব্যয় গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু জীবিকার জন্য অন্য কোনো উপায় থাকলে এবং তা কর্তব্যকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করলে তাই উত্তম।

ফায়দা : হযরত দাউদ (আ.) নিজের এই কর্ম-নীতির ভিত্তিতে স্বীয় আমল ও অভ্যাস সম্পর্কে জনগণের আবাধ ও স্বাধীন মতামত জানার যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজের দোষ নিজে জানে না বিধায় অপরের কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত। হযরত ইমাম মালেক (র.) ও এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কি, তা তিনি জানতে চেষ্টা করতেন।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ –হযরত দাউদ (আ.)-এর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব ও অনুগ্রহ উল্লেখ করার পর হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেখানে হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা পর্বতমালা ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে বায়ুকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অধীন করে দিয়েছিলেন। হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর সিংহাসনে পরিবারে-পরিজন ও বহুসংখ্যক সভাসদসহ আরোহণ করতেন। বায়ু তাঁর আজ্ঞাধীন হয়ে তিনি যেখানে ইচ্ছা করতেন সিংহাসনটি সেখানে নিয়ে যেত। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : একটি কর্মের প্রতিদানে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য বায়ুকে অধীন করে দেওয়া হয়েছিল। একদিন তিনি অশ্ব পরিদর্শনে এতই মশগুল হয়ে পড়েন যে, আসরের নামাজ কাযা হয়ে যায়। এই অমনোযোগিতার কারণ ছিল অশ্ব। তাই, এ কারণ খতম করার জন্য অশ্বসমূহকে কুরবানি করে দিলেন। কেননা তাঁর শরিয়তে গরু মহিষের ন্যায় অশ্ব কুরবানিও জায়েজ ছিল। এসব অশ্ব তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তাই, সরকারি ক্ষতির প্রশ্নই উঠে না। কুরবানি করার কারণে নিজের ধন-সম্পদ নষ্ট করার প্রশ্নও দেখা দেয় না। সূরা সোয়াদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। হযরত সুলায়মান (আ.) তাঁর আরোহণের জন্ত কুরবানি করেছিলেন। তাই, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরোহণের জন্য আরো উত্তম বাহন দান করলেন। –[কুরতুবী]

غدو শব্দের অর্থ সকাল বেলায় চলা এবং رواح শব্দের অর্থ বিকালে চলা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসন বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে এক মাসের পথ অতিক্রম করতো, অতঃপর বিকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম করত। এভাবে দু'মাসের দূরত্ব একদিনে অতিক্রম করত।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, হযরত সুলায়মান (আ.) সকালে বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুরে ইস্তাখারে পৌঁছে আহার করতেন। অতএব সেখান থেকে জোহরের পর প্রত্যাবর্তন করে রাত্রিতে কাবুল পৌঁছতেন। বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে ইস্তাখার পর্যন্ত পথ এক ব্যক্তি দ্রুতগামী সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে এক মাসে অতিক্রম করতে পারে। অনুরূপভাবে ইস্তাখার থেকে কাবুল পর্যন্ত পথও এক মাসে অতিক্রম করা যায়। –(ইবনে কাছীর)

وَاَسَلْنَا لَهٗ عَيْنَ الْقِطْرِ অর্থাৎ, আমি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তামার ন্যায় শক্ত ধাতুকে আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য পানির মতো প্রবহমান তরল পদার্থে পরিণত করে দেন, যা প্রস্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হতো এবং উত্তপ্তও ছিল না। অনায়াসেই এতে পাত্রাদি তৈরি করা যেত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ইয়ামানে অবস্থিত এই প্রস্রবণের দূরত্ব অতিক্রম করতে তিন দিন তিন রাত্রি লাগত। মুজাহিদ বলেন, ইয়ামানের সান'আ থেকে এই প্রস্রবণ শুরু হয়ে তিন দিন তিন রাত্রির পথ পর্যন্ত পানির ন্যায় প্রবাহিত ছিল। ব্যাকরণবিদ খলীল বলেন, আয়াতে ব্যবহৃত قِطْرٌ শব্দের অর্থ গলিত তামা। –[কুরতুবী]

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ -এ বাক্যটিও উহ্য سَخَّرْنَا ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থ এই যে, আমি কিছু জিনকে হযরত সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর সামনে তাঁর পালনকর্তার আদেশক্রমে কাজ করত। 'সামনে' বলার তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিকে মানুষের অধীন করার ন্যায় জিনকে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অধীন করা ছিল না। বরং এর ধরন ছিল এই যে, তারা চাকর-বাকরের মতো অর্পিত দায়িত্ব পালন করত।

জিন অধীন করা কিরূপ : এ স্থলে উল্লিখিত জিন অধীন করার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে কার্যকর হয়েছিল বিধায় এতে কোনো প্রশ্নই দেখা দেয় না। কতক সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, জিন তাঁদের বশীভূত ও অধীন ছিল। এ বশীকরণও আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে ছিল, যা কারামতরূপে তাঁদেরকে দান করা হয়েছিল। এতে আমল ও অজিফার কোনো প্রভাব ছিল না। আল্লামা শরবিনী 'সিরাজুম মুনীর' তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের অধীনে হযরত আবূ হুরায়রা, উবাই ইবনে কা'ব, মুয়াজ ইবনে জাবাল, ওমর ইবনে খাত্তাব, আবূ আইউব আনসারী, জায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) প্রমুখ সাহাবীর একাধিক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এসব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিনরা তাঁদের আনুগত্য ও কাজকর্ম করত। কিন্তু এটা নিছক আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা ছিল। আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অনুরূপ কতক জিনকে তাঁদেরও সেবাদাসে পরিণত করে দেন। কিন্তু আমলের মাধ্যমে জিন বশ করার যে নিয়ম আলেমগণের মধ্যে খ্যাত আছে, সেটা শরিয়তে জায়েজ কিনা, তা চিন্তার বিষয় বটে। অষ্টম শতাব্দীর আলেম কাজী বদরুদ্দীন শিবলী হানাফী জিনদের বিধান সম্পর্কে "আ-কামুল মারজান ফী আহ-কামিল জান" নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন। এতে বর্ণিত আছে যে, জিনদের কাছ থেকে সেবা গ্রহণের কাজ সর্বপ্রথম হযরত সুলায়মান (আ.) আল্লাহর আদেশক্রমে মু'জিযারূপে করেছেন। পারস্যবাসীরা জমশেদ সম্পর্কে বলে থাকে যে, তিনি জিনদের সেবা গ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে সম্পর্কশীল 'আসিফ ইবনে বরখিয়া' প্রমুখ সম্পর্কেও জিনদের সেবা গ্রহণের ঘটনাবলি খ্যাত আছে। মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে সর্বাধিক খ্যাতি আবূ নসর আহমদ ইবনে বেলাল এবং হেলাল ইবনে ওসিফের রয়েছে। তাঁদের থেকে জিনদের সেবা গ্রহণের অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলি বর্ণিত আছে। হেলাল ইবনে ওসিফ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সামনে পেশকৃত জিনদের বাক্যাবলি এবং তাঁর সাথে জিনদের চুক্তি ও অঙ্গীকার নামা উল্লেখ করেছেন।

কাজী বদরুদ্দীন উক্ত গ্রন্থে আরো লেখেন, যারা জিন বশ করার আমল করে, তারা সাধারণত শয়তান রচিত কুফরি কালেমা ও জাদুকে কাজে লাগায়। কাফের জিন ও শয়তান এগুলো খুব পছন্দ করে। জিনদের অধীন ও অনুগত হওয়ার গূঢ়তত্ত্ব এতটুকুই যে, তারা আলেমদের কুফরি ও শিরকী আমলে সন্তুষ্ট হয়ে ঘুষস্বরূপ তাদের কিছু কাজও করে দেয়। এ কারণেই এসব আমলে আলেমরা কুরআনের আয়াত নাপাকী, রক্ত ইত্যাদি দিয়ে লিখে থাকে। এতে কাফের জিন ও শয়তান খুশি হয়ে তাদের কাজ করে দেয়। তবে খলীফা মু'তাযিদ বিল্লাহর আমলে ইবনুল ইমাম নামক ব্যক্তি সম্পর্কে কাজী বদরুদ্দীন লেখেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মাধ্যমে জিন বশ করেছিলেন। এতে কোনো শরিয়ত বিরোধী কথা ছিল না।

সার কথা এই যে, যদি কোনো ইচ্ছা ও আমল ব্যতিরেকে শুধু আল্লাহর মেহেরবানিতে জিন কারো অধীন হয়ে যায়, যেমন হযরত সুলায়মান (আ.) ও কতক সাহাবী সম্পর্কে এরূপ প্রমাণিত আছে, তবে এটা মু'জিযা ও কারামতের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে আমলের মাধ্যমে জিন বশ করা হলে তাতে যদি কুফরি বাক্য অথবা কুফরি কর্ম থাকে, তবে এরূপ বশীকরণ কুফর হবে। কেবল গুনাহ্ সম্বলিত আমল হলে কবীরা গুনাহ হবে। যেসব আমলে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ জানা নেই সেগুলোকেও ফিকহবিদগণ নাজায়েজ বলেছেন। কারণ এগুলোতে কুফর, শিরক অথবা গুনাহ্ থাকা বিচিত্র নয়। কাজী বদরুদ্দীন আল কামুল মারজানে অবোধগম্য বাক্যাবলির ব্যবহারকেও নাজায়েজ লিখেছেন।

বশীকরণের আমল যদি আল্লাহর নামসমূহ অথবা কুরআনি আয়াতের মাধ্যমে হয় এবং তাতে অপবিত্র বস্তু ব্যবহারের মতো গুনাহ্ না থাকে, তবে এই শর্তে জায়েজ যে, এর উদ্দেশ্য জিনদের উৎপীড়ন থেকে নিজেকে ও অন্য মুসলমানদেরকে রক্ষা করা হতে হবে। অর্থাৎ ক্ষতি দূর করা উদ্দেশ্য হওয়া চাই উপকার লাভ করা উদ্দেশ্য না হওয়া চাই। ধনোপার্জনের উপায় হিসেবে এরূপ আমল করা নাজায়েজ। কারণ এতে اِسْتِرْقَاقُ حُرٍّ অর্থাৎ স্বাধীনকে গোলামে পরিণত করা এবং শরিয়তসম্মত কারণ ব্যতীত তাকে বেগার খাটানো জরুরি হয়ে পড়ে, যা হারাম।

وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ অর্থাৎ, কোনো জিন যদি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর আনুগত্য না করে, তবে তাকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে পরকালে জাহান্নামের আজাব বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছিলেন। সে অবাধ্য জিনকে আগুনের চাবুক মেরে মেরে কাজ করতে বাধ্য করত। -(কুরতুবী)। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জিন জাতি আগুনের তৈরি। কাজেই আগুন তাদের মধ্যে কি ক্রিয়া করবে? এর জবাব এই যে, আগুন দ্বারা জিন সৃজিত হওয়ার অর্থ তাই, যা মাটির দ্বারা মানব সৃজিত হওয়ার অর্থ। অর্থাৎ, মানব অস্তিত্বের প্রধান উপাদান মাটি। কিন্তু তাকে মাটি ও পাথর দ্বারা আঘাত করা হলে সে কষ্ট পায়। এমনিভাবে জিন জাতির প্রধান উপাদানও আগুন কিন্তু নির্ভেজাল এবং তেজস্ক্রিয় অগ্নিতে তারাও জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

وَيَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رَّاسِيَاتٍ

এ আয়াতে সে সব কাজের কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যা হযরত সুলায়মান (আ.) জিনদের দ্বারা করাতেন। مَحَارِيْبُ শব্দটি مِحْرَابٌ-এর বহুবচন। অর্থ গৃহের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ অংশ। বাদশাহ অথবা বড় লোকেরা নিজেদের জন্য যে সরকারি বাসভবন নির্মাণ করে, তাকেও مِحْرَابٌ বলা হয়। এ শব্দটি حَرْبٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ যুদ্ধ। এ ধরনের বাসভবনকে সাধারণত অপরের নাগাল থেকে সংরক্ষিত রাখা হয় এবং এর জন্য প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করা হয়। এর সাথে মিল রেখে গৃহের বিশেষ অংশকে مِحْرَابٌ বলা হয়। মসজিদে ইমামের দাঁড়াবার জায়গাকেও এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই مِحْرَابٌ বলা হয়। কখনো মসজিদ অর্থেই مَحَارِيْبُ শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালে مَحَارِيْبُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ এবং ইসলাম যুগে مَحَارِيْبُ صَحَابَه বলে তাঁদের মসজিদ বুঝানো হতো।

মসজিদসমূহে মেহরাবের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্মাণের বিধান : রাসূলুল্লাহ ﷺ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল পর্যন্ত ইমামের দাঁড়াবার স্থানকে আলাদারূপে নির্মাণ করার প্রচলন ছিল না। প্রথম শতাব্দীর পর সুলতানগণ নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এর প্রবর্তন করেন। আরো একটি উপযোগিতার কারণে বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত হয়ে যায়। উপযোগিতাটি এই যে, ইমাম যে জায়গায় দাঁড়ান, সে কাতারটি সম্পূর্ণই খালি থেকে যায়। নামাজিদের প্রাচুর্য এবং মসজিদ সমূহের সংকীর্ণতার পরিপ্রেক্ষিতে কেবল ইমামের দাঁড়াবার স্থান কেবলার দিকস্থ প্রাচীর কিছু বাড়িয়ে দিয়ে নির্মাণ করা হয়, যাতে এর পিছনে সব কাতার নামাজিদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। প্রথম শতাব্দীতে এই পদ্ধতি না থাকায় কেউ কেউ একে বিদ'আত আখ্যা দিয়েছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী এ প্রশ্নে 'এলামুল আরাবিন ফী বিদ'আতিল মাহারিব' নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেছেন। সত্য এই যে, নামাজিদের সুবিধা এবং মসজিদের উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে এধরনের মেহরাব নির্মাণ করলে এবং একে উদ্দিষ্ট সুন্নত মনে করা না হলে একে বিদ'আত আখ্যা দেওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে একে উদ্দিষ্ট সুন্নত মনে করে নেওয়া হলে এবং যারা এর খেলাফ করে তাদের বিরূপ সমালোচনা করা হলে এই বাড়াবাড়ির কারণে একে বিদ'আত বলা যেতে পারে।

মাসআলা : যেসব মসজিদে ইমামের মেহরাব স্বতন্ত্র স্থানের আকারে তৈরি করা হয়, সেখানে মেহরাবের কিছুটা বাইরে নামাজিদের দিকে দণ্ডায়মান হওয়া ইমামের জন্য অপরিহার্য, যাতে ইমাম ও মুক্তাদীদের স্থান এক গণ্য হতে পারে। ইমাম সম্পূর্ণরূপে মেহরাবের ভেতরে দণ্ডায়মান হলে তা মাকরূহ ও নাজায়েজ। কোনো কোনো মসজিদের মেহরাব এতো বড় আকারে নির্মাণ করা হয় যে, মুক্তাদীদেরও একটি ছোট কাতার তাতে দাঁড়াতে পারে। এরূপ মেহরাবে মুক্তাদীদেরও একটি কাতার দণ্ডায়মান হলে এবং ইমাম তাদের সামনে সম্পূর্ণরূপে মেহরাবে দণ্ডায়মান হলে তা মাকরূহ হবে না। কারণ, এতে ইমাম মুক্তাদিদের স্থান অভিন্ন গণ্য হবে।

تَمَاثِيْلَ শব্দটি تِمْثَالٌ-এর বহুবচন। অর্থ চিত্র। ইবনে আরাবী আহ্কামুল কুরআনে বলেন, চিত্র দু'প্রকার হয়ে থাকে- প্রাণীদের চিত্র ও অপ্রাণীদের চিত্র। অপ্রাণীও দু'প্রকার- (এক) জড়পদার্থ, যাতে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না; যেমন পাথর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। (দুই) হ্রাসবৃদ্ধির হয় এমন পদার্থ; যেমন বৃক্ষ, ফসল ইত্যাদি। জিনরা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য উপরিউক্ত সর্বপ্রকার বস্তুর চিত্র নির্মাণ করত। প্রথমত : تَمَاثِيْلُ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার থেকে একথা জানা যায়। দ্বিতীয়ত : ঐতিহাসিক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনের উপর পাখীদের চিত্র অংকিত ছিল।

ইসলামে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ : আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর শরিয়তে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম ছিল না। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, তারা পুণ্যবান ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁদের চিত্র নির্মাণ করে উপাসনালয়ে রাখত, যাতে তাঁদের উপাসনার কথা স্মরণ করে তারাও উপাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তারা এসব চিত্রকেই উপাস্য স্থির করে নিয়েছে এবং মূর্তিপূজা শুরু হয়ে গেছে। এভাবে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রাণীদের চিত্র মূর্তিপূজা প্রচলনে সহায়ক হয়েছে।

ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে এটা আল্লাহর অমোঘ বিধান। তাই এতে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, মূল হারাম বস্তু যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি তার উপায় ও নিকটবর্তী সহায়ক কারণসমূহকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মূল মহা-অপরাধ হচ্ছে শিরক ও মূর্তিপূজা। একে নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে যেসব ছিদ্রপথে মূর্তিপূজার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে, সেসব পথেও পাহারা বাসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মূর্তিপূজার উপায় ও নিকটবর্তী কারণসমূহকেও হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতেই প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম করা হয়েছে। অনেক সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এই নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত রয়েছে।

এমনিভাবে মদ হারাম করা হলে এর ক্রয়-বিক্রয়, বহনের মজুরি ও তৈরি সবই হারাম করা হয়েছে। চুরি হারাম করা হলে কারো গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ এমন কি, বাইরে থেকে উকি দিয়ে দেখাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জেনা হারাম করা হলে মাহরাম নয় এরূপ কারো দিকে ইচ্ছাপূর্বক দৃষ্টিপাতও হারাম করা হয়েছে। মোটকথা শরিয়তে এর অসংখ্য নজির বিদ্যমান রয়েছে।

একটি সাধারণ প্রশ্ন ও তার জবাব : বলা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে প্রচলিত চিত্রের ব্যবহার মূর্তিপূজার উপায় হতে পারত। কিন্তু আজকাল অপরাধী সনাক্তকরণ, ব্যবসায়ের ট্রেডমার্ক, বন্ধু ও প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাত, ঘটনাবলির তদন্তে সহায়তাদান ইত্যাদি কাজে চিত্র ব্যবহার করা হয়। ফলে আজকাল চিত্রকে জীবন ধারণে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। এতে মূর্তিপূজা ও উপাসনার কোনো ধারণা-কল্পনাও পর্যন্ত নেই। কাজেই বর্তমানে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত।

জবাব এই যে, প্রথমতো এ কথা বলাই ঠিক নয় যে, আজকাল চিত্র মূর্তিপূজার উপায় নয়। বর্তমানেও এমন অনেক সম্প্রদায় রয়েছে যারা তাদের মহাপুরুষদের চিত্রের পূজা পাঠ করে। কোনো বিধান কোনো কারণের উপর নির্ভরশীল হলে সে কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়। এছাড়া চিত্র নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ কেবল একটিই নয় যে, এটা মূর্তিপূজার উপায়; বরং সহীহ্ হাদীসসমূহে এর নিষেধাজ্ঞার অন্যান্য আরো কারণ বর্ণিত আছে। উদাহরণত চিত্র নির্মাণে আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণের অনুকরণ করা হয়। مُصَوِّرٌ (চিত্রনির্মাতা) আল্লাহ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম এবং এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্যই শোভনীয়। সৃষ্টিবৈচিত্র্য তাঁরই ক্ষমতাধীন। সৃষ্টবস্তুর হাজারো প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের কোটি কোটি ব্যক্তিসত্তা রয়েছে। একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের সাথে মিলে না। মানুষের কথাই ধরুন, পুরুষের আকৃতি নারীর আকৃতি থেকে সুস্পষ্ট ভিন্ন। এরপর নারী ও পুরুষের কোটি কোটি ব্যক্তি সত্তার মধ্যে দু'ব্যক্তি পুরোপুরি একই রূপ নয়। দর্শক মাত্র কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই তাদের পার্থক্য ধরতে পারে। এই আকার নির্মাণ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কার সাধ্যে আছে? যে ব্যক্তি কোনো প্রাণীমূর্তি অথবা রঙ ও তুলির সাহায্যে কোনো প্রাণীর চিত্র নির্মাণ করে, সে যেন কার্যত দাবি করে যে, সে-ও আকার নির্মাণে সক্ষম। এ কারণেই বুখারী প্রমুখের হাদীসে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন চিত্র নির্মাতাদেরকে বলা হবে, তোমরা যখন আমার অনুকরণ করেছ, তখন একে পূর্ণাঙ্গ করে দেখাও। আমি কেবল আকারই নির্মাণ করিনি, তাতে আত্মাও সঞ্চারিত করেছি। তোমাদের সাধ্য থাকলে তোমাদের নির্মিত আকারসমূহে আত্মা সঞ্চার করে দেখাও।

সহীহ্ হাদীসসমূহে চিত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়ার এক কারণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণ চিত্র ও কুকুরকে ঘৃণা করে। যে ঘরে এগুলো থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। ফলে সে গৃহের বরকত ও রওনক মিটে যায়। গৃহে বসবাসকারীদের ইবাদত ও আনুগত্য করার শক্তি হ্রাস পায়। এছাড়া এ প্রবাদ বাক্যটিও মিথ্যা নয় যে, خانه خالی را دیو می گیرد অর্থাৎ খালি গৃহ ভূতপ্রেতের দখলে চলে যায়। কোনো গৃহে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ না করলে সেখানে শয়তানের আড্ডা জমবে এবং গৃহের লোকদের মনে পাপের কুমন্ত্রণা থাকবে, এটাইতো স্বাভাবিক।

কোনো কোনো হাদীসে আরো একটি কারণ এই উল্লিখিত হয়েছে যে, চিত্র দুনিয়ার প্রয়োজনাতিরিক্ত সাজসজ্জা। বর্তমান যুগে চিত্র দ্বারা যেমন অনেক উপকারিতা অর্জিত হয়, তেমনি হাজারো অপরাধ ও অশ্লীলতা এসব চিত্র থেকেই জন্মগ্রহণ করে। মোটকথা, শরিয়ত কেবল এক কারণে নয়– অনেক কারণের দিকে লক্ষ্য করে প্রাণীচিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম সাব্যস্ত করেছে। এখন যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে সেসব কারণ বিদ্যমান না থাকে, তবে তাতে শরিয়তের আইন পরিবর্তিত হতে পারে না।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন চিত্র নির্মাতারা সবচেয়ে কঠিন আজাব ভোগ করবে।

কোনো কোনো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ চিত্র নির্মাতাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ অর্থাৎ প্রত্যেক চিত্রকর জাহান্নামে যাবে। –(বুখারী, মুসলিম)

ফটো ও চিত্র : কারো কারো এরূপ বলা নিশ্চিতই ভ্রান্ত যে, ফটো চিত্র নয়; বরং এটা প্রতিবিম্ব, যা আয়না, পানি ইত্যাদিতে ভেসে উঠে। সুতরাং আয়নায় নিজের মুখ দেখা যেমন জায়েজ, তেমনি ফটোর চিত্রও জায়েজ। এর সুস্পষ্ট জবাব এই যে, প্রতিবিম্ব ততক্ষণ পর্যন্তই প্রতিবিম্ব থাকে, যতক্ষণ তাকে কোনো উপায়ে বদ্ধমূল ও স্থায়ী করে নেওয়া না হয়। যেমন, পানি ও আয়নাতে আপনার প্রতিবিম্ব স্থায়ী নয়। আপনি সামনে থেকে সরে গেলেই প্রতিবিম্বও শেষ হয়ে যায়। যদি আয়নার উপরে কোনো মসলা অথবা যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিবিম্বকে স্থায়ী করে নেওয়া হয়, তবে একেই চিত্র বলা হবে, যার নিষেধাজ্ঞা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

جِفَانٌ - শব্দটি جَفْنَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ বড় পাত্র। যেমন তসলা বা টব ইত্যাদি। جَوَابٌ শব্দটি جَابِيَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ ছোট চৌবাচ্চা। উদ্দেশ্য এই যে, ছোট চৌবাচ্চার সমান পানি ধরে, এমন বড় পাত্র নির্মাণ করত। قُدُوْرٌ শব্দটি قِدْرٌ -এর বহুবচন। অর্থ ডেগ।

رَاسِيَاتٌ স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, এমন বড় ও ভারি ডেগ নির্মাণ করত যা নাড়ানো যেত না। সম্ভবতঃ এগুলো পাথর খোদাই করে পাথরের চুল্লির উপরেই নির্মাণ করা হতো, যা স্থানান্তর করার যোগ্য ছিল না। তাফসীরবিদ যাহ্হাক এ তাফসীরই করেছেন। اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ও তাঁদের পরিবারবর্গকে এই আয়াতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার আদেশ দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতার স্বরূপ ও তার বিধান : কুরতুবী (র.) বলেন, কৃতজ্ঞতার স্বরূপ হচ্ছে নিয়ামতদাতার নিয়ামত স্বীকার করা ও তাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা। কারো দেওয়া নিয়ামতকে তার ইচ্ছার বিপরীতে ব্যবহার করা অকৃতজ্ঞতা। এ থেকে জানা গেল যে, কৃতজ্ঞতা কেবল মুখেই নয়, কর্মের মাধ্যমেও হয়ে থাকে। কর্মগত কৃতজ্ঞতা হচ্ছে নিয়ামতদাতার নিয়ামতকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করা। আবূ আব্দুর রহমান সুলামী বলেন, নামাজ, রোজা ও যাবতীয় সৎকর্মই কৃতজ্ঞতা। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলেন, আল্লাহভীতি ও সৎকর্মের নাম কৃতজ্ঞতা। –[ইবনে কাছীর]

আলোচ্য আয়াতে কুরআন পাক কৃতজ্ঞতার আদেশ প্রসঙ্গে اُشْكُرُوْنِىْ সংক্ষিপ্ত শব্দ না বলে اِعْمَلُوْا شُكْرًا বাক্য ব্যবহার করে সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করেছে যে, দাউদ-পরিবারের কাছ থেকে কর্মগত কৃতজ্ঞতা কাম্য। সে মতে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.) এবং তাঁদের পরিবারবর্গ মৌখিকভাবে ও কর্মের মাধ্যমে এই আদেশ পালন করেছেন। তাঁদের গৃহে এমন কোনো মুহূর্ত যেত না যাতে ঘরের কেউ না কেউ ইবাদতে মশগুল না থাকত। পরিবারের লোকজনকে সময় ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে দাউদ (আ.)-এর জায়নামাজ কোনো সময় নামাজি শূন্য থাকত না। -[ইবনে কাছীর]

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত দাউদ (আ.)-এর নামাজ অধিক প্রিয়। তিনি অর্ধ রাত্রি ঘুমাতেন, অতঃপর রাতের এক তৃতীয়াংশ ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং শেষের এক ষষ্ঠাংশে ঘুমাতেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত দাউদ (আ.)-এর রোজাই অধিক প্রিয়। তিনি একদিন অন্তর অন্তর রোজা রাখতেন। –[ইবনে কাছীর]

হযরত ফুযায়েল (র.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই আদেশ অবতীর্ণ হলে তিনি আরজ করলেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি আপনার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব? আমার মৌখিক অথবা কর্মগত

শুকরিয়া তো আপনারই দান। এর জন্যও তো শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বললেন, اَلْاٰنَ شَكَرْتَنِىْ يَا دَاوُدُ অর্থাৎ, হে দাউদ! এখন তুমি আমার শুকরিয়া আদায় করেছ। কেননা যথাযথ শুকরিয়া আদায়ে তুমি তোমার অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরেছ এবং মুখে তা স্বীকার করেছ।

হাকীম তিরমিযী ও ইমাম জাস্‌সাস্ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, তিনটি কাজ যে ব্যক্তি সম্পন্ন করবে সে দাউদ পরিবারের বৈশিষ্ট্য লাভ করতে সক্ষম হবে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ তিনটি কাজ কি? তিনি বললেন, ১. সন্তুষ্টি ও ক্রোধ উভয় অবস্থায় ন্যায়-বিচারে কায়েম থাকা, ২. সাচ্ছল্য ও দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মিতাচার অবলম্বন করা এবং ৩. গোপন ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা। –[কুরতুবী, আহ্‌কামুল কুরআন- জাস্‌সাস্]

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ শুকরিয়ার আদেশ দানের পর এ বাস্তব সত্যও তুলে ধরা হয়েছে যে, কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা অল্পই হবে। এতেও মুমিনগণকে কৃতজ্ঞতায় উৎসাহিত করা হয়েছে।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ আয়াতে مِنْسَاَةٌ শব্দের অর্থ লাঠি। কেউ কেউ বলেন, এটা আবিসিনীয় ভাষার শব্দ এবং কারো মতে আরবি শব্দ। نَسْاَةٌ শব্দের অর্থ সরানো, পিছনে নেওয়া। লাঠির সাহায্যে মানুষ ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে থাকে। তাই লাঠিকে مِنْسَاَةٌ অর্থাৎ, সরানোর হাতিয়ার বলা হয়। এ আয়াতে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করে অনেক শিক্ষা ও পথনির্দেশের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা : এ ঘটনায় অনেক পথনির্দেশ রয়েছে। উদাহরণত হযরত সুলায়মান (আ.) অদ্বিতীয় ও অনুপম সম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। কেবল সমগ্র বিশ্বের উপরেই নয় বরং জিনজাতি, পক্ষীকুল ও বায়ুর উপরও তাঁর হুকুম কার্যকর ছিল। কিন্তু এতসব উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পননি। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর মৃত্যু আগমন করেছে। বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ হযরত দাউদ (আ.) শুরু করেছিলেন এবং হযরত সুলায়মান (আ.) তা শেষ করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কিছু নির্মাণ কাজ অবশিষ্ট ছিল। কাজটি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ অবগত হতে পারলে তৎক্ষণাৎ কাজ ছেড়ে দিত। ফলে নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে যেত। হযরত সুলায়মান (আ.) আল্লাহর নির্দেশে এর ব্যবস্থা এই করলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁর মেহ্‌রাবে প্রবেশ করলেন। মেহরাবটি স্বচ্ছ কাঁচের নির্মিত ছিল। বাইরে থেকে ভেতরের সবকিছু দেখা যেত। তিনি নিয়মানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পরও দেহ লাঠির সাহায্যে স্বস্থানে অনড় থাকে। যথাসময়ে তাঁর আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে গেল। কিন্তু লাঠির উপর ভর করে তার দেহ অনড় থাকায় বাইরে থেকে মনে হতো, তিনি ইবাদতেই মশগুল রয়েছেন। কাছে গিয়ে দেখার সাধ্য জিনদের ছিল না। তারা তাঁকে জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ করতে থাকে। অবশেষে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণকাজও সমাপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর লাঠিতে উইপোকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। একে ফারসিতে দেওক উর্দুতে দীমক বলা হয়। কুরআন পাকে একে 'দাব্বাতুল আরদ' বলা হয়েছে। উইপোকা ভেতরে ভেতরে লাঠি খানা খেয়ে ফেলে। লাঠির ভর খতম হয়ে গেলে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর অসাড় দেহ মাটিতে পড়ে গেল। তখন জিনরা জানতে পারে তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে।

জিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা দূর-দূরান্তের পথ কয়েক মুহূর্তে অতিক্রম করার শক্তি দান করেছেন। তারা এমন পরিস্থিতি ও ঘটনা জানত, যা মানুষের জানা ছিল না। তারা যখন এসব ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণনা করত, তখন মানুষ এগুলোকে গায়বের খবর মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, জিনরাও গায়বের খবর জানে। স্বয়ং জিনরাও সম্ভবত অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি করত। মৃত্যুর এই অভুতপূর্ব ঘটনা এ বিষয়ের স্বরূপ খুলে দিল। স্বয়ং জিনরাও টের পেল এবং সব মানুষও বুঝে নিল যে, জিনরা আলেমুল গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞানী) নয়। কারণ তারা আদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হলে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে এক বছর পূর্বেই জ্ঞাত হয়ে যেত এবং সারা বছরের হাড় ভাঙ্গা খাটুনি থেকে নিষ্কৃতি পেত। আয়াতের শেষ

فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ বাক্য...... আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। একে عَذَابٍ مُهِينٍ বলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনিকে বুঝানো হয়েছে, যাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করার জন্য হযরত সুলায়মান (আ.) জিনদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর মত্যুর এই বিস্ময়কর ঘটনা আংশিক কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে এবং আংশিক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত রয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

এ অত্যাশ্চর্য ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও অর্জিত হয় যে, মৃত্যুর কবল থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। আরো বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যে কাজ করতে চান তার ব্যবস্থা যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন। এ ঘটনায়ও তাই হয়েছে। মারা যাওয়া সত্ত্বেও হযরত সুলায়মান (আ.) কে পূর্ণ এক বছর স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত রেখে জিনদের দ্বারা কাজ সমাপ্ত করিয়ে নেওয়া হয়েছে। এতে আরো জানা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ততক্ষণ পর্যন্তই নিজেদের কাজ করে যায়, যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা চান। তিনি না চাইলে সবকিছু নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; যেমন এ ঘটনায় লাঠির ভর উইপোকার মাধ্যমে খতম করে দেওয়া হয়েছে। জিনদের বিস্ময়কর কাজকর্ম, কীর্তি ও বাহ্যত গায়বি বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার ঘটনাবলি দেখে এ বিষয়ের আশঙ্কা ছিল যে, মানুষ তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিবে। মৃত্যুর এই অভাবিত ঘটনা এ আশঙ্কার মূলেও কুঠারাঘাত করেছে। সবাই জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা সম্পর্কে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করেছে।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে আরো জানা গেল যে, মৃত্যুকালে হযরত সুলায়মান (আ.) দু'টি কারণে এই বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। (এক) বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা এবং (দুই) মানুষের সামনে জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা ফুটিয়ে তোলা, যাতে তাদের ইবাদতের আশঙ্কা না থাকে। –[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত সুলায়মান (আ.) বায়তুল-মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সমাপনান্তে আল্লাহ তা'আলার কাছে কয়েকটি দোয়া করেন, যা কবুল হয়। তন্মধ্যে একটি দোয়া এই যে, যে ব্যক্তি নামাজের নিয়তে এ মসজিদে প্রবেশ করবে। (অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য থাকবে না,) মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাকে গোনাহ্ থেকে এমন পবিত্র করে দিন, যেমন সে মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণের সময় ছিল।

সুদ্দীর রেওয়ায়েতে আরো আছে, বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপনান্তে হযরত সুলায়মান (আ.) কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বার হাজার গরু, বিশ হাজার ছাগল কোরবানি করে মানুষকে ভোজে আপ্যায়িত করেন এবং আনন্দ উদযাপন করেন। অতঃপর 'ছখরার' উপর দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে এসব দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আপনিই আমাকে শক্তি ও সম্পদ দান করেছেন। ফলে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হে আল্লাহ! আমাকে এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার তৌফিক দিন এবং আমাকে আপনার দীনের উপর ওফাত দিন। হেদায়েত প্রাপ্তির পর আর আমার অন্তরে কোনো বক্রতা সৃষ্টি করবেন না। হে আমার পালনকর্তা! যে ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করবে, আমি তার জন্য আপনার কাছে পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করছি– (১.) গোনাহগার ব্যক্তি তওবা করার জন্য এ মসজিদে প্রবেশ করলে আপনি তার তওবা কবুল করুন এবং তার গোনাহ্ মাফ করুন। (২) যে ব্যক্তি কোনো ভয় ও আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এ মসজিদে প্রবেশ করবে, আপনি তাকে অভয় দিন এবং আশঙ্কা থেকে মুক্তি দিন। (৩.) রুগ্‌ণ ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে আরোগ্য দান করুন। (৪) নিঃস্ব ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে ধনাঢ্য করুন। (৫) এ মসজিদে প্রবেশকারী যতক্ষণ এখানে থকে, ততক্ষণ আপনি তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন। তবে কেউ কোনো অন্যায় ও অধর্মের কাজে লিপ্ত হলে তার প্রতি নয়। –[কুরতুবী]

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জীবদ্দশায়ই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব বর্ণিত ঘটনাও এর পরিপন্থি নয়। কারণ বড় বড় নির্মাণ কাজে মূল নির্মাণ সমাপ্ত হয়ে গেলেও কিছু কিছু কাজ অবশিষ্ট থাকে। এখানেও সে ধরনের কাজই বাকি ছিল। এর জন্য হযরত সুলায়মান (আ.) উপরিউক্ত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর পর হযরত সুলায়মান (আ.) লাঠিতে ভর দিয়ে এক বছর দণ্ডায়মান থাকেন। (কুরতুবী) কতক রেওয়ায়েতে আছে, জিনরা যখন জানতে পারল যে, হযরত সোলায়মান (আ.) অনেক পূর্বেই মারা গেছে কিন্তু তারা টের পায়নি, তখন তাঁর মৃত্যুর সময়কাল জানার জন্য একটি কাঠে উইপোকা ছেড়ে দিল।

একদিন এক রাত্রিতে যতটুকু কাঠ উইপোকায় খেল, সেটি হিসাব করে তারা আবিষ্কার করল যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর লাঠি উইয়ে খেতে এক বছর সময় লেগেছে।

বগভী ইতিহাসবিদদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর মোট বয়স তেপ্পান্ন বছর হয়েছিল। তিনি চল্লিশ বছর কাল রাজত্ব করেন। তের বছর বয়সে তিনি রাজকার্য হাতে নেন এবং চতুর্থ বছরে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। –[মাযহারী, কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَفْتَرٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– তবেকি এ ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে।

نَخْسِفْ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَجْزُوْم بِجَوَاب شَرْط বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَسْفُ মূলবর্ণ (خ - س - ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– ধসিয়ে দেই।

نُسْقِطْ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَجْزُوْم بِجَوَابِ شَرْط বাব اِفْعَالْ মাসদার اِسْقَاطٌ মূলবর্ণ (س - ق - ط) জিনস صَحِيْح অর্থ– নিপতিত করি।

كِسَفًا : একবচন, বহুবচন كِسْفَةٌ অর্থ– খণ্ড। টুকরা।

اَوِّبِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَاوِيْبٌ মূলবর্ণ (ا - و - ب) জিনস মুরাক্কাব (اَجْوَف وَاوِىْ এবং مَهْمُوْز فَاء) অর্থ– পুনঃপুনঃ তাসবীহ পাঠ কর।

اَلَنَّا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِلَانَةٌ মূলবর্ণ (ل - ى - ن) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– কোমল করে দিলাম।

سٰبِغٰتٍ : সীগাহ جَمْع مُؤَنَّثْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার سُبُوْغٌ মূলবর্ণ (س - ب - غ) জিনস صَحِيْح অর্থ– পূর্ণ মাত্রায়।

اَسَلْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ فِعْل مَاضِىْ مُطْلَقْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِسَالَةٌ মূলবর্ণ (س - ى - ل) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– প্রবাহিত করলাম।

يَزِغْ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مُضَارِع مَجْزُوْم بِحَرْفِ شَرْط বাব ضَرَبَ মাসদার زَيْغٌ মূলবর্ণ (ز - ى - غ) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– বিরুদ্ধাচরণ করবে।

نُذِقْهُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَجْزُوْم بِجَوَابِ شَرْط বাব اِفْعَالْ মাসদার اِذَاقَةٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اَجْوَفْ وَاوِىْ অর্থ– আমি তাকে আস্বাদন করাই।

مَحَارِيْبَ : বহুবচন, একবচন مِحْرَابٌ অর্থ– বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। খুঁটিসমূহ।

تَمَاثِيْلَ : বহুবচন, একবচন تِمْثَالٌ অর্থ– প্রতিমূর্তিসমূহ। ছবিসমূহ।

جِفَان : বহুবচন, একবচন جَفْنَةٌ অর্থ– বৃহৎ পাত্রসমূহ। ডেগসমূহ। হাড়িসমূহ।

مِنْسَاَتَهٗ : সীগাহ وَاحِدٌ বহছ اِسْم اٰلَه وُسْطٰى বাব فَتَحَ মাসদার نَسْئٌ মূলবর্ণ (ن - س - ء) জিনস مَهْمُوْز لَامٌ অর্থ– লাঠি। হাঁকানোর যন্ত্র। তাড়ানোর যন্ত্র।

বাক্য বিশ্লেষণ :

بَلِ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِى الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ : এখানে بَلْ হরফে আতফ اَلَّذِيْنَ মুবতাদা لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ বাক্যটি সেলা فِى الْعَذَابِ মুবতাদার খবর এবং مُتَعَلِّقْ -এর সাথে يُؤْمِنُوْنَ শব্দটি الضَّلَال শব্দটি عَذَابٌ -এর উপর আতফ হয়েছে। بَعِيْدِ শব্দটি ضَلَالٌ -এর সিফত হয়েছে। –(ই'রাবুল কুরআন, খ : ৬, পৃ. ২১৭)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۬ؕ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿١٥﴾

১৫. সাবার (লোকদের) জন্য তাদের আবাসভূমিতে নিদর্শন বিদ্যমান ছিল, (সড়কের) দক্ষিণে ও বামে (দেশ জোড়া) বাগানের দুটি সারি ছিল: (তাদেরকে আদেশ করলাম) স্বীয় রবের রিজিক থেকে খাও এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; (এটা বসবাস করার নিমিত্ত) উত্তম শহর; আর (ত্রুটি-বিচ্যুতি হলে তিনি) ক্ষমাশীল প্রতিপালক।

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ﴿١٦﴾

১৬. পরন্তু তারা অবাধ্যতা করল, সুতরাং তাদের উপর বাঁধের প্লাবন প্রবাহিত করে দিলাম। এবং আমি তাদের সে দোধারী উদ্যানের পরিবর্তে তাদেরকে এমন দুটি উদ্যান প্রদান করলাম, যাতে এগুলো রয়ে গেল- বিস্বাদ ফল ও ঝাউ গাছ এবং সামান্য পরিমাণ কুলবৃক্ষ।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ؕ وَهَلْ نُجْزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ ﴿١٧﴾

১৭. আমি তাদেরকে এ শাস্তি তাদের কুফরির কারণে দিয়েছিলাম; আর আমি এ প্রকারের সাজা অতি অকৃতজ্ঞ লোকদেরকেই দিয়ে থাকি।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ؕ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ ﴿١٨﴾

১৮. এবং আমি তাদের (আবাসভূমি) ও সে সকল জনপদ- যাতে বরকত দিয়ে রেখেছি- এতদুভয়ের মাঝে বহু গ্রাম আবাদ করে রেখেছিলাম, যা (সড়ক থেকে) দেখা যেত, আর ঐ গ্রামগুলোর মাঝে ভ্রমণের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ (দূরত্ব) রেখেছিলাম; যে, তোমরা তাতে রাত্রিকালে ও দিবাভাগে নিরাপদে চলাফেরা কর।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ সাবার (লোকদের) জন্য ছিল فِيْ مَسْكَنِهِمْ তাদের আবাসভূমিতে اٰيَةٌ নিদর্শন বিদ্যমান جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ (সড়কের) দক্ষিণে ও বামে (দেশ জোড়া) বাগানের দুটি সারি ছিল كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ (তাদেরকে আদেশ করলাম) স্বীয় রবের রিজিক থেকে খাও وَاشْكُرُوْا لَهٗ এবং তাঁর শোকর গুজারী কর بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ (এটা বাসবাস করার নিমিত্ত) উত্তম শহর وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ আর ক্ষমাশীল প্রতিপালক।

১৬. فَاَعْرَضُوْا পরন্তু তারা অবাধ্যতা করল فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ সুতরাং তাদের উপর বাঁধের প্লাবন প্রবাহিত করে দিলাম وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ এবং আমি তাদের সেই দোধারী উদ্যানের পরিবর্তে তাদেরকে এমন দুটি উদ্যান প্রদান করলাম ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ যাতে এগুলো রয়ে গেল বিস্বাদ ফল ও ঝাউ গাছ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ এবং সামান্য পরিমাণ কুল বৃক্ষ।

১৭. ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম بِمَا كَفَرُوْا তাদের কুফরির কারণে وَهَلْ نُجْزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ আর আমি এ প্রকারের সাজা অতি অকৃতজ্ঞ লোকদেরকেই দিয়ে থাকি।

১৮. وَجَعَلْنَا এবং আমি আবাদ করে রেখেছিলাম بَيْنَهُمْ তাদের (আবাসভূমি) মাঝে وَبَيْنَ الْقُرَى ও সে সকল জনপদ এতদুভয়ের মাঝে الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا যাতে বরকত দিয়ে রেখেছি قُرًى বহু গ্রাম ظَاهِرَةً যা (সড়ক হতে) দেখা যেত وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ আর ঐ গ্রাম গুলোর মাঝে ভ্রমণের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ (দূরত্ব) রেখেছিলাম যে سِيْرُوْا فِيْهَا তোমরা তাতে চলাফেরা কর لَيَالِيَ وَاَيَّامًا রাত্রিকালে ও দিবাভাগে اٰمِنِيْنَ নিরাপদে।

فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿١٩﴾

১৯. পরন্তু তারা বলতে লাগল, হে আমাদের রব! আমাদের সফরগুলোর মাঝে লম্বা পাল্লা করে দিন এবং তারা নিজেদের উপর জুলুম করছিল, সুতরাং আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করে দিলাম এবং তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম; নিঃসন্দেহে এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল (ও) কৃতজ্ঞ লোকের জন্য বহু উপদেশ রয়েছে।

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٠﴾

২০. আর বাস্তবিকই ইবলীস নিজের ধারণাকে তাদের সম্বন্ধে সঠিক পেয়েছে, কেননা, এরা সকলেই তার পথ অবলম্বন করেছে– ঈমানদারদের দল ব্যতীত।

وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ ؕ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿٢١﴾

ع ٢ ١٢ ٨

২১. আর এদের উপর ইবলীসের প্রভাব শুধু এজন্য যে, আমি পরকালের প্রতি বিশ্বাসীদেরকে (পৃথক করে) জেনে নিতে পারি তার সংশয়ীদের থেকে; এবং আপনার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর পর্যবেক্ষক।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿٢٢﴾

২২. আপনি বলুন, তাদেরকে আহ্বান কর, আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে তোমরা (শরিক বলে) মনে করছ, তারা বিন্দু পরিমাণও ক্ষমতা রাখে না– না আসমানসমূহে আর না জমিনে, আর না এতদুভয়ের (সৃষ্টি করার) মধ্যে তাদের কোনো অংশ আছে এবং তাদের মধ্যকার কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. فَقَالُوْا পরন্তু তারা বলতে লাগল رَبَّنَا হে আমাদের রব بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا আমাদের সফর গুলোর মাঝে লম্বা পাল্লা করে দিন وَظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ এবং তারা নিজেদের উপর জুলুম করছিল فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ সুতরাং আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করে দিলাম وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ এবং তাদের কে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলাম اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ নিঃসন্দেহে এতে বহু উপদেশ রয়েছে لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ প্রত্যেক ধৈর্যশীল (ও) কৃতজ্ঞ লোকের জন্য।

২০. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ আর বাস্তবিকই ইবলীস নিজের ধারণাকে তাদের সম্বন্ধে সঠিক পেয়েছে فَاتَّبَعُوْهُ কেননা এরা সকলেই তার পথ অবলম্বন করেছে اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ঈমানদারদের দল ব্যতীত।

২১. وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ আর এদের উপর ইবলীসের প্রভাব শুধু এজন্য যে اِلَّا لِنَعْلَمَ আমি জেনে নিতে পারি مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ পরকালের প্রতি বিশ্বাসীদেরকে مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِيْ شَكٍّ তার সংশয়ীদের থেকে وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ এবং আপনার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর পর্যবেক্ষক।

২২. قُلْ আপনি বলুন ادْعُوا তাদেরকে আহ্বান কর الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে তোমরা (শরিক বলে) মনে করছ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ তারা বিন্দু পরিমাণও ক্ষমতা রাখে না فِي السَّمٰوٰتِ না আসমানসমূহে وَلَا فِي الْاَرْضِ না জমিনে وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ আর না এত দুভয়ের (সৃষ্টি করার) মধ্যে তাদের কোনো অংশ আছে وَمَا لَهٗ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ এবং তাদের মধ্যকার কেউই আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ [١٥]

শানে নুযূল : ইবনে আবি হাতেম আলী বিন রেবাহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ফারওয়া বিন মুসাইক আল গাতীফী (রা.) একদা রাসূল ﷺ -এর নিকট গিয়ে আরজ করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! সাবা গোত্রটি জাহেলিয়্যা যুগে প্রভাবশালী ছিল। আমার ভয় হচ্ছে, তারা হয়তো ইসলাম হতে মুর্তাদ বা ধর্ম ত্যাগী হয়ে যাবে। সুতরাং আমি কি তাদের মোকাবিলায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারি? রাসূল ﷺ বললেন, আমি তো এ সম্পর্কে কোনো আদেশ প্রাপ্ত হইনি। তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। –[ইবনে কাছীর : ৫৪৮/৩]

রিসালাত ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী কাফেরদেরকে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা সম্পর্কে হুশিয়ার করার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের হাতে সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনা ও মু'জিযা বর্ণিত হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রথমে হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ঘটনাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এ প্রসঙ্গেই সাবা সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ তা'আলার অগণিত নিয়ামত বর্ষণ, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার কারণে তাদের প্রতি আজাব অবতরণের আলোচনা আলোচ্য আয়াতসমূহে করা হয়েছে।

সাবা সম্প্রদায় ও তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতরাজি : ইবনে কাছীর বলেন, ইয়ামনের সম্রাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা। তাবাবেয়া সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ছিল সে দেশের ধর্মীয় সম্প্রদায় ও নেতা। সূরা নামলে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সাথে রাণী বিলকীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনিও এ সম্প্রদায়েরই একজন ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সামনে জীবনোপকরণের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার আদেশ দান করেছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপর কায়েম থাকে এবং সর্বপ্রকার সুখ ও শান্তি ভোগ করতে থাকে। অবশেষে ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে তারা আল্লাহ্‌র তা'আলা থেকে গাফেল হয়ে পড়ে, এমন কি আল্লাহ্ তা'আলাকে অস্বীকার করতে থাকে। তখন আল্লহ তা'আলা তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্য তের জন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তাঁরা তাদেরকে সৎপথে আনার জন্য সর্ব-প্রযত্নে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের চৈতন্যোদয় হয়নি। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বন্যার আজাব প্রেরণ করেন। ফলে তাদের শহর ও বাগ-বগিচা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। –[ইবনে কাছীর]

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল : কুরআনে উল্লিখিত 'সাবা' কোনো পুরুষের নাম, না নারীর, না কোনো ভূখণ্ডের নাম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সাবা একজন পুরুষের নাম। তার দশটি পুত্র সন্তান ছিল। তন্মধ্যে ছয় জন ইয়ামনে এবং চার জন শাম দেশে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামনে বসবাসকারী ছয় পুত্রের নাম মাদজাজ, কেন্দা, ইযদ, আশ'আরী, আনমার, হিমইয়ার, (তাদের থেকে ছয়টি গোত্র জন্মলাভ করে) এবং শাম দেশে বসবাসকারীদের নাম লখম, জুযাম, আমেলা, গাস্‌সান (তাদের গোত্রসমূহ এ নামেই সুবিদিত)। এ রেওয়ায়েতটি হাফেজ ইবনে আব্দুল বারও তার 'আলকাসদু ওয়াল উমামু বেমারেফতে আস্ সাবিলিল আরাবি ওয়াল আজাম' গ্রন্থে উদ্ধৃতি করেছেন।

বংশতালিকা বিশেষজ্ঞ আলেমগণের বরাত দিয়ে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন, এরা দশ জন সাবার ঔরসজাত ও প্রত্যক্ষ পুত্র ছিল না। বরং তার দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ পুরুষে এরা জন্মগ্রহণ করেছিল। অতঃপর তাদের গোত্রসমূহ শাম ও ইয়ামনে বিস্তার লাভ করে এবং তাদেরই নামে পরিচিত হয়।

সাবার আসল নাম ছিল আবদে শাম্‌স। সাবা আবদে শামস ইবনে ইয়াশহাব ইবনে কাহ্‌তান থেকে তার বংশতালিকা বুঝা যায়। ইতিহাসবিদগণ লেখেন, সাবা আবদে শামস তার আমলে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর আগমনের সুসংবাদ মানুষকে শুনিয়েছিল। সম্ভবত তাওরাত ও ইনজিল থেকে সে এ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছিল। অথবা জ্যোতিষী ও অতিন্দ্রীয়বাদীদের মাধ্যমে অবগত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শানে সে কয়েক লাইন আরবি কবিতাও বলেছিল। এসব কবিতায় তাঁর আবির্ভাবের উল্লেখ করে বাসনা প্রকাশ করেছিল যে, আমি তাঁর আমলে থাকলে তাঁকে সাহায্য করতাম এবং আমার সম্প্রদায়কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতাম।

সাবার সন্তানদের ইয়ামনে ও শামে বসতি স্থাপন করার ঘটনাটি তাদের উপর বন্যার আজাব আসার পরবর্তী ঘটনা। বন্যার পর তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। –(ইবনে কাছীর) কুরতুবী সাবা সম্প্রদায়ের সময়কাল হযরত ঈসা (আ.)-এর পরে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বে উল্লেখ করেছেন। فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ আরবি অভিধানে عَرِمْ শব্দের একাধিক অর্থ সুবিদিত। তাফসীরকারগণ প্রত্যেক অর্থের দিক দিয়েই এ আয়াতের তাফসীর করেছেন। কিন্তু কামূস, সেহাহ্, জাওহরী ইত্যাদি অভিধানে বর্ণিত অর্থ কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। এসব অভিধানে عَرِمْ -এর অর্থ লেখা হয়েছে বাঁধ, যা পানি আটকানোর জন্য নির্মাণ করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও عَرِمْ -এর অর্থ বাঁধই বর্ণনা করেছেন। –[কুরতুবী]

ইবনে কাছীরের বর্ণনা অনুযায়ী এ বাঁধের ইতিহাস এই : ইয়ামনের রাজধানী সানআ থেকে তিন মনযিল দূরে মাআরেব নগরী অবস্থিত ছিল। এখানে ছিল সাবা সম্প্রদায়ের বসতি। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় শহরটি অবস্থিত ছিল বিধায় উভয় পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির পানি বন্যার আকারে নেমে আসত। ফলে শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেত। দেশের সম্রাটগণ (তাদের মধ্যে রাণী বিলকীসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়) উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি শক্ত ও মজবুত বাঁধ নির্মাণ করলেন। এ বাঁধ পাহাড় থেকে আগত বন্যার পানি রোধ করে পানির একটি বিরাট ভাণ্ডার তৈরি করে দেয়। পাহাড়ের বৃষ্টির পানিও এতে সঞ্চিত হতে থাকে। বাঁধের উপরে-নীচে ও মাঝখানে পানি বের করার তিনটি দরজা নির্মাণ করা হয় যাতে সঞ্চিত পানি সুশৃঙ্খলভাবে শহরের লোকজনের মধ্যে এবং তাদের ক্ষেতে ও বাগানে পৌঁছানো যায়। প্রথমে উপরের দরজা খুলে পানি ছাড়া হতো। উপরের পানি শেষ হয়ে গেলে মাঝখানের এবং সর্বশেষে নীচের তৃতীয় দরজা খুলে দেওয়া হতো। পরবর্তী বছর বৃষ্টির মওসুমে বাঁধের তিনটি স্তরই আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। বাঁধের নীচে পানি সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে একটি সুবৃহৎ পুকুর নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে পানির বারটি খাল তৈরি করে শহরের বিভিন্ন দিকে পৌঁছানো হয়েছিল। সব খালে একই গতিতে পানি প্রবাহিত হতো এবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত।

শহরের ডানে ও বায়ে অবস্থিত পাহাড়দ্বয়ের কিনারায় ফল-মূলের বাগান তৈরি করা হয়েছিল। এসব বাগানে খালের পানি প্রবাহিত হতো। এসব বাগান পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় পাহাড়ের কিনারায় দু'সারিতে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এগুলো সংখ্যায় অনেক হলেও কুরআন পাক جَنَّتَيْنِ অর্থাৎ, দু'টি বাগানের কথা ব্যক্ত করেছে। কারণ এক সারির সমস্ত বাগানকে পরস্পর সংলগ্ন হওয়ার কারণে এক বাগান এবং অপর সারির সমস্ত বাগানকে একই কারণে দ্বিতীয় বাগান বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এসব বাগানে সবরকম বৃক্ষ ফল-মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। কাতাদাহ্ প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী একজন লোক মাথায় খালি ঝুড়ি নিয়ে গমন করলে গাছ থেকে পতিত ফলমূল দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে যেত; হাত লাগানোরও প্রয়োজন হতো না। –[ইবনে কাছীর]

كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত এই অফুরন্ত জীবনোপকরণ ব্যবহার কর এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সৎকর্ম ও আল্লাহ্র আনুগত্য করতে থাক। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এ শহরকে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর শহর করেছেন। শহরটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত ছিল এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছিল। সমগ্র শহরে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ-বিচ্ছুর মতো ইতর প্রাণীর নামগন্ধও ছিল না। বাইরে থেকে কোনো ব্যক্তি শরীরে ও কাপড়-চোপড়ে উকুন ইত্যাদি নিয়ে এ শহরে পৌঁছালে সেগুলো আপনা-আপনি মরে সাফ হয়ে যেত। –[ইবনে কাছীর]

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ -এর সাথে وَرَبٌّ غَفُوْرٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব নিয়ামত ও ভোগ-বিলাস কেবল পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং শুকরিয়া আদায় করতে থাকলে পরকালে আরো বৃহৎ ও স্থায়ী নিয়ামতের ওয়াদা রয়েছে। কারণ এসব নিয়ামতের স্রষ্টা ও তোমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল। শুকরিয়া আদায়ে ঘটনাক্রমে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তিনি ক্ষমা করবেন।

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সুবিস্তৃত নিয়ামত ও পয়গম্বরগণের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও যখন সাবা সম্প্রদায় আল্লাহর আদেশ পালনে বিমুখ হলো, তখন আমি তাদের উপর বাঁধভাঙ্গা বন্যা ছেড়ে দিলাম। বন্যাকে

বাঁধের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করার কারণ এই যে, যে বাঁধ তাদের হেফাজত ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকেই তাঁদের বিপর্যয় ও মসিবতের কারণ করে দিলেন। তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন এ সম্প্রদায়কে বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা দ্বারা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন এ সুবৃহৎ বাঁধের গোড়ায় অন্ধ ইঁদুর নিয়োজিত করে দিলেন। তারা এর ভিত্তি দুর্বল করে দিল। বৃষ্টির মওসুমে পানির চাপে দুর্বল ভিতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেল। অবশেষে বাঁধের পিছনে সঞ্চিত পানি সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। শহরের সমস্ত ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হলো এবং গাছপালা উজাড় হয়ে গেল। পাহাড়ের কিনারায় দু'সারি উদ্যানের পানি শুকিয়ে গেল।

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ বর্ণনা করেন, তাদের কিতাবে লিখিত ছিল যে, এ বাধটি ইঁদুরের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সে মতে বাঁধের কাছে ইঁদুর দেখে তারা বিপদ সংকেত বুঝতে পারল। ইঁদুর নিধনের উদ্দেশ্যে তারা বাঁধের নীচে অনেক বিড়াল ছেড়ে দিল যাতে ইঁদুররা বাঁধের কাছে আসতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ্র তকদীর প্রতিরোধ করার সাধ্য কার? বিড়ালেরা ইঁদুরের কাছে হার মানল এবং ইঁদুরেরা বাঁধের ভিত্তিতে প্রবিষ্ট হয়ে গেল। –[ইবনে কাছীর]

ঐতিহাসিক বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক ইঁদুর দেখা মাত্রই সে স্থান ত্যাগ করে আস্তে আস্তে অন্যত্র সরে গেল। অবশিষ্টরা সেখানেই রয়ে গেল; কিন্তু বন্যা শুরু হলে তারাও স্থানান্তরিত হয়ে গেল এবং অনেকেই বন্যায় প্রাণ হারাল। মোটকথা, সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে গেল। যেসব অধিবাসী অন্য দেশে চলে গিয়েছিল, তাদের কিছু বিবরণ উপরে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ছয়টি গোত্র ইয়ামনে এবং চারটি গোত্র শাম দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মদিনার বসতিও তাদের কতক গোত্র থেকে শুরু হয়। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বন্যার ফলে শহর ধ্বংস হওয়ার পর তাদের দু'সারি উদ্যানের অবস্থা পরবর্তী আয়াতে এভাবে বিধৃত হয়েছে : وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তাদের মূল্যবান ফল-মূলের বৃক্ষের পরিবর্তে তাতে এমন বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন, যার ফল ছিল বিস্বাদ। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে خَمْطٌ -এর অর্থ এরাফ বৃক্ষ। জওহরী লিখেন, এক প্রকার এরাফ বৃক্ষে কিছু ফল ধরে এবং তা খাওয়াও হয়। কিন্তু এই বৃক্ষের ফলও বিস্বাদ ছিল। আবূ ওবায়দা বলেন, তিক্ত ও কাঁটাবিশিষ্ট বৃক্ষকে خَمْطٌ বলা হয়। اَثْلٌ শব্দের অর্থ ঝাউ গাছ, যার কোনো ফল খাওয়ার যোগ্য হয় না। কেউ কেউ বলেন, اَثْلٌ-এর অর্থ বাবলা গাছ যা কাঁটাবিশিষ্ট হয় এবং যার ফল ছাগলকে খাওয়ানো হয়।

سِدْرٌ -এর অর্থ কুলগাছ। এর এক প্রকার বাগানে যত্ন সহকারে লাগানো হয় এবং ফল হয় সুস্বাদু। এরূপ গাছে কাঁটা কম এবং ফল বেশি হয়। অপর প্রকার জংলী কুলগাছ। এটা জঙ্গলে স্বউদ্গত ও কাঁটাবিশিষ্ট ঝাড় হয়ে থাকে এবং কাঁটা বেশি ও ফল কম হয়ে থাকে। আয়াতে سِدْرٌ শব্দের সাথে قَلِيْلٌ যুক্ত করে সম্ভবত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই বাগানে কুলগাছও জংলী কিংবা স্বউদ্গত ছিল, যাতে ফল কম ও টক হয়ে থাকে।

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا অর্থাৎ, আমি এ শাস্তি তাদেরকে কুফরের কারণে দিয়েছিলাম।

كُفْر শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞতাও হয়ে থাকে এবং সত্য ধর্ম অস্বীকার করাও হয়ে থাকে। এখানে উভয় অর্থ সম্ভবপর। কেননা তারা অকৃতজ্ঞতাও করেছিল এবং প্রেরিত তেরজন পয়গম্বরকে মিথ্যারোপও করেছিল।

জ্ঞাতব্য : এ ঘটনায় বলা হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ্ তা'আলা তের জন পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন। অথচ পূর্বে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায় ও বাঁধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা হযরত ঈসা (আ.)-এর পর ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বে অন্তর্বর্তীকালে সংঘটিত হয়েছিল। একে فَتْرَتٌ -এর কাল বলা হয়। অধিকাংশ আলেমের মতে এ সময়ে কোনো নবী রাসূল প্রেরিত হয়নি। অতএব এই তের জন পয়গম্বর প্রেরণ কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? এর জবাবে রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে। বাঁধভাঙ্গা বন্যার ঘটনা অন্তর্বর্তীকালে সংঘটিত হলে একথা জরুরি হয় না যে, এই পয়গম্বরগণও সে সময়েই আগমন করেছিলেন। এটা সম্ভবপর যে, তাঁরা অন্তর্বর্তীকালের পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাদের কুফর ও অবাধ্যতা অন্তর্বর্তীকালে তাদের উপর নাজিল করা হয়েছিল।

وَهَلْ نُجْزِيٓ إِلَّا الْكَفُوْرَ - كَفُوْرٌ শব্দের অর্থ অতিশয় কুফরকারী। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি অতিশয় কুফরকারী ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। এটা বাহ্যত সেসব আয়াত ও সহীহ্ হাদীসের পরিপন্থি, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমান গুনাহ্গারকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি দেওয়া হবে যদিও পরিণামে শাস্তি ভোগ করার পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হবে। এই খটকার জবাবে কেউ কেউ বলেন, এখানে যে কোনো শাস্তি উদ্দেশ্য নয়; বরং সাবা সম্প্রদায়ের অনুরূপ ব্যাপক আজাব বুঝানো হয়েছে। এরূপ আজাব বিশেষভাবে কাফেরদের জন্য নির্দিষ্ট। মুসলমানদের উপর এরূপ আজাব আসে না। –[রূহুল মা'আনী]

এর সমর্থন সাহাবী ইবনে খায়রাহর উক্তিতেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

جَزَاءُ الْمَعْصِيَةِ الْوَهْنُ فِي الْعِبَادَةِ وَالضِّيقُ فِي الْمَعِيْشَةِ وَالتَّعَسُّرُ فِي اللَّذَّةِ قَالَ لَايُصَادِفُ لَذَّةً حَلَالًا إِلَّاجَاءَهُ مَنْ يُنَغِّصُهُ-

অর্থাৎ গুনাহের শাস্তি হচ্ছে ইবাদতে শৈথিল্য সৃষ্টি হওয়া, জীবিকার সংকীর্ণতা দেখা দেওয়া এবং উপভোগ দুরূহ হয়ে যাওয়া। তিনি এর অর্থ এই বর্ণনা করেন যে, যখন সে কোনো হালাল ভোগ্যবস্তু পায়, তখন কোনো না কোনো কারণ সৃষ্টি হয়ে যায়, যা তার উপভোগকে মলিন করে দেয়। -(ইবনে কাছীর) এতে জানা গেল যে, মুসলমান গুনাহগারের শাস্তি দুনিয়াতে এ ধরনের হয়ে থাকে। তার উপর আকাশ থেকে অথবা ভূ-গর্ভ থেকে কোনো খোলাখুলি আজাব আসে না। এটা কাফেরদের জন্যই নির্দিষ্ট।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ لَا يُعَاقَبُ بِمِثْلِ فِعْلِهِ إِلَّا الْكَفُوْرَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন যে, মন্দ কাজের যথাযোগ্য শাস্তি কাফের ব্যতীত কাউকে দেওয়া হয় না। (ইবনে কাছীর) মুমিনকে তার গুনাহের মধ্যেও কিছুটা অবকাশ দেওয়া হয়।

রূহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থই উদ্দেশ্য। শাস্তি হিসেবে শাস্তি কেবল কাফেরকেই দেওয়া যায়। মুসলমান পাপীকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তা কেবল দৃশ্যত শাস্তি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে, তাকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করা। উদাহরণত স্বর্ণকে আগুনে পোড়ার উদ্দেশ্যে তার ময়লা দূর করা। এমনিভাবে কোনো মুমিনকে পাপের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তার উদ্দেশ্য হবে তার দেহের সেই অংশ জ্বালিয়ে দেওয়া, যা হারাম দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এটা হয়ে গেলে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। তখন তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হবে।

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ

এ আয়াতে সাবাবাসীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা আরো একটি নিয়ামত ও তাদের অকৃতজ্ঞতা এবং মূর্খতার আলোচনা রয়েছে। তারা স্বয়ং এই নিয়ামতের পরিবর্তন করে কঠোরতার দোয়া ও বাসনা প্রকাশ করেছিল। اَلْقُرَى الَّتِي بٰرَكْنَا فِيْهَا বলে শাম দেশের গ্রামাঞ্চল বুঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত নাজিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শাম দেশের জন্য বর্ণিত আছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যেসব জনপদকে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করেছিলেন তাদেরকে প্রায়ই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শামে সফর করতে হতো। মাআরেব শহর থেকে শামের দূরত্ব ছিল অনেক। রাস্তাও সহজ ছিল না। আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের শহর মাআরেব থেকে শাম পর্যন্ত অল্প অল্প দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এসব জনবসতি সড়কের কিনারায় অবস্থিত ছিল। তাই আয়াতে قُرًى ظَاهِرَةً দৃশ্যমান জনপদ বলা হয়েছে। এসব জনবসতির ফলে কোনো মুসাফির গৃহ থেকে বেরিয়ে দুপুরে বিশ্রাম অথবা খাদ্যগ্রহণ করতে চাইলে অনায়াসেই কোনো জনপদে পৌঁছে নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করে বিশ্রাম করতে পারত। অতঃপর জোহরের পর রওয়ানা হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য বস্তীতে পৌঁছে রাত্রি অতিবাহিত করতে পারত। وَقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ বাক্যের অর্থ এই যে, জনবসতিগুলো এমন সুষম ও সমান দূরত্বে গড়ে উঠেছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক বস্তি থেকে অন্য বস্তিতে পৌঁছা যেত।

سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا اٰمِنِيْنَ –এটা সাবা সম্প্রদায়ের প্রতি তৃতীয় নিয়ামত। অর্থাৎ, বস্তিসমূহের সমান দূরত্বের কারণে সমতালে পথ অতিক্রম করা হতো। পথও সবটুকু নিরাপদ ছিল। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। দিবারাত্রি সর্বক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে সফর করা যেত।

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ – অর্থাৎ, জালিমরা আল্লাহ্ তা'আলার উপরিউক্ত নিয়ামতের মূল্য বুঝল না। তারা না-শোকরী করে নিজেরাই দোয়া করল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের জন্য ভ্রমণের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। নিকটবর্তী গ্রাম যেন না থাকে। মাঝখানে জঙ্গল ও জনহীন প্রান্তর থাকুক, যাতে কিছু কষ্টও সহ্য করতে হয়। তাদের অবস্থা ছিল বনী-ইসরাঈলের অনুরূপ, যারা কোনোরূপ কষ্ট ও শ্রমের ব্যতিরেকেই মান্না ও সালওয়া রিজিক হিসেবে পেত। এতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ! এর পরিবর্তে আমাদেরকে সবজি ও তরকারি দান করুন। আল্লাহ্ তা'আলা সাবাবাসীদের না-শোকরীর কারণে তাদেরকে উপরে বর্ণিত বাধভাঙ্গা বন্যার শাস্তিদেন। এরই সর্বশেষ পরিণতি এ আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে সম্পূর্ণ বরবাদ ও সর্বস্বহারা করে দেওয়া হয়। ফলে দুনিয়াতে তাদের ভোগবিলাস ও ধনৈশ্বর্যের কাহিনীই রয়ে গেছে এবং তারা উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে।

وَمَزَّقْنَاهُمْ শব্দটি تَمْزِيقٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা। অর্থাৎ, মাআরেব শহরের কিছু অধিবাসী ধ্বংস হয়ে গেল এবং কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আরবে তাদের ধ্বংস ও বিচ্ছিন্নতার ঘটনাটি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এরূপ ক্ষেত্রে আরবরা বলত, تَفَرَّقُوا أَيَادِيْ سَبَا অর্থাৎ, তারা সাবা সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্যে পালিত লোকদের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ইবনে কাছীর প্রমুখ তাফসীরবিদ এ স্থলে জনৈক অতীন্দ্রিয়বাদীর নাতিদীর্ঘ কাহিনী উল্লেখ করেছেন। বন্যার আজাব আসার কিছু পূর্বে সে এ সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। সে এক আশ্চর্য কৌশলের মাধ্যমে প্রথমে তার ধনসম্পত্তি, গৃহ ইত্যাদি সব বিক্রয় করে দিল। বিক্রয়লব্ধ অর্থ তার করায়ত্ত হয়ে গেলে সে তার সম্প্রদায়কে ভবিষ্যৎ বন্যা ও আজাব সম্পর্কে অবহিত করে বলল, কেউ প্রাণে বাঁচতে চাইলে অবিলম্বে এখান থেকে সরে যাও। সে আরো বলল, তোমাদের মধ্যে যারা দূরবর্তী সফর অবলম্বন করে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার ইচ্ছা কর, তারা আম্মানে চলে যাও, যারা মদ, খামীর করা রুটি, ফল-মূল ইত্যাদি চাও, তারা শাম দেশের বুসরা নামক স্থানে গিয়ে বসবাস কর এবং যারা এমন সওয়ারী চাও, যা কাদার মধ্যেও টিকে থাকে, দুর্ভিক্ষের সময় কাজে আসে এবং সফরের সময়ও সাথে থাকে, তারা ইয়াসরিবে অর্থাৎ মদীনায় স্থানান্তরিত হও। সেখানে প্রচুর খেজুর পাওয়া যায়। তার সম্প্রদায় তার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করল। ইযদ গোত্র আম্মানে, গাসসান গোত্র বুসরায় এবং আউস, খাযরাজ ও বনূ উসমান মদীনায় স্থানান্তরি হয়ে গেল। বাতনেমূর নামক স্থানে পৌঁছে বনূ উসমান সেখানেই থেকে যায়। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের উপাধি হয়ে যায় খুযায়া। আউস ও খাযরাজ মদীনায় পৌঁছে সেখানে বসতি স্থাপন করল। ইবনে কাছীর এই বিবরণ সনদ সহকারে উল্লেখ করে বলেন, এভাবে সাবা সম্প্রদায় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা مَزَّقْنَاهُمْ বাক্যে বিধৃত হয়েছে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ –অর্থাৎ, সাবা সম্প্রদায়ের উত্থান-পতন ও অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে অনেক নিদর্শন ও শিক্ষা রয়েছে। শিক্ষা রয়েছে সে ব্যক্তির জন্য, যে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোনো বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়ে সবর করে এবং কোনো নিয়ামত ও সুখ অর্জিত হলে আল্লাহর শোকর আদায় করে। এভাবে সে জীবনের প্রত্যেক অবস্থায় উপকারই লাভ করে। বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুমিনের অবস্থা বিস্ময়কর, তার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা যে আদেশই জারি করেন, সব মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার হয়ে থাকে। যে কোনো নিয়ামত, সুখ ও আনন্দের বিষয় লাভ করলে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করে। ফলে সেটা তার পরকালের জন্য মঙ্গলজনক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি সে কোনো কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, তবে সবর করে, যার বিরাট পুরস্কার ও ছওয়াব সে পায়। ফলে বিপদও তার জন্য উপকারী হয়ে যায়। –[ইবনে কাছীর]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ صَبَّارٌ শব্দটিকে সবরের সাধারণ অর্থে নিয়েছেন যাতে ইবাদতে দৃঢ় থাকা এবং গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকাও অন্তর্ভুক্ত। এ তাফসীর অনুযায়ী মুমিন সর্বাবস্থায় সবর ও শোকরের প্রতীক হয়ে থাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

كُلُوْا : সীগাহ جَمع مُذَكَّر حَاضِر বহছ أَمْر حَاضِر مَعْرُوف বাব نَصَر মাসদার اَكْلٌ মূলবর্ণ (ا - ك - ل) জিনস مَهْمُوز فَاء অর্থ– তোমরা খাও।

اَعْرَضُوْا : সীগাহ جَمع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعل مَاضِى مُطْلَق مَعْرُوف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْرَاضٌ মূলবর্ণ (ع - ر - ض) জিনস صَحِيْح অর্থ– তারা অবাধ্যতা করল। মুখ ফিরিয়ে নিল।

سَيْلٌ : একবচন, বহুবচনে سُيُوْلٌ অর্থ– প্লাবন। বন্যা।

اَثْلٌ : একবচন, বহুবচনে اُثُوْلٌ - اَثَالٌ اَثْلَانٌ অর্থ– ঝাউ গাছ।

سِدْرٌ : অর্থ– কুল বৃক্ষ, বরই গাছ। ইমাম রাগেব লিখেন, سِدْر এরকম গাছ যা ভক্ষণে যথেষ্ট নয়। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَاَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ

نُجْزِىْ : সীগাহ جَمع مُتَكَلِّم বহছ فِعل مُضَارِعْ مَعْرُوف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُجَازَاةٌ মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– আমি সাজা দিয়ে থাকি।

قُرًى : বহুবচন, একবচনে قَرْيَةٌ অর্থ– গ্রাম গুলো।

قَدَّرْنَا : সীগাহ جَمع مُتَكَلِّمْ বহছ فِعل مَاضِى مُطْلَق مَعْرُوف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْدِيْرٌ মূলবর্ণ (ق - د - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– নির্দিষ্ট পরিমাণ রেখেছিলাম।

سِيْرُوْا : সীগাহ جَمع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ أَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার سَيْرٌ মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– চলাফেরা কর। ভ্রমণ কর।

اٰمِنِيْنَ : সীগাহ جَمع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব سَمِعَ মাসদার اَمْنٌ মূলবর্ণ (ا - م - ن) জিনস مَهْمُوز فَاء অর্থ– নিরাপদে। আশঙ্কামুক্ত।

بَاعِدْ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر حَاضِر বহছ أَمر حَاضِر مَعْرُوف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُبَاعَدَةٌ মূলবর্ণ (ب - ع - د) জিনস صَحِيْح অর্থ– লম্বা পাল্লা করে দিন। দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও।

مَزَّقْنَا : সীগাহ جَمع مُتَكَلِّمْ বহছ فِعل مَاضِى مُطْلَق مَعْرُوف বাব تَفْعِيل মাসদার تَمْزِيْقٌ মূলবর্ণ (م - ز - ق) জিনস صَحِيْح অর্থ– আমি সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম।

زَعَمْتُمْ : সীগাহ جَمع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مَاضِى مَعْرُوف বাব نَصَر মাসদার زَعْمٌ মূলবর্ণ (ز - ع - م) জিনস صَحِيْح অর্থ– তোমরা মনে করছ। ধারণা করলে। দাবি করলে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ : এখানে فَاء হরফে আতফ اَعْرَضُوْا শব্দটি فِعل مَاضِى, উহ্য যমীর عَلَيْهِمْ তার فَاعِل এবং তার هُمْ উহ্য রয়েছে। فَاَرْسَلْنَا শব্দটি اَعْرَضُوْا-এর উপর আতফ হয়েছে। مُتَعَلِّقْ শব্দটি اَرْسَلْنَا শব্দের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। وَسَيْلَ الْعَرِمِ মাফউলেবিহী। –[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৬, পৃ. ২২৮]

২৩. আর আল্লাহর সমীপে সুপারিশ কারো জন্য কার্যকরী হয় না, কিন্তু সে ব্যক্তির জন্য, যার সম্বন্ধে তিনি (সুপারিশ করার) অনুমতি প্রদান করেন; (আল্লাহর হুকুম আসলে ফেরেশতাগণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে,) এমনকি যখন তাদের অন্তর থেকে আতঙ্ক বিদূরিত হয়, তখন একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমাদের প্রতিপালক কি আদেশ করেছেন? তারা বলে, সত্য বিষয়ের আদেশ করেছেন, আর তিনি সমুন্নত, সুমহান।	وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ؕ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٢٣﴾
২৪. আর আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে, কে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে জীবিকা প্রদান করে? আপনিই বলে দিন, আল্লাহ এবং নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা অবশ্যই সত্য পথের উপর আছি কিংবা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছি।	قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٤﴾
২৫. আপনি বলে দিন যে, তোমাদেরকে আমাদের কৃত অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে না আর আমাদেরকেও তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হবে না।	قُلْ لَّا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّآ اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. আপনি বলে দিন, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন, অতঃপর আমাদের মধ্যে সঠিক মীমাংসা করবেন এবং তিনি শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী, মহাজ্ঞানী।	قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ؕ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ আর আল্লাহর সমীপে সুপারিশ কারো জন্য কার্যকরী হয় না اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ কিন্তু সে ব্যক্তির জন্য যার সম্বন্ধে তিনি (সুপারিশ করার) অনুমতি প্রদান করেন حَتّٰٓى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ এমন কি যখন তাদের অন্তর হতে আতঙ্ক বিদূরিত হয় قَالُوْا তখন একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে যে مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ তোমাদের প্রতিপালক কি আদেশ করেছেন قَالُوا الْحَقَّ তারা বলে সত্য বিষয়ে আদেশ করেছেন وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ আর তিনি সমুন্নত, সুমহান।

২৪. قُلْ আর আপনি জিজ্ঞাসা করুন مَنْ يَّرْزُقُكُمْ কে তোমাদেরকে জীবিকা প্রদান করেন مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিন হতে قُلِ আপনিই বলে দিন اللّٰهُ আল্লাহ وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ এবং নিশ্চয় আমরা অথবা তোমরা لَعَلٰى هُدًى অবশ্যই সত্য পথের উপর আছি اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ কিংবা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছি।

২৫. قُلْ আপনি বলে দিন যে لَّا تُسْـَٔلُوْنَ তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না عَمَّآ اَجْرَمْنَا আমাদের কৃত অপরাধ সম্বন্ধে وَلَا نُسْـَٔلُ আর আমাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হবে না عَمَّا تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কার্যাবলি সম্বন্ধে।

২৬. قُلْ আপনি বলে দিন يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا আমাদের প্রতিপালক আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ অতঃপর আমাদের মধ্যে সঠিক মীমাংসা করবেন وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ এবং তিনি শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী, মহাজ্ঞানী।

২৭. বলুন, আমাকে একটু ঐ (উপাস্য-)গুলো তো দেখাও, যেগুলোকে তোমরা অংশীরূপে আল্লাহর সাথে সম্মিলিত করে রেখেছ? কখনো (তাঁর কোনো অংশী) নেই; বরং তিনিই আল্লাহ- প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ كَلَّا ؕ بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾
২৮. আর আমি আপনাকে সমগ্র মানব সমাজের জন্য পয়গম্বর করে পাঠিয়েছি শুভসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝে না।	وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. এবং তারা বলে, এ প্রতিশ্রুতি কখন সংঘটিত হবে, যদি আপনি সত্যবাদী হন?	وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. আপনি বলে দিন, তোমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিনের ওয়াদা রইল, তা থেকে না তোমরা এক মুহূর্ত পশ্চাদ্বর্তীও হতে পারবে আর না অগ্রবর্তী হতে পারবে।	قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. এবং এ কাফেররা বলে, আমরা কস্মিনকালেও এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনব না এবং তার পূর্বেকার কিতাবের উপরও না; আর যদি আপনি ঐ সময়ের অবস্থা দেখেন, (তবে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখবেন,) যখন এ অনাচারীদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে, (এবং) একে অন্যের উপর কথা চাপাবে, নিম্নস্তরের লোকেরা মাতব্বর লোকদেরকে বলবে, যদি তোমরা না থাকতে, তবে আমরা অবশ্যই ঈমান আনতাম।	وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚۖ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ِۨ الْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَآ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. قُلْ বলুন اَرُوْنِيَ আমাকে একটু ঐ (উপাস্য) গুলো তো দেখাও الَّذِيْ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَآءَ যেগুলোকে তোমরা অংশীরূপে আল্লাহর সাথে সম্মিলিত করে রেখেছ كَلَّا কখনো তাঁর কোনো অংশী নেই بَلْ هُوَ اللّٰهُ বরং তিনিই আল্লাহ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

২৮. وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ আর আমি আপনাকে সমগ্র মানব সমাজের জন্য পয়গম্বর করে পাঠিয়েছি। بَشِيْرًا শুভসংবাদ প্রদানকারী। وَّنَذِيْرًا এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝে না।

২৯. وَيَقُوْلُوْنَ এবং তারা বলে مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ এ প্রতিশ্রুতি কখন সংঘটিত হবে اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি আপনি সত্যবাদী হন।

৩০. قُلْ আপনি বলে দিন لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ তোমাদের জন্য একটি নির্দিষ্ট দিনের ওয়াদা রইল لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً তা হতে না তোমরা এক মুহূর্ত পশ্চাদ্বর্তী হতে পারবে وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ আর না অগ্রবর্তী হতে পারবে।

৩১. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং এ কাফেররা বলে لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ আমরা কস্মিনকালেও এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনব না وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ এবং তার পূর্বেকার কিতাবের উপরও না وَلَوْ تَرٰٓى আর যদি আপনি ঐ সময়ের অবস্থা দেখেন اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ যখন এ অনাচারীদেরকে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করানো হবে يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ِۨ الْقَوْلَ (এবং) একে অন্যের উপর কথা চাপাবে। يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا নিম্নস্তরের লোকেরা বলবে لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا মাতব্বর লোদেরকে لَوْلَآ اَنْتُمْ যদি তোমরা না থাকতে لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ তবে আমরা অবশ্যই ঈমান আনয়ন করতাম।

৩২. (এতে) মাতব্বরগণ সেই নিম্নস্তরের লোকদেরকে বলবে, আমরা কি তোমাদেরকে হেদায়েত হতে বিরত রেখেছিলাম তা তোমাদের নিকট পৌঁছবার পর? (না,) বরং তোমরাই অপরাধী ছিলে।	قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا (এতে) মাতব্বরগণ বলবে لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْٓا সেই নিম্নস্তরের লোকদেরকে اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى আমরা কি তোমাদেরকে হেদায়েত হতে বিরত রেখেছিলাম بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ তা তোমাদের নিকট পৌঁছার পর بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِيْنَ (না) বরং তোমরাই আপরাধী ছিলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় ফেরেশতাগণ সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়, অতঃপর তারা একে অপরকে আদেশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। সহীহ্ বোখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর উদ্ধৃত রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশে কোনো আদেশ জারি করেন, তখন সমস্ত ফেরেশতা বিনয় ও নম্রতা সহকারে পাখা নাড়তে থাকে (এবং সংজ্ঞাহীনের মতো হয়ে যায়) অতঃপর তাদের মন থেকে অস্থিরতা ও ভয়ভীতির প্রভাব দূর হয়ে গেলে তারা বলে তোমাদের পালনকর্তা কি বলেছেন? অন্যরা বলে, অমুক সত্য আদেশ জারি করেছেন।

মুসলিমে উদ্ধৃত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যখন কোনো আদেশ দেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তাসবীহ্ পাঠ করতে থাকে। তাদের তাসবীহ্ শুনে তাদের নিকটবর্তী আকাশের ফেরেশতাগণও তাসবীহ্ পাঠ করে। অতঃপর তাদের তাসবীহ্ শুনে তাদের নীচের আকাশের ফেরেশতাগণ তাসবীহ্ পাঠ করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ তথা সর্বনিম্ন আকাশের ফেরেশতাগণও তাসবীহ্ পাঠে আত্মনিয়োগ হয়ে যায়। অতঃপর তারা আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের নিকটবর্তী ফেরেশতাগণকে জিজ্ঞেস করে, আপনাদের পালনকর্তা কি আদেশ দিয়েছেন? তারা তা বলে দেয়। এভাবে তাদের নীচের আকাশের ফেরেশতারা উপরের ফেরেশতাগণকে একই প্রশ্ন করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত সওয়াল ও জওয়াব পৌঁছে যায়।–[মাযহারী]

বিতর্কে প্রতিপক্ষের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উত্তেজনা থেকে বিরত থাকা : وَاِنَّآ اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلٰى هُدًى اَوْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ -এতে মুশরিক ও কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই স্রষ্টা, মালিক ও সর্বশক্তিমান। এতে মূর্তিদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। এসব বিষয়ের পর মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে একথা বলাই সঙ্গত ছিল যে, তোমরাই মূর্খ ও পথভ্রষ্ট। তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে মূর্তি ও শয়তানদের পূজা কর। কিন্তু কুরআন পাক এক্ষেত্রে যে বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছে, তা দাওয়াত, তাবলীগ ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে বিকর্তকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূণ পথনির্দেশ। এ আয়াতে তাদেরকে কাফের বা পথভ্রষ্ট বলার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদির আলোকে কোনো সমঝদার ব্যক্তি তাওহীদ ও শিরক উভয়টিকে সত্য বলে মানতে পারে না এবং তাওহীদপন্থি ও শিরকপন্থি উভয়কে সত্যপন্থি আখ্যা দিতে পারে না। বরং এটা নিশ্চিত যে, এতদুভয়ের মধ্যে একদল সত্যপথে ও অপর দল ভ্রান্তপথে আছে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর এবং ফয়সালা কর যে, আমরা সৎপথে আছি, না তোমরা। প্রতিপক্ষকে কাফের ও

পথভ্রষ্ট বললে সে উত্তেজিত হয়ে যেত। তাই তা বলা হয়নি এবং সহানুভূতিমূলক বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে কঠোরপ্রাণ প্রতিপক্ষও চিন্তা করতে বাধ্য হয়। –[কুরতুবী, বয়ানুল কোরআন]

আলিমগণের উচিত এই পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত, উপদেশ ও বিতর্কের পন্থাটি সদাসর্বদা সামনে রাখা। এর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলেই দাওয়াত, প্রচার ও বিতর্ক নিষ্ফল বরং ক্ষতিকর হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ জেদের বশবর্তী হয়ে যায় এবং তাদের পথভ্রষ্টতা আরো পাকাপোক্ত হয়ে যায়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের এবং আল্লাহ যে সর্বশক্তিমান তার বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে রিসালাতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমাদের রাসূলে কারীম ﷺ সমগ্র বিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

كَافَّةً لِّلنَّاسِ - كافة শব্দটি আরবি বাকপদ্ধতিতে সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কোনো ব্যতিক্রম থাকে না। বাক্যপ্রকরণে শব্দটি حَالْ বিধায় لِلنَّاسِ كَافَّةً বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু রিসালাতের ব্যাপকতা বর্ণনার লক্ষ্যে শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পূর্বে প্রেরিত পয়গম্বরগণের রিসালত ও নবুয়ত বিশেষ সম্প্রদায় ও বিশেষ ভূ-খণ্ডের জন্য সীমিত ছিল। এটা শেষনবী ﷺ -এরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, তাঁর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক। কেবল মানবজাতিই নয়, জিনদেরও তিনি রাসূল। তাঁর রিসালাত শুধু সমকালীন লোকদের জন্যই নয়, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যও ব্যাপক। তাঁর রিসালাত কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী ও অব্যাহত থাকাই এ বিষয়ের দলিল যে, তিনি সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে অন্য কোনো নবী প্রেরিত হবেন না। কেননা পূর্ববর্তী নবীর শরিয়ত ও শিক্ষা বিকৃত হয়ে গেলেই মানবজাতির পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে পরবর্তী নবী প্রেরিত হন। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শরিয়ত ও স্বীয় কিতাব কুরআনকে কিয়ামত পর্যন্ত হেফাজত করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই এগুলো কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে এবং অন্য কোনো নবী প্রেরণের আবশ্যকতা নেই।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত জাবের (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্ববর্তী কোনো পয়গম্বরকে দান করা হয়নি। এক– আল্লাহ তা'আলা আমাকে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় দান করার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন। ফলে এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত লোকজনকে আমার ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় আচ্ছন্ন করে রাখে। দুই–আমার জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে মসজিদ ও পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। (পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরিয়তে ইবাদত নির্ধারিত ইবাদতগাহ তথা উপাসনালয়েই হতো; ইবাদতগাহের বাইরে ময়দানে অথবা গৃহে ইবাদত হতো না। আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠেকে এ অর্থে মসজিদ করে দিয়েছেন যে, তারা সর্বত্রই নামাজ আদায় করতে পারবে। পানি না পাওয়া গেলে কিংবা পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হলে ভূ-পৃষ্ঠের মাটিকে পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করলে তা অজুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।) তিন- আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কোনো উম্মতের জন্য এরূপ সম্পদ হালাল ছিল না। (তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, যুদ্ধে কাফেরদের যে সম্পদ হস্তগত হবে, তা একত্রিত করে একটি আলাদা স্থানে রেখে দেবে। সেখানে আকাশ থেকে অগ্নি-বিদ্যুৎ ইত্যাদি এসে তা জ্বালিয়ে দেবে এবং জ্বালিয়ে দেওয়াই এ বিষয়ের আলামত হবে যে, এ জিহাদ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ কুরআন বর্ণিত নীতি অনুযায়ী বন্টন করা ও নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করা জায়েজ করা হয়েছে।) চার–আমাকে মহাসুপারিশের মর্যাদা দান করা হয়েছে (অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যখন কোনো পয়গম্বর সুপারিশ করার সাহস করবেন না, তখন আমাকে সুপারিশ করার সুযোগ দেওয়া হবে)। পাঁচ–আমার পূর্বে প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। আমাকে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি পয়গম্বর করে প্রেরণ করা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا تَنْفَعُ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِب বহছ مَعْرُوف مَنْفِى مُضَارِعْ বাব فَتَحَ মাসদার نَفْعٌ মূলবর্ণ (ن - ف - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- কার্যকরী হয় না।

فُزِّعَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُطْلَقْ مَجْهُوْل اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِى বাব تَفْعِيْل মাসদার تَفْزِيْع মূলবর্ণ (ف - ز - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- আতঙ্ক বিদূরীত হয়।

لَا تُسْئَلُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ نَفْى فِعْل مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব فَتَحَ মাসদার سُؤَالٌ মূলবর্ণ (س - ء - ل) জিনস مَهْمُوْز عَيْن অর্থ- তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না।

اَجْرَمْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِى مُطْلَقْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِجْرَامٌ মূলবর্ণ (ج - ر - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমাদেরকৃত অপরাধ।

اَرُوْنِىَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ اَمر حَاضِر مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِى এবং مَهْمُوْز عَيْن) অর্থ- আমাকে দেখাও।

اَلْحَقْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْحَاقٌ মূলবর্ণ (ل - ح - ق) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমরা সম্মিলিত করেছ।

لَا تَسْتَاْخِرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ نَفِى فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِيْخَارٌ মূলবর্ণ (ا - خ - ر) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ- পশ্চাদবর্তী হতে পারবে না।

لَا تَسْتَقْدِمُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ نَفِى فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِقْدَامٌ মূলবর্ণ (ق - د - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- আর না অগ্রবর্তী হতে পারবে।

مَوْقُوْفُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُول বাব ضَرَبَ মাসদার وُقُوْفٌ মূলবর্ণ (و - ق - ف) জিনস نَاقِص وَاوِى অর্থ- দাড় করানো হবে। অবস্থানকৃত।

اُسْتُضْعِفُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ اِثْبَاتْ فِعْل مَاضِى مُطْلَقْ مَجْهُوْل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِضْعَافٌ মূলবর্ণ (ض - ع - ف) জিনস صَحِيْح অর্থ- নিম্ন স্তরের লোকেরা। তাদের দুর্বল ধারণা করা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ : এখানে قُلْ ফেল তার উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল। مَنْ মুবতাদা يَرْزُقُكُمْ বাক্যটি খবর, مِنَ السَّمٰوٰتِ টা يَرْزُقُكُمْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর الْاَرْضِ টা السَّمٰوٰتِ -এর উপর আতফ হয়েছে। অতঃপর قُلْ হলো فِعْل আর উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল আর اَللّٰهُ হলো মুবতাদা। আর খবর উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ اَللّٰهُ يَرْزُقُنَا অথবা এটা উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هُوَ اللّٰهُ

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَّكْفُرَ بِاللهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْأَغْلٰلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾	৩৩. অতঃপর এ নিম্নশ্রেণির লোকেরা সে মাতব্বরদেরকে বলবে- না, বরং তোমাদের রাত ও দিনের প্রচেষ্টাই আমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল, যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ করতে যে, আমরা আল্লাহর সাথে কুফর করি এবং তাঁর জন্য শরিক সাব্যস্ত করি এবং তারা (নিজেদের) মনস্তাপ গোপন রাখবে- যখন আজাব প্রত্যক্ষ করবে; এবং আমি কাফেরদের গর্দানে বেড়ি লাগিয়ে দিব; (অতঃপর তারা দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে,) যেমন কর্ম করেছিল তেমনই ফল ভোগ করল।
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ۙ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ﴿٣٤﴾	৩৪. আর আমি কোনো জনপদে কোনো ভয়প্রদর্শক প্রেরণ করিনি, কিন্তু তথাকার সম্পদশালীরা এটাই বলেছে যে, আমরা তো ঐ সমস্ত বিধানাবলির অমান্যকারী, যা দিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ।
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَّأَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾	৩৫. আর তারা এটাও বলেছে যে, আমরা ধনে ও জনে তোমাদের চেয়ে অধিক, আর (এতে প্রমাণিত হয় যে, আমরা আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানী; সুতরাং) আমাদের কখনো আজাব হবে না।
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾	৩৬. আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা জীবিকা প্রচুর করে দেন এবং (যাকে ইচ্ছা) সঙ্কুচিত করে দেন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অবগত নয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا অতঃপর এ নিম্ন শ্রেণির লোকেরা বলবে لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا সে মাতব্বরদেরকে بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ না, বরং তোমাদের রাত ও দিনের প্রচেষ্টাই আমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল إِذْ تَأْمُرُونَنَا যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ করতে যে, أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ আমরা আল্লাহর সাথে কুফরি করি وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا এবং তার জন্য শরিক সাব্যস্ত করি وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ এবং তারা (নিজেদের) মনস্তাপ গোপন রাখবে لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ যখন আজাব প্রত্যক্ষ করবে وَجَعَلْنَا الْأَغْلٰلَ এবং আমি বেড়ি লাগিয়ে দিব فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا কাফেরদের গর্দানে هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ যেমন কর্ম করেছিল তেমনই ফল ভোগ করল।

৩৪. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ আর আমি কোনো জনপদে কোনো ভয় প্রদর্শক প্রেরণ করিনি إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا কিন্তু তথাকার সম্পদশালীরা এটাই বলেছে যে إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ আমরা তো ঐ সমস্ত বিধানাবলির অমান্যকারী যা দিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ।

৩৫. وَقَالُوا আর তারা এটাও বলেছে যে نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَّأَوْلَادًا আমরা ধনে ও জনে তোমাদের চেয়ে অধিক وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ আর আমাদের কখনো আজাব হবে না।

৩৬. قُلْ আপনি বলে দিন إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ আমার প্রতিপালক জীবিকা প্রচুর করে দেন لِمَنْ يَّشَاءُ যাকে ইচ্ছা وَيَقْدِرُ এবং সঙ্কুচিত করে দেন وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা অবগত নয়।

৩৭. এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি এমন নয়, যা তোমাদেরকে মর্যাদায় আমার নিকটবর্তী করে দিবে, হ্যাঁ, তবে যারা ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে (তারা এতদ্বারা অবশ্যই আমার নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে), বস্তুত এরূপ লোকদেরই জন্য তাদের কার্যের দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে এবং তারা প্রাসাদসমূহে নিরাপদে অবস্থান করবে।	وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۫ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. পক্ষান্তরে যারা (নবীকে) পরাভূত করার উদ্দেশ্যে আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে (মিথ্যা প্রতিপন্ন করার- প্রচেষ্টা করে, এরূপ লোকদেরকে আজাবের মধ্যে আনা হবে।	وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. আপনি বলে দিন যে, আমার রব নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন আর যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করেন। এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় প্রদান করবেন, এবং তিনি সর্বোত্তম রিজিক প্রদানকারী।	قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ؕ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. আর যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, তৎপর ফেরেশতাদেরকে বলবেন তারা কি তোমাদের উপাসনা করত?	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন নয় بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى যা তোমাদেরকে মর্যাদায় আমার নিকটবর্তী করে দিবে اِلَّا مَنْ اٰمَنَ হ্যাঁ, তবে যারা ঈমান আনয়ন করবে وَعَمِلَ صَالِحًا এবং নেক কাজ করবে فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ বস্তুতঃ এরূপ লোকদের জন্যই রয়েছে جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا তাদের কার্যের দ্বিগুণ প্রতিদান وَهُمْ فِي الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ এবং তারা প্রাসাদসমূহে নিরাপদে অবস্থান করবে।

৩৮. وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ পক্ষান্তরে যারা প্রচেষ্টা করে فِيْٓ اٰيٰتِنَا আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে (মিথ্যা প্রতিপন্ন করার) مُعٰجِزِيْنَ (নবীকে) পরাভূত করার উদ্দেশ্যে اُولٰٓئِكَ এরূপ লোকদেরকে فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ আজাবের মধ্যে আনা হবে।

৩৯. قُلْ আপনি বলে দিন যে اِنَّ رَبِّيْ আমার রব يَبْسُطُ الرِّزْقَ জীবিকা প্রশস্ত করে দেন لِمَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা مِنْ عِبَادِهٖ নিজ বান্দাদের মধ্যে وَيَقْدِرُ لَهٗ আর যাকে ইচ্ছা সংকীর্ণ করেন وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে فَهُوَ يُخْلِفُهٗ তিনি তার বিনিময় প্রদান করবেন وَهُوَ এবং তিনি خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ সর্বোত্তম রিজিক প্রদানকরী।

৪০. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا আর যেদিন আল্লাহ সকলকে একত্রিত করবেন ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ তৎপর ফেরেশতাদেরকে বলবেন اَهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ তারা কি তোমাদের উপসনা করত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ [٣٤]

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম হযরত আবূ যার (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, দু'জন মানুষ আংশীদারিত্ব ব্যবসায় জড়িত ছিল। তন্মধ্যে থেকে একজন ব্যবসা ছেড়ে সিরিয়া চলে গেল, অপরজন যথারীতি ব্যবসা বাণিজ্যে আত্ম নিয়োগ করে থাকল। পরবর্তীতে হযরত নবী করীম ﷺ যখন নবুয়ত লাভ করেন, তখন সে বন্ধু ব্যবসায়ী বন্ধুর নিকট পত্র লিখে যে, অমুকের কাজে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে? জবাবে লিখল যে, সমাজের দরিদ্র অনাথ ও যাযাবর শ্রেণির মানুষেরাই একমাত্র তাঁর অনুসরণ করে চলছে। জবাব পেয়ে সে ব্যক্তি তার বন্ধুর নিকট এসে বলল, আমাকে অমুক ব্যক্তির নিকট নিয়ে চল। লোকটির আসমানি কিতাব সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা ছিল। সুতরাং সে নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করল যে, আপনি কিসের দাওয়াত দিচ্ছেন? রাসূল ﷺ বললেন, অমুক অমুক বস্তুর প্রতি মানুষকে আহ্বান করছি। তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তি বলল যে, أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ অর্থা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি হলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল! তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কিরূপভাবে তা জানতে পারলে? জবাবে বলল যে, যারা নবী হয়ে এসেছেন, সমাজের একমাত্র দরিদ্র, অনাথ ও যাযাবর শ্রেণির লোকেরাই তার অনুগামী হয়ে থাকে। সে ব্যক্তির কথার সত্যতার স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৫৫৭/৩, মাযহারী]

পার্থিব ধন-সম্পদ ও সম্মানকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার দলিল মনে করা ধোঁকা : পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের নেশায় লোকেরা সর্বদাই সত্যের বিরোধিতা এবং পয়গম্বর ও সৎলোকদের সাথে শত্রুতার পথ অবলম্বন করেছে। শুধু তাই নয়, তারা সত্যপন্থিদের মোকাবিলায় নিজেদের অবস্থার উপর নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট থাকার এই দললিও উপস্থাপিত করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের কার্যকলাপ ও অভ্যাস-আচরণ পছন্দ না করবেন, তবে আমাদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও শাসন ক্ষমতায় কেন সমৃদ্ধ করবেন। কুরআন পাক এর জবাব বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দিয়েছে। এমনি ধনের এক ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং এতে এই অসার দলিলের জবাব দান করা হয়েছে।

مُتْرَفٌ শব্দটি تَرَفٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য। مُتْرَفِيْنَ বলে বিত্তশালী ও সরদারকে বুঝানো হয়েছে। ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যখনই আমি কোনো রাসূল প্রেরণ করেছি, তখনই ধনৈশ্বর্য্য ও ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত লোকেরা কুফর ও অস্বীকারের মাধ্যমে তাঁর মোকাবিলা করেছে। ৩৫ নং আয়াতে তাদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে : نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَّ أَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ -অর্থাৎ, আমরা ধনজনে সবদিক দিয়েই তোমাদের অপেক্ষা বেশি সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা আজাবে পতিত হব না। (বাহ্যতঃ তাদের উক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে আমরা শাস্তিযোগ্য হলে আমাদেরকে এই বিপুল ধনৈশ্বর্য্য কেন দিতেন?) ৩৬ ও ৩৭ আয়াতে তাদের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ এবং وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ জবাবের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর কাছে প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার দলিল নয়; বরং সৃষ্টিগত সুবিবেচনার ভিত্তিতে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা অগাধ ধন-সম্পদ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন। এর রহস্য তিনিই জানেন। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার দলিল মনে করা মূর্খতা। আল্লাহর প্রিয় হওয়া একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করে না, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য তাকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র করতে পারে না।

এ বিষয়বস্তুটি কুরআন পাক বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছে। এক আয়াতে আছে : أَيَحْسَبُوْنَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ - অর্থাৎ, তারা কি মনে করে যে, আমি ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদেরকে যে সাহায্য করি, তা তাদের জন্য পরিণাম ও পরকালের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক! (কখনই নয়।) বরং তারা আসল সত্য সম্পর্কে বে-খবর। (অর্থাৎ, যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয়, তা তার জন্য শাস্তিস্বরূপ।)

অন্য এক আয়াতে আছে :

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ

অর্থাৎ কাফেরদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে বিস্ময়াবিষ্ট না করে। কেননা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এই যে, তাদেরকে এই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে দুনিয়াতে আজাব দিবেন এবং অবশেষে তাদের প্রাণ কাফের অবস্থায়ই বের হয়ে যাবে, যার ফল হবে পরকালের চিরস্থায়ী আজাব। ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মাধ্যমে দুনিয়াতে আজাব দেওয়ার অর্থ এই যে, তারা দুনিয়ার ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির মহব্বতে এমনভাবে মত্ত হয়ে পড়ে যে নিজেদের পরিণাম এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না, যার পরিণতি হবে চিরস্থায়ী আজাব। অনেক ধন ও জনের অধিকারী ব্যক্তিকে এ দুনিয়াতে ধন ও জনের কারণেই বরং তাদেরই মাধ্যমে হাজারো বিপদাপদ ও কষ্ট ভোগ করতে হয়, তাদের শাস্তি ও আজাব তো এ জগৎ থেকেই শুরু হয়ে যায়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রূপ ও ধন-সম্পদ দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। –[আহমদ, ইবনে কাছীর]

فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ

এতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তারাই আল্লাহর প্রিয়জন। দুনিয়াতে কেউ তাদের মূল্য বুঝুক বা না বুঝুক, পরকালে তারা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। ضِعْفٌ অর্থ এক বস্তুর দ্বিগুণ অথবা বহুগণ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে বিত্তশালীরা যেমন তাদের বিত্ত বাড়ানোর কাজে ব্যাপৃত থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলা পরকালে মুমিন ও সৎকর্মীদের কর্মের প্রতিদান বাড়িয়ে দিবেন। এক কর্মের প্রতিদান দশগুণ হবে এবং এতেই সীমিত থাকবে না, আন্তরিকতা ও অন্যান্য কারণে এক কর্মের প্রতিদান সাতশ' গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে বলে সহীহ্ হাদীসসমূহে প্রমাণিত রয়েছে বরং তার বেশিও হতে পারে। তারা জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে চিরকালের জন্য দুঃখ ও কষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। ঘরের যে অংশ অন্য অংশ থেকে উঁচু ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় তাঁকে غُرْفَةٌ বলে। এরই বহুবচন غُرُفَاتٌ –[মাযহারী]

এ ৩৯ নং আয়াতটি প্রায় অনুরূপ শব্দেই পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। এখানে বাহ্যতঃ এ বিষয়বস্তুরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে এতে সামান্য পার্থক্য এই যে, এখানে مَنْ يَّشَآءُ শব্দের পরে مِنْ عِبَادِهٖ এবং وَيَقْدِرُ শব্দের পরে لَهٗ অতিরিক্ত সংযুক্ত হয়েছে। مِنْ عِبَادِهٖ শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, এ বিধানটি বিশেষ বান্দা অর্থাৎ, মুমিনদের জন্য ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনগণ যেন ধন-সম্পদের মহব্বতে এমন ডুবে না যায় যে, আল্লাহ প্রদর্শিত হক ও খাতে ব্যয় করতে কার্পণ্য করতে থাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব কাফের ও মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল, যারা পার্থিব ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে গর্ব করত এবং এগুলোকে পরকালীন সাফল্যের দলিল বলে বর্ণনা করত। ফলে সম্বোধিত ব্যক্তি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা নিছক পুনরাবৃত্তি হয়নি।

কেউ কেউ আয়াতদ্বয়ের এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম আয়াতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে রিজিক বন্টনের উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহস্য ও পার্থিব কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাউকে অধিক এবং কাউকে অল্প রিজিক দেন। আর এ আয়াতে একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, একই ব্যক্তি কখনো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, কখনো দারিদ্র্য ও রিক্ততার সম্মুখীন হয়। এ আয়াতে يَقْدِرُ শব্দের পরে বর্ণিত لَهٗ সর্বনামে এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ভাষ্য অনুযায়ীও নিছক পুনরাবৃত্তি রইল না; বরং প্রথম আয়াত বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে এবং এ আয়াত একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ -এর শাব্দিক অর্থ এই যে, তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে তোমাদেরকে তার বিনিময় দিয়ে দেন। এই বিনিময় কখনও দুনিয়াতে, কখনও পরকালে এবং কখনও উভয় জাহানে দান করা হয়। জগতে প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়। মানুষ ও জীবজন্তু অকাতরে তা ব্যয় করে, শস্যক্ষেত্র ও বৃক্ষাদি সিক্ত করে। এক পানি নিঃশেষ না হতেই তৎস্থলে অন্য পানি বর্ষিত হয়। অনুরূপভাবে ভূগর্ভে কূপ খনন করে যে পানি বের করে নেওয়া হয়, তা যতই ব্যয় করা হয়, তার স্থলে অন্য পানি প্রকৃতির পক্ষ থেকে এসে সঞ্চিত হয়ে যায়। মানুষ বাহ্যত খাদ্য-খাবার খেয়ে নিঃশেষ করে দেয়, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা

তৎস্থলে অন্য খাদ্য সরবরাহ করে দেন। চলাফেরা, কাজকর্ম ও পরিশ্রমের কারণে দেহের যে উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তার স্থলে অন্য উপাদান এসে তার ক্ষতিপূরণ করে দেয়। মোটকথা, মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু ব্যয় করে, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে অন্য বস্তুকে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেন। অবশ্য কখনও কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য অথবা অন্য কোনো কল্যাণ বিবেচনায় তার কারণে এর অন্যথা হওয়া এই আল্লাহর নীতির পরিপন্থি নয়।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যহ সকাল বেলায় দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে নেমে এই দোয়া করে اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَاَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا –অর্থাৎ হে আল্লাহ, যে ব্যয় করে, তাকে তার বিনিময় দান কর এবং যে কৃপণতা করে, তার সম্পদ বিনষ্ট কর। অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন : আপনি মানুষের জন্য ব্যয় করুন, আমি আপনার জন্য ব্যয় করব।

যে ব্যয় শরিয়ত সম্মত নয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই : হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সৎকাজ সদকা। মানুষ নিজের ও পরিবার পরিজনের জন্যে যা ব্যয় করে, তাও সদকার পর্যায়ে পড়ে। সম্মান ও আবরু রক্ষার্থে যা ব্যয় করা হয়, তাও সদকা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করে তাকে বিনিময় দান আল্লাহ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে ব্যয় অযথা, প্রয়োজনাতিরিক্ত নির্মাণ কাজে অথবা পাপ কাজে করা হয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই।

হযরত জাবের (রা.)-এর শিষ্য ইবনুল মুনকাদির এই হাদীস শুনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আবরু রক্ষার্থে ব্যয় করার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর অর্থ, যে ব্যক্তিকে দান না করলে দোষ বের করবে, নিন্দাবাদ করে ফিরবে আথবা গালমন্দ করবে বলে মনে হয়, সম্মান রক্ষার্থে তাকে দান করা। –[কুরতুবী]

যে বস্তুর ব্যয় হ্রাস পায় তার উৎপাদনও হ্রাস পায় : এ আয়াতের ইঙ্গিত থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্যে যে সমস্ত ব্যবহার্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো যে পর্যন্ত ব্যয়িত হতে থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে সেগুলোর পরিপূরকও হতে থাকে। যে বস্তু বেশি ব্যয়িত হয়, আল্লাহ তা'আলা তার উৎপাদনও বাড়িয়ে দেন। জীব-জানোয়ারের মধ্যে ছাগল ও গরু সর্বাধিক ব্যয়িত হয়। এগুলো জবাই করে গোশ্ত খাওয়া হয়। কুরবানি, কাফফারা, মান্নত প্রভৃতিতে জবাই করা হয়। এগুলো যত বেশি কাজে লাগে, আল্লাহ তা'আলা সে অনুপাতে এগুলোর উৎপাদনও বৃদ্ধি করেন। আমরা সর্বত্রই এটা প্রত্যক্ষ করি। সর্বদা ছুরির নীচে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে ছাগলের সংখ্যা বেশি। কুকুর ও বিড়ালের সংখ্যা এত নয়, অথচ এগুলোর সংখ্যাই বেশি হওয়া উচিত ছিল। কারণ এরা একই গর্ভ থেকে চার পাঁচটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে। গরু ছাগল বেশির চেয়ে বেশি দু'টি বাচ্চা প্রসব করে। তদুপরি এগুলোকে সর্বদাই জবাই করা হয়। পক্ষান্তরে কুকুর বিড়ালকে কেউ হাতও লাগায় না। এতদসত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে, দুনিয়াতে গরু-ছাগলের সংখ্যা কুকুর বিড়ালের তুলনায় অনেক বেশি। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যেদিন থেকে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে সেখানে গরুর উৎপাদনও অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে। নতুবা জবাই না হওয়ার কারণে প্রতিটি বস্তী ও বাড়ি গরুতে ভরপুর থাকা উচিত ছিল।

আরবরা যখন থেকে পরিবহনের কাজে উটের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে উটের উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে। কুরবানির মোকাবিলায় অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির আশঙ্কা ব্যক্ত করে আজকাল যে বিধর্মীসুলভ আলোচনার অবতারণা করা হয়, উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে তার আসারতা প্রমাণিত হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَأْمُرُوْنَنَا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ اِثْبَاتْ فِعل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَمْر মূলবর্ণ (أ - م - ر) জিনস مَهْمُوز فَاء অর্থ- আমাদেরকে আদেশ করতে।

اَسَرُّوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِسْرَارْ মূলবর্ণ (س - ر - ر) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- গোপন রাখবে।

رَأَوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদর رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِى এবং مَهْمُوز عَيْن) অর্থ- প্রত্যক্ষ করবে। তারা দেখেছে।

مُتْرَفُوْهَا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِفْعَال মাসদর اِتْرَافٌ মূলবর্ণ (ت ـ ر ـ ف) জিনস صَحِيْح অর্থ- তথাকার সম্পদশালীরা। তারা ধনী লোকেরা।

اُرْسِلْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مَاضِى مَجْهُوْل বাব اِفْعَال মাসদার اِرْسَالٌ মূলবর্ণ (ر ـ س ـ ل) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমরা প্রেরিত হয়েছ।

تُقَرِّبُكُمْ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِب বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْرِيْبٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ب) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমাদেরকে নিকটবর্তী করে দেয়।

يَسْعَوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার سَعْىٌ মূলবর্ণ (س ـ ع ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِى অর্থ- প্রচেষ্টা করে।

مُعَاجِزِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِل বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُعَاجَزَةٌ মূলবর্ণ (ع ـ ج ـ ز) জিনস صَحِيْح অর্থ- পরাভূত করার উদ্দেশ্যে। অক্ষমকারী, পরাস্তকারী, ব্যর্থকারী। পিছনে থেকে যাওয়া, পিছনে পড়ে যাওয়া।

مُحْضَرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِفْعَال মাসদার اِحْضَارٌ মূলবর্ণ (ح ـ ض ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- তারা উপস্থিত।

اَنْفَقْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِنْفَاقُ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ ق) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমরা ব্যয় করবে।

يُخْلِفُهُ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْعَال মাসদার اِخْلَافٌ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ ف) জিনস صَحِيْح অর্থ- তিনি তার বিনিময় প্রদান করবেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كَافِرُوْنَ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, আর نَا হলো اِسْم اِنَّ এবং بِمَا টা كَافِرُوْنَ - এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। আর مَا হলো মাওসূলাহ। আর اُرْسِلْتُمْ বাক্যটি সেলাহ। اُرْسِلْتُمْ ফে'লে মাজহুল এবং تُمْ হলো নায়েবে ফায়েল। আর بِهٖ হলো اُرْسِلْتُمْ -এর সাথে مُتَعَلِّق আর كَافِرُوْنَ হলো خَبَر اِنَّ। -[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ২৪৪]

৪১. তারা বলবে, আপনি (অংশী হতে) পবিত্র, আমাদের তো আপনার সাথে সম্বন্ধ, তাদের সাথে নয় বরং তারা শয়তানদের পূজা করত, তাদের অধিকাংশ লোকই তাদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল।	قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾
৪২. অতএব, আজ তোমাদের (উপাসক ও উপাস্যদের) মধ্য থেকে না কেউ কারো কোনো হিত সাধনের ক্ষমতা রাখে, আর না কোনো ক্ষতি সাধনের; এবং আমি অনাচারীদেরকে বলব যে, তোমরা দোজখের যে আজাবকে অবিশ্বাস করতে, (এখন) তার স্বাদ গ্রহণ কর।	فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. এবং যখন তাদের সম্মুখে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পঠিত হয় তখন তারা বলে, এ ব্যক্তি কেবল এমন একজন লোক, যে তোমাদেরকে ঐ সমস্ত বস্তু হতে বিরত রাখতে চায়, যেগুলোকে তোমাদের পূর্বপুরুষগণ পূজা করে আসছিল এবং তারা (আরও) বলে, এটা নিছক মনগড়া মিথ্যা কথা; এবং এ কাফেররা এ সত্য বিষয়টি সম্বন্ধে– যখন তা তাদের নিকট পৌঁছল– এরূপ বলতে লাগল, এটা তো কেবল একটি প্রকাশ্য জাদু।	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. قَالُوْا তারা বলবে سُبْحٰنَكَ আপনি (অংশী হতে) পবিত্র اَنْتَ وَلِيُّنَا আমাদের তো আপনার সাথে সম্বন্ধ مِنْ دُوْنِهِمْ তাদের সাথে নয় بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ বরং তারা শয়তানদের পূজা করত اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ তাদের অধিকাংশ লোকই তাদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল।

৪২. فَالْيَوْمَ অতএব, আজ لَا يَمْلِكُ না ক্ষমতা রাখে بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ তোমাদের (উপাসক ও উপাস্যদের) মধ্যে হতে কেউ কারো نَفْعًا কোনো হিত সাধনের وَلَا ضَرًّا আর না কোনো ক্ষতি সাধনের وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا এবং আমি অনাচারীদেরকে বলব ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ তোমরা দোজখের স্বাদ গ্রহণ কর الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ যে আজাবকে আবিশ্বাস করতে।

৪৩. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ এবং যখন তাদের সম্মুখে পাঠিত হয় اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ قَالُوْا তখন তারা বলে مَا هٰذَاۤ اِلَّا رَجُلٌ এ ব্যক্তি কেবল এমন একজন লোক يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ যে তোমাদেরকে ঐ সমস্ত বস্তু হতে বিরত রাখতে চায় عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُكُمْ যেগুলোকে তোমাদের পূর্বপুরুষগণ পূজা করে আসছিল وَقَالُوْا এবং তারা (আরও) বলে مَا هٰذَاۤ اِلَّاۤ اِفْكٌ مُّفْتَرًى এটা নিছক মনগড়া মিথ্যা কথা وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং এ কাফেররা এরূপ বলতে লাগল لِلْحَقِّ এ সত্য বিষয়টি সম্বন্ধে لَمَّا جَآءَهُمْ যখন তা তাদের নিকট পৌছল اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা তো কেবল একটি প্রকাশ্য জাদু।

অনুবাদ	আয়াত
৪৪. আর আমি তাদেরকে কোনো (আসমানি) গ্রন্থাবলিও প্রদান করিনি, যা তারা পড়া-শুনা করত আর আমি আপনার পূর্বে তাদের প্রতি কোনো ভয়-প্রদর্শক (নবীও) পাঠাইনি;	وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারাও (নবীগণকে) অবিশ্বাস করেছিল, এবং তাদেরকে যে সম্পদ প্রদান করেছিলাম, তারা (মক্কার কুরাইশরা) তার এক দশমাংশেও পৌছেনি, তারা আমার রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছে। অতঃপর আমার আজাব কিরূপ হয়েছে?	وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ مَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٤٥﴾
৪৬. আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে শুধু একটি কথা বুঝাচ্ছি, তা এই যে, তোমরা শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই দুই জন অথবা এক একজন করে দাঁড়াও; তৎপর চিন্তা কর। তোমাদের এ সঙ্গিটির মধ্যে কোনো উন্মত্ততা নেই; সে তোমাদের প্রতি একটি কঠোর আজাব আসার পূর্বে ভয়-প্রদর্শক মাত্র।	قُلْ اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ﴿٤٦﴾
৪৭. আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের নিকট কিছু বিনিময় চেয়ে থাকলে তা তোমাদেরই রইল; আমার বিনিময় তো শুধু আল্লাহ্রই জিম্মায় রয়েছে এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে অবহিত আছেন।	قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۗ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٤٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ আর আমি তাদেরকে কোনো (আসমানি) গ্রন্থাবলিও প্রদান করিনি يَّدْرُسُوْنَهَا যা তারা পড়া-শোনা করত وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ আর আমি তাদের প্রতি পাঠাইনি قَبْلَكَ আপনার পূর্বে مِنْ نَّذِيْرٍ কোনো ভয় প্রদর্শনকারী (নবীও)

৪৫. وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও (নবীগণকে) অবিশ্বাস করেছিল وَمَا بَلَغُوْا مِعْشَارَ এবং তারা (মক্কার কুরাইশরা) তার এক দশমাংশেও পৌছেনি مَآ اٰتَيْنٰهُمْ তাদের কে যে সম্পদ প্রদান করেছিলাম فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ তারা আমার রাসূলগণকে অবিশ্বাস করেছে فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ অতঃপর আমার আজাব কিরূপ হয়েছে?

৪৬. قُلْ আপনি বলুন اِنَّمَآ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ আমি তোমাদেরকে শুধু একটি কথা বুঝাচ্ছি اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ তা এই যে, তোমরা শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাঁড়াও مَثْنٰى وَفُرَادٰى দুই দুই জন অথবা এক একজন করে ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا তৎপর চিন্তা কর مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ তোমাদের এ সঙ্গীটির মধ্যে কোনো উন্মত্ততা নেই اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ সে তোমাদের প্রতি ভয় প্রদর্শক মাত্র بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ একটি কঠোর আজাব আসার পূর্বে।

৪৭. قُلْ আপনি বলে দিন مَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ আমি তোমাদের নিকট কিছু বিনিময় চেয়ে থাকলে فَهُوَ لَكُمْ তা তোমাদেরই রইল اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ আমার বিনিময় তো শুধু আল্লাহরই জিম্মায় রয়েছে وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে অবহিত আছেন।

৪৮. আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক সত্যকে প্রবল করে দিচ্ছেন, তিনি গায়বি বিষয়সমূহের জ্ঞাতা।	قُلْ اِنَّ رَبِّیْ یَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ﴿٤٨﴾
৪৯. আপনি বলে দিন, সত্য (ধর্ম) এসে পড়ল, আর অসত্যের (বিলুপ্তি ঘটল, আর তার) না সূচনা হবে আর না পুনরাবৃত্তি।	قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَمَا یُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا یُعِیْدُ ﴿٤٩﴾
৫০. আপনি বলে দিন যে, যদি আমি পথভ্রষ্ট হই, তবে তো আমার পথভ্রষ্টতা আমারই বিপদের কারণ হবে, আর যদি আমি সৎপথে থাকি, তবে এটা সে কুরআনেরই কল্যাণে, যা আমার রব আমার প্রতি (ওহীরূপে) পাঠাচ্ছেন। তিনি সবকিছু শুনেন (এবং) অতি নিকটে আছেন।	قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰی نَفْسِیْ ۚ وَاِنِ اهْتَدَیْتُ فَبِمَا یُوْحِیْٓ اِلَیَّ رَبِّیْ ؕ اِنَّهٗ سَمِیْعٌ قَرِیْبٌ ﴿٥٠﴾
৫১. আর যদি আপনি সে সময়টা দেখতেন, যখন এ কাফেররা ভীত-বিহ্বল হয়ে ঘুরতে থাকবে, কিন্তু পলানোর কোনো পথ পাবে না এবং তারা নিকটবর্তী কোনো স্থান থেকে ধৃত হবে।	وَلَوْ تَرٰۤی اِذْ فَزِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِیْبٍ ﴿٥١﴾
৫২. এবং বলবে, আমরা সত্য ধর্মের প্রতি ঈমান আনলাম, আর এত দূরবর্তী স্থান হতে (ঈমান) তাদের নাগালে আসা কিরূপে সম্ভব হবে?	وَّقَالُوْۤا اٰمَنَّا بِهٖ ۚ وَاَنّٰی لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِیْدٍ ﴿٥٢﴾
৫৩. অথচ তারা পূর্ব থেকে এ সত্যকে অস্বীকার করছিল, এবং দূরে দূরে থেকে ভিত্তিহীন বুলি আওড়াত।	وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ۚ وَیَقْذِفُوْنَ بِالْغَیْبِ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِیْدٍ ﴿٥٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ رَبِّیْ یَقْذِفُ بِالْحَقِّ আমার প্রতিপালক সত্যকে প্রবল করে দিচ্ছেন عَلَّامُ الْغُیُوْبِ তিনি গায়েবি বিষয় সমূহের জ্ঞাতা।

৪৯. قُلْ আপনি বলে দিন جَآءَ الْحَقُّ সত্য (ধর্ম) এসে পড়ল وَمَا یُبْدِئُ الْبَاطِلُ আর অসত্যের না সূচনা হবে وَمَا یُعِیْدُ আর না পুনরাবৃত্তি।

৫০. قُلْ আপনি বলে দিন যে اِنْ ضَلَلْتُ যদি আমি পথভ্রষ্ট হই فَاِنَّمَآ اَضِلُّ عَلٰی نَفْسِیْ তবে তো আমার পথভ্রষ্টতা আমারই বিপদের কারণ হবে وَاِنِ اهْتَدَیْتُ আর যদি আমি সৎপথে থাকি فَبِمَا یُوْحِیْٓ اِلَیَّ رَبِّیْ তবে এটা সেই কুরআনের কল্যাণে যা আমার রব আমার প্রতি (ওহীরূপে) পাঠাচ্ছেন اِنَّهٗ سَمِیْعٌ তিনি সব কিছু শুনেন قَرِیْبٌ (এবং) অতি নিকটে আছেন।

৫১. وَلَوْ تَرٰۤی আর যদি আপনি সে সময়টা দেখতেন اِذْ فَزِعُوْا যখন এ কাফেররা ভীত-বিহ্বল হয়ে ঘুরতে থাকবে فَلَا فَوْتَ কিন্তু পলায়নের কোনো পথ পাবে না وَاُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِیْبٍ এবং তারা নিকটবর্তী কোনো স্থান হতে ধৃত হবে।

৫২. وَقَالُوْا, এবং বলবে اٰمَنَّا بِهٖ আমরা সত্য ধর্মের প্রতি ঈমান আনলাম وَاَنّٰی لَهُمُ التَّنَاوُشُ, আর (ঈমান) তাদের নাগালে আসে কিরূপে مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِیْدٍ এত দূরবর্তী স্থান হতে।

৫৩. وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ, অথচ তারা পূর্ব হতে এই সত্যকে অস্বীকার করছিল وَیَقْذِفُوْنَ بِالْغَیْبِ এবং ভিত্তিহীন বুলি আওড়াতো مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِیْدٍ দূরে দূরে থেকে।

৫৪. এবং তাদের মধ্যে ও তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করে দেওয়া হবে, যেমন তাদের স্বধর্মীদের সাথে এরূপ (আচরণ)-ই করা হবে, যারা তাদের পূর্বে ছিল; (ফলকথা) তারা সকলেই বড় সন্দেহের মধ্যে ছিল, যা তাদেরকে দ্বিধায় ফেলে রেখেছিল।	وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٥٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৪. وَحِيلَ এবং অন্তরাল সৃষ্টি করে দেওয়া হবে بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ তাদের মধ্যে ও তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর মধ্যে كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ যেমন তাদের স্বধর্মীদের সাথে এরূপ (আচরণ) ই করা হবে مِنْ قَبْلُ যারা তাদের পূর্বে ছিল إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (ফল কথা) তারা সকলেই বড় সন্দেহের মধ্যে ছিল যা তাদের কে দ্বিধায় ফেলে রেখেছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ [৫০]

শানে নুযূল : মক্কার কাফেররা একদা হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলল যে, তুমি নিজের পিতৃ-পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে ভ্রান্ততায় লিপ্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছ। তাদের এহেন হঠকারিতা মূলক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[সাভী ৩০৪/৩]

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ [৫১]

শানে নুযূল : আল্লামা যমখশারী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, বায়দা নামক স্থান ভূগর্ভে দাবিয়ে দেওয়া সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। ঘটনা প্রবাহের বিবরণ হচ্ছে যে, আট হাজার লোক কা'বাগৃহ ধ্বংস করার হীন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চালাবে বলে সংকল্প ব্যক্ত করে। সে হীন উদ্দেশ্যে তারা অভিযান চালিয়ে যখন বায়দা নামক স্থানে পৌছবে, তখন তাদেরকে ভূগর্ভে দাবিয়ে দেওয়া হবে। সে অভিযানের আগাম সংবাদ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[বাহরে মুহীত্ব ২৭৯/৭, কুরতুবী ২৭৫/১৪, সাভী ৩০৫/৩]

وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ –কারও মতে مِعْشَارَ শব্দের অর্থ عُشْرٌ অর্থাৎ দশ ভাগের একভাগ। কারও মতে عُشْرُ الْعُشْرِ অর্থাৎ, একশ' ভাগের একভাগ এবং কারও মতে عُشْرُ الْعُشَيْرِ অর্থাৎ, একহাজার ভাগের একভাগ। বলাবাহুল্য শব্দটিতে عشر -এর তুলনায় অতিশয়তা আছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতকে পার্থিব ধনৈশ্বর্য, শাসনক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্য, ইত্যাদি যে পরিমাণে দান করা হয়েছিল, মক্কাবাসীরা তার দশ ভাগের এক বরং হাজার ভাগের এক ভাগও পায়নি। তাই পূর্ববর্তীদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আজাবে পতিত হয়েছিল এবং সে আজাব যখন এসে যায়, তখন তাদের শক্তি, সামর্থ্য, বীরত্ব, ধনৈশ্বর্য ও সুরক্ষিত দুর্গ কোনো কাজেই আসেনি।

মক্কার কাফেরদের প্রতি দাওয়াত : إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ এতে মক্কাবাসীদের উপর প্রমাণ চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্য সত্যানুসন্ধানের একটি সংক্ষিপ্ত পথ বলে দেওয়া হয়েছে। তা এই যে, তোমরা শুধুমাত্র একটি কাজ কর 'আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু-দ'জন ও এক-এক-জন করে দাঁড়িয়ে যাও। এখানে "আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর অর্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দাঁড়ানো নয় যে, বসা অথবা শোয়া থেকে সটান দাঁড়াতে হবে; বরং বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় কোনো কাজের জন্যে তৎপর হওয়া। এখানে لِلّٰهِ আল্লাহর উদ্দেশ্যে শব্দটি যোগ করার উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, একান্তভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বিগত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হও, যাতে অতীত ধারণা ও কর্ম সত্য গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক না হয়। দুই দু'জন ও এক একজন বলার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থ এই যে, দু'টি পন্থায় চিন্তা-ভাবনা করা যায়, (এক) একান্তে ও নির্জনতায় নিজে নিজে চিন্তা-ভাবনা করা এবং (দুই) বন্ধুবর্গ ও মুরুব্বীদের সাথে পরামর্শক্রমে পারস্পরিক পর্যালোচনার পর কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তোমরা এই উভয় পন্থা অথবা এতদুভয়ের মধ্যে পছন্দ মতো যে কোনো একটি পন্থা অবলম্বন কর।

ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا এটা أَنْ تَقُوْمُوْا বাক্যের সাথে সংযুক্ত। এতে দাঁড়ানোর লক্ষ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সব পুরাতন ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হযরত মোহাম্মদ ﷺ-এর দাওয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে তৎপর হয়ে যাও। এ দাওয়াত সত্য কি মিথ্যা তা ভেবে দেখ। তা একাই কর অথবা অন্যান্যদের সাথে পরার্মশক্রমেই কর।

অতঃপর এই চিন্তা-ভাবনার একটি সুস্পষ্ট পন্থা বলে দেওয়া হয়েছে যে, দলবল ও অর্থকড়ির প্রাচুর্যহীন, একা এক ব্যক্তি যদি তার স্বজাতি বরং সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের যুগযুগব্যাপী বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীতে কোনো ঘোষণা দেয়, তবে তা দুই উপায়েই সম্ভব। (এক) হয় ঘোষণাকারী বদ্ধ পাগল ও উন্মাদ হবে, ফলে নিজের হিতাহিত চিন্তা না করে সমগ্র জাতিকে শত্রুতে পরিণত করে বিপদ ডেকে আনবে নয়তো (দুই) তাঁর ঘোষণা আমোঘ সত্য হবে এবং তিনি হবেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তাই আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে কারও পরওয়া করেন না।

এখান তোমরা মুক্তমনে চিন্তা কর, এতদুভয়ের মধ্যে বাস্তব ঘটনা কোনটি? এভাবে চিন্তা করলে তোমাদের পক্ষে নিশ্চিতভাবে এ বিশ্বাস করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ উন্মাদ ও পাগল হতে পারেন না। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেচনা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে সমগ্র মক্কাও গোটা কোরাইশ সম্যক অবগত। তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর স্বজাতির মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ তাদের সামনে সংঘটিত হয়েছে। কখনও কেউ তাঁর কথা ও কর্মকে জ্ঞানবুদ্ধি, গাম্ভীর্য ও শালীনতার পরিপন্থি পায়নি। কেবল এক কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ব্যতীত আজও কেউ তাঁর কোনো কথা ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞানবুদ্ধির বিপরীত হওয়ার ধারণা করতে পারে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি উন্মাদ হতে পারেন না। আয়াতের পরবর্তী مَا بِصَاحِبِكُمْ বাক্যে তাই প্রকাশ করা হয়েছে। صَاحِبُكُمْ (তোমাদের সঙ্গী) শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোনো বহিরাগত অজ্ঞাত পরিচয় মুসাফির ব্যক্তির মুখ থেকে স্বজাতির বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনলে কেউ হয়তো তাকে উন্মাদ বলতে পারে। কিন্তু তিনি তো তোমাদের শহরের বাসিন্দা, তোমাদের গোত্রেরই একজন এবং তোমাদের দিবারাত্রির সঙ্গী। তাঁর কোনো অবস্থা তোমাদের আগোচরে নয়। ইতিপূর্বে তোমরা কখনও তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ করনি।

যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তিনি উন্মাদ নন, তখন শেষোক্ত বিষয়ই নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি আল্লাহর নির্ভীক রাসূল। আয়াতে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ অর্থাৎ, তিনি তো কেবল কিয়ামতের ভয়াবহ আজাব থেকে মানুষকে সতর্ক করেন। إِنَّ رَبِّيْ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ অর্থাৎ, আমার আলেমুল-গায়ব পালনকর্তা সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারেন। ফলে মিথ্যা চুরমার হয়ে যায়। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ - قَذْف শব্দের আভিধানিক অর্থ ছুঁড়ে মারা। এখানে উদ্দেশ্য হলো মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিষয়টি قَذْف শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে, মিথ্যার উপর সত্যের আঘাতের গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি হয়। এটা একটা উপমা কোনো ভারি বস্তুকে হালকা বস্তুর উপর নিক্ষেপ করলে যেমন তা চুরমার হয়ে যায়, তেমনিভাবে সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যাও চুরমার হয়ে যায়। তাই অতঃপর বলা হয়েছে وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ অর্থাৎ, সত্যের মোকাবিলায় মিথ্যা এমন পর্যুদস্ত হয়ে যায় যে, তা কোনো বিষয়ের সূচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না।

وَأُخِذُوْا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ –অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এটা হাশর দিবসের অবস্থা। তখন কাফের ও পাপাচারীরা ভীত-বিহ্বল হয়ে পালাতে চাইবে। কিন্তু পরিত্রাণ পাবে না দুনিয়াতে কোনো অপরাধী পলায়ন করলে তাকে খোঁজ করতে হয়; সেখানে তাও হবে না; বরং সবাই স্বস্থানে গ্রেফতার হবে, কেউ পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে না। কেউ কেউ একে অন্তিম কষ্ট ও মুমূর্ষু অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন। যখন মৃত্যুর সময় হবে এবং তাদের উপর ভীতি উপস্থিত হবে, তখন ফেরেশতাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না; বরং স্বস্থানেই আত্মা বের হয়ে যাবে।

وَقَالُوْا آمَنَّا بِهٖ وَأَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ - تَنَاوُش অর্থ হাত বাড়িয়ে কোনো কিছু তুলে নেওয়া। বলাবাহুল্য, যে বস্তু বেশি দূরে নয়, হাতের নাগালের মধ্যে, তাই হাত বাড়িয়ে তোলা যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফের ও মুশরিকরা কিয়ামতের দিন সত্যাসত্য সামনে এসে যাওয়ার পর বলবে, আমরা কুরআনের প্রতি অথবা রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা জানে না যে, ঈমানের স্থান তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। কেননা কেবল পার্থিব জীবনের ঈমানই গ্রহণীয়। পরকাল কর্মজগৎ নয়। সেখানকার কোনো কর্ম হিসাবে ধরা যাবে না। তাই এটা কেমন করে সম্ভব যে, তারা ঈমানরূপী ধন হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে?

وَقَدْ كَفَرُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ - قَذْف অর্থ কোনো বস্তু নিক্ষেপ করা। আরবি বাকপদ্ধতিতে প্রামাণ ব্যতিরেকে নিছক কাল্পনিক কথাবার্তা বলাকে رَجْمٌ بِالْغَيْبِ অথবা قَذْفٌ بِالْغَيْبِ বলে ব্যক্ত করা

হয়। অর্থাৎ, সে অন্ধকারে তীর চালায়, যার কোনো লক্ষ্যস্থল নেই। এখানে مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ -এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যা কিছু বলে, তা তাদের মন থেকে দূরে থাকে মনে তার বিশ্বাস রাখে না।

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ –অর্থাৎ, তাদের ও তাদের প্রিয় ও উদ্দিষ্ট বস্তুর মাঝখানে পর্দার অন্তরাল করে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে। কেয়ামতের অবস্থায়ও এ বিষয়টি প্রযোজ্য। কিয়ামতে তার মুক্তি ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী হবে; কিন্তু তা লাভ করতে পারবে না। দুনিয়াতে মৃত্যুর বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। দুনিয়াতে তাদের লক্ষ্য ছিল পার্থিব ধন-সম্পদ। মৃত্যু তাদের ও তাদের এই উদ্দেশ্যের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে।

كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ শব্দটি شِيْعَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ অনুসারী ও সতীর্থ। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ, তাদের অভীষ্ট ও ইঙ্গিত বস্তু থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে তা ইতিপূর্বে তাদের মতোই কুফরি কর্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদেরকে দেওয়া হয়েছে। কেননা তারা সবাই সন্দেহে নিপতিত ছিল। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালাত এবং কুরআনের আল্লাহর কালাম হওয়ার বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ও ঈমান ছিল না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُتْلٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- পঠিত হয়।

مُفْتَرًى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- মনগড়া, স্বরচিত।

مِعْشَارَ : ইসম। অর্থ– দশভাগের এক ভাগ, এক দশমাংশ।

أَعِظُكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার وَعْظٌ মূলবর্ণ (و - ع - ظ) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ- আমি বুঝাচ্ছি। তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি।

تَقُوْمُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف مَنْصُوْب বাব نَصَرَ মাসদার قِيَامٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- তোমরা দাড়াও। দণ্ডয়মান হও।

مَا يُعِيْدُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف বাব إِفْعَالْ মাসদর إِعَادَةً মূলবর্ণ (ع - و - د) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- না পুনরাবৃত্তি হবে।

يُوْحِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব إِفْعَالْ মাসদার إِيْحَاءً মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- (ওহীরূপে) পাঠাচ্ছেন।

تَرٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوز عَيْن) অর্থ- আপনি দেখতেন। তুমি দেখ।

فَزِعُوْا : সীগহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ، سَمِعَ মাসদার فَزْعٌ মূলবর্ণ (ف - ز - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- ভিত বিহবল হয়ে ঘুরতে থাকবে।

أُخِذُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার أَخْذ মূলবর্ণ (ء - خ - ذ) জিনস مَهْمُوز فَاء অর্থ- তারা ধৃত হবে।

مَايَشْتَهُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِشْتِهَاءٌ মূলবর্ণ (ش - ه - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- তাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَوْل টা وَقَالُوْا : وَقَالُوْا اٰمَنَّا بِهٖ وَاَنّٰى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ এখানে টা পূর্বের উপর আতফ হয়েছে। এটা আর مِنْ যা خَبَرْ مُقَدَّمْ আর اٰمَنَّا বাক্যটি হলো مَقُوْل আর اٰمَنَّا টা بِهٖ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর اَنّٰى টা হলো رَفْع -এর স্থলে হয়েছে। আর لَهُمْ আর مُبْتَدَأْ مُؤَخَّرْ হলো اَلتَّنَاوُشُ টা উহ্য ফে'লের সাথে كَيْفَ বা اَيْنَ অর্থে হয়ে হয়েছে। আর مِنْ مَّكَانٍ টা اَلتَّنَاوُش -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে আর بَعِيْدٍ হলো مَكَانٍ -এর حَالْ হয়ে مُتَعَلِّقْ সিফত অর্থাৎ عَنْ مَحَلِّهٖ আর তা হলো দুনিয়া। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; ২৫৬]

سُوْرَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ

সূরা ফাতির

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত-৪৫, রুকূ'- ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর উপযোগী, যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, যিনি ফেরেশতাগণকে বার্তাবাহক বানান– যাদের দু দুটি, তিন তিনটি, চার চারটি পালকবিশিষ্ট ডানা আছে, (চারটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং) তিনি সৃষ্টিতে (তাদের ডানা) যত ইচ্ছা অধিক করে থাকেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ؕ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١
২. আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন তা কেউ অবরুদ্ধ করতে পারে না এবং যা তিনি বন্ধ করে দেন, সুতরাং তার পর কেউই তার প্রবর্তনকারী নেই এবং তিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٢
৩. হে মানবগণ! তোমাদের উপর আল্লাহর যে সমস্ত নিয়ামত রয়েছে, তা স্মরণ কর। আল্লাহ ভিন্ন এমন কোনো স্রষ্টা আছে কি– যিনি আসমান ও জমিন থেকে তোমাদের রিজিক পৌঁছিয়ে থাকেন? তিনি ব্যতীত আর কেউই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়, অতএব, তোমরা কোথায় বিপরীত যাচ্ছ।	يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۫ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝٣

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর উপযোগী فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যিনি আসমান ও জমিনের স্রষ্টা جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا যিনি ফেরেশতাগণকে বার্তাবাহক বানান اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ যাদের দুই দু'টি তিন তিনটি, চার চারটি পালকবিশিষ্ট ডানা আছে يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ তিনি সৃষ্টিতে যত ইচ্ছা অধিক করে থাকেন اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

২. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত উন্মুক্ত করে দেন فَلَا مُمْسِكَ لَهَا তা কেউ অবরুদ্ধ করতে পারে না وَمَا يُمْسِكْ এবং যা তিনি বন্ধ করে দেন فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ সুতরাং তার পর কেউ তার প্রবর্তনকারী নেই وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ এবং তিনি মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

৩. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে মানবগণ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর আল্লাহর যে সমস্ত নিয়ামত রয়েছে তা স্মরণ কর هَلْ مِنْ خَالِقٍ এমন কোনো স্রষ্টা আছে কি غَيْرُ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন يَرْزُقُكُمْ যিনি তোমাদের রিজিক পৌঁছিয়ে থাকেন مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিন হতে لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ব্যতীত আর কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ অতএব, তোমরা কোথায় বিপরীত যাচ্ছ।

৪. আর (হে নবী!) যদি তারা আপনার প্রতি অসত্যারোপ করে, তবে (চিন্তিত হবেন না, কেননা) আপনার পূর্বেও বহু নবীর প্রতি অসত্যারোপ করা হয়েছে এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর সম্মুখে উপস্থাপিত হবে।	وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿۴﴾
৫. হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য, অতএব, এ পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে না রাখে এবং প্রতারক শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহর সম্বন্ধে ধোঁকায় ফেলে না দেয়।	يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٚ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿۵﴾
৬. নিঃসন্দেহে এ শয়তান তোমাদের শত্রু, সুতরাং তোমরা তাকে শত্রুই মনে করতে থাক; সে নিজের দলকে তো কেবল এ জন্যই আহ্বান করে, যেন তারা দোজখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।	اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿۶﴾
৭. যারা কাফের হয়ে গেছে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে; আর যারা ঈমান এনেছে এবং উত্তম কার্য করেছে, তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহান প্রতিদান রয়েছে।	اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۬ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿۷﴾ ع ١٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ আর যদি তারা আপনার প্রতি অসত্যারোপ করে فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ তবে আপনার পূর্বেও বহু নবীর প্রতি অসত্যারোপ করা হয়েছে وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর সম্মুখে উপস্থাপিত হবে।

৫. يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ হে মানব মণ্ডলী اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا অতএব, এই পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোকায় ফেলে না রাখে وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ এবং প্রতারক শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহর সম্বন্ধে ধোকায় ফেলে না দেয়।

৬. اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ নিঃসন্দেহে এই শয়তান তোমাদের শত্রু فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا সুতরাং তোমরা তাকে শত্রুই মনে করতে থাক اِنَّمَا يَدْعُوْ حِزْبَهٗ সে নিজের দলকে তো কেবল এ জন্যই আহ্বান করে لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ যেন তারা দোজখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

৭. اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কাফের হয়ে গেছে لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং উত্তম কার্য করেছে لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ তাদের জন্য ক্ষমা এবং মহান প্রতিদান রয়েছে।

৮. তবে কি এরূপ ব্যক্তি যার মন্দ কার্য তাকে সুশোভন করে দেখানো হয়েছে, অনন্তর সে তাকে উত্তম বলে মনে করছে; আর সে ব্যক্তি– যে মন্দকে মন্দ বলে মনে করে, কখনো কি সমান হতে পারে? বস্তুত আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন। অতএব, তাদের জন্য আফসোস করে যেন আপনার প্রাণ না যায়; নিশ্চয়, আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহ সম্বন্ধে অবহিত আছেন।	أَفَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ فَرَءَاهُ حَسَنًا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾
৯. এবং আল্লাহ এমন, যিনি বায়ুরাশি প্রেরণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা মেঘমালা সঞ্চারিত করে, অতঃপর আমি উক্ত মেঘকে শুষ্ক জমিনের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর আমি তা দ্বারা জমিনকে তার শুষ্কতার পর সঞ্জীবিত করে থাকি; তদ্রূপই (কিয়ামত দিবসে মানুষের) পুনর্জীবিত হওয়া।	وَٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَٰهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿٩﴾
১০. যে ব্যক্তি ইজ্জত লাভ করতে চায়, তবে (তার কর্তব্য যে, আল্লাহ হতে ইজ্জত লাভ করে, কেননা) যাবতীয় ইজ্জত (মূলতঃ) আল্লাহ তা'আলার জন্য; উত্তম বাক্য তাঁর দরবারেই পৌঁছে (তিনিই কবুল করেন) এবং উত্তম কার্য তাকে (দরবারে) পৌঁছায় এবং যারা (আপনার বিরুদ্ধে) জঘন্য চক্রান্ত করছে তাদের কঠোর শাস্তি হবে; এবং তাদের এ চক্রান্ত নস্যাত হয়ে যাবে।	مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّٰلِحُ يَرْفَعُهُۥ ۚ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُو۟لَٰٓئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ তবে কি এরূপ ব্যক্তি যার মন্দকার্য তাকে সুশোভন করে দেখানো হয়েছে فَرَآهُ حَسَنًا অনন্তর সে তাকে উত্তম বলে মনে করছে فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ অতএব, যেন আপনার প্রাণ না যায় عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ তাদের জন্য আফসোস করে إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ নিশ্চয় আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত আছেন।

৯. وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ এবং আল্লাহ এমন যিনি বায়ু রাশি প্রেরণ করেন فَتُثِيرُ سَحَابًا অতঃপর তা দ্বারা মেঘমালাকে সঞ্চারিত করে فَسُقْنَاهُ অতঃপর আমি উক্ত মেঘকে পরিচালিত করি إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ শুষ্ক জমিনের দিকে فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ অতঃপর আমি তা দ্বারা জমিনকে সঞ্জীবিত করে থাকি بَعْدَ مَوْتِهَا তার শুষ্কতার পর كَذَٰلِكَ النُّشُورُ তদ্রূপই (কিয়ামত দিবসে মানুষের) পুনর্জীবিত হওয়া।

১০. مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ যে ব্যক্তি ইজ্জত লাভ করতে চায় فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا তবে যাবতীয় ইজ্জত আল্লাহ তা'আলার জন্য إِلَيْهِ يَصْعَدُ তাঁরই দরবারে পৌঁছে الْكَلِمُ الطَّيِّبُ উত্তম বাক্য وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ এবং উত্তম কার্য তাকে (দরবারে) পৌঁছায় وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ এবং যারা (আপনার বিরুদ্ধে) জঘন্য চক্রান্ত করছে لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ তাদের কঠোর শাস্তি হবে وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ এবং তাদের এ চক্রান্ত هُوَ يَبُورُ নস্যাত হয়ে যাবে।

১১. এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর শুক্র হতে সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তোমাদেরকে জোড়া জোড়া (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী) করে বানিয়েছেন; আর কোনো নারী গর্ভধারণও করে না এবং প্রসবও করে না তাঁর অবগতি ব্যতীত এবং কারো আয়ু না বর্ধিত করা হয় আর না হ্রাস করা হয়, কিন্তু এ সমস্তই লওহে-মাহফূযে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে; এ সমস্তই আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সহজ।	وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ۭ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۭ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন مِّنْ تُرَابٍ মৃত্তিকা হতে ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ অতঃপর শুক্র হতে সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا তৎপর তোমাদের কে জোড়া জোড়া করে বানিয়েছেন وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى আর কোনো নারী গর্ভ ধারণও করে না وَلَا تَضَعُ, এবং প্রসবও করে না اِلَّا بِعِلْمِهٖ তাঁর আবগতি ব্যতীত وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ এবং কারো আয়ু না বর্ধিত করা হয় وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖ আর না হ্রাস করা হয় اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ কিন্তু এ সমস্তই লওহে মাহফূযে (লিপিবদ্ধ) রয়েছে اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ এ সমস্তই আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সহজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণ : "ফাতের' শব্দটির অর্থ স্রষ্টা। এ সূরার শুরুতেই স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপুণ্যের কথা রয়েছে, তাই এ সূরার নাম "ফাতির' হয়েছে।

এ সূরাকে "সূরাতুল মালায়েকা"ও বলা হয়। কেননা এ সূরায় ফেরেশতাদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা রয়েছে। সূরায়ে সাবা-এর শেষের দিকে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, মুশরিকরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ পাকের কন্যা মনে করে। –[না'উজুবিল্লাহি মিন যালিক]।

মুশরিকদের এ ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করা হয়েছে স্বস্থানে। এ সূরায় ফেরেশতাদের আলোচনা এভাবে করা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। যারা আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ অনুগত, সর্বক্ষণ তারা আল্লাহ তা'আলার বন্দেগিতে মশগুল এবং তাঁর হুকুম পালনে ব্যস্ত। এ সূরাটি সেই পাঁচটি সূরার অন্যতম যা আরম্ভ করা হয়েছে হামদ দ্বারা। যিনি বিশ্ব নিখিলের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি রিজিকদাতা, ভাগ্য নিয়ন্তা যার এক আদেশে বিশ্ব সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে, যাঁর আরেক আদেশে সমগ্র সৃষ্টি জগত লয় প্রাপ্ত হবে, আমরা যার অনন্ত অসীম নিয়ামত লাভে ধন্য, তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য। যারা আল্লাহ পাকের শোকর গুজার এবং নেককার হয়, তাদের শুভ পরিণতির সুসংবাদ রয়েছে এ সূরায়। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নিয়ামত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথাও এ সূরায় উল্লেখ রয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় মুশরিকদের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিরাট নিয়ামত। তাই এ নিয়ামতের শোকর আদায়ের ইঙ্গিত করে এ সূরাকে হামদ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাকের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নিয়ামত সমূহের উল্লেখ করে শোকরগুজারীর জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং অকৃতজ্ঞতার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী. খ. ১১, পারা ২২, পৃ. ১৬১]

এ সূরার অধিকাংশ আয়াতে তাওহীদের প্রমাণ এবং শিরক ও কুফরের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং কিয়ামতের কঠিন দিনের উল্লেখ করে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যেহেতু কাফেরদের বিরোধিতা এবং নানা চক্রান্তের কারণে প্রিয়নবী ﷺ কোনো কোনো সময় চিন্তিত হয়ে পড়তেন, তাই তাঁকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে।

এ সূরাকে আল্লাহ পাক হামদ এবং শোকরের কথা দ্বারা শুরু করেছেন। প্রথমত এ সূরায় আল্লাহ পাকের অসংখ্য নিয়ামত এবং অসাধারণ কুদরত হেকমতের উল্লেখ রয়েছে। এতে তাওহীদের প্রমাণ রয়েছে। এরপর প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাতের ঘোষণা রয়েছে এবং অবশেষে কিয়ামতের কঠিন দিনের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) ইবনে মারদুবিয়া এবং বায়হাকীতে সংকলিত হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'সূরায়ে ফাতির' মক্কায় নাজিল হয়েছে।

তাফসীরকার কাতাদা (র.) বলেছেন, সূরায়ে ফাতিরকে 'সূরাতুল মালায়েকা' ও বলা হয়, আর এটি মক্কায় অবতীর্ণ।

আবদ ইবনে হুমায়েদ, ইবনুল মুনজির, ইবনে আবি হাতেম এবং বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি এ সূরার فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ বাক্যটির فَاطِرُ শব্দটির অর্থ জানতাম না, ঘটনাক্রমে দু'জন বেদুইন ব্যক্তিকে একটি কূপের মালিকানা নিয়ে কলহরত দেখলাম, তন্মধ্যে একজন বলল أَنَا فَطَرْتُهَا অর্থাৎ 'এ কূপটি প্রথমে আমিই তৈরি করেছিলাম', অতএব, এর অর্থ হলো কোনো বস্তুকে কোনো প্রকার নমুনা না দেখে প্রথম সৃষ্টি করা। –[তাফসীরে আদদুররুল মানসূর, খ. ৫, পৃ. ২৬৫, তাফসীরে ইবনে কাছীর (উর্দু), পারা ২২, পৃ. ৭৮]

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [٨]

শানে নুযূল : আবূ কোলাবা বলেন যে, ইহুদি খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকেরা ঈর্ষান্বিতভাবে রাসূল ﷺ -এর বিরোধিতার মতো জঘন্যতর অপকর্মে রত থাকত। তারা তাদের সেই অপকর্মেরই তৃপ্তি উপভোগ করত। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়।

ওমর বিন কাশেম বলেন, খারেজী সম্প্রদায় যারা, তারা কুরআনের ব্যাখ্যাবলির মধ্যে তাদের মন মতো করে অনেক রদবদল করেছে যা জঘন্যতর একটি অপরাধ। এ ধরনের অপরাধ মূলক কাজে তারা আত্ম-তৃপ্তি বোধ করতো। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। হাসান বলেন, বিতারিত শয়তান ঈমানদারদেরকে বিভ্রান্তিতে জড়িয়ে বিপথগামী করে। এতে সে অত্যন্ত আনন্দ ভোগ করে থাকে। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

কালবী বলেন, মক্কার কাফের সম্প্রদায় শিরক করত। লাত উয্যা ছিল তাদের প্রধান প্রতিমা গুলোর অন্যতম। প্রতিমা পূজাকেই তারা অত্যন্ত কল্যাণকর কাজ বলে মনে করত। সে কাফেরদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আস বিন ওয়ায়েল আস্‌সাহামী ও আস্‌ওয়াদ বিন মুত্তালিব সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। অন্য কারো মতামত এবং আল্লামা কালবীর অপর মত হলো যে, আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল বিন হিশাম সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। –[কুরতুবী ১৮৪/১৪]

ইবনে জারীর যাহ্হাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল বিন হিশাম ও হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ দোয়া করেছিলেন। হে আল্লাহ! ওমর বিন খাত্তাব অথবা আবূ জাহল বিন হিশাম দ্বারা তোমার দীনের শক্তি বর্ধন করে দাও। আল্লাহ তা'আলা ওমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে হেদায়েত দান করেছেন এবং আবূ জাহলকে ভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। এতএব এ দু'জন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর ২৪৫/৫]

جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا –ফেরেশতাগণকে রাসূল অর্থাৎ, বার্তাবাহক করার বাহ্যিক অর্থ এই যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দূত নিযুক্ত করে পয়গম্বরগণের কাছে পাঠানো হয়। তারা আল্লাহর ওহী ও হুকুম আহকাম পৌঁছে দেয়। রাসূল অর্থ এখানে মাধ্যমও হতে পারে। অর্থাৎ, তারা সাধারণ সৃষ্টি ও আল্লাহ তা'আলার মাঝখানে মাধ্যম হয়ে থাকেন। সৃষ্টির মধ্যে পয়গম্বরগণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যেও ফেরেশতারা ওহীর মাধ্যম হয় এবং সাধারণ সৃষ্টি পর্যন্ত আল্লাহর রহমত অথবা আজাব পৌঁছানোর কাজেও ফেরেশতারাই মাধ্যম হয়ে থাকে।

أُولِيٓ أَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে পালকবিশিষ্ট ডানা দান করেছেন যা দ্বারা তারা উড়তে পারে। এর কারণ সুস্পষ্ট যে, তারা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব বার বার অতিক্রম করে। এটা দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভবপর। উড়ার মাধ্যমে দ্রুতগতি হয়ে থাকে।

ফেরেশতাগণের পাখার সংখ্যা বিভিন্ন। কারও দুই দুই, কারও তিন তিন এবং কারও চার চার খানা পাখা রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। মুসলিমের হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ছয়শ' পাখা রয়েছে বলে প্রমাণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ চার পর্যন্ত উল্লিখিত হয়েছে। –[কুরতুবী, ইবনে কাছীর]

يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে যত বেশি ইচ্ছা যোগ করতে সক্ষম। বাহ্যতঃ এটা পাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, ফেরেশতাগণের পাখা দু'-চারের মধ্যেই সীমিত নয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা আরও অনেক বেশি হতে পারে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতও তাই। যুহরী, কাতাদাহ প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, এখানে অধিক সৃষ্টি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে ফেরেশতাদের পাখার আধিক্যও অন্তর্ভুক্ত। দৈহিক সৌন্দর্য, চরিত্র মাধুর্য, সুললিত কণ্ঠ এবং বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ গুণাবলির সংযোজনও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আবূ হাইয়্যান বাহরে মুহীতে এ মতের আলোকেই তাফসীর করেছেন। এ তাফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে সৌন্দর্য ও পরাকাষ্ঠা অর্জন করে, তা আল্লাহর তা'আলা দান ও নিয়ামত। এজন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا –এখানে রহমত বলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার নিয়ামত বুঝনো হয়েছে। যেমন, ঈমান, জ্ঞান, সৎকর্ম, নবুয়ত ইত্যাদি এবং রিজিক, সাজ-সরঞ্জাম, সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ, ইজ্জত-আবরু ইত্যাদি। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যার জন্যে স্বয়ং অনুগ্রহের দরজা খুলে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

এমনিভাবে দ্বিতীয় বাক্যের অর্থও ব্যাপক। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যা বারণ করেন, তা কেউ খুলতে পারে না। সেমতে আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দা থেকে দুনিয়ার বিপদাপদ ফিরিয়ে রাখতে চাইলে তাকে কষ্ট দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা কোনো কারণ বশতঃ কোনো বান্দাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে, তাকে তা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। –[আবূ হাইয়্যান]

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে। একবার হযরত মো'আবিয়া (রা.) কুফার গভর্নর মুগীরা ইবনে শোবা (রা.)-কে এই মর্মে চিঠি লিখলেন যে, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে শুনেছ, এরূপ কোনো হাদীস আমাকে লিখে পাঠাও। হযরত মুগীরা (রা.) তাঁর সচিবকে ডেকে লিখালেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাজ আদায়ের পর নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পাঠ করতে শুনেছি : اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ অর্থাৎ হে আল্লাহ, যে বস্তু আপনি কাউকে দান করেন, তা কেউ ঠেকাতে পারে না এবং আপনি যা ফিরিয়ে রাখেন, তা কেউ দিতে পারে না। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারও কোনো চেষ্টা কার্যকর হতে পারে না। –[মুসনাদে আহমদ]

মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, উপরিউক্ত বাক্যগুলো তিনি রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় বলেছিলেন এবং এর আগে বলেছিলেন : اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ অর্থাৎ বান্দা যেসব বাক্য বলতে পারে, তন্মধ্যে এগুলো সর্বাধিক উপযুক্ত ও অগ্রগণ্য।

আল্লাহর উপর ভরসা করলে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় : উল্লিখিত আয়াত মানুষকে শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কারও তরফ থেকে উপকার ও ক্ষতির আশা ও ভয় রাখা উচিত নয়। কেবল আল্লাহর প্রতিই লক্ষ্য রাখা উচিত। এটাই ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সংশোধন এবং চিরস্থায়ী সুখের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। এর মাধ্যমেই মানুষ হাজারো দুঃখ ও চিন্তার কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে। –[রূহুল-মা'আনী]

হযরত আমের ইবনে আবদে কায়েস (রা.) বলেন, আমি যখন ভোরবেলা কুরআন পাকের চারটি আয়াত পাঠ করে নেই, তখন সকালে ও সন্ধ্যায় কি হবে, সে বিষয়ে আমার কোনো চিন্তা থাকে না। তন্মধ্যে এক আয়াত এই : مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ দ্বিতীয় আয়াত এরই সমর্থবোধক : اِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

তৃতীয় আয়াত وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا –এবং চতুর্থ আয়াত سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

–[রূহুল-মা'আনী]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বৃষ্টি হতে দেখলে বলতেন : مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ অতঃপর مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ مِنْ رَحْمَةٍ আয়াত পাঠ করতেন। এতে আরবদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন রয়েছে। তারা বৃষ্টিকে বিশেষ বিশেষ গ্রহের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলত, অমুক গ্রহের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি পেয়েছি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমরা مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ আয়াতের কারণে বৃষ্টি পেয়েছি। তিনি বৃষ্টির সময় এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতেন। –[মুয়াত্তা মালেক]

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ – غَرُوْر শব্দটি আধিক্যবোধক। অর্থাৎ, অতি প্রবঞ্চক। এতে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। তার কাজই মানুষকে প্রতারিত করে কুফর ও গোনাহে লিপ্ত করা। 'শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকা না দেয়' -এর অর্থ শয়তান যেন মন্দ কর্মকে শোভনীয় করে তোমাদেরকে তাতে লিপ্ত করে না দেয়। তখন তোমাদের অবস্থা হবে যে, তোমরা গোনাহ্ করার সাথে সাথে মনে করতে থাকবে যে, তোমরা আল্লাহর প্রিয় এবং তেমাদের শাস্তি হবে না। –[কুরতুবী]

فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ইমাম বগভী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করেছিলেন হে আল্লাহ ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবূ জাহলের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তি ও সামর্থ্য দান কর। আল্লাহ তা'আলা ওমর ইবনে খাত্তাবকে সৎপথ প্রদর্শন করে ইসলামের শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেন এবং আবূ জাহল তার পথভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে। তখনই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[মাযহারী]

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে যে, কেউ সম্মান ও ক্ষমতা কামনা করলে তার জেনে রাখা উচিত যে, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সাধ্যে নেই। তারা যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে অথবা সম্মান পাওয়ার আশায় যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রেখেছে, তারা কাউকে সম্মান দিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে সম্মান ও ক্ষমতা লাভের পন্থা বর্ণিত হয়েছে। এই পন্থার দু'টি অংশের প্রথমটি হচ্ছে সৎবাক্য অর্থাৎ, কলেমায়ে তাওহীদ এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলির জ্ঞান। আর দ্বিতীয় অংশ সৎকর্ম। অর্থাৎ, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী শরিয়তের অনুসরণে কর্ম সম্পাদন করা। হযরত শাহ আব্দুল কাদির (র.) 'মুযিহুল কুরআনে' বলেন সম্মান লাভের এই ব্যবস্থাপত্র সম্পূর্ণ নির্ভুল ও পরীক্ষিত। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহর জিকির ও সৎকর্ম যথারীতি স্থায়ী হতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে এই জিকির ও সৎকর্ম করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ইহ ও পরকালে অক্ষয় ও অতুলনীয় সম্মান দান করেন।

আলোচ্য আয়াতে এই দু'টি অংশ ব্যক্ত করার জন্যে বলা হয়েছেঃ সৎবাক্য আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাঁকে পৌঁছায়। وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকারণে কয়েকটি সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যেক সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। তাফসীরবিদগণ এসব সম্ভাব্যতার প্রেক্ষাপটে এর ভিন্ন ভিন্ন তাফসীর করেছেন। প্রথম সম্ভাবনা অনুযায়ী তরজমা করা হয়েছে যে, সৎবাক্য আল্লাহর দিকে আরোহণ করে, কিন্তু তার উপায় হয় সৎকর্ম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, যাহহাক, শহ্র ইবনে হাওশাব প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদও এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহর দিকে আরোহণ করা ও করানোর অর্থ আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া। তাই এ বাক্যের সারমর্ম এই যে, কলেমায়ে তাওহীদ হোক অথবা অন্য কোনো জিকির-তাসবীহ্ই হোক– কোনোটিই সৎকর্ম ব্যতিরেকে আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। সৎকর্মের প্রধান অংশ হচ্ছে আত্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি ব্যতীত কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কিংবা অন্য কোনো জিকির মকবুল নয়।

সৎকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে নামাজ, রোজা ইত্যাদি সম্পাদন এবং হারাম ও মা'করূহ কর্ম বর্জন। এসব কর্মও পূর্ণরূপে কবুল হওয়া শর্ত।

অতএব, যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, সে মুখে যতই কলোমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করুক আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছুই কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে; কিন্তু অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন করে না অথবা তাতে ত্রুটি করে, তার জিকির ও কলেমায়ে তাওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না, বরং সে চিরকালীন আজাব থেকে মুক্তি পাবে এবং সে পরিপূর্ণ কবুলিয়ত লাভ করতে পারবে না। ফলে সৎকর্ম বর্জন ও ত্রুটি পরিমাণে আজাব ভোগ করবে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো কথাকে কাজ ছাড়া এবং কোনো কথা ও কাজকে নিয়ত ছাড়া এবং কোনো কথা, কাজ ও নিয়তকে সুন্নত অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত কবুল করেন না। –[কুরতুবী]

সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, যে কোনো কাজ সুন্নত অনুযায়ী হওয়া তা পূর্ণরূপে কবুল হওয়ার শর্ত। কথা, কর্ম ও নিয়ত প্রভৃতি ঠিক হওয়ার পর যদি কর্মপন্থা সুন্নত মোতাবেক না হয়, তবে সেগুলো পূর্ণরূপে কবুল হবে না।

কোনো কোনো তাফসীরকার উপরিউক্ত বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণ এই বলেছেন যে, يَرْفَعُهُ শব্দের ضَمِيْر فَاعِلْ হচ্ছে عَمَل صَالِحْ এবং ضَمِيْر مَفْعُوْل হচ্ছে كَلِم طَيِّب অতএব অর্থ এই যে, সৎবাক্য সৎকর্মকে আরোহণ করায় ও পৌছায়। অর্থাৎ কবুলযোগ্য করে। এটা প্রথম অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর সারমর্ম এই হবে যে, যে ব্যক্তি সৎকর্মের সাথে বেশি পরিমাণে আল্লাহর জিকিরও করে, তার এই জিকির তার কর্মকে সুশোভিত সুন্দর ও কবুলযোগ্য করে তোলে।

বাস্তব সত্য এই যে, কলেমায়ে তাওহীদ ও তাসবীহ যেমন সৎকর্ম ব্যতীত যথেষ্ট নয়, তেমনি সৎকর্ম এবং আল্লাহর হুকুম আহকাম ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ মেনে চলাও জিকির ব্যতীত ফোটে উঠে না; প্রচুর জিকিরই সৎকর্মকে শোভনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে থাকে।

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ –অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তা পূর্বেই লাওহে মাহফূযে লিখিত রয়েছে। অনুরূপভাবে স্বল্প জীবনও পূর্ব থেকে লওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ থাকে। যার সারমর্ম দাঁড়াল এই যে, এখানে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং গোটা মানবজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয় এবং কাউকে তার চেয়ে কম। ইবনে কাছীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন। জাসসাস, হাসান বসরী ও যাহ্হাক প্রমুখের মতও তাই। কেউ কেউ বলেন, যদি আয়াতের অর্থ একই ব্যক্তির বয়সের হ্রাসবৃদ্ধি ধরে নেওয়া যায়, তবে বয়স হ্রাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স আল্লাহ তা'আলা যা লিখে দিয়েছেন, তা নিশ্চিত কিন্তু এই নির্দিষ্ট বয়ঃক্রম থেকে একদিন অতিবাহিত হলে একদিন হ্রাস পায়, দু'দিন অতিবাহিত হলে দু'দিন হ্রাস পায়। এমনিভাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার জীবনকে হ্রাস করতে থাকে। এই তাফসীর শা'বী, ইবনে জুবায়র, আবূ মালেক, ইবনে আতিয়্যা ও সুদ্দী থেকে বর্ণিত আছে। –(রূহুল-মা'আনী) এ বিষয়বস্তুটি নিম্নোক্ত কবিতায় ব্যক্ত করা হয়েছে :

حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا • مَضٰى نَفَسٌ مِنْهَا انْتَقَصْتَ بِهٖ جُزْءٌ

অর্থাৎ তোমার জীবন গুণাগুণটি কয়েকটি নিঃশ্বাসের নাম। কাজেই যখনই একটি শ্বাস বিগত হয়ে যায়, জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম নাসায়ী (র.) বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেকের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُّبْسَطَ لَهٗ فِىْ رِزْقِهٖ وَيُنْسَأَ فِىْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ "যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিজিক প্রশস্ত ও জীবন দীর্ঘ হোক, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।" বুখারী, মুসলিম ও আবূ দাউদেও এই হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীস থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে জীবন দীর্ঘ হয়। কিন্তু অপর এক হাদীস এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দিয়েছে। হাদীসটি এই :

ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বলেন, (বয়স তো আল্লাহ তা'আলার কাছে একই বলে নির্দিষ্ট ও অবধারিত) নির্দিষ্ট সে মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে কাউকে এক মুহূর্তও অবকাশ দেওয়া হয় না। তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দান করেন। তারা সে ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকে। সে না থাকলেও কবরে তাদের দোয়া পেতে থাকে। (অর্থাৎ, মৃত্যুর পরও সে জীবিতাবস্থার ন্যায় লাভ করতে থাকে। ফলে তার বয়স যেন বেড়ে গেল। ইবনে কাছীর উভয় রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।) সারকথা, যেসব হাদীসে কোনো কোনো কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সম্পাদন করলে বয়স বেড়ে যায়, সেগুলোর অর্থ বয়সের বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَاطِرٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفَطْرُ মূলবর্ণ (ف ـ ط ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- স্রষ্টা।

تُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার إِفْكٌ মূলবর্ণ (ا ـ ف ـ ك) জিনস مَهْمُوز فَاء অর্থ- তোমরা বিপরীত যাচ্ছ। তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

تُرْجَعُ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلرُّجُوْعُ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- উপস্থাপিত হবে। ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

لَا تَغُرَّنَّكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার غُرُوْرٌ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ر) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِيْ অর্থ– যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে।

اِتَّخِذُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ– তোমরা মনে করতে থাক। গ্রহণ কর।

زُيِّنَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِيْ مَجْهُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ ن) জিনস اَجْوَف يَائِيْ অর্থ– শোভন করে দেখানো হয়েছে। সজ্জিত করা হয়েছে।

رَاٰهُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِيْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِيْ এবং مَهْمُوز عَيْن) অর্থ– সে তাকে উত্তম বলে মনে করছে।

تُثِيْرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِثَارَةٌ মূলবর্ণ (ث ـ ى ـ ر) জিনস اَجْوَف يَائِيْ অর্থ– সঞ্চারিত করে।

سُقْنَاهُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِيْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার سَوْقٌ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ق) জিনস اَجْوَف وَاوِيْ অর্থ– আমি তাকে পরিচালিত করি।

اَحْيَيْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِيْ مَعْرُوْف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اِحْيَاءٌ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ– আমি সঞ্জীবিত করে থাকি।

يَمْكُرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার مَكْرٌ মূলবর্ণ (م ـ ك ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– চক্রান্ত করছে। গোপন ষড়যন্ত্র করছে।

يَبُوْرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার بَوَارٌ মূলবর্ণ (ب ـ و ـ ر) জিনস اَجْوَف وَاوِيْ অর্থ– নস্যাত হয়ে যাবে।

نُطْفَةٌ : ইসম, মাজরূর, নাকেরাহ। অর্থ– শুক্র। পরিষ্কার পানি। উদ্দেশ্য মানুষের বীর্য, বহুবচন نُطَفٌ আসে। ضَرَبَ বাবে نِطَافٌ، نُطُوْفٌ، نَطْفٌ পানি আসা-যাওয়া করা, পানি ফোঁটায় ফোঁটায় পড়া, আপবাদ।

مُعَمَّرٌ : সীগাহ وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْمِيْرٌ মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– বয়স্ক, বয়োবৃদ্ধ, দীর্ঘজীবি। কাউকে বয়স বাড়িয়ে দেওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اَلشَّيْطٰنَ হলো اِسْم اِنَّ আর لَكُمْ টা فَاء এর- فَاتَّخِذُوْهُ এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। অথবা حَالْ হয়েছে। আর عَدُوٌّ হলো خَبَر اِنَّ আর عَدُوٌّ হলো فَصِيْحِيَّه আর اِتَّخِذُوْهُ হলো ফে'ল যমীর ফায়েল এবং ه হলো ১ম মাফউলে বিহী আর عَدُوًّا হলো ২য় মাফউলে বিহী। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ২৬৪]

অনুবাদ	আয়াত
১২. এবং দুটি সমুদ্র সমতুল্য নয়, (বরং) একটি তো সুমিষ্ট–পিপাসা নিবারক, যা পান করা সহজ, আর অপরটি লবণাক্ত, বিস্বাদ; এবং তোমরা প্রত্যেকটি (সমুদ্র) থেকে (মৎস্য ধরে) তার তাজা গোশ্‌ত খাও এবং (এতদ্ভিন্ন) অলংকার (মুক্তা) বের কর, যা তোমরা পরিধান কর, এবং তুমি তাতে নৌকাগুলোকে দেখছ যে, পানি বিদীর্ণ করে চলাচল করছে, যেন তোমরা (তার সাহায্যে) তাঁর (প্রদত্ত) রিজিক অন্বেষণ কর, আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۖ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۖ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. তিনি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট করেন, আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কার্যরত রেখেছেন, প্রত্যেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে; এ আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক, তাঁরই জন্য আধিপত্য এবং তাঁকে ভিন্ন যাদেরকে তোমরা ডাকছ, তারা তো খেজুরের আঁটির খোসার সমতুল্যও ক্ষমতা রাখে না।	يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿١٣﴾
১৪. যদি তোমরা তাদেরকে ডাক, তবুও তারা তোমাদের ডাক শুনবে না, আর যদি শুনেও, তবুও তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে না; আর কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের এই শরিক স্থাপন করা সম্বন্ধে বিরোধিতা করবে; আর তোমাকে সর্বজ্ঞ (আল্লাহ্)-র ন্যায় কেউই (সঠিক) সংবাদ দিবে না।	اِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۗ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۗ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴿١٤﴾ ع ۲

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ এবং দুটি সমুদ্র সমতুল্য নয় هٰذَا عَذْبٌ বরং একটি তো সুমিষ্ট فُرَاتٌ পিপাসা নিবারক سَآئِغٌ شَرَابُهٗ যা পান করা সহজ وَهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ আর অপরটি লবণাক্ত বিস্বাদ وَمِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا এবং তোমরা প্রত্যেকটি সমুদ্র হতে (মৎস ধরে) তরতাজা গোশ্‌ত খাও وَتَسْتَخْرِجُوْنَ এবং বের কর حِلْيَةً অলংকার تَلْبَسُوْنَهَا যা তোমরা পরিধান কর وَتَرَى الْفُلْكَ এবং তুমি তাতে নৌকাগুলোকে দেখছ যে فِيْهِ مَوَاخِرَ পানি বিদীর্ণ করে চলাচল করছে لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ যেন তোমরা তার রিজিক অন্বেষণ কর وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১৩. يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ তিনি রাত্রিকে দিবসের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ এবং দিবসকে রাত্রির মধ্যে প্রবিষ্ট করেন وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কার্যরত রেখেছেন كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى প্রত্যেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ এ আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক لَهُ الْمُلْكُ তাঁরই জন্য আধিপত্য وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ এবং তাঁকে ভিন্ন যাদেরকে তোমরা ডাকছ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ তারা তো খেজুরের আঁটির খোসার সমতুল্য ও ক্ষমতা রাখে না।

১৪. اِنْ تَدْعُوْهُمْ যদি তোমরা তাদেরকে ডাক لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ তবুও তারা তোমাদের ডাক শুনবে না وَلَوْ سَمِعُوْا আর যদি শুনেও مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ তবুও তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে না وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ আর কিয়ামত দিবসে يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ তারা তোমাদের এই শরিক স্থাপন করা সম্বন্ধে বিরোধিতা করবে وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ আর তোমাকে সর্বজ্ঞ (আল্লাহর)-র ন্যায় কেউই (সঠিক) সংবাদ দিবে না।

১৫. হে মানবগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী এবং আল্লাহ হচ্ছেন অভাবমুক্ত, সর্বগুণে গুণান্বিত।	يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾
১৬. যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং এক নতুন সৃষ্ট সৃষ্টি করবেন (যারা তোমাদের ন্যায় কুফরি করবে না)।	إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾
১৭. আর এ বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।	وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾
১৮. এবং কোনো ব্যক্তি অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না; আর যদি কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি স্বীয় (পাপের) বোঝা কাউকেও বহন করার জন্য আহ্বানও করে, তথাপি তা থেকে কিছুমাত্রও তার উপর চাপানো যাবে না, যদিও সে আত্মীয় হয়; আপনি তো কেবল তাদেরকেই ভয় প্রদর্শন করতে পারেন যারা স্বীয় প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং রীতিমতো নামাজ আদায় করে; আর যে ব্যক্তি (ঈমান এনে) পবিত্র হয়, সে নিজেরই (কল্যাণের) জন্য হয়; আর আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ হে মানবগণ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ তোমরা আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ এবং আল্লাহ হচ্ছেন অভাব মুক্ত, সর্ব গুণে গুণান্বিত।

১৬. إِن يَشَأْ যতি তিনি ইচ্ছা করেন يُذْهِبْكُمْ তবে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ এবং এক নতুন সৃষ্ট সৃষ্টি করবেন।

১৭. وَمَا ذَٰلِكَ আর এ বিষয়টি নয় عَلَى ٱللَّهِ আল্লাহ তা'আলার পক্ষে بِعَزِيزٍ মোটেই কঠিন।

১৮. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ এবং কোনো ব্যক্তি অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না وَإِن تَدْعُ আর যদি আহ্বানও করে مُثْقَلَةٌ কোনো ভারাক্রান্ত ব্যক্তি إِلَىٰ حِمْلِهَا (পাপের) বোঝা কাউকে বহন করার জন্য لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَىْءٌ তথাপি তা হতে কিছুমাত্রও তার উপর চাপানো যাবে না وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ যদিও সে আত্মীয় হয় إِنَّمَا تُنذِرُ আপনি তো কেবল তাদেরকেই ভয় প্রদর্শন করতে পারেন ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে بِٱلْغَيْبِ না দেখে وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ এবং রীতিমতো নামাজ আদায় করে وَمَن تَزَكَّىٰ আর যে ব্যক্তি পবিত্র হয় فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ সে নিজেরই জন্য হয় وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ আর আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ [১৫]

শানে নুযূল : হযরত নবী করীম ﷺ যখন কাফের, মুশরিক ও সকল বিজাতিকে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রতি অবিরাম ও নিরলসভাবে আহ্বান করতে থাকেন, তখন মক্কার কাফেররা মন্তব্য করতে লাগল যে, আল্লাহ তা'আলা হয়তো

আমাদের ইবাদতের প্রতি মুহতাজ ও মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছেন। তাই তো তার ইবাদত করার প্রতি এমনভাবে আহ্বান করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা কারো ইবাদতের প্রতি মুহতাজ নন। মানুষ আল্লাহর ইবাদত করবে নিজের স্বার্থেই এবং সকলেই তাঁর প্রতি মুহতাজ, তা জানিয়ে দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৮৪/২২/১১]

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَمَنْ تَزَكّٰى فَإِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ [١٨]

শানে নুযূল : ওয়ালিদ বিন মুগীরা গোত্রের যে সকল মানুষেরা ঈমান গ্রহণ করেছিল তাদেরকে সে বলত যে, তোমরা মুহাম্মদের প্রতি ঘৃণাভরে তার কুফরি কর। এতে করে তোমাদের যে পাপ পঙ্কিলতা হবে, এসব কিছুর দায়-ভার আমার উপর বর্তাবে। ওয়ালিদ বিন মুগীরার এহেন হঠকারীমূলক বিভ্রান্তিতা ছড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ১৮৪/২২/১১]

وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا– অর্থাৎ লোনা ও মিঠা উভয় দরিয়া থেকে তোমরা তাজা গোশ্‌ত অর্থাৎ মৎস খাওয়ার জন্য পাও। আয়াতে মৎস্যকে গোশ্‌ত বলে অভিহিত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মৎস্য আপনা-আপনি হালাল গোশ্‌ত–একে জবাই করার প্রয়োজন হয় না। স্থলভাগের অন্যান্য জন্তু এর বিপরীত। সেগুলো জবাই না করা পর্যন্ত হালাল হয় না। মাছের বেলায় এটা শর্ত নয় বিধায় তা যেন তৈরি গোশ্‌ত। حِلْيَةً শব্দের অর্থ গয়না। এখানে মোতি বুঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, মোতি যেমন লোনা দরিয়ায় পাওয়া যায় তেমনি মিঠা দরিয়াতেও পাওয়া যায়। অথচ প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত মত এই যে, মোতি লোনা দরিয়াতেই উৎপন্ন হয়। সত্য এই যে, উভয় প্রকার দরিয়াতে মোতি উৎপন্ন হয়। কুরআনের ভাষা থেকে তাই জানা যায়। তবে মিঠা দরিয়াতে কম এবং লোনা দরিয়াতে অনেক বেশি উৎপন্ন হয়। এতেই খ্যাত হয়ে গেছে যে, মোতি কেবল লোনা দরিয়াতেই পাওয়া যায়।

تَلْبَسُوْنَهَا শব্দে পুং লিঙ্গ ব্যবহৃত হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মোতি ব্যবহার করা পুরুষদের জন্যও জায়েজ। কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য অলংকাররূপে ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য জায়েজ নয়। –[রূহুল মা'আনী]

إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ

অর্থাৎ, তোমরা যে সমস্ত মূর্তি, কতক নবী ও ফেরেশতার পূজা কর; বিপদ মুহূর্তে তাদেরকে আহ্বান করলে প্রথমতঃ তারা শুনতেই পারবে না। কেননা মূর্তির মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতাই নেই। নবী ও ফেরেশতাগণের মধ্যে যোগ্যতা থাকলেও তারা সর্বত্র বিদ্যমান নয়, এবং প্রত্যেকের কথা শুনে না। অতঃপর বলা হয়েছে, ফেরেশতা ও নবী যদি ধরে নেওয়ার পর্যায়ে শুনেও, তবে তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাঁর কাছে কারও জন্যে সুপারিশও করতে পারে না।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াত তার পক্ষেও নয় বিপক্ষেও নয়। সূরা রূমে এই আলোচনার বিস্তারিত প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন কোনো মানুষ অন্য মানুষের পাপভার বহন করতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের বোঝা নিজেই বহন করতে হবে। সূরা আনকাবূতে বলা হয়েছে : وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ অর্থাৎ, যারা পথভ্রষ্ট করে, তারা নিজেদের পথভ্রষ্টতার বোঝাও বহন করবে এবং তৎসহ তাদের বোঝাও বহন করবে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। এর অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদের বোঝা তারা কিছুটা হালকা করে দিবে। বরং তাদের বোঝা তাদের উপর পুরোপুরিই থাকবে, কিন্তু পথ-ভ্রষ্টকারীদের অপরাধ দ্বিগুণ হওয়ার কারণে তাদের বোঝাও দ্বিগুণ হয়ে যাবে একটি পথভ্রষ্ট হওয়ার অপরটি পথভ্রষ্ট করার। অতএব উভয় আয়াতে কোনো বৈপরীত্য নেই।

হযরত ইকরিমা উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন এক পিতা তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি তোমার প্রতি কেমন স্নেহশীল ও সদয় পিতা ছিলাম। পুত্র স্বীকার করে বলবে, নিশ্চয় আপনার ঋণ অসংখ্য। আমার জন্যে পৃথিবীতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। অতঃপর পিতা বলবে, বৎস আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার পুণ্যসমূহের মধ্য থেকে আমাকে যৎসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার মুক্তি হয়ে যাবে। পুত্র বলবে, পিতা আপনি সামান্য বস্তুই চেয়েছেন– কিন্তু আমি কি করব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই, তবে আমারও যে সে অবস্থা হবে। অতএব আমি অক্ষম। অতঃপর সে তার সহধর্মিনীকেও এই কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি তোমার জন্যে সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি। আজ তোমার সামান্য পুণ্য আমি চাই। তা দিয়ে দাও। সহধর্মিনীও পুত্রের অনুরূপ জওয়াব দিবে।

হযরত ইকরিমা বলেন, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى বাক্যের অর্থ তাই। কুরআন পাক একাধিক আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে : لَا يَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهٖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهٖ شَيْئًا– অর্থাৎ সেদিন কোনো পিতা তার পুত্রকে আজাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না এবং কোনো পুত্র পিতাকে বাঁচাতে পারবে না। উদ্দেশ্য এই যে, কেউ অপরের পাপভার নিজে বহন করে তাকে বাঁচাতে পারবে না। তবে সুপারিশের ব্যাপারটি এ থেকে ভিন্ন। অনুরূপভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ– অর্থাৎ সেদিন মানুষ তার ভ্রাতা, মাতা, পিতা, পত্নী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে পালাতে থাকবে। পালানোর অর্থ এই যে, সে আশঙ্কা করবে, না জানি কোথাও তারা তাদের পাপভার তার উপর চাপিয়ে দেয় অথবা কোনো পুণ্য চেয়ে বসে। –[ইবনে কাছীর]

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَا يَسْتَوِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِوَاءٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ– সমতুল্য নয়। সমান হবে না।

تَاْكُلُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَكْلٌ মূলবর্ণ (ء - ك - ل) জিনস مَهْمُوْز لَامْ অর্থ– তোমরা খাও।

تَسْتَخْرِجُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اِسْتِخْرَاجٌ মূলবর্ণ (خ - ر - ج) জিনস صَحِيْح অর্থ– বের কর।

لِتَبْتَغُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرٌ বহছ مُضَارِعْ مَنْصُوْب بِلَام كَىْ বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِغَاءٌ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– যেন তোমরা অন্বেষণ কর।

يُوْلِجُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْلَاجٌ মূলবর্ণ (و - ل - ج) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ– তিনি প্রবিষ্ট করেন।

تَدْعُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– তোমরা ডাকছ।

مَا اسْتَجَابُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِىْ مَنْفِى مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِجَابَةٌ মূলবর্ণ (ج - و - ب) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– তারা সাড়া দেবে না।

يَأْتِ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اِتْيَانٌ মূলবর্ণ (ء - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوْز فَاء) অর্থ– সৃষ্টি করবেন। নিয়ে আসবেন।

لَا تَزِرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّث غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার وِزْرٌ মূলবর্ণ (و - ز - ر) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ- বোঝা বহন করবে না।

يَخْشَوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةٌ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ভয় করে। তারা ভয় পায়।

أَقَامُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– আদায় করে। প্রতিষ্ঠা করে।

تَزَكّٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّزَكِّىْ মূলবর্ণ (ز - ك - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– পবিত্র হয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ : এখানে واو টি اِعْتِرَاضِيَة আবার এটা اِسْتِنَافِيَه হওয়াও বৈধ। আর مَنْ হলো اِسْم شَرْط মুবতাদা। আর تَزَكّٰى ফে'ল فَاِنَّمَا -এর- فَاء জবাবের রাবেতা। আর اِنَّمَا এটা كَافَّه এবং مَكْفُوْفَه আর يَتَزَكّٰى ফে'লে মুযারে তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُوَ হলো ফায়েল। আর لِنَفْسِهٖ হলো يَتَزَكّٰى -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। আর وَاِلَى اللّٰهِ টা خَبَر مُقَدَّمٌ আর اَلْمَصِيْرُ হলো مُبْتَدَا مُؤَخَّر

–[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ২৮০]

অনুবাদ	আয়াত
১৯. আর অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান নয়।	وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾
২০. এবং অন্ধকার ও আলোকও (সমান) নয়।	وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ﴿٢٠﴾
২১. আর ছায়া এবং সূর্য-কিরণও (সমান) নয় (অর্থাৎ কাফের ও মু'মিন সমান নয়)।	وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ﴿٢١﴾
২২. আর জীবিত এবং মৃত ব্যক্তি সমান হতে পারে না; আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে থাকেন, আর (যেহেতু কাফেররা মৃত বলে সাব্যস্ত হলো, কাজেই) আপনি কবরে সমাহিত লোকদেরকে শুনাতে সক্ষম নন।	وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَآءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ؕ إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿٢٢﴾
২৩. (তারা যদি না মানে, তবে আপনি চিন্তিত হবেন না;) আপনি তো শুধু ভয় প্রদর্শনকারী।	إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيْرٌ ﴿٢٣﴾
২৪. আমিই আপনাকে সত্য (ধর্ম)-সহ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি; আর কোনো সম্প্রদায় এমন ছিল না যে, তাদের মধ্যে কোনো ভয় প্রদার্শনকারী (নবী) প্রেরিত হননি।	إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ؕ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ﴿٢٤﴾
২৫. আর যদি তারা আপনাকে অবিশ্বাস করে, তবে (মনঃক্ষুণ্ন হবেন না; কেননা) তাদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তারাও (স্বীয় নবীগণকে) অবিশ্বাস করেছিল, তাদের নিকটও তাদের নবীগণ মু'জিযা ও সহীফা এবং উজ্জ্বল কিতাবসমূহ সহকারে এসেছিলেন।	وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿٢٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَمَا يَسْتَوِي আর সমান নয় الْأَعْمٰى অন্ধ وَالْبَصِيْرُ ও চক্ষুষ্মান।

২০. وَلَا الظُّلُمٰتُ এবং অন্ধকার وَلَا النُّوْرُ ও আলোকও (সমান) নয়।

২১. وَلَا الظِّلُّ আর ছায়া وَلَا الْحَرُوْرُ এবং সূর্য-কিরণ (সমান) নয়।

২২. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَآءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ আর জীবিত এবং মৃত ব্যক্তি সমান হতে পারে না إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ আল্লাহ তা'আলা শুনিয়ে থাকেন مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَمَآ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ আর আপনি কবরে সমাহিত লোকদের শুনাতে সক্ষম নন।

২৩. إِنْ أَنْتَ إِلَّا আপনি তো শুধু نَذِيْرٌ ভয় প্রদর্শনকারী।

২৪. إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ আমিই আপনাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করছি بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শকরূপে وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ আর কোনো সম্প্রদায় এমন ছিল না إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ যে তাদের মধ্যে কোনো ভয় প্রদর্শনকারী অতীত হননি।

২৫. وَإِنْ يُّكَذِّبُوْكَ আর যদি তারা আপনাকে অবিশ্বাস করে فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তবে তাদের পূর্বে যারা প্রেরিত হয়েছে তারাও আবিশ্বাস করেছিল جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ তাদের নিকটও তাদের নবীগণ এসেছিলেন بِالْبَيِّنٰتِ মু'জিযা وَبِالزُّبُرِ ও সহীফা وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ এবং উজ্জ্বল কিতাবসমূহ সহকারে।

ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿٢٦﴾

২৬. অতঃপর আমি সে কাফেরদেরকে পাকড়াও করলাম, সুতরাং আমার আজাব কিরূপ হয়েছিল।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ۗ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ﴿٢٧﴾

২৭. তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি তা দ্বারা বিভিন্ন বর্ণের ফলসমূহ উৎপন্ন করেছি এবং পর্বতমালারও বিভিন্ন অংশ রয়েছে– সাদা ও লাল, তাদেরও (আবার) বিভিন্ন বর্ণ রয়েছে, (যেমন তীব্র লাল, হালকা লাল, গং) এবং (কোনোটি) ঘোর কালো বর্ণের।

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۗ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ ﴿٢٨﴾

২৮. এবং এরূপে মানব জাতি ও প্রাণীসমূহ এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কোনো কোনোটি এমন আছে যে, তাদের বর্ণ বিভিন্ন প্রকারের; আল্লাহকে তাঁর সে বান্দাই ভয় করে যারা জ্ঞান রাখে; বাস্তবিকই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, বড়ই ক্ষমাশীল।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴿٢٩﴾

২৯. যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং নামাজের পাবন্দি করে এবং আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসায়ের আশা রাখে যা কখনো মন্দা হবে না,

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অতঃপর আমি সে কাফেরদেরকে পাকড়াও করলাম فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ সুতরাং আমার আজাব কিরূপ হয়েছিল।

২৭. اَلَمْ تَرَ তুমি কি লক্ষ্য করনি যে اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ আল্লাহ আসমান হতে বর্ষণ করেছেন مَآءً পানি فَاَخْرَجْنَا بِهٖ অতঃপর আমি তা দ্বারা উৎপন্ন করেছি ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا বিভিন্ন বর্ণের ফলসমূহ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ এবং পর্বত মালার ও বিভিন্ন অংশ রয়েছে بِيْضٌ وَّحُمْرٌ সাদা ও লাল مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا তাদেরও (আবার) বিভিন্ন বর্ণ রয়েছে وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ এবং (কোনোটি) ঘোর কালো বর্ণের।

২৮. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ এবং মানব জাতি ও প্রাণীসমূহ এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও কোনো কোনোটি এমন আছে যে مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ তাদের বর্ণ বিভিন্ন প্রকারের كَذٰلِكَ এরূপে اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا আল্লাহকে তাঁর সে বান্দাই ভয় করে যারা জ্ঞান রাখে اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ বাস্তবিকই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত غَفُوْرٌ বড়ই ক্ষমাশীল।

২৯. اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ এবং নামাজের পাবন্দি করে وَاَنْفَقُوْا এবং ব্যয় করে مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা হতে سِرًّا وَّعَلَانِيَةً গোপনে ও প্রকাশ্যে يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً তারা এমন ব্যবসায়ের আশা রাখে لَّنْ تَبُوْرَ যা কখনো মন্দা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ [২৮]

শানে নুযূল : উম্মতে মুহাম্মদীর মাঝে সর্বাপেক্ষা ভয়-ভীতি ছিল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর অন্তরে। এতে কারো মতে কোনো প্রকারের দ্বিধা দ্বন্দের অবকাশ নেই। তাঁর অন্তরে আল্লাহভীতি এতই প্রবল ছিল যা তাঁর চেহারায় ভেসে উঠত। তাঁর প্রতি তাকালেই পরিচয় পাওয়া যেত অনায়াসে। তিনি উম্মতে মুসলিমার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞানীও ছিলেন। তাঁর সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[রূহুল মা'আনী-১৯২/২২/১১, বাহরে মুহীত্ব-২৯৮/৭]

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ [২৯]

শানে নুযূল : আব্দুল গণী বিন সাঈদ ছকফী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হুসাইন বিন হারিছ বিন আব্দুল মুত্তালিব আল কুরাশী সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

–[রূহুল মা'আনী ১৯২/২২/১১, দুররে মানছূর ২৫১/৫]

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ– এ আয়াতের শুরুতে কাফেরদের কে মৃতদের সাথে এবং মুমিনগণকে জীবিতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এরই সাথে সামঞ্জস্য রেখে مَنْ فِي الْقُبُورِ (কবরস্থ লোক)-এর অর্থ হবে কাফের। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি যেমন মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না, তেমনি এই জীবিত কাফেরদেরও বুঝাতে পরবেন না।

এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে শ্রবণ করানোর অর্থ উপকারী ও কার্যকররূপে শোনানো। নতুবা সাধারণভাবে কাফেরদেরকে সর্বদাই শোনানো হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ যা প্রচার করতেন, তা তারা শুনত। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি মৃতদেরকে হক কথা শুনিয়ে যেমন সৎপথে আনতে পারেন না। কারণ তারা পরকালে চলে গেছে, সেখানে ঈমানের স্বীকারোক্তি ধর্তব্য নয়–তেমনি কাফেরদেরকেও সৎপথে আনা সম্ভবপর নয়। এতে প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে "মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না" বলে ফলপ্রসূ শোনানো বুঝানো হয়েছে, যার কারণে শ্রোতা মিথ্যাপথ ত্যাগ করে সৎপথ অবলম্বন করে। এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মৃতদেরকে শোনানো সম্পর্কিত আলোচনার সাথে এ আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। মৃতরা জীবিতদের কথা শুনে কিনা, তা পৃথক বিষয় এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা রূম ও সূরা নামলে করা হয়েছে।

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক : কেউ কেউ বলেন, এসব আয়াতে তাওহীদের বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে এবং তা প্রাকৃতিক প্রমাণাদি দ্বারা প্রামাণ করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মানুষের বিভিন্ন অবস্থা ও তার উপমা বর্ণনা প্রসঙ্গে– وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ –উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ সে বিষয়েরই বিশদ বিশ্লেষণ যে, সৃষ্ট বস্তুর পারস্পরিক পার্থক্য একটি সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ব্যাপার। এ পার্থক্য উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান এবং তা কেবল আকার ও বর্ণের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং মন-মানসিকতার মধ্যেও রয়েছে।

ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ফল-মূলের إِخْتِلَافُ الْوَانْ তথা বর্ণ বৈচিত্র্যকে ব্যাকরণিক প্রকরণের দিক দিয়ে অবস্থাজ্ঞাপক বানিয়ে مُخْتَلِفًا শব্দটিকে مَنْصُوْب উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর পাহাড়, মানুষ, চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদির إِخْتِلَاف তথা বর্ণ-বৈচিত্র্যকে صِفَتْ-এর আকারে مُخْتَلِفٌ অর্থাৎ مَرْفُوْع বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ফল-মূলের বর্ণ-বৈচিত্র্য এক অবস্থায় স্থির থাকে না প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু পাহাড়, মানুষ ও জীব-জন্তুর বর্ণ সাধারণতঃ অপরিবর্তিত থাকে।

আর পর্বতের ক্ষেত্রে جُدَدٌ বলা হয়েছে। جُدَدٌ শব্দটি جُدَّةٌ-এর বহুবচন। এর প্রসিদ্ধ অর্থ ছোট গিরিপথ, যাকে جَادَّه ও বলা হয়। কেউ কেউ جُدَّة-এর অর্থ নিয়েছেন অংশ বা খণ্ড। উভয় অবস্থার উদ্দেশ্য পাহাড়ের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হওয়া। এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কালো রঙ উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝখানে লাল উল্লেখ করে مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُه বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, দুনিয়াতে আসল বর্ণ দু'টি সাদা ও কালো। অবশিষ্ট সব বর্ণ এ দুটির বিভিন্ন স্তরের সংমিশ্রনে গঠিত হয়।

كَذٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا –অধিকাংশ তাফসীর বিদের মতে এখানে كذلك শব্দের পর বিরতি রয়েছে যা এ বিষয়ের আলামত যে, এটা পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে ও বর্ণে প্রজ্ঞাসহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল নিদর্শন।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে, كَذٰلِكَ শব্দের সম্পর্ক পরবর্তী বাক্যের সাথে। অর্থাৎ, ফল-মূল, পাহাড়, মানুষ ও জীবজন্তু সর্বদা বিভিন্ন রকম। কেউ এর সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে এবং কেউ কম। এটা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। যার জ্ঞান যে পর্যায়ের তার আল্লাহভীতিও সে পর্যায়ের হয়ে থাকে। –[রূহুল-মা'আনী]

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ এতে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল যে, আপনার সতর্কীকরণ ও প্রচারের উপকার তারাই লাভ করে, যারা না দেখে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে। এর সাথে সঙ্গতি রেখে আলোচ্য اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ আয়াতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা আল্লাহভীতি অর্জন করেছে। পূর্বে যেমন কাফের ও তাদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে, তেমনি এখানে ওলী-আল্লাহগণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। اِنَّمَا শব্দটি আরবিতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তাই এ ব্যাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই যে, কেবল আলেম ও জ্ঞানীগণই আল্লাহকে ভয় করে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, اِنَّمَا শব্দটি যেমন সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ করে তেমনি কারও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়ও এটি ব্যবহৃত হয়। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহভীতি আলেমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে আলেম নয় তার মধ্যে আল্লাহভীতি না থাকা জরুরি হয় না। –[বাহরে মুহীত, আবূ হাইয়ান]

আয়াতে عُلَمَاء বলে এমন লোক বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্তু সামগ্রী, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আল্লাহর দয়া-করুণা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবি ভাষা, ব্যাকরণ-অলংকারাদি সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিকেই কুরআনের পরিভাষায় আলেম বলা হয় না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহর মারেফত উপরিউক্তরূপে অর্জন না করে।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, সে ব্যক্তিই আলেম যে একান্তে ও জনসমক্ষে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তা কামনা করে এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, সে তাকে ঘৃণা করে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন,

لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الْحَدِيْثِ وَلٰكِنَّ الْعِلْمَ بِكَثْرَةِ الْخَشْيَةِ –অর্থাৎ অনেক হাদীস মুখস্থ করে নেওয়া অথবা অনেক কথা বলা ইলম নয় বরং সে জ্ঞানই ইলম যা আল্লাহর ভয়সমৃদ্ধ।

সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ আল্লাহভীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলেম হবে। আহমদ ইবনে সালেহ মিসরী (র.) বলেন, অধিক রেওয়ায়েত ও অধিক জ্ঞান দ্বারা আল্লাহভীতির পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ দ্বারা এর পরিচয় পাওয়া যায়। –[ইবনে কাছীর]

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (র.) বলেন- এ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে আল্লাহভীতি নেই, সে প্রকৃত আলেম নয়। –[মাযহারী]

প্রাচীন মণীষীগণের উক্তির মধ্যেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

হযরত রবী' ইবনে আনাস (রা.) বলেন : مَنْ لَمْ يَخْشَ فَلَيْسَ بِعَالِمٍ অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে না, সে আলিম নয়। মুজাহিদ (র.) বলেন : اِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ خَشِيَ اللّٰهَ –অর্থাৎ কেবল সেই আলিম, যে আল্লাহকে ভয় করে।

সাদ ইবনে ইবরাহীমকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, মদীনায় সর্বাধিক আলিম কে? তিনি বললেন, اَتْقَاهُمْ لِرَبِّهٖ অর্থাৎ যে তার পালনকর্তাকে সর্বাধিক ভয় করে।

হযরত আলী মুর্তাযা (রা.) ফকীহ ও আলিমের সংজ্ঞা নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছেন :

اِنَّ الْفَقِيْهَ حَقُّ الْفَقِيْهِ مَنْ لَمْ يَقْنَطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِيْ مَعَاصِي اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَمْ يَدَعِ الْقُرْاٰنَ رَغْبَةً عَنْهُ اِلٰى غَيْرِهٖ اِنَّهٗ لَاخَيْرَ فِيْ عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فِيْهَا وَلَا عِلْمَ لَا فِقْهَ فِيْهِ وَلَا قِرَاءَةَ لَا تَدَبُّرَ فِيْهَا.

অর্থাৎ পূর্ণ ফকীহ সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না, তাদেরকে গোনাহ করার অনুমতি দেয় না, আল্লাহর আজাব থেকে নিশ্চিন্ত মনে করে না এবং কুরআন পরিত্যাগ করে অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি উৎসাহিতও করে

না। তিনি আরও বলেন, ইলম ব্যতীত ইবাদতে কোনো কল্যাণ নেই, ফিকহ ব্যতীত ইলমের কোনো কল্যাণ নেই এবং নিবিষ্টতা ব্যতিরেকে কুরআন পাঠ করার মধ্যেও কোনো কল্যাণ নেই। –[কুরতুবী]

তবে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আল্লাহর ভয় নেই; এমনও তো অনেক আলেম দেখা যায়– উপরিউক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বলার আর অবকাশ নেই। কেননা উপরের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর কাছে কেবল আরবি জানার নাম ইলম এবং যে তা জানে তার নাম আলেম নয়। যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, কুরআনের পরিভাষায় সে আলেমই নয়। তবে এই ভয় কোনো সময় কেবল বিশ্বাসগত ও যৌক্তিক হয়ে থাকে। এর কারণে মানুষ নিজের উপর জোর দিয়ে শরিয়তের বিধিনিষেধ পালন করে। আবার কখনও এই ভয় বদ্ধমূল অভ্যাসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ পর্যায়ে শরিয়তের অনুসরণ মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায়। এই দুই স্তরের ভয়ের মধ্যে প্রথমটি অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এটা আলেমের জন্যে জরুরি। দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা উত্তম জরুরি নয়। –[বয়ানুল-কুরআন]

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً الخ

পূর্ববর্তী এক আয়াতে হক্কানী আলেমগণের একটি বৈশিষ্ট্য- আল্লাহর প্রতি ভয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিষয়টির সম্পর্ক ছিল অন্তরের সাথে। আলোচ্য প্রথম আয়াতে তাদেরই এমন কতিপয় গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলোর সম্পর্ক দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। অর্থাৎ, এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আদায় করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে তেলাওয়াতে কুরআন। আয়াতে এমন লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা নিয়মিতভাবে সর্বদা কুরআন তেলাওয়াত করে। مُضَارِعٌ পদবাচ্যে يَتْلُوْنَ ক্রিয়াপদটি এদিকেই ইঙ্গত করে। কেউ কেউ এর আভিধানিক অর্থও নিয়েছেন। অর্থাৎ তারা ক্রিয়াকর্মে কুরআনের অনুশ্রবণ করে। কিন্তু প্রথম অর্থই অগ্রগণ্য। তবে পূর্বাপর উদ্দেশ্য দৃষ্টে এটাও নির্দিষ্ট যে, সে তেলাওয়াত ধর্তব্য, যা কুরআন অনুসারে কর্ম সহকারে হয়। কিন্তু তেলাওয়াত শব্দটি প্রসিদ্ধ অর্থেই ধর্তব্য হবে। হযরত মুতাররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ (র.) বলেন,– هٰذِهٖ اٰيَةُ الْقُرَّاءِ অর্থাৎ এ আয়াতটি ক্বারীগণের জন্য যারা কুরআন তেলাওয়াতকে জীবনের বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় গুণ নামাজ কায়েম করা এবং তৃতীয় গুণ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা। এর সাথে 'গোপনে ও প্রকাশ্যে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অধিকাংশ ইবাদত গোপনে করাই উত্তম। কিন্তু ধর্মীয় উপযোগিতার কারণে মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও জরুরি হয়ে যায়। যেমন, মিনারে আযান দিয়ে অধিকতর লোক সমাগমের ব্যবস্থা করে জমাতে নামাজ আদায় করার বিধান রয়েছে। এমনিভাবে অপরকে উৎসাহিত করার জন্যে মাঝে মাঝে আল্লাহর পথে প্রকাশ্যে দান করা জরুরি হয়ে যায়। নামাজ ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে ফিকহবিদগণ বলেন, ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ হলে প্রকাশ্যে করা উত্তম। এছাড়া নফল নামাজ ও নফল ব্যয় গোপনে করাই বাঞ্ছনীয়।

যারা উপরিউক্ত তিনটি গুণের অধিকারী, তাদের সম্পর্কে অতঃপর বলা হয়েছে يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ তَبُوْرَ শব্দটি بَوَارٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ বিনষ্ট হওয়া। আয়াতের অর্থ হচ্ছে যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে লোকসানের আশঙ্কা নেই। প্রার্থী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে দুনিয়াতে মুমিনের জন্যে কোনো সৎকাজে ছওয়াব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা পূর্ণ ক্ষমা ও বখশিস কেবল মানুষের কর্মের বিনিময়েই সম্ভবপর নয়। মানুষ যত কর্মই করুক আল্লাহর মহিমা ও প্রাপ্য ইবাদতের পক্ষে তা যথেষ্ট হতে পারে না। কাজেই আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কারও মাগফেরাত হবে না। এক হাদীসে তাই বলা হয়েছে। এছাড়া অনেক সৎকর্মে গোপন শয়তানি অথবা রিপুগত চক্রান্তও শামিল হয়ে যায়। ফলে সে সৎকর্ম কবুল হয় না। মাঝে মাঝে সৎকর্মের পাশাপাশি কোনো মন্দ কর্মও হয়ে যায় যা সৎকর্ম কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই আয়াতে يَرْجُوْنَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাবতীয় সৎককর্ম সম্পাদন করার পরও মুক্তি ও উচ্চ মর্যাদা লাভে নিশ্চিত হওয়ার অধিকার কারও নেই– বেশির চেয়ে বেশি আশাই করতে পারে। –[রূহুলমা-মা'আনী]

সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে : এ আয়াতে বর্ণিত সৎকর্মসমূহকে রূপক অর্থে ও উদাহরণ স্বরূপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে ঈমান এবং আল্লাহর পথে জেহাদকেও ব্যবসা বলা হয়েছে। আয়াতটি এই :

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ.

সৎকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে এ অর্থে যে, ব্যবসায়ী এ আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করে যে, এতে তার পুঁজি বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অর্জিত হবে। কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি ব্যবসায়ে মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও আশঙ্কা থাকে। আলোচ্য আয়াত ব্যবসায়ের সাথে لَنْ تَبُوْرَ শব্দ যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, পরকালের এই ব্যবসায়ে লোকসান ও ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই। আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দগণ সৎকর্মে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ের মতো কোনো ব্যবসা করে না, বরং তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে কখনও লোকসান হয় না। তারা প্রার্থী– একথা বলে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তিনি প্রার্থীদেরকে নিরাশ করবেন না; বরং তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। পরবর্তী বাক্যে আরও বলা হয়েছে যে, তাদের আশা তো কেবল কর্মের পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া পর্যন্ত সীমিত; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তাদের আশা অপেক্ষাও বেশি দান করবেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَسْتَوِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِسْتِوَاءٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ– সমান নয়।

مُسْمِعٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِسْمَاعٌ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– শুনাতে।

زُبُرٌ : কিতাবসমূহ, পন্থাসমূহ। زَبُوْرٌ -এর বহুবচন।

اَلْمُنِيْرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِنَارَةٌ মূলবর্ণ (ن - و - ر) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- নিজে আলোকিত; অন্যকেও আলোকিত করে।

مُخْتَلِفٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِخْتِلَافٌ মূলবর্ণ (خ - ل - ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– পৃথক পৃথক, আলাদা আলাদ কথায় মতে বিশ্বাসে, রং ঢং, অভ্যাস ও বৈশিষ্ট্যে সর্বাবস্থায় কোনো জিনিস যদি একটি অপরটির থেকে পৃথক বা ভিন্ন হয়, তখন তাকে مُخْتَلِفٌ বলা হয়।

جُدَدٌ : جُدَّةٌ -এর বহুবচন অর্থ– রাস্তা। ঘাঁটিসমূহ। উন্মুক্ত রাস্তাকেও جُدَّة বলা হয়।

غَرَابِيْبُ : বহুবচন, একবচন غَرِيْبٌ । অর্থ– গহীন অন্ধকার। উদ্দেশ্য কারো পাহাড়। কালো পাস।

اَقَامُوْا : সীগহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– পাবন্দি করে। প্রতিষ্ঠা করে।

يَرْجُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার رَجَاءٌ মূলবর্ণ (ر - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তারা আশা রাখে।

لَنْ تَبُوْرَ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف مَنْصُوْب بِلَنْ বাব نَصَرَ মাসদার بَوَارٌ মূলবর্ণ (ب - و - ر) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– কখনো মন্দা হবে না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ : এখানে جَاءَتْهُمْ বাক্য টি حَالْ হয়েছে। আর جَاءَتْ হলো ফে'ল আর هُمْ হলো مَفْعُول بِه এবং رُسُلُهُمْ হলো ফায়েল, আর بِالْبَيِّنٰتِ টা جَاءَتْهُمْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর এর পরবর্তী গুলো এর উপর আতফ হয়েছে। আর اَلْمُنِيْرِ টা اَلْكِتٰبِ -এর সিফত হয়েছে। আর الزبر দ্বারা উদ্দেশ্য হলো صُحُف اِبْرَاهِيْم আর اَلْكِتَابِ الْمُنِيْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওরাত ও ইঞ্জীল।

–[ইবাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ২৮৪]

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾	৩০. যেন তাদেরকে তাদের বিনিময় পূর্ণরূপে দান করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে আরও অধিক দান করেন; নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।
وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾	৩১. আর এ কিতাব যা আমি আপনার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করেছি, তা একেবারে সত্য, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যতা সমর্থনকারী; আল্লাহ নিজ বান্দাদের সম্বন্ধে পূর্ণ খবরদার, সর্বদর্শী।
ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾	৩২. অতঃপর এ কিতাবটি আমি ঐ সমস্ত লোকের হস্তে অর্পণ করেছি, যাদেরকে আমি আমার বান্দাগণের মধ্য হতে পছন্দ করেছি। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো নিজের আত্মার প্রতি অনাচারকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। এবং তাদের মধ্যে কতিপয় আল্লাহর তৌফিকে সৎকার্যে অগ্রবর্তী হয়ে চলেছে। এটা (এমন মহান কিতাব পৌঁছানো আল্লাহর) বিরাট অনুগ্রহ।
جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾	৩৩. তা অনন্ত-বাসের উদ্যানসমূহ- যাতে তারা প্রবেশ করবে, (এবং) তথায় তাদেরকে পরানো হবে স্বর্ণের বলয় ও মুক্তা, এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ যেন তাদেরকে তাদের বিনিময় পূর্ণরূপে দান করেন وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ এবং স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে আরও অধিক দান করেন إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

৩১. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ আর এ কিতাব যা আমি আপনার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করেছি هُوَ الْحَقُّ তা একেবারে সত্য مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ যা তার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরও সত্যতা সমর্থনকারী إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ আল্লাহ নিজ বান্দাদের সম্বন্ধে لَخَبِيرٌ পূর্ণ খবরদার بَصِيرٌ সর্বদর্শী।

৩২. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ অতঃপর এ কিতাবটি আমি ঐ সমস্ত লোকের হস্তে অর্পণ করেছি الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا যাদেরকে আমি আমার বান্দগণের মধ্য হতে পছন্দ করেছি فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো নিজের আত্মার প্রতি আনাচারকারী وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী وَمِنْهُمْ سَابِقٌ এবং তাদের মধ্যে কতিপয় অগ্রবর্তী হয়ে চলেছে بِالْخَيْرَاتِ সৎ কার্যে بِإِذْنِ اللَّهِ আল্লাহর তৌফিকে ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ এটা বিরাট অনুগ্রহ।

৩৩. جَنَّاتُ عَدْنٍ তা অনন্ত-বাসের উদ্যানসমূহ يَدْخُلُونَهَا যাতে তারা প্রবেশ করবে يُحَلَّوْنَ فِيهَا তথায় তাদেরকে পরানো হবে مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ স্বর্ণের বলয় وَلُؤْلُؤًا ও মুক্তা وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমের।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾

৩৪. এবং তারা (প্রবেশ করে) বলবে, আল্লাহর লাখ লাখ শোকর, যিনি আমাদের থেকে চিন্তা দূর করে দিয়েছেন; নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালক অতিশয় ক্ষমাশীল, বড় গুণগ্রাহী।

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾

৩৫. যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থানে অবতারণ করিয়েছেন, যেখানে না আমাদেরকে কোনো কষ্ট স্পর্শ করবে, আর না আমাদেরকে কোনো শ্রান্তি স্পর্শ করবে।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং যারা কাফের, তাদের জন্য দোজখের অগ্নি রয়েছে, তাদের মৃত্যুও আসবে না– যাতে তারা মরে যাবে, আর না দোজখের শাস্তি তাদের থেকে লাঘব করা হবে; আমি প্রত্যেক কাফেরকে এরূপেই সাজা দিয়ে থাকি।

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾

৩৭. আর তারা তন্মধ্যে চীৎকার করবে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে (এখান হতে) বের করে নিন, আমরা যা করতাম তৎপরিবর্তে আমরা সৎকার্য করব; (আল্লাহ বলবেন,) আমি কি তোমাদেরকে এতটুকু আয়ু প্রদান করিনি যে, যার বুঝার ইচ্ছা হতো সে বুঝতে পারত? আর (এতদ্ভিন্ন) তোমাদের নিকট ভয় প্রদর্শকও আগমন করেছিল; সুতরাং স্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু এরূপ অনাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَقَالُوا এবং তারা বলবে الْحَمْدُ لِلَّهِ আল্লাহর লাখ লাখ শোকর الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ যিনি আমাদের থেকে চিন্তা দূর করে দিয়েছেন إِنَّ رَبَّنَا নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালক لَغَفُورٌ شَكُورٌ অতিশয় ক্ষমাশীল, বড় গুণগ্রাহী।

৩৫. الَّذِي أَحَلَّنَا যিনি আমাদেরকে অবতারণ করিয়েছেন دَارَ الْمُقَامَةِ চিরস্থায়ী বাসস্থানে مِن فَضْلِهِ স্বীয় অনুগ্রহে لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ যেখানে না আমাদেরকে কোনো কষ্ট স্পর্শ করবে وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ আর না আমাদেরকে কোনো শান্তি স্পর্শ করবে।

৩৬. وَالَّذِينَ كَفَرُوا এবং যারা কাফের لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ তাদের জন্য দোজখের অগ্নি রয়েছে لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ তাদের মৃত্যুও আসবে না। فَيَمُوتُوا যাতে তারা মরে যাবে وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا আর না দোজখের শাস্তি তাদের থেকে লাঘব করা হবে كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ আমি প্রত্যেক কাফেরকে এরূপেই সাজা দিয়ে থাকি।

৩৭. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا আর তারা তন্মধ্যে চীৎকার করবে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক أَخْرِجْنَا আমাদেরকে (এখান থেকে) বের করে নিন نَعْمَلْ صَالِحًا আমরা সৎকার্য করব غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ আমরা যা করতাম তৎপরিবর্তে أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم আমি কি তোমাদেরকে এতটুকু আয়ু প্রদান করিনি যে مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ যার বুঝার ইচ্ছা হতো সে বুঝতে পারত وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ আর (এতদ্ভিন্ন) তোমাদের নিকট ভয়প্রদর্শক ও আগমন করেছিল। فَذُوقُوا সুতরাং স্বাদ গ্রহণ কর فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ যেহেতু এরূপ অনাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلَّذِیْٓ اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهٖ لَا یَمَسُّنَا فِیْهَا نَصَبٌ وَّلَا یَمَسُّنَا فِیْهَا لُغُوْبٌ [٣٥]

শানে নুযূল : আবূ হাতেম ও ইবনে মারদুবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবী আওফা (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! দুনিয়াতে মানুষের ক্লান্তিতা ও অবসাদ দূর করার জন্যে নিদ্রাকে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বেহেশতের মাঝেও কি নিদ্রা থাকবে? রাসূল ﷺ বললেন, নিদ্রা মূলত মৃত্যু তুল্য। বেহেশতে নিদ্রার প্রয়োজন আবার কিসের জন্যে! অতঃপর লোকটি বলল, নিদ্রা যদিই না থাকে বিশ্রাম গ্রহণ করার পদ্ধতি কি হবে? রাসূল ﷺ বললেন, সেখানে ক্লান্তিতা ও অবসাদই তো থাকবে না, সেখানে সর্বদা সর্বক্ষণ শুধু আরাম আর আরাম থাকবে। শান্তি আর শান্তিই থাকবে। রাসূল ﷺ-এর এ বাণীর সত্যায়নে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছূর ২৫৪/৫]

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ এখানে لِيُوَفِّيَهُمْ শব্দটি لَن تَبُورَ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, তাদের ব্যবসায়ে লোকসান তো হবেই না, উপরন্তু আল্লাহ তাদের প্রতিদান ও ছওয়াব পুরোপরি দেওয়ার পরেও স্বীয় অনুগ্রহে তাদের ধারণাতীত অনেক বেশি দিবেন।

এই বেশির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সে ওয়াদাও অন্তর্ভুক্ত, যাতে বলা হয়েছে, মুমিনের পুরস্কার আল্লাহ তা'আলা বহুগুণ বেশি দান করেন, যা কমপক্ষে কৃতকর্মের দশগুণ এবং বেশির পক্ষে সাতশ' গুণ বা তার চেয়েও বেশি। অন্যান্য পাপীর জন্যে মুমিনের সুপারিশ কবুল করাও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল। এ অনুগ্রহের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, মুমিনের প্রতি দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছিল, পরকালে মুমিন তার জন্যে সুপারিশ করবে। ফলে জাহান্নামের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মুমিনের সুপারিশে সে মুক্তি পাবে। –[মাযহারী]

বলাবাহুল্য, সুপারিশ কেবল ঈমানদারের জন্যে হতে পারবে, কাফেরের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। এমনিভাবে জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার দীদারও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের প্রধান অংশ।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا - ثُمَّ অব্যয়টি পূর্বাপর সংযোগ স্থাপনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। ফলে বোঝা যায় পূর্বাপর উভয় বাক্য অভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু পূর্বে এবং পরবর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু পরে বোঝায়। অতঃপর এই পূর্বাপর কখনও কালের দিক দিয়ে এবং কখনও মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়েও হয়। এ আয়াতে ثُمَّ অব্যয় দ্বারা পূর্বের আয়াতে বর্ণিত أَوْحَيْنَا বাক্যের উপর عَطْف করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি এই সত্য ও পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহের সমর্থক কুরআন প্রথমে আপনার কাছে প্রত্যাদেশ করেছি। এরপর আমি আমার মনোনীত বান্দদেরকেও এর অধিকারী করেছি। এখন এটা সুস্পষ্ট যে, কুরআন ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কছে প্রেরণ করা মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়ে অগ্রে এবং উম্মতে মোহাম্মদীকে দান করা পশ্চাতে হয়েছে। উম্মতকে কুরআনের অধিকারী করার অর্থ এও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের জন্যে অর্থ-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর কিতাব রেখে গেছেন। এক হাদীসেও সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, পয়গম্বরগণ দিরহাম ও দীনার উত্তারাধিকার রেখে যান না। তাঁরা উত্তরাধিকার স্বরূপ ইলম বা জ্ঞান রেখে যান। অন্য এক হাদীসে আলিম ও জ্ঞানীগণকে পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এরূপ অর্থ নেওয়া হলে উপরিউক্ত অগ্র-পশ্চাৎ কালের দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ আমি এ কিতাব আপনাকে দান করেছি। অতঃপর আপনি তা উম্মতের জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখেছেন। আয়াতে উত্তরাধিকারী করার অর্থ দান করা বোঝানো হয়েছে। একে উত্তরাধিকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উত্তরাধিকারী ব্যক্তি যেমন কোনো কর্ম চেষ্টা ব্যতিরেকেই উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে তেমনি কুরআন পাকের এই ধনও মনোনীত বান্দাদেরকে কোনো কর্ম ও চেষ্টা ব্যতিরেকেই দান করা হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী বিশেষতঃ আলেমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا অর্থাৎ, আমার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদী। এতে আলেমগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য মুসলমানগণ আলেমগণের মধ্যস্থতায় এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا বলে উম্মতে মুহাম্মদীকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর

প্রত্যেকটি অবতীর্ণ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। (অর্থাৎ, কুরআন পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক বিধায় সমস্ত ঐশীগ্রন্থের বিষয়বস্তুর সমষ্টি। এর উত্তরাধিকারী হওয়া যেন সমস্ত আসমানি কিতাবের উত্তরাধিকারী হওয়া।) অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন :

فَظَالِمُهُمْ يُغْفَرُ لَهُ وَمُقْتَصِدُهُمْ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا وَسَابِقُهُمْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"এ উম্মতের জালেমদেরকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে, মধ্যপন্থিদের হিসাব সহজভাবে নেওয়া হবে, আর যারা সৎকর্মে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। –[ইবনে কাছীর]

আয়াতের اِصْطَفَيْنَا শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর সর্ববৃহৎ শ্রেষ্ঠত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। কেননা এ শব্দটি কুরআন পাকে পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে। এক আয়াতে আছে– اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ অন্য এক আয়াতে আছে : اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উম্মতে-মুহাম্মদীকে اِصْطَفَاءٌ অর্থাৎ, মনোনয়নে পয়গম্বরগণের সাথে শরিক করে দিয়েছেন। তবে মনোনয়নের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের মনোনয়ন উচ্চস্তরে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর মনোনয়ন এর পরের স্তরে হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী তিন প্রকার : فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ এই বাক্যটি প্রথমোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, আমি যাদেরকে মনোনীত করে কুরআনের অধিকারী করেছি, তারা তিন প্রকার। জালেম, মধ্যপন্থি ও সৎকর্মে অগ্রগামী।

ইবনে কাছীর এই প্রকারত্রয়ের তাফসীর এভাবে করেছেন : জালেম সে ব্যক্তি যে কোনো কোনো ফরজ ও ওয়াজিব কজে ক্রটি করে এবং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজেও জড়িত হয়ে পড়ে। মধ্যপন্থি সে ব্যক্তি, যে সমস্ত ফরজ ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কোনো মোস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোনো কোনো মাকরূহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। সৎকর্মে অগ্রগামী সে ব্যক্তি, যে যাবতীয় ফরজ, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু কোনো কোনো মোবাহ বিষয়, ইবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয়। –[ইবনে-কাছীর]

অন্যান্য তাফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণনা করেছেন। রূহুল মা'আনীতে তেতাল্লিশটি উক্তি উল্লিখিত রয়েছে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায়, অধিকাংশ উক্তির সারমর্ম তাই, যা উপরে ইবনে কাছীর থেকে বর্ণিত হয়েছে।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : উল্লিখিত তাফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, জালেমও আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। একে বাহ্যতঃ অবাস্তব মনে করে কেউ কেউ বলেছেন যে, জালেম উম্মতে মুহাম্মদী ও মনোনীতদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ তিন প্রকার লোকই উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত এবং اِصْطَفَيْنَا গুণের বাইরে নয়। এটি হলো উম্মতে মুহাম্মদীর মুমিন বান্দাদের একান্ত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কার্যতঃ ক্রটিযুক্ত, সেও এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কাছীর এ প্রসঙ্গে এ সম্পর্কিত সমুদয় হাদীস সমাবেশ করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হলো।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতের اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا–তে বর্ণিত তিনটি প্রকার সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা সমস্ত একই স্তরভুক্ত এবং জান্নাতী। –[ইমাম আহমদ, ইবনে কাছীর]

অর্থাৎ মাগফিরাত সবারই হবে এবং সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, মর্যাদার দিক দিয়ে একজন অপরজন থেকে শ্রেষ্ঠ হবে না।

ইবনে জারীর আবূ সাবেত থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি (আবূ সাবেত) মসজিদে পৌঁছে হযরত আবুদ্দারদাকে পূর্ব থেকে সেখানে অবস্থানরত দেখতে পান। তিনি তাঁর বরাবরে গিয়ে বসে যান এবং এই দোয়া করতে থাকেন : اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِىْ وَارْحَمْ غُرْبَتِىْ وَيَسِّرْ لِىْ جَلِيْسًا صَالِحًا –অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার আন্তরিক পেরেশানি দূর করুন, আমার প্রবাসী অবস্থার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে একজন সৎকর্মপরায়ণ সহচর দান করুন। (এখানে লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের মধ্যে সৎসঙ্গীর অন্বেষণ খুবই দরকারি বিষয় বলে গণ্য হতো। তারা সৎসঙ্গীকে প্রধান লক্ষ্য ও যাবতীয় পেরেশানির প্রতিকার মনে করে আল্লাহ তা'আলার কাছে এর জন্য দোয়া করতেন।) হযরত আবুদ্দারদা (রা.) এই দোয়া

শুনে বললেন, আপনি এ দোয়া ও অন্বেষণে সাচ্চা হলে আমি এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে অধিক ভাগ্যবান। (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার মতো সৎসঙ্গী চাওয়া ছাড়াই দান করেছেন।) তিনি আরও বললেন, আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি। যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখ থেকে শুনেছি। এ পর্যন্ত কারো কাছে বর্ণনা করার সুযোগ হয়নি। হাদীসটি এই : রাসূলে কারীম ﷺ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِى اصْطَفَيْنَا আয়াতখানি তেলাওয়াত করে বলেছেন, এই তিন রকম লোকের মধ্যে সৎকর্মে অগ্রগামীরা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, মধ্যপন্থিদের কাছ থেকে হালকা হিসাব নেওয়া হবে এবং জালিম এস্থলে খুব দুঃখিত ও বিষণ্ন হবে। অবশেষে সেও জান্নাতে প্রবেশাধিকার পেয়ে যাবে। ফলে তার দুঃখকষ্ট দূর হয়ে যাবে। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ –অর্থাৎ তারা বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের সমস্ত দুঃখ দূর করে দিয়েছেন।

তাবারানী বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, وَكُلُّهُمْ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ অর্থাৎ এই তিন প্রকার লোকই হবে উম্মতে মুহাম্মদী থেকে।

আবূ দাউদ ত্বয়ালিসী ওকবা ইবনে সাহবান হেনায়ী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– বৎস! এ তিন প্রকার লোকই জান্নাতী। তাদের মধ্যে অগ্রগামী তারা, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় প্রয়াত হয়ে গেছেন। তাদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়েছেন। মিতাচারী বা মধ্যপন্থি তারা, যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করতে থাকবেন ও তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন। অতঃপর আমাদের ও তেমাদের মতো লোকেরা জালিমদের পর্যায়ে রয়ে গেছি।

বিনয়বশত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) নিজেকে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ জালিমের পর্যায়ে গণ্য করেছেন। নতুবা সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি অগ্রগামীদের প্রথম সারির একজন।

ইবনে জারীর মুহাম্মদ ইবনে হানফিয়া (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন এ উম্মত রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। এর জালিমও ক্ষমাপ্রাপ্ত। মিতাচারী জান্নাতী এবং সৎকাজে অগ্রগামী দল আল্লাহর কাছে উচ্চমর্যাদার অধিকারী।

মুহাম্মদ ইবনে আলী বাকের (রা.) জালিমের তাফসীরে বলেন : اَلَّذِىْ خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا –অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎ-অসৎ উভয় কর্মে সং মিশ্রণ ঘটায় সে জালিম পর্যায়ভুক্ত।

উম্মতে মুহাম্মদীর আলেম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি। বলাবাহুল্য, আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ -এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হচ্ছেন ওলামায়ে কেরাম। হাদীসেও বলা হয়েছে– اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ -এর সারমর্ম এই যে, যারা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং নিষ্ঠাসহকারে এ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন, তারা আল্লাহর মনোনীত বান্দা ও ওলী। হযরত সা'লাব ইবনে হাকাম (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আলেমগণকে সম্বোধন করে বলবেন, আমি তোমাদের বক্ষে আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শুধু এজন্যে রেখেছিলাম যে, তোমরা যে কর্মই কর না কেন, তোমাদেরকে ক্ষমা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, সে আলেমগণের তালিকাভুক্ত নয়; তাই আল্লাহ ভীতির রঙ্গে রঞ্জিত আলেমগণকেই এই সম্বোধন করা হবে। তাঁদের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে পাপ কর্মে লেগে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তবে মানুষ হিসেবে তারাও মাঝে-মাঝে ভুল-ত্রুটি করেন। হাদীসে তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদের কর্ম যেমনই হোক, মাগফেরাত তোমাদের জন্যে অবধারিত। –[ইবনে কাছীর]

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হাশরে আল্লাহ তা'আলা সবাইকে একত্রিত করবেন, অতঃপর আলেমগণকে এক বিশেষ জায়গায় সমবেত করে বলবেন :

إِنِّىْ لَمْ أَضَعْ عِلْمِىْ فِيْكُمْ إِلَّا لِعِلْمِىْ بِكُمْ وَلَمْ أَضَعْ عِلْمِىْ فِيْكُمْ لِأُعَذِّبَكُمْ إِنْطَلِقُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

অর্থাৎ আমি তোমাদের অন্তরে আমার ইলম এ জন্যে রেখছিলাম যে, আমি জানতাম (যে, তোমরা এই আমানতের হক আদায় করবে।) তোমাদেরকে আজাব দেওয়ার জন্যে তোমাদের বক্ষে আমি আমার ইলম রাখিনি। যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। –[মাযহারী।

জ্ঞাতব্য : আয়াতে সর্বপ্রথম জালেম, অতঃপর মিতাচারী বা মধ্যপন্থি ও সর্বশেষে সৎকর্মে অগ্রগামী উল্লিখিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, জালেমের সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের চেয়ে কম মিতাচারী বা মধ্যপন্থি এবং আরও কম সৎকর্মে অগ্রগামী। যাদের সংখ্যা বেশি, তাদেরকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ.

অর্থাৎ, শুরুতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনোনীত বান্দাগণের মধ্যে তিন প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন– ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ অর্থাৎ, এদেরকে মনোনীতদের মধ্যে গণ্য করা আল্লাহ তা'আলার মহা অনুগ্রহ। প্রতিদান স্বরূপ তারা জান্নাতে যাবে, তাদেরকে স্বর্ণের কংকন এবং মুক্তার অলংকার পরানো হবে। তাদের পোষাক হবে রেশমের। দুনিয়াতে পুরুষদের জন্যে স্বর্ণের অলংকার ও রেশমী পোষাক উভয়টি পরিধান করা হরাম। এর বিনিময়ে জান্নাতে তাদেরকে এসব বস্তু দেওয়া হবে। এরূপ বলা ঠিক হবে না যে, অলংকার নারীর ভূষণ, পুরুষদের জন্যে শোভনীয় নয়। কেননা দুনিয়ার অবস্থার সাথে জান্নাত ও পরকালের অবস্থার তুলনা করা একান্ত নির্বুদ্ধিতা।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জান্নাতীদের মস্তকে মুক্তা খচিত মুকুট থাকবে। এর নিম্নস্তরের মুক্তার আলোকে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত উদ্ভাসিত হবে। –[মাযহারী]

তাফসীরবিদগণ বলেন, প্রত্যেক জান্নাতীর হাতে একটি স্বর্ণ নির্মিত ও একটি রৌপ্যনির্মিত কংকন থাকবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের এক আয়াতে স্বর্ণ নির্মিত এবং এক আয়াতে রৌপ্য নির্মিত কংকনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ তাফসীর দৃষ্টে উভয় আয়াতে কোনো বৈপরীত্য নেই।–[কুরতুবী]

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্র ও রেশমী পোষাক ব্যবহার করবে, সে জান্নাতে এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, রেশমী পোশাক পরিধান করো না; সোনা-রূপার পত্রে পানি পান করো না এবং এসবের দ্বারা তৈরি পাত্রে আহার করো না। কারণ, এগুলো দুনিয়াতে কাফেরদের জন্যে এবং তোমাদের জন্যে পরকালে। –[বুখারী-মুসলিম]

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ অর্থাৎ, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমদের দুঃখ দূর করেছেন। এই দুঃখ কি? এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার দুঃখই এর অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়াতে মানুষ যত রাজাধিরাজ অথবা নবী ও ওলী হোক না কেন, দুঃখকষ্টের কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই।

دریں دنیا کسے بے غم نباشد * وگر باشد بنی آدم نباشد

এ দুনিয়াতে দুঃখ-দুর্দশা ও চিন্তা-ভাবনা থেকে কোনো সৎ ও অসৎ ব্যক্তিরই নিস্তার নেই। এ কারণেই সুফীবর্গ দুনিয়াকে "দারুল-আহযান" দুঃখ কষ্টের আলয় বলেন। আয়াতে উল্লিখিত দুঃখের মধ্যে প্রথমতঃ দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ, দ্বিতীয়তঃ কিয়ামত ও হাশর-নশরের দুঃখ-কষ্ট, তৃতীয়তঃ হিসাব-নিকাশের দুঃখ-কষ্ট এবং চতুর্থতঃ জাহান্নামের শাস্তি ও দুঃখ কষ্টও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদের এসব দুঃখ-কষ্টই দূর করে দেবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমায় বিশ্বাসী, তারা মৃত্যুর সময় কবরে ও হাশরে কোথাও উৎকৃষ্ট বোধ করে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তারা কবর থেকে উঠার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ বলতে বলতে উঠছে। –[তাবারানী, মাযহারী]

হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর হাদীসে বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত জালেম শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিরা এ উক্তি করবে। কেননা হাশরে সে প্রথমে দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগের সম্মুখীন হবে। অবশেষে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ পাওয়ার কারণে তার এসব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এ হাদীসটি ইবনে ওমরের হাদীসের পরিপন্থি নয়। কেননা জালেম ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় হাশরেও একটি অতিরিক্ত দুঃখের সম্মুখীন হবে, যা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দূর হয়ে যাবে। সারকথা, সৎকর্মে অগ্রগামী, মিতাচারী ও জালেম সকল শ্রেণির জান্নাতীই এ উক্তি করবে; কিন্তু প্রত্যেকের দুঃখের তালিকা আলাদা আলাদা হওয়া আবান্তর নয়।

ইমাম জাসসাস (র.) বলেন, পার্থিব জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত না থাকাই মুমিনের শান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, দুনিয়া মুমিনের জন্যে কয়েদখানা। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও প্রধান সাহাবীগণের জীবনালেখ্যে দেখা যায়, তাদেরকে প্রায়ই চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখা যেত।

اَلَّذِیۡۤ اَحَلَّنَا دَارَ الۡمُقَامَۃِ مِنۡ فَضۡلِہٖ لَا یَمَسُّنَا فِیۡہَا نَصَبٌ وَّ لَا یَمَسُّنَا فِیۡہَا لُغُوۡبٌ

আয়াতে জান্নাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে। (এক) জান্নাতে বসবাসের জায়গা। এর বিলুপ্তি অথবা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কোনোও আশঙ্কা নেই। (দুই) সেখানে কেউ কোনো দুঃখের সম্মুখীন হবে না। (তিন) সেখানে কেউ কোনো ক্লান্তিও বোধ করবে না। দুনিয়াতে মানুষ ক্লান্ত হয় এবং কাজকর্ম পরিহার করে নিদ্রার প্রয়োজন অনুভব করে জান্নাত এ থেকে পবিত্র হবে। কোনো কোনো হাদীসেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত রয়েছে। –[মাযহারী]

اَوَ لَمۡ نُعَمِّرۡکُمۡ مَّا یَتَذَکَّرُ فِیۡہِ مَنۡ تَذَکَّرَ وَ جَآءَکُمُ النَّذِیۡرُ অর্থাৎ, জাহান্নামে যখন কাফেররা ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের পালনকর্তা; আমাদেরকে এ আজাব থেকে মুক্ত করুন, আমরা সৎকর্ম করব এবং অতীত কুকর্ম ছেড়ে দেব, তখন জবাব দেওয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করে বিশুদ্ধ পথে আসতে পারে? হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে জয়নুল আবেদীন (রা.) বলেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। হযরত কাতাদাহ আঠার বছর বয়স বলেছেন। আসল অর্থ সাবালক হওয়ার বয়স। এতে সতের বা আঠারোর পার্থক্য হতে পারে। কেউ সতের বছরে এবং কেউ আঠারো বছরে সাবালক হতে পারে। শরিয়তে এ বয়সটি প্রথম সীমা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষকে নিজের ভালো-মন্দ বুঝার জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়। তাই সাধারণ কাফেরদেরকে উপরিউক্ত কথাটি বলা হবে, তারা বয়োবৃদ্ধ হোক অথবা অল্পবয়স্ক। তবে যে ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার পরও সতর্ক হয়নি এবং প্রকৃতির প্রমাণাদি দেখে ও পয়গম্বরগণের কথাবার্তা শুনে সত্যের পরিচয় গ্রহণ করেনি সে অধিক ধিক্কারযোগ্য হবে।

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি কেবল সাবালক হওয়ার বয়স পায়, তাকেও আল্লাহ তা'আলা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা দান করেন। সে তা না বুঝলে তিরস্কার ও আজাবের যোগ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দীর্ঘ বয়স পায়, তার সামনে আল্লাহর প্রমাণাদি আরও পূর্ণ হয়ে যায়। সে কুফর ও গোনাহ্ থেকে বিরত না হলে অধিকতর শাস্তি ও তিরস্কারের যোগ্য হবে। হযরত আলী মুরতাযা (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যে বয়সে গোনাহ্গার বান্দাদেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও এক রেওয়ায়েতে চল্লিশ ও অন্য রেওয়ায়েতে ষাট বছর বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আল্লাহর প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্যে কোনো ওজর আপত্তি পেশ করার অবকাশ থাকে না। ইবনে কাছীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর দ্বিতীয় রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সতের আঠারো বছর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতও ষাট বছরের রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। সতের আঠার বছর বয়সে মানুষ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। এ কারণেই এ বয়স থেকে সে শরিয়তের বিধানাবলি পালনে আদিষ্ট হয়। কিন্তু ষাট বছর এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওজর আপত্তি করার কোনো অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীর বয়সের গড় ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। এক হাদীসে আছে :

اَعۡمَارُ اُمَّتِیۡ مَا بَیۡنَ السِّتِّیۡنَ اِلَی السَّبۡعِیۡنَ وَاَقَلُّہُمۡ مَنۡ یَجُوۡزُ ذٰلِکَ

–অর্থাৎ আমার উম্মতের বয়স ষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত হবে। খুব কম লোকই এই সীমা অতিক্রম করবে। –[ইবনে কাছীর]

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে وَجَآءَکُمُ النَّذِیۡرُ এতে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষকে সাবলকত্বের বয়স থেকে কমপক্ষে তার স্রষ্টা ও মালিককে চিনা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি প্রদান করা হয়। এ কাজের জন্যে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধিই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শুধু তা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তার বুদ্ধিকে সাহায্য করার জন্যে ভীতি-প্রদর্শনকারীও প্রেরণ করেছেন। "নাযীর" শব্দের অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী। প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই নাযীর তথা ভীতি প্রদর্শনকারী যে স্বীয় কৃপাগুণে নিজের লোকদেরকে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। কুরআন পাকে এ শব্দের দ্বারা পয়গম্বরগণ ও তাঁদের নায়েব আলেমগণকে বোঝানো হয়। আয়াতের সারমর্ম এই যে, সত্য মিথ্যার পরিচয় লাভ করার জন্যে আমি জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছি পয়গম্বরও প্রেরণ করেছি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ইকরিমা ও ইমাম জাফর বাকের থেকে বর্ণিত আছে যে, আয়াতে উল্লিখিত نَذِیۡر (সতর্ককারীর) অর্থ বার্ধক্যের সাদা চুল। এটা প্রকাশ হওয়ার পর মানুষকে নির্দেশ করে যে, বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এসেছে। বলাবাহুল্য, পয়গম্বর ও আলিমগণের সাথে সাদাচুলও সতর্ককারী হতে পারে। এতে কোনো বিরোধ নেই।

সত্য এই যে, বালেগ হওয়ার পর থেকে মানুষ যত অবস্থার সম্মুখীন হয়, তার নিজ সত্তায় ও চারপাশে যত পরিবর্তন ও বিপ্লব দেখা দেয়, সবাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সতর্ককারীর ভূমিকা পালন করে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَوْحَيْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْحَاءٌ মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- আমি ওহী রূপে প্রেরণ করেছি।

اَوْرَثْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْرَاثٌ মূলবর্ণ (و - ر - ث) জিনস مِثَال وَاوِىٌ অর্থ– আমি হস্তে অর্পণ করেছি। ওয়ারিশ বানালাম।

اِصْطَفَيْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِصْطِفَاءٌ মূলবর্ণ (ص - ف - ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌ অর্থ– আমি পছন্দ করেছি। মনোনীত করেছি।

مُقْتَصِدٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلٌ বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِصَادٌ মূলবর্ণ (ق - ص - د) জিনস صَحِيْح অর্থ– মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী।

يُحَلَّوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْلِيَةٌ মূলবর্ণ (ح - ل - ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌ অর্থ– তাদেরকে পরানো হবে।

اَسَاوِرَ : سَوَارٌ -এর বহুবচন। অর্থ- কংকন, চুড়ি, বালা।

لُؤْلُؤًا : একবচন, বহুবচন لَاٰلِئُ অর্থ- মুতি। মুক্তা।

لَا يَمَسُّنَا : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার مَسٌّ মূলবর্ণ (م - س - س) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।

فَيَمُوْتُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَنْصُوب بِاَنْ مَحْذُوْفَةٍ বাব نَصَرَ মাসদার مَوْتٌ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اَجْوَف وَاوِىٌ অর্থ– যাতে তারা মরে যাবে।

لَا يُخَفَّفُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَخْفِيْف মূলবর্ণ (خ - ف - ف) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىٌ অর্থ– লাঘব করা হবে না।

يَصْطَرِخُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদর اِصْطِرَاخٌ মূলবর্ণ (ص - ر - خ) জিনস صَحِيْح অর্থ– তারা চীৎকার করবে।

يَتَذَكَّرُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَذَكُّرٌ মূলবর্ণ (ذ - ك - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– সে বুঝতে পারত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىٓ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ : এখানে وَاوٌ টি আতেফা। আর قَالُوْا ফে'ল মাযী তবে এর দ্বারা মুযারে' উদ্দেশ্য। আর اَلْحَمْدُ মুবতাদা এবং اللّٰه হলো খবর। আর اَلَّذِى হলো সিফাত। তার اَذْهَبَ عَنَّا বাক্যটি হলো সেলাহ। اَلْحَزَنَ হলো اَذْهَبَ -এর مَفْعُول بِه যা هَمْزَه তথা বাবে اِفْعَالٌ -এর মধ্যমে مُتَعَدِّىْ হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
৩৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ অবগত আছেন আসমান ও জমিনের গুপ্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে; নিশ্চয় তিনিই অবগত আছেন অন্তরের কথাসমূহ।	إِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٣٨﴾
৩৯. তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে আবাদ করেছেন; সুতরাং যে কুফরি করবে তার কুফরির শাস্তি তার উপরই পতিত হবে এবং কাফেরদের জন্য তাদের কুফরি আচরণ তাদের প্রতিপালকের সমীপে কেবল অসন্তুষ্টি বৃদ্ধিরই কারণ হয়ে থাকে এবং কাফেরদের জন্য তাদের কুফর কেবল ক্ষতি বৃদ্ধিরই কারণ হয়ে থাকে।	هُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ ۖ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾
৪০. আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের স্থিরীকৃত শরিকদের বিবরণ দাও, আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে তোমরা পূজা করে থাক; অর্থাৎ আমাকে বল যে, তারা ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ সৃষ্টি করেছে কি? অথবা আসমানের মধ্যে তাদের কোনো অংশ আছে কি? অথবা আমি কি তাদেরকে কোনো কিতাব প্রদান করেছি, যার প্রমাণের উপর তারা প্রতিষ্ঠিত আছে? বরং এ জালিমরা একে অন্যকে কেবল প্রতারণামূলক কথার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে।	قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ أَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۚ أَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُوْرًا ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. إِنَّ اللّٰهَ عٰلِمُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ অবগত আছেন غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ আসমান ও জমিনের গুপ্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে إِنَّهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ নিশ্চয় তিনি অবগত আছেন অন্তরের কথাসমূহ।

৩৯. هُوَ الَّذِيْ তিনি এমন যিনি جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ فِي الْأَرْضِ তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠে আবাদ করেছেন فَمَنْ كَفَرَ সুতরাং যে কুফরি করবে فَعَلَيْهِ كُفْرُهٗ তার কুফরির শাস্তি তার উপরই পতিত হবে وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا এবং কাফেরদের জন্য তাদের কুফরি আচরণ তাদের প্রতিপালকের সমীপে কেবল অসন্তুষ্টি বৃদ্ধিরই কারণ হয়ে থাকে وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا এবং কাফেরদের জন্য তার কুফর কেবল ক্ষতি বৃদ্ধিরই কারণ হয়ে থাকে।

৪০. قُلْ আপনি বলুন أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ তোমরা তোমাদের স্থিরীকৃত শরিকদের বিবরণ দাও الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন যাদের তোমরা পূজা করে থাক أَرُوْنِيْ আমাকে বল যে مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ তারা ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ সৃষ্টি করেছে কি? أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ অথবা আসমানের মধ্যে তাদের কোনো অংশ আছে কি? أَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا অথবা আমি কি তাদেরকে কোনো কিতাব প্রদান করেছি فَهُمْ عَلٰى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ যার প্রমাণের উপর এরা প্রতিষ্ঠিত আছে بَلْ বরং إِنْ يَّعِدُ الظّٰلِمُوْنَ এ জালিমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে بَعْضُهُمْ بَعْضًا একে অন্যকে إِلَّا غُرُوْرًا কেবল প্রতারণামূলক কথার।

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهٖ ۚ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾

৪১. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহ ও জমিনকে ধারণ করে রেখেছেন, যেন এতদুভয় বর্তমান অবস্থা হতে অবস্থান্তর না হয়, আর যদি এতদুভয় বর্তমান অবস্থা হতে বিচ্যুত হয়েও যায়, তবে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন আর কেউই এগুলোকে ধরে রাখতে পারবে না; তিনি অতিশয় সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল।

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

৪২. এবং সে কাফেররা অত্যন্ত দৃঢ় শপথ করেছিল যে, যদি তাদের নিকট কোনো ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করে, তবে তারা প্রত্যেক উম্মত অপেক্ষা অধিক হেদায়েত গ্রহণকারী হবে, অতঃপর যখন তাদের নিকট সে ভয়-প্রদর্শক এসে পৌছলেন, তখন কেবল তাদের বৈরীভাবই বৃদ্ধি পেল।

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهٖ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

৪৩. পৃথিবীতে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য এবং তাদের হীন ষড়যন্ত্র (–ও বৃদ্ধি পেল); আর হীন ষড়যন্ত্রের কুফল সে কুচক্রীদের উপরই পতিত হয়ে থাকে; তবে তারা কি সে বিধানেরই প্রতীক্ষায় আছে, যা পূর্বকালের লোকদের সাথে চলে এসেছে, সুতরাং আপনি আল্লাহর সে বিধানে কখনো পরিবর্তন পাবেন না, আর আপনি কখনো আল্লাহর সে বিধানকে স্থানান্তরিতও পাবেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. إِنَّ اللَّهَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিনকে ধারণ করে রেখেছেন أَنْ تَزُولَا যেন এতদুভয় বর্তমান অবস্থা হতে অবস্থান্তর না হয় وَلَئِنْ زَالَتَا আর যদি এতদুভয় বর্তমান অবস্থা হতে বিচ্যুত হয়েও যায় إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهٖ তবে আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন আর কেউ এগুলোকে ধরে রাখতে পারবে না إِنَّهٗ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا তিনি আতিশয় সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল।

৪২. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ এবং সে কাফেররা অত্যন্ত দৃঢ় শপথ করেছিল যে لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ যদি তাদের নিকট কোনো ভয় প্রদর্শনকারী আগমন করে لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ তবে তারা প্রত্যেক উম্মত অপেক্ষা অধিক হেদায়েত গ্রহণকারী হবে فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ অতঃপর যখন তাদের নিকট সে ভয় প্রদর্শনকারী এসে পৌছলেন مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا তখন কেবল তাদের বৈরী ভাবই বৃদ্ধি পেল।

৪৩. اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ পৃথিবীতে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য وَمَكْرَ السَّيِّئِ এবং তাদের হীন ষড়যন্ত্র (ও বৃদ্ধি পেল) وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهٖ আর হীন ষড়যন্ত্রের কুফল সে কুচক্রীদের উপরই পতিত হয়ে থাকে فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ তবে তারা কি সে বিধানেরই প্রতীক্ষায় আছে, যা পূর্বকালের লোকদের সাথে চলে আসছে فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا সুতরাং আপনি আল্লাহর সেই বিধানে কখনো পরিবর্তন পাবেন না وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا আর আপনি কখনো আল্লাহর সে বিধানকে স্থানান্তরিত পাবেন না।

৪৪. এবং তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি– যাতে তারা দেখতে পেত– যে সকল লোক তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে তাদের পরিণাম কি হয়েছিল? অথচ তারা শক্তিমত্তায় তাদের চেয়ে অধিকতর ছিল; আর আল্লাহ এমন নন যে, কোনো বস্তু তাঁকে অক্ষম করে দিবে, আসমানেও নয় এবং জমিনেও নয়; তিনি অতিশয় জ্ঞানবান, অত্যন্ত ক্ষমতাবান।	اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَىْءٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ۗ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا ﴿٤٤﴾
৪৫. এবং যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কার্যাবলির দরুন পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠের একটি প্রাণীকেও ছাড়তেন না; কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, সুতরাং যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় এসে পৌছবে, তখন আল্লাহ নিজ বান্দাগণকে দেখে নিবেন।	وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ এবং তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি فَيَنْظُرُوْا যাতে তারা দেখতে পেত كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যে সকল লোক তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে তাদের পরিণাম কি হয়েছিল وَكَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً অথচ তারা শক্তি মত্তায় এদের চেয়ে অধিকতর ছিল وَمَا كَانَ اللّٰهُ আর আল্লাহ এমন নন যে لِيُعْجِزَهٗ مِنْ شَىْءٍ কোনো বস্তু তাকে অক্ষম করে দিবে فِى السَّمٰوٰتِ আসামানেও নয় وَلَا فِى الْاَرْضِ এবং জমিনেও নয় اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا قَدِيْرًا তিনি আতিশয় জ্ঞানবান, অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

৪৫. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ এবং যদি আল্লাহ মানুষকে পকড়াও করতেন بِمَا كَسَبُوْا তাদের কার্যাবলির দরুন مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ তবে ভূপৃষ্ঠের একটি প্রাণীকেও ছাড়তেন না. وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ সুতরাং যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় এসে পৌছবে فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهٖ بَصِيْرًا তখন আল্লাহ নিজ বান্দাগণকে দেখে নিবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا [٤٢]

শানে নুযূল : ইবনে আবি হাতেম আবূ হেলালের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, এক কুরাইশী বলছিল যে, আল্লাহ যদি আমাদের হতে কোনো নবী প্রেরণ করেন, আমাদের হতে অধিক অনুগামী সৃষ্টি জগতে কোনো উম্মত ছিল না এবং আমাদের অপেক্ষা অতি দৃঢ় হস্তে কিতাব ধারণকারী কোনো জাতি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা সে কুরাইশীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর ২৫৫/৫]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূল ﷺ প্রেরিত হবার আগে কুরাইশীদের নিকট সংবাদ পৌছেছিল যে, আহলে কিতাবের নিকট যে সকল রাসূলগণ আগমন করেছেন, তারা তাদের রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তারা আরোও বলেছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার লা'নত। তাদের নিকট রাসূলগণ আগমন করেছেন, অতঃপর তারা

রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। সুতরাং আল্লাহর কসম আমাদের নিকট যদি কোনো রাসূল আগমন করেন, আমরা সেই সকল উম্মত অপেক্ষা অধিক হেদায়েত লাভ করতাম। কিন্তু পরবর্তীতে তারা তাতে অটল থাকেনি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ২০৫/২২/১১]

هُوَ الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ فِى الْاَرْضِ - خَلٰئِفَ শব্দটি خَلِيْفَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ স্থলাভিষিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর এক ভূমি, বাসগৃহ ইত্যাদির মালিক করেছি। একজন চলে গেলে অন্যজন তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু করার জন্যে শিক্ষা রয়েছে। আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকেও বলা হতে পারে যে, আমি বিগত জাতিসমূহের পরে তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে তোমাদেরকে মালিক ও ক্ষমতাশালী করেছি। সুতরাং পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারিও না।

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ –আকাশসমূহকে স্থির রাখার অর্থ এরূপ নয় যে, তাদের গতিশীলতা রহিত করে দেওয়া হয়েছে; বরং এর অর্থ স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হওয়া ও টলে যাওয়া। اَنْ تَزُوْلَا শব্দটি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং এ আয়াতে আকাশ স্থিতিশীল অথবা গতিশীল- এ বিষয়ের কোনো প্রমাণ নেই।

وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ - وَلَا يَحِيْقُ অর্থ لَا يُحِيْطُ কিংবা لَا يُصِيْبُ অর্থাৎ, কুচক্রের শাস্তি অন্য কারও উপর পতিত হয় না কুচক্রীর উপরই পতিত হয়। যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট কামনা করে, সে নিজেই অনিষ্টের শিকার হয়ে যায়।

এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, দুনিয়াতে অনেক সময় কুচক্রীদের চক্রান্ত সফল হতে দেখা যায় এবং যার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার ক্ষতি হয়ে যায়। এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, এটা তুচ্ছ ক্ষতি। আর কুচক্রীর ক্ষতি হচ্ছে পারলৌকিক আজাব, যা যেমন গুরুতর, তেমনি চিরস্থায়ী। এর বিপরীতে পার্থিব ক্ষতি তুচ্ছ ব্যাপার।

কেউ কেউ এর জওয়াবে বলেন, কোনো নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা ও তার উপর জুলুম করার প্রতিফল জালিমের উপর প্রায়ই দুনিয়াতেও পতিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কোরাযী বলেন : তিনটি কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও প্রতিফল ও শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। (এক) কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে কষ্ট দেওয়া, (দুই) জুলুম করা এবং (তিন) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। –[ইবনে কাছীর]

বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অসহায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি রাখে না অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সবর করে, তার উপর জুলুমের শাস্তি থেকে দুনিয়াতেও কাউকে বাঁচতে দেখা যায়নি।

সুতরাং আয়াতে সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়নি; বরং অধিকাংশ ঘটনার দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَرَءَيْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِى এবং مَهْمُوز عَيْن) অর্থ– বিবরণ দাও। তোমরা কি দেখনি।

تَدْعُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِع مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءً মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস نَاقِص وَاوِى অর্থ– তোমরা পূঁজা করে থাক। তোমরা ডাকবে।

اَرُوْنِىْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ اَمْر حَاضِر مَعْرُوْف বাব اِفْعَال মাসদার اِرَاءَةً মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِى এবং مَهْمُوز عَيْن) অর্থ– আমাকে বল। আমাকে দেখাও।

اَنْ يَعِدَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِب বহছ مُضَارِع مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার وَعْدٌ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مِثَال وَاوِى অর্থ– প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে। ওয়াদা দেয়।

تَزُوْلَا : সীগাহ تَثْنِيه مُؤَنَّث غَائِبْ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বহছ نَصَرَ বাব زوال মাসদার (ز - و - ل) মূলবর্ণ অর্থ– যেন অবস্থানান্তর না হয়। জিনস أَجْوَف وَاوِىْ

أَهْدٰى : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر اِسْم تَفْضِيْل বহছ ضَرَبَ বাব هِدَايَةً মাসদার (ه - د - ى) মূলবর্ণ জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– অধিক হেদায়েত গ্রহণকারী।

لَا يَحِيْقُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف বহছ ضَرَبَ বাব حَيْقٌ، حُيُوْقٌ মাসদার মূলবর্ণ (ح - ى - ق) জিনস أَجْوَف يَائِىْ অর্থ– বেষ্টন করে না।

لَمْ يَسِيْرُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ مُضَارِعْ بَلَمْ بِمَعْنٰى مَاضِىْ বহছ ضَرَبَ বাব سَيْرٌ মাসদার মূলবর্ণ (س - ى - ر) জিনস أَجْوَف يَائِىْ অর্থ– তারা ভ্রমণ করেনি।

أَشَدُّ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّرْ اِسْم تَفْضِيْل বহছ نَصَرَ বাব شِدَّةً মাসদার (ش - د - د) মূলবর্ণ জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– অধিকতর। খুব কঠিন।

لِيُعْجِزَهٗ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ مُضَارِعْ مَنْفِىْ بَلَام كَىْ বহছ اِفْعَالٌ বাব اِعْجَازٌ মাসদার মূলবর্ণ (ع - ج - ز) জিনস صَحِيْح অর্থ– অক্ষম করে দিবে।

يُوَاخِذُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বহছ مُفَاعَلَة বাব مُوَاخَذَةً মাসদার (أ - خ - ذ) মূলবর্ণ জিনস مَهْمُوز فَاء অর্থ– পাকড়াও করতেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ : এখানে اِسْتِكْبَارًا হলো مَفْعُول لَهٗ অর্থাৎ لِاَجْلِ الْاِسْتِكْبَارِ অথবা نُفُوْرًا হতে بَدل হয়েছে অথবা حَالْ হয়েছে। অর্থাৎ حَالَ كَوْنِهِمْ مُسْتَكْبِرِيْنَ আর فِى الْاَرْضِ টা اِسْتِكْبَارًا -এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। আর مَكْرَ السَّيِّئِ বাক্যটি اِسْتِكْبَارًا -এর উপর আতফ হয়েছে অথবা نُفُوْرًا -এর উপর আতফ হয়েছে। এটা اِضَافَةُ الْمَوْصُوفِ اِلَى الصِّفَةِ -এর অন্তর্ভুক্ত। মূলতঃ হলো اَلْمَكْرُ السَّيِّئُ অথবা এখানে মাওসূফ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ مَكْرُ الْعَمَلِ السَّيِّئِ –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৩০০]

سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ

সূরা ইয়াসীন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৮৩, রুকূ'–৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. ইয়া-সীন।	يٰسٓ ﴿١﴾
২. হেকমতপূর্ণ কুরআনের শপথ।	وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾
৩. নিঃসন্দেহে আপনি রাসূলগণের অন্যতম।	اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾
৪. (এবং) সরল পথের উপর আছেন।	عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾
৫. এ কুরআন প্রবল প্রভাবশালী করুণাময়ের পক্ষ হতে অবতারিত হয়েছে।	تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾
৬. যেন আপনি এমন লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন, যাদের পূর্বপুরুষগণ ভয় প্রদর্শিত হয়নি, বস্তুত এ কারণেই তারা বে-খবর রয়েছে।	لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾
৭. তাদের অধিকাংশের উপর (তকদীরের) বিধান সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং তারা (কখনো) ঈমান আনবে না।	لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. يٰسٓ ইয়া- সীন।

২. وَالْقُرْاٰنِ কুরআনের শপথ الْحَكِيْمِ হেকমত পূর্ণ।

৩. اِنَّكَ নিঃসন্দেহে আপনি لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ রাসূলগণের অন্যতম।

৪. عَلٰى صِرَاطٍ পথের উপর আছেন مُّسْتَقِيْمٍ সরল।

৫. تَنْزِيْلَ এ কুরআন অবতারিত হয়েছে الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ প্রবল প্রভাবশালী করুণাময়ের পক্ষ থেকে।

৬. لِتُنْذِرَ যেন আপনি ভয় প্রদর্শন করেন قَوْمًا এমন লোকদেরকে مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ যাদের পূর্বপুরুষগণ ভয় প্রদর্শিত হয়নি فَهُمْ غٰفِلُوْنَ বস্তুত একারণেই তারা বে-খবর রয়েছে।

৭. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ বিধান সাব্যস্ত হয়ে গেছে عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ তাদের অধিকাংশের উপর فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ সুতারাং তারা কখনো ঈমান আনবে না।

বঙ্গানুবাদ	আরবি
৮. আমি তাদের গ্রীবাদেশে (ভারি ভারি) বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছি, আবার তা চিবুক পর্যন্ত পৌছেছে, যদ্দরুন তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।	إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَٰلًا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾
৯. এবং আমি তাদের সম্মুখের দিকে একটি প্রাচীর এবং তাদের পশ্চাৎ দিকে একটি প্রাচীর করে দিয়েছি, যা দ্বারা আমি (সকল দিক হতে) তাদেরকে সমাচ্ছন্ন করে দিয়েছি, সুতরাং তারা দেখতে পায় না।	وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾
১০. আর তাদেরকে আপনার ভয় প্রদর্শন করা অথবা ভয় প্রদর্শন না করা, তাদের পক্ষে উভয়ই সমান, তারা ঈমান আনবে না।	وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾
১১. আপনি তো কেবল এমন লোককেই ভয় প্রদর্শন করতে পারেন যে উপদেশ অনুযায়ী চলে এবং আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। অতএব, আপনি তাকে ক্ষমা ও উত্তম বিনিময়ের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।	إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾
১২. নিঃসন্দেহে আমি (একদিন) মৃতদেরকে জীবিত করব, আর আমি লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছি সে আমলগুলোও যা মানুষ (মৃত্যুর) পূর্বে পাঠাতে থাকে এবং তাদের সে কার্যগুলোও যা পশ্চাতে রেখে (মরে) যায় এবং আমি প্রত্যেক বিষয়কে এক সমুজ্জ্বল কিতাবে (লওহে-মাহফূযে) সংরক্ষিত করে রেখেছি।	إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. إِنَّا جَعَلْنَا আমি লাগিয়ে দিয়েছি فِي أَعْنَاقِهِمْ তাদের গ্রীবা দেশে أَغْلَالًا বেড়ি فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ আবার তা চিবুক পর্যন্ত পৌছেছে فَهُمْ مُقْمَحُونَ যদ্দরুন তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে।

৯. وَجَعَلْنَا এবং আমি করে দিয়েছি مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ তাদের সম্মুখের দিকে। سَدًّا একটি প্রাচীর وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا এবং তাদের পশ্চাৎ দিকে একটি প্রাচীর فَأَغْشَيْنَاهُمْ যা দ্বারা আমি তাদেরকে সমাচ্ছন্ন করে দিয়েছি فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ সুতরাং তারা দেখতে পায় না।

১০. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ আর তাদের পক্ষে উভয়ই সমান أَأَنْذَرْتَهُمْ তাদেরকে আপনার ভয় প্রদর্শন করা أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ অথবা ভয় প্রদর্শন না করা لَا يُؤْمِنُونَ তারা ঈমান আনবে না।

১১. إِنَّمَا تُنْذِرُ আপনি তো কেবল এমন লোককেই ভয় প্রদর্শন করতে পারেন مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ যে উপদেশ অনুযায়ী চলে وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ এবং আল্লাহকে ভয় করে بِالْغَيْبِ না দেখে فَبَشِّرْهُ অতএব, আপনি তাকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন بِمَغْفِرَةٍ ক্ষমা وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ও উত্তম বিনিময়ের।

১২. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ নিঃসন্দেহে আমি (একদিন) মৃতদেরকে জীবিত করব وَنَكْتُبُ আর আমি লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছি مَا قَدَّمُوا সে আমলগুলোও যা মানুষ পূর্বে পাঠাতে থাকে وَآثَارَهُمْ এবং তাদের সে কার্যগুলোও যা পশ্চাতে রেখে যায় وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ এবং আমি প্রত্যেক বিষয়কে এক সমুজ্জ্বল কিতাবে সংরক্ষিত করে রেখেছি।

১৩. আর আপনি তাদের সম্মুখে একটি ঘটনা অর্থাৎ এক জনপদবাসীদের সে সময়ের ঘটনা বর্ণনা করুন; যখন সে জনপদে কয়েকজন রাসূল আগমন করেছিলেন,	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. যখন আমি তাদের নিকট দুজন (রাসূল) পাঠালাম, তখন তারা সে দুজনকে অবিশ্বাস করল, অতঃপর তৃতীয় একজন দ্বারা (পূর্বোক্ত রাসূলগণের) সহায়তা করলাম, তখন সে তিনজন রাসূল বললেন, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।	اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. তারা বলল, তোমরা তো আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ এবং দয়াময় আল্লাহ তা'আলা কিছুই নাজিল করেননি, তোমরা তো নির্জলা মিথ্যা বলছ।	قَالُوْا مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۙ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ﴿١٥﴾
১৬. রাসূলগণ বললেন, আমাদের প্রতিপালক অবগত আছেন যে, নিশ্চয় আমরা (রাসূলরূপে) তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।	قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ﴿١٦﴾
১৭. আর আমাদের দায়িত্ব তো কেবল (আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ) স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া।	وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾
১৮. জনপদবাসীরা বলল, আমরা তো তোমাদেরকে অশুভ মনে করছি, যদি তোমরা নিবৃত্ত না হও, তবে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিব এবং আমাদের পক্ষ হতে কঠিন উৎপীড়ন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।	قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَاضْرِبْ আর আপনি বর্ণনা করুন- لَهُمْ তাদের সম্মুখে مَثَلًا একটি ঘটনা اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ এক জনপদবাসীদের সে সময়ের ঘটনা اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ যখন সে জনপদে কয়েকজন রাসূল আগমন করেছিলেন।

১৪. اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ যখন আমি তাদের নিকট দুজন রাসূল পাঠালাম فَكَذَّبُوْهُمَا তখন তারা সে দুজনকে অবিশ্বাস করল فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ অতঃপর তৃতীয় একজন দ্বারা রাসূলগণের সহায়তা করলাম فَقَالُوْٓا তখন সেই তিনজন রাসূল বললেন اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

১৫. قَالُوْا তারা বলল مَآ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا তোমরা তো আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ وَمَآ اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ এবং দয়াময় আল্লাহ তা'আলা কিছুই নাজিল করেননি اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ তোমরা তো নির্জলা মিথ্যা বলছ।

১৬. قَالُوْا রাসূলগণ বললেন رَبُّنَا يَعْلَمُ আমাদের প্রতিপালক অবগত আছেন যে اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ নিশ্চয় আমরা (রাসূলরূপে) তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি।

১৭. وَمَا عَلَيْنَآ আর আমাদের দায়িত্ব তো কেবল اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ স্পষ্টরূপে পৌছে দেওয়া।

১৮. قَالُوْٓا জনপদবাসীরা বলল اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ আমরা তো তোমাদেরকে অশুভ মনে করছি لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا যদি তোমরা নিবৃত্ত না হও لَنَرْجُمَنَّكُمْ তবে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তারাঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ এবং আমাদের পক্ষ হতে কঠিন উৎপীড়ন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।

১৯. রাসূলগণ বললেন, তোমাদের অশুভত্ব তো তোমাদের সাথেই সংযুক্ত রয়েছে; তোমাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়, তোমরা কি এটাকে অশুভ মনে করছ? বরং তোমরা (শরিয়ত ও জ্ঞানের) সীমালঙ্ঘনকারী লোক।	قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. এবং (এ সংবাদ প্রচারিত হলে) এক ব্যক্তি (মুসলমান) সে জনপদের দূরবর্তী কিনারা হতে ছুটে আসল (এবং) বলতে লাগল, হে আমার সম্প্রদায়! এ রাসূলগণের পথ অনুসরণ করে চল।	وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢٠﴾
২১. (অবশ্যই) এমন লোকদের পথে চল, যাঁরা তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চান না এবং তাঁরা নিজেরাও সঠিক পথের উপর আছেন।	اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. قَالُوْا রাসূলগণ বললেন طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ তোমাদের অশুভত্ব তো তোমাদের সাথেই সংযুক্ত রয়েছে اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয় তোমরা কি এটাকে অশুভ মনে করছ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী লোক।

২০. وَجَآءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى এবং এক ব্যক্তি সে জনপদের দূরবর্তী কিনারা হতে ছুটে আসল قَالَ এবং বলতে লাগল يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ এ রাসূলগণের পথ অনুসরণ করে চল।

২১. اتَّبِعُوْا এমন লোকদের পথে চল مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا যাঁরা তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চান না وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ এবং তাঁরা নিজেরাও সঠিক পথের উপর আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণের কারণ : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরাসমূহের নাম রাখা হয় সাধারণত সে সূরায় উল্লিখিত কোনো বিশেষ শব্দ বা ঘটনা দ্বারা অথবা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে। সূরা ইয়াসীন -এর বেলায়ও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সূরাটির শুরুতে يٰسٓ শব্দ উল্লেখ থাকায় তার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতু ইয়াসীন। তা ছাড়া আরবি প্রবাদ– تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ তথা 'কোনো বস্তুর অংশবিশেষের দ্বারা পূর্ণ বস্তুটি নামকরণ করা' হিসেবে অত্র সূরাকে সূরা ইয়াসীন বলে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য এ সূরার আরো কয়েকটি নাম রয়েছে।

এ সূরার অন্যান্য নাম : আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লিখিত নামটি ছাড়াও সূরাটির কতিপয় নাম প্রদান করেছেন। যেমন– ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরাটির নাম قَلْبُ الْقُرْاٰنِ রেখেছেন। ইমাম বায়হাকী হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তাওরাতে এরূপ সূরাকে اَلْمُعِمَّةُ তথা উভয়জগতের কল্যাণের সমষ্টি নামে অভিহিত করা হতো। আরো এরূপ সূরাকে اَلْمُدَافِعَةُ এবং اَلْقَاضِيَةُ তথা প্রত্যেকের দুঃখ নিবারণকারী এবং যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণকারী নামে অভিহিত করা হতো।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা ইয়াসীনের মধ্যে তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে– ১. রিসালাতের প্রমাণ, ২. হাশরের প্রমাণ ও ৩. তাওহীদের প্রমাণ। যেহেতু পূর্ববর্তী সূরা (সূরায়ে ফাতির) -এর সমাপ্তিতে কাফেরগণ কর্তৃক মহানবী ﷺ -এর রিসালাতের অস্বীকৃতির কথা বর্ণিত হয়েছে, আর সূরা ইয়াসীনের প্রারম্ভে নবী করীম ﷺ -এর রিসালাতকে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং কাফেরদের অস্বীকৃতি ও অবাধ্যতার মোকাবিলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে ধৈর্যধারণ করতে বলা হয়েছে, কাজেই উপরিউক্ত সূরা ও এ সূরার পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

সূরাটি অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মহানবী ﷺ-এর মক্কায় অবস্থানকালে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রখ্যাত মুফাসসিরগণ এ সূরার আয়াতের বর্ণনা-ভঙ্গির উপর গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন যে, মাক্কী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এ সূরার وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ আয়াত খানা মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে, যখন মদিনার বনী সালামা গোত্র মসজিদে নববীর কাছে এসে বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিল। আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا। আয়াত খানাকে মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

আয়াত ও রুকূ' সংখ্যা : সূরা ইয়াসীনে ছোট বড় মোট ৮৩টি আয়াত এবং ৫টি রুকূ' রয়েছে। এর প্রতিটি আয়াত তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কিত পর্যালোচনায় ভরপুর।

সূরার আলোচ্য বিষয় : এ সূরায় মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতকে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং মহানবী ﷺ-এর রিসালাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত প্রদান করা হয়েছে। আর যারা নবীর রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করত সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এবং সাথে সাথে যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণ দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ সূরায় তিনটি বিষয়ের প্রমাণ পেশ করা হয়েছে–

১. **তাওহীদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে :** প্রাকৃতির নিদর্শনাদি ও সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে।
২. **পরকাল সম্পর্কে :** প্রাকৃতিক নিদর্শন, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি এবং স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বের সাহায্যে।
৩. **মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত ও রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে :** এ ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী ﷺ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে অসহনীয় কষ্ট, দুর্ভোগ, নির্যাতন সহ্য করে এ মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এ ছাড়া তিনি সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত ও বিবেক সম্মত দাওয়াত অনবরত দিয়ে যাচ্ছেন। আর এটা মেনে নেওয়ার মধ্যে তাদের নিজেদেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

সূরার সার-সংক্ষেপ : সূরা ইয়াসীনের শুরুতেই ওহী এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর রিসালাতের সত্যতা পবিত্র কুরআনের সাথে শপথ করার মাধ্যমে ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী চরম গোমরাহে লিপ্ত কুরাইশী কাফেরদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে যাদের জন্য কঠিন আজাব প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

- এ সূরাতে রাসূলগণকে অস্বীকারকারী ইনতাকিয়াবাসীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে করে মক্কার পৌত্তলিকরা নবী ও রাসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণের কঠোর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে মহানবী ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হতে বিরত থাকে।
- এ সূরাতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর রাহে নিবেদিত প্রাণ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগকারী একনিষ্ঠ দীন প্রচারক হাবীবে নাজ্জারের কথা, যিনি স্বীয় কওমকে দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন এবং পরকালের অফুরন্ত শান্তি লাভ করেন। আর তাঁর সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহর অবধারিত আজাব ও ধ্বংসলীলা নেমে আসে।
- এ সূরাতে প্রাকৃতিক নিদর্শন যথা– নির্জীব ভূমিতে জীবনের সঞ্চার করত সুজলা-সুফলা করে তোলা, রাত দিনের গমনাগমন, চন্দ্র-সূর্যের উদয়-অস্ত ও চলাচল ইত্যাদির মাধ্যমে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।
- এ সূরাতে আরো আলোচনা করা হয়েছে কিয়ামত ও সে দিবসের বিভীষিকাময় অবস্থা সম্পর্কে; যেমন– পুনরুত্থানের জন্য শিঙ্গায় ফুৎকার, জান্নাতবাসী ও জাহান্নামীদের আলোচনা, কিয়ামত দিবসে মু'মিন ও অপরাধীদের মধ্যকার বিচ্ছেদের সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, মু'মিনগণ জান্নাতে আর অপরাধী কাফের মুশরিকরা জাহান্নামের দিকে চলে যাবে।
- অবশেষে উপসংহারের ন্যায় মৌলিক আলোচ্য বিষয় যথা- পুনরুত্থান, প্রতিদান ইত্যাদির উপর অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করার মাধ্যমে এ সূরার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরা ইয়াসীনের ফজিলত : এ সূরার ফজিলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্য হতে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হলো–

وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْاٰنِ يٰسٓ وَمَنْ قَرَأَ يٰسٓ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْاٰنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ. (تِرْمِذِيْ حَاشِيَه جَلَالَيْن [صـ ٣٦٨])

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন প্রত্যেক জিনিসের অন্তঃকরণ রয়েছে, আর কুরআনের অন্তঃকরণ হলো সূরা ইয়াসীন। আর যে ব্যক্তি এ সূরা একবার তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তাকে দশ খতম কুরআন তেলাওয়াত করার ছওয়াব দান করবেন।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ فِي الْقُرْاٰنِ سُوْرَةً تَشْفَعُ لِقَارِئِهَا وَتَسْتَغْفِرُ لِمُسْتَمِعِيْهَا اَلَا وَهِيَ سُوْرَةُ يٰسٓ - تُدْعٰى فِي التَّوْرَاةِ الْمُعِمَّةَ - قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْمُعِمَّةُ - قَالَ تَعُمُّ صَاحِبَهَا بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَتَدْفَعُ عَنْهُ اَهْوَالَ الْاٰخِرَةِ؟ وَتُدْعٰى اَيْضًا اَلدَّافِعَةُ وَالْقَاضِيَةُ - قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ ذٰلِكَ؟ قَالَ تَدْفَعُ عَنْ صَاحِبِهَا كُلَّ سُوْءٍ وَتَقْضِيْ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ.

অর্থাৎ হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত যে, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, পবিত্র কুরআনে এমন একটি সূরা রয়েছে যা তার পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে এবং তার শ্রবণকারীর জন্য ক্ষমার ব্যবস্থা করবে। তাওরাতে একে اَلْمُعِمَّةُ [আল-মুইম্মাহ] বলা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! মুইম্মাহ কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা তার পাঠকারীকে একাধারে দুনিয়ার কল্যাণ দান করবে এবং পরকালের বিপদাপদ হতে রক্ষা করবে। আর একে اَلدَّافِعَةُ এবং اَلْقَاضِيَةُ ও বলে। আরজ করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আবার কিভাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা তার পাঠকের উপর হতে সর্বপ্রকার বিপদাপদকে প্রতিহত করে এবং তার সকল ধরনের প্রয়োজন পূর্ণ করে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন– আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে যে ব্যক্তি রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অন্যত্র এসেছে যে, যে ব্যক্তি রাতে এ সূরা পাঠ করবে সে ব্যক্তি নিষ্পাপ হয়ে প্রত্যুষে নিদ্রা হতে জাগ্রত হবে।

তাফসীরে ইবনে কাছীরে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তির উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করো। এ হাদীসের প্রেক্ষিতে ওলামায়ে কেরাম বলেন, এ সূরার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হলো, কোনো জটিল কাজে ৪১ বার এ সূরা পাঠ করা হলে আল্লাহ তা'আলা তা সহজ করে দিবেন। হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে তার মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘব হবে। তাফসীরে মাযহারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যদি অভাব-অনটনের বেলায় কোনো ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তবে তার অভাব দূর হয়ে যাবে।

ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে ও স্বস্তিতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ সূরা পাঠ করবে সে ভোর পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে। তিনি আরো বলেন, আমি এটি এমন ব্যক্তি হতে শ্রবণ করেছি যিনি এ ব্যাপারে পরীক্ষিত।

তাফসীরে জালালাইনের হাশিয়ায় একটি দীর্ঘ হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাতে উল্লেখ আছে যে, প্রত্যেক বস্তরই কলব বা হৃদপিণ্ড রয়েছে, আর কুরআনে কারীমের হৃদপিণ্ড হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে ব্যক্তি তা পাঠ করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তার আমলনামায় দশ খতম কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব লেখা হবে। আর যদি কোনো মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির নিকট ফেরেশতা আগমনের সময় এ সূরা তেলাওয়াত করা হয়, তাহলে তার প্রতিটি হরফের বিনিময় দশজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাঁরা তার নিকট সারিবদ্ধ হয়ে তার জন্য দোয়া করতে থাকবেন, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবেন, তার গোসলে উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁর জানাযা ও দাফনেও উপস্থিত থাকবেন। আর যে ব্যক্তি সাকারাতুল মাউতের সময় সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করবে জান্নাতের শুভ সংবাদ পাওয়ার পূর্বে তার মৃত্যু হবে না।

ঐতিহাসিক পটভূমি : মুফাসসিরীনে কেরামের মতে এ সূরাটি মক্কী জীবনের ক্রান্তি লগ্নে অবতীর্ণ হয়েছে। ইতিহাসের আলোকে জানা যায় যে, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মতের ফিকিরে মানসিকভাবে ভীষণ কষ্টে দিনাতিপাত করেছিলেন। কারণ সুদীর্ঘ দশ দশটি বছর মক্কার অলিতে-গলিতে দাওয়াতি কাজ করে হাতে গোনা গুটি কয়েকজন লোক ব্যতীত তেমন কেউই দীনি দীক্ষা গ্রহণ করেনি। সাধারণ জনগণ পূর্বেও যেমন কুফর ও শিরকের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, এখনো অনুরূপই রয়ে গেছে। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়তমা সহধর্মিণী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) ও খাজা আবূ তালিব পরপারে পাড়ি জমান। এরপর মক্কাবাসীদের দীন গ্রহণের প্রতি নিরাশ হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ দীনি দাওয়াত নিয়ে তায়েফ গমন করেন। তায়েফের পৌত্তলিকরা প্রিয় নবীর দাওয়াত তো গ্রহণই করেনি উপরন্তু তারা প্রস্তারাঘাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র বদনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মানসিক অবস্থা কতটুকু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

উপরিউক্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে যুগের এক ক্রান্তি লগ্নে সূরা ইয়াসীন অবতীর্ণ হয়। এতে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষায় নবী করীম ﷺ-এর রিসালাতকে প্রমাণ করা হয়েছে। কাফেরদের দাওয়াত বিমুখতায়

উদ্বিগ্ন না হওয়ার জন্য পেয়ারা নবী করীম ﷺ-কে পরমার্শ প্রদান করা হয়েছে। তাওহীদ ও আখেরাতকে সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী দীন-প্রচারকদের ঘটনা উল্লেখ করত এ কথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে এবং শেষে পর্যন্ত সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত।

١. يٰسٓ ٢. وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ٣. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٤. عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ٥. تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ٦. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُوْنَ ٧. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ٨. اِنَّا جَعَلْنَا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ٩. وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ١٠. وَسَوَاۤءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

শানে নুযূল : ইবনে মারদুবিয়া ও আবূ নাঈম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা গৃহে উচ্চৈঃস্বরে নামাজে কেরাত পাঠ করতেন। এতে কুরাইশের লোকজন অত্যন্ত মর্মাহত হতো, কষ্ট পেত। যদ্দরুন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আঘাত করার জন্যে একত্রিত হয়। এদের সকলেই যখন রাসূল ﷺ-এর গর্দান মুবারকে আঘাত করার জন্যে জড়ো হলো, তখন তারা সকলেই অন্ধ হয়ে গেল, ফলে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। সুতরাং তারা নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মদ! আপনাকে আল্লাহ ও আত্মীয়তার কসম করে বলছি যে আপনি আমাদের জন্যে দোয়া করুন। পক্ষান্তরে কুরাইশের সকল গোত্রের সাথেই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো না কোনো দিক দিয়ে হলেও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং রাসূল ﷺ তাদের জন্যে দোয়া করেন। ফলে তাদের সে অন্ধ্যত্ব দূর হয়ে গেল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল করেন। –[দুররে মানছূর ২৫৮/৫]

اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ [٨]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও ইকরিমা প্রমুখের মতানুসারে আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল বিন হিশাম এবং তার মাখযুমী দুই বন্ধু সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, আবূ জাহল একদা শপথ গ্রহণ করে বলেছিল যে, আমি যদি মুহাম্মদকে নামাজরত অবস্থায় দেখতে পাই, তাহলে পাথর দ্বারা তাঁর মাথায় আঘাত করব। অতঃপর নরাধম আবূ জাহল রাসূল ﷺ-কে নামাজরত দেখতে পেয়ে রাসূল ﷺ -এর উপর আঘাত হানার জন্যে পাথর হাতে উঠিয়ে রাসূল ﷺ-এর প্রতি হস্ত প্রসারিত করল, তখন তার হাত নিজ কাঁধের দিকে বেঁকিয়ে ফিরে যায় এবং পাথর ও তার হাতের সাথে লেগে যায়। রাসূল ﷺ-এর সাথে বেআদবী করার পরিপ্রেক্ষিতে সে যা দেখতে পেল তার সাথীদের সাথে তা বর্ণনা করল। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি ওয়ালিদ বিন মুগীরা বলল, আমি তাঁর মাথায় আঘাত করব। সুতরাং সেও রাসূল ﷺ -এর নামাজ আদায় করা অবস্থায় তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করার হীন উদ্দেশ্যে আসলে আল্লাহ তা'আলা সে নরাধমকে অন্ধ করে দিলেন। ফলে সে রাসূল ﷺ-এর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলনা। এমন কি তার সাথিদের নিকট থেকে তাদেরকেও দেখতে পেল না। অবশেষে তারা তাকে ডাক দিলে দেখতে পেল। তখন সে বলল, আল্লাহর কসম তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না বটে কিন্তু তাঁর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম।

অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আমি তাঁর মথা চূর্ণ করে দেব। সেও পাথর নিয়ে চলল। তবে তার পা পিছন দিকে গিয়ে উল্টে পড়ে চেতনা হারিয়ে ফেলল। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল যে, তোমার অবস্থা কি? সে বলল, আমার অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। আমি যখন তাঁর নিকটে গেলাম, তখন দেখতে পেলাম একজন মানুষ। মুহূর্তের মধ্যেই এত বিরাটাকায় একটি ষাঁড় দেখতে পেলাম যে, সে লেজ নেড়ে নেড়ে চলতে লাগল, এ ধরনের ষাঁড় আমি আর কখনো দেখতে পাইনি। লাত ও উয্যা দেবতাদ্বয়ের কসম! আমি যদি তার নিকট যেতাম, তাহলে আমাকে অবশ্য গ্রাস করে ফেলত। এ নরাধম গুলোর ব্যর্থ অপচেষ্টার ফলে এবং তাদের প্রত্যক্ষকৃত প্রাপ্ত খোদায়ী নুসরত এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১২/১৫, বাহরে মুহীত্ব ৩১১/৭]

اِنَّا نَحْنُ نُحْىِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ وَكُلَّ شَىْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِىْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ [١٢]

শানে নুযূল : ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আনসারদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, আনসারদের ঘর-বাড়ি মসজিদে নববী হতে দূরে ছিল। সুতরাং তারা মসজিদের আশে পাশে স্থানান্তরিত হয়ে আসতে পরিকল্পনা গ্রহণ করে ছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[তাবারি ৪২৯/১০ কুরতুবী ১৫/১৫ দুররে মানছূর ২৬০/৫]

তিরমিযি ও আবূ জা'ফর তাবারী (র.) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, বনূ সালামা গোত্রটি মদিনার এক প্রান্তে ছিল। সুতরাং তারা তাদের দূরবর্তী হওয়া সম্পর্কে অভিযোগ করে মসজিদের নিকটবর্তী কোনো জায়গায় চলে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তখন তাদের স্থান পরিবর্তন হবার ইচ্ছা করার সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[ইবনে কাছীর ৫৮৪/৩, তাবারী ৪৩০/১০, কুরতুবী ১৬/১৫, দুররে মানছূর ২৬০/৫]

সূরা ইয়াসীনের ফজিলত : হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের (রা.) রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, يٰسٓ قَلْبُ الْقُرْاٰنِ। অর্থাৎ, সূরা ইয়াসীন কুরআনের হৃদপিণ্ড। এ হাদীসে আরও আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন আল্লাহ ও পরকালের কল্যাণ লাভের নিয়তে পাঠ করে, তার মাগফেরাত হয়ে যায়। তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর এ সূরা পাঠ কর। –[রূহুল-মা'আনী, মাযহারী]

ইমাম গাযযালী (র.) বলেন, ইয়াসীনকে কুরআনের হৃদপিণ্ড বলার কারণ এমনও হতে পারে যে, এ সূরায় কিয়ামত ও হাশর-নাশরের বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা ও অলংকার সহকারে বর্ণিত হয়েছে। পরকালে বিশ্বাস ঈমানের এমন একটি মূলনীতি, যার উপর মানুষের সকল আমল ও আচরণের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল। পরকালভীতিই মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং অবৈধ বাসনা ও হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। অতএব দেহের সুস্থতা যেমন অন্তরের সুস্থতার উপর নির্ভরশীল তেমনি ঈমানের সুস্থতা ও পরকালীন চিন্তার উপর নির্ভরশীল। (রূহুল-মা'আনী) এ সূরার নাম যেমন সূরা-ইয়াসীন প্রসিদ্ধ, তেমন এক হাদীসে এর নাম "আযীমা" ও বর্ণিত আছে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, তাওরাতে এ সূরার নাম "মুয়িম্মাহ্" বলে উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ, এ সূরা তার পাঠকের জন্যে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও বরকত ব্যাপক করে দেয়। এ সূরার পাঠকের নাম "শরীফ" বর্ণিত আছে। আরও বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন এর সুপারিশ "রবীয়া" গোত্র অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের জন্যে কবুল হবে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম "মুদাফিয়াও" বর্ণিত আছে; অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকদের থেকে বালা-মসিবত দূর করে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম "কাযিয়া" ও উল্লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ, এ সূরা পাঠকের প্রয়োজন মিটায়। –[রূহুল মা'আনী]

হযরত আবূ যর (রা.) বর্ণনা করেন, মরণোন্মুখ ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে তার মৃত্যু সহজ হয়। –[মাযহারী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) বলেন, যদি কেনো ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন তার অভাব-অনটনের বেলায় পাঠ করে, তবে তার অভাব পূরণ হয়ে যায়। –[মাযহারী]

ইয়াহ্ইয়া ইবনে কাছীর (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে স্বস্তিতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সে সকাল পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে। তিনি আরও বলেন, আমাকে এ বিষয়টি এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, যিনি এর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। –[মাযহারী]

يٰس শব্দ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা খণ্ড বাক্য। এর অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আহকামূল-কুরআনে বর্ণিত ইমাম মালেকের উক্তি এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এক রেওয়ায়েত তাই বর্ণিত রয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা আবিসিনীয় শব্দ। এর অর্থ "হে মানুষ" আর এখানে মানুষ বলে নবী করীম ﷺ-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, "ইয়াসীন" রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম। রূহুল-মা'আনীতে আছে, ইয়া ও সীন- এ দু'টি অক্ষর দ্বারা নবী করীম ﷺ -এর নাম রাখার মধ্যে বিরাট রহস্য নিহিত।

ইয়াসীন কারও নাম রাখা কিরূপ? ইমাম মালেক (র.) এটা পছন্দ করেননি। কারণ তাঁর মতে এটা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নাম এবং এর সঠিক অর্থ কারো জানা নেই। কাজেই এর অর্থ رَازِقٌ ও خَالِقٌ -এর ন্যায় আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্যমূলক কোনো নাম হওয়াও সম্ভব। তবে শব্দটি يَاسِيْن বর্ণমালার মাধ্যমে লেখা হলে তা কারও নাম রাখা জায়েজ। কারণ, কুরআনে سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ উল্লিখিত আছে। –[ইবনে আরাবী] এর প্রসিদ্ধ কেরাত اِلْ يَاسِيْن

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَاۤؤُهُمْ অর্থৎ, আরবদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত কোনো সতর্ককারী পয়গম্বর আগমন করেননি। পিতৃপুরুষ অর্থ নিকটবর্তী পিতৃপুরুষ। আরবদের উর্ধ্বতন পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর সাথে ইসমাঈল (আ.)-এর পর বহু শতাব্দী ধরে আরবদের মধ্যে কোনো পয়গম্বর আবির্ভূত হননি। তবে দ্বীনের প্রচারকার্য সব সময়ই অব্যাহত ছিল, যার উল্লেখ কুরআন পাকের আয়াতেও আছে। এছাড়া وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ আয়াত দৃষ্টেও জানা যায় যে, আল্লাহর রহমত কোনা জাতিকে কোনো সময়ই দাওয়াত ও সতর্কীকরণ থেকে বঞ্চিত রাখেনি। এতদসত্ত্বেও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দাওয়াত ততটকু কার্যকর হয় না, যতটুকু স্বয়ং পয়গম্বরের দাওয়াত ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। তাই

আয়াতে আরবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোনো সতর্ককারী আগমন করেনি। এরই ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে সাধাণভাবে শিক্ষা-দীক্ষার কোনা সুদৃঢ় ব্যবস্থা ছিল না। আর এ কারণেই তাদের উপাধি ছিল 'উম্মী' অর্থাৎ নিরক্ষর।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا

আল্লাহ তা'আলা কুফর ও ঈমান এবং জান্নাত ও জাহান্নামের উভয় রাস্তা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। ঈমানের দাওয়াতের জন্যে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেছেন। মানুষকে ভালো মন্দ বিবেচনা করে যে কোনো রাস্তা অবলম্বন করার ক্ষমতাও দান করেছেন। কিন্তু যে হতভাগা কুদরতের নিদর্শনাবলিতে চিন্তা-ভাবনা করে না, পয়গম্বরগণের দাওয়াতের প্রতি কর্ণপাত করে না এবং আল্লাহর কিতাব সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করে না, সে স্বেচ্ছায় যে পথ অবলম্বন করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে সে পথেরই উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। যে কুফর অবলম্বন করে, তার জন্যে কুফরে উন্নতি লাভেরই ব্যবস্থা হতে থাকে। এ বিষয়টিই لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ লোকের জন্যে তাদের ভ্রান্তিপূর্ণ নির্বাচনের কারণে এ উক্তি অবধারিত হয়ে গেছে যে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

অতঃপর তাদের অবস্থার একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের অবস্থা এমন যার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে মুখমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে– নীচের দিকে তাকাতেই পারে না। অতএব তারা নিজেদেরকে কোনো গর্তে পতিত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে না।

দ্বিতীয় উদাহরণ এমন যেন কারও চারিদিকে দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা এই চার দেয়ালের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হয়ে বাইরের বিষয়াদি সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। ফলে এভাবে বাইরের সে কাফেরদের চারদিকেও যেন তাদের বিদ্বেষ ও হঠকারিতা অবরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সেই সত্য বিষয়াদি যেন তাদের কানে পৌঁছতেই পারে না।

ইমাম রাযী বলেন, দৃষ্টির বাধা দু'রকম হয়ে থাকে। একটি বাধা এমন যার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আপন সত্তাও দেখতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয় বাধা এমন যার ফলে নিজের আশেপাশে কিছুই দেখে না। কাফেরদের জন্যে সত্য দর্শনের পথে উভয় প্রকার বাধাই বিদ্যমান ছিল। তাই প্রথম উদাহরণে প্রথমোক্ত বাধা বর্ণিত হয়েছে। যার গলা নীচের দিকে নোয়াতে পারে না, যে নিজের অস্তিত্বও দেখতে পারে না। দ্বিতীয় উদাহরণে শেষোক্ত বাধা বিধৃত হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আশেপাশের কোনো কিছুই দেখতে পায় না। –[রূহুল-মা'আনী]

অধিকাংশ তাফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতকে তাদের কুফর ও হঠকারিতার উদাহরণ বলেই সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরবিদ একে কোনো কোনো রেওয়ায়েতের উপর ভিত্তি করে একটি বাস্তব ঘটনার বিবরণ বলে সাব্যস্ত করেছেন। আবূ জাহল এবং আরও কতিপয় কাফের রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা অথবা উৎপীড়ন করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁর দিকে এগুতে থাকলে আল্লাহ তা'আলা তাদের চোখে আবরণ ফেলে দেন। ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। এমনি ধরনের একাধিক ঘটনা তাফসীরের কিতাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের অধিকাংশই অগ্রাহ্য বিধায় তাফসীরের ভিত্তি হতে পারে না।

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ – অর্থাৎ, আমি তাদের সেসব কর্ম লিপিবদ্ধ করব, যা তারা পূর্বাহ্নে প্রেরণ করে। কর্ম সম্পাদনকে 'পূর্বাহ্নে প্রেরণ করা' বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যেসব ভাল-মন্দ কর্ম দুনিয়াতে কর, সেগুলো এখানেই খতম হয়ে যায় না; বরং এগুলো তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বল হয়ে তোমাদের মৃত্যুর পূর্বেই পৌঁছে যায়, যার সাথে পর-জীবনে সাক্ষাৎ ঘটবে। তা সৎকর্ম হলে জান্নাতের কুসুমাস্তীর্ণ উদ্যানে পরিণত হবে এবং অসৎকর্ম হলে জাহান্নামের অঙ্গারের আকার ধারণ করবে। লিপিবদ্ধ করার আসল উদ্দেশ্য সংরক্ষিত করা। লিপিবদ্ধ করাও এর এক উপায়, যাতে ভুল-ভ্রান্তির ও কম-বেশি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

কর্মের মতো তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লেখা হয় : وَآثَارَهُمْ অর্থ তাদের সম্পাদিত কর্মসমূহের ন্যায়, কর্মসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লিপিবদ্ধ করা হয়। آثَارٌ -এর অর্থ কর্মের ক্রিয়া তথা ফলাফল, যা পরবর্তীকালে প্রকাশ পায় ও টিকে থাকে উদাহরণতঃ কেউ মানুষকে দ্বীনি শিক্ষা দিল, বিধি-বিধান বর্ণনা করল অথবা কোনো পুস্তক রচনা করল, যা দ্বারা মানুষের দ্বীনি ফায়দা হয় অথবা ওয়াকফ ইত্যাদি ধরনের কোনো জনহিতকর কাজ করল– তার এই সৎকর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যতদূর পৌঁছবে এবং যতদিন পর্যন্ত পৌঁছতে থাকবে, সবই তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। অনুরূপভাবে কোনো রকম মন্দকর্ম যার মন্দ ফলাফল ও ক্রিয়া পৃথিবীতে থেকে যায়– কেউ যদি নিপীড়নমূলক আইন-কানুন প্রবর্তন করে কিংবা

এমন কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যা মানুষের আমল-আখলাককে ধ্বংস করে দেয় কিংবা মানুষকে কোনো মন্দ পথে পরিচালিত করে, তবে তার এ মন্দকর্মের ফলাফল ও প্রভাব যে পর্যন্ত থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত তা দুনিয়াতে কায়েম থাকবে, ততদিন তার আলমনামায় সব লিখিত হতে থাকবে। যেমন, এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُنْقَصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا - وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ثُمَّ تَلَا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَاٰثَارَهُمْ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো উত্তম প্রথা প্রবর্তন করে, তার জন্যে রয়েছে এর ছওয়াব এবং যত মানুষ এই প্রথার উপর আমল করবে, তাদের ছওয়াব -অথচ পালনকারীদের ছওয়াব মোটেও হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো কুপ্রথা প্রবর্তন করে, সে তার গোনাহ্ ভোগ করবে এবং যত মানুষ এই কুপ্রথা পালন করতে থাকবে, তাদের গোনাহ্ও তার আমলনামায় লিখিত হবে অথচ পলানকারীদের গোনাহ মোটেও হ্রাস করা হবে না। –[ইবনে কাছীর]

اٰثَار। শব্দের অর্থ পদাঙ্কও হয়ে থাকে। হাদীসে আছে; কেউ নামাজের জন্যে মসজিদে গমন করলে তার প্রতি পদক্ষেপে ছওয়াব লেখা হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আয়াতে اٰثَارٌ বলে এই পদাঙ্ক বুঝানো হয়েছে। নামাজের ছওয়ার যেমন লেখা হয়, তেমনি নামাজে যাওয়ার সময় যত পদক্ষেপ হতে থাকে তাও প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পুণ্য লিখিত হয়। মদিনা তাইয়্যেবায় যাদের বাসগৃহ মসজিদে নববী থেকে দূরে অবস্থিত ছিল, তাঁরা মসজিদের কাছাকাছি বাসগৃহ নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে তা থেকে বারণ করে বললেন, তোমরা যেখানে আছ, সেখানেই থাক। দূর থেকে হেঁটে মসজিদে এলে সময় বিনষ্ট হয় না। পদক্ষেপ যত বেশি হবে, তোমাদের ছওয়াব তত বেশি হবে। ইবনে কাছীর এ সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহ একত্রিত করে দিয়েছেন।

এতে এমন প্রশ্ন দেখা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। আর হাদীসসমূহে উল্লিখিত ঘটনা মদিনা তাইয়্যেবার, এটা কিরূপে সম্ভবপর? জবাব এই যে, আয়াতের অর্থ এই মর্মে ব্যপক যে, প্রত্যেক কর্মের ফলাফলও লেখা হয়। এ আয়াতটি মক্কাতেই অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীকালে মদিনায় উপরিউক্ত ঘটনা সংঘটিত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রমাণ হিসেবে আয়াতটি উল্লেখ করেন এবং পদাঙ্ককেও কর্মের ফলাফল হিসাবে গণ্য করেন, যেগুলো লিখিত হওয়ার কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে বর্ণিত উভয় তাফসীরের বাহ্যিক বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায়। –[ইবনে কাছীর]

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ কোনো বিষয় প্রমাণ করার জন্যে অনুরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করাকে ضَرْب مَثَل বলা হয়। পূর্বোল্লেখিত কাফেরদেরকে হুশিয়ার করার উদ্দেশ্যে কুরআন পাক দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীনকালের একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন যা এক জনপদে সংঘটিত হয়েছিল।

কাহিনীতে উল্লিখিত জনপদ কোন্‌টি? কুরআন পাক এই জনপদের নাম উল্লেখ করেনি। ঐতিহাসিক বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), কা'বে আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ প্রমুখের উদ্ধৃতিক্রমে জনপদের নাম ইন্তাকিয়া উল্লেখ করেছেন। আবূ হাইয়্যান ও ইবনে কাছীর বলেন, তাফসীরবিদগণ থেকে এর বিপরীতে কোনো উক্তি বর্ণিত নেই। মু'জামুল-বুলদানের বর্ণনা অনুযায়ী ইন্তাকিয়া শামদেশের একটি প্রাচীন নগরী। যা তার সমৃদ্ধি ও স্থাপত্যের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। এ নগরীর দূর্গ ও নগর-প্রাচীন দর্শনীয় বস্তু ছিল। এতে খ্রিস্টানদের বড় বড় স্বর্ণ-রৌপ্যের কারুকার্য খচিত সুশোভিত গির্জা অবস্থিত রয়েছে। এটি একটি উপকূলীয় নগরী। ইসলামি আমলে শামবিজয়ী হযরত আবূ ওবায়দা ইবনুল-জাররাহ্ (রা.)-এ শহরটি জয় করেছিলেন। মুজামুল-বুলদানে আরও উল্লেখ আছে যে, এ কাহিনীতে বর্ণিত হাবীব নাজ্জারের সমাধি এ শহরেই অবস্থিত। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এর জেয়ারত করতে আসে। যার বিবরণ পরে বর্ণনা করা হবে। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে, আয়াতে উল্লিখিত জনপদ হচ্ছে– এই ইন্তাকিয়া নগরী। তবে এখানে কোনো নগরী নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং তার প্রয়োজনও নেই।

ইবেন কাছীর লেখেন, ইন্তাকিয়া ছিল খ্রিস্ট ধর্ম ও খ্রিস্টবাদের কেন্দ্ররূপে পরিগণিত চারটি শহরের অন্যতম। এ চারটি শহর হচ্ছে কুদ্‌স্, রোমীয়া, আলেকজান্দ্রিয়া ও ইন্তাকিয়া। তিনি আরও লিখেছেন, খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণকারী প্রথম শহর হচ্ছে ইন্তাকিয়া। এর ভিত্তিতেই, আয়াতে উল্লিখিত জনপদটি ইন্তাকিয়া কি না সে ব্যাপারে ইবনে কাছীর (র.) দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছেন। কেননা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এ জনপদটি ছিল রিসালাত অস্বীকারকারীদের বসতি। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে তারা ছিল মূর্তিপূজারী মুশরিক। অতএব খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণে অগ্রগামী ইন্তাকিয়া কেমন করে এই জনপদ হতে পারে!

এ ছাড়া কুরআনে উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে একথাও প্রতীয়মান হয় যে, এই ঘটনায় সমগ্র জনপদের উপর সর্বনাশ আজাব নেমে আসে, যার ফলে সেখানকার কেউ রক্ষা পায়নি। অথচ ইন্তাকিয়া সম্পর্কে ইতিহাসে এরূপ কোনো ঘটনা বর্ণিত নেই। তাই ইবনে কাছীরের মতে হয় আয়াতে উল্লিখিত জনপদ ইন্তাকিয়া নয়, অন্য কোনো বসতি, না হয় ইন্তাকিয়া নামেই অন্য কোনো বসতি হবে যা প্রসিদ্ধ ইন্তাকিয়া শহর নয়।

ফতহুল মান্নানের গ্রন্থকার ইবনে কাছীরের এসব প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাই নির্ভেজাল বলে মনে হলো। তিনি বলেন, আয়াতের বিষয় বোঝার জন্য এই জনপদ নির্দিষ্ট করা জরুরি নয়। কুরআন পাক যখন একে অস্পষ্ট রেখেছে, তখন জবরদস্তি একে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজনই বা কি? পূর্ববর্তী মনীষিগণও বলেন, اِبْهَمُوْا مَا اَبْهَمَهُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ যে বিষয় অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও।

اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْٓا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ বর্ণিত জনপদে তিনজন রসূল প্রেরিত হয়েছিলেন। এ আয়াতে তাঁরই বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রথমে দু'জন রাসূল প্রেরিত হলে জনপদের অধিবাসীরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করতে শুরু করে এবং অমান্য করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৃতীয় একজন রাসূল প্রেরণ করলেন। অতঃপর রাসূলত্রয় সম্মিলিতভাবে জনপদ-বাসীদেরকে বললেন, اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ আমরা অবশ্যই তোমাদের হোদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছি।

এখানে রাসূলের অর্থ কি এবং এ রাসূল কারা ছিলেন? রাসূল ও মুরসাল শব্দ দু'টি কুরআন পাকে সাধারণতঃ নবী ও পয়গম্বর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করাকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এটাও এ বিষয়ের ইঙ্গিত যে, এখানে রাসূলের অর্থ নবী ও পয়গম্বর। ইবনে-ইসহাক, হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) কা'বে আহ্বার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই জনপদে প্রেরিত তিনজনই আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বর ছিলেন। তাঁদের নাম সাদেক, সদূক ও শালুম বলে বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েতে তৃতীয় জনের নাম শামউনও উল্লেখ করা হয়েছে। –[ইবনে কাছীর]

হযরত কাতাদাহ বলেন, এখানে مُرْسَلُوْنَ শব্দটি পরিভাষিক অর্থে নয়, বরং আভিধানিক 'দূত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রেরিত তিনজন স্বয়ং পয়গম্বর ছিলেন না; বরং হযরত ঈসা (আ.)-এর সহচরগণের মধ্য থেকে তাঁরই নির্দেশে জনপদে প্রেরিত হয়েছিলেন,–(ইবনে কাছীর) প্রেরক হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর রাসূল ছিলেন বিধায় তাঁর প্রেরণও পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলারই প্রেরণ ছিল। তাই আয়াতে 'আল্লাহ প্রেরণ করেছেন' বলা হয়েছে। ইবনে কাছীর প্রথম উক্তি এবং কুরতুবী প্রমুখ দ্বিতীয় উক্তি গ্রহণ করেছেন। আয়াতের বাহ্যিক ভাষা থেকেও বুঝা যায় যে, তাঁরা আল্লাহর নবী ও পয়গম্বর ছিলেন।

قَالُوْٓا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ - تَطَيُّرْ শব্দের অর্থ অশুভ ও অলক্ষুণে মনে করা। উদ্দেশ্য এই যে, শহরবাসীরা প্রেরিত লোকদের কথা অমান্য করল এবং বলতে লাগল, তোমরা অলক্ষুণে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তাদের অবাধ্যতা এবং রাসূলগণের কথা অমান্য করার কারণে জনপদে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায়। ফলে তারা তাঁদেরকে অলক্ষুণে বলল। অথবা অন্য কোনো কষ্ট-দুর্ভোগ হয়ে থাকবে। কাফেরদের সাধারণ অভ্যাস এই যে, কোনো বিপদাপদ দেখলে তার কারণ হেদায়েতকারী ব্যক্তিবর্গকে সাব্যস্ত করে। যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় সম্পর্কে কুরআনে আছে : فَاِذَا جَآءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ –এমনিভাবে হযরত সালেহ (আ.)-এর সম্প্রদায় তাঁকে বলেছিল : تَطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ –আলোচ্য ঘটনায়ও তাই হয়েছে।

قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ অর্থাৎ তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই। অর্থাৎ, এ অমঙ্গল তোমাদেরই কুকর্মের ফল। طائر শব্দটি প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গল অর্থে বলা হয়। কিন্তু কখনও অমঙ্গলের প্রতিদান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। –[ইবনে কাছীর, কুরতুবী]

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى প্রথম আয়াতে ঘটনাস্থলকে قَرْيَة শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ সাধারণ জনপদ; তা-ছোট বস্তিই হোক অথবা বড় কোনো শহর। আর এ আয়াতে সে জায়গাটিকে مَدِيْنَة শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যা কেবল বড় শহর অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এতে জানা গেল যে, ঘটনাস্থলটি কোনো বড় শহরই ছিল। সুতরাং এতে সে উক্তিরই সমর্থন হয়, যাতে একে ইন্তাকিয়া বলা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ অর্থ এই যে, শহরের কোনো একপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল। رَجُلٌ يَّسْعٰى এতে يَسْعٰى শব্দটি سَعْىٌ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ দৌড়ানো। কাজেই অর্থ দাঁড়াল যে, নগরীর দূরবর্তী কোনো এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো। কোনো কোনো সময় سَعْىٌ সযত্নে চলা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, সূরা জুমুয়ার فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ বাক্যে এ অর্থই উদ্দেশ্য।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُسْتَقِيْمٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– সরল পথ।

أَعْنَاقٌ : বহুবচন, একবচন عُنُقٌ অর্থ- গর্দানসমূহ।

أَغْلَالٌ : বহুবচন, একবচন غُلٌّ; অর্থ– কয়েদ, শৃঙ্খলা, বেড়ি, হাতকড়া।

اَلْأَذْقَانُ : বহুবচন, একবচন ذَقَنٌ, অর্থ- চিবুক, থুতনী।

اَغْشَيْنٰهُمْ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِغْشَاءٌ মূলবর্ণ (غ - ش - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- আমি তাদেরকে সমাচ্ছন্ন করে দিয়েছি।

أَنْذَرْتَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن - ذ - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- আপনার ভয় প্রদর্শন করা।

اَحْصَيْنَاهُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِحْصَاءٌ মূলবর্ণ (ح - ص - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– আমি সংরক্ষিত করে রেখেছি।

عَزَّزْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْزِيْزٌ মূলবর্ণ (ع - ز - ز) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– আমি সহায়তা করলাম।

تَطَيَّرْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَطَيُّرٌ মূলবর্ণ (ط - ى - ر) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ- আমরা অশুভ মনে করছি।

لَمْ تَنْتَهُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ بِلَمْ বাব اِفْتِعَالْ মাসদর اِنْتِهَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– তোমরা নিবৃত্ত না হও।

لَنَرْجُمَنَّكُمْ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْف لَامْ تَاكِيْد بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَةْ دَرْ فِعْل বাব نَصَر মাসদার رَجْمٌ মূলবর্ণ (ر - ج - م) জিনস صَحِيْح অর্থ– তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাত করে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিব।

لَيَمَسَّنَّكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُسْتَقْبِل مَعْرُوْف لَام تَاكِيْد بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَه دَرْ فِعْل বাব سَمِعَ ও نَصَرَ মাসদার مَسٌّ মূলবর্ণ (م - س - س) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।

ذُكِّرْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَذْكِيْرٌ মূলবর্ণ (ذ - ك - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়।

مُسْرِفُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِسْرَافٌ মূলবর্ণ (س - ر - ف) জিনস صَحِيْح অর্থ- সীমালঙ্ঘনকারী।

يَسْعٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার سَعْىٌ মূলবর্ণ (س - ع - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- ছুটে আসল।

مُهْتَدُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِهْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- সঠিক পথের উপর আছেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

هٰذِهٖ يٰسٓ : يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ এখানে يٰسٓ শব্দটি উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ وَالْقُرْاٰنِ -এর وَاوْ টি হরফে জার যা قَسَمْ -এর জন্য ব্যবহৃত। আর اَلْقُرْاٰنِ হলো مُقْسَم بِهٖ আর اَلْحَكِيْمِ হলো সিফত। আর جَار এবং مَجْرُوْر মিলে উহ্য اُقْسِمُ ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ -এর মধ্যে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, আর كَ হলো اِسْم اِنَّ আর لَامْ টি হলো اَلْمُزْحَلِقَةُ আর مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ হলো خَبَر اِنَّ। –[ই'রাবুল কুরআন খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩০৬]

পারা : ২৩

২২. আর আমার কি ওজর আছে যে, আমি তাঁরই ইবাদত করব না– যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অথচ তোমাদের সকলকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।	وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য এমন সব উপাস্য গ্রহণ করব যে, যদি করুণাময় আল্লাহ আমাকে কোনো কষ্ট দিতে চান তবে না সে উপাস্যদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে আর না তারা আমাকে মুক্ত করতে পারবে?	ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿٢٣﴾
২৪. যদি আমি এরূপ করি, তবে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে গিয়ে পড়ব।	إِنِّيٓ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾
২৫. আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি, তোমরা [-ও] আমার কথা শুন;	إِنِّيٓ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾
২৬. [কিন্তু তারা তাঁকে হত্যা করে ফেলল, তখন] আদেশ হলো, যাও, বেহেশতে প্রবেশ কর; [মৃত্যুর পরও] সে বলতে লাগল, হায়! যদি আমার সম্প্রদায় জানতে পারত!	قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾
২৭. আমার প্রতিপালক [ঈমান আনয়নের ফলে] আমাকে যে ক্ষমা করেছেন এবং সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।	بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. وَمَا لِيَ আমার কি ওজর আছে যে لَآ أَعْبُدُ আমি তাঁরই ইবাদত করব না الَّذِي فَطَرَنِي যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ অথচ তোমাদের সকলকে তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

২৩. ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ءَالِهَةً আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য এমন সব উপাস্য গ্রহণ করব যে إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ যদি করুণাময় আল্লাহ আমাকে কোনো কষ্ট দিতে চান لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا তবে না সে উপাস্যদের সুপারিশ আমার কোনো কাজে আসবে وَلَا يُنقِذُونِ আর না তারা আমাকে মুক্ত করতে পারবে?

২৪. إِنِّيٓ إِذًا যদি আমি এরূপ করি لَّفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ তবে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে গিয়ে পড়ব।

২৫. إِنِّيٓ ءَامَنتُ আমি তো ঈমান এনেছি بِرَبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের উপর فَٱسْمَعُونِ তোমরা (-ও) আমার কথা শুন।

২৬. قِيلَ আদেশ হলো ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ যাও বেহেশতে প্রবেশ কর قَالَ সে বলতে লাগল يَٰلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ হায়! যদি আমার সম্প্রদায় জানতে পারত!

২৭. بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমা করেছেন وَجَعَلَنِي, এবং আমাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ সম্মানিতদের।

২৮. আর আমি তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর [শাহাদাতের] পর আসমান হতে কোনো সেনাদল অবতারণ করিনি এবং অবতারণের প্রয়োজনও ছিল না।	وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْۢ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. ঐ শাস্তি ছিল কেবল একটি বিকট ধ্বনি, আর অমনি তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল।	اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. আফসোস বান্দাদের উপর! তাদের নিকট কখনো কোনো রাসূল আসেননি, যাঁকে তারা বিদ্রূপ না করেছে।	يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. তারা কি এর প্রতি লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু কওমকে ধ্বংস করে দিয়েছি– তারা এদের নিকট আর ফিরে আসবে না;	اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٣١﴾
৩২. আর [পরলোকে] তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে সমবেতভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে না।	وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. এবং তাদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে নির্জীব জমিন, আমি তাকে সঞ্জীবিত করেছি এবং তা হতে শস্য উৎপন্ন করেছি, ফলে তারা তা হতে আহার করে থাকে।	وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. وَمَآ اَنْزَلْنَا আর আমি অবতারণ করিনি عَلٰى قَوْمِهٖ তার সম্প্রদায়ের প্রতি مِنْۢ بَعْدِهٖ তাঁর (শাহাদাতের) পর مِنْ جُنْدٍ কোনো সেনা দল مِّنَ السَّمَآءِ আসমান হতে وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ এবং অবতারণের প্রয়োজনও ছিল না।

২৯. اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً ঐ শাস্তি ছিল কেবল একটি বিকট ধ্বনি فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ আর অমনি তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

৩০. يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ আফসোস বান্দাদের উপর مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ তাদের নিকট কখনো কোনো রাসূল আসেননি اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যাকে তারা বিদ্রূপ না করেছে।

৩১. اَلَمْ يَرَوْا তারা কি এর প্রতি লক্ষ্য করেনি যে كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ আমি তাদের পূর্বে বহু কওমকে ধ্বংস করে দিয়েছি اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ তারা এদের নিকট আর ফিরে আসবে না।

৩২. وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا তার তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ যাকে সমবেতভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে না।

৩৩. وَاٰيَةٌ لَّهُمُ এবং তাদের জন্য একটি নিদর্শন হচ্ছে الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ নির্জীব জমিন اَحْيَيْنٰهَا আমি তাকে সঞ্জীবিত করেছি وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا এবং তা হতে শস্য উৎপন্ন করেছি فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ফলে তারা তা হতে আহার করে থাকে।

৩৪. এবং আমি তাতে খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যানসমূহ করে দিয়েছি এবং তাতে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত করেছি।	وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾
৩৫. যেন তারা তার ফলসমূহ হতে ভক্ষণ করতে পারে, অথচ তাদের হস্তসমূহ তা সৃষ্টি করেনি; তবুও কি তারা শোকর করছে না?	لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. তিনিই পবিত্র সত্তা– যিনি সর্বপ্রকার রকমবিশিষ্ট বস্তু সৃষ্টি করেছেন, জমিনের উদ্ভিদ জাতি হতেও এবং এই মানবমণ্ডলী হতেও এবং সে সমস্ত বস্তু হতেও যা মানুষ জানে না।	سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. এবং রাত্রিও তাদের জন্য একটি নিদর্শন, আমি তা হতে দিনকে অপসারণ করি, আর তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধকারে অবস্থিত হয়ে পড়ে।	وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَجَعَلْنَا فِيْهَا এবং আমি তাতে করে দিয়েছি جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যানসমূহ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا এবং তাতে প্রবাহিত করেছি مِنَ الْعُيُوْنِ প্রস্রবণসমূহ।

৩৫. لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ যেন তারা তার ফলসমূহ হতে ভক্ষণ করতে পারে وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ, অথচ তাদের হস্তসমূহ তা সৃষ্টি করেনি اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ তুবও কি তারা শোকর করছে না।

৩৬. سُبْحٰنَ তিনিই পবিত্র সত্তা الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا যিনি সর্বপ্রকার রকম বিশিষ্ট বস্তু সৃষ্টি করেছেন مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ জমিনের উদ্ভিদ জাতি হতেও وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ এবং এই মানবমণ্ডলী হতেও وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ এবং সে সমস্ত বস্তু হতেও যা মানুষ জানে না।

৩৭. وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ এবং রাত্রিও তাদের জন্য একটি নিদর্শন نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ আমি তা হতে দিনকে অপসারণ করি فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ আর তৎক্ষণাৎ তা অন্ধকারে অবস্থিত হয়ে পড়ে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শহরের প্রান্ত থেকে আগন্তুক ব্যক্তির ঘটনা : কুরআন পাক তাঁর নাম ও অবস্থা উল্লেখ করেনি। ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস, কা'ব আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নাম ছিল হাবীব। তাঁর পেশা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, তিনি 'নাজ্জার' অর্থাৎ, ছুতার ছিলেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনিও প্রথমে মূর্তিপূজারী ছিলেন। পূর্বে প্রেরিত রাসূলদ্বয়ের সাথে সাক্ষাতের পর তাঁদের শিক্ষায় অথবা তাঁদের মু'জিযা দেখে তিনি মুসলমান হয়ে যান এবং কোনো এক গুহায় ইবাদতে মশগুল হন। তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে, শহরবাসীরা রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলে তাঁদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তিনি আপন সম্প্রদায়ের শুভেচ্ছা ও রাসূলগণের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে দ্রুত সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে রাসূলগণের অনুসরণ করার উপদেশ দিলেন। অবশেষে তিনি নিজের ঈমান ঘোষণা করে বললেন– اِنِّيْ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ অর্থাৎ

আমি তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম -তোমরা শুনে রাখ। এ ঘোষণাটি সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে হতে পারে এবং এতে 'তোমাদের পালনকর্তা' বলে বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও তারা তা স্বীকার করত না। ঘোষণাটি আবার রাসূলগণের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং فَاسْمَعُوْنِ বলার উদ্দেশ্য এই যে, আপনারা শুনুন এবং আল্লাহর সামনে আমার ঈমানের সাক্ষ্য দিন।

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ : অর্থাৎ, উপদেশদানের উদ্দেশ্যে শহরের প্রান্ত থেকে আগত ব্যক্তিকে বলা হলো ; জান্নাতে প্রবেশ কর। বাহ্যত কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে তা বলা হয়েছে। জান্নাতে প্রবেশ করার অর্থ এ সুসংবাদ দেওয়া যে, জান্নাত তোমার জন্য অবধারিত হয়ে গেছে। সময় এলে অর্থাৎ, হাশর-নাশরের পর তুমি তা লাভ করবে। -[কুরতুবী]

এছাড়া এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, তাঁকে তাঁর জান্নাতের স্থান তখন দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বরযখ অর্থাৎ, কবর জগতেও জান্নাতীদেরকে জান্নাতের ফল-ফুল ও আরাম-আয়েসের উপকরণ পৌছানো হয়। তাই তার বরযখে পৌছা একদিক দিয়ে জান্নাতেই প্রবেশ করার শামিল।

কুরআন পাকের উপরিউক্ত বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোকটিকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছিল। কেননা কেবল জান্নাতে প্রবেশ অথবা জান্নাতের বিষয়াদি দেখা মৃত্যুর পরই সম্ভবপর।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), মুকাতিল ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, হাবীব ইবনে ইসমাঈল নাজ্জার নামক এক ব্যক্তি সেই ব্যক্তিত্রয়ের অন্যতম, যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের দশ বছর পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তুব্বা আকবর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমনের সংবাদ পাঠ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ওয়ারাকা ইবনে নওফেলও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়েছিলেন। -[বুখারী]

এটা একমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্য যে, জন্ম ও নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তিন ব্যক্তি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। অন্য কোনো পয়গম্বরের বেলায় এমনটি হয়নি।

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ বর্ণনা করেন, হাবীব নাজ্জার কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ছিলেন। তাঁর বাসগৃহ শহরের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কাল্পনিক উপাস্যদের কাছে আরোগ্য লাভের দোয়া করতে করতে তার সত্তর বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। প্রেরিত রাসূলগণ ঘটনাক্রমে সে প্রান্তবর্তী দ্বার দিয়ে ইন্তাকিয়া শহরে প্রবেশ করলে সর্বপ্রথম তার সাথেই তাঁদের দেখা হয়। তাঁরা তাকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার এবং এক আল্লাহর উপাসনা করার দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, আপনাদের দাবি যে সত্য, তার কোনো প্রমাণ বা নিদর্শন আছে কি? তাঁরা হ্যাঁ বললে তিনি স্বীয় কুষ্ঠরোগের কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা এ ব্যাধি দূর করতে পারেন কি? রাসূলগণ বললেন, হ্যাঁ আমরা আমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে দোয়া করব। তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করবেন। তিনি বললেন, আশ্চর্যের কথা, আমি সত্তর বছর ধরে দেব-দেবিদের কাছে দোয়া করছি, কিন্তু কোনোই উপকার পাইনি। আপনাদের পরওয়ারদেগার একদিনে কীরূপে আমার অবস্থা পাল্টে দেবেন? রাসূলগণ বললেন, হ্যাঁ আমাদের রব সর্বশক্তিমান। তুমি যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছ, তাদের কোনো গুরুত্বই নেই। তারা কারো উপকার বা অপকার করতে পারে না। একথা শুনে হাবীব আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। রাসূলগণ তাঁর জন্য দোয়া করলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে দিলেন। ফলে তাঁর ঈমান আরো দৃঢ়তর হয়ে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, সারাদিনে যা উপার্জন করব, তার অর্ধেক আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেব। সুতরাং যখন রাসূলগণের বিরুদ্ধে শহরবাসীদের বিক্ষোভের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ছুটে এলেন এবং সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে স্বীয় ঈমান ঘোষণা করে দিলেন। ফলে গোটা সম্প্রদায় তাঁর শত্রু হয়ে গেল এবং সবাই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, লাথি মেরে মেরে সবাই তাঁকে শহীদ করে দিল। কতক রেওয়ায়েতে প্রস্তর বর্ষণের কথা আছে। বেদম প্রহারের সময়ও তিনি رَبِّ اهْدِ قَوْمِيْ (হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করুন) বলে যাচ্ছিলেন। তার তখনকার উক্তিটি পবিত্র কুরআনে এবাবে বিধৃত হয়েছে–

يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ.

হাবীব নাজ্জার বীরত্বের সাথে আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ দেন। তিনি যখন এই সম্মান, অনুগ্রহ ও জান্নাতের নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করলেন, তখন সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে বাসনা প্রকাশ করলেন যে, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতো যে, রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা আমাকে কেমন অনুগ্রহ, সম্মান ও চিরস্থায়ী নিয়ামত দান করেছেন, তবে সম্ভবত: তারাও বিশ্বাস স্থাপন করত। আলোচ্য আয়াতে এই বাসনাই ব্যক্ত হয়েছে।

পয়গাম্বরসুলভ দাওয়াত ও সংস্কার : প্রেরিত রাসূলত্রয় মুশরিক ও কাফেরদের সাথে যেভাবে কথা বলেছেন, তাদের কঠোর ও তিক্ত কথার যেভাবে জবাব দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তাঁদের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণকারী হাবীব নাজ্জার স্বীয় সম্প্রদায়ের সামনে যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন, সেসব বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে ধর্ম প্রচারক ও সংস্কারকার্যে ব্রতী লোকদের জন্য চমৎকার পথনির্দেশ রয়েছে।

রাসূলগণের উপদেশ প্রচার ও শিক্ষার জবাবে মুশরিকরা তিনটি কথা বলেছে। যথা–

১. তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ, আমরা তোমাদের কথা মানব কেন?

২. করুণাময় আল্লাহ কারো প্রতি কোনো পয়গাম্বর ও কিতাব নাজিল করেননি।

৩. তোমরা নির্জলা মিথ্যা কথা বলছ।

চিন্তা করুন, নিঃস্বার্থ উপদেশমূলক আলাপ আলোচনার জবাবে এরূপ উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তার কী জবাব হতে পারত? কিন্তু রাসূলগণ কী জবাব দিলেন। তাঁরা শুধু বললেন– رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ অর্থাৎ আমাদের পালনকর্তা জানেন, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আরো বললেন, وَمَا عَلَيْنَآ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ অর্থাৎ আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করেছি এবং আল্লাহর পয়গাম সুস্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। লক্ষ্য করুন, তাঁদের ভাষায় প্রতিপক্ষের উস্কানিমূলক কথাবার্তার কোনো প্রতিক্রিয়া আছে কি? কেমন স্নেহপূর্ণ জবাব দিয়েছেন।

এরপর মুশরিকরা আরো বলল, তোমরা অলক্ষুণে, তোমাদের কারণেই আমরা বিপদাপদে পড়েছি। এর নির্দিষ্ট জবাব ছিল এই : অলক্ষুণে তোমরা নিজেরাই। তোমাদের কুকর্মের কুফল তোমাদের গলার হার হয়েছে। কিন্তু রাসূলগণ এ বিষয়টি অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে তারাই যে অলক্ষুণে, তা পরিষ্কার হয়নি। তারা বললেন– طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই রয়েছে। অতঃপর আবার স্নেহের ভঙ্গিতে বললেন– اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ অর্থাৎ তোমরা চিন্তা কর, আমরা তোমাদের কী ক্ষতি করলাম? আমরা তো কেবল তোমাদেরকে শুভেচ্ছামূলক উপদেশই দিয়েছি। হ্যাঁ, তাঁদের সর্বাপেক্ষা কঠোর বাক্য ছিল এই : بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ অর্থাৎ তোমরাই সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। তোমরা তিলকে তালে পরিণত কর।

এ হচ্ছে রাসূলগণের সংলাপ। এখন তাঁদের দাওয়াতে সাড়াদানকারী নও-মুসলিমের সংলাপের প্রতিও লক্ষ্য করুন। তিনি প্রথমে দু'টি কথা বলে সম্প্রদায়কে রাসূলগণের কথা মেনে নেওয়ার আহবান জানালেন। প্রথম এই যে, চিন্তা কর, এরা দূর-দূরান্ত থেকে তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এসেছেন। সফরের কষ্ট সহ্য করেছেন, তদুপরি তোমাদের কাছে কোনো রকম বিনিময়ও কামনা করেন না। এরূপ নিঃস্বার্থ লোকদের কথা চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে। দ্বিতীয় এই যে, তাঁরা যা বলেছেন, তা একান্ত, জ্ঞান-বুদ্ধি, ন্যায় -নীতি ও হেদায়েতের কথা। এরপর সম্প্রদায়কে তাদের ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদত পরিত্যাগ করে স্বহস্ত-নির্মিত মূর্তিকে ত্রাণকর্তা মনে করে বসেছ। অথচ তারা তোমাদের এতটুকু উপকার করার শক্তি রাখে না এবং আল্লাহর কাছেও তাদের কোনো মর্যাদা নেই যে, সুপারিশ করে তোমাদের বিপদমুক্ত করবে।

কিন্তু হাবীব নাজ্জার কথাগুলো তাদেরকে সরাসরি না বলে নিজের সাথে সংযুক্ত করার পন্থা অবলম্বন করলেন।

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ : অর্থাৎ এভাবে তিনি প্রতিপক্ষের জন্য উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় যখন তাঁর নম্রতা ও সৌজন্যবোধের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করল না এবং তাকে হত্যা করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখনো তিনি বদদোয়ার পরিবর্তে رَبِّ اهْدِ قَوْمِيْ (হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে সুমতি দান করুন।) বলতে বলতে আল্লাহর কাছে প্রাণ সঁপে দিলেন।

আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, সম্প্রদায়ের নির্যাতনে হাদীস হাবীব নাজ্জার যখন আল্লাহর অনুগ্রহ, সম্মান ও জান্নাতের নিয়ামত প্রত্যক্ষ করলেন, তখনো পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে শুভেচ্ছা ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন যে, হায়! আমার সম্প্রদায় আমার এই সম্মান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হলে তারাও এতে আমার প্রাপ্ত নিয়ামতসমূহের অংশীদার হয়ে যেত। সুবহানাল্লাহ, মানুষের অত্যাচার-উৎপীড়ন সত্ত্বেও তাদের হিতাকাঙ্ক্ষা এ ধরনের মহাপুরুষদের শিরা-উপশিরায় কীভাবে গ্রথিত হয়ে থাকে। পরোপকারের এই মহান প্রেরণার ফলেই জাতিসমূহের কায়া পাল্টে যায় এবং তারা এমন মর্যাদার আসন লাভ করে, যা ফেরেশতাদের জন্যও ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমান যুগের প্রচারক ও সংস্কারকারগণ সাধারণভাবে এই পয়গাম্বরসুলভ আদর্শ পরিত্যাগ করেছেন। ফলে মানুষের মধ্যে তাদের দাওয়াত ও প্রচার ফলপ্রসূ হচ্ছে না। বক্তৃতা-বিবৃতিতে মনের ক্ষোভ মেটানো এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্রূপাত্মক বাক্য বর্ষণ করাকে আজকাল বাহাদুরি জ্ঞান করা হয়, যা প্রতিপক্ষকে আরো বেশি জেদ ও হঠকারিতার আবর্তে নিক্ষেপ করে।

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ : এতে মিথ্যারোপকারী ও হাবীব নাজ্জারকে শহীদকারী সম্প্রদায়ের উপর আসমানি আজাবের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে আজাব দেওয়ার জন্য আমাকে আকাশ থেকে ফেরেশতাদের কোনো বাহিনী পাঠাতে হয়নি এবং এরূপ বাহিনী পাঠানো আমার রীতিও নয়; কারণ, আল্লাহর একজন ফেরেশতাই বড় বড় শক্তিশালী বীর সম্প্রদায়কে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। কাজেই তাঁর জন্য ফেরেশতার বাহিনী প্রেরণ করার কী প্রয়োজন। এরপর তাদের উপর আগত আজাবের বিষয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে, একজন ফেরেশতার বিকট চিৎকারের ফলে তারা সবাই নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতা জিবরাঈল আমীন শহরের দরজার দুই বাহু ধরে এমন কঠোর ও বিকট আওয়াজ দিলেন, যার ফলে সবারই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। তাদের মৃত্যুকে কুরআন خَامِدُوْنَ শব্দে ব্যক্ত করেছে। خَامِدٌ -এর অর্থ আগুন নিভে যাওয়া। প্রত্যেক প্রাণীর সহজাত তাপের উপর নির্ভরশীল। এই তাপ খতম হওয়ার নামই মৃত্যু। কাজেই خَامِدُوْنَ অর্থ হলো সহজাত তাপ খতম হওয়ার কারণে তারা ছিল শীতল ও নিথর।

সূরা ইয়াসীনের অধিকতর বিষয়বস্তু হচ্ছে কুদরতের নিদর্শনাবলি এবং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করে পরকাল প্রমাণ করা এবং হাশর-নাশরের বিশ্বাসে মানুষকে পাকাপোক্ত করা। উল্লিখিত আয়াতসমূহে কুদরতের এমনি ধরনের নির্দেশাবলি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো একদিকে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং অপরদিকে মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজি এবং সেগুলোর অভাবনীয় রহস্যের সাক্ষী।

প্রথম আয়াতে ধরিত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে, যা সব সময় মানুষের সামনে রয়েছে। শুষ্ক ধরিত্রীর উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ফলে তাতে এক প্রকার জীবন সঞ্চারিত হয় এবং উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও ফলমূল জন্মায়। অতঃপর এসব বৃক্ষকে বৃদ্ধি করা ও অব্যাহত রাখার জন্য ভূগর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে প্রস্রবণ প্রবাহিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ -অর্থাৎ বায়ু, মেঘমালা এবং ধরিত্রীর সমস্ত শক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য মানুষ যাতে সেসব বৃক্ষের ফল-মূল ভক্ষণ করতে পারে। এগুলো তো প্রত্যক্ষ বিষয়, অতঃপর মানুষকে এমন এক বিষয়ে হুশিয়ার করা হয়েছে, যার জন্য এসব কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কাজে মানুষের কোনো হাত নেই : বলা হয়েছে– وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ; অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর অনুবাদ করেছেন, "তাদের হাত এসব ফল তৈরি করেনি।" এ বাক্যটি অসাবধান মানুষকে আহবান জানিয়েছে যে, একটু চিন্তা কর, এই শস্য-শ্যামল ধরিত্রীতে এ ছাড়া তোমার কাজ কী যে, তুমি মাটিতে বীজ বপন করেছ, তাকে সিক্ত করেছ, নরম করেছ যাতে অংকুরোদগমে অসুবিধা না হয়। কিন্তু বীজ থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষকে পত্র-পল্লবে সজ্জিত করা এবং তাকে ফলে ও ফুলে সমৃদ্ধ করা -এসব কাজে তোমার কি হাত আছে? এগুলো তো একান্তভাবে সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলারই কাজ। তাই এসব বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করায় সেই স্রষ্টা ও মালিককে বিস্মৃত না হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য।

সূরা ওয়াকিয়ার এ আয়াতটি এরই অনুরূপ– أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যা বপন কর, তাকে সমৃদ্ধ করে বৃক্ষে পরিণত করার কাজটি তোমরা কর, না আমি করি? সারকথা এই যে, এসব ফলমূল তৈরিতে মানুষের কোনো হাত না থাকলেও আমি এগুলো সৃষ্টি করে মানুষকে মালিক বানিয়ে দিয়েছি। তৎসঙ্গে এগুলো ভক্ষণ করার ও কাজে লাগাবার নৈপুণ্যও শিক্ষা দিয়েছি।

মানুষের খাদ্য ও জীবজন্তুর খাদ্যের মধ্য বিশেষ পার্থক্য রয়েছে : ইবনে জারীর (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ وَمَا عَمِلَتْهُ বাক্যের مَا কে مَوْصُوْل -এর অর্থে ধরে অনুবাদ করেছেন এসব বস্তু সৃষ্টি করেছি, যাতে মানুষ এগুলোর ফল-মূল ভক্ষণ করে এবং সেই বস্তুও ভক্ষণ করে, যা এসব উদ্ভিদ ও ফল-মূল দিয়ে মানুষ স্বহস্তে তৈরি করে। উদাহরণত ফল-মূল দিয়ে নানারকম হালুয়া, আচার, চাটনী ইত্যাদি তৈরি করা হয়। কতক ফল থেকে তৈল বের করা হয়। সারকথা এই যে, ফল-মূল মানুষের কর্ম ছাড়াও খাওয়ার যোগ্য করে সৃজিত হয়েছে এবং এক এক ফল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ও উপাদেয় বস্তু তৈরি করার নৈপুণ্যও আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় ফল সৃষ্টি করা যেমন একটি নিয়ামত, তেমনি ফল দিয়ে নানা রকমের সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য তৈরির নৈপুণ্য শিক্ষা দেওয়াও একটি নিয়ামত। এই তাফসীর উদ্ধৃত করে ইবনে কাছীর (র.) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদের এক কেরাত দ্বারাও এই তাফসীরটি সমর্থিত হয়। তাঁর কেরাতে مَا শব্দের পরিবর্তে مِمَّا عَمِلَتْهُ أَيْدِيْهِمْ রয়েছে।

এর বিশদ বর্ণনা এই যে, দুনিয়ার সকল জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ও ফল ভক্ষণ করে। কতক জানোয়ার মাংস একবং কতক জানোয়ার মাটি ভক্ষণ করে। কিন্তু তাদের খোরাক একক বস্তুই হয়ে থাকে। তৃণভোজী জন্তু খাঁটি তৃণ এবং মাংসভোজী জন্তু খাঁটি মাংস ভক্ষণ করে। কয়েক প্রকারের বস্তুকে একত্রে মিলিয়ে নানারকম খাদ্য প্রস্তুত করা লবণ, মরিচ, চিনি, টক ইত্যাদি মিশ্রতি করে একই খাদ্যের দশ প্রকার তৈরি করা এক প্রকার মিশ্র খোরাক একমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্য তৈরি করার নৈপুণ্য মানুষকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এসব নিয়ামত উল্লেখ করার পর উপসংহারে বলা হয়েছে– أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ বুদ্ধিমানরা এসব বস্তু দেখার পরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন? অতঃপর মানুষ ও জীবজন্তুকে শামিল করে সর্বময় ক্ষমতার আরো একটি নিদর্শন প্রকাশ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ; এতে أَزْوَاجٌ শব্দটি زَوْجٌ -এর বহুবচন। অর্থ– জোড়া। জোড়ার মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুই বস্তু থাকে, যেমন নর ও নারীর মধ্যে নরকে নারীর এবং নারীকে নরের জোড়া বলা হয়। এমনিভাবে জীবজন্তুর নর ও মাদা পরস্পরে জোড়া। অনেক উদ্ভিদের মধ্যেও নর ও মাদার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। খেজুর ও পেঁপে গাছের মধ্যে তো এটা সুবিদিতই। অন্যান্য বস্তুর মধ্যেও এটা অবাস্তর নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জানা গেছে যে, সমস্ত ফলবিশিষ্ট ও ফুলবিশিষ্ট বৃক্ষের মধ্যে নর ও মাদা হয়ে থাকে এবং এগুলোতে প্রজনন প্রক্রিয়াও চালু আছে। এমনি ধরনের গোপন প্রক্রিয়া যদি জড়পদার্থ ও অন্যান্য সৃষ্টবস্তুর মধ্যেও থেকে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সাধারণভাবে তাফসীরবিদগণ أَزْوَاجٌ শব্দের অর্থ নিয়েছেন প্রকার ও শ্রেণি। কেননা, দু'টি বিপরীত বস্তুকেও জোড়া বলা হয়; যেমন শৈত্য-উত্তাপ, জল-স্থল, দুঃখ-আনন্দ, রোগ-সুস্থতা ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও মাঝারি হওয়ার দিক দিয়ে অনেক স্তর ও শ্রেণি হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে বর্ণ, আকার, ভাষা ও চালচলনের দিক দিয়ে অনেক শ্রেণি ও প্রকার রয়েছে। أَزْوَاجٌ শব্দের মধ্যে এগুলো সব দাখিল আছে। আয়াতের প্রথমে مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ বলে উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর مِنْ أَنْفُسِهِمْ বলে মানুষের শ্রেণি ও প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষে وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ বলে অনাবিষ্কৃত হাজারো সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ভূ-গর্ভে, সমুদ্রে এবং পর্বতসমূহে জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থের কী পরিমাণ প্রকার রয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ : এখানে আকাশে ও দিগন্তে বিস্তৃত সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। سَلْخٌ -এর শাব্দিক অর্থ– চামড়া বের করা। কোনো জন্তুর দেহ থেকে চামড়া অথবা অন্য কোনো বস্তুর উপর থেকে আবরণ সরিয়ে দিলে ভিতরের বস্তু প্রকাশ পায়। এ দৃষ্টান্তে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে অন্ধকারই আসল; আলোক বৈপত্তিক বিষয়। এটা গ্রহ ও তারকার মাধ্যমে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে নেয়। আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থাধীনে নির্দিষ্ট সময়ে আলোকে উপর থেকে সরিয়ে নিলে অন্ধকারই থেকে যায়। একেই রাত্রি বলা হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَتَّخِذُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমি গ্রহণ করব।

يُرِدْنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بان বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَادَةُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– দিতে চান, কামনা করেন।

لَا تُغْنِ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– কোনো কাজে আসবে না, উপকারে আসবে না।

اٰمَنْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (أ ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– আমি ঈমান এনেছি।

اَلْمُكْرَمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِكْرَامُ মূলবর্ণ (ك ـ ر ـ م) জিনস صحيح অর্থ– সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ।

خَامِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُمُوْدُ মূলবর্ণ (خ ـ م ـ د) জিনস صحيح অর্থ– নিস্পন্দন, নিথর নিস্তব্ধ।

يَسْتَهْزِءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِهْزَاءُ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তারা বিদ্রূপ করেছে।

لَمْ يَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز عين এবং ناقص يائى) অর্থ– তারা এর প্রতি লক্ষ্য করেনি।

اَحْيَيْنٰهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– আমি তাকে সঞ্জীবিত করেছি, জীবিত করেছি।

عُيُوْنٌ : বহুবচন, একবচন عين অর্থ– প্রস্রবণসমূহ, ঝরনাসমূহ।

تُنْبِتُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْبَاتُ মূলবর্ণ (ن ـ ب ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– উদ্ভিদ গজায়, অঙ্কুরিত করে।

نَسْلَخُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার سَلْخٌ মূলবর্ণ (س ـ ل ـ خ) জিনস صحيح অর্থ– আমি অপসারণ করি, দূর করি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ : واو হলো عاطفة এবং مَا অব্যয়টি اسم استفهام ও মুবতাদা হলো لِىَ খবর এবং لَآ اَعْبُدُ বাক্যটি جملة حالية এবং اَنَا উহ্য যমীর হলো এর فاعل আর الَّذِىْ হলো مفعول এবং فَطَرَنِىْ হলো তার صلة আর اِلَيْهِ বাক্যাংশটি تُرْجَعُوْنَ-এর সাথে متعلق আর تُرْجَعُوْنَ হলো فعل مجهول এবং واو হলো نائب فاعل –(ই'রাবুল কুরআন : খ. ৬. পৃ. ৩১৭ ও ৩১৮)

৩৮. এবং সূর্য তার নির্দিষ্ট কক্ষে ভ্রমণ করে চলছে; এটা তাঁরই নির্ধারিত পরিমাণ, যিনি মহাপরাক্রান্ত, জ্ঞানময়;	وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ؕ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۳۸﴾
৩৯. আর [অন্যতম নিদর্শন] চন্দ্রের জন্য মনযিলসমূহ নির্দিষ্ট করে রেখেছি, [এবং সে তা অতিক্রম করছে] এমনকি তা [অতিক্রম শেষে ক্ষীণ হয়ে] এরূপ হয়ে যায়, যেন খেজুরের পুরাতন শাখা।	وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ﴿۳۹﴾
৪০. সূর্যের সাধ্য নেই যে, চন্দ্রকে গিয়ে ধরবে, আর না রাত্রি দিবসের পূর্বে আসতে পারবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করছে।	لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَاۤ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ﴿۴۰﴾
৪১. এবং তাদের জন্য [আর] একটি নিদর্শন এই যে, আমি তাদের সন্তানদেরকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি।	وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿۴۱﴾
৪২. এবং তাদের [স্থলভাগে ভ্রমণের] জন্য অনুরূপ এমন বস্তু আরো সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে।	وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿۴۲﴾
৪৩. আর যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন কেউ তাদের আর্তনাদে সাড়াও দেবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না।	وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿۴۳﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. وَالشَّمْسُ এবং সূর্য تَجْرِىْ ভ্রমণ করে চলছে لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا তার নির্দিষ্ট কক্ষে ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ এটা তারই নির্ধারিত পরিমাণ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ যিনি মহাপরাক্রান্ত জ্ঞানময়।

৩৯. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ আর চন্দ্রের জন্য মনজিলসমূহ নির্দিষ্ট করে রেখেছি حَتّٰى عَادَ এমনকি তা এরূপ হয়ে যায় كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ যেন খেজুরের পুরাতন শাখা।

৪০. لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِىْ لَهَا সূর্যের সাধ্য নেই যে اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ চন্দ্রকে গিয়ে ধরবে وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ আর না রাত্রি দিবসের পূর্বে আসতে পারবে وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করছে।

৪১. وَاٰيَةٌ لَّهُمْ এবং তাদের জন্য (আর) একটি নিদর্শন এই যে اَنَّا حَمَلْنَا আমি আরোহণ করিয়েছি ذُرِّيَّتَهُمْ তাদের সন্তানদেরকে فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ বোঝাই নৌকায়।

৪২. وَخَلَقْنَا لَهُمْ এবং তাদের জন্য আরো সৃষ্টি করেছি مِّنْ مِّثْلِهٖ অনুরূপ এমন বস্তু مَا يَرْكَبُوْنَ যাতে তারা আরোহণ করে।

৪৩. وَاِنْ نَّشَاْ আর যদি আমি ইচ্ছা করি نُغْرِقْهُمْ তবে তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ তখন কেউ তাদের আর্তনাদে সাড়াও দিবে না وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না।

৪৪. কিন্তু এটা আমারই অনুগ্রহ এবং তাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পার্থিব জীবনের উপভোগ প্রদান করা।	إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঐ আজাবকে ভয় কর, যা তোমাদের সম্মুখে রয়েছে এবং যা তোমাদের পশ্চাতে [মৃত্যুর পরে] রয়েছে যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾
৪৬. এবং তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি হতে এমন কোনো নিদর্শনই তাদের নিকট আসে না, তারা যা অমান্য না করে।	وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় কর, তখন কাফেররা মু'মিনদেরকে বলে যে, আমরা কি এমন লোকদেরকে খাওয়াব, যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারেন? তোমরা তো প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ।	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۙ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর এ কাফেররা বলে, কখন [কিয়ামতের] এ প্রতিশ্রুতি [কার্যকরী] হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও [তবে বল]।	وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا কিন্তু এটা আমারই অনুগ্রহ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ এবং তাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পার্থিব জীবনের উপভোগ প্রদান করা।

৪৫. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ আর যখন তাদেরকে বলা হয় اتَّقُوا তোমরা ঐ আজাবকে ভয় কর مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ যা তোমাদের সম্মুখে রয়েছে وَمَا خَلْفَكُمْ, এবং যা তোমাদের পশ্চাতে রয়েছে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়।

৪৬. وَمَا تَأْتِيهِمْ এবং তাদের নিকট আসে না مِنْ آيَةٍ এমন কোনো নিদর্শনই مِنْ آيَةِ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি হতে إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ তারা যা অমান্য না করে।

৪৭. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ আর যখন তাদেরকে বলা হয় أَنفِقُوا ব্যয় কর مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন তা হতে قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا তখন কাফেররা বলে لِلَّذِينَ آمَنُوا মুমিনদেরকে أَنُطْعِمُ আমরা কি এমন লোকদেরকে খাওয়াব مَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারেন إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ তোমরা তো প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ।

৪৮. وَيَقُولُونَ আর এ কাফেররা বলে مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ কখন (কিয়ামতের) এ প্রতিশ্রুতি (কার্যকরী) হবে إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

অনুবাদ	আয়াত
৪৯. এরা কেবল একটি ভয়ঙ্কর ধ্বনির প্রতীক্ষায় রয়েছে, যা তাদেরকে পাকড়াও করবে, আর তারা সকলে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করতে থাকবে।	مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. সুতরাং তারা অসিয়ত করারও সুযোগ পাবে না এবং নিজ পরিবারের লোকদের নিকট ফিরে যেতেও পারবে না।	فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. এবং [দ্বিতীয়বার যখন] শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তৎক্ষণাৎ তারা কবরসমূহ হতে [উঠে] নিজ প্রতিপালকের দিকে ছুটে চলবে।	وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ﴿٥١﴾
৫২. এবং তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমাদেরকে আমাদের কবর হতে কে উঠাল? [ফেরেশতারা বলবেন,] এটা তাই, করুণাময় আল্লাহ্ যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য বলতেন।	قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৯. مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً এরা কেবল একটি ভয়ঙ্কর ধ্বনির প্রতীক্ষায় রয়েছে تَاْخُذُهُمْ যা তাদেরকে পাকড়াও করবে وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ আর তারা সকলে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করতে থাকবে।

৫০. فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً সুতরাং তারা অসিয়ত করারও সুযোগ পাবে না وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ এবং নিজ পরিবারের লোকদের নিকট ফিরে যেতেও পারবে না।

৫১. وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ এবং (দ্বিতীয়বার যখন) শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ তৎক্ষণাৎ তারা কবরসমূহ হতে (উঠে) اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ নিজ প্রতিপালকের দিকে ছুটে চলবে।

৫২. قَالُوْا এবং তারা বলবে يٰوَيْلَنَا হায় আমাদের দুর্ভোগ مَنْۢ بَعَثَنَا আমাদেরকে কে উঠাল مِنْ مَّرْقَدِنَا আমাদের কবর হতে هٰذَا এটা তাই مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ করুণাময় আল্লাহ যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ এবং রাসূলগণ সত্য বলতেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

শানে নুযুল : আল্লামা কুরাইশী ও মাওয়ার্দী (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত যিন্দীক কপট কাফেরদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় ছিল, যারা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত না। আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করত না। তারা বিদ্রূপাত্মকভাবে "لَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ" "আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন" এ ধরনের বাক্যালাপ করত।

তাদের হঠকারিতামূলক আলাপচারিতার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

হাসান ও আবূ খালেদ (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত ইহুদি সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। অনাথ-দুঃস্থ মুসলমানদেরকে সাহায্য প্রদান করার জন্য তাদের আদেশ করায় তারা বলেছিল "আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে ধনাঢ্য করতে পারতেন" একথাগুলো তারা বিদ্রূপাত্মকভাবে বলত। তাদের বিদ্রূপাত্মক জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

অপর বর্ণনায় বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) অনাথ ও দরিদ্র মুসলমানদের মাঝে খাদ্য বন্টন করছিলেন। এমন সময় আবূ জাহেল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, হে আবূ বকর! আল্লাহ এদের খাওয়াতে সক্ষম, তুমি কি এমন বিশ্বাস কর? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই । তখন সে বলল, তাহলে এদেরকে খাদ্য দিচ্ছে না কেন? তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহ কাউকে দরিদ্রতা দিয়ে পরীক্ষা করেন আবার কাউকে ধনাঢ্যতা দিয়ে পরীক্ষা করেন। দরিদ্রদেরকে তিনি ধৈর্য ধারণ করতে আদেশ করেছেন আবার ধনীদেরকে তিনি আদেশ করেছেন দান দাক্ষিন্য করতে। নরাধম আবূ জাহেল এবার বলল, তুমি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছ। হে আবূ বকর! তোমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে খাওয়াতে সক্ষম, অথচ তিনি তো তাদেরকে অন্ন দিচ্ছেন না। তুমিই তো তাদেরকে আবার অন্ন দিচ্ছ? এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ৩০/২৩/১২, কুরতুবী ৩৬/১৫]

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ অর্থাৎ সূর্য তার অবস্থানস্থলের দিকে চলতে থাকে। এই অবস্থানস্থল স্থানগত ও কালগত উভয় প্রকার হতে পারে। مُسْتَقَرٌّ শব্দটি কখনো ভ্রমণের শেষ সীমার অর্থেও ব্যবহৃত হয় যদিও সাথে সাথে বিরতি না দিয়ে দ্বিতীয় ভ্রমণ শুরু হয়ে যায়।–[ইবনে কাছীর]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে কালগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ সেই সময়, যখন সূর্য তার নির্দিষ্ট গতি সমাপ্ত করবে। সে সময়টি কিয়ামতের দিন। তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য তার কক্ষ পথে মজবুত ও অটল ব্যবস্থাধীনে পরিভ্রমণ করছে। এতে কখনো এক মিনিট এক সেকেণ্ডের পার্থক্য হয় না। সূর্যের এই গতি চিরস্থায়ী নয়। তার একটি বিশেষ অবস্থানস্থল আছে, যেখানে পৌছে, তার গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কিয়ামতের দিন। এই তাফসীর হযরত কাতাদাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে। –[ইবনে কাছীর]

সূরা যুমারের এক আয়াতেও এর সমর্থন পাওয়া যায় যে, مُسْتَقَرٌّ -এর অর্থ কিয়ামতের দিন। আয়াতটি এই :

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى.

এতেও সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য আয়াতের অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। দিবা-রাত্রির পরিবর্তনকে সাধারণের দৃষ্টি অনুযায়ী রূপক আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিবসকে এবং দিবস দ্বারা রাত্রিকে আচ্ছন্ন করে দেন। রাত্রিও দিবস যেন, দু'টি আবরণ। রাত্রির আবরণ দিনের উপর ফেলে দিলে রাত্রি হয়ে যায় এবং দিনের আবরণ রাত্রির উপর ফেলে দিলে দিন হয়ে যায়। এরপর বলা হয়েছে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাবহ। প্রত্যেকেই বিশেষ মেয়াদের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এখানে اَجَلٍ مُّسَمًّى শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদ। অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের গতি নির্দিষ্ট মেয়াদে অর্থাৎ কিয়ামতে পৌছে খতম হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াতেও বাহ্যত مُسْتَقَرٌّ শব্দ দ্বারা এই নির্দিষ্ট মেয়াদই বুঝানো হয়েছে। এ তাফসীরের অর্থেও কোনো খটকা নেই এবং সৌর বিজ্ঞানের আলোকেও কোনো আপত্তি নেই।

কতক তাফসীরবিদ কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসের ভিত্তিতে আয়াতে স্থানগত অবস্থানের অর্থ নিয়েছেন।

আবূ যার গিফারী (রা.) একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবূ যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জান? আবূ যর বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নীচে পৌছে সেজদা করে। অতঃপর বললেন– وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا আয়াতে مُسْتَقَرٌّ বলে তাই বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবূ যরেরই এক রেওয়ায়েতে আরো আছে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উপরিউক্ত আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন– مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ ; ইমাম বুখারী (র.) একাধিক জায়গায় রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকেও এই সম্বন্ধে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এতে অতিরিক্ত আরো আছে যে, প্রত্যেক দিন সূর্য আরশের নীচে পৌছে সেজদা করে এবং নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন

পরিভ্রমণ শুরু করে। অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হবে না. বরং পশ্চিমে অস্ত গিয়ে পশ্চিম থেকেই উদিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। এটা হবে কিয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার একটি আলামত। তখন তওবা ও ঈমানের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কোনো গুনাহগার, কাফের ও মুশরিকের তওবা কবুল করা হবে না। -[ইবনে কাছীর]

আরশের নিচে সূর্যের সেজদা : এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, আয়াতে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থাৎ সেই জায়গা বুঝানো হয়েছে, যেখানে সূর্যের গতি শেষ হয়ে যায়। আরো জানা গেল যে, এই গতি আরশের নিচে পৌছার পর শেষ হয়। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য প্রত্যহ বিশেষ অবস্থানস্থলের দিকে ধাবিত হয় এবং সেখানে পৌছে আল্লাহ তা'আলার সামনে সেজদা পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি পাওয়ার পর দ্বিতীয় পরিভ্রমণ শুরু করে।

কিন্তু ঘটনাবলি, চাক্ষুষ প্রমাণ এবং সৌর বিজ্ঞানের বর্ণিত নীতির ভিত্তিতে এতে একাধিক শক্তিশালী খটকা দেখা দেয়।

প্রথম, কুরআন ও হাদীস থেকে আরশের অবস্থা এই জানা যায় যে, আরশ সমগ্র ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলকে ঘিরে রেখেছে। ভূমণ্ডল এবং গ্রহ-নক্ষত্রসহ সমগ্র নভোমণ্ডল আরশের অভ্যন্তরে আবদ্ধ রয়েছে। কাজেই সূর্য তো সর্বদা ও সর্বাবস্থায় আরশের নিচেই রয়েছে। অস্ত যাওয়ার পর আরশের নিচে যাওয়ার মানে কি?

দ্বিতীয়, সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয় যে, সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত যায়, তখনই অন্য জায়গায় উদিত হয়। তাই তার উদয় ও অস্ত সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত রয়েছে। সুতরাং অস্তের পর আরশের নিচে যাওয়া ও সেজদা করার অর্থ কী?

তৃতীয়, উপরিউক্ত হাদীস থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, সূর্য তার অবস্থানস্থলে পৌছে বিরতি করে এবং এতে সে আল্লাহ তা'আলার সামনে সেজদা করত পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি গ্রহণ করে। অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, সূর্যের গতিতে কোনো বিরতি নেই। অতঃপর সূর্যের উদয় ও অস্ত বিভিন্ন জায়গার দিক দিয়ে যেহেতু সর্বদাই অব্যাহত থাকে, তাই তার বিরতিও সর্বদা ও সর্বক্ষণ হওয়া চাই, যার ফলে সূর্য কোনো সময় গতিশীলই হবে না।

এগুলো কেবল সৌর বিজ্ঞানেরই খটকা নয়, ঘটনাবলি এবং চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও এসব খটকা দেখা দেয় যা উপেক্ষণীয় নয়। দার্শনিক বাৎলীমূসের মতবাদ ছিল এই যে, সূর্য সর্বোচ্চ আকাশের অনুগামী হয়ে স্বীয় কক্ষপথে প্রাত্যহিক বিচরণ করে এবং সূর্য চতুর্থ আকাশে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। কিন্তু দার্শনিক পিথাগোরাস এই মতবাদের বিরোধিতা করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এটা প্রায় নিশ্চিত করে দিয়েছে যে, বাৎলীমূসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং পিথাগোরাসের মতবাদ নির্ভুল। সাম্প্রতিক কালের মহাশূন্য ভ্রমণ এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের পদচারণার ঘটনাবলি প্রমাণ করেছে যে, সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ আকাশের নিচে শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত; আকাশগাত্রে প্রোথিত নয়। কুরআন পাকের وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ আয়াত দ্বারাও এ মতবাদ সমর্থিত হয়। এতে আরো আছে যে, দৈনন্দিন উদয় ও অস্ত সূর্যের গতির কারণে নয়, বরং পৃথিবীর গতির কারণে হয়ে থাকে। এ মতবাদের দিক দিয়ে উপরিউক্ত হাদীসে আরো একটি খটকা দেখা দেয়।

এর জবাব অনুধাবন করার পূর্বে মনে রাখা দরকার যে, উল্লিখিত আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত কুরআনের বিরুদ্ধে কোনো খটকাই দেখা দেয় না। আলোচ্য আয়াত থেকে কেবল এতটুকু জানা যায় যে, সূর্যকে আল্লাহ তা'আলা এক সুশৃঙ্খল ও অটল গতি দান করেছেন। ফলে সে সর্বদাই তার অবস্থানস্থলের দিকে বিচরণ করতে থাকে। এখন এই অবস্থানস্থলের অর্থ কাতাদাহ (র.)-এর তাফসীর অনুযায়ী 'কিয়ামতের দিন' নেওয়া হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, সূর্যের গতি কিয়ামত পর্যন্ত সব সময় একই অবস্থায় অব্যাহত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তা খতম হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থ নেওয়া হলেও সৌরকক্ষের সেই বিন্দুকে সূর্যের অবস্থানস্থল বলা যায়, যেখান থেকে জন্মলগ্ন থেকে সূর্য তার ভ্রমণ শুরু করেছিল, এখানে পৌছেই তার দিবা-রাত্রির এক পরিভ্রমণ পূর্ণতা লাভ করে। কেননা এই বিন্দুটিই তার পরিভ্রমণের চূড়ান্ত সীমা। এই বিন্দুতে পৌছে তার নতুন পরিভ্রমণ শুরু হয়। এখন এই মহাগোলকের বিন্দু কোথায় এবং কোনটি, যেখান থেকে সৃষ্টির শুরুতে তার পরিভ্রমণের সূচনা হয়েছিল, কুরআন পাক এ ধরনের অনর্থক আলোচনার সাথে মানুষকে জড়িত করে না, যা তার ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক মঙ্গলামঙ্গলের সাথে সম্পর্ক রাখে না। এটিও এমনি ধরনের আলোচনা। তাই একে বাদ দিয়ে কুরআন পাক আসল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করা। অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক উজ্জ্বল গোলক সূর্যও আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং তার কোনো গতিবিধি আপনা আপনি হতে পারে না কিংবা অব্যাহত থাকতে পারে না; বরং সে তার দিবা-রাত্রির বিচরণে সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ও ইচ্ছার অধীন হয়ে চলে।

উপরে যতগুলো খটকা বর্ণিত হয়েছে, তার কোনোটিই আয়াতের বর্ণনায় দেখা দেয় না। তবে যে হাদীসে আরশের নিচে পৌছে সেজদা করা ও পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সবগুলো খটকা সে হাদীসের সাথেই

সম্পৃক্ত। হাদীসে যেহেতু আলোচ্য আয়াতের বরাতও দেওয়া হয়েছিল, তাই আয়াত প্রসঙ্গে এখানে এ আলোচনার অবতারণা করা হলো। হাদীসবিদ ও তাফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন। বাহ্যিক ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, সূর্যের সেজদা দিবারাত্রির মধ্যে মাত্র একবার অস্ত যাওয়ার পর হয়ে থাকে। যারা হাদীসের এই বাহ্যিক অর্থ নিয়েছেন, তারা অস্ত যাওয়া সম্পর্কে তিনটি সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। যথা– ১. যে স্থানে সূর্য অস্ত গেলে দুনিয়ার অধিকাংশ জনবসতিতে অস্ত হয়ে যায়, সে স্থানের অস্ত বুঝানো হয়েছে। ২. বিষুব রেখার অস্ত বুঝানো হয়েছে। ৩. মদিনার দিগন্তে অস্ত বুঝানো হয়েছে। এভাবে এ খটকা থাকে না যে, সূর্যের উদয় ও অস্ত সর্বদা ও সর্বক্ষণ হতেই থাকে। হাদীসে একটি বিশেষ দিগন্তে অস্ত যাওয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (র.)-এর জবাবই পরিষ্কার ও নির্মল। কয়েকজন তাফসীরবিদের উক্তি দ্বারাও তা সমর্থিত হয়।

'সুজুদুশ্ শামস' নামক এক প্রবন্ধে প্রদত্ত তাঁর এই জবাব হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে পয়গাম্বগণের শিক্ষা ও বর্ণনা সম্পর্কে এ মৌলিক বিষয়টি বুঝে নেওয়া জরুরি যে, আসমানি কিতাব ও পয়গাম্বরগণ মানুষকে আকাশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করার অবিরাম দাওয়াত দেন এবং এগুলোকে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাওহীদ, সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরতের প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন। কিন্তু প্রথম বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ততটুকুই কাম্য, যতটুকু মানুষের পার্থিব ও সামাজিক প্রয়োজনের সাথে অথবা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর অতিরিক্ত নিরেট দার্শনিকসুলভ চুলচেরা বিশ্লেষণ ও বিষয়বস্তুর স্বরূপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে সাধারণ মানুষকে জড়িত করা হয় না। কেননা এগুলোর পরিপূর্ণ ও যথার্থ জ্ঞান দার্শনিকরাও সারা জীবন ব্যয় করা সত্ত্বেও অর্জন করতে সক্ষম হননি– সাধারণ মানুষ কি অর্জন করতে পারে? আর যদি তা অর্জিত হয়ে যায়, তবে এর মাধ্যমে তাদের কোনো ধর্মীয় প্রয়োজন পূর্ণ হয় না এবং কোনো বিশুদ্ধ পার্থিব লক্ষ্যও হাসিল হয় না। এমতাবস্থায় এই অনর্থক ও বাজে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া জীবন ও অর্থের অপচয় বৈ নয়।

আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের পরিবর্তন ও স্থানান্তরের ততটুকু অংশই কুরআন ও পয়গাম্বরগণ প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন, যতটুকু মানুষ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে এবং সামান্য চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। দার্শনিক ও জ্যামিতিক চুলচেরা বিশ্লেষণ একমাত্র দার্শনিক ও আলেমগণই করতে পারেন। এরূপ বিশ্লেষণের উপর প্রমাণ নির্ভরশীল থাকে না এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনারও উৎসাহ দেওয়া হয় না। কেননা জ্ঞানী হোক কিংবা মুর্খ, নর হোক কিংবা নারী, শহরবাসী হোক কিংবা গ্রামবাসী, পাহাড় ও দ্বীপে বাস করুক অথবা উন্নত শহরে বাস করুক প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তার আদেশ-নিষেধ পালন করা ফরজ। তাই, পয়গাম্বরগণের শিক্ষা জনসাধারণের চিন্তা ও বিবেকবুদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে থাকে। এসব শিক্ষা বুঝার জন্য কোনোরূপ কারিগরি পারদর্শিতার প্রয়োজন হয় না।

নামাজের ওয়াক্তসমূহের পরিচয়, কেবলার দিক নির্ধারণ এবং বছর, মাস ও দিন তারিখের সঠিক ধারণা, প্রভৃতি জ্ঞান অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবাদির মাধ্যমেও অর্জন করা যায়। কিন্তু শরিয়ত এগুলোর ভিত্তি অঙ্ক শাস্ত্রের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের উপর রাখার পরিবর্তে সাধারণের প্রত্যক্ষকরণের উপর রেখেছে। চাঁদের হিসাবে বছর, মাস ও দিন-তারিখ নির্ধারিত হয়; কিন্তু চাঁদ উদয় হলো কি হলো না, তার ভিত্তি কেবল চাঁদ দেখা ও প্রত্যক্ষ করার উপর রাখা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই হজ ও রোজার তারিখ নির্ধারিত হয়। চাঁদের ক্রমবৃদ্ধি, আত্মগোপন ও উদয়ের রহস্য সম্পর্কে কতিপয় সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলে কুরআন তার জবাবে বলে– قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ অর্থাৎ আপনি উত্তরে বলুন চাঁদের এসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য মাসের শুরু ও দিন-তারিখ জেনে হজের দিন নির্দিষ্ট করা। এ জবাব ব্যক্ত করেছে যে, তোমাদের প্রশ্ন অনর্থক। এ রহস্য জানার উপর তোমাদের কোনো ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয় নির্ভরশীল নয়। তাই তোমাদের ধর্মীয় ও পার্থির্ব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে, এমন প্রশ্নই করা দরকার।

এ ভূমিকার পর আসল ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করুন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত ও প্রজ্ঞার কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর মানুষকে তাওহীদ ও সর্বব্যাপী কুদরতে বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম পৃথিবীর কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমাদের দৃষ্টির সামনে রয়েছে। বলেছেন– وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ অতঃপর পানি বর্ষণ করে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কথা বলেছেন– اَحْيَيْنَاهَا الْاٰيَةَ; এ বিষয়টি সব মানুষই দেখে ও জানে। এরপর আকাশও আকাশ সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনা শুরু করে প্রথমে দিবা ও রাত্রির দৈনন্দিন পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ .... এরপর সর্ববৃহৎ গ্রহ সূর্য ও চন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে সূর্য সম্পর্কে বলেছেন, وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ চিন্তা করুন এর উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, সূর্য আপনা আপনি, নিজ ইচ্ছায় ও শক্তি বলে বিচরণ করে না। সে একজন পরাক্রমশালী ও বিচক্ষণ সত্তার নির্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে যাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সূর্যাস্তের সময় এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আবূযর গিফারী (র.)-কে এ সত্যটি জেনে নেওয়ারই নির্দেশ দেন। এতে তিনি বলেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আরশের নিচে আল্লাহকে সেজদা করে এবং পরবর্তী পরিভ্রমণ শুরু করার অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি পাওয়ার পর যথারীতি সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং প্রত্যুষে পূর্ব গগনে উদিত হয়। এর সারমর্ম এর বেশি নয় যে, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় বিশ্ব চরাচরে এক নতুন বিপ্লব দেখা দেয়। সূর্যকে কেন্দ্র করেই এটা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষকে হুঁশিয়ার করার জন্য এই বৈপ্লবিক সময়টিকে উপযুক্ত বিবেচনা করে শিক্ষা দিয়েছেন যে সূর্যকে, স্বাধীন ও স্বীয় শক্তি বলে বিচরণকারী মনে করো না। সে কেবল আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছার অনুসারী হয়ে বিচরণ করে। তার প্রত্যেক উদয় ও অস্ত আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে হয়। আদেশ অনুসারে বিচরণ করাকেই সেজদা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ, প্রত্যেক বস্তুর সেজদা তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে থাকে। কুরআন বলে– كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَوٰتَهُ وَتَسْبِيحَهُ অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্টি আল্লাহর ইবাদত ও তাসবীহ করে এবং প্রত্যেককে তার ইবাদত ও তাসবীহ্‌র পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন মানুষকে তার নামাজ ও তাসবীহ্‌র পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কাজেই সূর্যের সেজদা করার অর্থ এরূপ বুঝে নেওয়া ভ্রান্ত যে, সে মানুষের ন্যায় মাটিতে মস্তক রেখে সেজদা করে।

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আরশ সমস্ত আকাশ, গ্রহ-উপগ্রহ ও পৃথিবীকে উপর দিক থেকে বেষ্টন করে রয়েছে। অতএব সূর্য সর্বদা ও সর্বত্র আরশের নিচেই থাকে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত যেতে থাকে, তখনই অন্য জায়গায় উদিত হতে থাকে। তাই সূর্য প্রতিনিয়তই উদিত হচ্ছে ও অস্ত যাচ্ছে। সুতরাং সূর্য সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায় আরশেরও নিচেই থাকে এবং উদিত ও অস্তমিত হতে থাকে। তাই হাদীসের সারমর্ম এই যে, সূর্য তার সমগ্র পরিভ্রমণে আরশের নিচে আল্লাহর সামনে সেজদারত থাকে। অর্থাৎ, তাঁর অনুমতি ও আদেশ অনুসারে পরিভ্রমণ করে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত তা এমনিভাবে অব্যাহত থাকবে। অতঃপর যখন কিয়ামত আসন্ন হওয়ার আলামত প্রকাশ করার সময় হবে, তখন সূর্যকে তার কক্ষপথে পরবর্তী পরিভ্রমণ শুরু করার পরিবর্তে পিছনে ফিরে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হবে এবং তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। এ সময় তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কারো ঈমান ও তওবা কবুল করা হবে না।

মোটকথা, বিশেষভাবে সূর্যাস্ত, অতঃপর আরশের নিচে যাওয়া ও সেজদা করা এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি চাওয়ার যেসব ঘটনা উপরিউক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো পয়গাম্বরসুলভ কার্যকর শিক্ষার একান্ত উপযোগী এবং জনসাধারণের দৃষ্টিতে পৌঁছে পুরোপুরি একটি উপমা মাত্র; এতে জরুরি হয় না যে, সূর্য মানুষের মতো মাটিতে মাথা রেখে সেজদা করে এবং সেজদা করার সময় সূর্যের গতিতে বিরতি হওয়াও অনিবার্য হয় না। এটাও উদ্দেশ্য নয় যে, সূর্য দিবারাত্রিতে মাত্র একবার কোনো বিশেষ জায়গায় পৌঁছে সেজদা করে এবং শুধু অস্তমিত হওয়ার পর আরশের নিচে যায়। কিন্তু এই বৈপ্লবিক সময়ে সমস্ত মানুষই প্রত্যক্ষ করে যে, সূর্য তাদের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে, তখন উপমাস্বরূপ তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, এসব প্রকৃতপক্ষে আরশের নিচে সূর্যের আজ্ঞাধীন হয়ে চলার কারণেই হচ্ছে; সূর্য স্বয়ং কোনো শক্তি ও ক্ষমতা রাখে না। তখন মদিনাবাসীরা যেমন স্বস্থানে অনুভব করছিল যে, এখন সূর্য সেজদা করে পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি নিবে, তেমনি যে যে জায়গায় অস্ত হতে থাকবে, সবার জন্যই একই শিক্ষা হয়ে যাবে। আসল কথা এই জানা গেল যে, সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণকালে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে সেজদাও করে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ারও প্রার্থনা করে। এর জন্য তাঁর কোনো বিরতির প্রয়োজন হয় না।

এই ব্যাখ্যার পর পূর্বোক্ত হাদীসের বিষয়বস্তুতে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সৌর ও অঙ্ক বিজ্ঞানের নীতি বাৎলীমুসীয় অথবা পিথাগোরাসীয় মতবাদ ইত্যাদি কোনো দিক দিয়েই কোনো আপত্তি ও খটকা অবশিষ্ট থাকে না।

তথাপি আরো একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তা এই যে, পূর্বোক্ত হাদীসের মাঝে সূর্যের সেজদা করা এবং পরবর্তী পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে। এটা ব্যক্তি ও জ্ঞানবুদ্ধিশীলের কাজ। সূর্য ও চন্দ্র নির্জীব ও চেতনাহীন। তারা এ কাজ কীরূপে সম্পাদন করতে পারে? কুরআন পাকের وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ আয়াতটি এ প্রশ্নের জবাব। অর্থাৎ আমরা যেসব বস্তুকে নির্জীব, নির্বোধ ও চেতনাহীন মনে করি, তারাও প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ প্রকার প্রাণ, জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনার অধিকারী। তবে তাদের প্রাণ, জ্ঞান ও চেতনা মানুষ ও জীবজন্তুর তুলনায় এত কম যে, সাধারণভাবে অনুভূত হতে পারে না। কিন্তু তাদের যে এগুলো নেই, এর পক্ষে কোনো শরিয়তগত অথবা বিবেকপ্রসূত দলিল নেই। কুরআন পাক এ আয়াতে প্রমাণ করেছে যে, তারাও প্রাণী এবং বোধ ও চেতনাসম্পন্ন। আধুনিক গবেষণাও এটা স্বীকার করেছে। وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ

জ্ঞাতব্য : কুরআন ও হাদীসের উপরিউক্ত বর্ণনার দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়টিই গতিশীল এবং এক মেয়াদের জন্য পরিভ্রমণরত। এতে সে মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, যাতে সূর্যের গতিশীলতা স্বীকার করা হয়নি। সর্বাধুনিক গবেষণাও এ মতবাদকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছে।

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ : عُرْجُوْنٌ অর্থ– শুষ্ক খেজুর শাখা, যা বেঁকে ধনুকের মতো হয়ে যায়। مَنَازِلُ শব্দটি مَنْزِلٌ -এর বহুবচন। অর্থ– অবতরণস্থল। আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র সূর্য উভয়ের চলার জন্য বিশেষ সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই সীমাকেই 'মনযিল' বলা হয়।

চন্দ্রের মনযিল : চন্দ্র এক মাসে তার পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে। তাই তার মনযিল ত্রিশ অথবা উনত্রিশ হয়ে থাকে। প্রত্যেক মাসে চন্দ্র কমপক্ষে একদিন উধাও হয়ে থাকে। ফলে সাধারণভাবে তার মনযিল আটাশটিই বলা হয়। সৌরবিজ্ঞানী এসব মনযিলের বিপরীতে অবস্থিত নক্ষত্রসমূহের সাথে মিল রেখে এগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম রেখেছেন। জাহেলিয়া যুগে আরবেও এসব নামেই মনযিলসমূহ চিহ্নিত হতো। কুরআনপাক এসব পারিভাষিক নামের উর্ধ্বে। চন্দ্র বিশেষ বিশেষ দিনে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, কুরআন মনযিল বলে শুধু সে দূরত্বকেই বুঝিয়ে থাকে।

সূরা ইউনূসে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সূরা ইউনূসের আয়াত এই : وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ এতে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। পার্থক্য এই যে, চন্দ্রের মনযিলসমূহ চাক্ষুস চোখে চেনা যায় এবং সূর্যের মনযিলসমূহ অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবের মাধ্যমে জানা যায়। حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ বাক্যে মাসের শেষে চাঁদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। চাঁদ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হওয়ার পর হ্রাস পেতে পেতে মাসের শেষে ধনুকের আকার ধারণ করে। আরবদের পরিবেশ উপযোগী "শুষ্ক খেজুর শাখার মতো" এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। فَلَكٌ -এর শাব্দিক অর্থ আকাশ নয়, বরং সেই বৃত্ত যাতে কোনো গ্রহ বিচরণ করে। সূরা আম্বিয়ায় এ আয়াত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বুঝা যায়, চন্দ্র আকাশগাত্রে প্রোথিত নয়। বাৎলীমুসীয় মতবাদ প্রমাণ করে যে, চন্দ্র আকাশগাত্রে প্রোথিত। কুরআনের আয়াত থেকে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের নীচে এক বিশেষ কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক গবেষণা এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণের ঘটনাবলি এ বিষয়টিকে নিশ্চিত করেছে।

وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ : এতে সমুদ্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে কুদরতের বহিঃপ্রকাশ আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নৌকাসমূহকে স্বয়ং ভারী বস্তু দ্বারা বোঝাই হওয়া সত্ত্বেও পানির উপর চলার যোগ্য করে দিয়েছেন। পানি এগুলোকে নিমজ্জিত করার পরিবর্তে দূর-দূরান্তের দেশে পৌঁছে দেয়। আয়াতে বলা হয়েছে, আমি তাদের সন্তানসন্ততিকে নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। এখানে সন্তানসন্ততির কথা বলার কারণ সম্ভবত এই যে, সন্তানসন্ততি মানুষের বড় বোঝা। বিশেষত যখন তারা চলাফেরার যোগ্য না থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তোমারাই কেবল নৌকাসমূহে আরোহণ করো না, বরং সন্তান-সন্ততি ও তাদের সমস্ত আসবাবপত্রই এসব নৌকা বহন করে। وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهٖ مَا يَرْكَبُوْنَ বাক্যের অর্থ এই যে, মানুষের আরোহণ ও বোঝা বহনের জন্যে কেবল নৌকাই নয়, নৌকার অনুরূপ আরো যানবাহন সৃষ্টি করেছি। আরবরা তাদের প্রথা অনুযায়ী এর অর্থ নিয়েছে উটের সওয়ারী। কারণ, বোঝা বহনে উট সমস্ত জন্তুর সেরা। বড় বড় বোঝার স্তুপ নিয়ে দেশ-বিদেশ সফর করে। তাই আরবরা উটকে سَفِيْنَةُ الْبَرِّ অর্থাৎ স্থলের জাহাজ বলে থাকে।

কুরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ : কিন্তু কুরআন এখানে উট, অথবা অন্য কোনো বিশেষ যানবাহনের উল্লেখ করেনি; বরং অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে। ফলে এতে এমন সব যানবাহন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা অধিকতর মানুষ ও তাদের আসবাবপত্র বহন করে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে দয়ে। এটা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান যুগে যেসব যানবাহন প্রচলিত আছে তন্মধ্যে আয়াতে প্রধানতঃ উড়োজাহাজই বোঝানো হয়েছে। নৌকার সাথে এর উপমাও এর সমর্থন করে। পানির জাহাজ যেমন পানির উপর সন্তরণ করে। পানি তাকে নিমজ্জিত করে না, তেমনি উড়োজাহাজ বাতাসে সন্তরণ করে। বাতাস তাকে নীচে ফেলে দেয় না। কুরআন পাক আলোচ্য বাক্যটি অস্পষ্ট রেখেছে, যাতে কেয়ামত পর্যন্ত যত যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সবই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পৃথিবীও আকাশ ইত্যাদিতে আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে আল্লাহর পরিচয় লাভ ও তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া এ দাওয়াত কবুলের ফলস্বরূপ জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত ও সুখের ওয়াদা এবং কবুল না করার কঠোর শাস্তির সতর্কবাণীও বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ও পরবর্তী আয়াতসমূহে মক্কার কাফেরদের বক্রতা বিবৃত হয়েছে যে, তাদের উপর ছওয়াবের ওয়াদা কিংবা ভীতি প্রদর্শন কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে কাফেরদের সাথে মুসলমানদের দু'টি সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানরা যখন তাদের বলে, তোমরা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করো, যা দুনিয়াতেই তোমাদের সামনেও আসতে পারে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই। তোমরা শাস্তিকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করলে তা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। কিন্তু তারা একথা শুনেও মুখ ফিরিয়ে নেয়। আয়াতে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, পরবর্তী আয়াতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার উল্লেখ থেকে এখানেও মুখ ফিরিয়ে নেওয়া প্রমাণিত হয়। এছাড়া ব্যাকরণিক নিয়মে إِذَا قِيلَ শর্ত। এর جَزَاءٌ হিসেবে أَعْرَضُوا শব্দটি উহ্য রয়েছে। এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াতের مُعْرِضِينَ শব্দটি। এতে বলা হয়েছে, তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার যে কোনো আয়াত আসে, তারা তা থেকে কেবল মুখই ফিরিয়ে নেয়।

পরোক্ষভাবে রিজিক প্রাপ্তির রহস্য : দ্বিতীয় সংলাপ এই যে, মুসলমানরা গরীব মিসকীনকে সাহায্য করার জন্য এবং ক্ষুধার্তকে খাদ্যদানের জন্য কাফেরদেরকে বলত যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে কিছু অভাবগ্রস্তদেরকেও দান কর। এর জবাবে তারা ঠাট্টা করে বলত, তোমরাই বল যে, সবার রিজিকদাতা আল্লাহ্। তিনিই তাদেরকে দেননি; অতএব আমরা কেন দেব? তোমাদের এই উপদেশ প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা। কেননা তোমরা আমাদেরকে রিজিকদাতা বানাতে চাও। বলাবাহুল্য, কাফেররাও আল্লাহ্ তা'আলাকে রিজিকদাতা বলে স্বীকার করত। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে–

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ

অর্থাৎ আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছে, অতঃপর পৃথিবীতে উদ্ভিদের জীবন সঞ্চারিত হয়েছে এবং নানা করম ফল-মূল উদগত হয়েছে? তবে তারা স্বীকার করবে, আল্লাহ্ তা'আলাই বর্ষণ করেছেন।

এ থেকে জানা গেল যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলাকেই রিজিকদাতা বলে বিশ্বাস করত। কিন্তু মুসলমানদের জবাবে ঠাট্টার ছলে উপরিউক্ত কথা বলেছে। এ বোকারা যেন আল্লাহর পথে ব্যয় এবং গরীবদের সাহায্য করাকে আল্লাহর রিজিকদাতা হওয়ার পরিপন্থি মনে করত। রিজিকদাতা আল্লাহর প্রজ্ঞাময় আইন এই যে, তিনি একজনকে দান করে অন্যজনকে দেওয়ার মাধ্যম করেন এবং এই মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অন্যদেরকে দেন। তিনি সবাইকে নিজে প্রত্যক্ষভাবে রিজিক দিতেও সক্ষম। জীব-জন্তু, কীট পতঙ্গ ও পশু-পক্ষীকে তিনি এমনিভাবে রিজিক দান করেন। তাদের মধ্যে কেউ দরিদ্র ও কেউ ধনী নেই এবং কেউ কাউকে কিছু দেয়ও না। সবাই প্রকৃতির দস্তরখান থেকে আহার করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রাণসঞ্চার করার জন্য রিজিকের ব্যাপারে একজনকে অপরজনের মাধ্যম করা হয়েছে, যাতে দাতা ছওয়াব পায় এবং গ্রহিতা তার অনুগ্রহ স্বীকার করে। কেননা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার উপরই সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়েছে। এই ভিত্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে, যখন মানুষ একে অপরের মুখাপেক্ষী হয়; দরিদ্র ধনীর পয়সার মুখাপেক্ষী হয় এবং ধনী দরিদ্রের শ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং তাদের কেউ কারো প্রতি অমুখাপেক্ষী না হয়। চিন্তা করলে দেখা যায়, কারো প্রতি কারো কোনো ঋণ নেই। একজন অপরজনকে কিছু দিলে নিজের স্বার্থেই দান করে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কাফেররা তো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসই রাখে না এবং ফেকাহবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী তারা খুঁটিনাটি বিধানাবলি পালনে আদিষ্টও নয়। এমতাবস্থায় মুসলমানরা কীসের ভিত্তিতে কাফেরদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আদেশ দিত? এর উত্তর এই যে, মুসলমানদের এই আদেশ কোনো শরিয়তগত বিধান পালন করানোর উদ্দেশ্যে নয়, বরং মানবিক সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধের প্রচলিত ভিত্তিতে ছিল।

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً : কাফেররা যে مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ বলে ঠাট্টা ও পরিহাসছলে মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করত, তোমরা যে কিয়ামতের প্রবক্তা, তা কোন বছর ও কোন তারিখে সংঘটিত হবে? বর্ণিত আয়াতে তারই জবাব দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রশ্ন বাস্তব বিষয় জানার জন্য বরং নিছক ঠাট্টা ও পরিহাসের ছলে ছিল। জানার জন্য হলেও কিয়ামতের সন-তারিখের নিশ্চিত জ্ঞান কাউকে না দেওয়াই আল্লাহর রহস্যের দাবি ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এ জ্ঞান তাঁর নবী-রাসূলকেও দান করেননি। নির্বোধদের এই প্রশ্ন অনর্থক ও বাজে ছিল বিধায় এর জবাবে কিয়ামতের তারিখ বর্ণনা করার পরিবর্তে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, যে বিষয়ের আগমন অবশ্যম্ভাবী তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং সন-তারিখ খোঁজাখুঁজিতে সময় নষ্ট না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিয়ামতের খবর শুনে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সৎকর্ম সম্পাদন করাই ছিল বিবেকের দাবি, কিন্তু তারা এমনি গাফেল যে, কিয়ামতের আগমনের পর তারা যেন চিন্তা করার অপেক্ষায় আছে। তাই বলা হয়েছে যে, তারা কিয়ামতের অপেক্ষা করছে। অথচ কিয়ামত হবে একটি মাত্র মহানাদ যা তাদেরকে তখন অতর্কিতে আঘাত হানবে, যখন তারা নিজেদের কাজ-কারবার ও পারস্পরিক লেন-দেনের বাক-বিতণ্ডায় ব্যস্ত থাকবে। সবাই তদবস্থায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে।

হাদীসে আছে, দুই ব্যক্তি বস্ত্র ক্রয়-বিক্রয়ে রত থাকবে; সামনে বস্ত্র খোলা থাকবে আর এমতাবস্থায় হঠাৎ কিয়ামতের আগমন হবে এবং তারা বস্ত্রটি ভাঁজ করারও অবকাশ পাবে না। কোনো ব্যক্তি হয়তো তার চৌবাচ্চাটিতে মাটি দ্বারা লেপ দিতে থাকবে এবং তদবস্থায়ই মরে যাবে। -(কুরতুবী)

فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَآ إِلٰى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ : অর্থাৎ তখন যারা একত্র হবে, তারা একজন অপরজনকে কোনো কাজের অসিয়ত করারও সুযোগ পাবে না এবং যারা বাইরে থাকবে, তারা ঘরে প্রত্যাবর্তন করারও সময় পাবে না; আপন আপন জায়গায় মরে পড়ে থাকবে। প্রথম ফুঁকের এই ঘটনায় সমগ্র বিশ্ব আকাশ ও পৃথিবী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে।

এরপর বলা হয়েছে- وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ - أَجْدَاثٌ শব্দটি جَدَثٌ -এর বহুবচন। অর্থ- কবর। يَنْسِلُوْنَ শব্দটি نَسَلَانٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ- দ্রুত চলা। অন্য এক আয়াতে আছে- يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا অর্থাৎ তারা দ্রুত কবর থেকে বের হবে।

এক আয়াতে বলা হয়েছে- فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ অর্থাৎ হাশরের সময় মানুষ কবর থেকে উঠে দেখতে থাকবে। এ বক্তব্য পূর্ববর্তী বক্তব্যের পরিপন্থি নয়। কারণ প্রথমাবস্থায় বিস্মিত হয়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে থাকবে এবং পরে দ্রুত গতিতে হাশরের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

কুরআনের আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশতাগণ সবাইকে ডেকে হাশরের ময়দানে আনবে। এতে বুঝা যায় যে, মানুষ স্বেচ্ছায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে না; বরং ফেরেশতাগণের ডাকার কারণে বাধ্যতামূলকভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে উপস্থিত হবে।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا : কাফেররা কবরেও আরামে ছিল না; বরং কবরে আজাবে পতিত ছিল। কিন্তু কিয়ামতের আজাবের তুলনায় সে আজাবকে আরাম বলেই মনে হবে। তাই তারা বলবে, কে আমাদেরকে কবর থেকে বের করল? সেখানে থাকলেই তো ভালো হতো। ফেরেশতাগণ অথবা মুমিনগণ এর জবাবে বলবে-

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ অর্থাৎ করুণাময় আল্লাহ যে কিয়ামতের ওয়াদা দিয়েছিলেন, এই হলো সে কিয়ামত। রাসূলগণ তোমাদেরকে সেই সত্য সংবাদই শুনিয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা ভ্রুক্ষেপ করনি। এখানে আল্লাহর 'রহমান' গুণটি উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি তো স্বীয় রহমতেই তোমাদের জন্য এ আজাব থেকে বেঁচে থাকার বহু ব্যবস্থা করেছিলেন। পূর্বাহ্নে এর ওয়াদা দেওয়া এবং কিতাব ও পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে এর খবর তোমাদের কাছে পৌছানো আল্লাহর 'রহমান' গুণেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

عَادَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْدُ মূলবর্ণ (ع - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ- তা এরূপ হয়ে যায়।

عُرْجُوْن : একবচন, বহুবচন عراجين অর্থ- খেজুরের শাখা।

يَنْبَغِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْبِغَاءُ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তার সাধ্য।

فَلَكٌ : একবচন, বহুবচন فلك. افلاك অর্থ- চক্র, কক্ষপত্র, আকাশ।

اَلْمَشْحُوْن : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব فَتَحَ মাসদার اَلشَّحْنُ মূলবর্ণ (ش - ح - ن) জিনস صحيح অর্থ- বোঝাইকৃত।

يُنْقَذُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْقَاذُ মূলবর্ণ (ن - ق - ذ)

قِيْلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– বলা হবে।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اَنْفِقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْفَاقُ মূলবর্ণ (ن - ف - ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা ব্যয় কর।

نُطْعِمُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطْعَامُ মূলবর্ণ (ط - ع - م) জিনস صحيح অর্থ– আমরা কী খাওয়াব।

يَخِصِّمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِخْتِصَامُ মূলবর্ণ (خ - ص - م) জিনস صحيح অর্থ– তারা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করতে থাকবে।

لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطَاعُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা সুযোগ পাবে না, সক্ষম হবে না।

نُفِخَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّفْخُ মূলবর্ণ (ن - ف - خ) জিনস صحيح অর্থ– ফুৎকার দেওয়া হবে।

اَجْدَاثٌ : বহুবচন, একবচন جدث অর্থ– কবরসমূহ।

يَنْسِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلنَّسْلُ মূলবর্ণ (ن - س - ل) জিনস صحيح অর্থ– ছুটে চলবে।

مَرْقَدِنَا : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرُّقُوْدُ মূলবর্ণ (ر - ق - د) জিনস صحيح অর্থ– আমাদের কবর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاِنْ نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُوْنَ : এখানে واو অব্যয়টি عاطفة এবং اِنْ হলো شرط -এর হরফ এবং نُغْرِقْهُمْ হলো شرط -এর ফেল এবং نَحْنُ -এর ন্যায় উহ্য যমীর হলো তার ফায়েল আর نَشَأْ হলো شرط -এর جواب অতঃপর فاء অব্যয়টি عطف -এর হরফ তবে ইবনে আতিয়্যা (র.) বলেন, এখানে فاء টি استئناف -এর জন্য এসেছে। যাই হোক لَا হলো لاء نافية للجنس এবং صَرِيْخَ শব্দটি علامة الفتح -এর উপর مبنى হয়ে তার ইসম, আর لَهُمْ হলো তার খবর। অতঃপর واو হলো عاطفة এবং لا হলো نافية للجنس আর هُمْ হলো মুবতাদা এবং يُنْقَذُوْنَ বাক্যটি তার خبر এখানে يُنْقَذُوْنَ হলো فعل مضارع مجهول مرفوع এবং واو হলো তার نائب فاعل

–(ই'রাবুল কুরআন : ৬/৩৩২)

অনুবাদ	আয়াত
৫৩. তা কেবল একটি তীব্র ধ্বনি হবে, যার ফলে তাদের সকলকে অকস্মাৎ সমবেতভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।	إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾
৫৪. বস্তুত সেদিন কারো উপর একটুও অবিচার করা হবে না এবং তোমরা কেবল সে সমস্ত কার্যেরই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে যা তোমরা করতে।	فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾
৫৫. [এটা হবে দোজখীদের অবস্থা, আর] নিঃসন্দেহে বেহেশতবাসীগণ সেদিন নিজ নিজ কার্যে প্রফুল্ল থাকবে।	إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فٰكِهُونَ ﴿٥٥﴾
৫৬. তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ স্নিগ্ধ ছায়াতলে পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে বসে থাকবে।	هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلٰلٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٦﴾
৫৭. [এবং] তাদের জন্য সেখানে [সর্ববিধ] ফলাদি থাকবে এবং তারা যা কামনা করবে তাই পাবে,	لَهُمْ فِيهَا فٰكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾
৫৮. [এবং] তাদেরকে সালাম বলা হবে, দয়াময় প্রতিপালকের পক্ষ হতে।	سَلٰمٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾
৫৯. আর [বলা হবে,] হে অপরাধীরা! আজ তোমরা [মু'মিনগণ হতে] পৃথক হয়ে যাও।	وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾
৬০. আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করে দেইনি– হে আদম সন্তানগণ [এবং হে জিনগণ]! তোমরা শয়তানের পূজা করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً তা কেবল একটি তীব্র ধ্বনি হবে فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ যার ফলে তাদের সকলকে অকস্মাৎ সমবেতভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।

৫৪. فَالْيَوْمَ বস্তুত সেদিন لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا কারো উপর একটুও অবিচার করা হবে না وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا এবং তোমরা কেবল সে সমস্ত কার্যেরই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ যা তোমরা করতে।

৫৫. إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ নিঃসন্দেহে বেহেশতবাসীগণ الْيَوْمَ সেদিন فِي شُغُلٍ فٰكِهُونَ নিজ নিজ কার্যে প্রফুল্ল থাকবে।

৫৬. هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ فِي ظِلٰلٍ স্নিগ্ধ ছায়াতলে عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِئُونَ পালঙ্কের উপর হেলান দিয়ে বসে থাকবে।

৫৭. لَهُمْ فِيهَا তাদের জন্য সেখানে থাকবে فٰكِهَةٌ (সর্ববিধ) ফলাদি وَلَهُمْ এবং তারা তা-ই পাবে مَا يَدَّعُونَ যা কামনা করবে।

৫৮. سَلٰمٌ قَوْلًا তাদেরকে সালাম বলা হবে مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ দয়াময় প্রতিপালকেরপক্ষ থেকে।

৫৯. وَامْتَازُوا আর (বলা হবে) তোমরা (মুমিনদের থেকে) পৃথক হয়ে যাও الْيَوْمَ আজ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ হে অপরাধীরা!

৬০. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করে দেইনি يٰبَنِي آدَمَ হে আদম সন্তানগণ (এবং হে জিনগণ) أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ তোমরা শয়তানের পূজা করো না إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৬১. আর এটা [-ও] যে, তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর; এটাই সরল পথ।	وَّاَنِ اعْبُدُوْنِيْ ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾
৬২. এবং [এটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে,] সে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে তোমাদের মধ্যকার এক বিরাট দলকে; তবুও তোমরা বুঝলে না?	وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٢﴾
৬৩. [এখন দেখ,] এটাই দোজখ, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হতো।	هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. আজ নিজেদের কুফরির প্রতিফলস্বরূপ এতে প্রবেশ কর।	اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আজ আমি তাদের মুখসমূহে মোহর মেরে দেব এবং তাদের হস্তসমূহ আমার সম্মুখে কথা বলবে এবং তাদের পদসমূহ সাক্ষ্য দিবে– যা কিছু তারা করত।	اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰۤى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. আর যদি আমি চাইতাম, তবে তাদের চক্ষুসমূহ বিলীন করে দিতাম, অতঃপর তারা পথের দিকে ছুটাছুটি করত, তখন তারা কীরূপে দেখতে পেত?	وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰۤى اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদের আকৃতিই পরিবর্তন করে দিতাম, এমন অবস্থায় যে, তারা যেখানে আছে সেখানেই থেকে যেত, যদ্দরুন তারা না পারত সম্মুখে অগ্রসর হতে আর না পারত পশ্চাতে ফিরে যেতে।	وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬১. وَاَنِ اعْبُدُوْنِيْ আর এটা (-ও) যে, তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ এটাই সরল পথ।

৬২. وَلَقَدْ اَضَلَّ এবং সে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে مِّنْكُمْ তোমাদের মধ্যকার جِبِلًّا كَثِيْرًا এক বিরাট দলকে اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ তবুও তোমরা বুঝলে না।

৬৩. هٰذِهٖ جَهَنَّمُ এটাই দোজখ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হতো।

৬৪. اِصْلَوْهَا এতে প্রবেশ কর اَلْيَوْمَ আজ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ নিজেদের কুফরির প্রতিফলস্বরূপ।

৬৫. اَلْيَوْمَ আজ نَخْتِمُ আমি মোহর মেরে দিব عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ তাদের মুখসমূহে وَتُكَلِّمُنَا এবং আমার সম্মুখে কথা বলবে اَيْدِيْهِمْ তাদের হস্তসমূহ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ এবং তাদের পদসমূহ সাক্ষ্য দিবে بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ যা কিছু তারা করত।

৬৬. وَلَوْ نَشَآءُ আর যদি আমি চাইতাম لَطَمَسْنَا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ তবে তাদের চক্ষুসমূহ বিলীন করে দিতাম فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ অতঃপর তারা পথের দিকে ছুটোছুটি করত فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ তখন তারা কীরূপে দেখত পেত?

৬৭. وَلَوْ نَشَآءُ আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম لَمَسَخْنٰهُمْ তবে তাদের আকৃতিই পরিবর্তন করে দিতাম عَلٰى مَكَانَتِهِمْ এমন অবস্থায় যে, তারা যেখানে আছে সেখানেই থেকে যেত فَمَا اسْتَطَاعُوْا যদ্দরুন তারা না পারত مُضِيًّا وَّ لَا সম্মুখে অগ্রসর হতে আর না (পারত) يَرْجِعُوْنَ পশ্চাতে ফিরে যেতে।

৬৮. আর যাকে আমি দীর্ঘায়ু প্রদান করি, তার স্বাভাবিক অবস্থা উল্টিয়ে দেই; তবুও কি তারা বুঝে না?	وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾
৬৯. আর আমি তাঁকে কবিত্বের জ্ঞানদান করিনি এবং তা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়; [তাঁকে যা দেওয়া হয়েছে] তা তো শুধু উপদেশ এবং বিধানাবলি প্রকাশকারী একটি আসমানি কিতব।	وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾
৭০. যেন এমন ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করবে, যে জীবিত এবং যেন কাফেরদের উপর [আজাবের] প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যায়।	لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৮. وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ আর যাকে আমি দীর্ঘায়ু প্রদান করি نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ তার স্বাভাবিক অবস্থা উল্টিয়ে দেই أَفَلَا يَعْقِلُونَ তবুও কি তারা বুঝে না।

৬৯. وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ আমি তাঁকে কবিত্বের জ্ঞান দান করিনি وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ এবং তা তার জন্য শোভনীয়ও নয় إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ তা তো শুধু উপদেশ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ এবং বিধানাবলি প্রকাশকারী একটি আসমানি কিতাব।

৭০. لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا যেন এমন ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করবে যে জীবিত وَّيَحِقَّ الْقَوْلُ এবং যেন (আজাবের) প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যায় عَلَى الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের উপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ أَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِيْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ : জাহান্নামীদের দূরবস্থা বর্ণনা করার পর কিয়ামতে জান্নাতীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তাদের চিত্তবিনোদনে মশগুল থাকবে। فٰكِهُوْنَ -এর অর্থ আনন্দিত, স্বাচ্ছন্দ্যশীল; فِيْ شُغُلٍ এর এক অর্থ এমনও হতে পারে যে, তারা জাহান্নামীদের দূরবস্থা থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে। এস্থলে فِيْ شُغُلٍ সংযুক্ত করার কারণ এ ধারণা নিরসন করাও হতে পারে যে, জান্নাতে ফরজ-ওয়াজিব কোনো ইবাদতই থাকবে না এবং জীবিকা উপার্জনেরও কোনো প্রয়োজন থাকবে না। এমন বেকার অবস্থায় মানুষ সাধারণত অস্বস্তি বোধ করে। তাই বলা হয়েছে যে, জান্নাতীরা বিনোদনমূলক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে। কাজেই অস্বস্তিবোধ করার প্রশ্নই দেখা দেয় না।

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ : أَزْوَاجٌ শব্দের অর্থে জান্নাতের হুর এবং দুনিয়ার স্ত্রী সবাই অন্তর্ভুক্ত।

وَلَهُمْ مَا يَدَّعُوْنَ :শব্দটি دَعْوَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ– আহবান করা। অর্থাৎ জান্নাতীরা যে বস্তুকেই ডাকবে, তা পেয়ে যাবে। কুরআন কারীম এক্ষেত্রে يَسْئَلُوْنَ বলেনি। কেননা চেয়ে লাভ করাও এক প্রকার শ্রম ও কষ্ট, যা থেকে জান্নাত পবিত্র। যেখানে প্রতিটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীই উপস্থিত থাকবে।

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ : হাশরের ময়দানে প্রথমে মানুষ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সমবেত হবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে- كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ অর্থাৎ তারা হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো। কিন্তু পরে কর্মের ভিত্তিতে তাদেরকে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে। কাফের, মুমিন, সৎকর্মী ও অসৎকর্মী লোকগণ পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে– وَإِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ অর্থাৎ যখন মানুষকে জোড়া জোড়া করা হবে। আলোচ্য আয়াতেও এই পৃথকীকরণ ব্যক্ত করা হয়েছে।

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِيْٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ : অর্থাৎ সমস্ত মানুষ এমনকি, জিনদেরকেও কিয়ামতের দিন বলা হবে, আমি কি তোমাদের দুনিয়াতে শয়তানের ইবাদত না করার আদেশ দেইনি? এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাফেররা সাধারণত শয়তানের ইবাদত করত না বরং দেব-দেবি অথবা অন্য কোনো বস্তুর পূজা করত। কাজেই তাদেরকে শয়তানের ইবাদত করার অভিযোগে কেমন করে অভিযুক্ত করা যায়? জবাব এই যে, প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারো আনুগত্য করার নামই ইবাদত। তারাও চিরকাল শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ করেছিল বিধায় তাদেরকে শয়তানের ইবাদতকারী বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থের মহব্বতে এমন সব কাজ করে, যা দ্বারা অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রীর মহব্বতে এমন সব কাজ করে যা দ্বারা স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়, হাদীসে তাদেরকে অর্থের দাস ও স্ত্রীর দাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কোনো কোনো সূফী বুজুর্গের ভাষণে নফসের অনুসরণকে মূর্তি পূজা বলা হয়েছে। এর অর্থও নফসের কামনা-বাসনা মেনে চলা; প্রকৃত কুফর ও শিরক উদ্দেশ্য নয়।

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ : হাশরে হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিতির সময় প্রথমে প্রত্যেকেই যা ইচ্ছা ওজর বর্ণনা করার স্বাধীনতা পাবে। মুশরিকরা সেখানে কসম করে কুফর ও শিরক করার কথা অস্বীকার করবে। তারা বলবে– وَاللّٰهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ কেউ বলবে, আমাদের আমলনামায় ফেরেশতা যা কিছু লিখেছে, আমরা তা থেকে মুক্ত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখে মোহর এঁটে দিবেন, যাতে তারা কোনো কিছুই বলতে না পারে। অতঃপর তাদেরই হাত, পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা বলার যোগ্যতা দান করা হবে। তারা কাফেরদের যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য দিবে। আলোচ্য আয়াতে হাত ও পায়ের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অন্য আয়াতে মানুষের কর্ণ, চক্ষু ও চর্মের সাক্ষ্যদানের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে : شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে : تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ অর্থাৎ তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দিবে। এটা আলোচ্য আয়াতের অর্থাৎ মুখে মোহর এটে দেওয়ার পরিপন্থি নয়। কেননা, মোহর করার উদ্দেশ্য এই যে, তারা নিজ ক্ষমতায় কিছু বলতে পারবে না। তাদের জিহ্বাও তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিবে।

এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাকশক্তি কোথা থেকে আসবে, এ প্রশ্নের জবাব কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে যে, اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলবে যে, যে আল্লাহ প্রত্যেক বাকশক্তিসম্পন্নকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন।

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ : نُعَمِّرْ শব্দটি تَعْمِيْر থেকে উদ্ভূত। অর্থ– দীর্ঘায়ু দান করা। نُنَكِّسْ শব্দটি تَنْكِيْس থেকে উদগত। অর্থ– উপুড় করা। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার আরও একটি বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণী সর্বদা আল্লাহর কর্মের অধীনে থাকে এবং তাঁর কর্ম তাদের মধ্যে অবিরাম অব্যাহত থাকে। একটি নোংরা ও নিষ্প্রাণ ফোঁটা থেকে তাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। জননীর গর্ভাশয়ের তিন অন্ধকারে এই ক্ষুদ্র জগতের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এই অস্তিত্বের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর আত্মা সঞ্চার করে তাকে জীবিত করা হয়েছে। নয় মাস জননী গর্ভে লালিত পালিত হয়ে সে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করেছে এবং পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে। পূর্ণাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিটি অঙ্গ দুর্বল প্রকৃতির। তাই তার উপযুক্ত খাদ্য তার মায়ের স্তনে সৃষ্টি করে তাকে ধাপে ধাপে শক্তি দান করেছেন। অতঃপর যৌবন পর্যন্ত অনেক স্তর অতিক্রম করে তার যাবতীয় শক্তি সুঠাম ও সবল হয়েছে। ফলে সে শক্তি ও শৌর্য দাবি করতে শুরু করেছে এবং তার মধ্যে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার মনোবল সৃষ্টি হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ যখন ইচ্ছা করলেন, তখন তার সমস্ত বল ও শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এই হ্রাসপ্রাপ্তিও অনেক স্তর অতিক্রম করে অবশেষে বার্ধক্যের শেষ সীমানায় উপনীত হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এখানে পৌঁছে সে আবার সেই স্তরেই পৌঁছে গেছে, যে স্তরটি শৈশবে অতিক্রম করেছিল। তার সকল অভ্যাস ও ক্রিয়াকর্ম বদলে গেছে। যেসব বস্তু এক সময় তার সর্বাধিক প্রিয় ছিল, সেগুলোই এখন সর্বাধিক ঘৃণিত হয়ে গেছে। পূর্বে যা ছিল সুখের বিষয়, এখন তা হয়ে গেছে কষ্টের বিষয়। আলোচ্য আয়াতে একেই উপুড় করা বলা হয়েছে। জনৈক কবি চমৎকার বলেছেন :

مَنْ عَاشَ اَخْلَقَتِ الْاَيَّامُ جِدَّتَهٗ ۝ وَخَانَهٗ ثِقَتَاهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবিত থাকবেন, কালের আবর্তন তার নতুনত্ব ও শক্তিমত্তাকে জীর্ণ ও মলিন করে দিবে এবং তার সর্বপ্রধান দুই বন্ধু অর্থাৎ শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে পৃথক হয়ে যাবে।

মানুষ দুনিয়াতে চোখে দেখা অথবা কানে শোনা বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক আস্থা পোষণ করে। বার্ধক্যে পৌছলে এগুলোও আর আস্থাভাজন থাকে না। শ্রবণশক্তির দুর্বলতার কারণে কথাবার্তা পূর্ণরূপে বুঝা কঠিন হয় এবং দৃষ্টিশক্তির বৈকল্যের কারণে সঠিকভাবে দেখা দুরূহ হয়ে পড়ে। মুতানাব্বী তাই বলেছেন :

وَمَنْ صَحِبَ الدُّنْيَا طَوِيْلاً تَقَلَّبَتْ ۝ عَلٰى عَيْنِهٖ حَتّٰى يَرٰى صِدْقَهَا كِذْبًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করে, তার চোখের সামনেই দুনিয়া পাল্টে যায়। ফলে পূর্বে যে বিষয়কে সত্য মনে করত, তা মিথ্যা প্রতীয়মান হতে থাকে।

মানুষের অস্তিত্বে এসব পরিবর্তন যেমন আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, তেমনি এতে মানুষের প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহও বিদ্যমান। স্রষ্টা মানুষের অস্তিত্বে যেসব শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সরকারী যন্ত্রপাতি। এগুলো তাকে দান করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এগুলোর মালিক তুমি নও এবং এগুলো চিরস্থায়ীও নয়। অবশেষে তোমার কাছ থেকে ফেরতও নেওয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে সবগুলো শক্তি একযোগে ফেরত নেওয়া বাহ্যত সঙ্গত ছিল। কিন্তু করুণাময় আল্লাহ এগুলো ফেরত নেওয়ার জন্যও দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং ক্রমান্বয়ে ফেরত নিয়েছেন, যাতে মানুষ সাবধান হয়ে পরকালের সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ নবুয়ত অমান্যকারী কাফেররা মানুষের মনে কুরআনের বিস্ময়কর প্রভাবের কথা অস্বীকার করতে পারত না। কারণ এটা ছিল সাধারণ প্রত্যক্ষ বিষয়। তাই তারা কখনো কুরআনকে জাদু এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জাদুকর বলত এবং কখনো কুরআনকে কবিতা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কবি বলে আখ্যা দিত। এভাবে তারা প্রমাণ করতে চাইত যে, এই অনন্য সাধারণ প্রভাব খোদায়ী কালাম হওয়ার কারণে নয়, বরং হয় এটা জাদু, যা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে। না হয় কবিতা, যা সাধারণের মনে সাড়া জাগাতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি নবীকে কবিতা ও কাব্য শিক্ষা দেইনি এবং তা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। সুতরাং তাঁকে কবি বলা ভ্রান্ত।

এখানে প্রশ্ন দেখা যায় যে, কাব্য রচনা আরব জাতির মজ্জাগত বিষয়। তাদের নারী ও বালক-বালিকারাও অনর্গল কবিতা বলে। কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে তারা সম্যক জ্ঞাত। সুতরাং তারা কীসের ভিত্তিতে কুরআনকে কবিতা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কবি বলেছে? কারণ, কুরআনতো কবিতার ছন্দ ও শেষ অক্ষরের মিল মেনে চলেনি। একে কোনো মূর্খ এবং কাব্যচর্চা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও কবিতা বলতে পারে না।

এর জবাব এই যে, কবিতা আসলে কাল্পনিক স্বরচিত বিষয়কে বলা হয়, তা পদ্যেই হোক অথবা গদ্যে। কুরআনকে কবিতা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কবি বলার পিছনে কাফেরদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁর আনীত কালাম নিছক কাল্পনিক গল্প-গুজব। অথবা তারা বুঝাতে চেয়েছিল যে, পদ্য ও কবিতা যেমন বিশেষ প্রভাব রাখে, এর প্রভাবও ঠিক তেমনি। ইমাম জাসসাস (র.) রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আয়েশা (রা.)-কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কোনো কবিতা আবৃত্তি করতেন কি? তিনি উত্তরে বললেন, সাধারণত করতেন না। তবে ইবনে-তুরফার এক পংক্তি কবিতা তিনি একবার আবৃত্তি করেছিলেন। পংক্তিটি এই :

سَتُبْدِيْ لَكَ الْاَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلاً ۝ وَيَاْتِيْكَ بِالْاَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ

তিনি একে ছন্দ পরিবর্তন করে مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ بِالْاَخْبَارِ আবৃত্তি করলে হযরত আবূ বকর (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কবিতাটি এভাবে নয়। তখন তিনি বললেন, আমি কবি নই এবং কাব্যচর্চা আমার জন্য শোভনীয়ও নয়।

তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম আহমদ এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে কাছীর (র.)-ও তাঁর তাফসীরে এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ং কোনো কবিতা রচনা করা তো দূরের কথা, তিনি অন্যের রচিত কবিতা আবৃত্তি করাও নিজের জন্য শোভনীয় মনে করতেন না।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে তাঁর কিছু বাক্য কবিতার ছন্দ অনুযায়ী বর্ণিত রয়েছে। এগুলো কবিতার উদ্দেশ্যে নয়, ঘটনাচক্রে মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে। ঘটনাক্রমে দু'চারটি ছন্দযুক্ত বাক্য কারো মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলেই তাকে কবি বলা যায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই রহস্যভিত্তিক স্বাভাবিক অবস্থা থেকে এটা জরুরি হয় না যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায়ই নিন্দনীয়। কবিতা ও কাব্যচর্চা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধানাবলি সূরা শোয়ারার সর্বশেষ রুকূতে বর্ণিত হয়েছে। বিষয়টি সেখানে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مُحْضَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْضَارُ মূলবর্ণ (ح - ض - ر) জিনস صحيح অর্থ– এ সকল লোকদেরকে উপস্থিত করা হবে।

شُغُلٍ : একবচন, বহুবচন اَشْغَالٌ ও شُغُوْلٌ অর্থ– নিজ নিজ কার্যে ব্যস্ততা।

فَاكِهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفَكَاهَةُ ও اَلْفِكَةُ মূলবর্ণ (ف - ك - ه) জিনস صحيح অর্থ– প্রফুল্ল থাকবে।

ظِلٰلٍ : একবচন, বহুবচন اَظْلَالٌ অর্থ– স্নিগ্ধ ছায়া, শিতল ছায়া।

اَلْاَرَائِكِ : বহুবচন, একবচন اراك অর্থ– সোফা, পালঙ্ক, গদি, সিংহাসন।

مُتَّكِئُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّكَاءُ মূলবর্ণ (و - ك - ء) জিনস মুরাক্কাব (مثال واوى ও مهموز لام) অর্থ– ভর দিয়ে বসে থাকবে।

يَدَّعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِدِّعَاءُ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– কামনা করবে।

اِمْتَازُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِمْتِيَازُ মূলবর্ণ (م - ى - ز) জিনস اجوف يائى অর্থ– তোমরা পৃথক হয়ে যাও।

اِصْلَوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلصِّلْىُ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى ; هَا যমীর واحد مؤنث غائب মাফউলে বিহী। অর্থ– এতে প্রবেশ কর।

نَخْتِمُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَتْمُ মূলবর্ণ (خ - ت - م) জিনস صحيح অর্থ– আমি মোহর মেরে দিব।

اِسْتَبَقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِبَاقُ মূলবর্ণ (س - ب - ق) জিনস صحيح অর্থ– তারা ছুটাছুটি করত।

لَمَسَخْنَاهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَسْخُ মূলবর্ণ (م - س - خ) জিনস صحيح ; هم যমীর جمع مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ– আমি তাদের আকৃতিই পরিবর্তন করে দিতাম।

نُعَمِّرْهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْمِيْرُ মূলবর্ণ (ع - م - ر) জিনস صحيح অর্থ– যাকে আমি দীর্ঘায়ু করি।

نُنَكِّسْهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْكِيْسُ মূলবর্ণ (ن - ك - س) জিনস صحيح ; ه যমীর واحد مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ– তাকে উল্টিয়ে দেই।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ : إِنْ অব্যয়টি نافية এবং كَانَتْ হলো فعل ناقص -এর كَانَتْ হলো صَيْحَةً وَاحِدَةً এবং إلا হলো استثناء -এর হরফ। আর اَلصَّيْحَةُ শব্দটি উহ্য হলো -এর ফায়েল -এর খবর এবং فاء হলো حرف عطف ; اذا হলো الفجائية এবং هم হলো مبتدأ এবং جَمِيْعٌ হলো خبر আর لَدَيْنَا যরফটি হলো مُحْضَرُوْنَ -এর সাথে متعلق আর مُحْضَرُوْنَ শব্দটি হলো خبر ثانى অথবা جَمِيْعٌ -এর صفة।

–(ই'রাবুল কুরআন : ৬/৩৩৮)

৭১. এরা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাদের জন্য আমার [কুদরতের] হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর এরা এ সমস্তের মালিক হচ্ছে।	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾
৭২. এবং আমি সেই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, অনন্তর তার কতক তো তাদের বাহন, আর 'কতিপয়কে তারা আহার করে।	وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾
৭৩. আর এদের মধ্যে তাদের জন্য আরো অনেক উপকার রয়েছে এবং পানীয় দ্রব্যাদিও; তবুও কি তারা শোকর করে না?	وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾
৭৪. এবং তারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে রেখেছে এ আশায় যে, তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে।	وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾
৭৫. তারা তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করতেই পারে না, আর তারা তাদের জন্য এক [বিরোধী] দল হয়ে দাঁড়াবে, যাদেরকে উপস্থিত করা হবে।	لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٥﴾
৭৬. অতএব, তাদের কথা আপনার মনঃকষ্টের কারণ না হওয়া চাই। নিঃসন্দেহে আমি সবই অবগত আছি, যা তারা অন্তরে রাখে এবং যা প্রকাশ করে।	فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭১. أَوَلَمْ يَرَوْا এরা কি লক্ষ্য করেনি যে أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا আমার (কুদরতের) হাতে বস্তুসমূহের মধ্যে أَنْعَامًا চতুষ্পদ জন্তু فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ অতঃপর এরা এ সমস্তের মালিক হচ্ছে।

৭২. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ, এবং আমি সেই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছে فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ অনন্তর তার কতক তো তাদের বাহন وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ, আর কতিপয়কে তারা আহার করে।

৭৩. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, আর এদের মধ্যে তাদের জন্য আরো অনেক উপকার রয়েছে وَمَشَارِبُ, এবং পানীয় দ্রব্যাদিও أَفَلَا يَشْكُرُونَ তুবও কি তারা শোকর করে না?

৭৪. وَاتَّخَذُوا, এবং তারা সাব্যস্ত করে রেখেছে مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً আল্লাহ ভিন্ন অন্য উপাস্য لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ এ আশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

৭৫. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ তারা তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করতেই পারে না وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ, আর তারা তাদের জন্য এক (বিরোধী) দল হয়ে দাঁড়াবে مُّحْضَرُونَ যাদেরকে উপস্থিত করা হবে।

৭৬. فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ অতএব, তাদের কথা আপনার মনঃকষ্টের কারণ না হওয়া চাই إِنَّا نَعْلَمُ। নিঃসন্দেহ আমি সবই অবগত আছি مَا يُسِرُّونَ যা তারা অন্তরে রাখে وَمَا يُعْلِنُونَ, এবং যা প্রকাশ করে।

৭৭. মানুষ কি এটা জানে না যে, আমি তাকে শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি অতঃপর সে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে লাগল।	أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾
৭৮. আর সে আমার সম্বন্ধে এক অভিনব বিষয় বর্ণনা করল এবং সে নিজের মূল সৃষ্টিকে ভুলে গেল; সে বলে যে, কে জীবিত করবে এ হাড়গুলোকে, যখন তা পঁচে গেল?	وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾
৭৯. আপনি বলে দিন, ঐগুলোকে তিনিই পুনর্জীবিত করবেন– যিনি প্রথমবার ঐগুলোকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি করতেই সুবিজ্ঞ।	قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾
৮০. তিনি এরূপ– যিনি তাজা বৃক্ষ হতে তোমাদের জন্য অগ্নি উৎপাদন করে থাকেন, অতঃপর তোমরা তা হতে আরো অগ্নি প্রজ্বলিত কর।	الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾
৮১. আর যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি এতে সক্ষম নন যে, এতদনুরূপ মানুষকে [পুনর্বার] সৃষ্টি করেন; নিশ্চয় তিনি সক্ষম এবং তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।	أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৭. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ মানুষ কি এটা জানে না যে أَنَّا خَلَقْنَاهُ আমি তাকে সৃষ্টি করেছি مِن نُّطْفَةٍ শুক্রবিন্দু হতে فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ অতঃপর সে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে লাগল।

৭৮. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا আর সে আমার সম্বন্ধে এক অভিনব বিষয় বর্ণনা করল وَنَسِيَ خَلْقَهُ এবং সে নিজের মূল সৃষ্টিকে ভুলে গেল قَالَ সে বলে যে مَن يُحْيِي الْعِظَامَ কে জীবিত করবে এ হাড়গুলোকে وَهِيَ رَمِيمٌ, যখন তা পঁচে গেল।

৭৯. قُلْ আপনি বলে দিন يُحْيِيهَا ঐগুলোকে তিনিই পুনর্জীবিত করবেন الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ যিনি প্রথমবার ঐগুলোকে সৃষ্টি করেছেন وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, এবং তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি করতেই সুবিজ্ঞ।

৮০. الَّذِي جَعَلَ لَكُم তিনি এরূপ যিনি তোমাদের জন্য উৎপাদন করে থাকেন مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ তাজা বৃক্ষ হতে نَارًا অগ্নি فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ অতঃপর তোমরা তা হতে আরো অগ্নি প্রজ্বলিত কর।

৮১. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ আর যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন بِقَادِرٍ তিনি কি এতে সক্ষম নন যে عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم এতদনুরূপ মানুষকে (পুনর্বার) সৃষ্টি করবেন بَلَىٰ নিশ্চয় তিনি সক্ষম وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ এবং তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

৮২. যখন তিনি কোনো বস্তুকে [সৃষ্টি করতে] ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর নিয়ম এই যে, তিনি ঐ বস্তুকে বলেন, 'হও', অমনি তা হয়ে যায়।	إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾
৮৩. অতএব, তাঁরই সত্তা পবিত্রতম, যাঁর হস্তে রয়েছে প্রত্যেক কাজের পূর্ণ ক্ষমতা এবং তোমাদের সকলকে তাঁরই সমীপে ফিরে যেতে হবে।	فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮২. إِنَّمَا أَمْرُهُ তাঁর নিয়ম এই যে إِذَا أَرَادَ شَيْئًا যখন তিনি কোনো বস্তুকে (সৃষ্টি করতে) ইচ্ছা করেন তখন أَنْ يَقُولَ لَهُ তিনি ঐ বস্তুকে বলেন كُنْ হও فَيَكُونُ অমনি তা হয়ে যায়।

৮৩. فَسُبْحَانَ অতএব, তাঁরই সত্তা পবিত্রতম الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ যাঁর হস্তে রয়েছে প্রত্যেক কাজের পূর্ণ ক্ষমতা وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ এবং তোমাদের সকলকে তাঁরই সমীপে ফিরে যেতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ

শানে নুযূল :- রাসূল ﷺ -এর নিকট একদা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়েরের মতে আ'স ইবনে ওয়ায়েল সাহামী, হাছান (র.)-এর মতে, উবাই ইবনে খালফ একটি পুরাতন হাড় নিয়ে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! এ হাড়টি চূর্ণ হয়ে যাবার পরও কি আল্লাহ পুনরায় সৃষ্টি করবেন? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ তোমাকে পুনরায় জীবন দান করবেন এবং তোমাকে জাহান্নামে দেবেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[কুরতুবী ৫৪/১৫, তাবারী ৪৬৪/১০, দুররে মানছুর ২৬৯/৫]

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

শানে নুযূল : উবাই ইবনে খালফ রাসূল ﷺ -কে বলেছিল, এ হাড়কে চূর্ণ করে যদি বাতাসে উড়িয়ে দেই, তাহলেও কি আল্লাহ তা'আলা পুনরায় জমায়েত করবেন? উবাই ইবনে খালফ কর্তৃক সন্দেহের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ৫৪/১৫]

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ

শানে নুযূল : অভিযোগ আরোপ করা হলো যে, বীর্য হচ্ছে উষ্ণ তরল পদার্থ, যার মধ্যে জীবনপ্রাপ্তিতার উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বীর্য হতে জীবন লাভ করা সম্ভব। পক্ষান্তরে হাড় হচ্ছে শীতল শুষ্ক বস্তু, যার মধ্যে জীবন প্রাপ্তিতার কোনো উপাদান বিদ্যমান নেই। সুতরাং এ হাড় হতে কীভাবে পুনরায় জীবন লাভ করতে পারে? বিভ্রান্তিকর সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[কুরতুবী ৫৫/১৫]

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

-আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের উপকারিতা এবং প্রকৃতির অসাধারণ কারিগরি উল্লেখ করার সাথে আল্লাহ তা'আলার আরো একটি মহা অনুগ্রহ বিধৃত হয়েছে। তা এই যে, চতুষ্পদ জন্তু সৃজনে মানুষের কোনোই হাত নেই। এগুলো একান্তভাবে প্রকৃতির স্বহস্ত নির্মিত। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনকে কেবল চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা উপকার লাভের সুযোগ ও অনুমতিই দেননি ; বরং তাদেরকে এগুলোর মালিকও করে দিয়েছেন। ফলে তারা এগুলোতে সর্বপ্রকার মালিকসুলভ অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। নিজে এগুলোকে কাজে লাগাতে পারে অথবা বিক্রি করে সে মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

মালিকানার মূল কারণ আল্লাহর দান, পুঁজি ও শ্রম নয় : আজকাল নতুন নতুন অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে জোরেশোরে আলোচনা চলছে যে, বস্তুনিচয়ের মালিকানায় পুঁজি মূল কারণ, নাকি শ্রম? পুঁজিবাদি অর্থনীতির প্রবক্তারা পুঁজিকেই মূল

কারণ সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা শ্রমকে মালিকানার আসল কারণ আখ্যা দেয়। আর আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বস্তুনিচয়ের মালিকানায় এতদুভয়ের কোনোই প্রভাব নেই। কোনো বস্তুর সৃষ্টিই মানুষের করায়ত্ত নয়। এটা সরাসরি আল্লাহর কাজ। বুদ্ধি ও বিবেকের দাবি এই যে, যে ব্যক্তি যে বস্তু সৃষ্টি করে, তার মালিকও সেই হবে। এভাবে জগতের বস্তুনিচয়ের মধ্যে মূল ও সত্যিকার মালিকানা আল্লাহ তা'আলারই। যে কোনো বস্তুর মধ্যে মানুষের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর দানের কারণে হতে পারে। বস্তুনিচয়ের মালিকানার প্রমাণ ও তা হস্তান্তরের আইন আল্লাহ তা'আলা তাঁর পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে পৃথিবীতে জারি করেছেন। এই আইনের বিরুদ্ধে কেউ কোনো বস্তুর মালিক হতে পারে না।

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ : এতে আরো একটি অনুগ্রহ ও নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উট, ঘোড়া, হাতী, বলদ ইত্যাদি অধিকাংশ জীব-জন্তু মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তাদের সামনে মানুষ একান্তই দুর্বল। ফলে এসব জন্তু মানুষের বশীভূত না হওয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টি করে যেমন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনি এসব জন্তুকে স্বভাবগতভাবে মানুষের বশীভূতও করে দিয়েছেন। ফলে একজন বালকও একটি শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে অনায়াসে লাগাম পরিয়ে দিতে পারে। এরপর তার পিঠে চেপে বসে যত্রতত্র নিয়ে যেতে পারে। এটাও মানুষের কোনো বাহাদুরি নয়; একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার দান।

وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ : এখানে جُنْدٌ-এর অর্থ প্রতিপক্ষ নেওয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছে, তারা কিয়ামতের দিন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তাফসীরের সার-সংক্ষেপেও এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান ও কাতাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত এ আয়াতের তাফসীর এই যে, কাফেররা সাহায্য পাওয়ার আশায় মূর্তিদেরকে উপাস্য স্থির করেছিল। কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, স্বয়ং তারাই মূর্তিদের সেবাদাস ও সিপাহী হয়ে গেছে। তারা মূর্তিদের হেফাজত করে। কেউ বিরুদ্ধে গেলে তারা তাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। অথচ তাদেরকে সাহায্য করার যোগ্যতা মূর্তিদের নেই।

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ : সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য সর্বশেষ পাঁচটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে, যা কোনো কোনো রেওয়ায়েতে উবাই ইবনে খালফের ঘটনা বলে এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আ'স ইবনে ওয়ায়েলের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয়ের তরফ থেকে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রথম রেওয়ায়েতটি ইমাম বায়হাকী (র.) শো'আবুল ঈমানে এবং দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এই যে, আ'স ইবনে ওয়ায়েল মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, এই যে হাড়টি চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় দেখছেন, আল্লাহ তা'আলা একেও জীবিত করবেন কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মৃত্যু দেবেন, পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। -[ইবনে কাছীর]

خَصِيمٌ مُبِينٌ : অর্থাৎ নিকৃষ্ট বীর্য থেকে সৃষ্ট এ মানুষ আল্লাহর কুদরত অস্বীকার করে কেমন খোলাখুলি বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছে।

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا : আ'স ইবনে ওয়ায়েল পুরাতন হাড়কে স্বহস্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এর পুনরুজ্জীবন অসম্ভব মনে করেছিল। এখানে ضَرَبَ مَثَلٌ (দৃষ্টান্ত বর্ণনা) বলে এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে :

وَنَسِيَ خَلْقَهُ : অর্থাৎ এ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার সময় সে নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব ভুলে গেল যে, নিকৃষ্ট নাপাক ও নিষ্প্রাণ একটি শুক্রবিন্দুতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি সে এই মূল তত্ত্ব বিস্মৃত না হতো তবে এরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে খোদায়ী কুদরতকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারত না।

جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا আরবে মারখ ও ইফার নামক দুই ধরনের বৃক্ষ ছিল। আরবরা এ দুই প্রকারের দু'টি শাখা মিসওয়াকের পরিমাণ কেটে নিত। অতঃপর সম্পূর্ণ তাজা ও রস ভর্তি শাখাদ্বয়কে পরস্পর ঘষে আগুন জ্বালাত। আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। -[কুরতুবী]

এছাড়া আয়াতের মর্ম এও হতে পারে যে, প্রত্যেক বৃক্ষ শুরুতে সবুজ সতেজ থাকার পর পরিশেষে শুকিয়ে আগুনের ইন্ধন হয়ে যায়। কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাই :

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ : অর্থাৎ তোমরা কি সেই আগুনের প্রতি লক্ষ্য করো না, যাকে তোমরা প্রজ্বলিত করে কাজে লাগাও? যে বৃক্ষ এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়, সেটি কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, নাকি আমি? কিন্তু আলোচ্য আয়াতে شَجَرٌ শব্দের সাথে أَخْضَرُ (সবুজ) বিশেষণ উল্লেখ থাকায় এর বাহ্যিক অর্থ সে বিশেষ বৃক্ষই হবে যা থেকে সবুজতা সত্ত্বেও আগুন নির্গত হয়।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ কোনো কিছু তৈরি করতে চাইলে প্রথমে উপকরণ সংগ্রহ করে, অতঃপর কারিগর ডাকে, অতঃপর বেশ কিছুকাল কাজ করার পর বাঞ্ছিত বস্তুটি তৈরি হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন এতসব সাত-পাঁচের প্রয়োজন হয় না। তিনি যখন যে বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন সে বস্তুকে কেবল আদেশ দেওয়াই যথেষ্ট হয়। তিনি যে বস্তুকে 'হয়ে যা' বলেন, তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। এতে জরুরি হয় না যে, প্রত্যেক বস্তুই তাৎক্ষণিকভাবে সৃজিত হবে; বরং স্রষ্টার রহস্যের অধীনে যে বস্তুর তাৎক্ষনিক সৃষ্টি উপযোগী হয়, তা তাৎক্ষণিকভাবেই সৃজিত হয়। পক্ষান্তরে যে বস্তুর পর্যায় ক্রমিক সৃষ্টি কোনো রহস্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাকেই পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করা হয়। এমতবস্থায় প্রথমেই পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টির আদেশ জারি করা হয় অথবা প্রত্যেক পর্যায়ে আলাদাভাবে كُنْ (হয়ে যা) আদেশ জারি করা হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَمْ يَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفی جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব فَتَحَ মাসদার الرؤية মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ– লক্ষ্য করেনি।

ذَلَّلْنَاهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى مطلق معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلذُّلُّ মূলবর্ণ (ذ - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى ; ها যমীর واحد مؤنث মাফউলে বিহী অর্থ– চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে বশীভূত করে দিয়েছি।

اِتَّخَذُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مطلق معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা সাব্যস্ত করে রেখেছে।

اٰلِهَةً : একবচন, বহুবচন الهات অর্থ– উপাস্য।

لَا يَسْتَطِيعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা করতে পারে না, সক্ষম নয়।

لَا يَحْزُنْكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُزْنُ মূলবর্ণ (ح - ز - ن) জিনস صحيح ; ك যমীর واحد مذكر حاضر মাফউলে বিহী অর্থ– আপনার মনঃকষ্টের কারণ না হওয়া চাই।

يُسِرُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْرَارُ মূলবর্ণ (س - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা অন্তরে রাখে।

يُعْلِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْلَانُ মূলবর্ণ (ع - ل - ن) জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রকাশ করে।

رَمِيْمٌ : একবচন, বহুবচন رمام অর্থ– পচে গেল, জীর্ন অস্থি, ক্ষয়প্রাপ্ত হাড়।

تُوْقِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْقَادُ মূলবর্ণ (و - ق - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তোমরা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর।

كُنْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– হও, হয়ে যায়।

تُرْجَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلرُّجُوْعُ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُوْنَ : ذَلَّلْنَا হলো فعل ماضى এবং نَا হলো তার فاعل আর هَا হলো তার مفعول এবং لَهُمْ হলো ذَلَّلْنَاهَا -এর সাথে متعلق অতঃপর فاء অব্যয়টি تَفْرِيْع তথা প্রকার বর্ণনার জন্য এসেছে এবং مِنْهَا হলো خبر مقدم আর رَكُوْبُهُمْ হলো مبتدأ مؤخر এবং দ্বিতীয় مِنْهَا শব্দটি পরবর্তী يَأْكُلُوْنَ -এর সাথে متعلق। অতঃপর يَأْكُلُوْنَ হলো فعل مضارع مرفوع এবং هُوَ -এর ন্যায় উহ্য صحيح فعل হলো তার فاعل -(ই'রাবুল কুরআন : ৬/৩৫১)

سُوْرَةُ الصّٰفّٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা সা-ফফাত

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত-১৮২, রুকূ'-৫
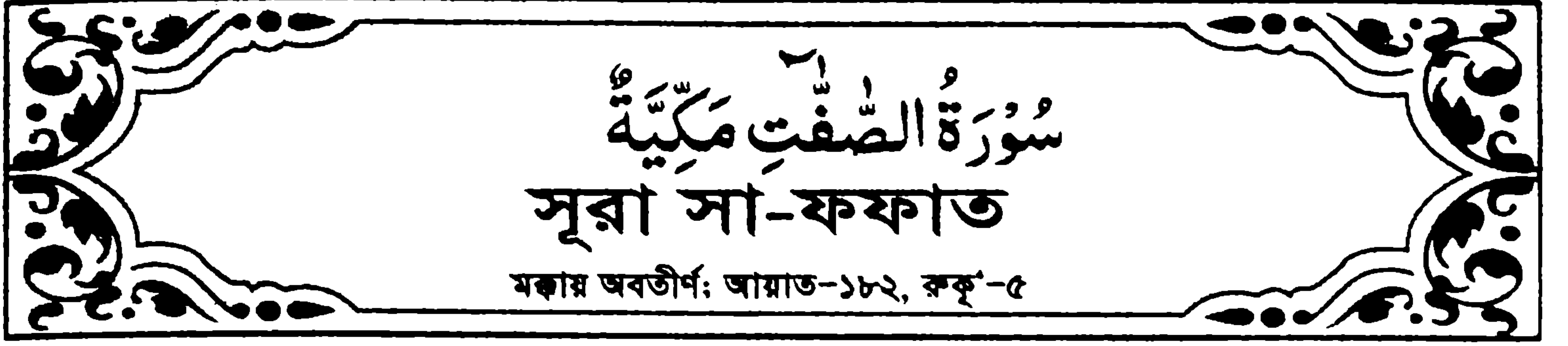
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. সেই ফেরেশতাদের শপথ, যারা [আল্লাহর সামনে] সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকে।	وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ﴿۱﴾
২. অতঃপর সেই ফেরেশতাদের শপথ, যারা বাধা প্রদান করে।	فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿۲﴾
৩. অনন্তর সেই ফেরেশতাদের শপথ, যারা জিকির [তাসবীহ্] পাঠ করে।	فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿۳﴾
৪. নিশ্চয় তোমাদের [প্রকৃত] মা'বূদ এক।	اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿۴﴾
৫. তিনি আসমানসমূহের ও জমিনের এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুর প্রতিপালক [অর্থাৎ মালিক] এবং তিনি উদয়স্থলসমূহের [-ও] প্রতিপালক।	رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿۵﴾
৬. আমিই সুশোভিত করে দিয়েছি নিকটবর্তী আসমানকে এক বিচিত্র সজ্জায় নক্ষত্ররাজি দ্বারা।	اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ ﴿۶﴾
৭. এবং [আসমানের সংবাদসমূহকে] সুরক্ষিতও করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে।	وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿۷﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالصّٰفّٰتِ, সেই ফেরশতাদের শপথ যারা (আল্লাহর সামনে) দণ্ডায়মান থাকে صَفًّا সারিবদ্ধভাবে।

২. فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا অতঃপর সেই ফেরেশতাদের শপথ, যারা বাধা প্রদান করে।

৩. فَالتّٰلِيٰتِ অনন্তর সেই ফেরেশতাদের শপথ যারা পাঠ করে। ذِكْرًا জিকির (তাসবীহ)।

৪. اِنَّ اِلٰهَكُمْ নিশ্চয় তোমাদের (প্রকৃত) মা'বূদ لَوَاحِدٌ এক।

৫. رَبُّ তিনি প্রতিপালক السَّمٰوٰتِ আসমানসমূহের الْاَرْضِ, জমিনের مَا بَيْنَهُمَا, এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুর وَرَبُّ الْمَشَارِقِ এবং তিনি উদয়স্থলসমূহের (-ও) প্রতিপালক।

৬. اِنَّا زَيَّنَّا আমিই সুশোভিত করে দিয়েছি السَّمَآءَ الدُّنْيَا নিকটবর্তী আসমানকে بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ এক বিচিত্র সজ্জায় নক্ষত্ররাজি দ্বারা।

৭. وَحِفْظًا এবং সুরক্ষিতও করেছি مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে।

৮. এই শয়তানের দল উর্ধ্ব জগতের প্রতি কর্ণপাতও করতে পারে না এবং তারা প্রত্যেক দিক হতে প্রহৃত হয়ে-	لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾
৯. বিতাড়িত হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি।	دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿٩﴾
১০. কিন্তু কোনো শয়তান হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে।	اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾
১১. অতএব, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে, এরাই গঠনে অধিকতর মজবুত, নাকি আমার উল্লিখিত সৃষ্ট বস্তুসমূহ; আমি তাদেরকে আঠাল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।	فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾
১২. বরং [তাদের পুনরুত্থান অস্বীকার করাতে] আপনি তো বিস্মিত হচ্ছেন, আর তারা বিদ্রূপ করছে।	بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. আর যখন তাদেরকে বুঝানো হয়, তখন তারা বুঝে না।	وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾
১৪. আর যখন এরা কোনো মু'জিযা প্রত্যক্ষ করে, তখন তাকে বিদ্রূপ করে।	وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. এবং বলে এটা তো প্রকাশ্য জাদু।	وَقَالُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. لَا يَسَّمَّعُوْنَ এই শয়তানের দল কর্ণপাতও করতে পারে না اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى উর্ধ্ব জগতের প্রতি وَيُقْذَفُوْنَ এবং তারা প্রহৃত হয়ে مِنْ كُلِّ جَانِبٍ প্রত্যেক দিক হতে।

৯. دُحُوْرًا বিতাড়িত হয় وَّلَهُمْ এবং তাদের জন্য রয়েছে عَذَابٌ وَّاصِبٌ চিরস্থায়ী শাস্তি।

১০. اِلَّا কিন্তু مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ কোনো শয়তান আচম্বিতে কোনো সংবাদ শুনে ফেললে فَاَتْبَعَهٗ তখন তার পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে شِهَابٌ ثَاقِبٌ এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড।

১১. فَاسْتَفْتِهِمْ অতএব, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন যে اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا এরাই গঠনে অধিকতর মজবুত اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا নাকি আমার উল্লিখিত সৃষ্ট বস্তুসমূহ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ আঠাল মাটি দ্বারা।

১২. بَلْ عَجِبْتَ বরং আপনি তো বিস্মিত হচ্ছেন وَيَسْخَرُوْنَ আর তারা বিদ্রূপ করছে।

১৩. وَاِذَا ذُكِّرُوْا যখন তাদেরকে বুঝানো হয় لَا يَذْكُرُوْنَ তখন তারা বুঝে না।

১৪. وَاِذَا رَاَوْا যখন এরা প্রত্যক্ষ করে اٰيَةً কোনো মু'জিযা يَّسْتَسْخِرُوْنَ তখন তাকে বিদ্রূপ করে।

১৫. وَقَالُوْٓا এবং বলে اِنْ هٰذَآ اِلَّا এটা তো سِحْرٌ مُّبِيْنٌ প্রকাশ্য জাদু।

অনুবাদ	আয়াত
১৬. আচ্ছা, যখন আমরা মরে গেলাম এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হলাম তখন কি আমাদেরকে [পুনঃ] জীবিত করা হবে?	ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ۝١٦
১৭. আর আমাদের পূর্ব-পিতৃপুরুষদেরকেও কি?	اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ۝١٧
১৮. আপনি বলে দিন, হ্যাঁ, আর তোমরা লাঞ্ছিতও হবে।	قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ ۝١٨
১৯. বস্তুত কিয়ামত তো কেবল একটি ভীষণ হুঙ্কার হবে, সুতরাং তখনই সকলে অকস্মাৎ [জীবিত হয়ে] দেখতে আরম্ভ করবে।	فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝١٩
২০. এবং বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! এটা তো ঐ প্রতিফল দিবসই।	وَقَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝٢٠
২১. (আল্লাহ্ বলবেন,) এটা সে ফয়সালারই দিন, যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।	هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝٢١
২২. (নির্দেশ হবে) একত্র কর অনাচারীদেরকে ও তাদের স্বধর্মীদেরকে এবং সে উপাস্যদেরকেও– তারা যাদের পূজা করত।	اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۝٢٢
২৩. আল্লাহকে ছেড়ে, অতঃপর তাদেরকে দোজখের পথ প্রদর্শন কর।	مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ۝٢٣

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. ءَاِذَا مِتْنَا আচ্ছা, যখন আমরা মরে গেলাম وَكُنَّا এবং পরিণত হলাম تُرَابًا وَّعِظَامًا মাটি ও হাড়ে ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ তখন কি আমাদেরকে (পুন:) জীবিত করা হবে?

১৭. اَوَ اٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ আর আমাদের পূর্ব পিতৃপুরুষদেরকে ও কি?

১৮. قُلْ আপনি বলে দিন نَعَمْ হ্যাঁ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ এবং তোমরা লাঞ্ছিত হবে।

১৯. فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ বস্তুত কিয়ামত তো কেবল একটি ভীষণ হুঙ্কার হবে فَاِذَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ সুতরাং তখনই সকলে আকস্মাৎ (জীবিত হয়ে) দেখতে আরম্ভ করবে।

২০. وَقَالُوْا এবং বলবে يٰوَيْلَنَا হায় আমাদের দুর্ভোগ هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ এটা তো ঐ প্রতিফল দিবসই।

২১. هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ এটা সে ফয়সালারই দিন الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

২২. اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا একত্র কর অনাচারীদেরকে وَاَزْوَاجَهُمْ ও তাদের স্বধর্মীদেরকে وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ এবং সে উপাস্যদেরকেও তারা যাদের পূজা করত।

২৩. مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ছেড়ে فَاهْدُوْهُمْ অতঃপর তাদেরকে প্রদর্শন কর اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ দোজখের পথ।

২৪. এবং তাদেরকে (একটু) থামাও; তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।	وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾
২৫. এখন তোমাদের কী হলো যে, তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করছ না।	مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾
২৬. বরং সেদিন তারা সবাই নতশির থাকবে।	بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾
২৭. এবং তারা একে অন্যের মুখামুখি হয়ে সওয়াল-জওয়াব করতে থাকবে।	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾
২৮. অনুবর্তীরা বলবে, আমাদের নিকট তোমাদের আগমন বড় প্রভাবের সাথে হতো।	قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾
২৯. মাতব্বররা বলবে, না; বরং তোমরা নিজেরাই ঈমান আননি।	قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. وَقِفُوهُمْ এবং তাদেরকে (একটু) থামাও إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
২৫. مَا لَكُمْ এখন তোমাদের কী হলো لَا تَنَاصَرُونَ তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করছ না।
২৬. بَلْ বরং هُمُ الْيَوْمَ সেদিন তারা সবাই مُسْتَسْلِمُونَ নতশির থাকবে।
২৭. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ এবং তারা একে অন্যের মুখামুখি হয়ে يَتَسَاءَلُونَ সওয়াল জওয়াব করতে থাকবে।
২৮. قَالُوا অনুবর্তীরা বলবে إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا আমাদের নিকট তোমাদের আগমন হতো عَنِ الْيَمِينِ বড় প্রভাবের সাথে।
২৯. قَالُوا মাতব্বররা বলবে بَلْ না ; বরং لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ তোমরা নিজেরাই ঈমান আননি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াত اَلصّٰٓفّٰتِ দ্বারা সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে সূরা 'আস-সাফ্‌ফাত'। যার অর্থ হলো সারিবদ্ধ। যেহেতু এ সূরার শুরুতে সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের শপথ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সূরাটি শুরু করেছেন, সেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য সূরাটিকে 'আস্-সাফফাত' নামে নামকরণ করেছেন। অথবা অন্যান্য সূরার ন্যায় এতেও تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ (অংশ বিশেষের নামের দ্বারা সম্পূর্ণ বস্তুর নামকরণ) মূলনীতির অনুকরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর একত্ববাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথমে সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের শপথ করেছেন।

মুফাস্‌সীরীনে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট একটি পবিত্র ও অনুগত জাতি। মুহূর্তকালের জন্যও তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হতে গাফেল হন না। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে আদেশ করা হয় সাথে সাথেই তাঁরা তা পালন করতে লেগে যান। তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই রাসূলে কারীম ﷺ সূরাটির নামকরণ করেছেন সূরা 'আস্-সাফ্‌ফাত'।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : সূরা 'আস-সাফফাত' তাওহীদ বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আরম্ভ করা হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় রুকু'তে শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থাসমূহের সাথে সাথে রিসালাতের বর্ণনাও করা হয়েছে। মোটকথা, সম্পূর্ণ সূরার মধ্যে ঘুরে-ফিরে এ তিনটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা ইয়াসীনেও উক্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সমষ্টিগত যোগসূত্রের দ্বারা পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার যোগসূত্র সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। –[কামালাইন]

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : সূরাটি হিজরতের পূর্বে রাসূলে কারীম ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে একথা সুস্পষ্ট বর্ণিত নেই যে, নবুয়তের কোন সালে তা অবতীর্ণ হয়েছে। হ্যাঁ বিষয়বস্তু ও ভাব-ভঙ্গি পর্যালোচনা দ্বারা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না যে, মাক্কী যুগের শেষভাগে তা অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর ঘটনাসমূহের ব্যাপক উদ্ধৃতির মাধ্যমে হুযূর ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া দ্বারা এটাই অনুমান করা যায় যে, তখন নবী কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের উপর কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার সীমা অতিক্রম করেছিল এবং স্বয়ং রাসূলে কারীমও সে সময় অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

আয়াত ও রুকূ' সংখ্যা : সূরা আস-সাফ্ফাতে সর্বমোট ১৮২টি আয়াত এবং ৫টি রুকূ' রয়েছে। এ সূরার প্রতিটি আয়াত মানবজীবনের এক একটি দিক নির্দেশনা। فَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিকীনদের মাঝে উসাইদ ইবনে কালাদা আল জামাহী নামক এক যুবক ছিল। সে বড় বীর পুরুষ ও শক্তিশালী ছিল। তার অপ্রতিদ্বন্দ্বি শক্তি ও বীরত্বের কারণে তাকে 'আবুল আসাদ' উপনামে ভূষিত করা হয় অর্থাৎ আবুল আসাদ ইবনে কালাদাহ আল জামাহী, সেই বীর পুরুষ সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

–[রুহুল মা'আনী ৭৫/২৩/১২, কুরতুবী ৬৫/২৩/১২, কুরতুবী ৬৩/১৫ বাহরে মুহীত্ব ৩৩৯/৭]

وَإِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ـ وَإِذَا رَأَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ـ وَقَالُوْا إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিকীনদের মাঝে রোকানা নামক একজন কুস্তিগীর বীরপুরুষ ছিল। রাসূল ﷺ একদা তাকে একা একা পাহাড়ে বকরি চড়াতে দেখতে পেয়ে তাকে বললেন, হে রোকানা! আমি যদি তোমাকে কুস্তি করে মাটিতে শুইয়ে দিতে পারি, তাহলে তুমি কি আমার প্রতি ঈমান আনবে? সে বলল, হ্যাঁ! সুতরাং রাসূল ﷺ কুস্তি করে তাকে তিন বার মাটিতে ফেলে দিলেন। অতঃপর কিছু মু'জিযাও দেখালেন, তন্মধ্যে একটি গাছকে ইঙ্গিত করলে গাছটি তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তার পরও সে ঈমান গ্রহণ তো করেইনি ; বরং মক্কাবাসীকে গিয়ে বলল যে, হে বনু হাশেম সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে লোকটি নবী বলে দাবি করছে, সে মানুষের করা জাদু দ্বারা আক্রান্ত। নরাধম রোকানার সে অপ-প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[বাহরে মুহীত ৩৪০/৭, রুহুল মা'আনী ৭৭/২৩/১২]

সূরার বিষয়বস্তু : আলোচ্য সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরার ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বস্তুও ঈমানতত্ত্ব। এতে তাওহীদ, রিসালাতও আখেরাতের বিশ্বাসসমূহ বিভিন্ন পন্থায় প্রমাণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুশরিকদের ভ্রান্ত আকিদাসমূহেরও খণ্ডন করা হয়েছে। এতে জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাসমূহের চিত্রায়ন করা হয়েছে। পয়গাম্বরগণের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বাসসমূহ প্রমাণ করা এবং কাফেরদের সন্দেহ ও আপত্তি নিরসনের পর অতীতে যারা এসব বিশ্বাসকে সত্য বলে স্বীকার করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা কি আচরণ করেছেন এবং যারা অস্বীকার ও শিরকের পথ অবলম্বন করেছে, তাদের পরিণতি কি হয়েছে- সেসব বিষয় বিবৃত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁদের পুত্রগণ, হযরত মূসা (আ.) ও হারূন (আ.) এবং হযরত ইলিয়াস (আ.), হযরত লূত (আ.) ও হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনাবলি কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহর কন্যা' বলে অভিহিত করত। কাজেই এ সূরার উপসংহারে বিশদভাবে এ বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে। সূরার সামগ্রিক বর্ণনাভঙ্গি থেকে বুঝা যায় যে, এতে বিশেষভাবে ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তা'আলার কন্যা সাব্যস্ত করা সংক্রান্ত বিশেষ বিষয়ের খণ্ডন করাই লক্ষ্য। এ কারণেই সূরাটি ফেরেশতাগণের শপথ এবং তাঁদের আনুগত্যের গুণাবলি উল্লেখ করে শুরু করা হয়েছে।

আলোচ্য সূরায় আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর যেসব ঐতিহাসিক কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে অধিক শিক্ষাপ্রদ হচ্ছে, মুসলিম জাতির জনক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মহান জীবনেতিহাস। তিনি স্বপ্নযোগে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে ইঙ্গিত পেয়ে একমাত্র স্নেহের পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে কুরবানি করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। উক্ত ঘটনা রাসূলে কারীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণকে মুশরিকদের জুলুম-অত্যাচারের মুখে সান্ত্বনা লাভের প্রেরণা যুগিয়েছিল, তাঁদের নিরাশ অন্তরে আশার আলো জ্বালিয়েছিল।

সূরার শেষ আয়াতসমূহে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের সাময়িক প্রতাপ-প্রতিপত্তি দেখে শঙ্কিত হওয়ার কোনোই কারণ নেই। কেননা অচিরেই তাদের সকল শক্তি ও দম্ভ নিঃশেষ করে দেওয়া হবে এবং তারা লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হবে। আর শেষ ফলে ঈমানদারগণই কামিয়াব হবেন– এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। -[মা'আরিফুল কুরআন]

প্রথম বস্তু তাওহীদ : সূরাটি তাওহীদ তথা একত্ববাদ সংক্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে এবং প্রথম চার আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো একথা বর্ণনা করা যে, إِنَّ إِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (অর্থাৎ নিশ্চিয় তোমাদের মা'বূদ একজন।) কিন্তু বর্ণনার আগে তিনটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে। এসব শপথের নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই, শপথ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো ব্যক্তিদের, অতঃপর শপথ প্রতিরোধকারীদের, অতঃপর শপথ কুরআন তেলাওয়াতকারীদের। কিন্তু এ তিন প্রকার লোক কারা? কুরআনে তার সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই। ফলে এর তাফসীরে বিভিন্ন রকম উক্তি করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে আল্লাহর পথে জিহাদকারী গাজীদেরকে বুঝানো হয়েছে, যারা মিথ্যা শক্তির বিরুদ্ধে বাধার প্রাচীর দাঁড় করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং সারিবদ্ধ হওয়ার সময় জিকির তথা তাসবীহ্ ও কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকে। কেউ বলেন : আয়াতে সেসব নামাজিকে বুঝানো হয়েছে, যারা মসজিদে সারিবদ্ধ হয়ে শয়তানি চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের প্রতি বাধা আরোপ করে এবং নিজেদের সমগ্র ধ্যান-ধারণাকে জিকির ও তেলাওয়াতে নিবদ্ধ করে দেয়। –(তাফসীরে কবীর ও কুরতুবী) এতদ্ব্যতীত কুরআনের ভাষার সাথে তেমন সামঞ্জস্যশীল নয়, এ ধরনের আরো কিছু তাফসীর বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে স্বীকৃত তাফসীর এই যে, আয়াতে ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে এবং তাদের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম বিশেষণ হচ্ছে اَلصّٰفّٰتِ صَفًّا : এটি صَفّ শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো জনসমষ্টিকে এক সরল রেখায় সন্নিবেশিত করা। -[কুরতুবী] কাজেই আয়াতের অর্থ হবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো ব্যক্তিবর্গ।

এ সূরায়ই এরপরেই ফেরেশতাগণের সারিবদ্ধ হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। ফেরেশতগণের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে–وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এটা কখন হয়? এ প্রশ্নের জবাবে তাফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), হাসান বসরী (র.) ও কাতাদাহ্ (র.) প্রমুখ বলেন যে, ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা শূন্য পথে সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় উৎকর্ণ থাকে। যখনই কোনো আদেশ হয়, তখনই তা কার্যে পরিণত করে। –(মাযহারী)

কারো কারো মতে এটা কেবল ইবাদতের সময়ই হয়। অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যখন ইবাদত, জিকির ও তা সবীহে মশগুল হয়, তখনই সারিবদ্ধ হয়। –[তাফসীরে কবীর]

শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ : আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, ধর্মে প্রত্যক কাজে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও উত্তম রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা কাম্য এবং আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হোক কিংবা তাঁর আদেশ পালন হোক, উভয় কর্ম সারিবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে এলোমেলোভাবে একত্র হয়েও ফেরেশতাগণ সম্পাদন করতে পারত, কিন্তু এহেন বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে তাদেরকে সারিবদ্ধ হওয়ার তাওফীক দেওয়া হয়েছে। আয়াতে তাদের উত্তম গুণাবলির মধ্যে সর্বাগ্রে এ গুণটিই উল্লেখ করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা আল্লাহ তা'আলার খুবই পছন্দনীয়।

নামাজে সারিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব : বস্তুত মানবজাতিকেও ইবাদতের সময় সারিবদ্ধ হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তৎপ্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বললেন : তোমরা (নামাজে) সারিবদ্ধ হও না কেন, যেমন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে সারিবদ্ধ হয়? সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়? তিনি জবাব দিলেন : তারা কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় (অর্থাৎ মাঝখানে জায়গা খালি রাখে না)। -(তাফসীরে মাযহারী) নামাজের কাতার পূর্ণ করা ও সোজা রাখার উপর জোর দিয়ে এত অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলো একত্রে সংগ্রহ করলে একটি পূর্ণ পুস্তিকা রচিত হতে পারে। হযরত আবূ মাসউদ বদরী (রা.) বলেন : রাসূল ﷺ নামাজে আমাদের কাঁধে হাত লাগিয়ে বলতেন : সোজা হয়ে থাক, আগে পিছে থেকো না। নতুবা তোমাদের অন্তরে অনৈক্য মাথাচড়া দিয়ে উঠবে। –[মুসলিম ও নাসায়ী]।

ফেরেশতাগণের দ্বিতীয় বিশেষণ। فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا বর্ণিত হয়েছে। এটা زَجْرٌ থেকে উৎপন্ন। অর্থ– প্রতিরোধ করা, ধমক দেওয়া, অভিশাপ দেওয়া। হযরত থানভী (র.)-এর অনুবাদ করেছেন بندش كرنے والى (প্রতিরোধকারী)। ফলে এ শব্দের

সবগুলো সম্ভাব্য অর্থ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফেরেশতাগণ কিসের প্রতিরোধ করে? কুরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ তাফসীরবিদ এর জবাবে বলেন যে, এখানে ফেরেশতাগণের সে কর্মকাণ্ড বুঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা শয়তানদেরকে উর্ধ্ব জগতে পৌছতে বাধা দান করে। খোদ কুরআন পাকে এ সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা পরে উল্লিখিত হবে।

তৃতীয় বিশেষণ হচ্ছে فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا অর্থাৎ ফেরেশতাগণ 'জিকির' এর তেলাওয়াত করে। জিকিরের মর্মার্থ উপদেশ বাক্যও হয় এবং আল্লাহর স্মরণও হয়। প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐশীগ্রন্থসমূহের মাধ্যমে যেসব উপদেশ নাজিল করেছেন, তারা সেগুলো তেলাওয়াত করে। এ তেলাওয়াত পুণ্য অর্জন ও ইবাদত হিসেবেও হতে পারে অথবা ওহী বহণকারী ফেরেশতাগণ পয়গাম্বরগণের সামনে উপদেশপূর্ণ আল্লাহপ্রদত্ত ঐশীগ্রন্থ তেলাওয়াতের মাধ্যমে যে পয়গাম পৌছান, তাও বুঝানো যেতে পারে। পক্ষান্তরে 'জিকির' -এর অর্থ আল্লাহর স্মরণ নেওয়া হলে উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা যেসব বাক্য পাঠে রত থাকে, সেগুলো আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা জ্ঞাপন করে।

কুরআন পাক এখানে ফেরেশতাগণের উল্লিখিত তিনটি বিশেষণ বর্ণনা করে আনুগত্য ও দাসত্বের সব কটি গুণই সন্নিবেশিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ ইবাদতের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে থাকা, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে শয়তানী শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহর বিধানবলি ও উপদেশাবলি নিজে পাঠ করা ও অপরের কাছে পৌছানো। বলা বাহুল্য দাসত্বের কোনো কর্মকাণ্ড এ তিনটি শাখার বাইরে থাকতে পারে না। অতএব উল্লিখিত চারখানি আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াল এই যে, যেসব ফেরেশতা দাসত্বের যাবতীয় গুণের অধিকারী তাদের শপথ-একজনই তোমাদের সত্য মা'বূদ।

ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণ : এ সূরায় বিশেষভাবে ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণ এই যে, পূর্বেও বলা হয়েছে এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো বিশেষ এক প্রকার শিরক খণ্ডন করা। সে বিশেষ শিরক এই যে, মক্কার কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে অভিহিত করত। সেমতে সূরার শুরুতেই ফেরেশতাগণের শপথ করে তাদের এমন গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে তাদের পরিপূর্ণ দাসত্ব প্রকাশ পায়। ফেরেশতাগণের এসব দাসত্ব জ্ঞাপক গুণাবলি সম্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদের সম্পর্ক পিতা ও কন্যার নয়, ; বরং তাদের মধ্যে দাস ও প্রভুর সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ : কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও বিশ্বাস সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার জন্য বিভিন্ন শপথ করেছেন। কখনো আপন সত্তার এবং কখনো বিশেষ বিশেষ সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বহু প্রশ্ন দেখা দিতে পারে বিধায় কুরআন পাকের তাফসীরে এটি একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়ে গেছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যিম (র.) এ সম্পর্কে 'আত-তিবইয়ান ফী আকসামিল কুরআন' নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) উসূলে তাফসীর সম্পর্কিত 'ইতকান' গ্রন্থের ৬৭ তম অধ্যায়ে এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তাঁর কিছু জরুরি অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে–

প্রথম প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলার শপথ করার ফলে প্রশ্ন জাগে যে, তিনি তো পরম স্বয়ম্ভর ও অমুখাপেক্ষী। কাউকে আশ্বস্ত করার জন্য শপথ করার তার কি প্রয়োজন?

'ইতকান' গ্রন্থে আবুল কাসেম কুশায়রী (রা.) থেকে এ প্রশ্নের জবাবে বর্ণিত রয়েছে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার জন্য শপথ করার কোনোই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর অপার স্নেহ ও করুণাবশত তিনি তা করেছেন। যাতে তারা কোনো না কোনো উপায়ে সত্য বিষয় কবুল করে নেয় এবং আজাব থেকে অব্যাহতি পায়। জনৈক মরুবাসী
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ
আয়াত শুনে বলতে লাগল, আল্লাহর মতো মহান সত্তাকে কে অসন্তুষ্ট করল এবং কে তাঁকে শপথ করতে বাধ্য করল?

সারকথা, মানুষের প্রতি স্নেহ ও করুণাই শপথ করার কারণ। সাংসারিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করার সুবিদিত পন্থা যেমন দাবির স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা এবং সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে শপথ করা, তেমনি আল্লাহ তা'আলা মানুষের এই পরিচিত পন্থাই নিজেও অবলম্বন করেছেন। তিনি কোথাও شَهَادَةٌ শব্দের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে জোরদার করেছেন। যেমন– شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ; আর কোথাও শপথ বাক্যের দ্বারা একাজ করেছেন। যেমন– إِيْ وَرَبِّيْ إِنَّهُ لَحَقٌّ

দ্বিতীয় প্রশ্ন : সাধারণত শপথ করা হয় নিজের চেয়ে উত্তম সত্তার। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আপন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করেছেন, যা আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম তো নয়ই ; বরং সব দিক দিয়েই অধম।

উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বড় কোনো সত্তা যখন নেই এবং হতেও পারে না, তখন আল্লাহ তা'আলার শপথ যে সাধারণ সৃষ্টির শপথের মতো হতে পারে না– তা বলাই বাহুল্য। তাই আল্লাহ তা'আলা কোথাও আপন সত্তার শপথ করেছেন। যেমন اِیْ وَرَبِّیْ এ ধরনের শপথ কুরআন পাকে সাত জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। কোথাও আপন কর্ম, গুণাবলি এবং কুরআনের শপথ করেছেন। যেমন- وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টিবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কারণ সৃষ্টিবস্তু আধ্যাত্মজ্ঞানের মাধ্যম বিধায় পরিণামে আল্লাহর সত্তা থেকে পৃথক নয়। –[ইবনে কাইয়িম]

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কোথাও কোনো সৃষ্ট বস্তুর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার লক্ষ্যে তার শপথ করা হয়েছে, যেমন– কুরআন পাকে রাসূলে কারীম ﷺ -এর আয়ুষ্কালের শপথ করে বলা হয়েছে– لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِیْ سَكْرَتِهِمْ یَعْمَهُوْنَ : ইবনে মুরদুবিয়্যাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত কোনো কিছু সৃষ্টি করেননি। তাই সমগ্র কুরআনে কোনো নবী ও রাসূলের সত্তার শপথ উল্লিখিত হয়নি। কেবল রাসূলে কারীম ﷺ -এর আয়ুষ্কালের শপথ উপরিউক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে وَالطُّوْرِ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ -এর শপথও তুর পর্বত ও কিতাবের মহত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য করা হয়েছে।

মাঝে মাঝে কল্যাণবহুল হওয়ার কারণে কোনো কোনো বস্তুর শপথ করা হয়। যেমন- وَالتِّیْنِ وَالزَّیْتُوْنِ ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয় এজন্য যে, সেই বস্তুর সৃষ্টি আল্লহ তা'আলার মহান কুদরতের পরিচায়ক এবং বিশ্ব স্রষ্টার পরিচয় লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে থাকে। তবে সাধারণত যে বস্তুর শপথ করা হয়, তার কিছু না কিছু প্রভাব সেই বিষয়বস্তু প্রমাণে অবশ্যই থাকে, যার জন্য শপথ করা হয়। প্রতিটি শপথের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এই প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

তৃতীয় প্রশ্ন : সাধারণ মানুষের জন্য শরিয়তের প্রসিদ্ধ বিধান এই যে, আল্লাহ ব্যতীত কারো শপথ করা বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করেছেন, তা কি এ বিষয়ের প্রমাণ নয় যে, অন্যের জন্যও গায়রুল্লাহর শপথ করা বৈধ? এ প্রশ্নের জবাবে হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ یُقْسِمُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهٖ وَلَیْسَ لِاَحَدٍ اَنْ یُّقْسِمَ اِلَّا بِاللّٰهِ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট যে কোনো বস্তুর শপথ করার এখতিয়ার রাখেন, কিন্তু অন্য কারো জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোনো কিছুর শপথ করা বৈধ নয়। –[মাযহারী]

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যদি নিজেকে আল্লাহ তা'আলার অনুরূপ মনে করে, তবে তা নিতান্তই ভ্রান্ত ও বাতিল হবে। শরিয়ত সাধারণ মানুষের জন্য গায়রুল্লাহর শপথ নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ব্যক্তিগত কাজকে এর বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা বাতিল।

এখন উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীর লক্ষ্য করুন।

প্রথম চার আয়াতে ফেরেশতাগণের শপথ করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের সত্য মা'বূদ এক আল্লাহ। শপথের সাথে সাথে উল্লিখিত ফেরেশতাগণের গুণাবলি সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলে যদিও এগুলোকে তাওহীদের দলিল বলে মনে হয়, কিন্তু পরবর্তী ছয় আয়াতে আলাদাভাবে তাওহীদের দলিল বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ : তিনি পালনকর্তা আসমানসমূহের, জমিনের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর এবং তিনি পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। অতএব যে সত্তা এতসব মহাসৃষ্টির স্রষ্টা ও পালনকর্তা, ইবাদতের যোগ্যও তিনিই হবেন। সমগ্র সৃষ্টজগৎ তাঁর অস্তিত্ব ও একত্বের দলিল। এখানে مَشَارِقُ শব্দটি مَشْرِقٌ -এর বহুবচন। সূর্য বছরের প্রতিদিন এক এক নতুন জায়গা থেকে উদিত হয়। তাই উদয়াচল অনেক। এ কারণেই বহুবচন পদবাচ্য হয়েছে।

اِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِزِیْنَةِ الْكَوَاكِبِ : এখানে اَلسَّمَاءَ الدُّنْیَا অর্থ পৃথিবীর নিকটতম আকাশ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি। এখন এটা জরুরি নয় যে, তারকারাজি আকাশগাত্রেই খচিত হবে ; বরং আকাশ থেকে পৃথক হলেও পৃথিবী থেকে দেখলে আকাশেই খচিত বলে মনে হবে।

তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ ঝলমল করতে থাকে। এখানে কেবল এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, এই তারকা শোভিত আকাশ সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং একজন স্রষ্টা এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। যে সত্তা এসব মহান বস্তুকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম তাঁর কোনো শরীক বা অংশীদারের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া মুশরিকদের কাছেও একথা স্বীকৃত যে, সমগ্র সৌরজগতের স্রষ্টাই আল্লাহ তা'আলা। অতএব আল্লাহকে স্রষ্টা ও মালিক জেনেও অন্যের ইবাদত করা সত্যি সত্যিই চরম অবিচার ও জুলুম।

কুরআন পাকের দৃষ্টিকোণে তারকারাজি আকাশগাত্রে গাঁথা, নাকি আকাশ থেকে আলাদা, এছাড়া সৌর বিজ্ঞানের সাথে কুরআনের সম্পর্ক কি? এসব বিষয় সম্পর্ক 'সূরা-হিজরে' বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ থেকে فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ পর্যন্ত আয়াতসমূহে শোভা ও সাজ-সজ্জা ছাড়া তারকারাজির আরো একটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলোর সাহায্যে দুষ্ট প্রকৃতির শয়তানদেরকে উর্ধ্ব জগতের কথাবার্তা শোনা থেকে বিরত রাখা হয়। শয়তান গায়েবী সংবাদ শোনার জন্য আকাশের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাদেরকে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার সুযোগ দেওয়া হয় না। কোনো শয়তান যৎ সামান্য শুনে পালালে তাকে শিখায়িত উল্কাপিণ্ডের আঘাতে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, যাতে সে পৃথিবীতে পৌঁছে ভক্ত অতীন্দ্রিয়বাদী ও জ্যোতিষীদেরকে কিছু বলতে না পারে। এই জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডকে شِهَابٌ ثَاقِبٌ বলা হয়েছে।

উল্কাপিণ্ডের কিছু বিবরণ সূরা হিজরে উল্লিখিত হয়েছে। তবুও এখানে এতটুকু বলে দেওয়া প্রয়োজন যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতে উল্কাপিণ্ড প্রকৃতপক্ষে ভূ-ভাগে উৎপন্ন এক প্রকার উপাদান, যা বাষ্পের সাথে উপরে উত্থিত হয় এবং অগ্নিমণ্ডলের নিকটে পৌঁছে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। কিন্তু কুরআন পাকের বাহ্যিক ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উল্কাপিণ্ড ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোনো উপাদান নয়; বরং উর্ধ্বজগতেই তা উৎপন্ন হয়। এখানে প্রাচীন তাফসীরবিদগণের বক্তব্য ছিল এই যে, উল্কাপিণ্ড সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিকদের ধারণা নিছক অনুমান ও আন্দাজের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এর ভিত্তিতে কুরআনের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। এছাড়া ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোনো উপাদান উপরে পৌঁছে বিস্ফোরিত হয়ে গেলেও তা কুরআনের পরিপন্থি নয়।

কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ প্রশ্নই খতম করে দিয়েছে। আধুনিককালের বিজ্ঞানীদের ধারণা এই যে, উল্কাপিণ্ড অসংখ্য তারকারাজিরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যা সাধারণত বড় আকারের ইটের সমান হয়ে থাকে। এগুলো মহাশূন্যে অবস্থান করে এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এরা ৩৩ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এগুলোর সমষ্টিকেই 'উল্কা' (shooting star) বলা হয়। পৃথিবীর নিকটবর্তী হলে এরা পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারাও আকৃষ্ট হয়। তখন প্রচণ্ড বেগে এ উল্কা ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে। বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে ৬০ মাইল দূরত্বে পৌঁছলে তা বাতাসের ঘর্ষণে প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হয়। উর্ধ্বাকাশে পরিলক্ষিত অধিকাংশ উল্কাই বায়ুমণ্ডলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়। (ইংরেজিতে এগুলোকে Meteoriod বলা হয়)। আগস্টের ১০ তারিখ এবং নভেম্বরের ২৭ তারিখে এগুলো অধিক পরিলক্ষিত হয় এবং ২০ শে এপ্রিল, ২৮ শে নভেম্বর, ১৮ই অক্টোবর ও ৬, ৯ এবং ১৩ ডিসেম্বর রাতে হ্রাস পায়। -[আল জাওয়াহির]

আধুনিক বিজ্ঞানের এই গবেষণা কুরআন পাকের বর্ণনার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। যারা উল্কাপিণ্ডের সাহায্যে শয়তান ধ্বংস করাকে অলীক মনে করে, তাদের সম্পর্কে তানতাভী (র.) 'আল্ জাওয়াহির' গ্রন্থে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন :

কুরআন পাক সম-সাময়িক সৌর-বিজ্ঞানের বিপরীতে কোনো কথা বলুক, এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যস্থিত একশ্রেণির জ্ঞানী ও দার্শনিকদের কাছে অসহনীয় ছিল। কিন্তু তাফসীরবিদগণ তাদের 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদ গ্রহণ করে কুরআনকে পরিত্যাগ করতে সম্মত হননি। পরিবর্তে বরং তাঁরা বৈজ্ঞানিক মতবাদ পরিত্যাগ করে কুরআনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কিছুদিন পর আপনা-আপনিই একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, প্রচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল ছিল। এখন বলুন, যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে, এই তারকারাজি শয়তানদেরকে জ্বালায় পোড়ায় এবং কষ্ট দেয়, তবে এতে বাধা কিসের? আমরা কুরআন পাকের এই বর্ণনা স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় আছি যখন বিজ্ঞানও অকুণ্ঠচিত্তে এ সত্য স্বীকার করে নিবে। -[আল- জাওয়াহির খ. ৮, পৃ. ১৪]

আসল উদ্দেশ্য : এখানে আকাশমণ্ডলী, তারকারাজি ও উল্কাপিণ্ডের আলোচনার এক উদ্দেশ্য তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণ করা। অর্থাৎ যে সত্তা এককভাবে এই সুবিশাল সৌর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনিই ইবাদত ও উপাসনার যোগ্য। দ্বিতীয়ত এতে তাদের ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যারা শয়তানদেরকে দেবতা অথবা উপাস্য সাব্যস্ত করে। কারণ, শয়তান এক বিতাড়িত ও পরাভূত সৃষ্টজীব। খোদায়ীর সাথে তাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

এছাড়া এই বিষয়বস্তুর ভেতর তাদের পরিপূর্ণ খণ্ডন রয়ে গেছে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন তথা ওহীকে অতীন্দ্রিয় বিষয় বলে আখ্যায়িত করত। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কুরআন পাক অতীন্দ্রিয়বাদীদের বিরোধিতা করে। তাদের জানা বিষয়সমূহের সর্ববৃহৎ উৎস হচ্ছে শয়তান। অথচ কুরআন বলে যে, শয়তানদের উর্ধ্বজগৎ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর নয়। তারা অদৃশ্য জগতের সত্য সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে না। অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে কুরআন বর্ণিত এ বিশ্বাসের পর কুরআন কিভাবে অতীন্দ্রিয়বাদ হতে পারে?

এভাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ তাওহীদ ও রিসালাত উভয় বিষয়বস্তুর সত্যতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। অতঃপর এসব নভোমণ্ডলীয় সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমেই পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে।

তাওহীদের বিশ্বাস সপ্রমাণ করার পর আলোচ্য ১১ থেকে ১৮ এই আটটি আয়াতে পরকালের বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে মুশরিকদের উত্থাপিত সন্দেহের জবাবও দেওয়া হয়েছে। সর্বপ্রথম আয়াতে মানুষের পুনরুজ্জীবন যে সম্ভবপর, তার পক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এই যুক্তির সারমর্ম এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত মহান সৃষ্টবস্তুসমূহের মোকাবিলায় মানুষ নেহায়েত দুর্বল সৃষ্টজীব। তোমরা যখন একথা স্বীকার কর যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা, চন্দ্র, তারকারাজি, সূর্য ও উল্কাপিণ্ডের ন্যায় বস্তুসমূহকে স্বীয় কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তখন তার জন্য মানুষের মতো দুর্বল প্রাণীকে মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করা কঠিন হবে কেন? শুরুতে যেমন তিনি তোমাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে তোমাদের দেহে আত্মা সঞ্চারিত করেছিলেন, তেমনিভাবে মৃত্যুর পর যখন তোমরা পুনরায় মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে, তখনো আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন।

'আমি তাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি'-এ কথার এক অর্থ এই যে, তাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় অর্থ প্রত্যেক মানুষই মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে। কারণ, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের মূল উপাদান পানি মিশ্রিত মাটি। কেননা প্রত্যেক মানুষের জন্ম বীর্য থেকে এবং বীর্য রক্ত দ্বারা গঠিত হয়। রক্ত খাদ্যের নির্যাস। খাদ্য যে কোনো আকারেই থাকুক না কেন, উদ্ভিদ তার মূল পদার্থ, আর উদ্ভিদ মাটি ও পানি থেকে উৎপন্ন।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে পরকাল বিশ্বাসের যুক্তিভিত্তিক দলিল পেশ করা হয়েছে এবং এটা স্বয়ং তাদের কাছেই এ প্রশ্ন রেখে শুরু করা হয়েছে যে, তোমরা কঠিনতর সৃষ্টজীব, নাকি আমি যাদের উল্লেখ করেছি তারা কঠিনতর? জবাব বর্ণনাসাপেক্ষ ছিল না। অর্থাৎ উল্লিখিতদের সৃষ্টিই কঠিনতর? তাই জবাব উল্লেখ করার পরিবর্তে এ কথা বলে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, "আমি তাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।"

পরকালের যুক্তিপ্রমাণ শুনে মুশরিকরা যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করত, পরবর্তী পাঁচ আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে। মুশরিকদের সামনে পরকালের দু'রকম প্রমাণ বর্ণনা করা হতো। (১) যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ। যেমন, ১১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং (২) ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ। অর্থাৎ, তাদেরকে মু'জিযা দেখিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত বর্ণনা করে বলা হতো, তিনি আল্লাহর নবী। নবী কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। তাঁর কাছে ঐশী সংবাদাদি আসে। তিনি যখন বলেছেন যে, কিয়ামত আসবে, হাশর-নাশর হবে এবং মানুষের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে, তখন তাঁর এসব সংবাদ নিশ্চিত সত্য। এসব মেনে নেওয়া উচিত। যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি শুনে মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে :

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُوْنَ وَاِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ : অর্থাৎ আপনি তো তাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও তারা পথে আসছে না। কিন্তু তারা উল্টো আপনার প্রমাণাদির প্রতি বিদ্রূপবান বর্ষণ করে। তাদেরকে যতই বুঝানো হোক, তারা বুঝে না। ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির বেলায় তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ অর্থাৎ, তারা আপনার নবুয়ত ও শেষ পর্যন্ত পরকালে বিশ্বাস জ্ঞাপন করতে পারে- এমন কোনো মু'জিযা দেখলে তাকেও বিদ্রূপচ্ছলে উড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে, এটা প্রকাশ্য জাদু। তাদের কাছে এই উপহাস ও ঠাট্টার একটি মাত্র দলিল আছে। তা এই যে– ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ

অর্থাৎ এটা আমাদের কল্পনায়ও আসে না যে, আমরা অথবা আমাদের পিতৃপুরুষ মাটি ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পর কেমন করে পুনরুত্থিত হব? ফলে আমরা কোনোও যুক্তিভিত্তিক দলিল মানি না এবং কোনো মু'জিযা ইত্যাদিও স্বীকার করি না। আল্লাহ তা'আলা এর জবাবে পরিশেষে একটি মাত্র বাক্য উল্লেখ করেছেন– قُلْ نَعَمْ وَاَنْتُمْ دَاخِرُوْنَ অর্থাৎ আপনি বলে দিন, হ্যাঁ তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে এবং লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে জীবিত হবে।

দৃশ্যত : এটা একটা শাসকসুলভ জবাব, যা হঠকারীদেরকে দেওয়া হয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, এটা একটা পূর্ণাঙ্গ প্রমাণও বটে। ইমাম রাযী (র.) 'তাফসীরে কবীরে' এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন : উপরে পুনরুজ্জীবনের যুক্তিভিত্তিক দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর পরও মানুষের পুনরুজ্জীবিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়। নিয়ম এই যে, যা যুক্তিগতভাবে সম্ভবপর, বাস্তবে তার অস্তিত্ব লাভ করা কোনো সত্য সংবাদদাতার সংবাদ দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে। পুনরুজ্জীবনের সম্ভাব্যতা স্থিরীকৃত হওয়ার পর কোনো সত্যবাদী পয়গাম্বর যদি বলেন যে, হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হবে, তবে এটাই বাস্তব, এটাই বাস্তবক্ষেত্রে ঘটনা হওয়ার অকাট্য দলিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মু'জিযার প্রমাণ : وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً বাক্যে اٰيَةً -এর আভিধানিক অর্থ– নিদর্শন। এখানে নিদর্শন বলে মু'জিযা বুঝানো হয়েছে।

সুতরাং এই আয়াত এ বিষয়ের দলিল যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলে কারীম ﷺ -কে কুরআন ছাড়াও কিছু কিছু মু'জিযা দান করেছিলেন। কোনো কোনো বিপথগামী লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মু'জিযাসমূহকে 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কারণাদির অধীন' সাব্যস্ত করে দাবি করে যে, তাঁর হাতে কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো মু'জিযা প্রকাশ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াত দ্বারা তাদের দাবি অসার প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার বলেছেন– وَاِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ (যখন তারা কোনো মু'জিযা দেখে তখন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।) কোনো কোনো মু'জিযা অস্বীকারকারী বলে যে, এখানে اٰيَةً -এর অর্থ মু'জিযা নয়; বরং যুক্তিভিত্তিক দলিল। কিন্তু এটা ভুল। কারণ, পরবর্তী আয়াতে আছে وَقَالُوْا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ তারা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু। 'বলা বাহুল্য' কোনো যুক্তি-প্রমাণকে 'প্রকাশ্য জাদু' বলা সঙ্গত নয়। এ কথা কেবল মু'জিযা দেখেই বলা যায়।

কেউ কেউ আরো বলে اٰيَةً -এর অর্থ– কুরআন পাকের আয়াত। কাফেররা কুরআনের আয়াতগুলোকে জাদু আখ্যা দিত। কিন্তু কুরআন পাকের رَاَوْا (দেখে) শব্দটি এর পরিষ্কার বিরোধী। কেননা কুরআনের আয়াতকে দেখা হয় না; শোনা হয়। কুরআনের যেখানেই আয়াতের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই শোনার কথা বলা হয়েছে– দেখার কথা নয়। কুরআন পাকে যত্রতত্র اٰيَة শব্দটি মু'জিযা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদাহরণত হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ফেরাউনের দাবি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ অর্থাৎ যদি তুমি কোনো মু'জিযা নিয়ে এসে থাক, তবে তা প্রদর্শন কর– যদি তুমি সত্যবাদী হও।

এ কথার জবাবে হযরত মূসা (আ.) তাঁর লাঠিকে সর্পে পরিণত করে দেখিয়েছিলেন। কুরআন পাকের কোনো কোনো আয়াতে উল্লিখিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফেরদের মু'জিযা প্রদর্শন করার দাবি মেনে নেন নি। জবাব এই যে, এটা সেক্ষেত্রে যেখানে বার বার মু'জিযা প্রদর্শন করা হয়েছিল, কিন্তু তারা প্রত্যহ ইচ্ছামতো নতুন নতুন মু'জিযা দাবি করত। এর প্রত্যুত্তরে মু'জিযা প্রদর্শন করতে অস্বীকার করা হয়েছিল। কারণ, আল্লাহর নবী আল্লাহর আদেশে মু'জিযা প্রদর্শন করেন। যদি এরপরও কেউ তাঁর কথা না মানে, তবে প্রত্যহ নতুন মু'জিযা প্রকাশ করা নবীর ভাবমূর্তির পরিপন্থি এবং এটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছারও বিপরীত।

এছাড়া আল্লাহ তা'আলার রীতি এই যে, কোনো জাতি তাদের প্রার্থিত মু'জিযা দেখানোর পরও যদি ঈমান না আনে, তবে ব্যাপক আজাব দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। যেহেতু উম্মতে মুহাম্মদীকে কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখা এবং ব্যাপক আজাব থেকে রক্ষা করা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, তাই তাদেরকে প্রার্থিত মু'জিযা দেখানো হয়নি।

পরকালের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করার পর আল্লাহ তা'আলা ১৯-২৬ আয়াতসমূহে হাশর-নাশরের কিছু ঘটনা এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর কাফের ও মুসলমানগণ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তার আলোচনা করেছেন।

১৯ নং আয়াতে মৃতদের জীবিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে– فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ; অর্থাৎ কিয়ামত তো কেবল একটি বিকট আওয়াজ। আরবি ভাষায় زَجْرَةٌ শব্দের একাধিক অর্থ হয়ে থাকে। এক অর্থ গৃহপালিত পশুদেরকে প্রস্থানোদ্যত করার জন্য এমন আওয়াজ করা, যা শুনে তারা প্রস্থান করতে থাকে। এখানে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে ইসরাফীল (আ.)-এর শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকার বুঝানো হয়েছে। একে زَجْرَةٌ বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, জন্তুদেরকে পরিচালনা করার জন্য যেমন কিছু আওয়াজ করা হয়, তেমনি মৃতদেরকে জীবিত করার জন্য এই ফুৎকার দেওয়া হবে। –[কুরতুবী]।

যদিও আল্লাহ তা'আলা শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া ছাড়াই মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম, কিন্তু হাশর ও নাশরের দৃশ্যকে ভীতিপূর্ণ করার জন্য শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে। –(তাফসীরে-কবীর)

কাফেরদের উপর ফুঁৎকারের প্রভাব হবে এই যে– فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ -সহসাই তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন তারা প্রত্যক্ষ করত তেমনি সেখানেও প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কেউ কেউ এর মর্ম এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তারা অস্থির অবস্থায় একে অপরকে দেখতে শুরু করবে। -[কুরতুবী]।

اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ : অর্থাৎ যারা শিরকের ন্যায় গুরুতর জুলুম করেছে, তাদেরকে এবং তাদের সতীর্থদেরকে একত্র কর। এখানে সতীর্থদের জন্য اَزْوَاج শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ 'জোড়া'। এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রীর অর্থেও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এ কারণেই কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ মুশরিক পুরুষদের 'মুশরিক স্ত্রী' বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে اَزْوَاج -এর অর্থ সতীর্থই। হযরত ওমর (রা.)-এর এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম বায়হাকী ও আব্দুর রাজ্জাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এ আয়াতের তাফসীরে হযরত ওমর (রা.)-এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এখানে اَزْوَاجَهُمْ -এর অর্থ– মুশরিকদের সমমনা লোক। সেমতে সুদখোরকে অন্য সুদখোরদের সাথে, ব্যভিচারীকে অন্য ব্যভিচারীদের সাথে এবং মদ্যপায়ীকে অন্য মদ্যপায়ীদের সাথে একত্র করা হবে। –(রূহুল মা'আনী ও মাযহারী)

এছাড়া وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ বাক্য দ্বারা বলে দেওয়া হয়েছে যে, মুশরিকদের কাছে তাদের মিথ্যা উপাস্য প্রতিমা ও শয়তানদেরকেও একত্র করা হবে, দুনিয়াতে তারা যাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার করত। এভাবে হাশরের ময়দানে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্ব সবার দৃষ্টিতে সন্দেহাতীতভাবে ফুটে উঠবে। এরপর ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হবে :

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ -অর্থাৎ এদেরকে জাহান্নামের পথপ্রদর্শন কর। তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে নিয়ে পুলসিরাতের নিকটে পৌঁছলে পুনরায় আদেশ হবে– وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ ; অর্থাৎ এদেরকে থামাও এদেরকে প্রশ্ন করা হবে। সেমতে সেখানে তাদেরকে বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করা হবে, যা কুরআন ও হাদীসের বহু স্থানে বর্ণিত রয়েছে।

হাশরের ময়দানে বড় বড় কাফের সর্দার তাদের অনুগামীদের সাথে সমবেত হয়ে একে অপরের কোনো সাহায্য করতে পারবে না ; বরং তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি শুরু করে দেবে। ২৭-৪০ আয়াতসমূহে এ কথা কাটাকাটিরই কিছুটা চিত্র ফুটিয়ে তুলে উভয় দলের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতসমূহের মর্ম সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য।

اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ -এ বাক্যে يَمِيْن শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে। এক অর্থ শক্তি ও বল। উপরে এ অর্থের আলোকেই তাফসীর করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা বেশ প্রবলভাবে আমাদের নিকট আসতে এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে। এ তাফসীরই অধিক পরিচ্ছন্ন ও প্রকৃষ্ট। এছাড়া يمين -এর অর্থ– শপথও হয়ে থাকে। তাই কেউ কেউ এর তাফসীর করেছেন যে, তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে আসতে। অর্থাৎ শপথ করে করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করতে যে, আমাদের ধর্ম সঠিক এবং রাসূলের শিক্ষা (নাউযুবিল্লাহ) ভ্রান্ত। কুরআনের ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করলে উপরিউক্ত উভয় তাফসীরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাটে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

وَالصّٰفّٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّفُّ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যারা দণ্ডায়মান থাকে।

اَلزّٰجِرٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلزَّجْرُ মূলবর্ণ (ز ـ ج ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– যারা বাধা প্রদান করে।

اَلتّٰلِيٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– যারা পাঠ করে।

زَيَّنَّا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– আমিই সুশোভিত করে দিয়েছি।

لَا يَسَّمَّعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব تَفَعُّل মাসদার اَلتَّسَمُّعُ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– এই শয়তানের দল কর্ণপাতও করতে পারে না।

يُقْذَفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَذْفُ মূলবর্ণ (ق - ذ - ف) জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রহৃত হয়।

اِسْتَفْتِهِمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاءُ মূলবর্ণ (ف - ت - و) জিনস ناقص واوى هم যমীর جمع مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ– তাদের জিজ্ঞাসা করুন।

يَسْتَسْخِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اَلْاِسْتِسْخَارُ মূলবর্ণ (س - خ - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা বিদ্রূপ করে।

مِتْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَوْتُ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা মরে গেলাম।

قُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– আপনি বলে দিন।

اُحْشُرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার اَلْحَشْرُ মূলবর্ণ (ح - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– একত্র কর।

فَاهْدُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى ; هم যমীর جمع مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ– তাদেরকে পথ প্রদর্শন কর।

وَقِفُوْهُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَقْفُ মূলবর্ণ (و - ق - ف) জিনস مثال واوى ; هم যমীর جمع مذكر غائب মাফউলে বিহী অর্থ– তাদের একটু থামাও।

مُسْتَسْلِمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِسْلَامُ মূলবর্ণ (س - ل - ى) জিনস صحيح অর্থ– নত শিরে থাকবে।

يَتَسَاءَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّسَائُلُ মূলবর্ণ (س - أ - ل) জিনস مهموز عين অর্থ– সওয়াল জওয়াব করতে থাকতে।

تَاْتُوْنَنَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز فاء ও ناقص يائى) نا যমীর جمع متكلم মাফউলে বিহী অর্থ– আমাদের নিকট তোমাদের আগমন। আমাদের নিকট তোমাদের আগমন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَقَالُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ : এখানে واو হলো عاطفة এবং قَالُوْا হলো فعل আর واو হলো তার فاعل এবং اِنْ হলো نافية এবং هذا হলো مبتدأ এবং اِلَّا হলো استثناء-এর অব্যয় এবং سِحْرٌ হলো هٰذَا-এর خبر এবং مُبِيْنٌ হলো صفت এবং جملة টা হলো قَالُوْا ফে'লের مقول বা বক্তব্য। –[ই'রাবুল কুরআন : ৬/৩৭৪]

৩০. আর তোমাদের উপর আমাদের তো কোনো প্রভাব ছিলই না, বরং তোমরা নিজেরাই অবাধ্যাচরণ করতে।	وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. অতএব, আমাদের সকলের উপরই আমাদের প্রভুর এ বাণী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, আমাদের সকলকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে।	فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ ق اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣١﴾
৩২. অতএব, আমরা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছি, নিজেরাও পথভ্রষ্ট ছিলাম।	فَاَغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. অতএব, তারা সকলেই সেদিন আজাবে শরিক থাকবে।	فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আমি ইত্যাকার অপরাধীদের সাথে এরূপই (ব্যবহার) করে থাকি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. তারা এমন ছিল যে, যখন তাদেরকে বলা হতো, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো প্রকৃত মা'বূদ নেই, তখনই তারা অহংকার করত।	اِنَّهُمْ كَانُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۙ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾
৩৬. এবং বলত, আমরা কি একজন উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করব?	وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴿٣٦﴾
৩৭. [আল্লাহ্ বলেন, তিনি উন্মাদ নন,] বরং তিনি একটি সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছেন এবং অন্যান্য রাসূলগণের সত্যতা সমর্থন করেন।	بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. وَمَا كَانَ لَنَا আর আমাদের ছিলই না عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর مِنْ سُلْطَانٍ কোনো প্রভাব بَلْ ; বরং كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ তোমরা নিজেরাই অবাধ্যচরণ করতে।

৩১. فَحَقَّ عَلَيْنَا অতএব আমাদের সকলের উপরই সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে قَوْلُ رَبِّنَا আমাদের প্রভুর এ বাণী اِنَّا لَذَآئِقُوْنَ আমাদের সকলকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে।

৩২. فَاَغْوَيْنٰكُمْ অতএব, আমরা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছি اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ নিজেরাও পথভ্রষ্ট ছিলাম।

৩৩. فَاِنَّهُمْ অতএব তারা সকলেই يَوْمَئِذٍ সেদিন فِي الْعَذَابِ আজাবে مُشْتَرِكُوْنَ শরিক থাকবে।

৩৪. اِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ আমি এরূপই করে থাকি بِالْمُجْرِمِيْنَ ইত্যাকার অপরাধীদের সাথে।

৩৫. اِنَّهُمْ كَانُوْٓا তারা এমন ছিল যে اِذَا قِيْلَ لَهُمْ যখন তাদেরকে বলা হতো لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রকৃত মা'বূদ নেই يَسْتَكْبِرُوْنَ তখনই তারা অহংকার করত।

৩৬. وَيَقُوْلُوْنَ এবং বলত اَئِنَّا لَتَارِكُوْٓا اٰلِهَتِنَا আমরা কি আমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করব لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ একজন উন্মাদ কবির কথায়।

৩৭. بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ বরং তিনি একটি সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছেন وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ এবং অন্যান্য রাসূলগণের সত্যতা সমর্থন করেন।

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
৩৮. তোমাদের সকলকেই যন্ত্রণাময় আজাব আস্বাদন করতে হবে।	اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿٣٨﴾
৩৯. আর তোমরা কেবল তারই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে, যা তোমরা করতে।	وَمَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. কিন্তু হাঁ, যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾
৪১. তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিজিক।	اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿٤١﴾
৪২. অর্থাৎ নানা জাতীয় ফল এবং তারা মহাসম্মানিত।	فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. শান্তিময় উদ্যানসমূহে।	فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٤٣﴾
৪৪. আসনের উপর মুখামুখি উপবিষ্ট হবে।	عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. (এবং) তাদের সম্মুখে এমন শরাবের পেয়ালা পরিবেশিত হবে, যা তরল শরাবে পরিপূর্ণ হবে।	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿٤٥﴾
৪৬. [দেখতে] শুভ্র বর্ণের হবে, [এবং] পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।	بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর না তাতে শিরঃপীড়া [-র উপকরণ] হবে আর না তার দরুন তাদের জ্ঞানে কোনো ব্যতিক্রম ঘটবে।	لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴿٤٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. اِنَّكُمْ তোমাদের সকলকেই لَذَآئِقُوا আস্বাদন করতে হবে الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ যন্ত্রণাময় আজাব।

৩৯. وَمَا تُجْزَوْنَ আর তোমরা কেবল তারই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ যা তোমরা করতে।

৪০. اِلَّا কিন্তু হাঁ عِبَادَ اللّٰهِ যারা আল্লাহর বান্দা الْمُخْلَصِيْنَ খাঁটি।

৪১. اُولٰٓئِكَ لَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে رِزْقٌ রিজিক مَّعْلُوْمٌ নির্ধারিত।

৪২. فَوَاكِهُ অর্থাৎ নানা জাতীয় ফল وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ এবং তারা মহা সম্মানিত।

৪৩. فِيْ جَنّٰتِ উদ্যানসমূহে النَّعِيْمِ শান্তিময়।

৪৪. عَلٰى سُرُرٍ আসনের উপর مُّتَقٰبِلِيْنَ মুখামুখি উপবিষ্ট হবে।

৪৫. يُطَافُ عَلَيْهِمْ তাদের সম্মুখে পরিবেশিত হবে بِكَاْسٍ এমন শরাবের পেয়ালা مِّنْ مَّعِيْنٍ যা তরল শরাবে পরিপূর্ণ হবে।

৪৬. بَيْضَآءَ (দেখতে) শুভ্র বর্ণের হবে لَذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

৪৭. لَا فِيْهَا غَوْلٌ আর না তাতে শিরঃপীড়া হবে وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ, আর না তার দরুন তাদের জ্ঞানে কোনো ব্যতিক্রম ঘটবে

অনুবাদ	আয়াত
৪৮. এবং তাদের নিকট বিনত দৃষ্টি-সম্পন্না সুনয়না [হূর]-গণ থাকবে।	وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ۝٤٨
৪৯. যেন তারা [পালকের নীচে] সুরক্ষিত ডিম্ব।	كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ۝٤٩
৫০. অতঃপর তারা [বেহেশতবাসীগণ] একে অন্যের দিকে মুখামুখি হয়ে বাক্যালাপ করবে।	فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ۝٥٠
৫১. তাদের একজন বলবে, [পৃথিবীতে] আমার একজন সঙ্গী লোক ছিল।	قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ ۝٥١
৫২. সে বলত, তুমি কি পুনরুত্থানে বিশ্বাসী লোকদের অন্তর্ভুক্ত?	يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ۝٥٢
৫৩. যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখন কি আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে?	ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ۝٥٣
৫৪. আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি (তাকে) উঁকি মেরে দেখতে চাও?	قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ۝٥٤
৫৫. অতঃপর সে উঁকি মেরে দেখবে, তখন তাকে দোজখের মধ্যস্থলে দেখতে পাবে।	فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِىْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۝٥٥
৫৬. সে বলবে, আল্লাহর শপথ! তুমি তো আমাকেও ধ্বংস করারই উপক্রম করেছিলে।	قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ۝٥٦

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. وَعِنْدَهُمْ এবং তাদের নিকট থাকবে قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ বিনত দৃষ্টি– সম্পন্না সুনয়না (হূর) গণ।

৪৯. كَاَنَّهُنَّ যেন তারা بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ সুরক্ষিত ডিম্ব।

৫০. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ অতঃপর তারা একে অন্যের দিকে মুখামুখি হয়ে يَّتَسَآءَلُوْنَ বাক্যালাপ করবে।

৫১. قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ তাদের একজন বলবে اِنِّىْ كَانَ لِىْ قَرِيْنٌ (পৃথিবীতে) আমার একজন সঙ্গী লোক ছিল।

৫২. يَّقُوْلُ সে বলত اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ তুমি কি পুনরুত্থানে বিশ্বাসী লোকদের অন্তর্ভুক্ত?

৫৩. ءَاِذَا مِتْنَا যখন আমরা মরে যাব وَكُنَّا এবং পরিণত হব تُرَابًا وَّعِظَامًا মাটি ও হাড়ে ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ তখন কি আমাদেরকে প্রতিফল দেওয়া হবে?

৫৪. قَالَ আল্লাহ বলবেন هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ তোমরা কি (তাকে) উঁকি মেরে দেখতে চাও।

৫৫. فَاطَّلَعَ অতঃপর সে উঁকি মেরে দেখবে فَرَاٰهُ তখন তাকে দেখতে পাবে فِىْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ দোজখের মধ্যস্থলে।

৫৬. قَالَ সে বলবে تَاللّٰهِ আল্লাহর শপথ! اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ তুমি তো আমাকেও ধ্বংস করারই উপক্রম করেছিলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ - وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ

শানে নুযূল : যখন রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রাণপ্রিয় চাচা আবূ তালেবের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে চাচার দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, কুরাইশ নেতৃবৃন্দও সেখানে উপস্থিতি রয়েছে। রাসূল ﷺ তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন যে, তোমরা বল لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ তাহলে তোমরা, গোটা আরবের অধিপতি হয়ে যাবে। তখন তারা বলল যে, আমরা কি আমাদের মা'বূদদেরকে ছেড়ে দেব? সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[সাভী ৩৩৬/৩]

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ - يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ - أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ

শানে নুযূল : আব্দুর রাজ্জাক ও ইবনে মুনযির আত্বা খুরাসানীর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, দু'ব্যক্তি যে কোনো সূত্রে একই সম্পদে শরিক ছিল। তাদের সম্পদ ছিল ৮০০০ দিনার। সুতরাং তা সমান ভাবে বণ্টন করে নিয়ে গেল। অতঃপর উভয়ের মধ্যে বয়সে যে বড় ছিল, সে ১০০০ দীনার দিয়ে একটি জমি খরিদ করে। তখন তার সাথি বলল, হে আল্লাহ! অমুক ১০০০ দীনারের বিনিময়ে জমি ক্রয় করেছে, আর আমি আপনার নিকট হতে ১০০০ দীনারের বিনিময়ে বেহেশতে একটি জমি ক্রয় করছি, একথা বলে ১০০০ দীনার সদকা করে দিল। অতঃপর সে আবার ১০০০ দীনার ব্যয় করে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করে, ফলে তার সাথি বলল, হে আল্লাহ! অমুক এক হাজার দীনারের বিনিময়ে গৃহ নির্মাণ করেছে, আমি তোমার নিকট হতে বেহেশতের একটি অট্টালিকা ক্রয় করলাম বলে এক হাজার দীনার সদকা করে দিল। অতঃপর সে সাথি এক হাজার দীনারের বিনিময় এক রমণীকে বিবাহ করে। সে সময় তার সাথী বলল, হে আল্লাহ! অমুক তো এক হাজার দীনারের বিনিময়ে এক রমণীকে বিবাহ করেছে, আমি আপনার নিকট বেহেশতী রমণীর জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছি বলে ১০০০ দীনার সদকা করে দিল। সর্ব শেষে সে ব্যক্তি খাদেম ও ভোগ্য সামগ্রী ১০০০ হাজার দীনারের বিনিময়ে খরিদ করে। এবার সাথী বলল, হে আল্লাহ! অমুক তো ১০০০ হাজার দীনারের বিনিময়ে খাদেম ও ভোগ্য সামগ্রী ক্রয় করেছে, আমিও ১০০০ দীনারের বিনিময়ে বেহেশতী সেবক ও ভোগ্য সামগ্রী ক্রয় করছি বলে ১০০০ দীনার সদকা করে দিল। বলা বাহুল্য পরবর্তীতে তার উপর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন সে মনে মনে ভাবল যে, আমার বন্ধুর নিকট যদি যেতাম, তাহলে সে হয়তো আমাকে সহযোগিতা করত। সুতরাং সে রাস্তায় বসে পড়ে অবশেষে তার বন্ধু স্বপরিবারে অত্যন্ত আলোড়িত করে বের হলে তার নিকট গিয়ে বন্ধু দাঁড়াল, সে তাকে দেখেই চিনে ফেলে। তখন সে বলল, তুমি কি অমুক নও? সে বলল, হ্যাঁ। সে জিজ্ঞেস করল, এহনে দুরবস্থা কেন তোমার ? সে বলল, তোমার থেকে পৃথক হবার পর আমার উপর দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। সুতরাং কিছু সহযোগিতা আমাকে করবে, সেই প্রত্যাশায়ই তোমার শরণাপন্ন হলাম। সে তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার মাল তুমি কি করলে? জবাবে বন্ধুর নিকট সে পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিল। শুনে সে বলল, তুমি কি এগুলোকে সদকাকারী? যাও! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে কিছুই দেব না; একথা বলে তাড়িয়ে দিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উভয়জনের মৃত্যু দান করেন। এবার সদকাকারী বেহেশতের অধিকারী হলো আর অপরজন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হলো। তাদের এহেন অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[রূহুল মা'আনী ৯১/২৩/১২, ইবনে কাছীর ৮/৪]

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ - এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, যদি কেউ অপরকে অবৈধ কাজের দাওয়াত দেয় এবং তাকে পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে, তবে পাপ কাজের প্রতি আহবান জানানোর কারণে আজাব অবশ্যই তাকেও ভোগ করত হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার আমন্ত্রণ কবুল করে, সে-ও আপন কর্মের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। 'আমাকে অমুক ব্যক্তি পথভ্রষ্ট করেছিল' একথা বলে সে পরকালে আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তবে যদি সে পাপ কাজটি স্বেচ্ছায় না করে বরং জোর-জবরদস্তিতে পড়ে প্রাণ রক্ষার্থে করে থাকে, তবে ইনশাআল্লাহ সে ক্ষমা পাবে বলে আশা করা যায়।

জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর ৪১-৬১ আয়াতসমূহে জান্নাতীদের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দশ আয়াতে সাধারণ জান্নাতীদের আরাম-আয়েশ বিবৃত হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে একজন বিশেষ জান্নাতীর শিক্ষাপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দশ আয়াতে বর্ণিত কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ : এ আয়াতের শাব্দিক অর্থ এই যে, তাদের জন্য এমন রিজিক তথ্য খাদ্য-সামগ্রী রয়েছে, যার অবস্থা জানা হয়ে গেছে। তাফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন, এতে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত বেহেশতী খাদ্য-সামগ্রীর বিশদ বিবরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মাআরেফুল কুরআনের তাফসীরের সারসংক্ষেপে হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) ও এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, رِزْقٌ مَّعْلُومٌ -এর অর্থ এই যে, এ রিজিকের সময়কাল নির্দিষ্টও জানা। অর্থাৎ এ রিজিক সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হবে। অন্য এক আয়াতে غُدْوَةً وَعَشِيًّا (সকাল ও সন্ধ্যা) পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় এক তাফসীর এই যে, সেটা নিশ্চিত ও স্থায়ী রিজিক হবে। দুনিয়ার মতো নয় যে, কেউ নিশ্চয়তা সহকারে বলতে পারে না যে, আগামীকাল কি এবং কতটুকু রিজিক পাবে। দুনিয়াতে কেউ একথাও জানে না যে, তার অর্জিত রিজিক কত দিন তার কাছে থাকবে। আজ যে নিয়ামত আছে কাল হয়তো তা থাকবে না-প্রত্যেকেই এই আশঙ্কায় সদা শঙ্কিত থাকে। কিন্তু জান্নাতে এমন কোনো আশঙ্কা থাকবে না। জান্নাতের রিজিক যেমন নিশ্চিত, তেমনই চিরস্থায়ী। –(কুরতুবী)।

فَوَاكِهُ শব্দের মাধ্যমে কুরআন নিজেই জান্নাতের রিজিকের তাফসীর করে দিয়েছে যে, সে রিজিক হবে ফলমূল। এ শব্দটি فَاكِهَةٌ -এর বহুবচন। যে বস্তু ক্ষুধার প্রয়োজন মেটানোর জন্য নয়; বরং স্বাদ হাসিল করার জন্য খাওয়া হয়, তাকেই আরবি ভাষায় فَاكِهَةٌ বলা হয়। ফল-মূলও স্বাদ হাসিল করার জন্য খাওয়া হয়। তাই এর অনুবাদ করা হয় ফল-মূল। অন্যথা এর অর্থ ফল-মূলের অর্থের চেয়ে ব্যাপক। ইমাম রাযী (র.) فَوَاكِهُ শব্দ থেকে এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, জান্নাতে যেসব খাদ্য -সামগ্রী দেওয়া হবে, তা সবই স্বাদ ভোগ করার জন্য দেওয়া হবে। ক্ষুধা মেটানোর জন্য নয়। কারণ, জান্নাতে মানুষের কোনো কিছুরই প্রয়োজন হবে না। সেখানে জীবন ধারণ অথবা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে না। তবে আকাঙ্ক্ষা হবে এবং আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলেই আনন্দ লাভ হবে। জান্নাতের যাবতীয় নিয়ামতের লক্ষ্যই হলো আনন্দ দান করা।

وَهُمْ مُّكْرَمُونَ : বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জান্নাতীদেরকে এ রিজিক পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা সহকারে দেওয়া হবে। কারণ সম্মান ব্যতীত সুস্বাদু খাদ্যও বিস্বাদ হয়ে যায়। এ থেকে আরো জানা গেল যে, কেবল খানা খাওয়ালেই মেহমানের হক আদায় করা যায় না বরং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ -এটা জান্নাতীদের মজলিসের চিত্র। তারা রাজাসনে মুখামুখি হয়ে বসবে। কারো দিকে কারো পিঠ থাকবে না। এর বাস্তব চিত্র কি হবে- সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জানেন। কেউ কেউ বলেন, মজলিসের পরিধি এত সুদূর বিস্তৃত হবে যে, একে অপরের দিকে পিঠ করার প্রয়োজন হবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে এমন দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি দান করবেন, যার ফলে তারা দূরে উপবিষ্টদের সাথে স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারবে।

কেউ কেউ বলেন, জান্নাতীদের রাজাসন ঘূর্ণয়মান হবে, যার সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করবে তার দিকেই ঘুরে যাবে।

لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ - لَذَّةٌ শব্দটি আসলে ধাতু। অর্থ সুস্বাদু হওয়া। তাই কেউ কেউ বলেন, এখানে আসলে ছিল ذَاتَ لَذَّةٍ - অর্থাৎ স্বাদবিশিষ্ট। কিন্তু এসব ঘষা-মাজার আদৌ প্রয়োজন নেই। প্রথমত এটা ধাতু হলেও ধাতু কর্তার অর্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, সেই পানীয় পানকারীদেকে জন্য 'সাক্ষাৎ স্বাদ' হবে। এছাড়া এটা لَذٌّ বিশেষণ পদের স্ত্রীলিঙ্গ لَذَّةٌ -ও হতে পারে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। –(কুরতুবী)

لَا فِيهَا غَوْلٌ- غَوْل এর অর্থ কেউ 'মাথা ব্যাথা' এবং কেউ 'পেট ব্যাথা' র্বণনা করেছেন। আবার কেউ 'দুর্গন্ধ ও আবর্জনা' কেউ 'মতিভ্রম হওয়া' উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি উল্লিখিত সব অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। হাকেম ইবনে জারীর (র.) বলেন, এখানে غَوْل -এর অর্থ আপদ। অর্থাৎ জান্নাতের শরাবে দুনিয়ার শরাবের মতো কোনো আপদ হবে না।

قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ -অর্থাৎ জান্নাতের হুরদের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, তারা হবে 'আনতনয়না' । যেসব স্বামীর সাথে আল্লাহ তা'আলা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন, তারা তাদের ছাড়া কোনো ভিন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। আল্লামা ইবনে জাওযী (র.) বর্ণনা করেন যে, তারা তাদের স্বামীদেরকে বলবে, -আমার পালনকর্তার ইজ্জতের কসম, জান্নাতে তোমার চেয়ে উত্তম ও সুশ্রী পুরুষ আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। যে আল্লাহ আমাকে তোমার স্ত্রী এবং তোমাকে আমার স্বামী করেছেন, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

আল্লামা ইবনে জাওযী قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ -এর আরো একটি অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টি নত রাখবে। অর্থাৎ তারা নিজেরা এমন 'অনিন্দ্য সুনদরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতা' হবে যে, স্বামীদের মনে অন্য কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার বাসনাই হবে না। -[তাফসীর যাদুল মাসীর]

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ : এখানে জান্নাতের হুরগণকে লুকানো ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরবদের কাছে এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। যে ডিম পাখার নীচে লুকানো থাকে, তার উপর বাইরের ধূলিকণার কোনো প্রভাব পড়ে না। ফলে তা খুব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। এছাড়া এর রঙ হলুদাভ হয়ে থাকে, যা আরবদের কাছে রমণীদের সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক রঙ হিসাবে গণ্য হতো। তাই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এখানে ডিমের সাথে তুলনা করা হয় নি; বরং ডিমের বাকলের অভ্যন্তরে স্থিত ঝিল্লির সাথে তুলনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এই রমণীগণ ডিমের ঝিল্লীর ন্যায় নরম ও কোমল হবে। -[রূহুল মা'আনী]

এক জান্নাতী ও তার কাফের সঙ্গী : প্রথম দশ আয়াতে জান্নাতীদের ব্যাপক অবস্থা বর্ণনা করার পর কোনো এক জান্নাতীদের বিশেষ আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সে জান্নাতের মজলিসে পৌছার পর তার এক কাফের বন্ধুর কথা স্মরণ করবে। যে বন্ধুবর দুনিয়াতে থাকাকালে পরকাল অস্বীকার করত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে জান্নাতী বন্ধু জাহান্নামের অভ্যন্তরে উঁকি দিয়ে সে বন্ধুর সাথে কথা বলার সুযোগ পাবে। কুরআন পাকে এই জান্নাতী ব্যক্তির নাম - ঠিকানা উক্ত হয়নি। তাই নিশ্চিতরূপে বলা যায় না যে, সে কে? এতদসত্ত্বেও কোনো কোনো তাফসীরবিদ ধারণা করেছেন যে, সে মু'মিন ব্যক্তিটির নাম 'ইয়াহুদাহ' এবং তার কাফের সঙ্গীর নাম 'মাতরূস'। তারাই সে সঙ্গীদ্বয়, যাদের উল্লেখ সূরা কাহফের وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ আয়াতে করা হয়েছে।-(মাযহারী)।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) কতিপয় তাবেয়ী থেকে এ প্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম এই যে, দুই ব্যক্তি একত্রে কারবার করে আট হাজার দীনার মুনাফা অর্জন করল এবং উভয়ে চার হাজার করে বন্টন করে নিল। একজন তার অর্থ থেকে এক হাজার দীনার দিয়ে কিছু জমি খরিদ করল। অপরজন ছিল খুবই সৎ ও সাধু ব্যক্তি। সে দোয়া করল : ইয়া আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি এক হাজার দীনার দিয়ে জমি খরিদ করেছে। অতঃপর সে এক হাজার দীনার গরিব-দুঃখীকে দান করে দিল। এরপর তার সঙ্গী এক হাজার দীনার ব্যয় করে একটি গৃহ নির্মাণ করলে সে হাত তুলে বলল, ইয়া আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি এক হাজার দীনার ব্যয় করে পৃথিবীতে একটি গৃহ নির্মাণ করেছে। আমি এক হাজার দীনার দিয়ে আপনার কাছ থেকে জান্নাতের একটি গৃহ ক্রয় করতে চাই। অতঃপর সে আরো এক হাজার দীনার দান করে দিল। এরপর তারসঙ্গী এক মহিলাকে বিয়ে করল এবং সে বিয়েতে এক হাজার দীনার ব্যয় করল। তখন সে হাত তুলে দোয়া করল, ইয়া আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি বিয়ে করে এক হাজার দীনার ব্যয় করেছে। আমি জান্নাতের রমণীদের মধ্য থেকে একজনকে বিয়ের পয়গাম দিচ্ছি এবং তার জন্য এক হাজার দীনার উৎসর্গ করছি। একথা বলে সে এক হাজার দীনার দান করে দিল। অতঃপর তার সঙ্গী এক হাজার দীনার দিয়ে কিছু গোলাম ও আসবাবপত্র ক্রয় করলে সে আবার এক হাজার দীনার দান করে আল্লাহর কাছে এর বিনিময়ে জান্নাতের গোলাম ও জান্নাতের আসবাবপত্র প্রার্থনা করল।

এরপর ঘটনাক্রমে মু'মিন লোকটি দারুন অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয়ে কিছু সাহায্য পাওয়ার আশায় বন্ধুর কাছে উপস্থিত হলো। সে নিজের অভাব-অনটনের কথা ব্যক্ত করলে বন্ধু বলল, তোমার ধনসম্পদ কি হলো? উত্তরে সে তার দান-খয়রাতের সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করল। এতে বন্ধুবর বিস্মিত হয়ে বলল, তুমি কি বাস্তবিকই বিশ্বাস কর যে, আমরা মৃত্যুর পর মাটিতে পরিণত হয়ে গেলেও পুনরায় জীবন লাভ করব এবং সেখানে আমাদের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ হবে? যাও, আমি তোমাকে কিছুই দিব না। এরপর তারা উভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। আলোচ্য আয়াত সমূহে জান্নাতী বলে সে সৎ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে পরকালের জন্য তার সমুদয় ধনসম্পদ দান করে ফেলেছিল এবং তার জাহান্নামী সঙ্গী বলে সে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে পরকালকে সত্য জানার অজুহাতে তাকে বিদ্রূপ করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। -(দুররে মানছুর)

কুসংসর্গ থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষা : মোটকথা, জান্নাতী ব্যক্তি যে-ই হোক না কেন, এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা দেওয়া যে, প্রত্যেকটি মানুষের উচিত তার বন্ধু মহলকে যাচাই করে দেখা যে, তাদের মধ্যে কেউ তাকে জাহান্নামের পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি না? কুসংসর্গের সম্ভাব্য ধ্বংসকারিতার সঠিক অনুমান পরকালেই হবে।

তখন এ ধ্বংসকারিতা থেকে আত্মরক্ষার কোনো পথই খোলা থাকবে না। তাই দুনিয়াতেই যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধুত্ব ও একাত্মতার সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। প্রায়ই কোনো কাফের অথবা আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পর মানুষ অজ্ঞাতেই তার চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। এটা পরকালীন পরিণতির জন্য চরম বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

طُغِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلطُّغْيَانُ মূলবর্ণ (ط - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অবাধ্যাচরণ করতে।

لَذَائِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– চাখতে হবে, আস্বাদন করতে হবে।

مُجْرِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِجْرَامُ মূলবর্ণ (ج - ر - م) জিনস صحيح অর্থ– ইত্যাকার অপরাধী।

تُجْزَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হবে।

مُتَقَابِلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّقَابُلُ মূলবর্ণ (ق - ب - ل) জিনস صحيح অর্থ– মুখামুখি উপবিষ্ট হবে।

يُطَافُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِطَافَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– পরিবেশিত হবে।

يُنْزَفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّزْفُ মূলবর্ণ (ن - ز - ف) জিনস صحيح অর্থ– ব্যতিক্রম ঘটবে।

مَكْنُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُنُوْنُ وَالْكَنُّ মূলবর্ণ (ك - ن - ن) জিনস مضاف ثلاثى অর্থ– ডিম্ব।

قَرِيْنٌ : একবচন, বহুবচন قرناء অর্থ– পরিচিত লোক, সাথি, বন্ধু।

اِطَّلَعَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِطِّلَاعُ মূলবর্ণ (ط - ل - ع) জিনস صحيح অর্থ– সে উকি মেরে দেখে।

رَاٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ– সে তাকে দেখতে পারে।

لَتُرْدِيْنِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ فعل مضارع معروف بلام تاكيد বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْدَاءُ মূলবর্ণ (ر - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তুমি তো আমাকেও ধ্বংস করে দিতে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ : এখানে واو হলো عاطفة এবং مَا হলো نافية আর تُجْزَوْنَ হলো فعل مضارع مجهول এবং واو হলো نائب فاعل আর إِلَّا হলো استثناء-এর অব্যয় এবং مَا হলো مفعول ثانى এটা মূলত ছিল جزاء مَا এবং كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ বাক্যটি হলো كُنْتُمْ-এর خبر আর تَعْمَلُوْنَ হলো مَا এর صلة।

–(ই'রাবুল কুরআন ৬/৩৮৩)

অনুবাদ	আয়াত
৫৭. আর যদি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না হতো, তবে আমিও তোমার ন্যায় দণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।	وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾
৫৮. আমরা কি আর মরব না?	أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾
৫৯. আমাদের প্রথমবারের মৃত্যু ব্যতীত এবং আমাদের শাস্তিও হবে না।	إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾
৬০. এটা নিঃসন্দেহে মহান সফলতা।	إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾
৬১. এরূপ সফলতার জন্যই কর্মপরায়ণদের কার্য করা উচিত।	لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾
৬২. আপ্যায়নের জন্য কি এটাই উত্তম, না দোজখের যাক্কূম বৃক্ষ?	أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾
৬৩. আমি ঐ বৃক্ষকে [পৃথিবীতেও] জালিমদের জন্য পরীক্ষার উপকরণ করে দিয়েছি।	إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾
৬৪. [তা] এ প্রকার বৃক্ষ, যা দোজখের তলদেশ হতে উদ্‌গত হয়ে থাকে।	إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾
৬৫. এর মোচা যেন শয়তানের মাথা।	طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾
৬৬. অনন্তর তারা [তীব্র ক্ষুধার জ্বালায়] তা হতে ভক্ষণ করবে এবং তা দ্বারাই উদর পূর্ণ করবে।	فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৭. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي আর যদি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না হতো لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ তবে আমিও তোমার ন্যায় দণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

৫৮. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ আমরা কি আর মরব না?

৫৯. إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ আমাদের প্রথমবারের মৃত্যু ব্যতীত وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ এবং আমাদের শাস্তিও হবে না।

৬০. إِنَّ هَٰذَا এটা নিঃসন্দেহে لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ মহান সফলতা।

৬১. لِمِثْلِ هَٰذَا এরূপ সফলতার জন্যই فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ কর্মপরায়ণদের কার্য করা উচিত।

৬২. أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا আপ্যায়নের জন্য কি এটাই উত্তম أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ না দোজখের যাক্কূম বৃক্ষ।

৬৩. إِنَّا جَعَلْنَاهَا আমি ঐ বৃক্ষকে (পৃথিবীতেও) করে দিয়েছে فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ জালিমদের জন্য পরীক্ষার উপকরণ।

৬৪. إِنَّهَا شَجَرَةٌ এ প্রকার বৃক্ষ تَخْرُجُ যা উদগত হয়ে থাকে فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ দোজখের তলদেশ থেকে।

৬৫. طَلْعُهَا এর শেষে (বিশ্রী) كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ যেন শয়তানের মাথা।

৬৬. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا অনন্তর তারা (তীব্র ক্ষুধার জ্বালায়) তা হতে ভক্ষণ করবে فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ এবং তা দ্বারাই উদর পূর্ণ করবে।

আয়াত	অনুবাদ
ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾	৬৭. অতঃপর তাদেরকে তদুপরি ফুটন্ত পানি (পুঁজের সাথে) মিশ্রিত করে দেওয়া হবে।
ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾	৬৮. অতঃপর তাদের শেষ বাসস্থান দোজখই হবে।
إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾	৬৯. তারা তাদের পিতৃপুরুষগণকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পেয়েছিল।
فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾	৭০. এবং তারাও তাদের পদানুসরণে দ্রুত চলছিল।
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾	৭১. আর তাদের পূর্বেও প্রাচীন লোকদের অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছিল।
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿٧٢﴾	৭২. এবং আমি তাদের মধ্যেও ভয় প্রদর্শনকারী পাঠিয়েছিলাম।
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾	৭৩. সুতরাং দেখুন, তাদের পরিণাম কিরূপ হলো, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল?
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾	৭৪. হাঁ, আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণ ব্যতীত।
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾	৭৫. এবং নূহ্ আমাকে (সাহায্যার্থে) ডাকলেন, আর আমিই উত্তম প্রার্থনা শ্রবণকারী।
وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾	৭৬. এবং আমি তাঁকে ও তাঁর অনুবর্তীদেরকে বড় ভীষণ পেরেশানি হতে মুক্তি দিলাম।
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾	৭৭. আর আমি তাঁরই সন্তানগণকে অবশিষ্ট রাখলাম।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৭. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا অতঃপর তাদেরকে দেওয়া হবে لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ফুটন্ত পানি (পুজেঁর সাথে) মিশ্রিত করে।

৬৮. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ অতঃপর তাদের শেষ বাসস্থান لَإِلَى الْجَحِيمِ দোজখই হবে।

৬৯. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا তারা পেয়েছিল آبَاءَهُمْ তাদের পিতৃ পুরুষগণকে ضَالِّينَ পথভ্রষ্ট অবস্থায়।

৭০. فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ এবং তারাও তাদের পদানুসরণে يُهْرَعُونَ দ্রুত চলছিল।

৭১. وَلَقَدْ ضَلَّ আর পথভ্রষ্ট হয়েছিল قَبْلَهُمْ তাদের পূর্বেও أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ প্রাচীন লোকদের অনেকেই।

৭২. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا এবং আমি পাঠিয়ে ছিলাম فِيهِمْ তাদের মধ্যেও مُّنذِرِينَ ভয় প্রদর্শনকারী।

৭৩. فَانظُرْ সুতরাং দেখুন كَيْفَ كَانَ কিরূপ হলো عَاقِبَةُ তাদের পরিণাম الْمُنذَرِينَ যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল।

৭৪. إِلَّا হাঁ, ব্যতীত عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দাগণ।

৭৫. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ এবং নূহ আমাকে (সাহায্যার্থে) ডাকলেন فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ আর আমিই উত্তম প্রার্থনা শ্রবণকারী।

৭৬. وَنَجَّيْنَاهُ এবং আমি তাঁকে মুক্তি দিলাম وَأَهْلَهُ ও তাঁর অনুবর্তীদেরকে مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ বড় পেরেশানি হতে।

৭৭. وَجَعَلْنَا এবং আমি রাখলাম ذُرِّيَّتَهُ তাঁরই সন্তানদেরকে هُمُ الْبَاقِينَ অবশিষ্ট।

বাংলা	আরবি
৭৮. আর আমি তাঁর জন্য পরবর্তী যুগের লোকদের মধ্যে এ কথা থাকতে দিলাম যে।	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. সালাম হোক নূহের প্রতি জগদ্বাসীদের মধ্যে।	سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾
৮০. আমি খাঁটি বান্দাগণকে এরূপ পুরস্কারই প্রদান করে থাকি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾
৮১. নিঃসন্দেহে তিনি আমার ঈমানদার বান্দাগণের মধ্যে ছিলেন।	اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾
৮২. অতঃপর আমি অন্য সকলকে নিমজ্জিত করে দিলাম।	ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৮. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ আর আমি তাঁর জন্য এ কথা থাকতে দিলাম যে فِي الْاٰخِرِيْنَ পরবর্তী যুগের লোকদের মধ্যে।
৭৯. سَلٰمٌ সালাম হোক عَلٰى نُوْحٍ নূহের প্রতি فِي الْعٰلَمِيْنَ জগদ্বাসীদের মধ্যে।
৮০. اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي আমি এরূপ পুরস্কারই প্রদান করে থাকি الْمُحْسِنِيْنَ খাঁটি বান্দাগণকে।
৮১. اِنَّهٗ নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন مِنْ عِبَادِنَا আমার বান্দাগণের মধ্যে الْمُؤْمِنِيْنَ ঈমানদার।
৮২. ثُمَّ اَغْرَقْنَا অতঃপর আমি নিমজ্জিত করে দিলাম الْاٰخَرِيْنَ অন্য সকলকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ - إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ - إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ أَصْلِ الْجَحِيْمِ - طَلْعُهَا كَأَنَّهٗ رُؤُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ - فَإِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ

শানে নুযূল- ১ : কাতাদাহ (র.) বলেন, একদা যাক্কুম বৃক্ষ সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা হচ্ছিল। সে মুহূর্তে কাফের কুরাইশরা বলছিল যে, এ বৃক্ষটিকে তো আমরা চিনতে পাইনি। তাদের মাঝে আফ্রিকান একজন মানুষ উপস্থিত হয়েছিল, তারা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। জবাবে সে বলল, যাবাদ ও তামারকে আমাদের দেশে যাক্কুম বলা হয়। একথা শুনে যেবা'রী বলে উঠল, আমাদের অঞ্চলে যাক্কুম ফল আল্লাহ তা'আলা অনেক দিয়েছেন। আবূ জাহল তার বাঁদীকে বলল, আমাদেরকে যাক্কুম দাও। তখন সে যাবাদ ও তামার এনে দিল। অতঃপর তার সঙ্গী-সাথিদেরকে বলল, যাক্কুম ফল ভোগ কর। মুহাম্মদ আমাদেরকে এগুলোরই ভীতি প্রদর্শন করছে। মুহাম্মদ ধারণা করছে অগ্নি বৃক্ষ উৎপন্ন করছে। অথচ অগ্নি বৃক্ষকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। তাদের হঠকারিতা ও প্রহসনমূলক মন্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহকে নাজিল করেন।-(ইবনে কাছীর ১০/৪, কুরতুবী ৭৭/১৫)

শানে নুযূল-২ : মুহাম্মদ ইবনে হাসান ও আহমদ ইবনে মুফাজ্জল সুদ্দী (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ "আয়াত যখন নাজিল হয়, তখনই আবূ জাহেল বলল যে, এটা তো আরবি ভাষায় একটি সুপরিচিত বস্তু। আমি তা তোমাদের সম্মুখে এনে দিচ্ছি। সুতরাং সে তার বাঁদিকে ডেকে বলল যে, তামার ও যুবাদ নিয়ে এসো। বাঁদি সেগুলো আনার পর আবূ জাহল বলল, মুহাম্মদ তোমাদেরকে যে যাক্কুম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছে, এ হলো সে যাক্কুম ফল। আবূ জাহলের এহেন হঠকারিতামূলক কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।-[তাবারী ৪৯৫/১০, দুররে মানছুর ২৭৭/৫]

মৃত্যুর বিলুপ্তিতে বিস্ময় প্রকাশ : এখানে জান্নাতী ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ লাভ করে আনন্দের আতিশয্যে বলবে : আমাদের আর কখনো মৃত্যু হবে না কি! এ বাক্যের উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে জান্নাতের অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করবে না ; বরং চরম পর্যায়ের আনন্দ অর্জিত হওয়ার পর মানুষ প্রায়ই এমন কথা বলে ফেলে, যেন তার আনন্দ অর্জিত হয়েছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। জান্নাতী ব্যক্তির বাক্যটিও এমনি ধরনের।

অবশেষে কুরআন পাক এ ঘটনার আসল শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে : لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ অর্থাৎ এমনি ধরনের সাফল্যের জন্য আমলকারীদের আমল করা উচিত।

জাহান্নাম ও জান্নাত উভয়ের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকটি লোককে এ বিষয়টির মূল্যায়ন করার দাওয়াত দিয়েছেন যে, উভয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম তা চিন্তা করে দেখ। সেমতে ৬২-৭৪ আয়াতে বলা হয়েছে اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ -জান্নাতের যেসব নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো উত্তম না জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম বৃক্ষ উত্তম।

যাক্কুম কি? যাক্কুম নামের এক রকম বৃক্ষ আরব উপদ্বীপের তাহামা অঞ্চলে পাওয়া যায়। আল্লামা আলুসী লিখেন : এটা অন্যান্য অনুর্বর মরু এলাকায়ও উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ বলেন, এটা সে বৃক্ষ যাকে উর্দূতে 'থোহড়' বলা হয়। এরই কাছাকাছি আরো একটি বৃক্ষ ভারতবর্ষে 'নাগফন' বাংলায় ফণিমনসা নামে খ্যাত। কেউ কেউ একেই যাক্কুম বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং এটাই অধিক যুক্তিসম্মত। এ সম্পর্কে তাফসীরবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে যে, দুনিয়ার এ যাক্কুমই জাহান্নামীদের খাদ্য হবে, না সেটা অন্য কোনো বৃক্ষ? কেউ কেউ বলেন : আয়াতে দুনিয়ার যাক্কুমই বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের যাক্কুম হবে ভিন্ন বস্তু; দুনিয়ার যাক্কুমের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। বাহ্যত মনে হয়, পৃথিবীতে যেমন সাপ-বিচ্ছু প্রভৃতি রয়েছে, তেমনি জাহান্নামেও আছে। কিন্তু জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছু অপেক্ষা বহুগুণে ভয়ংকর হবে। এমনিভাবে জাহান্নামের যাক্কুমও প্রজাতি হিসেবে দুনিয়ার যাক্কুমের মতো হলেও দুনিয়ার যাক্কুম অপেক্ষা অনেক বেশি কদাকার ও কষ্টভক্ষ হবে।

اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ : অর্থাৎ আমি যাক্কুম বৃক্ষকে জালেমদের জন্য ফেতনা বানিয়েছি। এক্ষত্রে কোনো কোনো তাফসীরবিদ 'ফেতনার' অর্থ করেছেন আজাব। অর্থাৎ এ বৃক্ষকে আজাবের হাতিয়ার বানিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদদের বক্তব্য এই যে, ফেতনার অর্থ 'পরীক্ষা' করা অধিক উপযুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, এ বৃক্ষের আলোচনা করে আমি পরীক্ষা করতে চাই যে, কে এর প্রতি বিশ্বাস করে, আর কে বিদ্রূপ করে? সেমতে আরবের কাফেররা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা এ আজাবকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে উপহাস ও ঠাট্টার পথ বেছে নিয়েছে। বর্ণিত আছে যে, কাফেরদেরকে যাক্কুম খাওয়ানোর আলোচনা সংবলিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হলে আবূ জাহল তার সহচরদেরকে বলল : তোমাদের বন্ধু (মুহাম্মদ) বলে যে, আগুনের ভেতরে নাকি একটি বৃক্ষ আছে, অথচ আগুন বৃক্ষকে হজম করে ফেলে। আল্লাহর কসম! আমরা জানি যে, খেজুর ও মাখনকে যাক্কুম বলা হয়। অতএব এসো এই খেজুর ও মাখন খেয়ে নাও।- (দুররে মনছূর) আসলে বর্বরীয় ভাষায় খেজুর ও মাখনকে যাক্কুম বলা হয়। তাই আবূ জাহল বিদ্রূপের এই পন্থা অবলম্বন করেছে। আল্লাহ তা'আলা একটি মাত্র বাক্যে উভয় বিষয়ের জবাব দিয়ে দিয়েছেন :

اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ : অর্থাৎ যাক্কুম তো জাহান্নামের গভীরে উদগত একটি বৃক্ষ। কাজেই এর অর্থ খেজুর ও মাখন নয় এবং আগুনের ভিতরে বৃক্ষ থাকার আপত্তিও যুক্তিসঙ্গত নয়। বৃক্ষটি যখন আগুনেই জন্ম লাভ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা এতে এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে রেখেছেন যে, তা আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যে বিকশিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আগুনের মধ্যে জীবিত থাকতে পারে, এমন অনেক প্রাণী পৃথিবীতেও বিদ্যমান রয়েছে। আগুন তাদেরকে দহন করার পরিবর্তে আরো বিকশিত করে।

طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ : এতে যাক্কুম ফলকে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এখানে شَيٰطِيْنُ -এর অনুবাদ করেছেন, সাপ। অর্থাৎ যাক্কুম ফল সাপের ফণার মতো হয়ে থাকে। উর্দূতে একে নাগফন এবং বাংলায় ফণিমনসা এ কারণেই বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন যে, এখানে شَيٰطِيْنُ বলে তার সাধারণ অর্থই বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যাক্কুম ফল শয়তানের মাথার ন্যায় কুৎসিত। এখানে এরূপ প্রশ্ন করা উচিত নয় যে,

শয়তানকে তো কেউ দেখেনি, সুতরাং তার সাথে তুলনা করার মানে কি? জবাব এই যে, এটি একটি কল্পনাভিত্তিক তুলনা। সাধারণ বাকপদ্ধতিতে বিশ্রী ও কুৎসিত বস্তুকে শয়তান ও ভূতপ্রেতের সাথে তুলনা করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য কেবল চূড়ান্ত পর্যায়ে কদর্যতা বর্ণনা করাই হয়ে থাকে। এখানে ব্যবহৃত তুলনাও এমনি ধরনের। –(রূহুল মা'আনী)

পূর্ববর্তী আয়াতে আলোচনা ছিল যে, প্রথম উম্মতদের কাছেও সতর্ককারী পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছিলেন, অধিকাংশ লোকই তাদের কথা মানেনি। ফলে তাদের পরিণতি খুবই অশুভ হয়েছে। এখানে ৭৫-৮২ আয়াতে এরই কিছু বিশদ বিবরণ পেশ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াত সমূহে সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে। অবশ্য তা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে আয়াতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ : এতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.) আমাকে ডাক দিয়েছিলেন। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানেও 'ডাকা' বলতে সূরা নূহে উল্লিখিত নূহ (আ.)-এর رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا (অর্থাৎ পরওয়ারদেগার, পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য থেকে একজন বাসিন্দাকেও অবশিষ্ট রেখ না) দোয়া বুঝানো হয়েছে। অথবা সূরা কমরে উল্লিখিত এই দোয়া বুঝানো হয়েছে اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ –(আমি পরাভূত, আমাকে সাহায্য কর।) স্বজাতির উপর্যুপরি অবাধ্যতার পর হযরত নূহ (আ.) এ দোয়া তখন করেছিলেন, যখন তাঁর গোত্র তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেই ক্ষান্ত থাকেনি, উপরন্তু তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনাও তৈরি করেছিল।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبَاقِيْنَ –(আমি তার বংশধরকেই অবশিষ্ট রেখেছি।)

অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ (আ.) -এর সময়ে আগত জলোচ্ছ্বাসে পৃথিবীর অধিকাংশ জনবসতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর পর তাঁরই তিন পুত্র থেকে সারা বিশ্বে মানব গোষ্ঠী বিস্তার লাভ করে। তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল 'সাম' তারই সন্তান-সন্ততি থেকে আরব ও পারস্যবাসীদের বংশধারা শুরু হয়। দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল 'হাম'। আফ্রিকান দেশসমূহের জনবসতি তার বংশধর থেকে প্রসারিত হয়। কেউ কেউ ভারত বর্ষের অধিবাসীদেরকেও এ বংশের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তৃতীয় পুত্র ছিল 'ইয়াফেছ'। তার সন্তানদের থেকে তুর্কী, মঙ্গোলীয় এবং ইয়াজুজ-মাজুজের বংশ নির্গত হয়। হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকায় আরোহণ করে প্রাণ রক্ষা করতে যারা সক্ষম হয়েছিল তাদের মধ্যে হযরত নূহ (আ.)-এর এ তিন পুত্র ছাড়া অন্য কারো বংশ বিস্তার লাভ করেনি।

তবে অতি অল্পসংখ্যক আলেম এ বিষয়ের প্রবক্তা যে, হযরত নূহ (আ.)-এর তুফান বিশ্বগ্রাসী ছিল না; বরং কেবল আরব ভূমিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আরব ভূমিতে কেবল হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তানগণ অবশিষ্ট ছিল এবং তাদের থেকেই আরবদের বংশ বিস্তৃতি লাভ করে। দুনিয়ার অন্যান্য ভূ-খণ্ডে অন্যদের বংশ বিস্তৃতি লাভ করেনি, একথা আয়াত থেকে বুঝা যায় না। –(বয়ানুল কুরআন)

তৃতীয় একদল তাফসীরবিদ বলেন, নূহের তুফান বিশ্বগ্রাসীই ছিল এবং দুনিয়ার বংশধর কেবল হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্রত্রয় থেকে নয়, বরং নৌকায় যারা আরোহণ করেছিল তাদের সন্তানবর্গ থেকেও বিস্তার লাভ করেছে। তারা বলেন, আয়াতের আসল উদ্দেশ্য একথা বর্ণনা করা যে, নিমজ্জিতদের বংশ বিস্তার লাভ করেনি। –(কুরতুবী)

কুরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনাদৃষ্টে তৃতীয় উক্তি খুবই দুর্বল, প্রথম উক্তি সর্বোত্তম। কারণ কোনো কোনো হাদীস থেকেও এমতের সমর্থন পাওয়া যায়, যা ইমাম তিরমিযী প্রমুখ হুজুরে আকরাম ﷺ থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সরাসরি উদ্ধৃত করেছেন। হযরত সামুরাহ ইবনে জুন্দুব (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সাম আরববাসীদের আদি পিতা, হাম আবিসিনিয়াবাসীদের এবং ইয়াফেছ রোমকদের আদি পুরুষ। –(রূহুল মা'আনী)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ : (আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে বিষয়টি প্রচলিত রেখেছি যে, নূহের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ববাসীদের মধ্যে।) -এর মর্মার্থ এই যে, আমি নূহ (আ.) -এর পরবর্তী লোকদের দৃষ্টিতে তাকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করে দিয়েছি। ফলে তারা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্য নিরাপত্তার দোয়া করতে থাকবে। বাস্তব ঘটনাও তাই। সুতরাং বিশ্বের সমস্ত আসমানি ধর্ম গ্রন্থে হযরত নূহ (আ.) -এর নবুয়ত ও পবিত্রতায় বিশ্বাসী মুসলমানদের কথা তো বলাই বাহুল্য, ইহুদি ও খ্রিস্টানরাও তাঁকে নিজেদের নেতা বলে মান্য করে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَيِّتِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَوْتُ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা কি মরব না।

مَالِئُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَلْاءُ، اَلْمِلْأَةُ وَالْمَلَاةُ মূলবর্ণ (م ـ ل ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তারা উদর পূর্ণ করবে।

اَلْفَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْفَاءُ মূলবর্ণ (ل ـ ف ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা পেয়েছিল।

ضَالِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّلَالُ মূলবর্ণ (ض ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পথভ্রষ্ট।

يُهْرَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِهْرَاعُ মূলবর্ণ (ه ـ ر ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– দ্রুত চলছিল।

نَادَانَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُنَادَاةُ মূলবর্ণ (ن ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে আমাকে ডাকল।

نَجَّيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْجِيَةُ মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি মুক্তি দিলাম।

اَغْرَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْرَاقُ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– আমি নিমজ্জিত করে দিলাম।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ : এখানে واو হরফে আতফ, نَجَّيْنَاهُ ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী এবং وَاَهْلَهٗ শব্দটি পূর্বোক্ত ه যমীরের উপর عطف হয়েছে নতুবা এটা مفعول معه এবং مِنَ হরফে জার اَلْكَرْبِ মাউসূফ এবং الْعَظِيْمِ হলো সিফাত সুতরাং مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ হলো نَجَّيْنَاهُ ফে'লের সাথে متعلق।

–(ই'রাবুল কুরআন ষষ্ঠ খণ্ড পৃ. ৩৯৯)

অনুবাদ	আয়াত
৮৩. আর নূহের পথাবলম্বীদের মধ্যে ইবরাহীমও ছিলেন।	وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٣﴾
৮৪. (সে ঘটনাও স্মরণীয়) যখন তিনি নিজ প্রতিপালকের প্রতি বিশুদ্ধ মনে মনোযোগী হলেন।	اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٤﴾
৮৫. আর যখন তিনি স্বীয় পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা কোন বস্তুর উপাসনা করছ?	اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত মিথ্যা দেবতাদেরকে চাচ্ছ?	اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. তবে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা!	فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. তখন ইবরাহীম নক্ষত্ররাজিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন।	فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ﴿٨٨﴾
৮৯. অতঃপর বললেন, আমি শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়ব।	فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ﴿٨٩﴾
৯০. মোটকথা, তারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।	فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿٩٠﴾
৯১. অতঃপর তিনি তাদের মূর্তিসমূহের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা কেন খাচ্ছ না?	فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٩١﴾
৯২. তোমাদের কি হলো, তোমরা তো কথাও বল না?	مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿٩٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৩. وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ আর নূহের পথাবলম্বীদের মধ্যে ছিলেন لَاِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীমও।

৮৪. اِذْ جَآءَ رَبَّهٗ যখন তিনি নিজ প্রতিপালকের প্রতি মনোযোগী হলেন بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ বিশুদ্ধ মনে।

৮৫. اِذْ قَالَ আর যখন তিনি বললেন لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ স্বীয় পিতা ও তাঁর সম্প্রদায় কে مَاذَا تَعْبُدُوْنَ তোমরা কোন বস্তুর উপাসনা করছ?

৮৬. اَئِفْكًا اٰلِهَةً তোমরা কি মিথ্যা দেবতাদেরকে دُوْنَ اللّٰهِ আল্লাহ ব্যতীত تُرِيْدُوْنَ চাচ্ছ।

৮৭. فَمَا ظَنُّكُمْ তবে তোমাদের ধারণা কি بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বজগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে।

৮৮. فَنَظَرَ نَظْرَةً তখন ইবরাহীম পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখলেন فِي النُّجُوْمِ নক্ষত্ররাজিকে।

৮৯. فَقَالَ অতঃপর বললেন اِنِّيْ سَقِيْمٌ আমি শীঘ্রই অসুস্থ হয়ে পড়ব।

৯০. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ মোটকথা তাঁরা তাকে ছেড়ে চলে গেল।

৯১. فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ অতঃপর তিনি তাদের মূর্তিসমূহের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন فَقَالَ এবং বললেন اَلَا تَاْكُلُوْنَ তোমরা কেন খাচ্ছ না?

৯২. مَا لَكُمْ তোমাদের কি হলো لَا تَنْطِقُوْنَ তোমার কথাও বল না।

অনুবাদ	আয়াত
৯৩. অতঃপর সজোরে তাদেরকে আক্রমণ করে প্রহার করতে লাগলেন।	فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾
৯৪. অতঃপর তারা তাঁর নিকট ছুটে আসল।	فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴿٩٤﴾
৯৫. ইবরাহীম বললেন, তোমরা কি এদের পূজা কর, যাদেরকে তোমরা নিজেরাই তৈরি কর।	قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾
৯৬. এবং তোমাদেরকে ও তোমাদের এ তৈরি বস্তুসমূহকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন।	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾
৯৭. তারা পরস্পর বলতে লাগল, ইবরাহীমের জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত কর এবং তাঁকে ঐ জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর।	قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾
৯৮. মোটকথা, তারা ইবরাহীমের অনিষ্ট করতে চেয়েছিল, সুতরাং আমি তাদেরকে অধঃপতিত করে দিলাম।	فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾
৯৯. এবং ইবরাহীম বললেন, আমি তো আমার প্রতিপালকের দিকে চলে যাচ্ছি, তিনি আমাকে [উত্তম স্থানে] পৌছে দেবেন।	وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾
১০০. [দোয়া করলেন,] হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সুসন্তান দান করুন।	رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾
১০১. অতঃপর আমি তাঁকে ধৈর্যশীল প্রকৃতির একটি পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিলাম।	فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৩. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ অতঃপর তাদেরকে আক্রমণ করে ضَرْبًا প্রহার করতে লাগলেন بِالْيَمِينِ সজোরে।

৯৪. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ অতঃপর তারা তার নিকট আসল يَزِفُّونَ ছুটে।

৯৫. قَالَ ইবরাহীম বললেন أَتَعْبُدُونَ তোমরা কি এদের পূজা কর مَا تَنْحِتُونَ যাদেরকে তোমরা নিজেরাই তৈরি কর।

৯৬. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ এবং তোমাদেরকে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন وَمَا تَعْمَلُونَ ও তোমাদের এ তৈরি বস্তুসমূহকে।

৯৭. قَالُوا তারা পরস্পর বলতে লাগল ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا ইবরাহীমের জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি কর فَأَلْقُوهُ এবং তাঁকে নিক্ষেপ কর فِي الْجَحِيمِ ঐ জ্বলন্ত অগ্নিতে।

৯৮. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا মোটকথা তারা ইবরাহীমের অনিষ্ট করতে চেয়েছিল فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ সুতরাং আমি তাদেরকে অধঃপতিত করে দিলাম।

৯৯. وَقَالَ, এবং ইবরাহীম বললেন إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي আমি তো আমার প্রতিপালকের দিকে চলে যাচ্ছি سَيَهْدِينِ তিনি আমাকে উত্তম স্থানে পৌছে দিবেনই।

১০০. رَبِّ হে আমার প্রতিপালক هَبْ لِي আমাকে দান করুন مِنَ الصَّالِحِينَ একটি সুসন্তান ।

১০১. فَبَشَّرْنَاهُ অতঃপর আমি তাঁকে সুসংবাদ দিলাম بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ধৈর্যশীল প্রকৃতির একটি পুত্র সন্তানের।

অনুবাদ	আয়াত
১০২. অনন্তর যখন পুত্রটি তাঁর সাথে চলাফেরা করার মতো বয়সে উপনীত হলো, তখন তিনি বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখছি যে, তোমাকে জবাই করছি, অতএব, তুমিও চিন্তা কর, তোমার কি মত? তিনি বললেন, আব্বাজান! আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন, পূর্ণ করুন, ইনশাআল্লাহ্ আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।	فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْۤ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْۤ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾
১০৩. ফলকথা, যখন তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন।	فَلَمَّاۤ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿۱۰۳﴾
১০৪. তখন আমি তাঁকে ডাকলাম, হে ইবরাহীম!	وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰۤاِبْرٰهِيْمُ ﴿۱۰۴﴾
১০৫. নিশ্চয় আপনি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন, আমি বিশিষ্ট বান্দাদেরকে এরূপই পুরস্কার প্রদান করে থাকি।	قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۰۵﴾
১০৬. প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটি বড় পরীক্ষা।	اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿۱۰۶﴾
১০৭. আর আমি তার পরিবর্তে একটি শ্রেষ্ঠ জবাইয়ের পশু দান করলাম।	وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۰۷﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০২. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ অনন্তর যখন পুত্রটি তাঁর সাথে চলাফেরা করার মতো বয়সে উপনীত হলো قَالَ তখন তিনি বললেন يٰبُنَيَّ হে বৎস! اِنِّيْ اَرٰى فِي الْمَنَامِ আমি স্বপ্নে দেখছি যে اَنِّيْ اَذْبَحُكَ তোমাকে জবাই করছি فَانْظُرْ অতএব তুমিও চিন্তা কর مَاذَا تَرٰى তোমার কি মত قَالَ তিনি বললেন يٰاَبَتِ আব্বাজান افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ! আপনি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছেন তা পূর্ণ করুন سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ইনশাআল্লাহ আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন।

১০৩. فَلَمَّا اَسْلَمَا ফল কথা যখন তারা আত্মসমর্পণ করলেন وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ, এবং পিতা পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন।

১০৪. وَنَادَيْنٰهُ তখন আমি তাঁকে ডাকলাম اَنْ يّٰاِبْرٰهِيْمُ হে ইবরাহীম!

১০৫. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا নিশ্চয় আপনি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِيْ আমি এরূপই পুরস্কার প্রদান করে থাকি الْمُحْسِنِيْنَ। বিশিষ্ট বান্দাদেরকে।

১০৬. اِنَّ هٰذَا لَهُوَ প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল الْبَلٰؤُا الْمُبِيْنُ একটি বড় পরীক্ষা।

১০৭. وَفَدَيْنٰهُ, আর আমি তার পরিবর্তে দান করলাম بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ একটি শ্রেষ্ঠ জবাইয়ের পশু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত নূহ (আ.) -এর ঘটনার পর কুরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পূতঃপবিত্র জীবনের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। উভয় ঘটনায় হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর জন্যে অপূর্ব ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাঁকে নিক্ষেপ করার প্রথম ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে, যার বিশদ বিবরণ সূরা আম্বিয়ায়ে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে ৮৩-৯৮ আয়াতে ঘটনাটি যে ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বটে।

وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَإِبْرٰهِيْمَ : মৌলিক মতবাদ ও পন্থা-পদ্ধতিতে একমত লোকের দলকে আরবি ভাষায় شِيْعَةٌ বলা হয়। এখানে شِيْعَتِهٖ শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যত হযরত নূহ (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। তাই আয়াতের মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর পূর্বসূরি পয়গম্বর হযরত নূহ (আ.) -এর পন্থাবলম্বী ছিলেন এবং ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহে উভয়েরই পরিপূর্ণ ঐকমত্য ছিল। উভয়ের শরিয়তও একই রকম অথবা কাছাকাছি ছিল। উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীম (আ.) এর মাঝে দু'হাজার ছ'শ চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। তাদের মাঝে হযরত হূদ ও সালেহ (আ.) ব্যতীত অন্য কোনো নবী আবির্ভূত হন নি। –(কাশ্শাফ)

إِذْ جَاءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ -এর নির্ভেজাল শাব্দিক অনুবাদ এই যে, যখন তিনি আগমন করলেন তাঁর পালনকর্তার নিকট পরিচ্ছন্ন অন্তরে। আল্লাহর নিকট আগমন করার অর্থ আল্লাহর দিকে রুজু করা, তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তাঁর ইবাদত করা। এর সাথে 'পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে' কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর কোনো ইবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয় না, যতক্ষণ ইবাদতকারীর মন ভ্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ প্রেরণা থেকে পবিত্র না হয়। ভ্রান্ত বিশ্বাসসহ কোনো ইবাদত করলে ইবাদতকারী তাতে যত শ্রমই স্বীকার করুক না কেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে ইবাদত কারীর আসল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে লোক দেখানো অথবা কোনো বৈষয়িক লাভ হলে সে ইবাদত প্রশংসার যোগ্য নয়। আল্লাহর দিকে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর রুজু হওয়া এসব সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র ছিল।

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ فَقَالَ إِنِّىْ سَقِيْمٌ : এসব আয়াতের পটভূমিকা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সম্প্রদায় এক বিশেষ দিনে উৎসব উদযাপন করত। নির্ধারিত পর্বের দিনে তারা ইবরাহীম (আ.)-কেও আমন্ত্রণ জানাল যে, আপনিও আমাদের সাথে উৎসবে যোগদানের জন্য চলুন। উদ্দেশ্য হযরত ইবরাহীম (আ.) উৎসবে যোগদান করলে হয়তো ধর্মের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে নিজের ধর্মের দাওয়াত ত্যাগ করবেন। (দুররে মানছূর, ইবনে জারীর) কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) মনে মনে এই সুযোগকে অন্যভাবে ব্যবহার করার মতলব আঁটছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে, যখন গোটা সম্প্রদায় উৎসব উদযাপন করতে চলে যাবে, তখন আমি তাদের দেব মন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমাসমূহকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেব। যাতে তারা ফিরে এসে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্বের বাস্তব দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। হয়তো বা এতে করে তাদের কারো কারো অন্তরে নিজেদের প্রতিমাসূহকে অসহায় ও অক্ষম দেখে ঈমান জাগ্রত হবে এবং সে শিরক থেকে তওবা করে নেবে। এ উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে উৎসবে যেতে অস্বীকার করলেন। আর অস্বীকারের পথ এই বেছে নিলেন যে, প্রথমে তারকার দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলেন অতঃপর বললেন, আমি অসুস্থ। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অপরাগ মনে করে ছেড়ে গেল এবং উৎসব উদযাপনে চলে গেল।

এ ঘটনার সাথে একাধিক তাফসীর ও ফিকহ্ সংক্রান্ত আলোচনার সম্পর্ক রয়েছে। নিম্নে সেসব আলোচনার সারমর্ম উল্লেখ করা হলো।

তারকার দিকে দৃষ্টিপাত করার উদ্দেশ্য : সর্ব প্রথম আলোচনা এই যে, জবাব দেওয়ার পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ.) যে তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তার উদ্দেশ্য কি ছিল? কেউ কেউ বলেন : এটা নিছক একটা উদ্দেশ্যহীন ও অনিচ্ছাধীন কর্ম ছিল। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করার সময় মানুষ মাঝে মাঝে অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় আকাশের দিকে দেখতে থাকে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে যখন উৎসবে যোগদান করার দাওয়াত দেওয়া হলো, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে, দাওয়াত কিভাবে এড়ানো যায়। এই ভাবনার মধ্যেই তিনি অনিচ্ছায় তারকার দিকে দেখতে থাকেন এবং এরপর জবাব দেন। এ ব্যাখ্যাটি বাহ্যত অমলিন মনে হলেও কুরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির আলোকে একে সঠিক বলে মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ প্রথমত কুরআন পাকের বর্ণনাপদ্ধতি এই যে, সে ঘটনাবলির কেবল গুরত্বপূর্ণ ও জরুরি অংশই বর্ণনা করে এবং অনাবশ্যক বিবরণ বাদ দেয়। খোদ আলোচ্য আয়াতসমূহেই ঘটনার বেশ কয়েকটি অংশ উহ্য রয়েছে। এমনকি, ঘটনার পূর্ণ পটভূমিও বর্ণনা করা হয়নি। তাই এটা বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয় যে, কুরআন পাক ঘটনার পটভূমিকা তো দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বাদ দিয়েছে অথচ ঘটনার সাথে দূরের সম্পর্কও নেই, এমন একটি নিশ্চিত অনিচ্ছাধীন কর্ম পূর্ণ এক আয়াতে ব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয়ত তারকারাজিকে দেখার মধ্যে বিশেষ কোনো রহস্য না থাকলে এবং এবং এটা নিতান্তই অনিচ্ছাধীন কর্ম হলে আরবি ব্যাকরণ দৃষ্টে فَنَظَرَ نَظْرَةً إِلَى النُّجُوْمِ বলা উচিত ছিল فِى النُّجُوْمِ নয়।

এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারকারাজিকে দেখার মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দৃষ্টিতে কোনো বিশেষ উপযোগিতা ছিল। তাই কুরআন পাকও গুরুত্ব সহকারে এর উল্লেখ করেছে। এখন সে উপযোগিতা কি ছিল? এর প্রশ্নের জবাবে অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সম্প্রদায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের নিতান্ত ভক্ত ছিল। তারা তারকারাজি দেখে দেখে নিজেদের কাজ-কর্ম নির্ধারণ করত। কাজেই হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তারকারাজির দিকে দেখে

জবাব দিলেন, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে, তিনি নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে যা বলেছেন, তা ভিত্তিহীন নয়, বরং; তারকারাজির গতিবিধি লক্ষ্য করেই বলেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজে যদিও জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না; কিন্তু উৎসবে যোগদান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি সে পন্থাই অবলম্বন করলেন, যা তাদের দৃষ্টিতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ছিল। তিনি মুখে জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোনো বরাত দেননি এবং এ কথাও বলেননি যে, তারকারাজিকে দেখার উদ্দেশ্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের সাহায্য নেওয়া। তাই এতে মিথ্যার নাম গন্ধও আবিষ্কার করা যায় না।

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর কর্ম দ্বারা হয়তো সে কাফেররা উৎসাহিত হয়ে থাকবে। যারা কেবল জ্যোতিঃশাস্ত্রেই বিশ্বাসী ছিল না, বরং জগতের কাজ-কারবারে তারকারাজিকে সত্যিকার প্রভাবশালী বলেও মনে করত। এর জবাব এই যে, কাফেররা উৎসাহিত তখন হতো, যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) পরবর্তী সময়ে পরিষ্কারভাবে তাদের পথভ্রষ্টতা বর্ণনা না করতেন। এখানে তো যাবতীয় কলাকৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছিল তাদেকে তাওহীদের দাওয়াত অধিকতর কার্যকররূপে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। সেমতেও এ ঘটনার অব্যবহতি পরেই হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি পথভ্রষ্টতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন। তাই কেবল এই অস্পষ্ট কর্ম দ্বারা কাফেরদের উৎসাহিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না এখানে আসল লক্ষ্য ছিল উৎসবে যোগদানের দাওয়াত এড়িয়ে যাওয়া, যাতে তাওহীদের দাওয়াতের জন্য অধিক কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

এ লক্ষ্য হাসিলের জন্য অস্পষ্টতার এই পন্থা সম্পূর্ণ যুক্তিভিত্তিক। এর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিসঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। উপরিউক্ত ব্যাখ্যা অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত রয়েছে। বয়ানুল কুরআনেও তাই অবলম্বন করা হয়েছে।

জ্যোতির্বিদ্যার শরিয়তগত মর্যাদা : এখানে দ্বিতীয় আলোচনা এই যে, জ্যোতির্বিদ্যার শরিয়তগত মর্যাদা কি? নিম্নে সংক্ষেপে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হলো–

এটা সর্ববাদিসম্মত সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সন্নিহিত রেখেছেন, যা মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। তন্মধ্যে কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকেরই দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, সূর্যের কাছে ও দূরে অবস্থানের কারণে গ্রীষ্ম ও শৈত্য দেখা দেওয়া, চন্দ্রের উত্থান-পতনের ফলে সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি। এখন কেউ কেউ বলেন যে, তারকারাজির বৈশিষ্ট্য ততটুকুই যতটুকু আমাদের দৃষ্টিগোচার হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এগুলো ছাড়াও তারকারাজির পরিভ্রমণের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা মানব জীবনের অধিকাংশ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করে। কোনো তারকার কোনো বিশেষ রাশিচক্রে চলে যাওয়া কারো জন্য সুখ ও সাফল্যের কারণ হয় এবং কারো জন্য দুঃখ ও ব্যর্থতার বার্তা বয়ে আনে। এর পর কেউ কেউ তো তারকারাজিকেই সাফল্য ও ব্যর্থতার ব্যাপারে সত্যিকার প্রভাবশালী মনে করে এবং কেউ কেউ বলে যে, সত্যিকার প্রভাবশালী তো আল্লাহ তা'আলাই বটে, কিন্তু তিনি তারকারাজিকে এসব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই দুনিয়ার অন্যান্য কারণের ন্যায় তারকারাজিও মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতার এক কারণ হয়ে থাকে।

যারা তারকারাজিকে সত্যিকার প্রভাবশালী মনে করে এবং বিশ্বের বৈপ্লবিক ঘটনাবলিকে তারকারাজির কারসাজি বলে বিশ্বাস করে, তাদের ধারণা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত ও বাতিল। এ বিশ্বাস মানুষকে শিরকের সীমায় পৌঁছিয়ে দেয়। আরবরা বৃষ্টি সম্পর্কে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করত যে, 'নূ' নামক এক বিশেষ তারকা বৃষ্টি নিয়ে আগমন করে এবং বৃষ্টির জন্য এটাই সত্যিকার প্রভাবশালী। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এ বিশ্বাসের তীব্র নিন্দা করেছেন, যা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে।

পক্ষান্তরে যারা মনে করে যে, সত্যিকার প্রভাবশালী শক্তি তো আল্লাহ তা'আলাই বটে, কিন্তু তিনি তারকারাজিকে এমন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা ঘটনার কারণ পর্যায়ে মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণত সত্যিকার বৃষ্টি বর্ষণকারী তো আল্লাহ তা'আলা, কিন্তু এর বাহ্যিক কারণ মেঘমালা। এমনিভাবে যাবতীয় সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল উৎস তো আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা; কিন্তু তারকারাজি এসব সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ হয়ে যায়। এরূপ বিশ্বাস শিরক নয় কুরআন ও হাদীস দ্বারা এ বিশ্বাসের সত্যায়নও হয় না, খণ্ডনও হয় না। কাজেই এটা অবান্তর নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তারকারাজির পরিভ্রমণ ও তাদের উদয় ও অস্তের মধ্যে এসব প্রভাব নিহিত রেখেছেন। কিন্তু এসব প্রভাব খোঁজ করার জন্য জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করা, এর প্রতি আস্থা রাখা এবং এর ভিত্তিতে ভবিষ্যত সম্পর্কে ফয়সালা করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ ও অবৈধ। হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

اِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَاَمْسِكُوْا وَاِذَا ذُكِرَتِ النُّجُوْمُ فَاَمْسِكُوْا وَاِذَا ذُكِرَ اَصْحَابِىْ فَاَمْسِكُوْا

যখন তাকদীরের আলোচনা উঠে, তখন থেমে যাও (অর্থাৎ তাতে অধিক চিন্তাভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করো না). যখন তারকারাজির আলোচনা শুরু হয়, তখন থেমে যাও এবং যখন আমার সাহাবীদের (অর্থাৎ তাঁদের পারস্পরিক মতবিরোধ ইত্যাদি) আলোচনা উঠে, তখন থেমে যাও। -(ইরাকী প্রণীত ইহইয়াউল উলূম)

হযরত ওমর ফারূক (রা.) বলেন : تَعَلَّمُوا مِنَ النُّجُوْمِ مَاتَهْتَدُوْنَ بِهٖ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ثُمَّ اَمْسِكُوْا
জ্যোতির্বিদ্যা থেকে এতটুকু জ্ঞান অর্জন কর, যতটুকুর সাহায্যে তোমরা স্থলেও সমুদ্রে রাস্তা জানতে পার। এরপর থেমে যাও। –(গাযালী প্রণীত এহইয়াউল উলূম)

এই নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তারকারাজির বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব অস্বীকার করা হয়নি। কেবল এসব বৈশিষ্ট্যের পিছনে পড়তে, এগুলোর সন্ধানে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে বারণ করা হয়েছে মাত্র। ইমাম গাযালী (র.) ইহইয়াউল উলূম গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে এ নিষেধাজ্ঞার একাধিক কারণ বর্ণনা করেছেন।

জ্যোতির্বিদ্যা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত হওয়ার প্রথম কারণ এই যে, যারা এ বিদ্যায় অধিক মনোনিবেশ করে, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, তারা ক্রমান্বয়ে তারকারাজিকেই সবকিছুর নিয়ামক মনে করে বসে। তা তাদেরকে ক্রামান্বয়ে তারকারাজি সত্যিকার প্রভাবশালী এই মুশরিকসুলভ বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তারকারাজির মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব রেখে থাকলেও তার নিশ্চিত জ্ঞান লাভের কোনো পথ ওহী ব্যতীত আমাদের কাছে নেই। হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত ইদরীস (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা (ওহীর মাধ্যমে) এ ধরনের কিছু বিদ্যা দান করেছিলেন। কিন্তু সে ওহীভিত্তিক বিদ্যা এখন দুনিয়া থেকে মিটে গেছে। এখন জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদদের কাছে যা আছে, তা নিছক অনুমান ও আন্দাজ। এসব অনুমান ও আন্দাজের সাহায্যে কোনো নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায় না। এ কারণেই জ্যোতির্বিদদের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী প্রায়ই ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে দেখা যায়। জনৈক পণ্ডিত এ বিদ্যা সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, مُفِيْدَهٗ غَيْرُ مَعْلُوْمٍ وَمَعْلُوْمُهٗ غَيْرُ مُفِيْدٍ
অর্থাৎ এ বিদ্যার যেটুকু অংশ উপকারী হতে পারে তা কারো জানা নেই এবং যেটুকু অংশ মানুষের জানা আছে তা উপকারী নয়।

আল্লামা আলূসী (র.) রূহুল মা'আনীতে এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনাবলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন : এসব দৃষ্টান্তে জ্যোতির্বিদ্যার সর্বজনস্বীকৃত নিয়মানুযায়ী একটি ঘটনা যেভাবে সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীত সংঘটিত হয়েছে। সেমতে অনেক বড় বড় পণ্ডিত, যারা এ বিদ্যা অর্জনে আজীবন সাধনা করেছেন তারা শেষ পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ বিদ্যার শেষ ফল অনুমান ও আন্দাজের অধিক কিছুই নয়। খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ কুশিয়ার দায়লামী জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত তাঁর গ্রন্থ 'আল মুজমাল ফিল আহকাম' -এ লিখেন : জ্যোতির্বিদ্যা একটি প্রমাণবিহীন বিদ্যা। এতে মানুষের মনোগত জল্পনা-কল্পনা ও ধারণার জন্য অনেক ফাঁক রয়েছে। –(রূহুল মা'আনী)

আল্লামা আলূসী (র.) আরো কয়েকজন জ্যোতির্বিদের এ ধরনের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। মোটকথা, এটা স্বীকৃত সত্য যে, জ্যোতির্বিদ্যা কোনো নিশ্চত বিদ্যা নয়। এতে সীমাহীন ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যারা এ বিদ্যা অর্জনে ব্রতী হয়, তারা একে সম্পূর্ণ অকাট্য ও নিশ্চিত বিদ্যারূপে আখ্যায়িত করে, এর ভিত্তিতে ভবিষ্যতের ফয়সালা করে এবং এর কারণেই অন্যদের সম্পর্কে ভালোমন্দ মতামত স্থির করে নেয়। সর্বোপরি এ বিদ্যার মিথ্যা অহমিকা কোনো কোনো সময় মানুষকে 'ইলমে গায়েব' তথা অদৃশ্য জ্ঞানের দাবি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এসব বিষয়ের প্রত্যেকটিই অসংখ্য অনিষ্ট সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

জ্যোতির্বিদ্যা নিষিদ্ধ হওয়ার তৃতীয় কারণ এই যে, এটা জীবনকে এক নিষ্ফল কাজে ব্যয় করার নামান্তর। যখন এ বিদ্যা থেকে কোনো ফলাফল নিশ্চিতরূপে অর্জন করা যায় না, তখন দুনিয়ার কাজকারবারে এ বিদ্যা যে সহায়ক হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং অনর্থক এক নিষ্ফল বিষয়ের পিছনে পড়া ইসলামি শরিয়তের কর্ম ও মেযাজের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। তাই এটিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অসুস্থতার তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তৃতীয় আলোচনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বগোত্রের আমন্ত্রণের জবাবে বলেছিলেন : اِنِّىْ سَقِيْمٌ আমি অসুস্থ। এখানে প্রশ্ন এই যে, তিনি কি বাস্তবিকই তখন অসুস্থ ছিলেন? কুরআন পাকে এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। কিন্তু সহীহ বুখারীর এক হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি তখন এমন অসুস্থ ছিলেন না যে, মেলায় যেতে পারেন না। তাই প্রশ্ন উঠে, তিনি একথা কেমন করে বললেন?

অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এর জবাব এই যে, প্রকৃতপক্ষে এ বাক্যের সাহায্যে হযরত ইবরাহীম (আ.) 'তাওরিয়া' করেছিলেন। তাওরিয়ার অর্থ এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তবের প্রতিকূলে এবং বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের অনুকূলে। এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর বাক্যের বাহ্যিক অর্থ তো এটাই যে, ' আমি এখন অসুস্থ, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দিষ্ট অর্থ তা ছিল না। আসল অর্থ কি ছিল, সে সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন, এতে তার উদ্দেশ্য ছিল মানসিক সঙ্কোচন, যা স্বগোত্রের মুশরিকসুলভ কাণ্ডকীর্তি দেখে তাঁর মনে সৃষ্টি হচ্ছিল। এখানে سَقِيْمٌ

শব্দের ব্যবহার থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ এটা مَرِيْض শব্দ অপেক্ষা অর্থের দিক দিয়ে অনেকটা হালকা। আমার মন খারাপ বলেও এ অর্থ অনেকটা ব্যক্ত করা যায়। বলাবাহুল্য এ বাক্যে 'মানসিক সঙ্কোচন' অর্থেরও পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, إِنِّيْ سَقِيْمٌ বলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। কারণ আরবি ভাষায় اِسْمُ فَاعِلْ এর পদবাচ্য বহুল পরিমাণে ভবিষ্যত কালের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, কুরআন পাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ এর বাহ্যিক অর্থ আপনিও মৃত এবং তারাও মৃত। কিন্তু এখানে এরূপ অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থ হলো, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এমনিভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) اِنِّيْ سَقِيْمٌ এর অর্থ নিয়েছিলেন যে, "আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব।" এ কথা বলার কারণ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া স্থির নিশ্চিত। কেউ বাহ্যিকভাবে অসুস্থ না হলেও মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে মন-মেজাযে ক্রটি সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

যদি কেউ এসব ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়, তবে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তখন বাস্তবিকই কিছুটা অসুস্থ ছিলেন; তবে উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন অসুস্থতা ছিল না। তিনি তাঁর মামুলি অসুস্থতার কথাই এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে শ্রোতারা মনে করে নেয় যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কাজেই মেলায় যাওয়া সম্ভবপর নয়। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তাওরিয়ার এ ব্যাখ্যা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত এবং সন্তোষজনক। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর উক্তি اِنِّيْ سَقِيْمٌ -এর জন্যে كِذْبَةً (মিথ্যা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উপরিউক্ত ব্যাখ্যা দৃষ্টে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর অর্থ তাওরিয়া, যা বাহ্যিক আকার -আকৃতিতে মিথ্যা মনে হয়, কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে মিথ্যা হয় না। এ হাদীসেরই কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরো বলা হয়েছে : مَا مِنْهَا كِذْبَةٌ اِلَّا مَاحَلَّ بِهَا عَنْ دِيْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে কোনো মিথ্যা এরূপ নয়, যা আল্লাহর দীনের প্রতিরক্ষা ও সমর্থনে বলা হয়নি।

এ বাক্যটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে كِذْبٌ শব্দটি সাধারণ অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ রাখে। এ হাদীস সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ সূরা আম্বিয়ার بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে।

তাওরিয়ার শরিয়তসম্মত বিধান : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে বিষয়টি জানা যায় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাওরিয়া করা জায়েজ। তাওরিয়া দুই প্রকার। (এক) উক্তিগত; অর্থাৎ এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তব ঘটনার প্রতিকূল, কিন্তু বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তব ঘটনার অনুকূল। (দুই) কর্মগত; অর্থাৎ এমন কাজ, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণ দর্শকের বুঝে নেওয়া উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন। একে 'ঈহাম' ও বলা হয়। তারকারাজির দিকে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর দৃষ্টিপাত করাও অধিকাংশ তফসীরবিদদের মতে ঈহামই ছিল এবং নিজেকে অসুস্থ বলা ছিল তাওরিয়া।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত উভয় প্রকার তাওরিয়া স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনার পথে ছিলেন এবং কাফেররা তাঁর সন্ধান করছিল, তখন পথে এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা.) -কে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল : ইনি কে? হযরত আবূ বকর (রা.) জবাব দিলেন : هُوَ هَادٍ يَهْدِيْنِيْ "ইনি আমার পথপ্রদর্শক, আমাকে পথ দেখান।" এতে লোকটি সাধারণ পথপ্রদর্শক বুঝেই চলে যায়। অথচ হযরত আবূ বকরের উদ্দেশ্য ছিল "ইনি আমার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক।" [রূহুল মা'আনী]

এমনিভাবে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিহাদের জন্য কোনো দিকে যেতে হলে মদিনা থেকে বের হওয়ার সময় সেদিকে রওয়ানা হওয়ার পরিবর্তে অন্যদিকে রওয়ানা হতেন, যাতে দর্শকরা সঠিক গন্তব্যস্থল জানতে না পারে। এটা ছিল কর্মগত তাওরিয়া তথা ঈহাম। [মুসলিম]

কৌতুক ও হাস্যরসের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তাওরিয়ার প্রমাণ আছে। শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার এক বৃদ্ধাকে দেখে কৌতুকচ্ছলে বললেন : কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। বৃদ্ধা একথা শুনে হায় আফসোস শুরু করলে তিনি এর ব্যাখ্যা করে বললেন : বৃদ্ধাদের জান্নাতে না যাওয়ার অর্থ এই যে, তারা বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে যাবে না- বরং যুবতী হয়ে যাবে।

পুত্র কুরবানির ঘটনা : ৯৯-১১৩ আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর জন্য তাঁর একমাত্র পুত্রের কুরবানি পেশ করেছিলেন। ঘটনার মৌলিক বিষয়বস্তু তাফসীরের সারসংক্ষেপে ফুটে উঠেছে। এখানে কয়েকটি ঐতিহাসিক বিবরণ অবশিষ্ট আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হচ্ছে।

وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ......... : (ইবরাহীম (আ.) বললেন : আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের দিকে চললাম।) দেশবাসীর তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েই তিনি একথা বলেছিলেন। সেখানে তাঁর ভাগিনেয় হযরত লূত (আ.) ব্যতীত কেউ তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেনি। পরওয়ারদেগারের দিকে চলে যাওয়ার অর্থ এই যে, দারুল -কুফর পরিত্যাগ করে আমার পরওয়ারদেগার যেখানে আদেশ করেন, সেখানে চলে যাব। সেখানে আমি তাঁর ইবাদত করতে পারব। সেমতে তিনি পত্নী সারা ও ভগিনেয় হযরত লূতকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে অবশেষে সিরিয়ায় পৌঁছলেন। তখনো পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কোনো সন্তান ছিলনা। তাই তিনি পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত দোয়া করলেন رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (পরওয়ারদেগার, আমাকে সৎপুত্র দান কর।) তাঁর এ দোয়া কুবল হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এক পুত্রের সুসংবাদ দেন।

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ -(অতঃপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।) 'সহনশীল' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ নবজাতক তার জীবনে সবর, ধৈর্য ও সহনশীলতার এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে, যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কেউ পেশ করতে পারবে না। এ পুত্রের জন্মলাভের ঘটনা এই : হযরত সারা যখন দেখলেন যে, তাঁর গর্ভে কোনো সন্তান হচ্ছে না, তখন তিনি নিজেকে বন্ধ্যাই মনে করেন। এদিকে মিসরের সম্রাট ফেরাউন তার হাজেরা নাম্নী কন্যাকে হযরত সারার খেদমতের জন্য দান করেছিল। হযরত সারা হাজেরাকে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর খেদমতে দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে নিলেন। এ হাজেরার গর্ভেই এ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর নাম রাখেন ইসমাঈল।

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْۤ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْۤ اَذْبَحُكَ -(অতঃপর যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরা করার মতো বয়সে উপনীত হলো, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে জবাই করছি।) কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই স্বপ্ন হযরত ইবরাহীম (আ.) কে উপর্যুপরি তিন দিন দেখানো হয়।-(কুরতুবী) একথা স্বীকৃত সত্য যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহীই বটে। তাই এ স্বপ্নের অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর প্রতি একমাত্র পুত্রকে জবাই করার হুকুম করা হয়েছে। এ হুকুমটি সরাসরি কোনো ফেরেশতার মাধ্যমেও নাজিল করা যেত, কিন্তু স্বপ্নে দেখানোর তাৎপর্য হযরত ইবরাহীম (আ.) –এর আনুগত্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাওয়া। স্বপ্নের মাধ্যমেও প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিন্ন অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে আল্লাহর আদেশের সামনে মাথা নত করে দেন। –(তাফসীরে কাবীর)

এছাড়া এখানে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত লক্ষ্য হযরত ইসমাঈল (আ.) -কে জবাই করা ছিল না এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) কেও এ আদেশ দেওয়া ছিল না যে, প্রাণপ্রতিম পুত্রকেই জবাই করে ফেল। বরং উদ্দেশ্য ছিল এ আদেশ দেওয়া যে, নিজের পক্ষ থেকে জবাই করার সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করে জবাই করতে উদ্যত হয়ে যাও। বস্তুত এ নির্দেশ সরাসরি মৌখিক দেওয়া হলে তাতে পরীক্ষা হতো না। তাই তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, তিনি পুত্রকে জবাই করেছেন। এতে হযরত ইবরাহীম (আ.) বুঝে নিলেন যে, জবাই করার নির্দেশ হয়েছে এবং তিনি জবাই করতে পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এভাবে পরীক্ষাও পূর্ণতা লাভ করল এবং স্বপ্নও সত্যে পরিণত হলো। অথচ মৌখিক আদেশের মাধ্যমে হলে তাতে পরীক্ষা হতো না। অথবা পরে রহিত করতে হতো। এ বিষয়টি কত যে ভীষণ পরীক্ষা সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্য এখানে فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ অনেক কামনা-বাসনা প্রার্থনার পর পাওয়া এই প্রাণপ্রতিম পুত্রকে কুরবানি করার নির্দেশ এমন সময় দেওয়া হয়েছিল, যখন পুত্র পিতার সাথে চলা -ফেরার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল এবং লালন-পালনের দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করার পর এখন সময় এসেছিল আপদে-বিপদে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ানোর। তাফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, সে সময় হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বয়স ছিল তেরো বছর। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি সাবালক হয়ে গিয়েছিলেন। -[মাযহারী]

فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى : (অতএব তুমিও ভেবে দেখ, তোমার অভিমত কি?) হযরত ইবরাহীম (আ.) একথা হযরত ইসমাঈলকে এজন্য জিজ্ঞেস করেন নি যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালনে কোনোরূপ সন্দিগ্ধ ছিলেন; বরং তিনি পুত্রের পরীক্ষাও নিতে চেয়েছিলেন যে, পরীক্ষায় সে কতদূর উত্তীর্ণ হয়? দ্বিতীয়ত পয়গম্বরগণের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি এই যে, তাঁরা আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু আনুগত্যের জন্য সর্বদা উপযোগী ও যথাসম্ভব সহজ পথ অবলম্বন করেন। যদি হযরত ইবরাহীম (আ.) পূর্বাহ্নে কিছু না বলেই পুত্রকে জবাই করতে উদ্যত হতেন, তবে বিষয়টি

উভয়ের পক্ষেই কঠিন হয়ে যেতে পারত। তিনি পরামর্শের ভঙ্গিতে ব্যাপারটি উল্লেখ করলেন, যাতে পুত্র পূর্ব থেকেই আল্লাহর নির্দেশের কথা জেনে জবাইয়ের ব্যাপারে প্রস্তুত হতে পারে। এছাড়া পুত্রের মনে কোনোরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলেও তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সম্মত করা যাবে। –[রূহুল মা'আনী, বয়ানুল -কুরআন]

কিন্তু সে পুত্রও ছিলেন খলীলুল্লাহরই পুত্র এবং স্বয়ং ভাবী পয়গম্বর। তিনি জবাব দিলেন :

يَآ اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ : (পিতা আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা সেরে ফেলুন।) এতে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর অতুলনীয় বিনয় ও আত্মনিবেদনের পরিচয় তো পাওয়া যায়ই, তদুপরি প্রতীয়মান হয় যে, এহেন কচি বয়সেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কি পরিমাণ মেধা ও জ্ঞান দান করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর সামনে আল্লাহর কোনো নির্দেশের বরাত দেননি ;বরং একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলেন মাত্র। কিন্তু হযরত ইসমাঈল (আ.) বুঝে নিলেন যে, পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। কাজেই এ স্বপ্নও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর একটি নির্দেশ। অতএব তিনি জবাবে স্বপ্নের পরিবর্তে নির্দেশের কথা বললেন।

অপঠিত ওহীর প্রমাণ : এতেই হাদীস অস্বীকারকারীদের খণ্ডন হয়ে যায়, যারা তেলাওয়াত করা হয় না এমন ওহীর অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং বলে যে, ওহী একমাত্র তাই, যা আসমানি গ্রন্থে অবতীর্ণ হয়। এছাড়া ওহীর অন্য কোনো প্রকার বিদ্যমান নেই। উপরিউক্ত ঘটনা থেকে তাদের এ বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পুত্র কুরবানির নির্দেশ স্বপ্নের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল। হযরত ইসমাঈল (আ.) ও পরিষ্কার ভাষায় একে আল্লাহর নির্দেশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদি অপঠিত ওহীর অস্তিত্বই না থাকবে, তবে ঐ নির্দেশটি কোন আসমানি গ্রন্থে অবতীর্ণ হয়েছিল?

হযরত ইসমাঈল (আ.) নিজের পক্ষ থেকে পিতাকে এ আশ্বাসও দিলেন যে, سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ (ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন।) এ বাক্যে হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর চূড়ান্ত আদব ও বিনয় লক্ষণীয়। প্রথমত তিনি 'ইনশা আল্লাহ' বলে ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছেন এবং ওয়াদায় দাবির যে বাহ্যিক আকার ছিল তাও খতম করে দিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি একথাও বলতে পারতেন "ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন," কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি বললেন, "সবরকারীদের মধ্যে পাবেন" এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সবর ও সহনশীলতা একা আমারই কৃতিত্ব নয়; বরং দুনিয়াতে আরো বহু সবরকারী রয়েছেন। ইনশা আল্লাহ আমিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। এভাবে তিনি উপরিউক্ত বাক্যে অহংকার, আত্মপ্রীতি ও অহমিকার নাম গন্ধটুকু পর্যন্ত খতম করে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ও বশ্যতা প্রকাশ করেছেন। [রূহুল মা'আনী] এর দ্বারা এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষ কোনো ব্যাপারে নিজের উপর যত আত্মবিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পেতে পারে এমন লম্বা চওড়া দাবি করা মোটেই উচিত নয়। কোথাও এমন কথা বলার প্রয়োজন হলে ভাষা এমন হওয়া উচিত যাতে নিজের পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা প্রকাশ পায়। যথাসম্ভব বিনয় ও নম্রতা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত নয়।

فَلَمَّآ اَسْلَمَا (যখন তাঁরা উভয়েই নত হয়ে গেলেন।) اِسْلَامٌ শব্দের অর্থ নত হওয়া, অনুগত হওয়া ও বশীভূত হওয়া উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা যখন আল্লাহর নির্দেশের সামনে নত হয়ে পিতা-পুত্রকে জবাই করতে এবং পুত্র জবাই হতে সম্মত হলেন। এরপর কি হলো, তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতা-পুত্রের এই আত্মনিবেদনমূলক কার্যক্রম এমন বিস্ময়কর ও অভাবিত ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ইতিহাস ও তাফসীরভিত্তিক কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, শয়তান তিনবার হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে প্রতারিত করার চেষ্টা করে এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রত্যেক বারই তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেন। অদ্যাবধি এই প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতি মীনায় তিনবার কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। অবশেষে পিতা -পুত্র কুরবানগাহে পৌঁছলেন, তখন হযরত ইসমাঈল (আ.) পিতাকে বললেন, পিতা আমাকে খুব শক্ত করে বেঁধে নিন যাতে আমি বেশি ছটফট করতে না পারি। আপনার পরিধেয় বস্ত্রও সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না পড়ে এতে আমার ছওয়াব হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া রক্ত দেখলে আমার মা অধিক ব্যাকুল হবেন। আপনার ছুরিটিও ধার দিয়ে নিন এবং তা আমার গলায় দ্রুত চালাবেন যাতে আমার প্রাণ সহজে বের হয়ে যায়। কারণ মৃত্যু বড় কঠিন ব্যাপার আপনি আমার মায়ের কাছে পৌঁছে আমার সালাম বলবেন। যদি আমার জামা তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চান, তবে নিয়ে যাবেন। হয়তো এতে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। একমাত্র পুত্রের মুখে এসব কথা শুনে পিতার মানসিক অবস্থা যে কি হতে পারে, সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) দৃঢ়তার অটল পাহাড় হয়ে জবাব দিলেন : বৎস! আল্লাহর

নির্দেশ পালন করার জন্য তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছ। অতঃপর তিনি পুত্রকে চুম্বন করলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাকে বেঁধে নিলেন।

وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ -(এবং তাকে উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর অর্থ করেন যে, তাকে কাত করে এমনভাবে শুইয়ে দিলেন, যাতে কপালের এক দিক মাটি স্পর্শ করেছিল। (মাযহারী) আভিধানিক দিক দিয়ে এ তাফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ আরবি ভাষায় جبين কপালের দুই পার্শ্বকে বলা হয়। কপালের মধ্যস্থলে বলা হয় جبهة এ কারণেই হযরত থানভী (র) এর অনুবাদ করেছেন, বালুর উপর শুইয়ে দিলেন।" কিন্তু অন্যান্য কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ করেছেন "উপুড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। " যাই হোক ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে এভাবে শোয়ানোর কারণ বর্ণিত হয়েছে যে, শুরুতে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকে সোজা করে শুইয়ে দিলেন, কিন্তু বার বার ছুরি চালানো সত্ত্বেও গলা কাটছিল না। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে পিতলের একটি টুকরা মাঝখানে অন্তরায় করে দিয়েছিলেন। তখন পুত্র নিজেই আবদার করে বললেন পিতা আমাকে কাত করে শুইয়ে দিন। কারণ আমার মুখমণ্ডল দেখে আপনার মধ্যে পৈতৃক স্নেহ উথলে উঠে। ফলে গলা পূর্ণরূপে কাটা হয় না। এছাড়া ছুরি দেখে আমিও ঘাবড়ে যাই। সেমতে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকে এভাবে শুইয়ে দিলেন এবং ছুরি চালাতে থাকেন।-[মাযহারী]

وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَّاۤاِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا (আমি তাকে ডেকে বললাম : হে ইবরাহীম তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ।) অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালনে তোমার যা করণীয় ছিল, তাতে সত্যি নিজের পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি রাখনি। (স্বপ্নেও সম্ভবত এ বিষয়টিই শেখানো হয়েছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) জবাই করার জন্য পুত্রের গলায় ছুরি চালাচ্ছেন।) এখন এই পরীক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই তাকে ছেড়ে দাও।

اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ -(আমি খাঁটি বান্দাদেরকে এমনি প্রতিদান দিয়ে থাকি।) অর্থাৎ আল্লাহর কোনো বান্দা যখন আল্লাহর আদেশের সামনে নতশির হয়ে নিজের সমস্ত ভাবাবেগকে কুরবান করতে উদ্যত হয়ে যায়, তখন আমি পরিশেষে তাকে পার্থিব কষ্ট থেকেও বাঁচিয়ে রাখি এবং পরকালের ছওয়াবও তার আমলনামায় লিখে দেই।

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ -(আমি জবাই করার জন্য এক মহান জীব এর বিনিময়ে দিলাম।) বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) উপরিউক্ত গায়েবি আওয়াজ শুনে উপরের দিকে তাকালে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে একটি ভেড়া নিয়ে দাঁড়ানো দেখতে পেলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা ছিল সে ভড়া যা হযরত আদম (আ.)-এর পুত্র হাবীল কুরবানি করেছিলেন। ।

মোটকথা, এ জান্নাতী ভেড়া হযরত ইবরাহীম (আ.) -কে দেওয়া হলে তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কুরবানি করলেন। একে عَظِيْمٌ (মহান) বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছিল এবং এর কুরবানি কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ ছিল না।-(মাযহারী)

কুরবানি হযরত ইসমাঈল (আ.) হয়েছিলেন, না হযরত ইসহাক (আ.) : একথা মেনে নিয়ে উপরিউক্ত আয়াতসমূহের তাফসীর করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যে পুত্রকে জবাই করার জন্য অদিষ্ট হয়েছিলেন, সে পুত্র ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে তাফসীরবিদ ও ইতিহাসবিদদের মধ্যে ভীষণ মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। হযরত ওমর, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্বাস, ইবনে আব্বাস, কা'ব আহবার, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ, মাসরুক, ইকরিমা, আতা, মুকাতিল, যুহরী, সুদ্দী প্রমূখ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, সে পুত্র ছিলেন হযরত ইসহাক (আ.)। এর বিপরীতে হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আবূ হুরায়রা, আবূ তোফায়েল, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বসরী, মুজাহিদ, ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ, শা'বী, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব ও অন্য বহু তাবেয়ী থেকে বর্ণিত আছে যে, সে পুত্র ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)।

পরবর্তী তাফসীরবিদগণের মধ্যে ইবনে জারীর প্রথম উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং ইবনে কাছীর প্রমুখ দ্বিতীয় উক্তি অবলম্বন করে প্রথম উক্তির কঠোরভাবে খণ্ডন করেছেন। এখানে উভয় পক্ষের প্রমাণাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও কুরআন পাকের বর্ণনা পদ্ধতি এবং রেওয়ায়েতসমূহের বলিষ্ঠতার ভিত্তিতে এটাই অগ্রগণ্য বলে মনে হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানি করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। এর পক্ষে যুক্তি প্রমাণ নিম্নরূপ :

১. কুরআন পাক পুত্র কুরবানির আগাগোড়া ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেছে :

وَبَشَّرْنَاهُ بِاِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ : (আমি ইবরাহীমকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, যিনি হবেন নবী ও সৎ লোকদের অন্যতম।) এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যে পুত্রের কুরবানি করার আদেশ করা হয়েছিল, তিনি হযরত ইসহাক নন অন্য কেউ। এছাড়া হযরত ইসহাকের সুসংবাদ কুরবানির ঘটনার পরে দেওয়া হয়েছে।

২. হযরত ইসহাক (আ.)-এর সুসংবাদে আরো উল্লিখিত আছে যে, তিনি নবী হবেন। অন্য আয়াতে বর্ণিত সুসংবাদে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর ঔরসে হযরত ইয়াকূব (আ.) জন্মগ্রহণ করবেন। আয়াতটি এই : فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ-এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, হযরত ইসহাক (আ.) সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকবেন এবং সন্তানের পিতা হবেন। এমতাবস্থায় তাঁকেই শৈশবে জবাই করার আদেশ দেওয়া কিরূপে সম্ভবপর ছিল? যদি তাঁকেই শৈশবে নবুয়ত লাভের পূর্বে জবাই করার নির্দেশ দেওয়া হতো, তবে ইবরাহীম (আ.) বিলক্ষণ বুঝে নিতেন যে, তাকে তো এখনো নবুয়তের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং তার ঔরসে হযরত ইয়াকূবের জন্ম অবধারিত। তাই জবাই করলে তার মৃত্যু হতে পারবে না। বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় এটা কোনো পরীক্ষা হতো না এবং এটা সম্পাদন করে হযরত ইবরাহীমও কোনো প্রশংসার যোগ্য হতেন না। পরীক্ষা কেবল তখনই সম্ভব ছিল, যখন ইবরাহীম (আ.) একথা পুরোপুরি বুঝতেন যে, তাঁর পুত্র জবাই করলে মারা যাবে, এরপর তিনি জবাই করতে উদ্যত হতেন। হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ব্যাপারেই একথা পুরোপুরি প্রযোজ্য। কারণ আল্লাহ তা'আলা পূর্বে তাঁর জীবিত থাকার ও নবী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি।

৩. কুরআন পাকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, যে পুত্রকে জবাই করার হুকুম দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথম সন্তান। কারণ তিনি দেশ থেকে হিজরত করার সময় এক পুত্রের দোয়া করেছিলেন। এ দোয়ারই জবাবে সুসংবাদ দেওয়া হয় যে, তাঁর গৃহে এক সহনশীল পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। অতঃপর এই পুত্র সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলো, তখন তাকে জবাই করার নির্দেশ হলো। সুতরাং ঘটনার ধারাবাহিকতায় প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সে পুত্র ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথম সন্তান। এদিকে এটা সর্বসম্মত যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রথম পুত্র হযরত ইসমাঈলই ছিলেন এবং হযরত ইসহাক ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসমাঈলকেই জবাই করার হুকুম হয়েছিল।

৪. এটাও প্রায় নির্ধারিত যে, পুত্র-কুরবানির এ ঘটনা মক্কা মোকাররমার নিকটবর্তী এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। এ কারণেই আরবদের মধ্যে সর্বদা হজের সময় কুরবানি করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পুত্রের বিনিময়ে যে ভেড়া জান্নাত থেকে প্রেরিত হয়েছিল, তার শিং বহু বছর পর্যন্ত কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে ঝুলানো ছিল। ইবনে কাছীর এর সমর্থনে একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং আমের শা'বীর এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, 'আমি কা'বা গৃহে এই ভেড়ার শিং স্বচক্ষে দেখেছি।' হযরত সুফিয়ান বলেন, এই ভেড়ার শিং অনবরত কা'বায় ঝুলানো ছিল। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আমলে যখন কা'বা গৃহে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন এই শিং ভস্মীভূত হয়ে যায়। এখন বলাবাহুল্য যে, মক্কায় হযরত ইসমাঈল (আ.) বাস করেছিলেন হযরত ইসহাক (আ.) নয়। তাই এটা সুস্পষ্ট যে, জবাই করার হুকুম হযরত ইসমাঈলের সাথে জড়িত ছিল হযরত ইসহাকের সাথে নয়।

এখন যেসব রেওয়ায়েতে আছে যে, বিভিন্ন সাহাবী ও তাবেয়ী জবাই করার আদেশ হযরত ইসহাকের সাথে সম্পর্ক করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লিখেন :

আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন; কিন্তু বাহ্যত মনে হয়, এসব উক্তি কা'ব আহবার থেকে গৃহীত হয়েছে। কারণ, তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করে হযরত ওমর (রা.)-কে তার প্রাচীন গ্রন্থাদির বিষয়বস্তু শুনাতে শুরু করেন। মাঝে মাঝে খলিফা তার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। এতে অন্যরাও সুযোগ পায় এবং তারাও তার রেওয়ায়েত শুনে তা বর্ণনা করতে শুরু করে। এসব রেওয়ায়েতে সত্য মিথ্যা সব বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকত। মুসলিম উম্মতের এসব কথাবার্তার মধ্য থেকে একটি অক্ষরেরও প্রয়োজন নেই।

ইবনে কাছীরের উপরিউক্ত বক্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কারণ হযরত ইসহাককে জবাইয়ের আদেশের সাথে জড়িত করার বিষয়টি ইসরাঈলী রেওয়ায়েতের উপরই ভিত্তিশীল। এ কারণেই 'ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় হযরত ইসমাঈলের পরিবর্তে হযরত ইসহাককে জবাই করার আদেশের সাথে জড়িত করে। বর্তমান বাইবেলে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

এসব বিষয়ের পর খোদা আব্রাহামের পরীক্ষা নিলেন এবং তাকে বললেন, হে আব্রাহাম, তিনি বললেন, আমি উপস্থিত আছি। তখন খোদা বললেন, তুমি তোমার একমাত্র ও আদরের পুত্র ইসহাককে সাথে নিয়ে সুরিয়া দেশে যাও এবং সেখানে আমি যে পাহাড়ের কথা বলব, সেই পাহাড়ে তাকে কুরবানির জন্য পেশ কর। (জন্ম ২২. ১ ও ২)

এতে জবাই করার ঘটনাকে হযরত ইসহাকের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বিবেকের দৃষ্টিতে দেখলে এবং তথ্যানুসন্ধান করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এখানে ইহুদিরা তাদের ঐতিহ্যগত বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে তাওরাতের শব্দ পরিবর্তন করে দিয়েছে। কারণ জন্ম অধ্যায়ের উপরিউক্ত বাক্যাবলিতেই 'তোমার একমাত্র পুত্র' কথাটি ব্যক্ত করছে যে, কুরবানির হুকুমের সাথে জড়িত পুত্র হযরত ইবরাহীমের একমাত্র পুত্র ছিল। এ অধ্যায়েই অতঃপর আরো লিখিত আছে :

"তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকেও আমার জন্য উৎসর্গ করতে দ্বিধা করনি" (জন্ম ২২, ১২)
এ বাক্যেও স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সে পুত্র ছিল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একমাত্র পুত্র। এদিকে এটা সর্বসম্মত যে, হযরত ইসহাক (রা.) তাঁর একমাত্র পুত্র ছিলেন না। একমাত্র পুত্র বলতে হযরত ইসমাঈলই ছিলেন। জন্ম অধ্যায়ের অন্যান্য বাক্যাবলি এর পক্ষে সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ইসমাঈলের জন্ম হযরত ইসহাকের পূর্বে হয়েছিল। দেখুন :
"এবং অব্রাহামের স্ত্রী সারার কোনো সন্তান হয়নি। তার হাজেরা নাম্নী এক মিসরীয় বাঁদি ছিল। অব্রাহাম হাজেরার কাছে গেল এবং সে গর্ভবর্তী হলো। খোদাওয়ান্দের ফেরেশতা তাকে বলল, তুমি গর্ভবতী, তোমার পুত্র হবে। তার নাম রাখবে ইসমাঈল। যখন হাজেরার গর্ভে অব্রাহামের পুত্র ইসমাঈল জন্মগ্রহণ করল, তখন অব্রাহামের বয়স ছিল ছিয়াশি বছর।" (জন্ম ১৬-১ ৪, ১০, ১৬)
এর পরবর্তী অধ্যায়ে রয়েছে: "এবং খোদা অব্রাহামকে বলল, তোমার স্ত্রী সারার গর্ভ থেকেও তোমাকে এক পুত্র দান করব। তখন অব্রাহাম নতশির হয়ে হেসে মনে মনে বলল, শত বছরের বৃদ্ধের ঔরসেও সন্তান হবে? আর নব্বই বছরের সারার গর্ভেও সন্তান হবে? অব্রাহাম আল্লাহকে বলল, আহা, ইসমাঈল তোমার সকাশে জীবিত থাকুক! তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, নিশ্চয় তোমার ঔরসে সারার পুত্র হবে। তার নাম রাখবে ইসহাক।" (জন্ম ১৭, ১৫-২০) এর পর হযরত ইসহাকের জন্মের আলোচনা করে বলা হয়েছে :
"এবং যখন তার পুত্র ইসহাক জন্মগ্রহণ করল, তখন অব্রাহামের বয়স ছিল শত বছর।" (জন্ম ২১-৫)
উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হযরত ইসহাক হযরত ইসমাঈল অপেক্ষা চৌদ্দ বছরের ছোট ছিলেন। এই চৌদ্দ বছর ইসমাঈল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর একমাত্র পুত্র ছিলেন। এর বিপরীতে হযরত ইসহাক কোনো দিনই পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন না। এরপর 'জন্ম' গ্রন্থের ২২তম অধ্যায়ে পুত্র কুরবানির আলোচনায় 'একমাত্র' শব্দটি পরিষ্কার সাক্ষ্য দেয় যে, ইসমাঈলই একমাত্র পুত্র এবং কোনো ইহুদি হয়তো এর সাথে 'ইসহাক' শব্দটি জুড়ে দিয়ে থাকবে আর এই জুড়ে দেওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে ইসমাঈল বংশের পরিবর্তে ইসহাক বংশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা।
এ ছাড়া বাইবেলের জন্মগ্রন্থের যে জায়গায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ইসহাক সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে আরো বলা হয়েছে :
"নিশ্চিতই আমি তাকে (ইসহাককে) বরকত দিব তার বংশে অনেক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে।" (জন্ম ১৭, ১৬)
বলাবাহুল্য, যে পুত্র সম্পর্কে জন্মের পূর্বেই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তার বংশে অনেক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, তাকে কুরবানি করার হুকুম কিরূপে দেওয়া যেতে পারে? এ থেকেও জানা যায় যে, কুরবানির হুকুম হযরত ইসহাকের সাথে নয় ইসমাঈলের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল।
বাইবেলের উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ দেখার পর ইবনে কাছীরের নিম্নোক্ত অভিমত যে কত নির্ভুল, তা সহজেই অনুমান করা যায় :
"ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর জন্মের সময় হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স ছিল ছিয়াশি বছর এবং হযরত ইসহাকের জন্মের সময় তাঁর বয়স ছিল পূর্ণ একশ বছর। এসব গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর একমাত্র পুত্র জবাই করার হুকুম দিয়েছিলেন। কোনো কোনো গ্রন্থে 'একমাত্র' শব্দের পরিবর্তে 'প্রথম' শব্দও উল্লিখিত আছে। সুতরাং ইহুদিরা এখানে নিজেদের তরফ থেকে দুরভিসন্ধিমূলকভাবে 'ইসহাক' শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। একে বিশুদ্ধ বলার কোনো বৈধতা নেই। কেননা এটা স্বয়ং তাদের গ্রন্থাদির বর্ণনারও বিপক্ষে। এই জুড়ে দেওয়ার কারণ এই যে, হযরত ইসহাক তাদের পিতৃপুরুষ এবং হযরত ইসমাঈল আরবদের পিতৃপুরুষ। সুতরাং হিংসার বশবর্তী হয়ে তারা শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। এখন তারা 'একমাত্র' শব্দের অর্থ এই বর্ণনা করে যে, "আদেশ দেওয়ার সময় তোমার নিকট উপস্থিত একমাত্র পুত্র।" কারণ হযরত ইসমাঈল তখন সেখানে পিতার সাথে ছিলেন না। (তাই হযরত ইসহাক কে এই অর্থে একমাত্র বলা যায়।) কিন্তু এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং সত্যের অপলাপ মাত্র। কারণ যে সন্তান ব্যতীত পিতার অন্য কোনো সন্তান নেই, তাকেই 'একমাত্র' সন্তান বলা হয়। -(তাফসীরে ইবনে কাছীর)
হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) আরো বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনামলে জনৈক ইহুদি আলেম ইসলাম গ্রহণ করলে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) তাকে জিজ্ঞেস করেন : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কোন পুত্রকে জবাই করার হুকুম হয়েছিল? সে বলল, আল্লাহর কসম আমিরুল মু'মিনীন, সে পুত্র ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ.)। ইহুদিরা এটা ভালোভাবেই জানে, কিন্তু প্রতিহিংসাবশত তারা অন্য রকম বলে।
উপরিউক্ত প্রমাণাদির আলোকে এটা সন্দেহাতীত যে, হযরত ইসমাঈলকেই জবাই করার হুকুম হয়েছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

شِيْعَةً : একবচন, বহুবচনে شِيَعٌ অর্থ– পথাবলম্বী।

تُرِيْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِرَادَةُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা চাচ্ছ।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مطلق معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّيْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفقروق অর্থ– তারা চলে গেল।

رَاغَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّوْغُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ غ) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি প্রবেশ করলেন।

لَا تَنْطِقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنُّطْقُ মূলবর্ণ (ن ـ ط ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তো কথাও বল না।

يَزِفُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزَّفُّ মূলবর্ণ (ز ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা দৌড়ে আসল।

اِبْنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبِنَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তোমরা তৈরি কর।

اَسْفَلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّفْلُ মূলবর্ণ (س ـ ف ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– অধঃপতিত হওয়া, নিচু হওয়া।

سَيَهْدِيْنِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তিনি আমাকে উত্তম স্থানে পৌঁছে দিবেন।

اَلْمَنَامُ : সীগাহ واحد বহছ اسم ظرف বাব سمع মাসদার نَوْمٌ، نِيَامٌ মূলবর্ণ (ن ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– স্বপ্ন।

اَذْبَحُكَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلذَّبْحُ মূলবর্ণ (ذ ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– আমি তোমাকে জবাই করছি।

تَلَّهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّلُّ মূলবর্ণ (ت ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পিতা পুত্রকে কাত করে শোয়ালেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ : এখানে قَالُوْا ফে'ল এবং واو তার ফায়েল ابْنُوْا হলো فعل امر এবং فاعل তার واو এবং بُنْيَانًا এবং متعلق হলো ابْنُوْا -এর সাথে لَهٗ। বাক্যটা قَالُوْا ফে'লের مقول বা বক্তব্য। ابْنُوْا এবং فَاَلْقُوْا হলো ابْنُوْا -এর উপর عطف এবং এটা فعل امر এবং واو হলো তার ফায়েল আর هاء হলো مفعول به এবং فِى الْجَحِيْمِ হলো اَلْقُوْا -এর সাথে متعلق। –(ই'রাবুল কুরআন ৬/৪৩৬)

১০৮. এবং আমি তাঁর জন্য পশ্চাতে আগমনকারীদের মধ্যে এ বাক্য থাকতে দিলাম যে,	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾
১০৯. ইবরাহীমের প্রতি সালাম হোক।	سَلَٰمٌ عَلَىٰ إِبْرَٰهِيمَ ﴿١٠٩﴾
১১০. এরূপেই আমি বিশিষ্ট বান্দাদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি।	كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾
১১১. নিঃসন্দেহে তিনি আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্যতম ছিলেন।	إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾
১১২. আর আমি তাঁকে ইসহাক সম্বন্ধে সুসংবাদ প্রদান করলাম যে, তিনি নবী, (এবং) সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।	وَبَشَّرْنَٰهُ بِإِسْحَٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿١١٢﴾
১১৩. আর আমি ইবররাহীম ও ইসহাকের প্রতি বরকতসমূহ নাজিল করেছি এবং তাঁদের উভয়ের বংশে কতক নেক লোকও রয়েছে এবং কতক এমনও রয়েছে, যারা প্রকাশ্যরূপে নিজেদের ক্ষতি সাধন করছে।	وَبَٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَٰقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾
১১৪. আর আমি মূসা ও হারূনের প্রতিও অনুগ্রহ করেছি।	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ﴿١١٤﴾
১১৫. এবং আমি তাঁদের উভয়কে এবং তাঁদের সম্প্রদায়কে মহাসংকট হতে উদ্ধার করেছি,	وَنَجَّيْنَٰهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾
১১৬. আর আমি তাদের সকলকে সাহায্য করেছি, সুতরাং তাঁরাই বিজয়ী হলেন।	وَنَصَرْنَٰهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَٰلِبِينَ ﴿١١٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৮. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ এবং আমি তাঁর জন্য এ বাক্য থাকতে দিলাম যে فِي الْآخِرِينَ পশ্চাতে আগমনকারীদের মধ্যে।

১০৯. سَلَٰمٌ সালাম হোক عَلَىٰ إِبْرَٰهِيمَ ইবরাহীমের প্রতি।

১১০. كَذَٰلِكَ এরূপেই نَجْزِي আমি পুরস্কার প্রদান করে থাকি الْمُحْسِنِينَ বিশিষ্ট বান্দাদেরকে।

১১১. إِنَّهُ নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্যতম।

১১২. وَبَشَّرْنَٰهُ আর আমি তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করলাম بِإِسْحَٰقَ ইসহাক সম্বন্ধে نَبِيًّا যে তিনি নবী مِّنَ الصَّٰلِحِينَ (এবং) সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

১১৩. وَبَٰرَكْنَا আর আমি বরকতসমূহ নাজিল করেছি عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَٰقَ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ এবং তাঁদের উভয়ের বংশে এমন কতক নেক লোক লোকও রয়েছে وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ এবং কতক এমনও রয়েছে যারা প্রকাশ্যরূপে নিজেদের ক্ষতি সাধন করছে।

১১৪. وَلَقَدْ مَنَنَّا আর আমি অনুগ্রহ করেছি عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ মূসা ও হারূনের প্রতি।

১১৫. وَنَجَّيْنَٰهُمَا এবং আমি তাঁদের উভয়কে উদ্ধার করেছি وَقَوْمَهُمَا এবং তাঁদের সম্প্রদায়কে مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ মহাসংকট হতে।

১১৬. وَنَصَرْنَٰهُمْ আর আমি তাদের সকলকে সাহায্য করেছি فَكَانُوا هُمُ الْغَٰلِبِينَ সুতরাং তারাই বিজয়ী হলেন।

১১৭. আর আমি তাঁদের উভয়কে সুস্পষ্ট কিতাব (তাওরাত) প্রদান করেছি।	وَاٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿١١٧﴾
১১৮. এবং আমি তাঁদের উভয়কে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রেখেছি,	وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿١١٨﴾
১১৯. এবং আমি তাঁদের জন্য পশ্চাতে আগমনকারীদের মধ্যে এ বাক্য থাকতে দিয়েছি যে,	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾
১২০. মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম হোক।	سَلٰمٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾
১২১. আমি বিশিষ্টদেরকে এরূপ প্রতিদান দিয়ে থাকি।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾
১২২. নিঃসন্দেহে তাঁরা উভয়ে আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্যতম ছিলেন।	اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾
১২৩. এবং ইলইয়াসও রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।	وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾
১২৪. যখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো না?	اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾
১২৫. তোমরা কি বা'আল (মূর্তি)-কে পূজা করছ, আর তাঁকে পরিত্যাগ করছ যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা?	اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ﴿١٢٥﴾
১২৬. আল্লাহকে, যিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।	اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৭. وَاٰتَيْنٰهُمَا আর আমি তাঁদের উভয়কে প্রদান করেছি الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِيْنَ সুস্পষ্ট কিতাব [তাওরাত]

১১৮. وَهَدَيْنٰهُمَا এবং তাঁদের উভয়কে প্রতিষ্ঠিত রেখেছি الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ সরল পথে।

১১৯. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا এবং আমি তাঁদের জন্য এ বাক্য থাকতে দিয়েছি فِي الْاٰخِرِيْنَ পশ্চাতে আগমনকারীদের মধ্যে।

১২০. سَلٰمٌ সালাম হোক عَلٰى مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ মূসা ও হারূনের প্রতি।

১২১. اِنَّا كَذٰلِكَ আমি এরূপ نَجْزِى প্রতিদান দিয়ে থাকি الْمُحْسِنِيْنَ বিশিষ্টদেরকে।

১২২. اِنَّهُمَا নিঃসন্দেহে তাঁরা উভয়ে مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্যতম ছিলেন।

১২৩. وَاِنَّ اِلْيَاسَ এবং ইলয়াসও لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১২৪. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ যখন তিনি স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন اَلَا تَتَّقُوْنَ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো না?

১২৫. اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا তোমরা কি বা'আল (মূর্তি) কে পূজা করছ وَّتَذَرُوْنَ আর তাঁকে পরিত্যাগ করছ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা।

১২৬. اللّٰهَ رَبَّكُمْ আল্লাহকে, যিনি তোমাদের প্রতিপালক وَرَبَّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ এবং তোমাদের প্রাক্তন পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।

১২৭. অবশেষে তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপাদন করল, অতএব, তাদেরকে অবশ্যই [শাস্তির জন্য] উপস্থিত করা হবে,	فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾
১২৮. কিন্তু যারা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা [তারা পুরস্কৃত হবে] ।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾
১২৯. আর আমি ইলইয়াসের জন্য পশ্চাতে আগমনকারীদের মধ্যে এ বাক্য থাকতে দিয়েছি যে,	وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾
১৩০. ইলইয়াসের প্রতি সালাম হোক ।	سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ﴿١٣٠﴾
১৩১. আমি বিশিষ্টদেরকে এরূপই পুরস্কার প্রদান করে থাকি ।	اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣١﴾
১৩২. নিঃসন্দেহে তিনি আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ।	اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٢﴾
১৩৩. এবং নিঃসন্দেহে লূত রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন;	وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٣٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২৭. فَكَذَّبُوْهُ অবশেষে তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপাদন করল فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ অতএব তাদেরকে অবশ্যই (শাস্তির জন্য) উপস্থিত করা হবে ।

১২৮. اِلَّا কিন্তু عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ যারা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা ।

১২৯. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ আর আমি ইলইয়াসের জন্য এ বাক্য থাকতে দিয়েছি যে فِى الْاٰخِرِيْنَ পশ্চাতে আগমনকারীদের মধ্যে ।

১৩০. سَلٰمٌ সালাম হোক عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ইলইয়াসের প্রতি ।

১৩১. اِنَّا كَذٰلِكَ আমি এরূপই نَجْزِى পুরস্কার প্রদান করে থাকি الْمُحْسِنِيْنَ বিশিষ্টদেরকে ।

১৩২. اِنَّهٗ নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ আমার ঈমানদার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ।

১৩৩. وَاِنَّ لُوْطًا এবং নিঃসন্দেহে লূত ছিলেন لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ : (তাঁদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কিছু সৎকর্মী এবং কিছু নিজেদের প্রকাশ্য ক্ষতি সাধনে লিপ্ত ।) এ আয়াতের মাধ্যমে ইহুদিদের এই মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, পয়গাম্বরগণের বংশধর হওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির জন্য যথেষ্ট । আলোচ্য আয়াত পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেছে যে, কোনো সৎলোকের সাথে বংশগত সম্পর্ক থাকা মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এটা মানুষের নিজের বিশ্বাসও কর্মের উপর ভিত্তিশীল ।

১১৪-১২২ আয়াতসমূহে তৃতীয় ঘটনা হযরত মূসা ও হারুন (আ.) সম্পর্কিত । এ ঘটনা ইতঃপূর্বে কয়েক জায়গায় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে । এখানে বর্ণিত সেসব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র । এখানে ঘটনাটি উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাঁটি ও অনুগত বান্দাদেরকে কিভাবে সাহায্য করেন এবং তাদেরকে কি কি নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন । সেমতে এখানে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা ও হারুন (আ.)-এর প্রতি নিয়ামতসমূহের

আলোচনা করেছেন। আল্লাহর নিয়ামতসমূহ দুধরনের হয়ে থাকে।-(এক) ধনাত্মক নিয়ামত। অর্থাৎ উপকারী وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ -আয়াতে এধরনের নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। (দুই) ঋণাত্মক নিয়ামত। অর্থাৎ ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখার নিয়ামত। পরবর্তী নিয়ামতসমূহে এ ধরনের নিয়ামতেরই বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইলিয়াস (আ.) : ১২৩ -১৩২ আয়াতসমূহে চতুর্থ ঘটনা তথা হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াত সমূহের তাফসীরের পূর্বে হযরত ইলিয়াস (আ.) সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো : কুরআন পাকে মাত্র দু'জায়গায় হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর আলোচনা দেখা যায়-সূরা আন'আমে ও সূরা সাফফাতের আলোচ্য আয়াতসমূহে। সূরা আন'আমে কেবল পয়গম্বরগণের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কোনো ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। তবে এখানে খুবই সংক্ষেপে তাঁর দাওয়াত ও প্রচারের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

যেহেতু কুরআন পাকে হযরত ইলিয়াস (আ.) এর জীবনালেখ্য বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসেও তা নেই, তাই তাঁর সম্পর্কে তাফসীরের কিতাবাদিতে যেসব বিভিন্ন উক্তি ও বিচ্ছিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, এগুলোর অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত।

অল্প সংখ্যক তাফসীরবিদের বক্তব্য এই যে, ইলিয়াস হযরত ইদরীস (আ.)-এরই অপর নাম, এই দু'ব্যক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেউ কেউ আরও বলেন যে, হযরত ইলিয়াস (আ.)ও হযরত খিযির (আ.) অভিন্ন এবং একই ব্যক্তি। (দুররে মানসূর) কিন্তু অনুসন্ধানবিদগণ দু'টি উক্তিই খণ্ডন করেছেন। কুরআন পাকও হযরত ইদরীস এবং হযরত ইলিয়াস (আ.) এর আলোচনা এমন পৃথক পৃথকভাবে করেছে যে, উভয়কে একই ব্যক্তি সাব্যস্ত করার কোনো অবকাশ দেখা যায় না। তাই ইবনে কাছীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বলেন যে, তাঁরা যে আলাদা আলাদা রাসূল, এটাই সহীহ। (আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া)।

নবুয়ত লাভের সময়কাল ও স্থান : হযরত ইলিয়াস (আ.) কখন এবং কোথায় প্রেরিত হয়েছিলেন, কুরআন ও হাদীস থেকে তাও জানা যায় না। কিন্তু ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, তিনি হযরত হিযকীল (আ.)-এর পর এবং হযরত আল্‌ইয়াস' (আ.) -এর পূর্বে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সময়ে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির অপকর্মের কারণে বনী ইসরাঈলের সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক অংশকে 'ইয়াহুদাহ্' অথবা 'ইয়াহুদিয়্যাহ' বলা হতো। এর রাজধানী ছিল বায়তুল-মোকাদ্দাসে অবস্থিত । আর অপর অংশের নাম ছিল ইসরাঈল। এর রাজধানী তৎকালীন সামেরাহ এবং বর্তমান নাবলূসে অবস্থিত ছিল। হযরত ইলিয়াস (আ.) জর্দানে 'জলআদ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখনকার ইসরাঈলের শাসনকার্তার নাম বাইবেলে আখিয়াব এবং আরবি ইতিহাসে 'আজিব' অথবা 'আখিব' বলে উল্লিখিত রয়েছে। তার স্ত্রী ঈযবিল 'বা'আল' নামক এক দেবমূর্তির পূজা করত। সে ইসরাঈলে বা'আলের নামে এক সুবিশাল বধ্যভূমি নির্মাণ করে বনী ইসরাঈলকে মূর্তি পূজায় আকৃষ্ট করেছিল। হযরত ইলিয়াস (আ.) আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ভূখণ্ডে তাওহীদ প্রচার করার এবং ইসরাঈলকে মূর্তি পূজা থেকে বিরত রাখার নির্দেশ লাভ করেন। -[তাফসীরে ইবনে জারীর, ইবনে কাছীর, মাযহারী, বাইবেলের কিতাবে সালাতীন]।

সম্প্রদায়ের সাথে সংঘর্ষ ঃ অন্যান্য পয়গম্বরগণকেও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে গুরুতর সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে, হযরত ইলিয়াস (আ.) -এর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে কুরআন পাকে এসব সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণ দানের পরিবর্তে কেবল এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক অংশটি বিবৃত হয়েছে যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এবং কয়েকজন নিষ্ঠাবান লোক ছাড়া কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না। ফলে পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে এ সংঘর্ষের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করেছেন। প্রচলিত তাফসীরসমূহের মধ্যে তাফসীরে মাযহারীতে আল্লামা বগভীর বরাত দিয়ে হযরত ইলিয়াস (আ.) সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। এতে উল্লিখিত ঘটনাবলির প্রায় সবটুকুই বাইবেল থেকে গৃহীত। অন্যান্য তাফসীরেও এসব ঘটনার কিছু অংশ ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ, কা'বে আহ্বার প্রমুখের বরাত সহকারে বর্ণিত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

এ সমস্ত রেওয়ায়েতের অভিন্ন সার-সংক্ষেপ এই যে, হযরত ইলিয়াস (আ.) ইসরাঈলীদের শাসনকর্তা আখিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা'আল দেবমূর্তির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং তাওহীদের দাওয়াত দিলেন কিন্তু দু'একজন সত্যপন্থি ছাড়া কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না ; বরং তাঁকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করার চেষ্টা করল। এমনকি, বাদশাহ আখিয়াব ও রাণী ইযবিল তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি করল। ফলে তিনি সুদূর এক গুহায় আশ্রয় নিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন যেন ইসরাঈলের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। তাতে করে

দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য যদি তিনি তাদেরকে মু'জিযা প্রদর্শন করেন, তাহলে হয়তো তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এই দোয়ার ফলে ইসরাঈলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

এরপর হযরত ইলিয়াস (আ.) আল্লাহর আদেশে সম্রাট আখিয়াবের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, এই দুর্ভিক্ষের কারণ আল্লাহর নাফরমানি। তোমরা এখনো নাফরমানি থেকে বিরত হলে এ আজাব দূর হতে পারে। আমার সত্যতা পরীক্ষা করারও এটা সুবর্ণ সুযোগ। তুমি বলে থাক যে, ইসরাঈল সাম্রাজ্যে তোমাদের উপাস্য বা'আল দেবতার সাড়ে চারশ' নবী আছে। তুমি একদিন তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত কর। তারা বা'আল-এর নামে কুরবানি পেশ করুক আর আমি আল্লাহর নামে কুরবানি পেশ করব। যার কুরবানি আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্যুৎ এসে ভস্ম কর দিবে, তার ধর্মই সত্য বলে সাব্যস্ত হবে। সবাই এ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিল।

সেমতে 'কোহে করমল' নামক স্থানে উভয় পক্ষের সমাবেশ হলো। বা'আল দেবতার মিথ্যা নবীরা তাদের কুরবানি পেশ করল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বা'আলের উদ্দেশ্যে অনুনয়-বিনয় সহকারে প্রার্থনা করল, কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। অতঃপর হযরত ইলিয়াস (আ.) কুরবানি পেশ করলে আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্যুৎ এসে ভস্ম করে দিল। এ দৃশ্য দেখে অনেকেই সেজদায় পড়ে গেল। তাদের সামনে সত্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। কিন্তু বা'আল দেবের মিথ্যা নবীরা এর পরেও সত্য গ্রহণ করল না, ফলে হযরত ইলিয়াস (আ.) তাদেরকে কায়শুন উপত্যকায় হত্যা করিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার পর মুষলধারে বৃষ্টি হলো এবং সম্পূর্ণ ভূখণ্ড ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। কিন্তু আখিয়াবের পত্নী ঈযবিলের তাতেও চক্ষু খুলল না। সে বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে উল্টা হযরত ইলিয়াস (আ.) এর শত্রু হয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার প্রস্তুতি শুরু করল। হযরত ইলিয়াস (আ.) খবর পেয়ে পুনরায় সামেরাহ থেকে আত্মগোপন করলেন এবং কিছু দিন পর বনী-ইসরাঈলের অপর রাষ্ট্র ইয়াহুদিয়াহ পৌঁছে দ্বীনের তাবলীগ আরম্ভ করলেন। কারণ সেখানেও আস্তে আস্তে বা'আল পূজার আধিপত্য ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার সম্রাট ইহুরামও হযরত ইলিয়াস (আ.) -এর কথা শুনল না। অবশেষে হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। কয়েক বছর পর তিনি আবার ইসরাঈলে ফিরে এলেন এবং আখিয়াব ও তদীয় পুত্র আখযিয়াকে সত্য পথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা পূর্ববৎ কুকর্মেই লিপ্ত রইল। অবশেষে তাদেরকে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক ব্যাধির শিকার করে দেওয়া হলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার পয়গম্বরকে তুলে নিলেন।

হযরত ইলিয়াস (আ.) জীবিত আছেন কি? ইতিহাসবিদ ও তাফসীরবিদদের মধ্যে এখানে এ বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে যে, হযরত ইলিয়াস (আ.) জীবিত আছেন, না মৃত্যুবরণ করেছেন? তাফসীরে মাযহারীতে বগভীর বরাত দিয়ে বর্ণিত দীর্ঘ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইলিয়াস (আ.) -কে অগ্নিঅশ্বে সওয়ার করিয়ে আকাশে তুলে নেওয়া হয় এবং তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর মতোই জীবিত রয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী ও ইবনে আসাকির হাকেম প্রমুখের বরাত দিয়ে একাধিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জীবিত আছেন। কা'বে আহবার বর্ণনা করেন যে, চারজন পয়গম্বর এখনো জীবিত আছেন। হযরত খিযির (আ.)-ও হযরত ইলিয়াস (আ.) -এ দু'জন পৃথিবীতে জীবিত আছেন এবং হযরত ঈসা (আ.) ও হযরত ইদরীস (আ.)–এ দু'জন আকাশে জীবিত আছেন। (দুররে মানছূর) এমনকি, কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, হযরত খিযির (আ.) ও হযরত ইলিয়াস (আ.) প্রতি বছর রমজান মাসে বায়তুল - মোকাদ্দাসে একত্রিত হন এবং রোজা রাখেন।-(কুরতুবী)

কিন্তু হাকেম ও ইবনে কাছীরের মতো অনুসন্ধানবিদ আলেমগণ এসব রেওয়ায়েতকে বিশুদ্ধ মনে করেননি।

তারা এ ধরনের রেওয়ায়েত সম্পর্কে বলেন :

وَهُوَ مِنَ الْاِسْرَائِيْلِيَّاتِ الَّتِىْ لَا تُصَدَّقُ وَلَا تُكَذَّبُ بَلِ الظَّاهِرُ اَنَّ صِحَّتَهَا بَعِيْدَةٌ

এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত, যেগুলোকে সত্য বা মিথ্যা কিছুই বলা যায় না। এগুলোর সত্যতা সুদূর পরাহত।
–(আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া)

তাঁরা আরো বলেন : ইবনে আসাকির এমন লোকদেরও একাধিক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন, যারা হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কিন্তু এগুলো কোনোটিই সন্তোষজনক নয়; দুর্বল সনদের কারণে অথবা ঘটনার সাথে যাদেরকে জড়িত করা হয়েছে, তাদের অপরিচিতির কারণে। –(আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া)

হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর আকাশে উত্থিত হওয়ার মতবাদ যে ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত হয়েছে বাহ্যত তাই ঠিক। বাইবেলে আছে :

"আর তাঁরা সামনের দিকে এগুচ্ছিল এবং কথা বলছিল– দেখ, একটি আগ্নেয় রথ ও আগ্নেয় ঘোড়া তাদের দু'জনকে পৃথক করে দিলে এবং ইলিয়াহ ঘূর্ণি হাওয়ায় আকাশে চলে গেল ।" –(সালাতীন ২ : ১১)

এ কারণেই ইহুদিদের মধ্যে এ বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল যে, হযরত ইলিয়াস (আ.) পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। কাজেই হযরত ইয়াহইয়া (আ.) পয়গম্বররূপে প্রেরিত হলে তারা তাঁকে ইলিয়াস বলে সন্দেহ করে। ইয়ুহান্নার ইঞ্জিলে আছে :

"তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? তুমি ইলিয়াহ? সে বলল : না, আমি নই ।" –(ইয়ুহান্না– ১ : ২১)

মনে হয়, কা'বে আহবার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ এবং অন্যান্য কতিপয় আলেম যাঁরা আহলে-কিতাবদের ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন তারাই এসব রেওয়ায়েত মুসলমানদের কাছে বর্ণনা করে থাকবেন। ফলে হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর অদ্যাবধি জীবিত থাকার মতবাদ কিছু সংখ্যক মুসলমানের মধ্যেও প্রসার লাভ করে। নতুবা ইলিয়াস (আ.)-এর জীবিত অথবা আকাশে উত্থিত হওয়ার পক্ষে কুরআন ও হাদীসের কোনো প্রমাণ নেই। মুস্তাদরাকে হাকেমে একটি মাত্র রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে যে, তাবূক গমনের পথে ইলিয়াস (আ.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কিন্তু হাদীসবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী এ রেওয়ায়েতটি বানোয়াট। হাফেজ যাহাবী বলেন :

بَلْ هُوَ مَوْضُوعٌ قَبَّحَ اللّٰهُ مَنْ وَضَعَهُ وَمَاكُنْتُ اَحْسِبُ وَلَا اَجُوْزُ اَنَّ الْجَهْلَ يَبْلُغُ بِالْحَاكِمِ اِلٰى اَنْ يُصَحِّحَ هٰذَا

("বরং এ হাদীসটি মওযু। যে ব্যক্তি এই মিথ্যা হাদীস তৈরি করেছে, আল্লাহ্ তার মন্দ করুন। ইতঃপূর্বে আমার কল্পনায়ও ছিল না যে, ইমাম হাকিমের অজ্ঞতা এতদূর পৌঁছে যাবে এবং তিনি এই হাদীসকে সহীহ্ বলে দিবেন।") –(দুররে মানছূর)

সারকথা, হযরত ইলিয়াস (আ.) -এর জীবিত থাকার বিষয়টি কোনো নির্ভরযোগ্য ইসলামি রেওয়ায়েত দ্বারা প্রামাণ্য নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে নীরব থাকাই উত্তম পথ। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষা এই যে, "এগুলোকে সত্যও বলবে না এবং মিথ্যাও বলবে না।" হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর ব্যাপারে এ শিক্ষা গ্রহণ করাই উচিত। কেননা কুরআনের তাফসীর এবং শিক্ষা ও উপদেশের লক্ষ্য এগুলো ছাড়া ও পূর্ণরূপে অর্জিত হতে পারে। আয়াত সমূহের তাফসীর লক্ষণীয়।

اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا (তোমরা কি বা'আল দেবতার পূজা কর?) 'বা'আল' -এর আভিধানিক অর্থ স্বামী, মালিক ইত্যাদি। কিন্তু এটা হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবমূর্তির নাম ছিল। বা'আল পূজার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। হযরত মূসা (আ.)-এর জমানায় সিরিয়া অঞ্চলে এর পূজা হতো এবং এটা ছিল তাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর-বা'আলবাক্কাকেও এ দেবতার নামেই নমকরণ করা হয়েছে। কারো কারো ধারণা যে, আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি হুবালও এই বা'আলেরই অপর নাম।-[কাসাসুল-কুরআন]

وَتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ (এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করেছ?) এখানে উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা। "সর্বোত্তম স্রষ্টা"-এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কোনো স্রষ্টা হতে পারে ; উদ্দেশ্য এই যে, যে সমস্ত মিথ্যা উপাস্যকে তোমরা স্রষ্টা বলে সাব্যস্ত করে রেখেছ, তিনি তাদের সবার তুলনায় অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল।-[কুরতুবী] কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : এখানে خَالِقٌ শব্দটি صَانِعٌ (নির্মাতা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সমস্ত নির্মাতার সেরা ও উত্তম নির্মাতা। কেননা অন্যান্য নির্মাতারা কেবল বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে কোনো বস্তু তৈরি করে। কোনো বস্তুকে নাস্তি থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা তাদের ক্ষমতার বাইরে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার নিজস্বভাবেই ক্ষমতা রাখেন।-[বয়ানুল-কুরআন]

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো সাথে সৃষ্টিগুণকে সম্পৃক্ত করা জায়েজ নয় : এখানে স্মর্তব্য যে, خَلْق শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ কোনো বস্তুকে নাস্তি থেকে নিজস্ব অস্তিত্বে আনয়ন করা। তাই এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। অন্য কারো সাথে এ গুণের সংযুক্তি জায়েজ নয়। আমাদের যুগে প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, লেখকদের রচনা, কবিদের কবিতা এবং চিত্র শিল্পীদের চিত্রকর্মকে তাদের সৃষ্টি বলে দেওয়া হয়। এটা মোটেই বৈধ নয়। স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ হতে পারে না। তাই লেখকদের লেখাকে চিন্তার ফসল অথবা রচনা ইত্যাদি বলাই উচিত-সৃষ্টি নয়।

فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ -(অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর সত্য রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করার মজা তাদেরকে আস্বাদন করতে হবে। এর অর্থ পরকালের আজাব এবং দুনিয়ায় অশুভ পরিণতি– উভয়ই হতে পারে। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইলিয়াস (আ.)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতিতে ইয়াহুদাহ ও ইসরাঈল উভয় সাম্রাজ্যই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এর বিশদ বিবরণ তাফসীরে মাযহারীতে এবং বাইবেলে পাওয়া যাবে।

إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ -এখানে مُخْلَصِيْنَ শব্দের লাম-এর উপর 'যবর' রয়েছে। এর অর্থ হলো এমন লোক যাদেরকে নিখাদ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে তাঁর আনুগত্য এবং পুরস্কার ও ছওয়াবের জন্য খাঁটি করে নিয়েছেন। সুতরাং এর অনুবাদ নিষ্ঠাবান অপেক্ষা "মনোনীত" করা অধিক সমীচীন।

سَلٰمٌ عَلٰى إِلْيَاسِيْنَ " ইলিয়াসীন"ও ইলিয়াস (আ.) -এর আর এক নাম। আরবরা প্রায়ই অনারব নামের শেষে " ইয়া" ও "নূন"বর্ণ সংযুক্ত করে দেয়। যেমন, سِيْنَا বলে। এখানে তেমনি দু'টি বর্ণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

১৩৩-১৩৮ আয়াতসমূহে পঞ্চম ঘটনা হযরত লূত (আ.)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনা পূর্বে কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। এখানে মক্কার লোকদেরকে বিশেষভাবে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফরে সাদ্দুমের সে এলাকা দিবারাত্রি অতিক্রম করো, যেখানে এসব দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তোমরা এ থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করো না। 'সকাল' ও 'সন্ধ্যা' বিশেষভাবে উল্লেখ কারার কারণ এই যে, আরবরা সাধারণত এ সময়েই এলাকা অতিক্রম করত। কাযী আবূ সাঈদ বলেন, খুব সম্ভব সাদ্দুম এলাকাটি রাস্তার এমন মনজিলে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে প্রস্থানকারীরা ভোরে রওয়ানা হতো এবং আগমনকারীরা সন্ধ্যায় আগমন করত। [তাফসীরে-আবূ সউদ]

শব্দ বিশ্লেষণ :

بَشَّرْنٰهُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب ـ ش ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– আমি তাকে সুসংবাদ প্রদান করলাম।

بٰرَكْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব مُفَاعَلَه মাসদার اَلْمُبَارَكَةُ মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ك) জিনস صَحِيْح অর্থ– আমি বরকত নাজিল করেছি।

مَنَنَّا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَر মাসদার اَلْمَنُّ মূলবর্ণ (م ـ ن ـ ن) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِى অর্থ– আমি অনুগ্রহ করেছি।

نَجَّيْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْجِيَةُ মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِى অর্থ– আমি নাজাত দিয়েছি মুক্তি দিয়েছি।

اَلْمُسْتَبِيْنَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِل বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اَلْاِسْتِبَانَةُ মূলবর্ণ (ب ـ ى ـ ن) জিনস اَجْوَف يَائِى অর্থ– সুস্পষ্ট।

تَتَّقُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِع مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

اَتَدْعُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِع مَعْرُوْف বাব نَصَر মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِى অর্থ– তোমরা কি পূজা করছ।

تَذَرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِع مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ ও سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مِثَال وَاوِى অর্থ– তোমরা ছেড়ে বসেছ।

اَحْسَنَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم تَفْضِيْل বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِحْسَانُ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ ن) জিনস صَحِيْح অর্থ– সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

لَمُحْضَرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব نَصَر মাসদার اَلْحُضُوْرُ মূলবর্ণ (ح ـ ض ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ–তাদেরকে অবশ্যই উপস্থিত করা হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَبَشَّرْنٰهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ : এখানে وَاوْ হলো হরফে আতফ এবং بَشَّرْنَا ফে'ল এবং نَا হলো فَاعِل এবং ه যমীর হলো مَفْعُوْل بِه এবং بِإِسْحٰقَ হলো بَشَّرْنَا -এর সাথে مُتَعَلِّق এবং نَبِيًّا হলো إِسْحَاقَ শব্দ থেকে حَال এবং مِنَ الصّٰلِحِيْنَ হলো نَبِيًّا -এর সিফাত অথবা দ্বিতীয় حَال।-(ই'রাবুল কুরআন ৬/২০৯)

১৩৪. (সে ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য) যখন আমি তাঁকে এবং তাঁর সংশ্লিষ্টদের সকলকেই উদ্ধার করলাম,	إِذْ نَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾
১৩৫. তাঁর সে বৃদ্ধা (স্ত্রী)-কে ব্যতীত, কেননা সে [আজাবে] নিপতিতদের মধ্যে রয়ে গেল।	إِلَّا عَجُوزًا فِى ٱلْغَٰبِرِينَ ﴿١٣٥﴾
১৩৬. অতঃপর আমি অন্য সকলকেই ধ্বংস করে ফেললাম।	ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْءَاخَرِينَ ﴿١٣٦﴾
১৩৭. আর তোমরা তাদের উপর দিয়ে যাতায়াত করে থাক প্রাতঃকালে।	وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾
১৩৮. এবং রাত্রিকালে, তবে কি তোমরা এর পরও বুঝছ না?	وَبِٱلَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾
১৩৯. এবং নিঃসন্দেহে ইউনুসও রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।	وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾
১৪০. [সে সময়ও স্মরণযোগ্য] যখন তিনি [সম্প্রদায় হতে] পলায়ন করে [যাত্রী] বোঝাই নৌকার নিকট পৌঁছলেন।	إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾
১৪১. অনন্তর ইউনুসও লটারিতে শরিক হলেন, তখন তিনিই দোষী সাব্যস্ত হলেন।	فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾
১৪২. অতঃপর এক মৎস্য তাঁকে গিলে ফেলল এবং তিনি নিজেকে তিরস্কার করছিলেন।	فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾
১৪৩. সুতরাং যদি তিনি তাসবীহ্ পাঠকারী না হতেন।	فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾
১৪৪. তবে তিনি তার উদরেই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবস্থান করতেন।	لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩৪. إِذْ نَجَّيْنَٰهُ যখন আমি তাকে উদ্ধার করলাম وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ এবং তাঁর সংশ্লিষ্ট সকলকেই।

১৩৫. إِلَّا عَجُوزًا তার সেই বৃদ্ধা (স্ত্রী) কে ব্যতীত فِى ٱلْغَٰبِرِينَ কেননা সে (আজাবে) নিপতিতদের মধ্যে রয়ে গেল।

১৩৬. ثُمَّ دَمَّرْنَا অতঃপর আমি ধ্বংস করে ফেললাম ٱلْءَاخَرِينَ অন্য সকলকেই।

১৩৭. وَإِنَّكُمْ আর তোমরা لَتَمُرُّونَ যাতায়াত করে থাকে عَلَيْهِم তাদের উপর দিয়ে مُّصْبِحِينَ প্রাতঃকালে।

১৩৮. وَبِٱلَّيْلِ এবং রাত্রি কালে أَفَلَا تَعْقِلُونَ তবে কি তোমরা এর পরও বুঝছ না।

১৩৯. وَإِنَّ يُونُسَ নিঃসন্দেহে ইউনুস ও لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৪০. إِذْ أَبَقَ যখন তিনি (কওম হতে) পলায়ন করে إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (যাত্রী) বোঝাই নৌকার নিকট পৌঁছলেন।

১৪১. فَسَاهَمَ অনন্তর ইউনুস ও লটারিতে শরিক হলেন فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ তখন তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন।

১৪২. فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ অতঃপর এক মৎস তাকে গিলে ফেলল وَهُوَ مُلِيمٌ এবং তিনি নিজেকে তিরস্কার করছিলেন।

১৪৩. فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ সুতরাং যদি তিনি না হতেন مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ তাসবীহ পাঠকারী।

১৪৪. لَلَبِثَ তবে তিনি অবস্থান করতেন فِى بَطْنِهِۦٓ তার উদরেই إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ কিয়ামত পর্যন্ত।

১৪৫. অতঃপর আমি তাঁকে এক ময়দানে নিক্ষেপ করলাম, আর তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন।	فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾
১৪৬. এবং আমি তাঁর উপরে লতাযুক্ত একটি [ছায়া] তরুও জন্মিয়ে দিয়েছিলাম।	وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾
১৪৭. আর আমি তাঁকে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি রাসূলরূপে পাঠিয়েছিলাম।	وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾
১৪৮. অনন্তর তারা ঈমান এনেছিল, অতএব, আমি তাদেরকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত সুখ-সম্পদ দান করলাম।	فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾
১৪৯. সুতরাং জিজ্ঞাসা করুন, আল্লাহর জন্য কি কন্যাগণ, আর তাদের জন্য পুত্রগণ রয়েছে?	فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾
১৫০. আচ্ছা, আমি কি ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি, আর তারা কি দেখছিল?	اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾
১৫১. খুব শ্রবণ করুন, এরা নিজেদের মনগড়া কথা বলছে,	اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾
১৫২. আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন, আর নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী।	وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾
১৫৩. আল্লাহ কি পুত্রগণের চেয়ে কন্যাগণকে অধিক পছন্দ করেছেন?	اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾
১৫৪. তোমাদের কি হলো? তোমরা কিরূপ বিচার করছ?	مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾
১৫৫. তোমরা কি চিন্তা-শক্তিকে কাজে লাগাও না?	اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪৫. فَنَبَذْنٰهُ অতঃপর আমি তাকে নিক্ষেপ করলাম بِالْعَرَآءِ এক ময়দানে وَهُوَ سَقِيْمٌ আর তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন।

১৪৬. وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ এবং আমি তার উপর জন্মিয়ে দিয়েছিলাম شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ লতাযুক্ত একটি (ছায়া) তরুও।

১৪৭. وَاَرْسَلْنٰهُ আর আমি তাকে রাসূলরূপে পাঠিয়ে দিলাম اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ এক লক্ষ اَوْ يَزِيْدُوْنَ বা ততোধিক লোকের প্রতি।

১৪৮. فَاٰمَنُوْا অনন্তর তারা ঈমান এনেছিল فَمَتَّعْنٰهُمْ অতএব আমি তাদেরকে সুখ-সম্পদ দান করলাম اِلٰى حِيْنٍ এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।

১৪৯. فَاسْتَفْتِهِمْ সুতরাং জিজ্ঞাসা করুন اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ আল্লাহর জন্য কি কন্যাগণ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ আর তাদের জন্য পুত্রগণ রয়েছে।

১৫০. اَمْ خَلَقْنَا আচ্ছা আমি কি সৃষ্টি করেছি الْمَلٰٓئِكَةَ ফেরেশতাগণকে اِنَاثًا নারীরূপে وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ আর তারা কি দেখছিল?

১৫১. اَلَآ اِنَّهُمْ খুব শ্রবণ করুন এরা مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ নিজেদের মনগড়া কথা বলছে।

১৫২. وَلَدَ اللّٰهُ আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ আর নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী।

১৫৩. اَصْطَفَى আল্লাহ কি অধিক পছন্দ করেছেন الْبَنَاتِ কন্যাগণকে عَلَى الْبَنِيْنَ পুত্রগণের চেয়ে।

১৫৪. مَا لَكُمْ তোমাদের কি হলো كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করছ।

১৫৫. اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ তোমরা কি চিন্তা শক্তিকে কাজে লাগাও না।

১৫৬. হ্যাঁ, তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আছে কি?	اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٦﴾
১৫৭. অতএব, তোমাদের সে কিতাব উপস্থিত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾
১৫৮. আর তারা আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তা স্থির করেছে; অথচ জিনদের এ বিশ্বাস যে, তাদেরকেও উপস্থিত করা হবে শাস্তির জন্য।	وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ؕ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾
১৫৯. আল্লাহ্ তা'আলা ঐ সমস্ত কথা হতে পবিত্র যা তারা বলে,	سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٥٩﴾
১৬০. হ্যাঁ, যারা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা, তারা ব্যতীত।	اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫৬. اَمْ لَكُمْ হ্যাঁ তোমাদের নিকট কি আছে سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ স্পষ্ট প্রমাণ।

১৫৭. فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ অতএব, তোমরা তোমাদের সেই কিতাব উপস্থিত কর اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৫৮. وَجَعَلُوْا আর তারা স্থির করেছে بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ আল্লাহ ও জিন জাতির মধ্যে نَسَبًا আত্মীয়তা وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ অথচ জিনদের এই বিশ্বাস যে اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ তারা পাকড়াও হবেই।

১৫৯. سُبْحٰنَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র عَمَّا يَصِفُوْنَ ঐ সমস্ত কথা হতে যা তারা বলে।

১৬০. اِلَّا হ্যাঁ, তারা ব্যতীত عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ যারা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য সূরায় সর্বশেষ ঘটনা হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি সূরার শেষভাগে ১৩৯ - ১৪৮ নং আয়াতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

নিশ্চয় ইউনুস (আ.) ও পয়গম্বরগণের একজন ছিলেন। (তাঁর তখনকার ঘটনা স্মরণ করুন,) যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে ঈমান না আনার কারণে আল্লাহর আদেশে আজাবের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে নিজে সেখান থেকে সরে গেলেন। নির্দিষ্ট সময়ে যখন আজাবের লক্ষণ দেখা দিল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা ঈমান আনার জন্য হযরত ইউনুস (আ.)-কে খোঁজাখুঁজি করেও পেল না। অগত্যা তারা আল্লাহর উদ্দেশে খুব কান্নাকাটি করল এবং সংক্ষেপে ঈমান আনল। ফলে আজাব অপসারিত হয়ে গেল। হযরত ইউনুস (আ.) কোনোরূপে এ সংবাদ পেয়ে লজ্জার কারণে সেখানে প্রত্যাবর্তন করলেন না এবং আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য অনুমতি ছাড়াই কোনো দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়ার ইচ্ছায় তাঁর অবস্থান থেকে) পালিয়ে রওয়ানা হলেন পথিমধ্যে নদী ছিল। তাতে ছিল যাত্রী বোঝাই একটি নৌকা, সে) বোঝাই নৌকায় পৌঁছলেন। নৌকা রওয়ানা হতেই ঝড় দেখা দিল। যাত্রীরা বলল : আমাদের মধ্যে কোনো নতুন দোষী ব্যক্তি আছে। তাকে নৌকা থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। সে লোকটিকে চিহ্নিত করার জন্য যাত্রীরা লটারী তথা সুরতি করতে একমত হলো অতঃপর তিনি (অর্থাৎ ইউনুস (আ.) লটারী (সুরতি)-তে অংশগ্রহণ করলেন, (পরীক্ষায়) তিনিই দোষী সাব্যস্ত হলেন। অর্থাৎ লটারীতে তাঁর নামই উঠল। সুতরাং তিনি নিজেই নদীতে ঝাঁপ দিলেন। সম্ভবত তীর নিকটেই ছিল। তাই কিনারায় পৌঁছার আশায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন; আত্মহত্যার ইচ্ছায় নয়। অতঃপর নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার পর আমার হুকুমে একটি মাছ তাকে (আস্ত) গিলে ফেলল। তিনি তখন নিজেকে এই ইজতেহাদী ভ্রান্তির কারণে ধিক্কার দিচ্ছেলেন এটা ছিল আন্তরিক তওবা। তিনি

মুখেও তাসবীহ পাঠ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। অন্য এক আয়াতে আছে যে, এই তাসবীহ ছিল- لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ যদি তিনি তখন আল্লাহর তাসবীহ ও ইস্তেগফার পাঠ না করতেন, তবে কিয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটেই থেকে যেতেন। উদ্দেশ্য এই যে, মাছের পেট থেকে বের হওয়া সম্ভবপর হতো না এবং তিনি মাছেরই খোরাক হয়ে যেতেন। অতঃপর যেহেতু তিনি তাসবীহ ও তওবা করেছেন তাই আমি তাঁকে নিরাপদ রেখেছি এবং মাছের পেট থেকে বের করে তাঁকে এক প্রান্তরে নিক্ষেপ করেছি, অর্থাৎ আমি মাছটিকে নির্দেশ করলাম যে, তাঁকে নদীর তীরে উদ্‌গীরণ কর। তিনি তখন রুগণ ছিলেন। কেননা মাছের পেটে পর্যাপ্ত বায়ু ও খাদ্য পৌছাত না। আমি রৌদ্র থেকে ছায়া দানের জন্য তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ উদ্‌গত করেছি। এবং একটি পাহাড়ী ছাগল তাঁকে দুধ পান করিয়ে যেত। আমি তাঁকে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি মুসেলের নিকটবর্তী নায়নুয়া শহরে প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। অর্থাৎ আজাবের লক্ষণ দেখে তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং মাছের ঘটনার পর হযরত ইউনুস (আ.) পুনরায় সেখানে গেলে তারা বিস্তারিত বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। অতঃপর ঈমানের বরকতে আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অর্থাৎ আয়ুষ্কাল পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনোপভোগ করতে দিয়েছিলাম।

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ : কোনো কোনো তাফসীর ও ইতিহাসবিদ এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যে, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের ঘটনার পূর্বেই রাসূল পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, না পরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন? কেউ কেউ বলেন যে, মাছের ঘটনার পরে তিনি রাসূল হন। কিন্তু কুরআন পাকের বাহ্যিক বর্ণনা এবং অনেক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এটাই প্রবল যে, তিনি পূর্বে রাসূলপদে অভিষিক্ত ছিলেন। মাছের ঘটনা পরে সংঘটিত হয়।

اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ : (যখন তিনি পলায়ন করেন যাত্রী বোঝাই নৌকার দিকে) اِبَاقٌ শব্দের অর্থ প্রভুর নিকট থেকে কোনো গোলামের পালিয়ে যাওয়া। হযরত ইউনুস (আ.)-এর জন্য এ শব্দ ব্যবহার করার কারণ এই যে, তিনি তাঁর পরওয়ারদেগারের ওহীর অপেক্ষা না করেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পয়গম্বরগণ, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। তাঁদের সামান্য পদস্খলনও বিরাটাকারে ধরপাকড়ের কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই এই কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

فَسَاهَمَ -অর্থাৎ তিনি লটারী তথা সুরতির সম্মুখীন হলেন। এই সুরতি তখন করা হয়, যখন নৌকা নদীর মাঝখানে তুফানে পড়ে এবং অতিরিক্ত বোঝাই হওয়ার কারণে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ সময় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এক ব্যক্তিকে নদীদে ফেলে দেওয়া হোক। কাকে ফেলে দেওয়া হবে, তা নির্ধারণকল্পে এই সুরতি পরীক্ষা করা হয়েছিল যে, লোকটি কে?

লটারি (সুরতি) বিধান : এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, লটারি বা সুরতির মাধ্যমে কারও অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় না এবং কাউকে অপরাধীও সাব্যস্ত করা যায় না। উদাহরণত লটারিযোগে কাউকে চোর প্রমাণ করা যায় না। এমনিভাবে কোনো বিরোধপূর্ণ সম্পত্তির মালিকানার ফয়সালাও লটারি তথা সুরতির মাধ্যমে করা যায় না। তবে লটারি এমন ক্ষেত্রে জায়েজ বরং উত্তম, যেখানে কোনো ব্যক্তি আইনত কয়েকটি বৈধ উপায়ের মধ্য থেকে কোনো একটিকে অবলম্বন করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। সেখানে সে যদি নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করার পরিবর্তে লটারির মাধ্যমে কোনো একটি উপায় অবলম্বন করে, তবে তা বৈধ। উদাহরণত যদি কারও একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে সফরে যাওয়ার সময় যে কোনো স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার এখতিয়ার রয়েছে। এখন আপন ক্ষমতার প্রয়োগ করার পরিবর্তে লটারির মাধ্যমে একজনকে বেছে নিলে তা উত্তম হবে। এতে কেউ মনঃক্ষুণ্ন হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাই করতেন।

হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনায়ও লটারিযোগে কাউকে অপরাধী প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য ছিল না, বরং নৌকাকে বাঁচানোর জন্য যে কাউকে নদীতে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। লটারীর মাধ্যমে তাই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ : (অতঃপর তিনি পরাজিত হলেন।) اِدْحَاضٌ এর আভিধানিক অর্থ কাউকে অকৃতকার্য করে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, লটারীতে তাঁরই নাম বের হয়ে এলো এবং তিনি নিজেকে নদীতে নিক্ষেপ করলেন। এতে আত্মহত্যার সন্দেহ করা উচিত নয়। কারণ নদীর কিনারা সম্ভবতঃ নিকটেই ছিল। তিনি সাঁতার কেটে কিনারায় পৌছার ইচ্ছায় নদীতে ঝাপ দিয়েছিলেন।

فَلَوْلَا اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ : এ আয়াত থেকে একথা অনুমান করা ঠিক নয় যে, হযরত ইউনুস (আ.) তাসবীহ পাঠ না করলে মাছটি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকত। বরং উদ্দেশ্য এই যে, এ মাছের পেটেই হযরত ইউনুস (আ.) -এর কবর হয়ে যেত।

তাসবীহ্ ও এস্তেগফার দ্বারা বিপদাপদ দূর হয় : এ আয়াতে থেকে আরও জানা গেল যে, বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে তাসবীহ ও এস্তেগফার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় বিশেষভাবে এ কালেমা পাঠ করতেন :

لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -এ কালেমার বরকতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করেন। তিনি মাছের পেটে থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। এ জন্যই বুযর্গগণের চিরাচরিত রীতি এই যে, তাঁরা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত বিপদাপদের সময় উল্লিখিত কালেমা সোয়া লাখ বার পাঠ করেন এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা বিপদ দূর করেন।

আবূ দাউদ হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আ.) -এর পঠিত দোয়া যে, কোনো মুসলমান যে কোনো উদ্দেশ্য পাঠ করবে, তার দোয়া কবুল হবে–(কুরতুবী)

فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ : (অতঃপর আমি তাঁকে প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম। তিনি তখন পীড়িত ছিলেন।) কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, মাছের পেটে থাকার কারণে হযরত ইউনুস (আ.) তখন খুবই দুর্বল ছিলেন। তাঁর শরীরে কোনো লোমও অবশিষ্ট ছিল না।

وَاَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ : (আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষও উদগত করে দিয়েছিলাম।) কাণ্ডবিহীন বৃক্ষকে يَقْطِيْن বলা হয়। রেওয়ায়েতে লাউ গাছের কথা উল্লেখ আছে। ছায়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। شَجَرَةً শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হয় আল্লাহ তা'আলা লাউ গাছকেই কাণ্ডবিশিষ্ট করে দিয়েছিলেন, না হয় অন্য কোনো বৃক্ষ ছিল যার উপর লতাপাতা জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে ছায়া ঘন হয়। অন্যথায় শুধু লতার দ্বারা ছায়া পাওয়া কঠিন।

وَاَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ : (আমি তাকে এক লাখ অথবা ততোধিক লোকের প্রতি পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম।) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন, তিনি এই সন্দেহ প্রকাশ করলেন কেন? এর জওয়াব এই যে, এক লাখ অথবা ততোধিক বাক্যটি সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষ তাদেরকে দেখলে একথা বলত যে, তাদের সংখ্যা এক লাখ অথবা তার চেয়ে কিছু বেশি। হযরত থানভী (রা.) বলেন : এখানে সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্যই নয়। তাদেরকে এক লাখও বলা যায়, ততোধিকও বলা যায়। কারণ ভগ্নাংশের প্রতি লক্ষ্য না করলে তাদের সংখ্যা এক লাখ ছিল এবং ভগ্নাংশও গণনা করা হলে এক লাখের কিছু বেশি ছিল।
- (বয়ানুল কুরআন)

এ বাক্যটি যেহেতু মাছের ঘটনার পরে উল্লেখিত হয়েছে, তাই এর ভিত্তিতে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, হযরত ইউনুস (আ.) ঘটনার পরে নবুয়ত লাভ করেছিলেন। আল্লামা বগভী (র.) এমনও বলেছেন যে, এ আয়াতে তাঁকে নায়নুয়ার দিকে প্রেরণ করার উল্লেখ নেই; বরং মাছের ঘটনার পরে তাঁকে অন্য এক সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ অথবা ততোধিক। কিন্তু কুরআন ও হাদীস থেকে এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। এখানে ঘটনার শুরুতেই হযরত ইউনুস (আ.)-এর রেসালাত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মাছের ঘটনা রাসূল হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর এখানে বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করার কারণ এই যে, সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে পুনরায় সেখানেই প্রেরণ করা হয়েছিল। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা অল্পসংখ্যক লোক ছিল না ;বরং তাদের সংখ্যা ছিল লাখেরও উপরে।

فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ)- বস্তুতঃ তারা বিশ্বাস স্থাপন করল, ফলে আমি তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।) 'কিছুকাল পর্যন্ত'' উদ্দেশ্য এই যে, যতদিন তারা পুনরায় কুফর ও শিরকে লিপ্ত না হলো, ততদিন তারা আজাব থেকেও বেঁচে রইল।

মির্যা কাদিয়ানীর বিভ্রান্তির জওয়াব : হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় যথা-সময়ে ঈমান গ্রহণ করার কারণে তাদের উপর থেকে আজাব সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এটা সূরা ইউনুসের তাফসীরেও বর্ণিত হয়েছে এবং আলোচ্য আয়াত থেকেও ফুটে উঠেছে। এরই ফলশ্রুতিতে পাঞ্জাবের মিথ্যা নবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বিভ্রান্তির অবসান হয়ে যায়। সে তার বিরোধীদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, যদি তারা বিরোধিতা অব্যাহত রাখে, তবে অমুক সময়ে তাদের উপর আজাব এসে যাবে। এটা আল্লাহর ফয়সালা। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জের পরেও বিরোধী পক্ষের তৎপরতা আরও বেড়ে যায় অথচ আজাব আসেনি। তখন এই ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকা দেওয়ার জন্য কাদিয়ানী বলতে শুরু করে যে, বিরোধীরা মনে মনে ভীত হয়ে পড়েছে, তাই আজাব অপসারিত হয়ে গেছে। যেমন, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর থেকে সরে গিয়েছিল। কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াত এ অপব্যাখ্য প্রত্যাখ্যান করে। কারণ হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় ঈমানের কারণে আজাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এর বিপরীতে কাদিয়ানীর বিরোধীপক্ষ ঈমান আনা দূরের কথা তার বিরুদ্ধে আরও কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিলেন।

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنٰتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ

এ পর্যন্ত পগম্বরগণের ঘটনাবলি, উপদেশ, শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছিল। এখন ১৪৯-১৬৬ আয়াতে আবার তাওহীদ সপ্রমাণ করা ও শিরক বাতিল করার আসল বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে এক বিশেষ ধরনের শিরক খণ্ডন করা হয়েছে। মক্কার কাফেরদের বিশ্বাস ছিল যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা এবং জিন সরদার- দুহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। আল্লামা ওয়াহেদী (র.) বলেন : এ বিশ্বাস কোরাইশ গোত্র ছাড়াও জুহাইনা, বনূ সালমা, বনূ-খোযা' ও বনু সালীহদের মধ্যেও বদ্ধমূল ছিল। -(তাফসীরে-কাবীর)

فَاسْتَفْتِهِمْ.......... اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ : এসব আয়াতে কাফেরদের উপরিউক্ত বিশ্বাস খণ্ডনের দলিল পেশ করা হয়েছে। এসব দলিলের সারমর্ম এই যে, প্রথমতঃ তোমাদের এ বিশ্বাস স্বয়ং প্রচলিত প্রথা পদ্ধতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ তোমরা কন্যা সন্তানকে লজ্জার কারণ মনে কর। যে বস্তু তোমাদের জন্য লজ্জাজনক, তা আল্লাহর জন্য কেন লজ্জাজনক হবে না? এরপর তোমরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে সাব্যস্ত করেছে। তোমাদের কাছে এর কোনো দলিল আছে কি? কোনো দাবি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিন রকম দলিল হতে পারে-(১) চাক্ষুষ দলিল, (২) ইতিহাসভিত্তিক দলিল অর্থাৎ এমন ব্যক্তির উক্তি, যার সততা সর্বজন স্বীকৃত এবং (৩) যুক্তিভিত্তিক দলিল। প্রথমোক্ত দলিল নিশ্চিত অনুপস্থিত। কারণ আল্লাহ তা'আলা যখন ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেন, তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে না। কাজেই ফেরেশতাগণ যে নারী, তা জানা সম্ভব নয়।

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ : আয়াতের মর্ম তাই। ইতিহাসভিত্তিক দলিল তোমাদের কাছে নেই। কারণ সর্বজন স্বীকৃত সত্যবাদী ব্যক্তির উক্তিই ধর্তব্য হয়ে থাকে। অথচ যারা এই বিশ্বাসের প্রবক্তা, তারা মিথ্যাবাদী। সুতরাং তাদের উক্তি দলিল হতে পারে না।

اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ : আয়াতের অর্থ তাই। পক্ষান্তরে যুক্তিগত দলিলও তোমাদের সমর্থন করে না। কারণ স্বয়ং তোমাদের ধারণা অনুযায়ী পুত্র-সন্তানের মোকাবিলায় কন্যা সন্তান হীন। এখন যে সত্তা সমগ্র সৃষ্টিজগতের সেরা তিনি নিজের জন্যে হীন বস্তু কেমন করে পছন্দ করতে পারেন? اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। এখন একটি মাত্র পথ অবশিষ্ট থাকে। তা এই যে, কোনো আসমানি কিতাব ওহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে এই বিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছে। এমনটি হয়ে থাকলে সে ওহী ও কিতাব এনে দেখাও। اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ فَاْتُوْا بِكِتٰبِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ আয়াতের অর্থ তাই।

হঠকারীদের জন্য আক্রমণাত্মক উত্তরই অধিক উপযুক্ত : আলোচ্য আয়াত সমূহ থেকে জানা গেল যে, যারা হঠকারিতায় বদ্ধপরিকর, তাদেরকে আক্রমণাত্মক জওয়াব দেওয়াই অধিক উপযুক্ত। আক্রমণাত্মক জওয়াব বলা হয় প্রতিপক্ষের দাবি তারই অন্য কোনো স্বীকৃত নীতি দ্বারা খণ্ডন করা। এতে জরুরি হয় না যে, সেই অন্য নীতি আমরাও স্বীকার করি ;বরং প্রায়ই সে নীতিও ভ্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিপক্ষকে বোঝানোর জন্য একে কাজে লাগানো হয়। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্য স্বয়ং তাদেরই এই নীতি ব্যবহার করেছেন যে, কন্যা-সন্তান লজ্জা ও দোষের বিষয়। এছাড়া এর অর্থ এমনও নয় যে, কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা-সন্তান না বলে পুত্র-সন্তান বললে সঠিক হতো। বরং ইলযামী জওয়াব, যার লক্ষ্য স্বয়ং তাদেরই স্বীকৃত ধারণা দিয়ে তাদের বিশ্বাসকে খণ্ডন করা। নতুবা এ জাতীয় বিশ্বাসের সত্যিকার জওয়াব তাই, যা কুরআন পাকের কয়েক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ অভাবমুক্ত, তাঁর কোনো সন্তানের প্রয়োজন নেই এবং সন্তান থাকা তাঁর মহান মর্যাদার যোগ্যও নয়।

وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا : (তারা আল্লাহ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে বংশ সম্পর্ক স্থির করেছে।) এটা মুশরিকদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের বর্ণনা যে, জিন সরদার -দুহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। কাজেই (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলা ও জিন সরদার-দুহিতাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক হলো। এই সম্পর্কের ফলেই ফেশেতাগণ জন্মলাভ করেছে! এক রেওয়াতে আছে, মুশরিকরা যখন ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করল তখন হযরত আবূ বকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন : তবে তাদের জননী কে? তারা জওয়াবে বলল : জিন সরদার-দুহিতারা। (ইবনে কাসীর) কিন্তু এই তাফসীরে খটকা থেকে যায় যে, আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ও জিনদের মধ্যে বংশগত সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্ক তো বংশগত সম্পর্ক নয়।

সুতরাং অপর একটি তাফসীর এখানে অগ্রগণ্য মনে হয়, যা হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.), হাসান বসরী ও যাহ্হাক (র.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তাঁরা বলেন, কোনো কোনো আবরবাসীর বিশ্বাস ছিল যে, ইবলীস আল্লাহর ভ্রাতা (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ মঙ্গলের স্রষ্টা আর সে অমঙ্গলের স্রষ্টা। এখানে এই বাতিল বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে।

وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ : জিনদের বিশ্বাস এই যে, তারা গ্রেফতার হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, যেসব শয়তান ও জিনকে তোমরা আল্লাহর সাথে শরিক স্থির করে রেখেছ, তারা স্বয়ং ভালোরূপেই জানে যে, পরকালে তাদেরকেও মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। উদাহরণত ইবলীস তার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছে। এখন যে, নিজেই আজাবে গ্রেফতার হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা কত বড় বোকামি!

শব্দ বিশ্লেষণ :

دَمَّرْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَدْمِيْرٌ মূলবর্ণ (د ـ م ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমি ধ্বংস করে ফেললাম।

لَتَمُرُّوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার مُرُوْرٌ মূলবর্ণ (م ـ ر ـ ر) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- তোমরা যাতায়াত করে থাক।

مُصْبِحِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِصْبَاحٌ মূলবর্ণ (ص ـ ب ـ ح) জিনস صَحِيْح অর্থ- প্রাতঃকালে।

اَلْمَشْحُوْنُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব سَمِعَ মাসদার شَحْنٌ মূলবর্ণ (ش ـ ح ـ ن) জিনস صَحِيْح অর্থ- বোঝাইকৃত। ভর্তি।

سَاهَمَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُسَاهَمَةٌ মূলবর্ণ (س ـ ه ـ م) জিনস صَحِيْح অর্থ- তিনি লটারিতে শরিক হলেন।

اَلْمُدْحَضِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِدْحَاضُ মূলবর্ণ (د ـ ح ـ ض) জিনস صَحِيْح অর্থ- দোষী সাব্যস্ত হলেন। লটারিতে পরাজিত ও ব্যর্থ।

اِلْتَقَمَهُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِلْتِقَامٌ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ م) জিনস صَحِيْح অর্থ- মৎস তাকে গিলে ফেলল।

مُلِيْمٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদর اَلْاَمَةُ মূলবর্ণ (ل ـ و ـ م) জিনস اجوف وَاوِىْ অর্থ- তিরস্কার যোগ্য অপরাধী।

اَلْمُسَبِّحِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صَحِيْح অর্থ- তাসবীহ পাঠকারী।

اَنْبَتْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِنْبَاتٌ মূলবর্ণ (ن ـ ب ـ ت) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমি জন্মিয়ে দিয়েছিলাম।

اِسْتَفْتِهِمْ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ معروف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِفْهَامُ মূলবর্ণ (ف ـ ه ـ م) জিনস صَحِيْح অর্থ- জিজ্ঞাসা করুন।

اصْطَفَى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِصْطِفَاءٌ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- পছন্দ করেছেন।

فَأْتُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ء ـ ت ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مَهْمُوْز فَاء এবং نَاقِص يَائِىْ অর্থ- উপস্থিত কর। নিয়ে আস।

يَصِفُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَصْف মূলবর্ণ (و ـ ص ـ ف) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ- তারা বলে। বর্ণনা করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ : এখানে فَسَاهَمَ -এর فَاء টি আতেফা। আর سَاهَمَ ফে'ল আর তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُوَ হলো তার ফায়েল। আর فَكَانَ টা فَسَاهَمَ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর كَانَ হলো فِعْل نَاقِصْ তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর هُوَ হলো اِسْم كَانَ আর مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ হলো خَبَر كَانَ -[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৪২২]

১৬১. অতএব, তোমরা এবং তোমাদের উপাস্যগণ [সমবেত হয়েও]।	فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿١٦١﴾
১৬২. -তোমরা আল্লাহ্ হতে কাউকেও ফিরাতে পারবে না।	مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿١٦٢﴾
১৬৩. ঐ ব্যক্তিকে ব্যতীত যে দোজখে প্রবেশকারী হবে।	اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ ﴿١٦٣﴾
১৬৪. এবং [ফেরেশতাগণ বলবে,] আমাদের প্রত্যেকের এক নির্দিষ্ট পদ রয়েছে [এবং তাতেই আমরা নিবদ্ধ]।	وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿١٦٤﴾
১৬৫. আর আমরা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকি।	وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ﴿١٦٥﴾
১৬৬. আর আমরা তাসবীহ পাঠে নিয়োজিত আছি।	وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ ﴿١٦٦﴾
১৬৭. আর তারা [মক্কার কাফেররা] বলত,	وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٦٧﴾
১৬৮. যদি পূর্ববর্তী লোকদের [কিতাবের] ন্যায় আমাদের নিকট কোনো উপদেশ [-গ্রন্থ] আসত,	لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦٨﴾
১৬৯. তবে আমরা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা হতাম।	لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٩﴾
১৭০. অতঃপর [যখন ঐ গ্রন্থ আসল, তখন] তারা তাকে অস্বীকার করতে লাগল, সুতরাং তারা অচিরেই জানতে পারবে।	فَكَفَرُوْا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٧٠﴾
১৭১. এবং আমার বিশিষ্ট বান্দা, অর্থাৎ রাসূলগণের জন্য এ সিদ্ধান্ত পূর্ব হতেই নির্ধারিত হয়ে আছে,	وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬১. فَاِنَّكُمْ অতএব তোমরা وَمَا تَعْبُدُوْنَ এবং তোমাদের উপাস্যগণ (সমবেত হয়েও)
১৬২. مَآ اَنْتُمْ তোমরা পারবে না عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ আল্লাহ হতে কাউকে ফিরাতে।
১৬৩. اِلَّا ঐ ব্যক্তিকে ব্যতীত مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيْمِ যে দোজখে প্রবেশকারী হবে।
১৬৪. وَمَا مِنَّآ اِلَّا এবং আমাদের প্রত্যেকের রয়েছে مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ এক নির্দিষ্ট পদ।
১৬৫. وَاِنَّا لَنَحْنُ আর আমরা থাকি الصَّآفُّوْنَ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান।
১৬৬. وَاِنَّا لَنَحْنُ আর আমরা আছি الْمُسَبِّحُوْنَ তাসবীহ পাঠে নিয়োজিত।
১৬৭. وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ আর তারা (মক্কার কাফেররা) বলত।
১৬৮. لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا যদি আমাদের নিকট আসত। ذِكْرًا কোনো উপদেশ (গ্রন্থ) مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ পূর্ববর্তী লোকদের (কিতাবের) ন্যায়।
১৬৯. لَكُنَّا তবে আমরা হতাম عِبَادَ اللّٰهِ আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা।
১৭০. فَكَفَرُوْا بِهٖ অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করতে লাগল فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ তারা অচিরেই জানতে পারবে।
১৭১. وَلَقَدْ سَبَقَتْ এবং পূর্ব হতেই নির্ধারিত হয়ে আছে كَلِمَتُنَا আমার এই সিদ্ধান্ত لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ আমার বিশিষ্ট বান্দা অর্থাৎ রাসূলগণের জন্য।

অনুবাদ	আয়াত
১৭২. নিঃসন্দেহে তাঁরা জয়ী হবেন,	إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٢﴾
১৭৩. আর আমার সেনাদলই জয়ী থাকে।	وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٣﴾
১৭৪. আপনি কিছুকাল পর্যন্ত তাদের [বিরোধিতার কোনো] চিন্তা করবেন না,	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٤﴾
১৭৫. এবং দেখতে থাকুন, অতঃপর তারাও অচিরেই দেখতে পাবে।	وَّاَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٥﴾
১৭৬. তারা কি আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?	اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٧٦﴾
১৭৭. সুতরাং যখন তা তাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে, তখন সেই দিনটি তাদের জন্য বড়ই মন্দ হবে– যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।	فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٧﴾
১৭৮. আর আপনি কিছুকাল পর্যন্ত তাদের চিন্তা করবেন না,	وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿١٧٨﴾
১৭৯. এবং দেখতে থাকুন, অনন্তর অচিরেই তারাও দেখতে পাবে।	وَّاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٩﴾
১৮০. আপনার প্রতিপালক, যিনি মহামহিমান্বিত, ঐ সমস্ত কথা হতে পবিত্র– যা এরা বলে থাকে,	سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾
১৮১. এবং রাসূলগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক,	وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾
১৮২. আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।	وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭২. اِنَّهُمْ নিঃসন্দেহে তারা لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ জয়ী হবেন।
১৭৩. وَاِنَّ جُنْدَنَا আর আমার সেনাদলই لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ জয়ী থাকে।
১৭৪. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ আপনি তাদের (বিরোধিতার কোনো) চিন্তা করবেন না حَتّٰى حِيْنٍ কিছুকাল পর্যন্ত।
১৭৫. وَّاَبْصِرْهُمْ এবং দেখতে থাকুন فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ অতঃপর তারাও অচিরেই দেখতে পাবে।
১৭৬. اَفَبِعَذَابِنَا আমার শাস্তি কি يَسْتَعْجِلُوْنَ তারা ত্বরান্বিত করতে চায়?
১৭৭. فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ সুতরাং যখন তাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হবে فَسَآءَ صَبَاحُ তখন সেই দিনটি তাদের জন্য বড়ই মন্দ হবে الْمُنْذَرِيْنَ যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।
১৭৮. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ আর আপনি তাদের চিন্তা করবেন না حَتّٰى حِيْنٍ কিছুকাল পর্যন্ত।
১৭৯. وَّاَبْصِرْ এবং দেখতে থাকুন فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ অনন্তর অচিরেই তারাও দেখতে পাবে।
১৮০. سُبْحٰنَ رَبِّكَ আপনার রব ঐ সমস্ত কথা হতে পবিত্র رَبِّ الْعِزَّةِ যিনি মহিমান্বিত عَمَّا يَصِفُوْنَ যা এরা বলে থাকে।
১৮১. وَسَلٰمٌ এবং শান্তি বর্ষিত হোক عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ রাসূলগণের প্রতি।
১৮২. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই জন্য رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (١٦٤)

শানে নুযূল : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারী পুরুষ এক সাথে হয়ে নামাজ আদায় করছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। ফলে পুরুষরা আগে এবং মহিলারা পিছনে নামাজের সফ বা সারি বাধতে থাকে। -[কুরতুবী ১২১/১৫]

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ (١٦٥)

শানে নুযূল : আবদুল মালিক বলেন, মানুষেরা প্রাথমিক যুগে নামাজে সারি না বেঁধে এলোপাতাড়ি অবস্থায় নামাজ আদায় করত, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ (١٧٦)

শানে নুযূল : হযরত জুওয়াইবার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কার মুশরিকরা বলেছিল হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদেরকে যে আজাবের ভীতি প্রদর্শন করছেন সে আজাব দেখিয়ে দিন এবং দ্রুততায় এনে দিন। তাদের দ্রুত আজাব আবেদন করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।
অপর এক সূত্রে বর্ণিত রয়েছে فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন মুশরিক সম্প্রদায় বলেছিল যে, কখন আসবে সে আজাব? সে প্রশ্ন করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-[রূহুল মা'আনী ১৩০/২৩/ ১২]

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ যুক্তি প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করার পর ১৬৭-১৭৯ আয়াতসমূহে কাফেরদের হঠকারিতা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত আগমনের পূর্বে বাসনা প্রকাশ করে বলত যে, কোনো পয়গম্বর আগমন করলে আমরা তাঁর অনুসরণ করতাম। কিন্তু যখন মহানবী ﷺ- এর আগমন ঘটল, তখন তারা জেদ ও হঠকারিতার পথ অবলম্বন করল। অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের উৎপীড়নে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। সেদিন দূরে নয়, যখন আপনি বিজয়ী ও কৃতকার্য হবেন এবং তারা হবে পরাভূত ও আজাবে লক্ষ্যবস্তু। পরকালে তো তা পরিপূর্ণভাবেই দেখা যাবে, তদুপরি দুনিয়াতেও আল্লাহ দেখিয়েছেন যে, বদর যুদ্ধ থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত প্রতিটি জেহাদে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সাফল্য দান করেছেন এবং শত্রুপক্ষকে লাঞ্ছিত ও অপমাণিত করেছেন।
আল্লাহ ওয়ালাদের বিজয়ের মর্ম : وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا-وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ এসব আয়াতের অর্থ এই যে, আমি পূর্বাহ্নেই স্থির করে রেখেছি যে, আমার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দা পয়গম্বরগণই বিজয়ী হবেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, কোনো কোনো পয়গম্বর তো দুনিয়াতে বিজয়ী হননি। জওয়াব এই যে, জানা পয়গম্বরগণের মধ্যে অধিকাংশ পয়গম্বররের সম্প্রদায় মিথ্যারোপের অপরাধে আজাবে পতিত হয়েছে, কিন্তু পয়গম্বরগণকে আজাব থেকে দূরে রাখা হয়েছে। মাত্র কয়েকজন পয়গম্বর দুনিয়াতে শেষ পর্যন্ত বৈষয়িক বিজয় লাভ করতে সক্ষম হননি, কিন্তু যুক্তিতর্কে তাঁরাই সর্বদা উর্ধ্বে রয়েছেন এবং আদর্শগত বিজয় লাভ করেছেন। তবে এই বিজয়ের বৈষয়িক আলামত পরীক্ষা ইত্যাদির মতো বিশেষ কোনো উপযোগিতার কারণে পরকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। হযরত থানভী (র.)-এর ভাষায় এর দৃষ্টান্ত এমন যে, কোনো ঘৃণিত দস্যু কোনো উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার সাথে সফররত অবস্থায় পথিমধ্যে দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত হলে সরকারি কর্মকর্তা খোদা-প্রদত্ত অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কারণে হয়তো দস্যুকে তোষামোদ করবেন, কিন্তু রাজধানীতে পৌঁছে দস্যুকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেবে। সুতরাং এই সাময়িক প্রতিপত্তির কারণে দস্যুকে শাসক এবং কর্মকর্তাকে শাসিত বলা যায় না। বরং আসল অবস্থার দিক দিয়ে দস্যু প্রতিপত্তির অবস্থায়ও শায়িত এবং সরকারি কর্মকর্তা পরাভূত অবস্থায়ও শাসক। এ বিষয়টি হযরত ইবনে-আব্বাস (রা.) সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। তিনি বলেন, اِنْ لَّمْ يُنْصَرُوْا فِى الدُّنْيَا يُنْصَرُوْا فِى الْاٰخِرَةِ -[বয়ানুল -কুরআন]

কিন্তু সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, পার্থিব বিজয় হোক কিংবা পারলৌকিক বিজয় কোনো জাতি কেবল বংশগত বৈশিষ্ট্য অথবা ধর্মের সাথে নামে মাত্র সম্পর্কের দ্বারা তা অর্জন করতে পারে না। বরং মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহর বাহিনীর একজন সৈনিকরূপে গড়ে তোলে, তখনই তা অর্জিত হতে পারে। এর অপরিহার্য মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এখানে جُنْدَنَا (আমার বাহিনী) শব্দটি ব্যক্ত করেছে যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সে নিজের সকল কর্মশক্তির বিরুদ্ধে ব্যয় করার জন্য আল্লাহর সাথে চুক্তি করে। এই শর্তের উপরই বৈষয়িক অথবা আদর্শগত, পার্থিব অথবা পারলৌকিক বিজয় নির্ভরশীল।

فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ : (যখন সে আজাব তাদের আঙিনায় নেমে আসবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সে সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ।) আরবি বাক-পদ্ধতিতে আঙিনায় নেমে আসার অর্থ কোনো বিপদ একেবারে সামনে এসে উপস্থিত হওয়া বোঝায়। "সকাল বলার কারণ এই যে, আরবে শত্রুরা সাধারণত: এ সময়েই আক্রমণ পরিচালনা করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাই করতেন। তিনি কোনো শত্রুর ভূখণ্ডে রাত্রি বেলায় পৌঁছালেও আক্রমণের জন্য সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। –(মাযহারী) হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সকাল বেলায় খায়বর দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন এই বাক্যাবলি উচ্চারণ করেন : اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ (অর্থাৎ আল্লাহ মহান। খায়বর বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমরা যখন কোনো সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে পূর্ব-সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল খুবই মন্দ হয়।)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

উপরিউক্ত ১৮০-১৮২ আয়াতগুলোর মাধ্যমে সূরা সাফ্‌ফাত সমাপ্ত করা হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই সুন্দর সমাপ্তির ব্যাখার জন্য বিরাট পুস্তক দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এই সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতের মধ্যে সূরার সমস্ত বিষয়বস্তু ভরে দিয়েছেন। তাওহীদের বর্ণনা দ্বারা সূরার সূচনা হয়েছিল, যার সারমর্ম ছিল এই যে, মুশরিকরা আল্লাহ সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণনা করে, আল্লাহ সেগুলো থেকে পবিত্র। সেমতে আলোচ্য প্রথম আয়াতে সে দীর্ঘ বিষয়বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর সূরায় পয়গম্বরগণের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছিল। সেমতে দ্বিতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অতঃপর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কাফেরদের বিশ্বাস সন্দেহ ও আপত্তিসমূহ যুক্তি ও উক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে বলা হয়েছিল যে, শেষ বিজয় সত্যপন্থিরাই অর্জন করবে। এসব বিষয়বস্তু যে ব্যক্তিই জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পাঠ করবে, সে অবশেষে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা স্তুতি পাঠ করতে বাধ্য হবে। সেমতে এই প্রশংসা ও স্তুতির উপরই সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এছাড়া এই তিন আয়াতে ইসলামের বুনিয়াদী বিশ্বাস তাওহীদ ও রেসালতের বিষয় প্রত্যক্ষভাবে এবং পরকালের বিষয় পরোক্ষভাবে স্থান পেয়েছে। এগুলো সপ্রমাণ করাই ছিল সূরার আসল লক্ষ্য। এতদসঙ্গে এ শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে তার প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ, ভাষণ ও বৈঠক আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা ও প্রশংসা দিয়ে সমাপ্ত করবে। সেমতে আল্লামা কুরতুবী (র.) এক্ষেত্রে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নামাজ সমাপনান্তে سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ- এই আয়াত তিনটি তেলাওয়াত করতে একাধিকবার শুনেছি। এছাড়া কতিপয় তাফসীর গ্রন্থে এ মর্মে হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পূর্ণমাত্রায় পুরস্কার পেতে চায়, তার প্রত্যেক বৈঠক শেষে এই আয়াত তেলাওয়াত করা উচিত। এ উক্তিই ইবনে আবী হাতেম হযরত শা'বীর বাচনিক রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকেও বর্ণনা করেছেন।- [তাফসীর ইবনে-কাসীর]

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

শব্দ বিশ্লেষণ :

بِفَاتِنِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার فِتْنَةٌ মূলবর্ণ (ف - ت - ن) জিনস صَحِيْح অর্থ- ফিরাতে পারবে না।

صَالُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব سَمِعَ মাসদার صَلْىٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস نَاقِص يَائِىّ অর্থ- প্রবেশকারী।

صَافُّوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার صَفٌّ মূলবর্ণ (ص - ف - ف) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- সারিবদ্ধভাবে।

اَلْمُسَبِّحُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صَحِيْح অর্থ- তাসবীহ পাঠে নিয়োজিত।

سَبَقَتْ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার سَبْقٌ মূলবর্ণ (س - ب - ق) জিনস صَحِيْح অর্থ- পূর্ব হতেই নির্ধারিত হয়ে আছে।

تَوَلَّ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمَر حَاضِر مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَوَلٍّ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- কোনো চিন্তা করবেন না, বিমুখ হোন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ : এখানে سُبْحَانَ رَبِّكَ টা مَفْعُول مُطْلَق হয়েছে উহ্য ফে'লের رَبِّ الْعِزَّةِ টা বদল হয়েছে, আর عَمَّا টা سُبْحَان -এর সাথে مُتَعَلِّق হয়েছে। আর يَصِفُوْنَ টা مَا -এর সেলাহ হয়েছে।

আর سَلٰمٌ হলো মুবতাদা, আর عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ হলো খবর।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -এর اَلْحَمْدُ হলো মুবতাদা আর لِلّٰهِ খবর। আর رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ হলো بَدْل অথবা সিফত। -[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৪৩৩]

سُوْرَةُ صٓ مَكِّيَّةٌ

সূরা সোয়া-দ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত–৮৮, রুকূ'– ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. সোয়া-দ, কুরআনের কসম, যা নসিহতে পরিপূর্ণ; (তুমি অবশ্যই সত্যবাদী)।	صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِي الذِّكْرِ ۝١
২. বরং এ কাফেররা বিদ্বেষ ও [সত্যের] বিরোধিতায় [লিপ্ত] রয়েছে।	بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ ۝٢
৩. তাদের পূর্বে আমি বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, সুতরাং তারা আর্তনাদ করেছিল; কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোনো উপায় ছিল না।	كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ۝٣
৪. আর ঐ [কুরাইশী] কাফেররা এ কথায় বিস্মিত হলো যে, তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন ভয়প্রদর্শকরূপে আগমন করেছেন এবং কাফেররা বলতে লাগল, এ ব্যক্তি জাদুকর, মিথ্যাবাদী।	وَعَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ؗ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝٤
৫. সে কি এতগুলো উপাস্যের স্থলে মাত্র একজন উপাস্য করে দিল? বাস্তবিকই এটা তো বড় বিস্ময়কর ব্যাপার।	اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۝٥

শাব্দিক অনুবাদ :

১. صٓ সোয়াদ وَالْقُرْاٰنِ কুরআনের কসম ذِي الذِّكْرِ যা নসিহতে পরিপূর্ণ। (তুমি অবশ্যই সত্যবাদী)

২. بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا বরং এই কাফেররা فِيْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ বিদ্বেষ ও (সত্যের) বিরোধিতায় (লিপ্ত) রয়েছে।

৩. كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ তাদের পূর্বে আমি বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি فَنَادَوْا সুতরাং তারা আর্তনাদ করেছিল وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ আর সে সময় পরিত্রাণের কোনো উপায় ছিল না।

৪. وَعَجِبُوْٓا আর ঐ (কুরাইশী) কাফেররা এ কথায় বিস্মিত হলো যে, اَنْ جَآءَهُمْ তাদের নিকট আগমন করেছেন مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ তাদেরই মধ্যে হতে একজন ভয় প্রদর্শকরূপে وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ এবং কাফেররা বলতে লাগল هٰذَا এই ব্যক্তি سٰحِرٌ জাদুকর كَذَّابٌ মিথ্যাবাদী।

৫. اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ সে কি এতগুলো উপাস্যের স্থলে করে দিল اِلٰهًا وَّاحِدًا মাত্র একজন উপাস্য اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ বাস্তবিকই এটা তো বড় বিস্ময়কর ব্যাপার।

অনুবাদ	আয়াত
৬. এবং ঐ কাফেরদের সরদারগণ [স্বদলীয় লোকদেরকে] এই বলে সরে পড়ে যে, চল এবং নিজ উপাস্যদের উপর অটল থাক, [কেননা] এটা [অর্থাৎ তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা, এটা নবীর] কোনো উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার,	وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾
৭. আমরা তো এরূপ কথা [আমাদের] অতীত ধর্মে শুনিনি, এটা [এ ব্যক্তির] মনগড়া উক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।	مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ﴿٧﴾
৮. আমাদের সকলের মধ্য হতে কি কেবল এ ব্যক্তিরই উপর আল্লাহর কালাম নাজিল করা হয়েছে? বরং এরা আমার ওহী সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, বরং তারা এখন পর্যন্ত আমার আজাব আস্বাদন করেনি;	أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ۖ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ﴿٨﴾
৯. তাদের নিকট কি আপনার মহাপরাক্রান্ত, দানশীল প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারগুলো রয়েছে?	أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾
১০. অথবা আসমান ও জমিনে এবং তদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, সেগুলোর উপর তাদের কি কোনো আধিপত্য আছে? তাহলে তাদেরকে সিঁড়ি লাগিয়ে [আসমানের উপর] আরোহণ করা উচিত।	أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾
১১. এ স্থানে [মক্কানগরে রাসূলের বিরোধী] দলসমূহের মধ্যে এমন এক ভিড় জমে আছে, যারা পরাজিত হবে।	جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ এবং ঐ কাফেরদের সরদারগণ (স্বদলীয় লোকদেরকে) এই বলে চলে যেতে লাগল যে, أَنِ امْشُوا চল وَاصْبِرُوا এবং অটল থাক عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ নিজ উপাস্যদের উপর إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ এটা কোনো উদ্দেশ্যমূলক ব্যাপার।

৭. مَا سَمِعْنَا আমরা তো শুনিনি بِهَٰذَا এরূপ কথা فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ অতীত ধর্মে إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ এটা মনগড়া উক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

৮. أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ কেবল এই ব্যক্তির উপরই কি নাজিল করা হয়েছে الذِّكْرُ আল্লাহর কালাম مِنْ بَيْنِنَا আমাদের সকলের মধ্যে হতে بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ বরং এরা সন্দেহের মধ্যে রয়েছে مِنْ ذِكْرِي আমার ওহী সম্বন্ধে بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ বরং তারা এখন পর্যন্ত আমার আজাব আস্বাদন করেনি।

৯. أَمْ عِنْدَهُمْ তাদের নিকট কি রয়েছে خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারগুলো الْعَزِيزِ মহাপরাক্রান্ত الْوَهَّابِ দানশীল।

১০. أَمْ لَهُمْ مُلْكُ অথবা তাদের কি কোনো অধিপতি আছে السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে গুলোর উপর فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ তাহলে তাদেরকে সিঁড়ি লাগিয়ে (আসমানের উপর) আরোহণ করা উচিত।

১১. جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ এস্থানে এমন এক ভিড় জমে আছে مَهْزُومٌ যারা পরাজিত হবে مِنَ الْأَحْزَابِ দল সমূহের মধ্যে।

অনুবাদ	আয়াত
১২. তাদের পূর্বেও মিথ্যা প্রতিপাদন করেছিল নূহ-সম্প্রদায় ও 'আদ সম্প্রদায় বহু শিবিরের অধিপতি এবং ফেরাউন।	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾
১৩. এবং সামূদ ও লূত সম্প্রদায় এবং আইকার অধিবাসীগণও; সে দলসমূহ এরাই।	وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَّأَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۚ أُولٰٓئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾
১৪. এরা সকলেই রাসূলগণের প্রতি অসত্যারোপ করেছিল, সুতরাং আমার শাস্তি (তাদের উপর) পতিত হয়ে গেল।	إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾
১৫. আর এরা কেবল একটি ভীষণ ধ্বনির প্রতীক্ষায় আছে যাতে শ্বাস গ্রহণের অবকাশ (-ও) হবে না।	وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾
১৬. আর এরা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের [আজাবের] অংশ আমাদেরকে বিচার-দিবসের পূর্বেই প্রদান করুন।	وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾
১৭. আপনি তাদের উক্তি সম্বন্ধে সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন, যিনি বড়ই শক্তিশালী ছিলেন, এবং তিনি [আল্লাহর প্রতি] খুব মনোনিবেশকারী ছিলেন।	اصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْأَيْدِ ۚ إِنَّهٗٓ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾
১৮. আমি পর্বতসমূহকে আদেশ করেছিলাম যেন তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করে সন্ধ্যায় ও সকালে,	إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ তাদের পূর্বেও মিথ্যা প্রতিপাদন করেছিল قَوْمُ نُوحٍ وَّعَادٌ নূহ সম্প্রদায় ও আদ সম্প্রদায় وَفِرْعَوْنُ এবং ফেরাউন ذُو الْأَوْتَادِ বহু শিবিরের অধিপতি।

১৩. وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ এবং ছামূদ ও লূত সম্প্রদায় وَأَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ এবং আইকার অধিবাসীগণ أُولٰٓئِكَ الْأَحْزَابُ সেই দলসমূহ এরাই।

১৪. إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ এরা সকলেই রাসূলগণের প্রতি অসত্যারোপ করেছিল فَحَقَّ عِقَابِ সুতরাং আমার শাস্তি (তাদের উপর) পতিত হলো।

১৫. وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ إِلَّا আর এরা কেবল প্রতীক্ষায় আছে صَيْحَةً وَّاحِدَةً একটি ভীষণ ধ্বনির مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ যাতে শ্বাস গ্রহণের অবকাশ (-ও) হবে না।

১৬. وَقَالُوا আর এরা বলে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا আমাদের (আজাবের) অংশ আমাদেরকে প্রদান করুন قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ বিচার দিবসের পূর্বেই।

১৭. اصْبِرْ আপনি সবর করুন عَلٰى مَا يَقُولُونَ তাদের উক্তি সম্বন্ধে وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন ذَا الْأَيْدِ যিনি বড়ই শক্তিশালী ছিলেন إِنَّهٗٓ أَوَّابٌ এবং তিনি খুব মনোনিবেশকারী ছিলেন।

১৮. إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ আমি পর্বতসমূহকে আদেশ করেছিলাম مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ যেন তাঁর সাথে তাসবীহ পাঠ করে بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ সন্ধ্যায় ও সকালে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে সোয়াদ প্রসঙ্গে : সূরায়ে সোয়াদ মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত -৮৮, বাক্য -৭৩২, অক্ষর -৩,০৬৬।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে।
এ সূরার ফজিলত সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ একখানি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি ইরশাদ করেছেন : যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তাকে সকল গুনাহ থেকে রক্ষা করবেন।
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে তাওহীদ ও রেসালতের আলোচনা উপর, আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, মহাত্ম্য এবং শানের বর্ণনা দ্বারা যা প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালত ও নবুয়তের দলিল।
দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী সূরায় পূর্বকালের কয়েকজন সত্য সাধক নবী রসূলগণের ঘটনা স্থান পেয়েছে। এমনিভাবে এ সূরায়ও হযরত দাউদ (আ.), হযরত সোলায়মান (আ.) এবং হযরত আইয়ূব (আ.) -এর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।
তৃতীয়তঃ পূর্ববর্তী সূরার শেষে কাফেরদের এ কথার উদ্ধৃতি রয়েছে, لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ
'মক্কার কাফেররা বলতো, 'যদি আমাদের নিকট কোনো উপদেশমূলক গ্রন্থ নাজিল হতো, তবে আমরা পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় আল্লাহ পাকের খাঁটি বান্দা হতে পরতাম'। তাদের আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে এবং এ সূরার শুরুতে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, 'পবিত্র কুরআনের শপথ যা উপদেশে পরিপূর্ণ'। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন আল্লামা কান্ধলভী (র.) খণ্ড. ৬ পৃ. ১০]
শানে নুযূল–১ : আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং হাকেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আবূ তালেব যখন অসুস্থ হয়, তখন কোরায়েশ নেতারা তাকে দেখতে আসে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ও আগমন করেন, তখন কুরায়েশ নেতারা আবূ তালেবের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি আমাদের উপাস্যদের বিরুদ্ধে কথা বলেন। আবূ তালেব বলে, 'হে আমার ভ্রাতুষ্পত্র! তুমি লোকদের কাছে কি চাও'? তিনি বললেন, শুধু একটি কথার স্বীকৃতি চাই যার কারণে সারা আরব তাদের অনুগত হবে এবং পৃথিবীর অন্য দেশের মানুষ তাদেরকে কর আদায় করবে'। আবূ তালেব বলল 'সে একটি কথা কি'? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ তা হলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই) তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিজিকদাতা, এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহ পাকের রসূল। কোরায়েশ নেতারা বলল, সে -তো সকল উপাস্যকে এক উপাস্য করে ফেলেছ'। তখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতসমূহ নাজিল হয়।
শানে নুযূল–২ : এই সূরায় প্রাথমিক আয়াতগুলো পটভূমি এই যে, রসূলে-কারীম ﷺ -এর পিতৃব্য আবূ তালেব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও ভ্রাতুষ্পুত্রের পূর্ণ দেখা- শোনা ও হেফাজত করে যাচ্ছিলেন । তিনি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন কোরাইশ সরদাররা এক পরামর্শসভায় মিলিত হলো। এতে আবূ জাহল, 'আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুসও অন্যান্য সরদাররা যোগদান করল। তারা পরামর্শ করল যে, আবূ তালেব রোগাক্রান্ত। যদি তিনি পরলোকগমন করেন এবং তার অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে। বলবে, আবূ তালেবের জীবদ্দশায় তো তারা মুহাম্মদ ﷺ -এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না, এখন তার মৃত্যুর পর তাকে উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবূ তালেব জীবিত থাকতেই তার সাথে হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর ব্যাপার একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চাই, যাতে সে আমাদের দেব-দেবীর নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করে।
সেমতে তারা আবূ তালেবের কাছে গিয়ে বলল : আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা করে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেব-দেবী সম্পর্কে এছাড়া কিছুই বলতেন না যে, এগুলো চেতনাহীন, নিষ্প্রাণ মূর্তি মাত্র; তোমাদের স্রষ্টাও নয়, অন্নদাতাও নয়। তোমাদের কোনো লাভ-লোকসান তাদের করায়ত্ত নয়। আবূ তালেব রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মজলিসে ডেকে এনে বললেন ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, এ কুরাইশ সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহর ইবাদত করে যাও। এ সম্পর্কে কুরাইশের লোকেরাও বলাবলি করে।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : চাচাজান, "আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেব না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে?" আবূ তালেব বললেন ঃ সে বিষয়টা কি ? তিনি বললেন ঃ আমি তাদেরকে এমন একটি কালেমা বলাতে চাই, যার বদৌলতে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবের অধীশ্বর হয়ে যাবে। একথা শুনে আবূ জাহল বলে উঠলঃ সেই কালেমা কি? তোমার পিতার কসম! আমরা এক কালেমা নয়, দশ কালেমা বলতে প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ব্যস" লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলে দাও। একথা শুনে সবাই পরিধেয় বস্ত্র ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল ঃ আমরা কি সমস্ত দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করো একজনকে অবলম্বন করব? এ যে, বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। এঘটনার প্রেক্ষাপটেও সূরা সোয়াদের আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। -(ইবনে-কাসীর)

শানে নুযূল– ৩ : আল্লামা ওয়াহেদী (র.) এর বর্ণনানুসারে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন কুরাইশের নিকট তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ বিষয়টি অত্যন্ত হৃদয় বিদারক হয়ে দাড়াল। সুতরাং কুরাইশ নেতৃবৃন্দ আবূ তালেবের নিকট সাক্ষাত করে বলল যে, আমাদের ও তোমার ভাতিজার মাঝে একটি সমাধান করে দাও। ফলে আবূ তালিব নবী করীম ﷺ-কে ডেকে বলল, ভাতিজা! এরা হচ্ছে তোমার গোত্রের সম্মানিত লোকেরা। তারা তোমার নিকট একটি সাম্যতা কামনা করে। তুমি সম্পূর্ণ রূপে তা এড়িয়ে যাবেনা। রাসূল ﷺ বললেন, তারা কি চায়? তারা বলল, আমাদের এবং আমাদের উপাস্যদের সামালোচনা করা ছেড়ে দেবে। আমরাও তোমাকে এবং তোমার মা'বাদুকে মন্দাচারী করা থেকে বিরত থাকব। সে মূহূর্তে রাসূল ﷺ বললেন যে, তোমরা এমন এক বাক্য কি বলতে পারবে না, যা দ্বারা তোমরা আরবের অধিপতি হয়ে যাবে এবং অনারবদের থেকে কর গ্রহণ করবে? আবূ জাহেল বলল, আমরা একটি বাক্য নয় অনুরূপ আরো দশটি বাক্য বলে দেব। এবার নবী করীম ﷺ বললেন যে, قُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ তৎক্ষণাৎ তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল এবং বলল, أَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا অতএব, এক উপাস্য সকল মাখলুককে কিরূপভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখবে? তাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরার ১ নং আয়াত হতে ১১ নং পর্যন্ত আয়াত সমূহ নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১৩৪/১৫]

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (١٦)

শানে নুযূল : রাসূলে আকরাম ﷺ কিয়ামত ও দোজখের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন সে মুহূর্তে যফর বিন হারেছ অবিশ্বাস ও বিদ্রূপাত্মকভাবে বলছিল যে, কিয়ামত বলে কোনো বস্তু নেই। যদি থাকে, তাহলে সে আজাবকেই আমরা কামনা করেছি। রাসূল ﷺ মুসলমানদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ যখন শুনাতেন, তখন কোনো কোনো কাফের বিদ্রূপ করে কিয়ামতকে অস্বীকার করে বলত যে, মুসলমান তো তাদের অংশ পর জগতেই নেবে। আমাদের অংশ জাগতিক জীবনই দিয়ে দেওয়া হোক। একথা বলে তার উল্লাস করত যে, কল্পিত প্রত্যাশার উপর জিইয়ে থাকুক। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াতে قط দ্বারা আমল নামাকে বুঝানো হয়েছে। সূরায়ে হাক্কার মাঝেও এ বিষয় উল্লিখিত হয়েছে যে, ঈমানদারদের আমল নামা ডান হাতে এবং বেঈমানদের আমল নামা বাম হাতে দেওয়া হবে। তখন কাফের সম্প্রদায় বিদ্রূপ করে বলত যে, আমাদের আমলনামা জাগতিক জীবনেই দিয়ে দেওয়া হোক। তাদের এ সকল উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[খাযেন/নুরুল কুলূব]

وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ : (তাদের সরদাররা একথা বলে প্রস্থান করল)-এতে উল্লিখিত ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাওহীদের দাওয়াত শুনে তারা মজলিস ত্যাগ করেছিল।

وَفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ : এর শাব্দিক অর্থ" কীলকওয়ালা ফেরাউন" এর তাফসীরে তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন : এতে তার সাম্রাজ্যের দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একারণেই হযরত থানভী (র.) এর তরজমা করেছেন-"যার খুঁটি আমূল বিদ্ধ ছিল।" কেউ কেউ বলেন ঃ সে মানুষকে চিৎ করে শুইয়ে তার চার হাত পায়ে কীলক এঁটে দিত এবং তার উপরে সাপ বিচ্ছু ছেড়ে দিত। এটাই ছিল তার শাস্তি দানের পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেন : সে রশিও কীলক দ্বারা বিশেষ এক প্রকার খেলা খেলত। কেউ কেউ আরও বলেন : এখানে কীলক বলে অট্টালিকা বোঝানো হয়েছে। সে সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল। –(কুরতুবী)

أُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ এটা مَهْزُوْمٌ مِّنَ الْاَحْزَابِ বাক্যের বর্ণনা। অর্থাৎ এ আয়াতে যেসব দলের ইঙ্গিত করা হয়েছিল, তারা এরাই। হযরত থানভী (র.) এ অর্থ অনুযায়ীই তাফসীর করেছেন। কিন্তু অন্য তাফসীরবিদগণ এর অর্থ করেছেন, এরাই ছিল সে দল অর্থাৎ প্রকৃত শৌর্যবীর্যের অধিকারী সম্প্রদায়ই ছিল আদ, ছামূদ প্রমুখ। তাদের মোকাবিলায় মক্কার মুশরিকরা তো তুচ্ছ নগণ্য। তারাই যখন খোদায়ী আজাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি, তখন এই মুশরিকরা কি আত্মরক্ষা করবে?-[কুরতুবী]

مَالَهَامِنْ فَوَاقٍ –আরবিতে فَوَاقٍ -এর একাধিক অর্থ হয়। (এক) একবার দুগ্ধ দোহনের পর পুনরায় স্তনে দুগ্ধ আসার মধ্যবর্তী সময়কে فواق বলা হয়। (দুই) সুখ-শান্তি। উদ্দেশ্য এই যে, ইসরাফিলের শিঙ্গার ফুঁক অনবরত চলতে থাকবে এতে কোনো বিরতি হবে না। -(কুরতুবী)

عَجِّلْ لَّنَا قِطَّنَا –আসলে কাউকে পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি সম্বলিত দলিল দস্তাবেজকে قط বলা হয়। কিন্তু পরে শব্দটি 'অংশ' অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। এখানে তা-ই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পরকালের শাস্তি ও প্রতিদানে আমাদের যা অংশ রয়েছে, তা এখানেই আমাদেরকে দিয়ে দিন।

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَاالْاَيْدِ اِنَّهٗ اَوَّابٌ

কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ মর্মবেদনা অনুভব করতেন। এই মর্মবেদনা দূরীকরণের উদ্দেশ্য সান্ত্বনার জন্য আল্লাহ তা'আলা এখানে অতীত পয়গম্বরগণের ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। সেমতে আলোচ্য আয়াতসমূহেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সবর শিক্ষা দিয়ে কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْاَيْدِ : (স্মরণ করুন, আমার বান্দা দাউদকে যে ছিল শক্তিশালী।) প্রায় সমস্ত তাফসীরবিদই এর একই ধরনের অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আ.) খুবই শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয় দিতেন। اِنَّهٗ اَوَّابٌ (নিশ্চয় তিনি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।)

বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় নামাজ ছিল হযরত দাউদ (আ.)-এর নামাজ এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোজা ছিল হযরত দাউদ (আ.) -এর রোজা। তিনি অর্ধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ ইবাদত করতেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন পর পর রোজা রাখতেন। শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না। নিঃসন্দেহে হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহর দিকে খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।-[ইবনে কাসীর]

ইবাদতের উপরিউক্ত পদ্ধতি সর্বাধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, এতে কষ্ট বেশি হয়। সারা জীবন রোজা রাখলে মানুষ রোজায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে কিছুদিন পর রোজার কোনো কষ্টই অনুভূত হয় না। কিন্তু একদিন পর পর রোজা রাখলে কষ্ট অব্যাহত থাকে। এছাড়া এই পদ্ধতিতে মানুষ ইবাদতের সাথে সাথে নিজের পরিবার-পরিজনের এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকারও পুরোপুরি আদায় করতে পারে।

اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ -এ আয়াতে হযরত দাউদ (আ.)-এর সাথে পর্বতমালাও পক্ষীকুলের ইবাদতে ও তাসবীহে শরিক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তাসবীহ্ পাঠকে আল্লাহ তা'আলা এখানে হযরত দাউদ (আ.) এর প্রতি নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি নিয়ামত হলো কেমন করে? পর্বতমালাও পক্ষীকূলের তাসবীহ পাঠে তাঁর বিশেষ কি উপকার হতো ?

এর এক উত্তর এই যে, এতে হযরত দাউদ (আ.)-এর একটি মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে; বলাবাহুল্য, মু'জিযা এক বড় নিয়ামত। এছাড়া হযরত থানভী (র.) এর এক সূক্ষ্ম জওয়াবে বলেন, পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের তাসবীহের ফলে জিকিরের এক বিশেষ আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হতো। ফলে ইবাদতে স্ফূর্তি, সজীবতা ও সাহসিকতা অনুভূত হতো। সঙ্গবদ্ধ জিকিরের আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে জিকিরের বরকত পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে। সুফী বুযুর্গগণের মধ্যে জিকিরের একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এতে জিকিরের অবস্থায় ধ্যান করা হয় যে, সমগ্র সৃষ্টজগৎ জিকির করে যাচ্ছে। আত্মশুদ্ধি ও ইবাদত স্পৃহায় এ পদ্ধতির প্রভাব বিস্ময়কর। আলোচ্য আয়াতে এই বিশেষ পদ্ধতির ভিত্তিও পাওয়া যায়।-[মাসায়েলে মুলক]

চাশতের নামাজ : بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ যোহরের পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সময়কে عَشِيٌّ বলা হয়। আর اِشْرَاقٌ এর অর্থ সকাল, যখন সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এই আয়াতকে চাশতের নামাজ শরিয়তসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। চাশতের নামাজকে সালাতে আওয়াবীন এবং কেউ কেউ সালাতে এশরাকও বলেন। পরবর্তীতে" সালাতে আওয়াবীন" নাম মাগরিবের পরে ছয় রাকাতের এবং সালাতে এশরাক 'নাম সূর্যোদয় সংলগ্ন দুই অথবা চার রাকাত নফল নামাজের জন্য অধিক খ্যাত হয়ে গেছে।

চাশতের নামাজ দুই রাকাত থেকে বার রাকাত পর্যন্ত যত রাকাত ইচ্ছা পড়া যায়। হাদীসে এর অনেক উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাত নামাজ নিয়মিত পড়ে, তার গোনাহ মাফ করা হয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়। হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে, ব্যক্তি চাশতের বার রাকাত নামাজ পড়বে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের প্রাসাদ তৈরি করে দেবেন। -[কুরতুবী]

আলেমগণ বলেন : চাশতের নামাজ দুই থেকে বার পর্যন্ত যত রাকাত ইচ্ছা পড়া যায়। কিন্তু এর জন্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করে নিয়মিত পড়াই উত্তম। এই নিয়মিত সংখ্যা চার রাকাত হওয়াই শ্রেয়।

কেননা, চার রাকাত পড়াই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এরও নিয়ম ছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

كَفَرُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার كُفْرٌ মূলবর্ণ (ك - ف - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- কাফেররা। তারা সত্য বিমুখ হয়েছে।

نَادَوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব مُفَاعَلَة মাসদার نِدَاءٌ মূলবর্ণ (ن - د - و) জিনস نَاقِص وَاوِى অর্থ- তারা আর্তনাদ করেছিল।

مَنَاصٍ : اِسْم ظَرْف ও مَصْدَر ; হালাতে জর; বাবে نَصَرَ অর্থ- পলায়ন করা, আশ্রয় নেওয়া। مَنَاصٌ শব্দটি হয়। ক্ষমার স্থান। نَوْصٌ বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। হেলে যাওয়া এবং এক দিক হওয়া, উঠে যাওয়া, আশ্রয় চাওয়া, পিছনে সরে যাওয়া, পলায়ন করা।

سَاحِرٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব فَتَحَ মাসদার سِحْرٌ (بِكَسْرِ السِّيْنِ) মূলবর্ণ (س - ح - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- জাদুকর।

اِمْشُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِر مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার مَشْىٌ মূলবর্ণ (م - ش - ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌ অর্থ- চল।

يُرَادُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِع مَجْهُوْل বাব اِفْعَالْ মাসদার اِرَادَةٌ মূলবর্ণ (ر - و - د) জিনস اَجْوَف وَاوِى অর্থ- উদ্দেশ্য মূলক ব্যাপার।

لَمَّا يَذُوْقُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِع مَنْفِى بِلَمْ বাব نَصَرَ মাসদার ذَوْقٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اَجْوَف وَاوِى অর্থ- তারা এখন পর্যন্ত আমার আজাব আস্বাদন করেনি।

خَزَائِنُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন خَزِيْنَةٌ অর্থ- ভাণ্ডার।

فَلْيَرْتَقُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ اَمْر غَائِب مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِرْتِقَاءٌ মূলবর্ণ (ر - ق - ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌ অর্থ- তারা যেন সিঁড়ি লাগিয়ে আরোহণ করে।

مَهْزُوْمٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার هَزْمٌ মূলবর্ণ (ه - ز - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- পরাজিত।

اَحْزَابٌ : حِزْبٌ -এর বহুবচন, অর্থ- দল, জামাত, বাহিনী।

اَوْتَادٌ : وَتَدٌ -এর বহুবচন। অর্থ- খুঁটি, কীলক, পেরেক।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَعَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ : এখানে وَاوْ টি আতেফা, আর عَجِبُوْا ফে'ল ও ফায়েল। আর اَنْ হলো مَصْدَرِيَة আর এটা তার অধীনস্থ সবকিছুকে নিয়ে مَصْدَرٌ مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ হয়েছে অর্থাৎ عَجِبُوْا حِيْنَ مَجِيْئِ مُنْذِرٍ আর مُنْذِرٌ হলো فَاعِلْ مُؤَخَّرْ আর مِنْهُمْ হলো مُنْذِرٌ -এর نَعْت আর وَقَالَ -এর وَاوْ টি হরফে আতফ قَالَ ফেল এবং الْكٰفِرُوْنَ হলো ফায়েল। আর هٰذَا হলো মুবতাদা। সাحِرٌ খবর। আর كَذَّابٌ হলো দ্বিতীয় খবর কিংবা سَاحِرٌ -এর نَعْت হয়েছে। -[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৪৩৬]

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾

১৯. আর [এরূপে] পক্ষীকুলকেও [এই হুকুম দিয়েছিলাম] যারা সমবেত হতো; সকলেই তাঁর অভিমুখী ছিল।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾

২০. এবং আমি তাঁর রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম আর তাঁকে হেকমত ও মীমাংসায় উপনীতকারী বর্ণনা শক্তি প্রদান করেছিলাম।

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾

২১. আর আপনার নিকট সে বাদী-বিবাদীদের সংবাদ পৌঁছেছি কি? যখন তারা দেওয়াল টপকিয়ে ইবাদতখানায় ঢুকল।

إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

২২. যখন দাউদের নিকট পৌঁছল তখন তিনি ভীত হয়ে পড়লেন, তারা বলতে লাগল, ভয় করবেন না, আমরা বিবাদকারী দুই ব্যক্তি, আমরা একে অন্যের উপর অন্যায় করেছি, অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করুন এবং অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন।

إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

২৩. (মকদ্দমা এই যে,) এ লোকটি আমার (ধর্মীয়) ভাই। তার নিকট নিরানব্বইটি মাদি-দুম্বা রয়েছে আর আমার নিকট একটি মাদি-দুম্বা। কিন্তু সে বলছে যে, ঐটিও আমাকে দিয়ে ফেল এবং কথার জোরে আমাকে পরাস্ত করছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَالطَّيْرَ আর (এরূপে) পক্ষীকুলকেও (এই হুকুম দিয়েছিলাম) مَحْشُورَةً যারা সমবেত হতো كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ সকলেই তাঁর (তাসবীহের) অভিমুখী ছিল।

২০. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ এবং আমি তাঁর রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম وَآتَيْنَاهُ আর তাঁকে প্রদান করেছিলাম الْحِكْمَةَ হেকমত وَفَصْلَ الْخِطَابِ ও মীমাংসায় উপনীতকারী বর্ণনা শক্তি।

২১. وَهَلْ أَتَاكَ আর আপনার নিকট পৌঁছেছি কি نَبَأُ الْخَصْمِ সেই বাদী-বিবাদীদের সংবাদ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ যখন তারা দেওয়াল টপকিয়ে ইবাদত খানায় ঢুকল।

২২. إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ যখন দাউদের নিকট পৌঁছল فَفَزِعَ مِنْهُمْ তখন তিনি ভীত হয়ে পড়লেন قَالُوا তারা বলতে লাগল لَا تَخَفْ ভয় করবেন না خَصْمَانِ আমরা বিবাদকারী দুই ব্যক্তি بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ আমরা একে অন্যের উপর অন্যায় করেছি فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করুন وَلَا تُشْطِطْ এবং অবিচার করবেন না وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ এবং আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন।

২৩. إِنَّ هَٰذَا أَخِي এ লোকটি আমার ভাই لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً তার নিকট নিরানব্বই মাদি– দুম্বা রয়েছে وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ আর আমার নিকট একটি মাদি– দুম্বা فَقَالَ কিন্তু সে বলেছে أَكْفِلْنِيهَا ঐটিও আমাকে দিয়ে ফেল وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ এবং কথার জোরে আমাকে পরাস্ত করছে।

২৪. দাউদ বললেন, এ ব্যক্তি যে তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সাথে মিলাবার আবেদন করছে, তাতে সে যথার্থই তোমার উপর অত্যাচার করছে এবং অধিকাংশ অংশীরাই একে অন্যের উপর অন্যায় করে থাকে, কিন্তু যারা ঈমানদার এবং নেককার, আর এরূপ লোক খুবই কম; আর দাউদ মনে করলেন যে, আমি তাঁকে পরীক্ষায় ফেলেছি, অতএব, তিনি তাঁর প্রতিপালকের সমীপে তওবা করলেন এবং সেজদায় পতিত হলেন এবং (আল্লাহর দিকে) রুজু হলেন।	قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩
২৫. সুতরাং আমি তাঁকে তা ক্ষমা করে দিলাম এবং আমার দরবারে তাঁর জন্য (বিশেষ) নৈকট্য এবং উত্তম পরিণাম রয়েছে।	فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ
২৬. [এ ঘটনার পর আমি তাঁকে বললাম,] হে দাউদ! আমি আপনাকে ভূপৃষ্ঠে হাকেম নিযুক্ত করেছি, অতএব, মানুষের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করতে থাকুন এবং ভবিষ্যতেও স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, কেননা তা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে দেবে; যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথ হতে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য কঠোর আজাব রয়েছে, এ কারণে যে, তারা বিচার-দিবসকে ভুলে রয়েছে।	يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. قَالَ দাউদ বললেন لَقَدْ ظَلَمَكَ সে যথার্থই তোমার উপর অত্যাচার করছে بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ এ ব্যক্তি যে তোমার দুম্বাটি তার দুম্বাগুলোর সাথে মিলাবার আবেদন করছে তাতে وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ এবং অধিকাংশ অংশীরাই لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ একে অন্যের উপর অন্যায় করে থাকে إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا কিন্তু যারা ঈমানদার وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং নেককার وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ, আর এরূপ লোক খুবই কম وَظَنَّ دَاوُودُ, আর দাউদ মনে করলেন যে, أَنَّمَا فَتَنَّاهُ আমি তাকে পরীক্ষায় ফেলেছি فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ অতএব তিনি স্বীয় রবের সমীপে তওবা করলেন وَخَرَّ رَاكِعًا এবং সেজদায় পতিত হলেন وَأَنَابَ, এবং (আল্লাহর দিকে) রুজু হলেন।

২৫. فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ সুতরাং আমি তাকে তা ক্ষমা করে দিলাম وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا এবং আমার দরবারে তার জন্য রয়েছে لَزُلْفَىٰ (বিশেষ) নৈকট্য وَحُسْنَ مَآبٍ, এবং উত্তম পরিণাম।

২৬. يَا دَاوُودُ হে দাউদ إِنَّا جَعَلْنَاكَ আমি আপনাকে নিযুক্ত করেছি خَلِيفَةً হাকেম فِي الْأَرْضِ ভূপৃষ্ঠে فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ অতএব, মানুষের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করতে থাকুন وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ, এবং ভবিষ্যতেও স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ কেননা তা আপনাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে দেবে إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ যারা আল্লাহ তা'আলার পথ হতে বিচ্যুত হয় لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ তাদের জন্য কঠোর আজাব রয়েছে بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ এ কারণে যে, তারা বিচার-দিবসকে ভুলে রয়েছে।

২৭. আর আমি আসমান ও জমিন এবং তদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা অযথা সৃষ্টি করিনি; এটা তাদের ধারণা যারা কাফের, সুতরাং কাফেরদের জন্য বড়ই সর্বনাশ অর্থাৎ দোজখ রয়েছে,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿۲۷﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. وَمَا خَلَقْنَا আর আমি সৃষ্টি করিনি السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ আসমানও জমিন وَمَا بَيْنَهُمَا এবং তদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা بَاطِلًا অযথা ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এটা তাদের ধারণা যারা কাফের فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا সুতরাং কাফেরদের জন্য বড়ই সর্বনাশ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ দোজখ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاٰتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ : আমি তাকে হেকমত ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা দান করেছি। হেকমত অর্থ প্রজ্ঞা। অর্থাৎ আমি তাকে অসাধারণ বিবেকবুদ্ধি দান করেছিলাম। কেউ কেউ হেকমতের অর্থ নিয়েছেন নবুয়ত। وَفَصْلَ الْخِطَابِ এর বিভিন্ন তাফসীর করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ অসাধারণ বাগ্মিতা। হযরত দাউদ (আ.) উচ্চস্তরের বক্তা ছিলেন। বক্তৃতায় হামদ ও সালাতের পর اَمَّا بَعْدُ শব্দ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ সর্বোত্তম বিচারশক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ঝগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ মীমাংসা করার উক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দগুলোর মধ্যে একই সময়ে উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। হযরত থানভী (র.) যে তরজমা করেছেন, তাতেও উভয় অর্থ একত্রিত থাকতে পারে।

وَهَلْ اَتٰكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ

আলোচ্য ২১-২৫ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কুরআন পাকে এ ঘটনা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে কেবল এতটুকু বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তার ইবাদতখানায় বিবদমান দু'টি পক্ষ পাঠিয়ে কোনো এক বিষয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। হযরত দাউদ (আ.) এ পরীক্ষার ফলে সতর্ক হয়ে যান এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে ক্ষমা করে দেন। কুরআন পাকের আসল লক্ষ্য এখানে এবিষয়টি ফুটিয়ে তোলা যে, হযরত হযরত দাউদ (আ.) সব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার দিকে রুজু করতেন এবং কোনো সময় সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলেও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনায় রত হয়ে যেতেন। তাই এখানে এসব বিষয়ের বিবরণ দেওয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি ছিল, হযরত দাউদ (আ.) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং যা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন?

তাই কোনো কোনো অনুসন্ধানী তাফসীরবিদ এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন : আল্লাহ তা'আলা বিশেষ রহস্য উপযোগিতার কারণে তাঁর প্রথিতযশা পয়গম্বরের এসব ত্রুটি -বিচ্যুতি ও পরীক্ষার বিশদ বিবরণ দেননি। আমাদেরও এর পেছনে পড়া উচিত নয়। যতটুকু বিষয় কুরআন পাকে উল্লিখিত হয়েছে, ততটুকুতেই ঈমান রাখা দরকার। হাফেজ ইবনে কাসীরের মতো অনুসন্ধানী তাফসীরবিদও এ নীতিই অনুসরণ করে ঘটনার বিবরণ দানে বিরত রয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা সর্বাধিক সাবধানী বিপদমুক্ত পথ। এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে اَبْهِمُوْا مَا اَبْهَمَهُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখেছেন তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বলাবাহুল্য, এতে এমনসব বিষয়কে অস্পষ্ট রাখতে বলা হয়েছে, যেগুলোর সাথে আমাদের কর্ম এবং হালাল ও হারামের সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কর্ম সম্পর্কিত বিষয়সমূহের অস্পষ্টতা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে দূর করে নিয়েছেন।

তবে কোনো কোনো তাফসীরবিদ রেওয়ায়েত ও পূর্ববর্তীদের উক্তির আলোকে এ পরীক্ষা ও যাচাইর বিষয়টি নির্ধারিত করতে চেষ্টা করেছেন। এ সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে খ্যাত একটি রেওয়ায়েত এই যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর দৃষ্টি

একবার তাঁর সেনাধ্যক্ষ উরিয়ার পত্নীর উপর পড়ে গেলে তাঁর মনে তাকে বিয়ে করার স্পৃহা জাগ্রত হয়। তিনি ইরিয়াকে হত্যা করানোর উদ্দেশ্যে তাকে এ ভয়ানক বিপজ্জনক অভিযানে প্রেরণ করেন। ফলে সে শহীদ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে দাউদ (আ.) তার পত্নীকে বিয়ে করে নেন। এ কর্মের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য উপরিউক্ত ফেরেশতাদ্বয়কে মানবাকৃতিতে বাদী-বিবাদীরূপে প্রেরণ করা হয়।

কিন্তু এ রেওয়ায়েতটি নিঃসন্দেহে একটি বাজে প্রবচন, যা ইহুদিদের প্রভাবাধীন সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ রেওয়ায়েতটি বাইবেলের সামুয়েল কিতাবের একাদশ অধ্যায় থেকে সংগৃহীত। পার্থক্য এতটুকু যে, বাইবেলে খোলাখুলি হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি উরিয়ার পত্নীর সাথে বিয়ের পূর্বেই ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ তাফসীরী রেওয়ায়েতসমূহে ব্যভিচারের অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। মনে হয়, কেউ এই ইসরাঈলী রেওয়ায়েতটি দেখে এ থেকে ব্যভিচারের কাহিনী বাদ দিয়ে একে উল্লিখিত আয়াতসমূহের তাফসীরে জুড়ে দিয়েছে। অথচ সামুয়েল কিতাবটিই মূলত ভিত্তিহীন। সুতরাং রেওয়ায়েতটি নিশ্চিতরূপেই মিথ্যা অপবাদ বৈ কিছু নয়। এ কারণেই অনুসন্ধানী তাফসীরবিদগণ একে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হাফেজ ইবনে কাসীরই নয়, আল্লামা ইবনে জওযী, কাযী আবূ সাউদ, কাযী বায়যাভী, কাযী আয়ায, ইমাম রাযী, আল্লামা আবূ হাইয়্যান আন্দালুসী, খাযেন, যমখশরী, ইবনে হযম, আল্লামা খাফফাজী, আহমদ ইবনে নসর, আবূ তামাম, আল্লামা আলুসী (র.) প্রমুখ খ্যাতনামা তাফসীরবিদ রেওয়ায়েতটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলে অভিহিত করেছেন। হাফেজ ইবনে কাসীর লিখেন :

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী উল্লেখ করেছেন, যার বেশির ভাগই ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে সংগৃহীত। রাসূলে কারীম ﷺ থেকে এ সম্পর্কে অনুসরণীয় কোনো কিছু প্রমাণিত নেই। কেবল ইবনে আবী হাতেম এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সনদও বিশুদ্ধ নয়।

মোটকথা, অনেক যুক্তি-প্রমাণের আলোকে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর থেকে উপরিউক্ত রেওয়ায়েতটি সম্পূর্ণভাবে খারিজ হয়ে যায়। এসব যুক্তি-প্রমাণের কিছু বিবরণ ঈমাম রাযী (র.)-এর তাফসীরে কাবীর এবং জওযীর যাদুল মাসীর ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) এই যাচাই ও ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন : মোকদ্দমার দু'পক্ষ প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করে এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু করে। মোকদ্দমা পেশ করার আগেই তারা হযরত দাউদ (আ.)-কে ন্যায়বিচার করার এবং অবিচার না করার উপদেশ দিতে থাকে। কোনো সাধারণ ব্যক্তি হলে এ ধরনের ধৃষ্টতার কারণে তাদের জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে উল্টো শাস্তি দিত। আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.)-কে পরীক্ষা করলেন যে, তিনিও ক্রোধান্বিত হয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন, না পয়গম্বরসুলভ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের কথাবার্তা শুনেন।

হযরত দাউদ (আ.) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন কিন্তু একটি ভুল রয়ে গেল। তা এই যে, ফয়সালা দেওয়ার সময় জালেমকে সম্বোধন না করে তিনি মজলুমকে সম্বোধন করলেন। এ থেকে এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি অবিলম্বে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। –[বয়ানুল-কুরআন]

কোনো কোনো তাফসীরবিদ ভুলের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আ.) বিবাদীকে চুপ থাকতে দেখে তার বিবৃতি শোনা ব্যতিরেকেই কেবল বাদীর কথা শুনে এমন উপদেশ দেন যা থেকে-মোটামুটি বাদীর সমর্থন হচ্ছিল। অথচ আগে বিবাদীকে তার বক্তব্য পেশ করতে বলা উচিত ছিল। হযরত দাউদ (আ.) যদিও কেবল উপদেশের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন এবং মোকদ্দমার ফয়সালা দেননি, তবুও এটা তাঁর মতো সম্মানিত পয়গম্বরের পক্ষে সমীচীন ছিল না এ কারণেই তিনি পরে হুশিয়ার হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। –[রূহুল-মা'আনী]

কেউ কেউ বলেন : হযরত দাউদ (আ.) তাঁর সময়সূচি যেভাবে নির্ধারণ করেছিলেন, তাতে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই তাঁর গৃহের কোনো কোনো ব্যক্তি ইবাদত, জিকির ও তাসবীহে মশগুল থাকত। একদিন তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিবেদন করলেন : হে আমার পালনকর্তা, দিন ও রাতের মধ্যে এমন কোনো মুহূর্ত যায় না, যখন দাউদের পরিবারের কেউ না কেউ আপনার ইবাদত, জিকির ও তাসবীহে নিয়োজিত থাকে না। আল্লাহ বললেন : দাউদ, এটা আমার দেওয়া তাওফীকের কারণে হয়। আমার সাহায্য না থাকলে তোমার এরূপ করার সাধ্য নেই। আমি একদিন তোমাকে তোমার অবস্থার উপর ছেড়ে দেব। সেমতে আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির পর উপরিউক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়। হযরত দাউদ (আ.)-এর ইবাদতে নিয়োজিত থাকার সময় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর সময়সূচি বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। তিনি

বিবাদ মীমাংসা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর পরিবারের অন্য কেউ তখন ইবাদত ও জিকিরে মশগুল ছিল না। এতে হযরত দাউদ (আ.) বুঝতে পারেন যে, আল্লাহর কাছে ইবাদতের গর্ব প্রকাশ করা ভুল ছিল। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। মুস্তাদরাকে হাকেম সহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি উক্তি দ্বারা এ ব্যাখ্যার সমর্থন হয়। -[আহকামুল কুরআন]।

উপরিউক্ত সবগুলো ব্যাখ্যার অভিন্ন স্বীকৃত বিষয় এই যে, মোকাদ্দমাটি কাল্পনিক নয়-সত্যিকার ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং হযরত দাউদ (আ.) -এর যাচাই ও পরীক্ষার সাথে এর কোনো সম্পর্কে ছিল না। এর বিপরীতে অনেক তাফসীরবিদদের ব্যাখ্যার সারমর্ম এই যে, মোকদ্দমার পক্ষদ্বয় মানুষ নয়-ফেরেশতা ছিল এবং আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ.) -এর সামনে একটি কাল্পনিক মোকদ্দমা পেশ করার জন্য তাদেরকে পাঠিয়ে ছিলেন যাতে হযরত দাউদ (আ.) নিজের ভুল বোঝতে পারেন।

সেমতে তাঁদের বক্তব্য এই যে, উরিয়াকে হত্যা করানো এবং তার পত্নীকে বিয়ে করার কাহিনী সম্পূর্ণ বানোয়াট। তবে বাস্তব সত্য এই যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তখন কাউকে "তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে আমার বিবাহে দিয়ে দাও"–এ কথাটি বলা দূষণীয় ছিল না। বরং তখন এ ধরনের ফরমায়েশের ব্যাপক প্রচলনও ছিল। এর ভিত্তিতেই হযরত দাউদ (আ.) উরিয়ার কাছে ফরমায়েশ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করে তাঁকে সতর্ক করেন। কেউ কেউ বলেন : ব্যাপারটি এই যে, উরিয়া কোনো এক মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দিয়েছিল। হযরত দাউদ (আ.) ও সে মহিলাকে বিয়ের পয়গাম দেন। এতে উরিয়া খুবই দুঃখিত হয়। বিষয়টি বোঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে হযরত দাউদ (আ.)-এর ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করেন। কাযী আবূ ইয়া'লা এ ব্যাখ্যার প্রমাণস্বরূপ কুরআন পাকের وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ বাক্যটি পেশ করেছেন। তিনি বলেন, এ বাক্যটি প্রমাণ করেন যে, ব্যাপারটি নিছক বিয়ের পয়গামের ক্ষেত্রেই সংঘটিত হয়েছিল এবং হযরত দাউদ (আ.) তখনও তাকে বিয়ে করেন নি। -[যাদুল মাসীর]

অধিকাংশ তাফসীরবিদ শেষোক্ত দু'টি ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের কোনো কোনো উক্তি থেকেও এ দু'টি ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়। -[রূহুল মা'আনী, তাফসীরে আবূ সউদ, যাদুল মাসীর তাফসীরে কাবীর ইত্যাদি।]

কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পরীক্ষা ও ভুলের বিবরণ কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রামাণ্য নয়। তাই এতটুকু বিষয় তো মীমাংসিত যে, উরিয়াকে হত্যা করানোর যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, তা ভ্রান্ত। কিন্তু আসল ঘটনার ব্যাপারে উল্লিখিত সবগুলো সম্ভাবনাই বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু এগুলোর কোনো একটিকেও অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। সুতরাং হাফেজ ইবনে কাসীরের অবলম্বিত পথই নির্ঝঞ্ঝাট। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে বিষয় অস্পষ্ট রেখেছেন, আমরা যেন নিজেদের অনুমান ও ধারণার মাধ্যমে তার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা না করি, যেহেতু এর সাথে আমাদের কোনো কর্মের সম্পর্ক নেই। এ অস্পষ্টতার মধ্যেও অবশ্যই কোনো রহস্য নিহিত রয়েছে। সুতরাং কেবল কুরআন পাকে উল্লিখিত ঘটনার উপরই ঈমান রাখা এবং বিশদ বিবরণ আল্লাহ তা'আলার উপর সমর্পণ করা উচিত। তবে এ ঘটনা থেকে কতিপয় কর্মগত উপকারিতা অর্জিত হয়। এগুলোর প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া দরকার। এখন আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন, ইনশাআল্লাহ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এসে যাবে।

اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ : (যখন তারা ইবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করল।) مِحْرَابٌ আসলে বাড়ির উপর তলা অথবা গৃহের সম্মুখভাগকে বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষভাবে মসজিদ অথবা ইবাদতখানার সামনের অংশকে বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। কুরআনে এটি ইবাদতখানার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (র.) লিখেন, আজকাল মসজিদসমূহে যে বৃত্তাকারে মেহরাব নির্মাণ করা হয়, তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে ছিল না।

–(রূহুল মা'আনী)

فَفَزِعَ مِنْهُمْ : (হযরত দাউদ (আ.) তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন।) ঘাবড়ানোর কারণ সুস্পষ্ট। অসময়ে দু'ব্যক্তির পাহারা ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা সাধারণতঃ মন্দ অভিপ্রায়েই হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক ভীতি নবুয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থি নয় : এ থেকে জানা গেলে যে, কোনো ভয়াবহ জিনিস দেখে স্বাভাবিক ভীত হয়ে যাওয়া নবুয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থি নয়। তবে এই ভীতিকে মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে কর্তব্য কাজ ছেড়ে দেওয়া অবশ্যই মন্দ। কুরআন পাকে পয়গম্বরগণের শানে বলা হয়েছে وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ (তারা ব্যতীত কাউকে ভয় করেন না।) অতঃপর প্রশ্ন হতে পারে যে, এখানে হযরত দাউদ (আ.) ভীত হলেন কেন? জওয়াব এই যে, ভয় দু'রকম হয়ে থাকে। এক ভয় ইতর প্রাণীদের কষ্ট দেওয়ার আশঙ্কায় হয়ে থাকে। আরবিতে একে خَوْفٌ বলা হয়। দ্বিতীয় ভয়

কোনো মহান ব্যক্তির মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে। আরবিতে একে خَشْيَةٌ বলা হয়। (মুফরাদাতে রাগেব) শেষোক্ত ভয় আল্লাহ ব্যতীত কারও জন্যে হওয়া উচিত নয়। তাই পয়গম্বরগণ আল্লাহ ব্যতীত কারও প্রতি এ ধরনের ভয়ে ভীত হতেন না তবে স্বাভাবিক পর্যায়ে ইতর বস্তুর ভয় তাঁদের মধ্যেও ছিল।

অনিয়ম দেখলে প্রকৃত অবস্থা পর্যন্ত সবর করা উচিত : قَالُوا لَا تَخَفْ - (তারা বলল, আপনি ভীত হবেন না।) আগন্তুকরা একথা বলে তাদের বক্তব্য শুরু করে দেয় এবং হযরত দাউদ (আ.) চুপচাপ তাদের কথা শুনতে থাকেন। এ থেকে জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তি হঠাৎ নিয়মের ব্যতিক্রম করে ফেললে সাথে সাথেই তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়; বরং প্রথমে তার কথা শুনে নেওয়া দরকার, যাতে জানা যায় যে, এরূপ ব্যতিক্রম করার বৈধতা ছিল কিনা। অন্য কেউ হলে আগন্তুকদের উদ্দেশ্য তৎক্ষণাৎ বকাবকি শুরু করে দিত, কিন্তু হযরত দাউদ (আ.) আসল ব্যাপার জানার জন্য অপেক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, সম্ভবতঃ এরা অসুবিধাগ্রস্ত। وَلَا تُشْطِطْ (এবং অবিচার করবেন না।) আগন্তুকদের কথা বলার এ ভঙ্গি বাহ্যতঃ ধৃষ্টতাপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ প্রাচীর ডিঙিয়ে অসময়ে আসা, অতঃপর এসেই হযরত দাউদ (আ.)-এর মতো মহান পয়গম্বরকে সুবিচার করার অবিচার থেকে বেচেঁ থাকার আদেশ দেওয়া-এগুলোর সবই ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। কিন্তু হযরত দাউদ (আ.) সবর করেন এবং তাদেরকে গালমন্দ করেননি।

অভাবগ্রস্থদের ভুলভ্রান্তিতে বড়দের যথাসম্ভব ধৈর্য ধারণ করা উচিত : এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা উচ্চ পদমর্যাদা দান করেন এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনাদি তার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তার উচিত অভাবগ্রস্থদের অনিয়ম ও কথাবার্তার ভুলভ্রান্তিতে যথাসম্ভব ধৈর্য ধরা। এটাই তার পদমর্যাদার দাবি। বিশেষভাবে শাসক, বিচারক ও মুফতিগণের এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। -(রূহুল মা'আনী)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ : (হযরত দাউদ (আ.) বললেন, সে তোমার দুম্বীকে তার দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবি করে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে।) এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য- (১) হযরত দাউদ (আ.) এ কথাটি কেবল বাদীর বর্ণনা শুনেই বলে দিয়েছেন-বিবাদীর বিবৃতি শুনেনি। কোনে কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এটাই ছিল তাঁর ভুল, যে কারণে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু অন্যান্য তাফসীরবিদগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এখানে মোকদ্দমার পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হচ্ছে না; কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.) নিশ্চয়ই বিবাদীর কথাও শুনে থাকবেন। ফয়সালার এটাই সুবিদিত পন্থা।

এছাড়া এমনও হতে পারে যে, আগন্তুকরা যদিও তাঁর কাছে আদালতি মীমাংসা কামনা করেছিল, কিন্তু তখন আদালত অথবা কাছারির সময় ছিল না এবং সেখানে রায় কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উপায়ও ছিল না। তাই হযরত দাউদ (আ.) বিচারকের পদমর্যাদায় নয় (মুফতির পদমর্যাদায় ফতোয়া দেন। মুফতির কাজ ঘটনার তদন্ত করা নয় বরং প্রশ্ন মোতাবেক জওয়াব দেওয়া।

চাপ প্রয়োগে চাঁদা বা দান-খয়রাত চাওয়া লুণ্ঠনের নামান্তর : এখানে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত দাউদ (আ.) কেবল এক ব্যক্তির দুম্বা দাবি করাকে জুলুম বলে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ বাহ্যত কারও কাছে কোনো বস্তু প্রার্থনা করা অপরাধ নয়। কারণ এই যে, এখানে দৃশ্যত প্রার্থনা হলেও সে কথা ও কর্মের চাপ সহকারে প্রার্থনা করা হচ্ছিল তার বর্তমানে তা লুণ্ঠনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, যদি কোনো ব্যক্তি কারও কাছে এভাবে কোনো কিছু চায় যে, প্রতিপক্ষ সম্মত হোক বা না হোক, পার্থিব বস্তু দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, তবে এভাবে উপঢৌকন চাওয়াও লুণ্ঠনের শামিল। সুতরাং যে চায় সে ক্ষমতাসীন অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তি হলে এবং প্রতিপক্ষ তার ব্যক্তিত্বের চাপের দরুন দিতে অস্বীকার করতে সক্ষম না হলে তা দৃশ্যত উপঢৌকন চাওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে লুণ্ঠন হয়ে থাকে। যে চায়, তার পক্ষে এভাবে অর্জিত বস্তু ব্যবহার করা বৈধ নয়। এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দেওয়া বিশেষভাবে তাদের জন্য খুবই জরুরি, যারা মক্তব-মাদরাসা, মসজিদ, সমিতি ও দলের জন্য চাঁদা আদায় করে। একমাত্র সে চাঁদাই হালাল, যা দাতা পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে, মনের খুশিতে দান করে। যদি চাঁদা আদায়কারীরা তাদের ব্যক্তিত্বের চাপে অথবা একযোগে আট-দশ ব্যক্তি কাউকে উত্যক্ত করে চাঁদা আদায় করে নেয়, তবে এটা প্রকাশ্য অবৈধ কাজ বলে গণ্য হবে। রাসূলে কারীম ﷺ পরিষ্কার বলেন : لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ -কোনো মুসলমান ব্যক্তির মাল তার মনের খুশি ছাড়া হালাল নয়।

কাজ-কারবারে শরিক হওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন : وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (শরিকদের অনেকেই একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে।) এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দু'ব্যক্তি কোনো কাজ-কারবারে শরিক হলে প্রায়ই একের দ্বারা অপরের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। কোনো সময় এক ব্যক্তি একটি কাজকে মামুলী ভেবে করে ফেলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা গোনাহের কারণ হয়ে যায়। তাই কাজ-কারবারে খুবই সাবধানতা আবশ্যক।

وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنّٰهُ : (দাউদের ধারণা হলো যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি।) মোকদ্দমার বিবরণকে যদি হযরত দাউদ (আ.)-এর ভুলের দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা হয় তবে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে ভুলের সাথে এর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও উভয় পক্ষের মোটামুটি অবস্থা এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার পক্ষের মোটামুটি অবস্থা এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে, এরা পরীক্ষার্থে প্রেরিত হয়েছে। একদিকে তারা মোকদ্দমার ফয়সালা ত্বরান্বিত করার জন্যে বিলম্ব সহ্য করেনি এবং সাহসিকতার সাথে প্রাচীর ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে মোকদ্দমা পেশ করার সময় বিবাদী চুপচাপ বসে রয়েছে এবং কথায় ও কাজে বাদির নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে।

যদি বাদির বর্ণিত ঘটনা বিবাদী পূর্বেই সমর্থন করত, তবে ফয়সালার জন্য হযরত দাউদ (আ.)-আর কাছে আসার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। হযরত দাউদ (আ.)-এর ফয়সালা যে বাদির পক্ষে হবে, এটা সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝতে পারত। পক্ষদ্বয়ের এই রহস্যপূর্ণ তৎপরতা ব্যক্ত করছিল যে, এটি একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। হযরত দাউদ (আ.) ও টের পেয়ে গেলেন যে, এরা আল্লাহ প্রেরিত এবং এতে আমার পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, ফয়সালা শোনার পর তারা এক অপরের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসলো এবং মুহূর্তের মধ্যে আকাশে চলে গেল।

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ : (অতঃপর তিনি তাঁর পরওয়ার-দেগারের দরবারে প্রার্থনা করলেন এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ে রুজু হলেন। এখানে "রুকু" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে, এখানে সেজদা বোঝানো হয়েছে। হানাফী আলেমগণের মতে এ আয়াত তেলাওয়াত করলে সেজদা ওয়াজিব হয়।

রুকুর মাধ্যমে তেলাওয়াতের সেজদা আদায় হয় : ইমাম আবূ হানীফা (র.) এ আয়াতটিকে এ বিষয়ের প্রমাণ মনে করেন যে, নামাজে সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে যদি রুকুতেই সেজদার নিয়ত করা হয়, তবে সেজদা আদায় হয়ে যায়। কারণ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সেজদার জন্য 'রুকূ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, রুকূও সেজদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কতিপয় জরুরি মাস'আলা স্মরণ রাখা দরকার :

১. নামাজের ফরজ রুকুর মাধ্যমে সেজদা তখনই আদায় হতে পারে, যখন সেজদার আয়াত নামাজে পাঠ করা হয়। নামাজের বাইরে তেলাওয়াত করলে রুকূর মাধ্যমে সেজদা আদায় হয় না। কারণ রুকু কেবল নামাজেই ইবাদত– নামাজের বাইরে সিদ্ধ নয়। ২. রুকূর মধ্যে সেজদা তখন আদায় হবে, যখন সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার সাথে সাথে অথবা বেশির চেয়ে বেশি দু'তিন আয়াত তেলাওয়াত করার পরে রুকু করে নেবে। সুদীর্ঘ সময় তেলাওয়াত করার পরে রুকুতে গেলে সেজদা আদায় হবে না। ৩. তেলাওয়াতের সেজদা রুকূতে আদায় করার ইচ্ছা থাকলে রুকুতে যাওয়ার সময় সেজদার নিয়ত করতে হবে। নতুবা সেজদা আদায় হবে না। অবশ্য সেজদায় যাওয়ার সময় নিয়ত ছাড়াই সেজদা আদায় হয়ে যাবে। ৪. তেলাওয়াতের সেজদা নামাজের ফরজ রুকূতে আদায় করার পরিবর্তে নামাজে আলাদা সেজদা করাই সর্বোত্তম। সেজদা থেকে উঠে দু'এক আয়াত তেলাওয়াত করার পর রুকূতে যেতে হবে। –[বাদায়ে]

وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ : নিশ্চয় দাউদের জন্যে আমার কাছে বিশেষ নৈকট্য ও শুভ পরিণতি রয়েছে।) এ আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার সমাপ্তি টেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আ.) যে ভুলই করে থাকুন, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা ও রুকুর পর আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভুল-ভ্রান্তির জন্য সতর্ক করতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজন : এ ঘটনা সম্পর্কিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর বিচ্যুতি যাই হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি ওহীর মাধ্যমেও তাঁকে এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করতে পারতেন। কিন্তু এর পরিবর্তে একটি মোকদ্দমা পাঠিয়ে হুঁশিয়ার করার এই বিশেষ পন্থা কেন অবলম্বন করা হলো? প্রকৃতপক্ষে এখানে যারা "সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের" কর্তব্য পালন করে, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিকে তার ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতে হলে তা প্রজ্ঞা সহকারে করতে হবে। একাজে এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পারে এবং মৌখিকভাবে হুঁশিয়ার করার প্রয়োজনই দেখা না দেয়। এর জন্য এমন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কাজ করা অধিক কার্যকর যাতে কারও মনে কষ্ট না লাগে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ও ফুটে উঠে।

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ الخ

হযরত দাউদ (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা নবুয়তের সাথে শাসনক্ষমতা এবং নামাজও দান করেছিলেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে শাসন কার্যের জন্যে তাঁকে একটি মৌলিক পথ নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ নির্দেশ নামায় তিনটি মৌলিক বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে–

(১) আমি আপনাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি করেছি, (২) সেমতে আপনার মূল কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়ানুগ ফয়সালা করা, (৩) এ কর্তব্য পালনের জন্যে নফসানী খেয়ালখুশির অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধি করার অর্থ সূরা বাক্বারায় বর্ণিত হয়েছে। এ থেকেই ইসলামি রাষ্ট্রের এ মূলনীতি ফুটে উঠে যে, সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তা'আলারই। পৃথিবীর শাসকবর্গ তারই নির্দেশনুযায়ী চলার জন্য আদিষ্ট। কেউ এর বাইরে যাবে না। সুতরাং মুসলমানদের শাসনকর্তা, উপদেষ্টা পরিষদ অথবা আইনসভা ইসলামি আইনের ব্যাখ্যা অথবা সম্পাদনা করতে পারলেও আইন রচনা করতে পারে না। তারা আল্লাহর আইনসমূহের উপস্থাপক মাত্র।

ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামি রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য : এখানে একথাও পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামি রাষ্ট্রের বুনিয়াদি কাজ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যাপারাদি ও কলহ-বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা।

ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম : তাই সে শাসনকার্যের জন্যে যেসব প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নির্দিষ্ট করেনি, যেগুলো সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে যায় বরং সে কতগুলো মৌলিক নির্দেশ দান করেছে, যার আলোকে সর্ব যুগের উপযোগী প্রশাসনিক খুঁটিনাটি নিজে থেকেই মীমাংসা করা যায়। একারণেই এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রের আসল কাজ ন্যায়ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এর প্রশাসনিক বিশ্লেষণ সর্বযুগের সুধী মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক : সেমতে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থাকবে, না একীভূত থাকবে এ ব্যাপার অপরিবর্তনীয় কোনো নির্দিষ্ট বিধান দেওয়া হয়নি যা কোনো কালেই পরিবর্তিত হতে পারবে না। যদি কোনো যুগে শাসকবর্গের বিশ্বস্ততা ও সততায় পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা যায়, তবে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথক সত্তা বিলোপ করা সম্ভব। কোনো যুগে শাসকবর্গ এরূপ আস্থাভাজন না হলে বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথকও রাখা যায়। হযরত দাউদ (আ.) আল্লাহর মনোনীত পয়গম্বর ছিলেন। তাঁর চেয়ে অধিক বিশ্বস্ততা ও সততার দাবি কে করতে পারত? তাই তাঁকে একই সময়ে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করে ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আমিরুল মু'মিনীন নিজেই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। পরবর্তী ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে এ পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয় এবং আমিরুল মু'মিনীনকে শাসন বিভাগের এবং প্রধান বিচারপতিকে বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

তৃতীয় যে নির্দেশের উপর আলোচ্য আয়াতে সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে 'খেয়াল-খুশির' অনুসরণ করো না এবং হিসাব দিবসের কথা সর্বদা মনে রেখো। যেহেতু এটা সুবিচার প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি তাই এর উপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। যে শাসক অথবা বিচারকের অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং পরকালের চিন্তা থাকবে, সে-ই সত্যিকার অর্থে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে। তা না হলে আপনি যত উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আইনই রচনা করুন না কেন, খেয়াল -খুশির দুরন্তপনা সর্বত্র নতুন ছিদ্রপথ বের করে নেবে। খেয়াল -খুশির উপস্থিতিতে কোনো উৎকৃষ্টতর আইন ব্যবস্থাই ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের পরিস্থিতিই এর সাক্ষ্য বহন করে।

দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম দেখার বিষয় চরিত্র : এখান থেকে আরও জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তিকে শাসক, বিচারক অথবা কোনো বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করার জন্যে সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তার মধ্যে আল্লাহভীতি ও পরকাল চিন্তা আছে কিনা এবং তার চরিত্র কর্ম কিরূপ? যদি বোঝা যায়, তার অন্তরে আল্লাহভীতির পরিবর্তে খেয়াল - খুশির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তবে সে যত উচ্চ ডিগ্রীধারীই হোক না কেন, নিজ বিষয়ে যত বিশেষজ্ঞ ও কর্মঠই হোক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে কোনো উচ্চপদের যোগ্য নয়।

আয়াতসমূহের সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা : আলোচ্য ২৭-২৯ নং আয়াতসমূহে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস বিশেষতঃ পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনাবলির মাঝখানে খুব সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা সহকারে উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম রাযী (র.) বলেন : যদি কোনো ব্যক্তি হঠকারিতাবশত: কোনো বিষয় বুঝতে না চায়, তবে তার সাথে বিজ্ঞজনোচিত পন্থা এই যে, আলোচ্য বিষয়বস্তু ছেড়ে দিয়ে কোনো অসংলগ্ন কথা শুরু করতে হবে। যখন তার চিন্তাধারা প্রথম বিষয় থেকে সরে যাবে, তখন কথা প্রসঙ্গেই তাকে প্রথম বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে। এখানে পরকাল সপ্রমাণ করার জন্যে এ পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ.) -এর ঘটনার পূর্বে কাফেরদের হঠকারিতার আলোচনা চলছিল, যা وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ আয়াতে এসে শেষ হয়েছিল। এর সারমর্ম ছিল এই যে, তারা পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের প্রতি বিদ্রূপ করে। এরই সাথে সাথে পরে বলা হয়েছে যে, اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ (তাদের কথাবার্তায় সবর করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন।) এভাবে একটি নতুন বিষয় শুরু করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হযরত দাউদ (আ.) -এর ঘটনা

একথা বলে শেষ করা হয়েছে যে, হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফয়সালা করবে। এখন আলোচ্য আয়াত থেকে এক অনুভূত পন্থায় পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। কারণ যে সত্তা তার প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেয় এবং কুকর্মীদেরকে শাস্তি ও সৎকর্মীদেরকে শান্তি দিতে বলে সে কি নিজে এই সৃষ্টিজগতে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে না? অবশ্যই সে ভালোমন্দ সবাইকে এক লাঠি দিয়ে হাঁকাবার পরিবর্তে পাপাচারীদেরকে শাস্তি দেবে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করবে। এটাই তার প্রজ্ঞার দাবি এবং এটাই জগৎ সৃষ্টির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে হেকমত ও পরকাল অবশ্যম্ভাবী। যারা পরকাল অস্বীকার করে, তারা যেন পরোক্ষভাবে এ দাবিই করে যে, এ জগৎ এমনি উদ্দেশ্যহীন ও অযথা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে ভালোমন্দ সব মানুষ জীবন যাপন করে মরে যাবে এবং এরপর তাদের জিজ্ঞাসাকারী কেউ থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রজ্ঞায় যারা বিশ্বাসী তারা একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

ظَنَّ : মাসদার। অর্থ- ধারণা, অনুমান, খেয়াল, কল্পকথা, নিশ্চিত বিশ্বাস, সন্দেহ, এমন প্রবল বিশ্বাস, যাতে তার বিপরীত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। বাবে نَصَرَ , কখনও মাসদার হয়ে ব্যবহার হয় আবার কখনও اسم হয়ে ব্যবহার হয়। যখন اِسْم হয়ে ব্যবহার হয় তখন তার বহুবচন ظُنُوْنٌ আসে। –[দুখান সূরা সাফ্‌ফাত : ৮৬]

وَيْلٌ : اسم مَرْفُوْع অর্থ- ধ্বংস, শাস্তি, জাহান্নামের একটি উপত্যকা, কঠিন শাস্তি। এ ছাড়াও وَيْلٌ-এর অনেক অর্থ আসে।

دَخَلُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّخُوْلُ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صَحِيْح অর্থ– প্রবেশ করল। পৌঁছল।

لَاتَخَفْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ نَهِىْ حَاضِرْ বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ - و - ف) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– ভয় করবেন না।

اُحْكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اَمْر حَاضِر مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُكْمُ মূলবর্ণ (ح - ك - م) জিনস صَحِيْح অর্থ– মীমাংসা করুন।

ظَلَمَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلظُّلْمُ মূলবর্ণ (ظ - ل - م) জিনস صَحِيْح অর্থ– সে অত্যাচার করেছে। জুলুম করেছে।

خَلِيْفَةٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে خَلَائِفُ অর্থ– হাকেম, প্রতিনিধি, খলিফা।

نَسُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن - س - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– ভুলে রয়েছে। স্মৃতিভ্রম হয়ে গেছে।

يَضِلُّوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّلَالَةُ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– তারা বিচ্যুত করে। পথ ভ্রষ্ট করে।

سَبِيْلٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন سُبُلٌ অর্থ– পথ। রাস্তা।

لَا تَتَّبِعْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ نَهِى حَاضِر مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت - ب - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– অনুসরণ করবেন না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قَالُوْا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ : এখানে قَالُوْا হলো ফে'ল ও ফায়েল মিলে قَوْل আর لَا تَخَفْ ফে'ল তার উহ্য যমীর اَنْتَ হলো ফায়েল। خَصْمَانِ হলো উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ نَحْنُ خَصْمَانِ ; আর بَغٰى বাক্য টি خَصْمَانِ -এর সিফত হয়েছে; আর بَعْضُنَا হলো بَغٰى ফে'লের ফায়েল। আর عَلٰى بَعْضٍ হলো بَغٰى -এর সাথে مُتَعَلِّقٌ –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৪৫]

২৮. হ্যাঁ, তবে কি আমি তাদেরকে– যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, সে সমস্ত লোকের সমান করব যারা ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ করে বেড়ায়? নাকি আমি পরহেজগারদেরকে দুষ্কার্যকারীদের সমান করে দেব?	اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؗ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾
২৯. এটা একটি বরকতময় কিতাব– যা আমি আপনার প্রতি এজন্য নাজিল করেছি যে, যাতে মানুষ তার আয়াতসমূহে গভীরভাবে চিন্তা করে, আর যেন বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।	كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٢٩﴾
৩০. আর আমি দাউদকে (পুত্ররূপে) সুলায়মান দান করেছি; তিনি অতি ভালো বান্দা ছিলেন; কেননা তিনি [আল্লাহর প্রতি] অতি মনোনিবেশকারী ছিলেন।	وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿٣٠﴾
৩১. যখন ধাবনোদ্যত উত্তম অশ্বগুলো সন্ধ্যার সময় তাঁর সম্মুখে আনা হলো।	اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ﴿٣١﴾
৩২. তখন তিনি বললেন, এই ধন-সম্পদের মোহে স্বীয় প্রতিপালকের স্মরণ (নামাজ) হতে গাফেল হয়ে গেলাম, এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে।	فَقَالَ اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾
৩৩. সে অশ্বগুলোকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর; তখন তিনি তাদের পায়ের গোছা ও গর্দানসমূহে (তরবারি দ্বারা) আঘাত করতে লাগলেন।	رُدُّوْهَا عَلَيَّ ؕ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. اَمْ نَجْعَلُ হ্যাঁ তবে আমি কি তাদেরকে সে সমস্ত লোকদের সমান করব الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْاَرْضِ যারা ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় اَمْ نَجْعَلُ নাকি আমি করে দেব الْمُتَّقِيْنَ পরহেজগারদেরকে كَالْفُجَّارِ দুষ্কার্যকারীদের সমান।

২৯. كِتٰبٌ এটা একটি কিতাব اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ যা আমি আপনার প্রতি এজন্য নাজিল করেছি যে مُبٰرَكٌ বরকতময় لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ মানুষ তার আয়াত সমূহে গভীরভাবে চিন্তা করে وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ আর যেন বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে।

৩০. وَوَهَبْنَا আর আমি দান করেছি لِدَاوٗدَ দাউদকে سُلَيْمٰنَ (পুত্ররূপে) সুলায়মান نِعْمَ الْعَبْدُ তিনি অতি ভালো বান্দা ছিলেন اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ কেননা তিনি (আল্লাহর প্রতি) অতি মনোনিবেশকারী ছিলেন।

৩১. اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ যখন তার সম্মুখে আনা হলো بِالْعَشِيِّ সন্ধ্যার সময় الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ধাবনোদ্যত উত্তম অশ্বগুলো।

৩২. فَقَالَ তখন তিন বললেন اِنِّيْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ এই ধন-সম্পদের মোহে গাফেল হয়ে গেলাম عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ স্বীয় রবের স্মরণ (নামাজ) হতে حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ এমনকি সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে।

৩৩. رُدُّوْهَا عَلَيَّ সেই অশ্বগুলোকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর فَطَفِقَ مَسْحًا তখন তিনি (তরবারি দ্বারা) আঘাত করতে লাগলেন بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ এগুলোর পায়ের গোছা ও গর্দানসমূহে।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৩৪. আর আমি সুলায়মানকে পরীক্ষায় ফেলেছিলাম এবং আমি তাঁর সিংহাসনের উপর একটি ধড় ফেলে দিলাম, অনন্তর তিনি [আল্লাহর প্রতি] রুজু হলেন।	وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾
৩৫. প্রার্থনা করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার ত্রুটি মার্জনা করুন এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন, যা [আমার যুগে] আমি ব্যতীত আর কারও ভাগ্যে না ঘটে, আপনি পরম দাতা।	قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾
৩৬. সুতরাং তখন আমি বায়ুকে তাঁর বশীভূত করে দিলাম যে, তা তাঁর নির্দেশমতে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয়, যেখানে তিনি যেতে চান,	فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ ﴿٣٦﴾
৩৭. এবং জিনদেরকেও তাঁর বশীভূত করে দিলাম– ইমারত নির্মাণকারীদেরকেও এবং মণি-মুক্তাদির জন্য ডুবুরীদেরকেও,	وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾
৩৮. এবং অন্যান্য জিনদেরকেও, যারা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকত।	وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٣٨﴾
৩৯. এটা আমার দান, অতএব, তুমি দান কর বা না কর, তোমাকে কোনো প্রকার জবাবদিহি করতে হবে না।	هٰذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾
৪০. আর তাঁর জন্য আমার সমীপে নৈকট্য এবং উত্তম পরিণাম রয়েছে।	وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾ ع ٢ / ١٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ আর আমি সুলায়মানের পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا এবং আমি তাঁর সিংহাসনের উপর একটি ধড় ফেলে দিলাম ثُمَّ اَنَابَ অনন্তর তিনি (আল্লাহর প্রতি) রুজু হলেন।

৩৫. قَالَ প্রার্থনা করলেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক اغْفِرْ لِيْ আমার ত্রুটি মার্জনা করুন وَهَبْ لِيْ مُلْكًا এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ যা (আমার যুগে) আমি ব্যতীত আর কারো ভাগ্যে না ঘটে اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ আপনি পরমদাতা।

৩৬. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ সুতরাং তখন আমি বায়ুকে তাঁর বশীভূত করে দিলাম যে تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَآءً তা তার নির্দেশ মতে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হয় حَيْثُ اَصَابَ যেখানে তিনি যেতে চান।

৩৭. وَالشَّيٰطِيْنَ, এবং জিনদেরকেও তাঁর বশীভূত করে দিলাম كُلَّ بَنَّآءٍ ইমারত নির্মাণকারীদেকেও وَّغَوَّاصٍ এবং মণি-মুক্তাদির জন্য ডুবুরীদেরকেও।

৩৮. وَّاٰخَرِيْنَ অন্যান্য জিনদেরকেও مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ যারা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকত।

৩৯. هٰذَا عَطَآؤُنَا এটা আমার দান فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ অতএব, তুমি দান কর বা না করো بِغَيْرِ حِسَابٍ তোমাকে কোনো প্রকার জবাবদেহী করতে হবে না।

৪০. وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا আর তার জন্য আমার সমীপে রয়েছে لَزُلْفٰى নেকট্য وَحُسْنَ مَاٰبٍ, এবং উত্তম পরিণাম।

৪১. এবং আপনি আমার বান্দা আইয়ূবকে স্মরণ করুন। যখন তিনি নিজ রবকে ডাকলেন যে, শয়তান আমাকে দুঃখ ও কষ্ট দিয়েছে।	وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴿٤١﴾
৪২. আপনি আপনার পা দ্বারা আঘাত করুন, এটা [আপনার] গোসল করার ঠাণ্ডা পানি এবং পানীয়।	اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ﴿٤٢﴾
৪৩. [ঐ পানি ব্যবহার করা মাত্র নিরাময় হলেন] এবং তাঁকে তাঁর পরিজনবর্গ দান করলাম এবং তৎসঙ্গে তাদের সমান [-সংখ্যক] আরও দিলাম আমার অনুগ্রহ স্বরূপ এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।	وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ আপনি আমার বান্দা আইয়ূবকে স্মরণ করুন اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ যখন তিনি নিজ রবকে ডাকলেন যে اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ শয়তান আমাকে দুঃখ ও কষ্ট দিয়েছে।

৪২. اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ আপনি পা দ্বারা আঘাত করুন هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ এটা (আপনার) গোসল করার ঠাণ্ডা পানি এবং পানীয়।

৪৩. وَوَهَبْنَا لَهٗ এবং দান করলাম اَهْلَهٗ তাঁর পরিজনবর্গ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ এবং তৎসঙ্গে তাদের সমান (-সংখ্যক) আরও رَحْمَةً مِّنَّا নিজ খাছ রহমতে وَذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ এবং বোধ সম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ স্বরূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ - (২৮)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত ঈমানদার ও কাফের নির্বিশেষে সকলের উপলক্ষ্যেই নাজিল করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনা মতে বিশেষ করে মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছিল যারা ঈমানদারদেরকে বলত যে, আমরা পরজগতে এমন নিয়ামতের অধিকারী হবো, তোমরা যার অধিকারী হবে না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর "অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, ঈমানদার যথা হযরত আলী (রা.) হামযা (রা.) উবাইদা বিন হারিছ (রা.) এবং কাফেরদের মধ্যে হতে উতবা, ও ওয়ালীদ বিন উতবা, ও শায়বা প্রমুখ যারা বদর অভিযানকালে মল্লযুদ্ধে মোকাবিলা করেছিল তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –(রূহুল মা'আনী ১৮৯/২৩/১২)

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا.......... أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ - (আমি কি বিশ্বাসী ও সৎকর্মীদেরকে পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের সমান গণ্য করে দেব, না পরহেজগারদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব?) অর্থাৎ এমন কখনও হতে পারে না ; বরং উভয় দলের পরিণতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। এ থেকেই জানা গেল যে, পরকালীন বিধানাবলির ক্ষেত্রে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হবে। এ পৃথিবীতে হয়তো এমনটি সম্ভবপর যে, কাফেররা মুমিন অপেক্ষা বস্তুনিষ্ঠ সুখ-শান্তিপ্রাপ্ত হবে। এ থেকে একথাও বলা যায় না যে, ইসলামি রাষ্ট্রে কাফেরের পার্থিব অধিকার মুমিনের সমান হতে পারে না ; বরং কাফেরকে মুসলমানের সমান মানবিক অধিকার দেওয়া যেতে পারে। সেমতে ইসলামি রাষ্ট্রে সেসব মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তাদেরকে যাবতীয় মানবিক অধিকার মুসলমানদের সমানই দেওয়া হবে।

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

আলোচ্য ৩০-৩৩ নং আয়াতমূহে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রসিদ্ধ বিবরণের সারমর্ম এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.) অশ্বরাজি পরিদর্শনে এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন যে, নামাজ পড়ার নিয়মিত সময় আসর অতিবাহিত হয়ে যায়। পরে সম্বিৎ ফিরে তিনি সমস্ত অশ্ব জবাই করে দেন। কেননা এগুলোর কারণেই আল্লাহর স্মরণ বিঘ্নিত হয়েছিল।

এ নামাজ নফল হলেও কোনো আপত্তির কারণ নেই। কেননা পয়গম্বরগণ এতটুকু ক্ষতিও পূরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। পক্ষান্তরে তা ফরজ নামাজ হলে ভুলে যাওয়ার কারণে তা কাযা হতে পারে এতে কোনো গোনাহ হয় না। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ.) স্বীয় উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এরও প্রতিকার করেছেন।

তাফসীরটি কয়েকজন তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনে কাসীরের ন্যায় অনুসন্ধানী আলেম ও এই তাফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আল্লামা সুয়ূতী বর্ণিত রাসূলে কারীম ﷺ -এর এক উক্তি থেকেও এই তাফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। উক্তিটি নিম্নরূপ :

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ قَالَ قَطَعَ سُوقَهَا وَأَعْنَاقَهَا بِالسَّيْفِ.

আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর মতে এ হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য। আল্লামা হুসায়মী (র.) মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ গ্রন্থে এ হাদীস উদ্ধৃত করে লেখেন :

"তাবারানী এ হাদীসটি আওসাতে বর্ণনা করেছেন। এতে একজন বর্ণনাকারী সাইদ ইবনে বশীর রয়েছেন যাকে শো'বা প্রমুখ নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইবনে মুঈন প্রমুখ দুর্বল বলেছেন। অবশিষ্ট সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।"

এ হাদীসের কারণে বর্ণিত তাফসীরটি খুব মজবুত। কিন্তু এতে সন্দেহ হয় যে, অশ্বরাজি আল্লাহ প্রদত্ত একটি পুরস্কার ছিল। নিজের সম্পদকে এভাবে বিনষ্ট করা একজন পয়গম্বরের পক্ষে শোভা পায় না। কিন্তু তাফসীরবিদগণ এর জওয়াবে বলেন যে, এ অশ্বরাজি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ব্যক্তিগত মালিকাধীন ছিল। তার শরিয়তে গরু, ছাগলও উটের ন্যায় অশ্ব কুরবানি করাও বৈধ ছিল। তাই তিনি অশ্বরাজি বিনষ্ট করেননি; বরং আল্লাহর নামে কুরবানি করেছেন। গরু, ছাগল ও উট কুরবানি করলে যেমন তা বিনষ্ট করা হয় না, অশ্বরাজির বেলায়ও তাই হয়েছে।–[রূহুল মা'আনী]

কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহের আরও একটি তাফসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ বর্ণনা করা হয়েছে। এই তাফসীরের সারমর্ম এই যে, হযরত সোলায়মান (আ.) -এর সামনে জেহাদের জন্যে তৈরি অশ্বরাজি পরিদর্শনের নিমিত্তে পেশ করা হলে সেগুলো দেখে তিনি খুব আনন্দিত হন। সাথে সাথে তিনি বলবেন : এই অশ্বরাজির প্রতি আমার যে মহব্বত এ মনের টান, তা পার্থিব মহব্বতের কারণে নয়; বরং আমার পালনকর্তার স্মরণের কারণেই। কারণ এগুলো জেহাদের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। জেহাদ একটি উচ্চস্তরের ইবাদত। ইতিমধ্যে অশ্বরাজির দল তাঁর দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেন ঃ এগুলোকে আবার আমার সামনে উপস্থিত কর। সেমতে পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি অশ্বরাজির গলদেশেও আদর করে হাত বুলালেন।

এই তাফসীর অনুযায়ী رَبِّيْ বাক্যে عَنْ ذِكْرِ কারণার্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং تَوَارَتْ এর সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বোঝানো হয়েছে। এখানে مَسْحٌ -এর অর্থ কর্তন করা নয়; বরং আদর করে হাত বুলানো।

প্রাচীন তাফসীরবিদগণের মধ্যে হাফেয, ইবনে জারীর তাবারী, ইমাম রাযী প্রমুখ এ তাফসীরই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা এই তাফসীর অনুযায়ী সম্পদ নষ্ট করার সন্দেহ হয় না।

কুরআন পাকের ভাষাদৃষ্টে উভয় তাফসীরের অবকাশ আছে। কিন্তু প্রথম তাফসীরের পক্ষে একটি হাদীস থাকায় তার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূর্য ফিরিয়ে আনার কাহিনী : কেউ কেউ প্রথম তাফসীর অবলম্বন করে আরও বলেছেন যে, আসরের নামাজ কাজা হয়ে যাওয়ার পর হযরত সোলায়মান (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে অথবা ফেরেশতাগণের কাছে সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার নিবেদন জানান। সেমতে সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হলে তিনি নিয়মিত ইবাদত পূর্ণ করেন। এরপর পুনরায় সূর্য

অস্তমিত হয়। তাদের মতে رُدُّوهَا বাক্যের সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লামা আলূসী (র.) প্রমুখ অনুসন্ধানী তাফসীরবিদগণ এই কাহিনী খণ্ডন করে বলেছেন : رُدُّوهَا বাক্যের সর্বনাম দ্বারা অশ্বরাজিই বোঝানো হয়েছে- সূর্য নয়। এর কারণ এটা নয় যে, সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলার নেই ;বরং কারণ এই যে, এ কাহিনী কুরআন ও হাদীসের কোনো দলিল দ্বারা প্রামাণ্য নয়।-[রূহুল মা'আনী]

আল্লাহর স্মরণে শৈথিল্য হলে নিজের উপর শাস্তি নির্ধারণ করা ধর্মীয় মর্যাদাবোধের দাবি : সর্বাবস্থায় এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো কোনো সময় আল্লাহর স্মরণে শৈথিল্য হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোনো মুবাহ (অনুমোদিত) কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া জায়েজ। সূফী বুযুর্গগণের পরিভাষায় এক 'গায়রত' বলা হয়।

-[বয়ানুল -কুরআন]

কোনো সৎকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য নিজের উপর এ ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করা আত্মশুদ্ধির একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা; বরং পছন্দনীয়তা জানা যায়। হুযূরে আকরাম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবূ জুহায়ম (রা.) তাঁকে একটি শামী চাদর উপহার দেন। চাদরটি ছিল কারুকার্যখচিত। তিনি চাদর পরিধান করে নামাজ পড়লেন এবং ফিরে এসে হযরত আয়েশা (রা.) কে বললেন, চাদরটি আবূ জুহায়মের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। কেননা নামাজে আমার দৃষ্টি এর কারুকার্যের উপর পড়ে গিয়েছিল এবং আমার মনোনিবেশ বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

-[আহকামুল কুরআন]

এমনিভাবে হযরত আবূ তালহা (রা.) একবার তাঁর বাগানে নামাজরত অবস্থায় একটি পাখি দেখে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে যান। ফলে নামাজের নিবিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। পরে তিনি বাগানটি সদকা করে দেন।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই উদ্দেশ্যের জন্যে বৈধ শাস্তি নির্ধারণ করা উচিত। কারণ অহেতুক কোনো সম্পদ বিনষ্ট করা জায়েজ নয়। সুতরাং সম্পদ বিনষ্ট হয়, এরূপ কোনো কাজ করা বৈধ নয়। সূফীগণের মধ্যে হযরত শিবলী (র.) একবার এ ধরনের শাস্তি হিসেবে তাঁর বস্ত্র জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (র.)-এর মতো অনুসন্ধানী সূফী বুযুর্গগণ তাঁর এই কর্মকে সঠিক বলে আখ্যা দেননি। –(রূহুল মা'আনী)

ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের কাজকর্ম দেখাশোনা করা শাসনকর্তার উচিত : এ ঘটনা থেকে আরও জানা যায় যে, রাষ্ট্রে দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অধীনস্থ বিভাগসমূহের কাজকর্ম স্বয়ং দেখাশোনা করা উচিত, কাজকর্ম অধীনস্থদের উপর ছেড়ে নিশ্চিত বসে থাকা উচিত নয়। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আ.) অধীনস্থদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও স্বয়ং অশ্বরাজি পরিদর্শন করেন। খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর কর্ম থেকেও তাই প্রমাণিত আছে।

এক ইবাদতের সময় অন্য ইবাদত মশগুল থাকা ভুল : এ ঘটনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এক ইবাদতের নির্দিষ্ট সময় অন্য ইবাদতে ব্যয় করা অনুচিত। বলাবাহুল্য, জেহাদের অশ্ব পরিদর্শন করা একটি বৃহত্তম ইবাদত, কিন্তু সময়টি ছিল এ ইবাদতের পরিবর্তে নামাজের জন্যে নির্দিষ্ট। তাই হযরত সোলায়মান (আ.) একে ভুল গণ্য করে তার প্রতিকার করেছেন। এ কারণেই আমাদের ফিকহবিদগণ লিখেন : জুমার আযানের পর যেমন ক্রয়-বিক্রয়ে মশগুল থাকা জায়েজ নয়, তেমনি জুমার নামাজের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোনো কাজে মশগুল হওয়াও বৈধ নয়, যদিও তা তেলাওয়াতে কুরআন অথবা নফল পড়ার ইবাদত হয়।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ

আলোচ্য ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ.)-এর আরও একটি পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, এই পরীক্ষার সময় একটি নিষ্প্রাণ দেহ হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এখন সে নিষ্প্রাণ দেহটি কি ছিল, একে সিংহাসনে রাখার অর্থ কি এবং এর মাধ্যমে পরীক্ষা কিভাবে হলো, এসব বিবরণ কুরআন পাকে বিদ্যমান নেই এবং কোনো সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নেই। তাই হাফেয ইবনে কাসীরের সে মনোভাব এখানেও তাই দেখা যায় যে, কুরআন পাক যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে, তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কেবল এ বিষয়ের উপর ঈমান রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ.) কে কোনভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহর দিকে আরও বেশি রুজু হয়েছিলেন। এতেই কুরআন পাকের আসল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়।

তবে কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ পরীক্ষার বিবরণ খোঁজ করারও প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোনো কোনোটি নির্ভেজাল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত। উদাহরণতঃ হযরত সোলায়মান (আ.)-এর রাজত্বের রহস্য তাঁর আংটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন এক শয়তান এ আংটি করায়ত্ত করে নেয় এবং এর কারণে সে হযরত সোলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনে তাঁরই আকৃতি ধারণ করে বাদশাহরূপে জেঁকে বসে। চল্লিশ দিন পর হযরত সোলায়মান (আ.) সে আংটি একটি মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন এবং পুনরায় সিংহাসন লাভ করতে সমর্থ হন। এই রেওয়ায়েতটি আরও কতিপয় কাহিনীসহ কয়েকটি তাফসীরগ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসীর (র.) এধরনের সমস্ত রেওয়ায়েতই ইসরাঈলী গণ্য করার পর লিখেন :

"আহলে-কিতাবের একটি দল হযরত সোলায়মান (আ.)-কে পয়গম্বর বলেই মানে না। বাহ্যত ঃ এসব মিথ্যা কাহিনী তাদেরই অপকীর্তি।" সুতরাং এ ধরনের রেওয়ায়েতকে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর বলা কিছুতেই জায়েজ নয়।

হযরত সোলায়মান (আ.) -এর আও একটি ঘটনা সহীহ্ বুখারী ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতের সাথে এ ঘটনার কিছু সাদৃশ্য দেখে কেউ কেউ একে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার সারমর্ম এই : একবার হযরত সোলায়মান (আ.) স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, এ রাত্রিতে আমি সকল বিবির সঙ্গে সহবাস করব এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি "ইনশাআল্লাহ"বলতে ভুলে গেলেন। একজন মহামান্য পয়গম্বরের এ ত্রুটি আল্লাহ পছন্দ করলেন না এবং আল্লাহ পাক তাঁর এ প্রয়াস নিষ্ফল করে দিলেন। ফলে বিবিগণের মধ্যে মাত্র একজনের গর্ভ থেকে একটি মৃত ও পার্শ্ববিহীণ সন্তান ভূমিষ্ট হলো।

কোনো কোনো তফসীরবিদ এ ঘটনার ভিত্তিতে বলেন : সিংহাসনে নিস্প্রাণ দেহ রাখার অর্থ এই যে, হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জনৈক চাকর এ মৃত সন্তানকে এন তাঁর সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে হযরত সুলায়মান (আ.) বুঝে নেন যে, এটা তাঁর ইনশাআল্লাহ্ না বলার ফল। সেমতে তিনি আল্লাহর দিকে রুজু হলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

কাযী আবুস সউদ, আল্লামা আলূসী (র.) প্রমুখের মতো কতিপয় বিজ্ঞ তাফসীরবিদও এ তাফসীর অবলম্বন করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (র.) বয়ানুল -কুরআনের তদনুরূপে তাফসীর করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাকেও আয়াতের অকাট্য তাফসীর বলা যায় না। কারণ এঘটনার সবগুলো রেওয়ায়েতে মধ্যে কোথাও এরূপ নির্দেশন পাওয়া যায় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘটনাটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীর হাদীসটি কিতাবুল জেহাদ, কিতাবুল-আম্বিয়া, কিতাবুল -আইমান প্রভৃতি অধ্যায়ে একাধিক তরিকায় উল্লেখ করেছেন কিন্তু কিতাবুত তাফসীরে সূরা ছোয়াদের তাফসীর প্রসঙ্গে কোথাও এর উল্লেখ নেই। বরং وَهَبْ لِىْ مُلْكًا আয়াতের অধীনে অন্য একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। অথচ এই হাদীসের কোনো বরাত পর্যন্ত দেননি। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর মতেও হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর নয়। বরং রসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য পয়গম্বরের যেমন অন্যান্য আরও অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তেমনিভাবে এটাও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা কোনো আয়াতের তাফসীর হওয়া জরুরি নয়।

তৃতীয় এক তাফসীর ইমাম রাযী (র.) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হযরত সোলায়মান (আ.) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে, যখন তাঁকে সিংহাসনে বসানো হতো, তখন হতো মনে যেন একটি নিস্প্রাণ দেহ সিংহাসন রেখে দেওয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন। তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে রজু হয়ে শুকরিয়া আদায় করেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এছাড়া তিনি ভবিষ্যতের জন্য নজিরবিহীন রাজত্বের জন্যও দোয়া করেন।

কিন্তু এ তাফসীরও অনুমানভিত্তিক। কুরআন পাকের ভাষ্যের সাথে এর তেমন মিল নেই এবং কোনো রেওয়ায়েতও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাস্তব সত্য এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার নিশ্চিত বিবরণ জানার কোনো উপায় আমাদের কাছে নেই। আমরা এ জন্যে আদিষ্টও নই। সুতরাং এতটুকু ঈমান রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত সোলায়মান (আ.)-কে কোনো পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহ তা'আলা দিকে অধিকতর রুজু হয়েছিলেন। কুরআন পাকে এই ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে দাওয়াত দেওয়া যে, তারা

কোনো বিপদাপদ অথবা পরীক্ষায় পতিত হলে তাদের পক্ষেও হযরত সোলায়মান (আ.)-এর মতো আল্লাহ তা'আলার দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক রুজু হওয়া উচিত। বস্তুতঃ হযরত সোলায়মান (আ.)-এর পরীক্ষার বিষয়টি বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ তা'আলার উপর সমপর্ণ করাই বাঞ্ছনীয়।

وَهَبْ لِیْ مُلْكًا لَّا یَنْۢبَغِیْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِیْ : (আমাকে এমন সাম্রাজ্য দিন যা আমার পরে কেউ পেতে পারবে না)। কেউ কেউ এ দেওয়ার অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আমার আমলে আমার মতো বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী অন্য কেউ যেন না হয়। তাঁদের মতে আমার পরে শব্দটির অর্থ আমাকে ছাড়া। হযরত থানভী (র.) ও এরূপ অনুবাদই করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এ দেওয়ার অর্থ এই যে, আমার পরেও কেউ যেন এরূপ সাম্রাজ্যের অধিকারী না হয়। সুতরাং বাস্তবেও তাই দেখা যায়। হযরত সুলায়মান (আ.)-কে যেরূপ সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, তেমন রাজত্বের অধিকারী পরবর্তীকালে কেউ হতে পারেনি। কেননা বাতাস অধীনস্থ হওয়া, জিন জাতির বশীভূত হওয়া এগুলো পরবর্তীকালে কেউ লাভ করতে পারেনি। কেউ কেউ বিভিন্ন আমল ও সাধনার মাধ্যমে কোনো কোনো জিনকে বশীভূত করে নেয়। এটা তার পরিপন্থি নয়। কেননা হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জিন বশীভূত করণের সাথে এর কোনো তুলনাই হয় না। আমল বিশেষজ্ঞরা দু'একজন অথবা কয়েকজন জিনকে বশীভূত করে নেওয়া, কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ.) জিনদের উপর যেরূপ সর্বব্যাপী রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, তদ্রূপ কেউ কায়েম করতে পারেনি।

রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া : এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, পয়গম্বরগণের কোনো দোয়া আল্লাহ তা'আলা অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। হযরত সুলায়মান (আ.) এ দোয়াটিও আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। ক্ষমতা লাভই এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এর পেছনে আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি প্রয়োগ করা ও সত্যকে সমুন্নত করার অনুপ্রেরণাই কার্যকর ছিল। আল্লাহ তা'আলা জানতে যে, রাজত্ব লাভের পর হযরত সুলায়মান (আ.) এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে কাজ করবেন এবং প্রতিপত্তি লাভের বাসনা তার অন্তরে স্থান পাবে না। তাই তাকে এরূপ দোয়ার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তা কবুল করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে নিজের পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতা প্রার্থনা করা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ লাভের কামনা-বাসনা শামিল হয়ে যায়। সেমতে কেউ যদি এরূপ বাসনা থেকে মুক্ত থাকবে বলে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং সত্যকে সমুন্নত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ক্ষমতা লাভ করার প্রত্যাশী না হয়, তবে তার জন্যে রাজত্ব লাভের দোয়া করা বৈধ।-[রূহুল মা'আনী]।

مُقَرَّنِیْنَ فِی الْاَصْفَادِ : (শৃঙ্খলিত অবস্থায়-) জিন জাতিকে বশীকরণ এবং তারা যে যে কাজ করত, তার বিবরণ সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, অবাধ্য জিনদেরকে হযরত সুলায়মান (আ.) শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এখন এটা জরুরি নয় যে, এগুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য লোহার শিকলই হবে। বরং জিনদেরকে আবদ্ধ করার জন্য অন্য কোনো পন্থাও অবলম্বন করা সম্ভব, যা সহজে বোঝাবার জন্যে এখানে শিকল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَاۤ اَیُّوْبَ .... الخ.

রাসূলে কারীম ﷺ কে সবর শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এখানে হযরত আইয়্যূব (আ.)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ সূরা আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্ণিত হচ্ছে–

مَسَّنِیَ الشَّیْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ : (শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দিয়েছে। এ যন্ত্রণা ও কষ্টের বিবরণ দিতে গিয়ে কোনো তাফসীরবিদ বলেন, হযরত আইয়্যূব (আ.) যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা শয়তানের প্রবলতার কারণে দেখা দিয়েছিল। ঘটনা এই যে, একবার ফেরেশতাগণ হযরত আইয়্যূব (আ.)-এর খুব প্রশংসা করলে শয়তান প্রতিহিংসায় অস্থির হয়ে গেল। সে আল্লাহ তা'লার দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করল : আমাকে তার দেহ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর এমন প্রবলতা দেওয়া হোক, যা দ্বারা আমি তার সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আল্লাহ তা'আলারও উদ্দেশ্য ছিল হযরত আইয়্যূব (আ.)-কে পরীক্ষা করা। তাই শয়তানকে তার প্রার্থিত অধিকার দেওয়া হলো। অতঃপর সে তাঁকে রোগাক্রান্ত করে দিল।

কিন্তু বিজ্ঞ তাফসীরবিদগণ এ কাহিনী খণ্ডন করে বলেন : কুরআন পাকের বর্ণনা অনুযায়ী শয়তান পয়গম্বরগণের উপর প্রবলতা অর্জন করতে পারে না। তাই এটা সম্ভব নয় যে, শয়তান হযরত আইয়্যূব (আ.)-কে রোগাক্রান্ত করে দেবে।

কেউ কেউ বলে রুগণাবস্থায় শয়তান হযরত আইয়্যূব (আ.)-এর অন্তরে কুমন্ত্রণা জাগ্রত করত। এতে তিনি আরও অধিক কষ্ট অনুভব করতেন। আলোচ্য আয়াতে তাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা তাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আইয়্যূব (আ.) -এর রোগ কি ছিল? কুরআন পাকে কেবল বলা হয়েছে যে, হযরত আইয়্যূব (আ.) কোনো গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রোগটি কি ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। হাদীসেও রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর কোনো বিবরণ বর্ণিত নেই। তবে কোনো কোনো সাহাবীর উক্তি থেকে জানা যায় যে, তাঁর সর্বাঙ্গে ফোঁড়া হয়ে গিয়েছিল ফলে ঘৃণাভরে লোকেরা তাঁকে একটি আবর্জনার স্তূপে রেখে দিয়েছিলে। কিন্তু গবেষক তাফসীরবিগণ এ রেওয়ায়েতের সত্যতা স্বীকার করেননি। তাঁরা বলেন, মানুষের ঘৃণা উদ্রেক করার মতো কোনো রোগে পয়গম্বরগণকে আক্রান্ত করা হয় না। সুতরাং হযরত আইয়্যূব (আ.)-এর রোগও এমন হতে পারে না। বরং এটা কোনো সাধারণ রোগই ছিল। কাজেই উপরিউক্ত রেওয়ায়েত নির্ভরযোগ্য নয়। –[রূহুল মা'আনী, আহ্কামুল কুরআন থেকে সংক্ষেপিত]।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فُجَّارٌ : فَاجِرٌ -এর বহুবচন। অর্থ- পাপী, খারাপ লোক, কাফের।

لِيَدَّبَّرُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوف مَنْصُوب بِلَام كَيْ বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَدَبُّرٌ মূলবর্ণ (د ـ ب ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- যাতে মানুষ গভীর ভাবে চিন্তা করে।

لِيَتَذَكَّرَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَذَكُّرٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- যেন উপদেশ গ্রহণ করে।

عُرِضَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَجْهُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَرْضُ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ض) জিনস صَحِيْح অর্থ- আনা হলো।

صٰفِنٰتُ : সীগাহ جَمْع مُؤَنَّث বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার صُفُوْنٌ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ ن) জিনস صَحِيْح অর্থ- ধাবনোদ্যত অশ্বগুলো।

تَوَارَتْ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوف বাব تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّوَارِىْ মূলবর্ণ (و ـ ر ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- অস্তমিত হয়ে গেল। লুকিয়ে গেল।

رُدُّوْهَا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- অশ্বগুলোকে পুনরায় আনয়ন কর। ফিরিয়ে আন।

فَتَنَّا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার فُتُوْنًا মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ن) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমি পরীক্ষায় ফেলে ছিলাম।

مُقَرَّنِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْرِيْنٌ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ن) জিনস صَحِيْح অর্থ- শক্ত করে কোনো কিছু বাঁধা, মজবুত করে বাঁধা।

اَصْفَادٌ : صَفَدٌ ও صِفَادٌ -এর বহুবচন। অর্থ– শৃঙ্খল, বেড়ি, বাধন।

اُرْكُضْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার رَكْضٌ মূলবর্ণ (ر ـ ك ـ ض) জিনস صَحِيْح অর্থ- পা দ্বারা আঘাত করুন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

আর : وَقُلْنَا لَهٗ এ বাক্যটি উহ্য قَوْل -এর مَقُوْل হয়েছে অর্থাৎ هٰذَا عَطَاءُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ اَعْطِ مِنْهُ مَنْ মুবতাদা আর عَطَاءُنَا খবর। فَامْنُنْ -এর فَاء টি فَصِيْحِيَّه আর اُمْنُنْ ফে'লে আমর অর্থাৎ هٰذَا শৈমধ আর اَوْ আর হলো হরফে আতফ যা تَخْيِيْر -এর জন্য হয়েছে। আর اَمْسِكْ ফে'লে আমর যা اُمْنُنْ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর بِغَيْرِ حِسَابٍ টা عطاءنا -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। অর্থাৎ اَعْطَيْنَاكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ অথবা بِغَيْرِ حِسَابٍ টা اُمْنُنْ কিংবা اَمْسِكْ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে।

অনুবাদ	আয়াত
৪৪. আর [হে আইয়ূব!] আপনি আপনার হাতে একমুষ্টি শলা নিন এবং তা দ্বারা (নিজ স্ত্রীকে) আঘাত করুন, আর শপথ ভঙ্গ করবেন না; নিঃসন্দেহে আমি তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি; উত্তম বান্দা ছিলেন; কেননা তিনি প্রত্যাবর্তনকারী।	وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ ﴿۴۴﴾
৪৫. আর স্মরণ করুন আমার বান্দা ইবরাহীমকে, এবং ইসহাক ও ইয়াকূবকে, যাঁরা শক্তিশালী এবং সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন।	وَاذْكُرْ عِبٰدَنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ﴿۴۵﴾
৪৬. আমি তাঁদেরকে বিশিষ্ট করেছিলাম এক বিশেষ বিষয়ে– তা হলো পরলোকের স্মরণ।	اِنَّاۤ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿۴۶﴾
৪৭. এবং তাঁরা আমার সমীপে নির্বাচিত, [ও] সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।	وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿۴۷﴾
৪৮. আরও স্মরণ করুন ইসমাঈল ও আল-ইয়াসা'আকে এবং যুলকিফলকেও; আর এরা সকলে সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত;	وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ؕ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿۴۸﴾
৪৯. একটি উপদেশের বিষয় তো হলো এটা; আর মুত্তাকী লোকদের জন্য উত্তম বাসস্থান রয়েছে,	هٰذَا ذِكْرٌ ؕ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿۴۹﴾
৫০. অর্থাৎ চিরন্তন অবস্থানের উদ্যানসমূহ, যার দ্বারসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে,	جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿۵۰﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا আর আপনি আপনার হাতে এক মুষ্টি শলা নিন فَاضْرِبْ بِّهٖ এবং তা দ্বারা (নিজ স্ত্রীকে) আঘাত করুন وَلَا تَحْنَثْ আর শপথ ভঙ্গ করবেন না। اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا নিঃসন্দেহে আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি نِعْمَ الْعَبْدُ উত্তম বান্দা ছিলেন اِنَّهٗۤ اَوَّابٌ কেননা তিনি প্রত্যাবর্তনকারী।

৪৫. وَاذْكُرْ عِبٰدَنَاۤ اِبْرٰهِيْمَ আর স্মরণ করুন আমার বান্দা ইবরাহীমকে وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ এবং ইসহাক ও ইয়াকূবকে اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ যাঁরা শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন।

৪৬. اِنَّاۤ اَخْلَصْنٰهُمْ আমি তাদেরকে বিশিষ্ট করে ছিলাম بِخَالِصَةٍ এক বিশেষ বিষয়ে ذِكْرَى الدَّارِ তা হলো পরলোকের স্মরণ।

৪৭. وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا এবং তারা আমার সমীপে لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ নির্বাচিত (ও) সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

৪৮. وَاذْكُرْ আর স্মরণ করুন اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ইসমাঈল ও আল-ইয়াসা'আকে এবং যুল কিফলকেও وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ আর এরা সকলেই সর্বাপেক্ষা উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

৪৯. هٰذَا ذِكْرٌ একটি উপদেশের বিষয় তো হলো এটা وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ আর মুত্তাকী লোকদের জন্য রয়েছে لَحُسْنَ مَاٰبٍ উত্তম বাসস্থান।

৫০. جَنّٰتِ عَدْنٍ চিরন্তন অবস্থানের উদ্যানসমূহ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ যার দ্বার সমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

অনুবাদ	আয়াত
৫১. তারা উক্ত উদ্যানসমূহে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে, সেখানে তারা বহুবিধ ফলমূল এবং পানীয় দ্রব্যাদি চেয়ে পাঠাবে।	مُتَّكِـِٔيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿٥١﴾
৫২. আর তাদের নিকট আনত দৃষ্টি-সম্পন্ন সমবয়স্কা [হূর]-গণ থাকবে।	وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾
৫৩. [হে মুসলমানগণ!] এটা হচ্ছে সে নিয়ামত, যার ওয়াদা তোমাদেরকে হিসাব-দিবস আগমনের উপর দেওয়া হতো।	هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾
৫৪. নিঃসন্দেহে এটা আমার দান, কোথাও এর শেষ নেই,	اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. এ কথা তো সমাপ্ত হলো; আর অবাধ্য লোকদের জন্য নিকৃষ্ট বাসস্থান রয়েছে।	هٰذَا ۚ وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾
৫৬. জাহান্নাম, তাতে তারা প্রবেশ করবে, বস্তুত তা বড়ই নিকৃষ্ট স্থান।	جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾
৫৭. এটা ফুটন্ত পানি ও পুঁজ, অতএব, তারা তা আস্বাদন করুক।	هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾
৫৮. এবং এ প্রকারের আরও অন্যান্য [আজাবের] বস্তু রয়েছে;	وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾
৫৯. এই তো এক বাহিনী, যারা তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য অভিনন্দন নেই, এরা তো জাহান্নামে জ্বলবে।	هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۭ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫১. مُتَّكِـِٔيْنَ فِيْهَا তারা উক্ত উদ্যানসমূহে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে يَدْعُوْنَ فِيْهَا সেখানে তারা চেয়ে পাঠাবে بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ বহুবিধ ফলমূল এবং পানীয় দ্রব্যাদি।

৫২. وَعِنْدَهُمْ আর তাদের নিকট থাকবে قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ আনত দৃষ্টি সম্পন্ন সমবয়স্কা (হূর)গণ।

৫৩. هٰذَا এটা হচ্ছে সেই নিয়ামত مَا تُوْعَدُوْنَ যার ওয়াদা দেওয়া হতো لِيَوْمِ الْحِسَابِ হিসাব-দিবস আগমনের উপর।

৫৪. اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا নিঃসন্দেহে এটা আমার দান مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ কোথাও এর শেষ নেই।

৫৫. هٰذَا একথা তো সমাপ্ত হলো وَاِنَّ لِلطّٰغِيْنَ আর অবাধ্য লোকদের জন্য রয়েছে لَشَرَّ مَاٰبٍ নিকৃষ্ট বাসস্থান।

৫৬. جَهَنَّمَ জাহান্নাম يَصْلَوْنَهَا তাতে তারা প্রবেশ করবে فَبِئْسَ الْمِهَادُ বস্তুতঃ তা বড়ই নিকৃষ্ট স্থান।

৫৭. هٰذَا এটা فَلْيَذُوْقُوْهُ অতএব, তারা তা আস্বাদন করুক حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ফুটন্ত পানি ও পুঁজ।

৫৮. وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖۤ اَزْوَاجٌ এবং এ প্রকার আরো অন্যান্য বস্তু রয়েছে।

৫৯. هٰذَا فَوْجٌ এই যে, আরও একদল আসল مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে لَا مَرْحَبًا بِهِمْ তাদের জন্য অভিনন্দন নেই اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ এরা তো জাহান্নামে জ্বলবে।

৬০. তারা [মাতব্বরদেরকে] বলবে, বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও অভিনন্দন নেই। [কেননা,] তোমরাই তো এটা [বিপদ] আমাদের সম্মুখে এনেছ, বস্তুত এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাসস্থান।	قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۫ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ ؕ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾
৬১. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যে ব্যক্তি এটা আমাদের সম্মুখে এনেছে, তাকে দোজখে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন।	قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾
৬২. এবং তারা বলবে, ব্যাপার কি? আমরা তাদেরকে দেখছি না যাদেরকে নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে গণ্য করতাম।	وَقَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ ﴿٦٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬০. قَالُوْا তারা বলবে بَلْ اَنْتُمْ বরং তোমরাও لَا مَرْحَبًا بِكُمْ তোমাদের জন্যও অভিনন্দন নেই اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا তোমরাই তো এটা (বিপদ) আমাদের সম্মুখে এনেছ فَبِئْسَ الْقَرَارُ বস্তুত এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট বাসস্থান।

৬১. قَالُوْا তারা বলবে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا যে ব্যক্তি এটা আমাদের সম্মুখে এনেছে فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ তাকে দোজখে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন।

৬২. وَقَالُوْا এবং তারা বলবে مَا لَنَا ব্যাপার কি لَا نَرٰى رِجَالًا আমরা তাদেরকে দেখছিনা كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ যাদেরকে নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে গণ্য করতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا : (তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা লও।) আইয়্যুব-পত্নীর প্রতি আল্লাহ তা'লার এই বিশেষ অনুগ্রহের দ্বারা কয়েকটি মাসআলা জানা যায়।

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আইয়্যুব (আ.) -এর অসুস্থতার সময় একদা শয়তান চিকিৎসকের বেশে হযরত আইয়্যুব (আ.) -এর পত্নীর সাথে সাক্ষাত করেছিল। তিনি ওকে চিকিৎসক মনে করে স্বামীর চিকিৎসা করতে অনুরোধ করেন। শয়তান বলল, এই শর্তে চিকিৎসা করতে পারি যে, আরোগ্য লাভ করলে একথার স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমিই তাঁকে আরোগ্য দান করছি। এ স্বীকৃতিটুকু ছাড়া আমি আর পারিশ্রমিক চাই না!

স্ত্রী হযরত আইয়্যুব (আ.)-কে একথা বললে, তিনি বললেন, তোমার সরলতা দেখে সত্যই দুঃখ হয়। ওতো শয়তান ছিল। এ ঘটনার বিশেষতঃ তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়ে শয়তান কর্তৃক একটা প্রস্তাব তাঁর সামনে উচ্চারিত করানোর বিষয়টা তিনি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। কারণ প্রস্তাবটা ছিল শিরকে লিপ্ত করার একটা সূক্ষ্ম অপপ্রয়াস। তাই তিনি শপথ করে বসলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুস্থ করে তুললে স্ত্রীর এ অপরাধের জন্য তাঁকে একশত বেত্রাঘাত করব।

সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন, কছম ভঙ্গ করো না, বরং হাতে এক মুঠো তৃণশলাকা নিয়ে তা দ্বারা স্ত্রীকে একশত বেত্রাঘাত করে কছম পূর্ণ করো।

এঘটনা থেকে জানা গেল, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে একশ' বেত্রাঘাত করার প্রতিজ্ঞা করে এবং পৃথক পৃথক একশ' বেত্রাঘাত করার পরিবর্তে সবগুলো বেতের একটি আঁটি তৈরি করে নিয়ে তা দ্বারা একবার আঘাত করে, তবে তাঁর প্রতিজ্ঞা

পূর্ণ হয়ে যায়। তাই হযরত আইয়্যুব (আ.)-কে এরূপ করার হুকুম করা হয়েছিল। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব তাই। কিন্তু আল্লামা ইবনে হুমাম লিখেছেন যে, এর জন্যে দু'টি শর্ত রয়েছে-(১) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গায়ে প্রত্যেকটি বেত দৈর্ঘ্য-প্রস্থে লাগতে হবে এবং (২) এর কারণে কিছু না কিছু কষ্ট অবশ্যই পেতে হবে। যদি মোটেই কষ্ট না পায়, তবে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না। হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার যে উক্তি করেছেন, তার অর্থও সম্ভবত: তাই। নতুবা হানাফী ফকীহ্গণ পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন যে, উপরিউক্ত শর্তদ্বয়সহ আঘাত করা হলে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়। –[ফতহুল কাদীর]

শরিয়তের দৃষ্টিতে কৌশল : দ্বিতীয় মাসআলা এই যে, কোনো অসমীচীন অথবা মাকরুহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শরিয়তসম্মত কোনো কৌশল অবলম্বন করা জায়েজ। বলাবাহুল্য, হযরত আইয়্যুব (আ.)-এর প্রতিজ্ঞার আসল দাবি এই যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে পূর্ণ একশ' বেত্রাঘাত করবেন। কিন্তু তাঁর পত্নী যেহেতু নিরপরাধ ছিলেন এবং স্বামীর নজিরবিহীন সেবাশুশ্রূষা করেছিলেন, তাই আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং হযরত আইয়্যুব (আ.)-কে একটি কৌশল শিক্ষা দিলেন এবং বলে দিলেন যে, এভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। তাই ঘটনাটি কৌশলের বৈধতা জ্ঞাপন করে।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা তখনই জায়েজ যখন একে শরিয়তসম্মত উদ্দেশ্য বানচাল করার উপায় না করা হয়। পক্ষান্তরে যদি কৌশলের উদ্দেশ্য কোনো হকদারের হক বাতিল করা হয় অথবা প্রকাশ্য হারাম কাজকে তার মূলপ্রাণ বজায় রেখে নিজের জন্যে হালাল করা হয়, তবে এরূপ কৌশল সম্পূর্ণ না-জায়েজ। উদাহরণতঃ জাকাত থেকে গা বাচাঁনোর জন্যে কেউ কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার সামান্য আগেই নিজের ধন-সম্পদ স্ত্রীর মালিকানায় সমর্পণ করে কিছুদিন পর স্ত্রী স্বামীর মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়। যখন পরবর্তী বছর কাছাকাছি হয়, তখন স্বামী আবার স্ত্রীকে দান করে দেয়। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারও উপর জাকাত ওয়াজিব হয় না। এরূপ কৌশল শরিয়তের উদ্দেশ্যকে বাচনচাল করারই অপচেষ্টা। তাই হারাম। এর শাস্তি হয় তো জাকাত আদায় না করার শাস্তির চেয়েও গুরুতর হবে।-(রূহুল মা'আনী)।

অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা : তৃতীয় মাসআলা এই যে, কোনো ব্যক্তি কোনো অসমীচীন, ভ্রান্ত অথবা অবৈধ কাজের প্রতিজ্ঞা করলে প্রতিজ্ঞা হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে। যদি কাফফারা ওয়াজিব না হতো, তবে হযরত আইয়্যুব (আ.)-কে কৌশল শিখানো হতো না। এতদসঙ্গে, স্মরণ রাখা উচিত যে, কোনো অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা করলে তা ভেঙ্গে কাফফারা আদায় করাই শরিয়তের বিধান। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি কোনো প্রতিজ্ঞা করে, অতঃপর দেখে যে, এ প্রতিজ্ঞার বিপরীত কাজ করাই উত্তম, তবে তার উচিত উত্তম কাজটি করা এবং প্রতিজ্ঞার কাফফারা আদায় করা।

أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ : এর শাব্দিক অর্থ তাঁরা হস্তও দৃষ্টিবিশিষ্ট ছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা তাঁদের জ্ঞানগত ও কর্মগত শক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে নিয়োজিত করতেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। যেযব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতে ব্যয়িত হয় না, সেগুলোর থাকা না থাকা উভয়ই সমান।

পরকালচিন্তা পয়গম্বরগণের স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণ : **ذِكْرَى الدَّارِ**- শাব্দিক অর্থ গৃহের স্মরণ। গৃহ বলে এখানে পরকাল বোঝানো হয়েছে। পরকালের পরিবর্তে গৃহ বলে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, পরকালই মানুষের আসল গৃহ। অতএব, পরকাল চিন্তাকেই তাদের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি করা উচিত। এ থেকে জানা গেল যে, পরকাল চিন্তা মানুষের চিন্তাগত ও কর্মগত শক্তিকে অধিকতর উজ্জ্বল্য দান করে। কোনো কোনো খোদাদ্রোহীর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, পরকাল চিন্তা মানুষের শক্তিসমূহকে ভোতা করে দেয়।

হযরত আল– ইয়াসা'আ (আ.) : **وَالْيَسَعَ** (আল ইয়াসা (আ.)-কে স্মরণ করুন।) হযরত আল ইয়াসা'আ (আ.) বনী ইসরাঈলের অন্যতম পয়গম্বর। কুরআন পাকে মাত্র দু'জায়গায় তাঁর উল্লেখ দেখা যায় এখানে ও সূরা আনআমে। কিন্তু কোথাও তাঁর বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করা হয়নি ; বরং পয়গম্বরগণের তালিকায় তাঁর নাম গণনা করা হয়েছে মাত্র। ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর চাচাত ভাই এবং তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। হযরত ইলিয়াস (আ.)-এরপর তাঁকেই নবুয়ত দান করা হয়। বাইবেলে তাঁর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাতে তাঁর নাম 'ইলিশা' ইবনে সাকেত উল্লেখিত হয়েছে।

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ-(তাদের কাছে আনতনয়না সম বয়স্কা রমণীগণ থাকবে।) অর্থাৎ, জান্নাতের হুরগণ থাকবে। "সমবয়স্কা" -এর অর্থ তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে এবং অপর অর্থ স্বামীদের সময়বস্কা হবে। প্রথম অর্থে সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, তাদের পরস্পর ভালোবাসা, সম্প্রীতিব ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক হবে-সপত্নীসুলভ হিংসা -বিদ্বেষও ঘৃণা থাকবে না। বলাবাহুল্য এটা স্বামীদের জন্য পরম সুখের ব্যাপার।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের মিল থাকা উত্তম : দ্বিতীয় অর্থে স্বামীদের সমবয়স্কা হওয়া উপকারিতা এই যে, এর কারণে মনের ও মতের মিল অধিক হবে। ফলে এক অপরের সুখ ও কৌতুহলের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী-স্ত্রী বয়সের তারতম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ এ থেকেই পরস্পরিক ভালোবাসা জন্মায় বৈবাহিক সম্পর্ক মধুময় ও স্থায়ী হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَا تَحْنَثْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ نَهِيْ حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার حِنْثٌ মূলবর্ণ (ح ـ ن ـ ث) জিনস صَحِيْح অর্থ- শপথ ভঙ্গ করবেন না।

مُصْطَفَيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِصْطِفَاءُ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- নির্বাচিত।

اَخْيَارٌ : শব্দটি خَيْرٌ এর বহুবচন। অর্থ- ভালো লোক। خَيْرٌ সিফাতে মুশাব্বাহ।

مُفَتَّحَةً : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার মাসদার تَفْتِيْحٌ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ح) জিনস صَحِيْح অর্থ- উন্মুক্ত।

قٰصِرَاتٌ : সীগাহ جَمْع مُؤَنَّثْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার قَصْرٌ মূলবর্ণ (ق ـ ص ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- আনত দৃষ্টি সম্পন্ন।

اَتْرَابٌ : تَرْبٌ-এর বহুবচন, অর্থ- সমবয়স্কা নারী, একই বয়সের মহিলা।

طَاغِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার طَغْوٌ، طُغْيَانٌ মূলবর্ণ (ط ـ غ ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- অবাধ্য লোকজন।

يَصْلُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِع مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার صَلْيٌ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- তারা প্রবেশ করবে।

مُقْتَحِمٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِحَامٌ মূলবর্ণ (ق ـ ح ـ م) জিনস صحيح অর্থ- প্রবেশ করছে। প্রবেশকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ : এখানে مُتَّكِئِيْنَ টা পূর্বের لَهُمْ-এর هُمْ যমীর থেকে حَالٌ হয়েছে। আর এর عَامِل হলো مُفَتَّحَة আর فِيْهَا টা مُتَّكِئِيْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর يَدْعُوْنَ বাক্যটি হয়তো এ ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য مُسْتَأْنِفَة হয়েছে। আবার পূর্বে উল্লেখিত هُمْ যমীর থেকে حَالٌ হওয়াও বৈধ। আর فِيْهَا টা يَدْعُوْنَ-এর ফায়েল থেকে حَالٌ হয়েছে। আর بِفَاكِهَةٍ টা يَدْعُوْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে আর كَثِيْرَةٍ হলো সিফত। আর شَرَابٍ হলো بِفَاكِهَةٍ -এর উপর আতফ হয়েছে।

-[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড ; পৃ. ৪৭৫]

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
৬৩. আমরা কি তাদেরকে [অযথা] হাস্যাস্পদ বানিয়েছিলাম? অথবা তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম হচ্ছে?	أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾
৬৪. (আর) এটা অর্থাৎ দোজখীদের পারস্পরিক বাক-বিতণ্ডা হওয়া সম্পূর্ণ সত্য কথা।	إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾
৬৫. আপনি বলে দিন, আমি তো ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র, আর প্রবল পরাক্রমশালী একক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই,	قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٥﴾
৬৬. তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সকলেরই প্রতিপালক, জবরদস্ত, পরম ক্ষমাশীল।	رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٦﴾
৬৭. আপনি বলে দিন, এটা [আমার রেসালত] একটি মহান বিষয়।	قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾
৬৮. যা হতে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।	أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾
৬৯. উর্ধ্বজগতের বিষয়ে আমার কোনো খবর ছিল না, যখন তারা কথোপকথন করছিল।	مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾
৭০. আমার নিকট ওহী শুধু এই কারণেই এসে থাকে যে, আমি স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।	إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٧٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا আমরা কি তাদেরকে (অযথা) হাস্যাস্পদ বানিয়েছিলাম أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ অথবা তাদের থেকে আমাদের দৃষ্টি ভ্রম হচ্ছে।

৬৪. إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ এটা সম্পূর্ণ সত্য কথা تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ দোজখীদের পরস্পরিক বাকবিতণ্ডা হওয়া।

৬৫. قُلْ আপনি বলে দিন إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ আমি তো ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ আর কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ প্রবল পরাক্রমশালী একক আল্লাহ ব্যতীত।

৬৬. رَبُّ তিনি প্রতিপালক السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের وَمَا بَيْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সকলেরই الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ জবরদস্ত, পরম ক্ষমাশীল।

৬৭. قُلْ আপনি বলে দিন هُوَ এটা (আমার রেসালাত) نَبَأٌ عَظِيمٌ একটি মহান বিষয়।

৬৮. أَنْتُمْ عَنْهُ যা হতে তোমরা مُعْرِضُونَ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ।

৬৯. مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ আমার কোনোও খবর ছিল না بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ উর্ধ্ব জগতের বিষয়ে إِذْ يَخْتَصِمُونَ যখন তারা কথোপকথন করছিল।

৭০. إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا আমার নিকট শুধু এ কারণেই ওহী এসে থাকে যে, أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ আমি স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।

৭১. আর যখন আপনার রব ফেরেশতাগণকে বললেন আমি, মৃত্তিকা দ্বারা একজন মানুষ সৃষ্টি করতে চাই।	إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾
৭২. অতএব, যখন আমি তার সৃষ্টি কার্য সম্পূর্ণ করব এবং তাতে আমার (পক্ষ থেকে) রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা সকলে তার সম্মুখে সেজদায় পতিত হয়ো।	فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾
৭৩. তৎপর ফেরেশতাগণ সকলেই [আদমকে] সেজদা করল,	فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. ইবলীস ব্যতীত; কেননা সে অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।	إِلَّآ إِبْلِيْسَ ۭ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾
৭৫. আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! যে বস্তু আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি অহংকার করছ, নাকি তুমি উচ্চ মর্যাদাবানদের অন্তর্ভুক্ত?	قَالَ يٰٓإِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ۭ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. সে বলল, আমি তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর তাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।	قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۭ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧٦﴾
৭৭. আল্লাহ্ বললেন, অতএব, আসমান হতে বের হয়ে যাও, কেননা নিঃসন্দেহে তুমি বিতাড়িত,	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٧٧﴾
৭৮. আর নিঃসন্দেহে তোমার উপর আমার লা'নত থাকবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।	وَّإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٧٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭১. إِذْ قَالَ رَبُّكَ আর যখন আপনার প্রভু বললেন لِلْمَلٰٓئِكَةِ ফেরেশতাগণকে। إِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে চাই مِّنْ طِيْنٍ মৃত্তিকা হতে।

৭২. فَإِذَا سَوَّيْتُهٗ যখন আমি তার সৃষ্টি কার্য সম্পূর্ণ করব وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ এবং তাতে আমার (তরফ থেকে) রূহ ফুঁকে দিব فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ তখন তোমরা সকলে তার সম্মুখে সেজদায় পতিত হয়ো।

৭৩. فَسَجَدَ তৎপর সেজদা করল الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ ফেরেশতাগণ সকলেই।

৭৪. إِلَّآ إِبْلِيْسَ ইবলীস ব্যতীত اسْتَكْبَرَ কেননা সে অহংকার করল وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

৭৫. قَالَ আল্লাহ বললেন يٰٓإِبْلِيْسُ হে ইবলীস مَا مَنَعَكَ তোমাকে কিসে নিবৃত্ত রাখল أَنْ تَسْجُدَ সেজদা করতে لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ যে বস্তু আমি নিজ হাতে গড়েছি أَسْتَكْبَرْتَ তুমি কি অহংকার করেছ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ নাকি তুমি উচ্চ মর্যাদাবানদের অন্তর্ভুক্ত।

৭৬. قَالَ সে বলল أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ আমি তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ আপনি আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ আর তাকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

৭৭. قَالَ আল্লাহ বললেন فَاخْرُجْ مِنْهَا অতএব আসমান হতে বের হয়ে যাও فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ কেননা নিঃসন্দেহে তুমি বিতাড়িত।

৭৮. وَّإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْ আর নিঃসন্দেহে তোমার উপর আমার লা'নত থাকবে إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

বাংলা	আরবি
৭৯. সে বলল, হে প্রতিপালক! তবে আমাকে কিয়ামত-দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন।	قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾
৮০. আল্লাহ বললেন, আচ্ছা! তবে তোমাকে অবকাশ দেওয়া গেল,	قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾
৮১. নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।	إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾
৮২. সে বলতে লাগল, তবে আপনার ইজ্জতের শপথ! আমি তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব,	قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾
৮৩. আপনার সে বান্দাগণ ব্যতীত যারা তাদের মধ্যে নির্বাচিত।	إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾
৮৪. আল্লাহ্ বললেন, আমি সত্য বলছি এবং আমি তো (সর্বদা) সত্যই বলে থাকি,	قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾
৮৫. আমি দোজখ পূর্ণ করব তোমার দ্বারা এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তাদের সকলের দ্বারা।	لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾
৮৬. আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের হতে এই কুরআনের বিনিময়ে কোনো প্রতিদান চাচ্ছি না, আর আমি কৃত্রিম লোকদের অন্তর্ভুক্তও নই।	قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾
৮৭. এ কুরআন জগদ্বাসীদের জন্য কেবল একটি নসিহত।	إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾
৮৮. আর অচিরেই তোমরা তার অবস্থা জানতে পারবে।	وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٨٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৯. قَالَ সে বলল رَبِّ হে প্রতিপালক فَأَنظِرْنِي তবে আমাকে অবকাশ দিন إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ কিয়ামত দিসব পর্যন্ত।

৮০. قَالَ আল্লাহ বললেন فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ তবে তোমাকে অবকাশ দেওয়া গেল।

৮১. إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত।

৮২. قَالَ সে বলতে লাগল فَبِعِزَّتِكَ তবে আপনার ইজ্জতের শপথ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ আমি তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব।

৮৩. إِلَّا عِبَادَكَ তবে আপনার সেই বান্দাগণ ব্যতীত مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ যারা তাদের মধ্যে নির্বাচিত।

৮৪. قَالَ আল্লাহ বললেন فَالْحَقُّ আমি সত্য বলছি وَالْحَقَّ أَقُولُ, আমি তো (সর্বদা) সত্যই বলে থাকি।

৮৫. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ আমি দোজখ পূর্ণ করব مِنكَ তোমার দ্বারা وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে أَجْمَعِينَ তাদের সকলের দ্বারা।

৮৬. قُلْ আপনি বলে দিন مَا أَسْأَلُكُمْ আমি তোমার থেকে চাচ্ছি না عَلَيْهِ এই কুরআনের বিনিময় مِنْ أَجْرٍ কোনো প্রতিদান وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ আর আমি কৃত্রিম লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

৮৭. إِنْ هُوَ إِلَّا এই কুরআন কেবল ذِكْرٌ উপদেশ لِّلْعَالَمِينَ জগদ্বাসীদের জন্য।

৮৮. وَلَتَعْلَمُنَّ আর তোমরা জানতে পারবে نَبَأَهُ তার অবস্থা بَعْدَ حِينٍ অচিরেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْذِرٌ এ সূরার আসল লক্ষ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রেসলাত প্রমাণ এবং কাফেরদের দাবি খণ্ডন করা। সূরার শুরুতেই এটা স্পষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে পয়গাম্বরগণের ঘটনাবলি বিবিধ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে- (এক) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দেওয়া যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মতো আপনিও কাফেরদের অহেতুক কার্যকলাপে সবর করুন। (দুই) এসব ঘটনা থেকে তারাও শিক্ষা লাভ করুক, যারা একজন সত্য পয়গম্বরের রেসালত অস্বীকার করে যাচ্ছে। এর পর মুমিনদের শুভ পরিণতি ও কাফেরদের তীব্র শাস্তির চিত্র অংকন করে কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে এবং হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যাদের অনুকরণ করে আজ তোমরা রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রতি মিথ্যারোপ করছ, কেয়ামতের দিন তারাই তোমাদের সাহায্য সহায়তা থেকে হাত গুটিয়ে নিবে। তারা তোমাদেরকে গালমন্দ করবে এবং তোমরা তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করবে।

এসব বিষয়বস্তুর পর উপসংহারে আবার আসল দাবি অর্থাৎ রেসালতের প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। প্রমাণাদি পেশ করার সাথে সাথে উপদেশ প্রসঙ্গে দাওয়াতও দেওয়া হয়েছে।

مَاكَانَ لِىَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَاِ الْاَعْلٰى اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ : (ঊর্ধ্ব জগতের কোনো জ্ঞানই আমার ছিল না যখন তারা কথাবার্তা বলছিল।) অর্থাৎ আমার রেসালতের উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, আমি তোমাদেরকে ঊর্ধ্ব জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে থাকি যা ওহী ছাড়া অন্য কোনো উপায়েই আমার জানার কথা নয়। এসব বিষয়াদির এক অর্থ সেসব আলোচনা, যা আদম সৃষ্টির সময় আল্লাহ তা'আলা ও ফেরেশতাগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সূরা বাকারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ফেরেশতাগণ বলেছিল, اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ- আপনি কি পৃথিবীতে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং রক্তগঙ্গা বহাবে? এসব কথাবার্তাকে এখানে اِخْتِصَامٌ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ ঝগড়া করা অথবা বাকবিতণ্ডা করা। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, ফেরেশতাগণের এই প্রশ্ন কোনো আপত্তি অথবা বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং তারা কেবল আদম সৃষ্টির রহস্য জানতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের বাহ্যিক আকার বাকবিতণ্ডার অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল বিধায় একে اِخْتِصَامٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে কোনো ছোট বড়কে কোনো প্রশ্ন করলে বড় তার আলোচনা প্রসঙ্গে কৌতুকবশত: এ প্রশ্নোত্তর কে ঝগড়া বলে ব্যক্ত করে দেয়।

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ : (যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন এখানে আল্লাহ তা'আলা ও ফেশেতাগণের উপরিউক্ত কথাবার্তার প্রতি ইঙ্গিত করার সাথে সাথে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, ইবলীস নিছক প্রতিহিংসা ও অহংকারবশত: হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা করতে অস্বীকার করেছিল। তেমনিভাবে আরবের মুশরিকরাও প্রতিহিংসা ও অহংকারের কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত অস্বীকার করে যাচ্ছে। ফলে ইবলীসের যে পরিণতি হয়েছে, তাদেরও তাই হবে।-(তাফসীরে -কাবীর)

لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ -এখানে হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে বলেছেন যে, আমি নিজ হাতে তাঁকে সৃষ্টি করেছি। সকল তাফসীরবিদই এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষের ন্যায় আল্লাহ তা'আলারও হাত আছে, এখানে তা বোঝানো হয়নি। কেননা আল্লাহ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই এর অর্থ হলো আল্লাহর কুদরত। আরবি ভাষায় يَدٌ শব্দটি কুদরত অর্থে বহুল ব্যবহৃত। উদাহরণতঃ এক আয়াতে আছে بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি আদমকে নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বস্তুর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করতে চান, তখন তাকে বিশেষভাবে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেন। যেমন কা'বাকে বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) হযরত সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রীকে "নাকাতুল্লাহ"(আল্লাহর উষ্ট্রী), হযরত ঈসা (আ.)-কে কলেমাতুল্লাহ (আল্লাহর বাক্য) অথবা 'রুহুল্লাহ' (আল্লাহর রূহ) বলা হয়েছে। এখানে হযরত আদম (আ.)-এর সম্মান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এই সম্বন্ধ করা হয়েছে। –(কুরতুবী)

লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার নিন্দা : وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ (আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ী নই।) উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার আশ্রয়ে নবুয়্যত, রেসালত ও জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করছি না, বরং আল্লাহর বিধি-বিধানই যথাযথভাবে প্রচার করছি। এ থেকে জানা গেল যে, লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। সেমতে এর নিন্দায় বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা.)-এর একটি উক্তিও বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেনঃ "লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো বিষয় সম্পর্কে জানে, সে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করুক, কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান নেই তার ক্ষেত্রে اَللّٰهُ اَعْلَمُ (আল্লাহর ভালো জানেন) বলে ক্ষান্ত থাকুক। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সম্পর্কে বলেছেন : قُلْ مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ -[রূহুল-মা'আনী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

زَاغَتْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزَّيْغُ মূলবর্ণ (ز - ى - غ) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ- বিভ্রম হচ্ছে। সে সরে গেল, সে ভ্রষ্ট হলো, সে বিচ্যুত হলো।

يَخْتَصِمُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِخْتِصَامٌ মূলবর্ণ (خ - ص - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- তারা কথোপকথন করছিল।

سَوَّيْتُهٗ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْوِيَةٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ- কথোপকথন করছিল।

فَقَعُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِر مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার وُقُوْعٌ মূলবর্ণ (و - ق - ع) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ- তোমরা পতিত হয়ো।

عَالِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার عُلُوٌّ মূলবর্ণ (ع - ل - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- উচ্চ মর্যাদাবান।

اَنْظِرْنِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِنْظَارٌ মূলবর্ণ (ن - ظ - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমাকে অবকাশ দিন।

اُغْوِيَنَّهُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِغْوَاءُ মূলবর্ণ (غ - و - ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ- আমি তাদের পথভ্রষ্ট করব।

لَاَمْلَئَنَّ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ لَامْ تَاكِيْد بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة বাব فَتَحَ মাসদার مِلْأٌ মূলবর্ণ (م - ل - ء) জিনস مَهْمُوْز لَامْ অর্থ- আমি অবশ্যই পূর্ণ করব।

اَلْمُتَكَلِّفِيْنَ : جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَكَلُّفٌ মূলবর্ণ (ك - ل - ف) জিনস صَحِيْح অর্থ- কৃত্রিম লোক সকল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْ مَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ : এখানে قُلْ ফেল ও যমীর اَنْتَ যা উহ্য রয়েছে ফায়েল. আর ফে'ল উহ্য যমীর اَنَا ফায়েল এবং كُمْ হলো مَفْعُول بِه আর عَلَيْهِ টা উহ্য ফেলের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে مَحَلًّا مَنْصُوْب حَال হয়েছে। আর مِنْ হলো হরফে জার অতিরিক্ত, আর اَجْرٍ টা শাব্দিকভাবে মাজরূর হলেও مَا اَسْئَلُكُمْ যেহেতু এটা مَفْعُول بِه এর- وَمَا : আর وَاوْ এর- টি আতেফা বা حَالِيَة আর مَا হলো نَافِيَة حِجَازِيَّة আর اَنَا হলো مَا -এর ইসিম আর مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ হলো مَا -এর খবর অর্থাৎ اَلْمُتَصَنِّعِيْنَ الْمُتَّصِفِيْنَ بِمَا لَيْسُوْا مِنْ اَهْلِهٖ حَتّٰى اَنْتَحِلَ النُّبُوَّةَ وَاَتَقَوَّلَ الْقُرْاٰنَ -[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৪৮৬]

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা যুমার

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত-৭৫, রুকূ'- ৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. এটা প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত কিতাব।	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝١
২. আমি এ কিতাবটি সঠিকভাবে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, সুতরাং আপনি খাঁটি বিশ্বাসে আল্লাহর ইবাদত করতে থাকুন;	اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝٢
৩. স্মরণ রাখুন! বিশুদ্ধ ইবাদত একমাত্র আল্লাহরই যোগ্য; আর যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য শরিকসমূহ সাব্যস্ত করে রেখেছে। (এবং বলে)– আমরা তো তাদের উপাসনা শুধু এজন্য করছি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর ঘনিষ্ঠ করে দেয়; বস্তুত আল্লাহ তাদের পারস্পরিক বিভেদসমূহের মীমাংসা করে দিবেন; আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে সৎপথে আনয়ন করেন না যারা মিথ্যাবাদী (এবং) কাফের।	اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ۝٣

শাব্দিক অনুবাদ :

১. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ এটা অবতারিত কিতাব مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ থেকে الْعَزِيْزِ প্রবল পরাক্রান্ত الْحَكِيْمِ প্রজ্ঞাময়।

২. اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি الْكِتٰبَ এই কিতাবটি بِالْحَقِّ সঠিকভাবে فَاعْبُدِ اللّٰهَ সুতরাং আপনি আল্লাহর ইবাদত করতে থাকুন مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ খাঁটি বিশ্বাসে।

৩. اَلَا لِلّٰهِ স্মরণ রাখুন! একমাত্র আল্লাহরই যোগ্য الدِّيْنُ الْخَالِصُ বিশুদ্ধ ইবাদত وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا আর যারা সাব্যস্ত করে রেখেছে مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ আল্লাহ ব্যতীত অন্য শরিকসমূহ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا আমরা তো তাদের উপাসনা শুধু এজন্য করছি যে لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর ঘনিষ্ঠ করে দেয় اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ বস্তুত : আল্লাহ তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ তাদের পরস্পরিক বিভেদসমূহের اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ আল্লাহ এরূপ লোকদেরকে সৎপথে আনয়ন করেন না مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ যারা মিথ্যাবাদী (এবং) কাফের।

অনুবাদ	আয়াত
৪. যদি আল্লাহ কাউকেও সন্তান [-রূপে] গ্রহণ করতে ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই তিনি নিজ সৃষ্টি হতে যাকে ইচ্ছা নির্বাচন করতেন, তিনি [সমস্ত দোষ-ত্রুটি হতে] পবিত্র; তিনি এমন আল্লাহ যিনি একক, প্রবল পরাক্রমশালী।	لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۴﴾
৫. তিনি আসমান ও জমিনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, তিনি রাতকে দিবসের উপর জড়িয়ে দিয়ে থাকেন, আর দিবসকে রাতের উপর জড়িয়ে দিয়ে থাকেন, আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মানুগত করে রেখেছেন; প্রত্যেকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে; স্মরণ রেখো! তিনি মহাপরাক্রান্ত, অতিশয় ক্ষমাশীল।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ﴿۵﴾
৬. তিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র দেহ (আদম) হতে সৃষ্টি করেছেন, তৎপর ঐ দেহ হতে তার জোড়া [স্ত্রী] সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হতে আট প্রকারের নর-মাদি সৃষ্টি করেছেন; তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগণের গর্ভে এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় সৃষ্টি করেন ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে; তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব, রাজত্ব তাঁরই; তিনি ভিন্ন কেউই উপাস্য নেই, অতএব, তোমরা কোন দিকে ফিরে যাচ্ছ?	خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ؕ يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ﴿۶﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا কাউকে সন্তান (রূপে) গ্রহণ করতে لَّاصْطَفٰى তবে অবশ্যই তিনি নির্বাচন করতেন مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ নিজ সৃষ্টি হতে যাকে ইচ্ছা سُبْحٰنَهٗ তিনি পবিত্র هُوَ اللّٰهُ তিনি এমন আল্লাহ الْوَاحِدُ যিনি একক الْقَهَّارُ প্রবল পরাক্রমশালী।

৫. خَلَقَ তিনি সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমান ও জমিনকে যথাযথভাবে يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ তিনি রাত্রকে দিবসের উপর জড়িয়ে দিয়ে থাকেন وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ আর দিবসকে রাত্রির উপর জড়িয়ে দিয়ে থাকেন وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ আর তিনি চন্দ্রসূর্যকে নিয়মানুগত করে রেখেছেন كُلٌّ يَّجْرِيْ প্রত্যেকে চলতে থাকবে لِاَجَلٍ مُّسَمًّى নির্ধারিত সময় পর্যন্ত اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ স্মরণ রেখ! তিনি মহা পরাক্রান্ত অতিশয় ক্ষমাশীল।

৬. خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ তিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র দেহ (আদম) হতে সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا তৎপর ঐ দেহ হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন وَاَنْزَلَ لَكُمْ এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন مِّنَ الْاَنْعَامِ চতুষ্পদ জন্তু হতে ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ আট প্রকারের নর ও মাদী يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগণের গর্ভে সৃষ্টি করেন خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় فِيْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে ذٰلِكُمُ اللّٰهُ তিনিই আল্লাহ رَبُّكُمْ তোমাদের রব لَهُ الْمُلْكُ রাজত্ব তারই لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন কেউই উপাস্য নেই فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ অতএব তোমরা কোন দিকে ফিরে যাচ্ছ।

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

৭. যদি তোমরা কুফরি কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। আর তিনি স্বীয় বান্দাদের জন্য কুফর পছন্দ করেন না, আর যদি তোমরা শোকর কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন; এবং কেউ কারো বোঝা উঠাবে না; অনন্তর তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের দিকে রুজু করতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্বন্ধে জানিয়ে দিবেন; তিনি অন্তরের কথাও জানেন।

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾

৮. এবং যখন মানুষের উপর কোনো বিপদ উপস্থিত হয়, তখন সে নিজ প্রতিপালককে তাঁরই দিকে রুজু হয়ে ডাকতে থাকে, অতঃপর যখন আল্লাহ্ নিজের পক্ষ থেকে তাকে [নিরাপত্তার] নিয়ামত প্রদান করেন, তখন যে জন্য পূর্ব হতে ডাকছিল তা ভুলে যায় এবং আল্লাহর শরিক নির্ধারণ করতে থাকে, যার প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, অন্যান্যদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করতে থাকে; আপনি বলে দিন, স্বীয় কুফরির মজা আরও কিছুকাল ভোগ করে নাও, নিশ্চয় তুমি দোজখীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ

৯. আচ্ছা, [মুশরিকরা কি সে ব্যক্তির সমান?] যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় ইবাদত করতে থাকে, পরকালকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের রহমতের প্রত্যাশা করে;

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. إِن تَكْفُرُوا যদি তোমরা কুফরি কর فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ তবে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ আর তিন স্বীয় বান্দাদের জন্য কুফর পছন্দ করেন না وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ আর যদি তোমরা শোকর কর, তবে তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করেন وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ এবং কেউ কারো বোঝা উঠাবে না ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ অনন্তর তোমাদেরকে তোমার রবের দিকে রুজু করতে হবে فَيُنَبِّئُكُم তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমাদের আমল সম্বন্ধে إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ তিনি অন্তরের কথাও জানেন।

৮. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ এবং যখন মানুষের উপর কোনো বিপদ উপস্থিত হয় دَعَا رَبَّهُ তখন সে নিজ রবকে ডাকতে থাকে مُنِيبًا إِلَيْهِ তাঁরই দিকে রজু হয়ে ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ অতঃপর যখন আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাকে নিরাপত্তার নিয়ামত প্রদান করেন نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ তখন যে জন্য পূর্ব হতে ডাকছিল তা ভুলে যায় وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا এবং আল্লাহর শরিক নির্ধারণ করতে থাকে لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ যার প্রতিক্রিয়া এই যে, অন্যান্যদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে বিভ্রান্ত করতে থাকে قُلْ আপনি বলে দিন تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا স্বীয় কুফরির মজা আরও কিছু কাল ভোগ করে নাও إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ নিশ্চয় তুমি দোজখীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৯. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا আচ্ছা, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায় ইবাদত করতে থাকে يَحْذَرُ الْآخِرَةَ পরকালকে ভয় করে وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ এবং স্বীয় রবের রহমতের প্রত্যাশা করে।

** আপনি বলুন যে, যারা জ্ঞানী ও যারা অজ্ঞ, তারা কি সমান হতে পারে? সে লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে যারা বুদ্ধিমান।	قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٩﴾
১০. আপনি (আমার পক্ষ হতে) বলে দিন, হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করতে থাক; যারা এ দুনিয়াতে নেক কাজ করে তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বিনিময় রয়েছে এবং আল্লাহর জমিন প্রশস্ত; দৃঢ়পদ লোকগণ অগণিত পুরস্কার লাভ করবে।	قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۗ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۗ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

** قُلْ আপনি বলুন যে هَلْ يَسْتَوِى তারা কি সমান হতে পারে الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ যারা জ্ঞানী وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ও যারা অজ্ঞ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ সে লোকেরাই নসিহত গ্রহণ করে যারা বুদ্ধিমান।

১০. قُلْ আপনি বলে দিন। يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করতে থাক لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا যারা নেক কাজ করে فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا এই দুনিয়াতে حَسَنَةٌ তাদের জন্য উৎকৃষ্ট বিনিময় রয়েছে وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ এবং আল্লাহর জমিন প্রশস্ত اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ দৃঢ়পদ লোকগণ লাভ করবে اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অগণিত পুরস্কার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে যুমার প্রসঙ্গে : এ সূরায় ৮ রুকু,৭৫ আয়াত রয়েছে। তিনটি আয়াত ব্যতীত অবশিষ্ট আয়াতসমূহ মক্কা শরীফে অবতীর্ণ । ঐ তিনটি আয়াত মদীনা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরায় ১,১৯২ টি বাক্য ও ৪,০০০ অক্ষর রয়েছে। –[তানবীরুল মেকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস : পৃ. ৩৮৫]

নামকরণ : সূরায়ে যুমারের আরো একটি নাম হলো 'সূরাতুল গোরাফ'। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবতীর্ণ হয়েছে, তবে হযরত হামযা (রা.)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী সম্পর্কে যে তিনটি আয়াত রয়েছে, তা মদীনা মোনাওয়ারায় নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, খণ্ড-২৩ পৃষ্ঠা -২৩২]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ প্রত্যেক রাত্রে সূরায়ে বাকারা এবং সূরায়ে যুমার তেলাওয়াত করতেন । –[তাফসীরে ইবনে কাছীর (উর্দু) পারা - ২৩, পৃষ্ঠা- ৭৫]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার অধিকাংশ বিষয় প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ রেসালত সম্পর্কীয় ছিল। আর এ সূরার অধিকাংশ বক্তব্য তাওহীদ সম্পর্কে রয়েছে। যারা তাওহীদে বিশ্বাস করে, তাদের জন্যে পুরস্কার এবং যারা অবিশ্বাস করে, তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মানবতার কলঙ্ক শিরক বা অংশীবাদের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার সর্বশেষ আয়াতে পবিত্র কুরআনের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ সূরার আয়াতেও পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাজিল হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এভাবে সূরার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। –[মা'আরিফুল কুরআন কৃত আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ. ৬ পৃ. ৫৮- ৫৯]

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (১)

শানে নুযূল : কুরআনের প্রতি মক্কার মুশরিকদের একটি অভিযোগ ছিল যে, কুরআন মানব রচিত কোনো মানুষ মুহাম্মদকে শিখিয়ে দেয় কিংবা তাঁর সাথে কোনো জিনরা রয়েছে যে, কুরআন তাকে শিখিয়ে দেয়। তাদের এহেন অভিযোগের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[সাভী ৩৬৫/১]

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (٣)

শানে নুযূল : জুওয়াইবর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মক্কার বনূ সালমা নামক তিনটি গোত্র ছিল ওরা প্রতিমা পূজারী ছিল এবং আকিদা বিশ্বাসগত দিক দিয়ে বলত যে, ফেরেশতাগণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার কন্যা সন্তান। তাদের এ ভ্রান্তির প্ররিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(রূহুল মা'আনী ২৩৫/২৩/১২)

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ - (٩)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেল– আলোচ্য আয়াত হযরত উছমান বিন আফফান (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

ইবনে মারদুভিয়া, জুয়াইবর ও ইবনে আসাকির প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) –এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আম্মার, ইবনে মাসউদ, সালেম মাওলা আবূ হুযায়ফা (রা.) সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে।

মুকাতিল বলেন أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ দ্বারা আম্মার, সুহাইব, ইবনে মাসউদ ও আবূ যর (রা.) কে বুঝানো হয়েছে। যাহহাকের বর্ণনা মতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, এর দ্বারা হযরত আবূ বকর, (রা.) ওমর (রা.) কে বোঝানো হয়েছে। তবে ইয়াহইয়া বিন সালমা বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জনাব রাসূলে আকরাম ﷺ মোদ্দাকথা বৈপারীত্যের কিছুই নেই। –[রূহুল মা'আনী ২৪৭/২৩/১২]

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠)

শানে নুযূল হযরত জা'ফর বিন আবূ তালিব ও তদ্বীয় সঙ্গী-সাথি যারা ছিলেন, তারা সকলেই আবেসিনিয়া (বর্তমান ইথিওপিয়া) হিজরত করে চলে যেতে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। তাদের এ সৎকাজের উপর দৃঢ় পদে যারা থাকবে, তাদের সু-সংবাদ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ২৪৯/২৩/১২]

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ : এখানে دين শব্দের অর্থ এখানে ইবাদত অথবা আনুগত্য। অর্থাৎ ধর্মের যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলা। এর পূর্ববর্তী বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যকে তাঁরই জন্যে খাঁটি করুন, যাতে শিরক, রিয়া ও নাম-যশের নাম-গন্ধও না থাকে। এরই তাকীদার্থে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, খাঁটি ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই শোভনীয়। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্য নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করল : ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি মাঝে মাঝে দান-খয়রাত করি অথবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার নিয়ত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিও থাকে এবং এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ; সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো বস্তু কবুল করেন না, যাতে অন্যকে শরিক করা হয়। অতঃপর তিনি প্রমাণ স্বরূপ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন। –(কুরতুবী)

নিষ্ঠা অনুপাতে আল্লাহর নিকট আমল গৃহীত হয় : কুরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহর কাছে আমলের হিসাব গণনা দ্বারা নয় ওজন দ্বারা হয়ে থাকে وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ এবং উল্লিখিত আয়াতসমূহের বক্তব্য এই যে, আল্লাহর কাছে আমলের মূল্যায়ন ও ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তের অনুপাতে হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য পূর্ণ ঈমান ব্যতিরেকে নিয়ত পূর্ণরূপে খাঁটি হতে পারে না। কেননা পূর্ণ খাঁটি নিয়ত এই যে, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে লাভ-লোকসানের মালিক গণ্য করা যাবে না। নিজের কাজকর্মে কাউকে ক্ষমতাশালী মনে করা যাবে না। এবং কোনো ইবাদত ও আনুগত্যে অপরের কল্পনা ও ধ্যান করা যাবে না। অনিচ্ছাধীন জল্পনা-কল্পনা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন।

যে সাহাবায়ে কেরাম মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম সারিতে অবস্থিত, তাঁদের আমল ও সাধনার পরিমাণ তেমন একটা বেশি দেখা যাবে না কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের আমল ও সাধনা অবশিষ্ট উম্মতের বড় বড় আমল ও সাধনার চেয়ে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ তো তাঁদের ঈমান ও পূর্ণ নিষ্ঠার কারণেই ছিল।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى : এ হলো আরবের মুশরিকদের অবস্থা। তখনকার দিনে সাধারণ মুশরিকরাও প্রায় এ বিশ্বাসই রাখত যে, আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টিকর্তা মালিক এবং সব কিছুতে ক্ষমতাশালী। শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করলে তারা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী ফেরেশতাগণের আকার-আকৃতিতে

মূর্তি-বিগ্রহ তৈরি করল। অতঃপর এই বিশ্বাস পোষণ করে নিল যে, এসব মূর্তি-বিগ্রহের প্রতি সম্মানও ভক্তি প্রদর্শন করলে সে ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট হবে, আকৃতিতে মূর্তি-বিগ্রহ নির্মিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহর নৈকট্যশীল। অথচ তারা জানত যে, এসব মূর্তি তাদেরই হাতের তৈরি। এদের কোনো বুদ্ধি-জ্ঞান-চৈতন্য, শক্তি-বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের দরবারের মতোই ধারণা করে নিয়েছিল। রাজ দরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি কারও প্রতি প্রসন্ন হলে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে পারে। তারা মনে করত, ফেরেশতাগণও রাজকীয় সভাসদবর্গের ন্যায় যে কারও জন্যে সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু এসব ধারণা শয়তানি, বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমত : এসব মূর্তি বিগ্রহ ফেরেশতাগণের আকৃতির অনুরূপ নয়। হলেও আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজেদের পূঁজা-অর্চনায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় এমন যে, কোনো বিষয়কে তারা স্বভাবগতভাবে ঘৃণা করে। এতদ্ব্যতীত তারা আল্লাহর দরবারে স্বতঃপ্রণোদিত কোনো সুপারিশ করতে পারে না যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কোনো বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেন।

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَرْضٰى.

তৎকালীন মুশরিকরাও বর্তমান কাফেরদের চেয়ে উত্তম ছিল : বর্তমান যুগের বস্তুবাদী কাফেররা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব তো স্বীকার করেই না, উপরন্তু আল্লাহ তা'আলার প্রতি সরাসরি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত কমিউনিজম ও ক্যাপিটালিজমের পারস্পরিক রঙ যত ভিন্নই হোক না কেন, উভয় কুফরের মোদ্দাকথা এই যে, নাউযুবিল্লাহ 'খোদা' বলতে কিছুই নেই, আমরাই আমাদের ইচ্ছার মালিক। আমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই। এ জঘন্যতম কুফর ও অকৃতজ্ঞতার ফলশ্রুতিতেই সমগ্র বিশ্ব থেকে শান্তি, স্বস্তি, স্থিতিশীলতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিদায় নিয়েছে। বর্তমান সুখ ও আরামের নতুন নতুন সাজসরঞ্জাম রয়েছে, কিন্তু সুখ নেই। চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং গবেষণার প্রাচুর্য রয়েছে, কিন্তু রোগ-ব্যাধিরও এত আধিক্য, যা পূর্বে কোনোকালে শোনা যায়নি। পাহারা চৌকি, পুলিশ ও গুপ্ত পুলিশ যত্রতত্র ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও অপরাধের মাত্রা নিত্যদিনই বেড়ে চলেছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি এবং সুখ ও আরামের নব নব পদ্ধতিই মানব জাতির বিপদ ডেকে আনছে। কুফরের শাস্তি তো পরকালে সকল কাফেরের জন্যই চিরস্থায়ী জাহান্নাম। কিন্তু এ অন্ধ অকৃতজ্ঞতার কিছু শাস্তি দুনিয়াতেও ভোগ করতে হবে বৈ কি। যে আল্লাহর দেওয়া উপাদানসমূহ ব্যবহার করে তারা আকাশে আরোহণ করতে সাহসী হয়েছে, সে আল্লাহকে অস্বীকার করা অন্ধ অকৃতজ্ঞতা নয় কি? درمیان خانہ گم کردیم صاحب خانہ را (আমরা গৃহাভ্যন্তরে গৃহ স্বামীকে হারিয়ে ফেলেছি।)

لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا : যারা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর সন্তান বলে আখ্যা দিত, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেওয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তান হতো, তবে তা তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। কেননা জবরদস্তি সন্তান তাঁর উপর চাপতে পারে না। যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো তবে তাঁর সত্তা ব্যতীত সবই তো তাঁর সৃষ্ট, অতএব, তাদের মধ্য থেকেই কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করতেন। সন্তান ও সন্তান জন্মদাতা উভয়ের সমজাত হওয়া অত্যাবশ্যক। অথচ সৃষ্টি স্রষ্টার সমজাত হতে পারে না। তাই সৃষ্টিকে সন্তানরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব।

يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ : تَكْوِيْر অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর রেখে তাকে আচ্ছাদিত করে দেওয়া। কুরআন পাক দিবারাত্রির পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের জন্য تَكْوِيْر শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। রাত্রি আগমন করলে যে দিনের আলোর উপর পর্দা রেখে দেওয়া হয় এবং দিনের আগমনে রাত্রির অন্ধকার যেন যবনিকার অন্তরালে চলে যায়।

চন্দ্রও সূর্য উভয়ই গতিশীল : كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى -এ থেকে জানা যায় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই বিচরণ করে। সৌর বিজ্ঞান ও ভূ-তত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা কুরআন পাক অথবা যে কোনো আসমানি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রসঙ্গক্রমে কোথাও কোনো বিষয় বর্ণিত হলে তার উপর ঈমান রাখা ফরজ। বৈজ্ঞানিকদের প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণা তো নিত্য পরিবর্তনশীল বিষয়; কিন্তু কুরআন পাকের তথ্যাবলি অপরিবর্তনীয়। আলোচ্য আয়াত এতটুকু ব্যক্ত করেছে যে, চন্দ্রও সূর্য উভয়ই গতিশীল। এর উপর বিশ্বাস রাখা ফরজ। এখন আমাদের সামনে সূর্যের উদয় ও অস্ত পৃথিবীর ঘূর্ণন দ্বারা হয় না, স্বয়ং সূর্যের ঘূর্ণন দ্বারা হয়, তা কুরআন পাক বর্ণনা করেনি। অভিজ্ঞতার আলোকে যা জানা যায়, তা মেনে নিতে আপত্তি নেই।

وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ -আয়াতে চতুষ্পদ সৃষ্টিকে وَاَنْزَلَ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ আকাশ থেকে নাজিল করা। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোর সৃষ্টিতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানির প্রভাব অত্যাধিক। তাই এগুলোও যেন আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে বলা যায়। মানুষের পোশাকের ক্ষেত্রেও কুরআন পাক এ শব্দ ব্যবহার করেছে। বলা হয়েছে– وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا –খনিজ পদার্থ লোহার ক্ষেত্রেও তাই বলা হয়েছে– وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ –সবগুলোর সারমর্মই এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে এগুলো সৃষ্টি করে মানুষকে দান করেছেন। -[কুরতুবী]

خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَاتٍ ثَلٰثٍ : এতে মানব সৃষ্টিতে অন্তর্নিহিত আল্লাহর কুদরতের কিছু রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহর কুদরতে এটাও ছিল যে, তিনি মায়ের পেটে সন্তানকে একই সময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে এরূপ করেননি ; বরং خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ তথা পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে যে নারীর গর্ভে এই ক্ষুদ্রজগৎ সৃষ্টি হতে থাকে, সে ধীরে ধীরে এই বোঝা বহনে অভ্যস্ত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই অনুপম সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে শত শত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং রক্ত ও প্রাণ সঞ্চালনের জন্যে চুলের মতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা-উপশিরা স্থাপন করা হয়। কিন্তু সাধারণ শিল্পীর মতো একাজ কোনো খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে করা হয় না ;বরং তিনটি অন্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হয়, যেখানে কোনো মানুষের পক্ষে কিছু সৃষ্টি করা তো দূরের কথা চিন্তা-কল্পনা ও সেখানে পৌছার পথ পায় না। – فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنْكُمْ : অর্থাৎ তোমাদের ঈমান দ্বারা আল্লাহর কোনো উপকার হয় না এবং কুফর দ্বারাও কোনো ক্ষতি হয় না। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকগণ এবং জিন ও মানব সবাই চূড়ান্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্ব বিন্দু পরিমাণ হ্রাস পায় না। –[ইবনে কাসীর]

وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ : অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের কুফর পছন্দ করেন না। এখানে رِضَاء শব্দের অর্থ মহব্বত করা অথবা আপত্তি ব্যতিরেকে কোনো কাজের ইচ্ছা করা। এর বিপরীতে سَخَط শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ কোনো কিছুকে অপছন্দ করা অথবা আপত্তিকর সাব্যস্ত করা যদিও তার সাথে ইচ্ছাও জড়িত থাকে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস এই যে, দুনিয়াতে কোনো ভালো অথবা মন্দ কাজ, ঈমান অথবা কুফর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তাই প্রত্যেকটি কাজের অস্তিত্ব লাভের জন্যে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা শর্ত। তবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও পছন্দ কেবল ঈমান ও ভালো কাজের সাথেই সম্পৃক্ত। কুফর, শিরক ও পাপাচার তিনি পছন্দ করেন না। শায়খুল ইসলাম নববী 'উসূল ও যাওয়াবেত গ্রন্থে লিখেছেন :

مَذْهَبُ اَهْلِ الْحَقِّ الْاِيْمَانُ بِالْقَدْرِ وَاِثْبَاتُهٗ وَاَنَّ جَمِيْعَ الْكَائِنَاتِ خَيْرُهَا وَشَرُّهَا بِقَضَاءِ اللّٰهِ وَقَدْرِهٖ وَهُوَ مُرِيْدٌ لَهَا كُلُّهَا وَيَكْرَهُ الْمَعَاصِىْ مَعَ اَنَّهٗ تَعَالٰى مُرِيْدٌ لَهَا لِحِكْمَةٍ يَعْلَمُهَا - جَلَّ وَعَلَا.

সত্যপন্থিদের মাজহাব তাকদীরে বিশ্বাস করা। আরও এই যে, ভালো-মন্দ সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আল্লাহর আদেশ ও তাকদীর দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে এবং আল্লাহ তা'আলা এগুলো সৃষ্টির ইচ্ছাও করেন। কিন্তু তিনি পাপাচারকে অপছন্দ করেন যদিও কোনো উপযোগিতার কারণে এসব পাপাচার সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। এই উপযোগিতা কি, তা তিনি জানেন।-[রূহুল-মা'আনী]

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَاءَ الَّيْلِ : এই বাক্যের পূর্বে কাফেরদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কুফর ও পাপাচারের স্বাদ উপভোগ করে নাও। অবশেষে তোমরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এরপর এ বাক্যে অনুগত মুমিনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং একে اَمَّنْ প্রশ্নবোধক শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে তাফসীরবিদগণ বলেন, এর পূর্বে একটি বাক্য উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ কাফেরদেক বলা হবে তুমি উত্তম, না সে অনুগত মুমিন বান্দা উত্তম যার কথা এখন উল্লেখ করা হবে? قَانِتٌ শব্দের কয়েক রকম তরজমা করা হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এর অর্থ আনুগত্যশীল। শব্দটি যখন বিশেষভাবে নামাজের ক্ষেত্রে বলা হয়, যেমন وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ-তখন এর অর্থ হবে সে ব্যক্তি, যে নামাজে দৃষ্টি নত রাখে এবং এদিক-সেদিক দেখে না, নিজের কোনো অঙ্গ অথবা কাপড় নিয়ে খেলা করে না এবং দুনিয়ার কোনো বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজে স্মরণ করে না। ভুল ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা এর পরিপন্থি নয়। –[কুরতুবী]

اٰنَاءَ الَّيْلِ-এর অর্থ রাত্রির প্রহরসমূহ। অর্থাৎ রাত্রির শুরুভাগ, মধ্যবর্তীও শেষাংশ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সহজ হিসাব কামনা করে, তার উচিত হবে আল্লাহ যেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে সেজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান। তার মধ্যে পরকালের চিন্তা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকা দরকার। কেউ কেউ মাগরিবও এশার মধ্যবর্তী সময়কেও اٰنَاءَ الَّيْلِ বলেছেন-[কুরতুবী]

وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ : এর পূর্বের বাক্যে সৎকাজের নির্দেশ রয়েছে। এতে কেউ আপত্তি করতে পারত যে, আমি যে শহরে অথবা রাষ্ট্রে বাস করছি কিংবা যে পরিবেশে আটকে আছি তা সৎকাজের প্রতিবন্ধক। এর জওয়াব এ বাক্যে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো বিশেষ রাষ্ট্র কিংবা শহর অথবা বিশেষ পরিবেশ থেকে যদি শরিয়তের হুকুম-আহকাম পালন করা দুষ্কর হয়, তবে তা ত্যাগ করা উচিত, আল্লাহর পৃথিবী সুপ্রশস্ত। সুতরাং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের উপযোগী কোনো স্থানে ও পরিবেশে গিয়ে বসবাস করা দরকার। এতে অনুপযুক্ত পরিবেশ থেকে হিজরত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হিজরতের বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে।

بِغَيْرِ حِسَابٍ এখানে إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّبِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থ- সবরকারীদের ছওয়াব কোনো নির্ধারিত পরিমাণে নয় -অপরিসীম ও অগণিত দেওয়া হবে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ بِغَيْرِ حِسَابٍ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়াতে কারও কাছে কারও কোনো প্রাপ্য থাকলে তাকে নিজের প্রাপ্য দাবি করে আদায় করতে হয়। কিন্তু আল্লাহর কাছে দাবি ব্যতিরেকেই সবরকারীরা তাদের ছওয়াব পাবে।

হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়ায়েত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কেয়ামতের দিন ইনসাফের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান খয়রাত ওজন করে সে হিসাবে পূর্ণ ছওয়াব দান করা হবে। এমনিভাবে নামাজ, হজ ইত্যাদি ইবাদতকারীদের ইবাদত মেপে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। অতঃপর বালা মসিবতে সবরকারীরা আগমন করলে তাদের জন্যে কোনো ওজন ও মাপ হবে না ; বরং তাদেরকে অপরিমিত ও অগণিত ছওয়াব দেওয়া হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّبِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ- ফলে যাদের পার্থিব জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয়েছে, তারা বাসনা প্রকাশ করবে-হায়, দুনিয়াতে আমাদের দেহ কাঁচির সাহায্যে কর্তিত হলে আজ আমরাও সবরের এমনি প্রতিদান পেতাম।

ইমাম মালেক (র.) এ আয়াতে صَابِرِيْنَ- এর অর্থ নিয়েছেন, যারা দুনিয়াতে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে সবর করে। কেউ কেউ বলেন, যারা পাপকাজ থেকে সংযম অবলম্বন করে, আয়াতে তাদেরকে صَابِرُوْنَ বলা হয়েছে। কুরতুবী (র.) বলে, صَابِرٌ শব্দকে অন্য কোনো শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপকাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাপদে সবরকারীর অর্থে ব্যবহৃত করা হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লিখিত হয়। যেমন বলা হয়- صَابِرٌ عَلٰى كَذَا অর্থাৎ অমুক বিপদে সবরকারী।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لِيُقَرِّبُوْنَا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِب বহছ مُضَارِعْ مَنْصُوْب بِلَام كَيْ বাব تَفْعِيْل মাসদার تَقْرِيْبٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমাদের ঘনিষ্ঠ করে দেয়।

يُكَوِّرُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْوِيْرٌ মূলবর্ণ (ك - و - ر) জিনস أَجْوَف وَاوِيْ অর্থ- জড়িয়ে দেন।

تُصْرَفُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার صَرْفٌ মূলবর্ণ (ص - ر - ف) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমরা ফিরে যাচ্ছ।

لَاتَزِرُ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبٌ বহছ نَفْي فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার وَزْرٌ মূলবর্ণ (و - ز - ر) জিনস مِثَال وَاوِيْ অর্থ- বোঝা উঠাবে না।

خَوَّلَهٗ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَخْوِيْلٌ মূলবর্ণ (خ - و - ل) জিনস أَجْوَف وَاوِيْ অর্থ– তাকে দান করেন।

تَمَتَّعْ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ أَمْر حَاضِر مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تمتع মূলবর্ণ (م - ت - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- ভোগ করে নাও।

قَانِتٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার قُنُوْتٌ মূলবর্ণ (ق - ن - ت) জিনস صَحِيْح অর্থ– ইবাদতকারী। ইবাদত করতে থাকে।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ أَمْر حَاضِر مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ : এখানে تَنْزِيْلُ টি মুবতাদা। আর الْكِتَابِ হলো মুযাফ ইলাইহি, আর مِنَ اللّٰهِ হলো খবর। আর الْعَزِيْزِ এবং الْحَكِيْمِ এদুটি اللّٰهِ শব্দের نَعْت হয়েছে। আর تَنْزِيْل টা উহ্য মুবতাদার খবর হওয়াও বৈধ অর্থাৎ هٰذَا تَنْزِيْلُ আর مِنَ اللّٰهِ টা تَنْزِيْل মাসদারের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। অথবা উহ্য ফেলের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে ; খবরের পর খবর হয়েছে। অথবা উহ্য ফেলের সাথে مُتَعَلِّقْ হয়ে الْكِتَابِ থেকে حَالْ হয়েছে।
–[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৪৮৭]

১১. আপনি বলে দিন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, এরূপে আল্লাহর ইবাদত করি, যেন তাঁরই উদ্দেশ্যে ইবাদতকে খাঁটি রাখি,	قُلْ اِنِّیْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّیْنَ ﴿۱۱﴾
১২. আর আমার প্রতি এটাও আদেশ করা হয়েছে যে, আমি সমস্ত মুসলমানের মধ্যে প্রথম হই।	وَاُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۱۲﴾
১৩. আপনি (এটাও) বলে দিন যে, যদি আমি আমার রবের নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমি এক ভীষণ দিনের আজাবের আশঙ্কা করছি।	قُلْ اِنِّیْۤ اَخَافُ اِنْ عَصَیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ﴿۱۳﴾
১৪. (আর এটাও) বলে দিন, আমি আল্লাহর ইবাদত এরূপে করে থাকি যে, তাঁরই উদ্দেশ্যে আমার ইবাদতকে খাঁটি রেখেছি,	قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِیْنِیْ ﴿۱۴﴾
১৫. অতএব, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাকে ইচ্ছা উপাসনা কর (পরলোকে কুফল দেখবে); আপনি বলে দিন, পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজেদের দিক হতে এবং নিজ পরিজনবর্গের দিক হতে কিয়ামত দিবসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; স্মরণ রেখ! এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।	فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِیْنَ الَّذِیْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِیْهِمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِیْنُ ﴿۱۵﴾
১৬. তাদের জন্য তাদের উপর দিক হতেও বেষ্টনকারী অগ্নিশিখা হবে এবং নিম্ন দিক হতেও বেষ্টনকারী অগ্নিশিখা হবে; এটা তাই, যা দ্বারা আল্লাহ নিজ বান্দাগণকে ভয় প্রদর্শন করেন; হে আমার বান্দাগণ! আমাকে ভয় কর।	لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ یُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ یٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿۱۶﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. قُلْ আপনি বলে দিন اِنِّیْۤ اُمِرْتُ আমি আদিষ্ট হয়েছি اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ যে এরূপে আল্লাহর ইবাদত করি مُخْلِصًا لَّهُ الدِّیْنَ যেন তাঁরই উদ্দেশ্যে ইবাদতকে খাঁটি রাখি।

১২. وَاُمِرْتُ আর আমার প্রতি এটাও আদেশ করা হয়েছে যে لِاَنْ اَكُوْنَ আমিই হই اَوَّلَ الْمُسْلِمِیْنَ সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রথম।

১৩. قُلْ আপনি বলে দিন যে اِنِّیْۤ اَخَافُ আমি আশঙ্কা করছি اِنْ عَصَیْتُ رَبِّیْ যদি আমি আমার রবের নির্দেশ অমান্য করি عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ তবে এক ভীষণ দিনের আজাবের।

১৪. قُلْ বলে দিন اللّٰهَ اَعْبُدُ আমি আল্লাহর ইবাদত এরূপে করে থাকি যে مُخْلِصًا لَّهٗ دِیْنِیْ তারই উদ্দেশ্যে আমার ইবাদতকে খাঁটি রেখেছি।

১৫. فَاعْبُدُوْا অতএব, তোমরা উপাসনা কর مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ আল্লাহকে ছাড়া যাকে ইচ্ছা قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ الْخٰسِرِیْنَ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই الَّذِیْنَ خَسِرُوْۤا যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে اَنْفُسَهُمْ নিজেদের দিক হতে وَاَهْلِیْهِمْ এবং নিজ পরিজনবর্গের দিক হতে یَوْمَ الْقِیٰمَةِ কিয়ামত দিবসে اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِیْنُ স্মরণ রেখ! এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।

১৬. لَهُمْ তাদের জন্য হবে مِّنْ فَوْقِهِمْ উপর দিক হতেও ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ বেষ্টনকারী অগ্নি শিখা وَمِنْ تَحْتِهِمْ এবং নিম্ন দিক হতেও ظُلَلٌ বেষ্টনকারী অগ্নিশিখা হবে ذٰلِكَ এটা তাই یُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ যা দ্বারা আল্লাহ ভয় প্রদর্শন করেন عِبَادَهٗ নিজ বান্দাগণকে یٰعِبَادِ হে আমার বান্দাগণ فَاتَّقُوْنِ আমাকে ভয় কর।

১৭. আর যারা শয়তানের পূজা হতে আত্মরক্ষা করে এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে, তারাই সুসংবাদ পাওয়ার যোগ্য, সুতরাং আপনি আমার সেই বান্দাগণকে সুসংবাদ দিন,	وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾
১৮. যারা এ কালামকে মনোযোগ দিয়ে শুনে, এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে; এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন এবং এরাই তারা–যারা জ্ঞানবান।	الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٨﴾
১৯. আচ্ছা, যে-ব্যক্তির উপর আজাবের বাক্য অবধারিত হয়ে রয়েছে; আপনি কি তবে এমন ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারবেন, (আল্লাহর জ্ঞানানুযায়ী) যে দোজখে অবস্থিত?	اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ﴿١٩﴾
২০. কিন্তু যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করতে থাকে, তাদের জন্য এমন প্রাসাদসমূহ নির্মিত হয়ে রয়েছে, যাদের উপর আরও প্রাসাদ আছে, তাদের পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; এটা আল্লাহর ওয়াদা; আল্লাহ (স্বীয়) ওয়াদা খেলাফ করেন না।	لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا আর যারা শয়তানের পূজা হতে আত্মরক্ষা করে وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে لَهُمُ الْبُشْرٰى তারাই সুসংবাদ পাওয়ার যোগ্য فَبَشِّرْ عِبَادِ সুতরাং আপনি আমার সেই বান্দাগণকে সুসংবাদ দিন।

১৮. الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ যারা এই কালামকে মনোযোগ দিয়ে শুনে فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত করেছেন وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ এবং এরাই তারা– যারা জ্ঞানবান।

১৯. اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ আচ্ছা যে– ব্যক্তির উপর অবধারিত হয়ে রয়ে রয়েছে كَلِمَةُ الْعَذَابِ আজাবের বাক্য اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ আপনি কি তবে এমন ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারবেন مَنْ فِى النَّارِ যে দোজখে অবস্থিত।

২০. لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ কিন্তু যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করতে থাকে لَهُمْ غُرَفٌ তাদের জন্য এমন প্রাসাদসমূহ নির্মিত হয়ে রয়েছে مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ যাদের উপর আরো প্রাসাদ আছে مَّبْنِيَّةٌ নির্মিত হয়ে রয়েছে تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ তাদের পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত وَعْدَ اللّٰهِ এটা আল্লাহর ওয়াদা لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ আল্লাহ (স্বীয়) ওয়াদা খেলাফ করেন না।

২১. (হে শ্রোতা!) তুমি কি এটার প্রতি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা প্রবেশ করিয়ে দেন জমিনের প্রস্রবণগুলোতে, তৎপর তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার শস্য উদগত করেন, অনন্তর ঐ শস্যগুলো সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তাকে হরিৎ বর্ণের দেখতে পাও, তৎপর তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন; এতে [এ উদাহরণে] জ্ঞানবানদের জন্য মহা উপদেশ রয়েছে।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ع

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. اَلَمْ تَرَ তুমি কি এর প্রতি লক্ষ্য করনি যে اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন فَسَلَكَهٗ অতঃপর তা প্রবেশ করিয়ে দেন يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ জমিনের প্রস্রবণগুলোতে ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ তৎপর তা দ্বারা উদগত করেন زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ বিভিন্ন প্রকার শস্য ثُمَّ يَهِيْجُ অনন্তর ঐ শস্যগুলো সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায় فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا তখন তুমি তাকে হরিৎ বর্ণের দেখতে পাও ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا তৎপর তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى এতে মহা উপদেশ রয়েছে لِاُولِى الْاَلْبَابِ জ্ঞানবানদের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ

শানে নুযূল–১ : ইবনে যায়েদ বলেন যে, আলোচ্য আয়াত জাহিলিয়্যা যুগের তিনটি ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। যারা জাহিলিয়্যা যুগেও لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলত। তারা হলেন, যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল, সালমান ও আবূ যার এ ব্যক্তিত্রয় সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল–২ : ইবনে ইসহাক বলেন, আলোচ্য আয়াত আব্দুর রহমান বিন আউফ, সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যায়েদও যুবায়েরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে– তারা হযরত আবূ বকর (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন বলে যখন জানতে পারল, তখন তারা হযরত আবূ বকর (রা.) নিকট এসে বলল যে, আপনি কি ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তখন তাদের সামনে আলোচনা করা হয় ফলে তারা সকলে মুসলমান হয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ২৫২/২৩/১২]

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧)

শানে নুযূল–১ : আলোচ্য আয়াত হযরত ওছমান (রা.) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, সাআদ সাঈদ, তালহা, ও যুবাইর (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে তারা সকলে মিলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি ঈমান গ্রহণ করেছেন বলে তাদেরকে জানান। ফলে তারাও ঈমান গ্রহণ করেন। তাদের ঈমান গ্রহণ করার পরিপ্রেক্ষিতে সু-সংবাদ স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল–২ : কারোও মতে আলোচ্য আয়াত যায়েদ, আমর বিন নুফাইল, আবূ যর গিফারী (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তারা রাসূল ﷺ নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই একত্ববাদ বিশ্বাসী ছিলেন। সেই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(কুরতুবী)

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (١٩)

শানে নুযূল : কুরাইশের লোকজন সকলেই ঈমান গ্রহণ করুক এটাই ছিল জনাব রাসূলে আকরাম ﷺ এর ঐকান্তিক কামনা ও প্রত্যাশা। অথচ তাদের কৃতকর্মের দরুন তাদের দূর্ভাগ্য তাদের ভাগ্যে কালিমা যুক্ত হয়ে পড়েছিলে। আল্লাহ তা'আলা সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। সে দুর্ভাগারা হচ্ছে আবূ লাহাব ও তার ন্যায় অন্যান্য দোসররা।–[কুরতুবী ২১৪/১৫ রূহুল মা'আনী ২৩/২৩/১২]

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ............ أُولُو الْأَلْبَابِ

এ আয়াতের তাফসীরে তাফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে কাসীর কর্তৃক গৃহীত উক্তি অনুযায়ী এখানে قول অর্থ আল্লাহর কালাম কুরআন অথবা তৎসহ রাসূলের শিক্ষাসমূহ। এগুলো সবই উত্তম। তাই স্থানোপযোগী বাহ্যিক বাক্য এরূপ ছিল : يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَهُ কিন্তু এ স্থলে أَحْسَنَ শব্দটি যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কুরআন ও রাসূলের শিক্ষাসমূহের অনুসরণ চক্ষু বন্ধ করে করেনি। মূর্খরা তাই করে। তারা কারও কথা শুনে হিতাহিত বিবেচনা না করেই তার অনুসরণ শুরু করে দেয়। বরং তারা আল্লাহ ও রাসূলের কথাকে সত্য ও উত্তম দেখার পর তার অনুসরণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে আয়াতের শেষাংশে তাদেরকে أُولُوالْأَلْبَابِ তথা বোধশক্তি সম্পন্ন খেতাব দেওয়া হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত কুরআনের মধ্যেই তাওরাত সম্পর্কে হযরত মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত আদেশের ভেতরে রয়েছে। বলা হয়েছে : فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوْا بِأَحْسَنِهَا এতেও أَحْسَنَ বলে সমগ্র তাওরাত ও তার বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়েতেও তেমনি قول অর্থ কুরআন এবং إِتِّبَاعِ أَحْسَنْ অর্থ সমগ্র কুরআনের অনুসরণ। পরবর্তী এক আয়াতে একেই أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ বলা হয়েছে। এই তাফসীর অনুযায়ী কেউ কেউ আরও বলেন যে, কুরআন পাকেও অনেক حَسَنْ (ভাল) ও أَحْسَنَ উত্তম শ্রেণির বিধান রয়েছে। উদাহরণতঃ প্রতিশোধ নেওয়া ও ক্ষমা করা উভয়টি জায়েজ, কিন্তু ক্ষমা করা উত্তম ও শ্রেয় বলা হয়েছে- وَاَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ -অনেক ব্যাপারে কুরআন মানুষকে বৈধ দু'টি পন্থার যে কোনো একদিক অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে একটি পন্থাকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলেছে, যেমন وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى -অনেক ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু বাধ্যবাধকতার উপর আমল করাকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব, আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, এসব লোক কুরআনের সাবধানতার বিধানও শুনে বাধ্যবাধকতাও শুনে; কিন্তু অনুসরণ করে বাধ্যবাধকতার উপর এবং حَسَنْ ও أَحْسَنْ শ্রেণির দু'পন্থার মধ্য থেকে أَحْسَنْ -কে অবলম্বন করে।

অনেক তাফসীরবিদ এক্ষেত্রে قَوْل -এর অর্থ নিয়েছেন সাধারণ মানুষের কথাবার্তা। এতে তাওহীদ, শিরক, কুফর, ইসলাম, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি সব রকম কথাবার্তাই অন্তর্ভুক্ত। এ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, যারা কাফের, মু'মিন, সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দ নির্বিশেষে এসব কথা শুনে তাওহীদের অনুসরণ করে এবং সত্য ও মিথ্যা কথা শুনে সত্যের অনুসরণ করে। সত্যেরও বিভিন্ন স্তর থাকলে সর্বোত্তম স্তরের অনুসরণ করে। এ কারণেই তাদেরকে দু'টি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। (এক) هَدَاهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন, ফলে বিভিন্ন প্রকার কথা শুনে বিভ্রান্ত হয় না। (দুই) أُولَائِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ –অর্থাৎ তারাই বুদ্ধিমান। বস্তুত ভালো-মন্দ ও -সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করাই বুদ্ধির কাজ।

তাই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত আমর ইবনে নুফায়েল, আবূ যর গিফারী ও সালমান ফারসী (রা.) প্রমুখ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমর ইবনে নুফায়েল জাহেলিয়াত যুগেও শিরক ও মূর্তি পূজাকে ঘৃণা করতেন। আবূ যর গেফারী ও সালমান ফারসী মুশরিক, ইহুদি খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের কথাবার্তা শুনে ও তাদের রীতিনীতি আচার আচরণ পরখ করার পর ইসলামকেই গ্রহণ করেছেন। –(কুরতুবী)

فَسَلَكَهُ يَنَابِيْعَ فِى الْأَرْضِ : এখানে يَنَابِيْعَ –শব্দটি يَنْبُوْعَ এর বহুবচন। অর্থ ভূমি থেকে নির্গত ঝরনা। উদ্দেশ্য এই যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করাই এক বড় নিয়ামত, কিন্তু একে ভূগর্ভে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা না করা হলে মানুষ তা দ্বারা বৃষ্টির দিনে অথবা এর অব্যবহিত পরে কয়েকদিন উপকৃত হতে পারত। অথচ পানির অপর নাম জীবন। পানি ব্যতীত মানুষ একদিনও বাঁচাতে পারে না, তাই আল্লাহ তা'আলা কেবল এ নিয়ামত নাজিল করেই ক্ষান্ত হননি, সংরক্ষিত করার জন্যেও বিস্ময়কর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিছু পানি তো ভূমির গর্তে চৌবাচ্চায় ও পুকুরসমূহে সংরক্ষিত হয়ে যায়

অনেক বড় ভাণ্ডারকে বরফে পরিণতি করে পর্বতের চূড়ায় তুলে রাখা হয়। ফলে পানি পচে যাওয়ার ও দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতঃপর সে বরফ আস্তে আস্তে গলে পর্বতের শিরা- উপশিরার পথে ভূমিতে নেমে আসে এবং স্থানে স্থানে ঝরনার আকারে আপনা-আপনি নির্গত হয়। এরপর নদী-নালার আকার ধারণ করে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে। এই পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ কুরআনে পাকে সূরায় মু'মিনূনের فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۭ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ-আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ : ফসল উৎপন্ন হওয়ার সময় এবং পাকার সময় তার উপর বিভিন্ন রঙ বিবর্তিত হতে থাকে। যেহেতু সব রঙই বিবর্তনশীল ও নিত্যনতুন তাই مُخْتَلِفًا শব্দটিকে ব্যাকরণিক নিয়মে حَالٌ (বর্তমানকাল বাচক) প্রয়োগ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ-অর্থাৎ পানি বর্ষণ, তাকে সংরক্ষিত করে মানুষের কাজে লাগানো, তা দ্বারা নানা রকমের উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষের উপর দিয়ে বিভিন্ন রঙের বিবর্তনের পর তা শুকিয়ে খাদ্যশস্য আলাদা এবং ভূমি আলাদা হওয়া এসব বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক উপদেশ রয়েছে। এগুলো আল্লাহর মহান কুদরত ও প্রজ্ঞার দলিল। এগুলো দেখে মানুষ নিজের সৃষ্টির রহস্যও অবগত হতে পারে, যা স্রষ্টাকে চেনার ও জানার উপায় হতে পারে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اُمِرْتُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِى مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَمْرٌ মূলবর্ণ (أ - م - ر) জিনস مَهْمُوز فَاء অর্থ- আমি আদিষ্ট হয়েছি।

شِئْتُمْ : সীগাহ جَمع مُذَكَّر حَاضِر বহছ فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব مَهْمُوز لَامْ এবং اَجْوَف يَائِىْ অর্থ- তোমাদের ইচ্ছা হয়। যাকে ইচ্ছা।

خَسِرُوْا : সীগাহ جَمع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَسْرُ মূলবর্ণ (خ - س - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ظُلَلٌ : অর্থ– ছায়াদার, মেঘমালা। ظُلَّةٌ-এর বহুবচন। যেমন, غُرْفَةٌ-এর বহুবচন غُرَفٌ আসে।

اَنَابُوْا : সীগাহ جَمع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنَابَةٌ মূলবর্ণ (ن - و - ب) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- মনোনিবেশ করে।

يَسْتَمِعُوْنَ : সীগাহ جَمع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِمَاعٌ মূলবর্ণ (س - م - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- তারা মনোযোগ দিয়ে শুনে।

مَبْنِيَّةٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبُنْيَانُ، اَلْبِنَاء মূলবর্ণ (ب - ن - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- নির্মিত হয়ে রয়েছে।

يَهِيْجُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার هَيْجٌ মূলবর্ণ (ه - ى - ج) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ- শুকিয়ে যায়।

مُصْفَرٌّ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اَلْاِصْفِرَارُ মূলবর্ণ (ص - ف - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– হরিৎ বর্ণের।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهٗ دِيْنِىْ : এখানে قُلْ টি ফে'ল, আর তার উহ্য যমীর اَنْتَ ফায়েল। اللّٰهَ শব্দটি مَفْعُوْل مُقَدَّمْ হলো اعبد ফে'লের। اَعْبُدُ ফে'ল তার মধ্যকার উহ্য যমীর اَنَا ফায়েল। আর مُخْلِصًا হলো حَالٌ আর لَهٗ টা مُتَعَلِّقْ এর সাথে হয়েছে। আর دِيْنِىْ হলো مُخْلِصًا -এর মাফউল অর্থাৎ مُخْلِصًا- لِيَكُوْنَ مَا سَالِمًا مِنَ الشِّرْكِ وَالرِّيَاءِ وَكُلِّ مَا يَشُوْبُ الْاَعْمَالَ مِمَّا يُفْسِدُهَا। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৪৯৯]

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ أُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٢﴾

২২. অতএব, আল্লাহ তা'আলা যার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং সে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নূরের উপর রয়েছে [এ ব্যক্তি আর সংকীর্ণমনা ব্যক্তি কি সমান?]; পরন্তু তাদের জন্য বড় সর্বনাশ– যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রভাবান্বিত হয় না; এরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

২৩. আল্লাহ তা'আলা অতি উৎকৃষ্ট বাণী অবতীর্ণ করেছেন, তা এমন গ্রন্থ যে, পরস্পর সামঞ্জস্যশীল, বার বার বর্ণিত হয়েছে, যার কারণে স্বীয় প্রতিপালকের ভয়ে ভীত লোকদের দেহ প্রকম্পিত হয়, অনন্তর তাদের দেহ এবং অন্তর কোমল হয়ে আল্লাহর জিকিরের প্রতি মনোনিবেশকারী হয়ে পড়ে; তা আল্লাহ তা'আলার হেদায়েত, তিনি যাকে ইচ্ছা, তার দ্বারা হেদায়েত করে থাকেন; আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

أَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. আচ্ছা, যে ব্যক্তি স্বীয় মুখমণ্ডলকে কিয়ামত দিবসে কঠিন আজাবের ঢাল বানাবে এবং এরূপ জালেমদেরকে বলা হবে যে, যা কিছু তোমরা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর, তবে কি এরা, আর যারা এরূপ নয়, সমান হতে পারে?

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ অতএব আল্লাহ তা'আলা যার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন لِلْإِسْلَامِ ইসলামের জন্য فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ এবং সে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের নূরের উপর রয়েছে فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ পরন্তু তাদের জন্য বড় সর্বনাশ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রভাবান্বিত হয় না أُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ এরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

২৩. اَللّٰهُ نَزَّلَ আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছেন أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ উৎকৃষ্ট বাণী كِتٰبًا তা এমন গ্রন্থ যে مُّتَشَابِهًا পরস্পর সামঞ্জস্যশীল مَّثَانِيَ বার বার বর্ণিত হয়েছে تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ যার কারণে স্বীয় প্রতিপালকের ভয়ে ভীত লোকদের দেহ প্রকম্পিত হয় ثُمَّ تَلِيْنُ অনন্তর কোমল হয়ে মনোনিবেশকারী হয়ে পড়ে جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ তাদের দেহ এবং অন্তর إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ আল্লাহর জিকিরের প্রতি ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ তা আল্লাহ তা'আলার হেদায়েত يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ তিনি যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা হেদায়েত করে থাকেন وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ তার জন্য কোনা পথ প্রদর্শক নেই।

২৪. أَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ আচ্ছা যে ব্যক্তি স্বীয় মুখমণ্ডলকে ঢাল বানাবে سُوْٓءَ الْعَذَابِ কঠিন আজাবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ এবং এরূপ জালেমদেরকে বলা হবে যে ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ যা কিছু তোমরা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর। তবে কি এরা আর যারা এরূপ নয়, সমান হতে পারে।

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে, তারাও (সত্যকে) অবিশ্বাস করেছিল, ফলে তাদের উপর এমনভাবে আজাব এসেছিল, যা তারা কল্পনাও করেনি।

فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. ফলত আল্লাহ্ তাদেরকে এ পার্থিব জীবনেই অবমাননা আস্বাদন করিয়েছিলেন, আর পরলোকের আজাব আরও বৃহত্তর। যদি এরা জানত!

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. আর আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়সমূহ বর্ণনা করেছি, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. তার অবস্থা এই যে, তা আরবি কুরআন, তাতে মাত্রই বক্রতা নেই, যেন তারা ভীত হয়।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۗ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, একজন (দাস) আছে, যাতে কয়েকজন অংশীদার রয়েছে, যারা পরস্পর বিরোধী, আর একজন (দাস) আছে, সে সম্পূর্ণ একই ব্যক্তির; এই উভয়ের অবস্থা কি সমান? প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে তারাও (সত্যকে) অবিশ্বাস করেছিল فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ ফলে তাদের উপর এমন ভাবে আজাব এসেছিল مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ যা তারা কল্পনাও করেনি।

২৬. فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ ফলত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আস্বাদন করিয়ে দিলেন الْخِزْيَ অবমাননা فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এ পার্থিব জীবনেই وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ আর পরলোকের আজাব আরও বৃহত্তর لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ যদি এরা জানত।

২৭. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا আর আমি বর্ণনা করেছি لِلنَّاسِ মানুষের জন্য فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ এই কুরআনে مِنْ كُلِّ مَثَلٍ প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়সমূহ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৮. قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا এর অবস্থা এই যে, তা আরবি কুরআন غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ তাতে মাত্রই বক্রতা নেই لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ যেন তারা ভীত হয়।

২৯. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে رَجُلًا একজন (দাস) আছে فِيْهِ شُرَكَآءُ যাতে কয়েকজন অংশীদার রয়েছে مُتَشٰكِسُوْنَ যারা পরস্পর বিরোধী وَرَجُلًا আর একজন দাস আছে سَلَمًا لِّرَجُلٍ সে সম্পূর্ণ একই ব্যক্তির هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا এই উভয়ের অবস্থা কি সমান ? اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ; বরং তাদের অধিকাংশই এটা জানে না।

৩০. আপনাকেও মরতে হবে এবং তারাও মরবে।	إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾
৩১. অতঃপর কিয়ামত-দিবসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সমীপে মকদ্দমা পেশ করবে।	ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. إِنَّكَ مَيِّتٌ আপনাকেও মরতে হবে وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ এবং তারাও মরবে।

৩১. ثُمَّ إِنَّكُمْ অতঃপর তোমরা يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামত-দিবসে عِندَ رَبِّكُمْ স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে تَخْتَصِمُونَ মকদ্দমা পেশ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ (٢٣)

শানে নুযূল –১: হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কতকজন বলল যে, হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল! অতি উত্তম হাদীছ আমাদেরকে বর্ণনা করুন, এবং যুগ-যুগান্তের খবরা-খবর সম্পর্কিত বর্ণনা দেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল –২ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত যে, সাহাবায়ে কেরাম যখন অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেছিলেন, তখন তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে কিছু বলুন। তখন তাদের অস্বস্তি যেন দূর হয়ে যায়, উপদেশমূলকভাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল –৩ : হযরত সা'আদ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) বলেন যে, সাহাবীগণ রাসূল ﷺ কে বললেন, আপনি যদি উপদেশমূলকভাবে কিছু বর্ণনা করতেন! তখন আল্লাহ তা'আলা اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ নাজিল করেন। অতঃপর তার বললেন, আমাদেরকে যদি কোনো ঘটনা শুনাতেন। তখন نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ আয়াত নাজিল হয়। অতঃপর বললেন, আপনি যদি আমাদেরকে উপদেশ করতেন! সে পরিপ্রেক্ষিতে
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ আয়াত নাজিল হয়।-[কুরতুবী ২১৮/১৫]

أَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ سُوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ (٢٤)

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত আবূ জাহলের ভয়াবহ পরিণতি কি হবে তার বিবরণ সম্পর্কীয় বিষয় নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।
–(রূহুল মা'আনী ২৬১/২৩/১২)

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ (٣٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ٣١

শানে নুযূল : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমরা আমাদের জীবনের দীর্ঘতম সময় পর্যন্ত যা দেখতে গেলাম, তা হচ্ছে এই যে, আলোচ্য আয়াত আমরা ও আহলে কিতাবদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।
-[কুরতুবী ২২৩/১৫ রূহুল মা'আনী ২৬৪/২৩/১২]

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ এখানে شَرْح এর শাব্দিক অর্থ উন্মুক্ত করা, ছড়ানো ও প্রশস্ত করা। বক্ষ উন্মোচনের অর্থ অন্তরের প্রশস্ততা। এর উদ্দেশ্য অন্তরে এরূপ যোগ্যতা থাকা যে, আল্লাহর সৃষ্টিগত নিদর্শনাবলি-আকাশ, পৃথিবী ও মানব সৃষ্টি ইত্যাদিতে চিন্তা-ভাবনা শিক্ষা ও উপকার লাভ করতে পারে এবং অবতীর্ণ কিতাব ও বিধি-বিধানে চিন্তা -ভাবনা করে লাভবান হতে পারে। এর বিপরীতে আসে অন্তরের সংকীর্ণতা (قَسَاوَتِ قَلْب) কুরআনের لِلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ আয়াতে এস্থলে يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا আয়াত বক্ষ উন্মোচনের বিপরীত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলে আমরা شَرْحِ صَدْر তথা বক্ষ উন্মোচনের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন : ঈমানের নূর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করলে অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহর বিধি-নিধান হৃদয়ঙ্গম করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আমরা আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর লক্ষণ কি? তিনি বললেন?

اَلْاِنَابَةُ اِلٰى دَارِالْخُلُوْدِ وَالتَّجَافِىْ عَنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالتَّاَهُّبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِهٖ

এর লক্ষণ হচ্ছে, চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি অনুরাগী হওয়া, ধোঁকার বাসস্থান (অর্থাৎ দুনিয়ার আনন্দ -কোলাহল) থেকে দূরে সরে থাকা এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা।-[রূহুল মা'আনী]

আলোচ্য আয়াতটি اَفَمَنْ প্রশ্নোবোধক শব্দ শুরু করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সে তার পালনকর্তার তরফ থেকে আগত নূরের আলোকে কর্ম সম্পাদন করে, সে কি সে ব্যক্তির সমান, যে সংকীর্ণ অন্তর কঠোর প্রাণ? এর বিপরীতে কঠোর প্রাণ ব্যক্তির উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ : এখানে قَسَاوَةٌ শব্দের কঠোর প্রাণ হওয়া, কারও প্রতি দয়ার্দ্র না হওয়া। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির ও বিধানাবলি থেকে কোনো প্রভাব কবুল করে না।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا : এর পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল- يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ -এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র কুরআনই اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ তথা উত্তম বাণী। حَدِيْث -এর শাব্দিক অর্থ এমন কথা অথবা কাহিনী যা, বর্ণনা করা হয়। কুরআনকে 'উত্তম বাণী' বলে আখ্যায়িত করার মর্ম এই যে, মানুষ যা কিছু বলে তন্মধ্যে উত্তম বাণী হচ্ছে কুরআন। অতঃপর কুরআনের কতিপয় বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে- (১) مُتَشَابِهًا -এর অর্থ কুরআনের বিষয়বস্তু পরস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা ও সত্যায়ন অন্য আয়াত দ্বারা হয়। এতে পরস্পর বিরোধিতা নেই। (২) مَثَانِىْ এটা مَثْنٰى -এর বহুবচন। অর্থাৎ কুরআনে একই বিষয়বস্তু বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (৩) تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ অর্থাৎ যারা আল্লাহর মাহত্ম্যে ভীত, কুরআন পাঠ করে তাদের দেহের লোম শিউরে উঠে। (৪) ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ...... অর্থাৎ কুরআন তেলাওয়াতের প্রভাবে কখনও আজাবের কথা শুনে দেহের লোম শিউরে উঠে এবং কখনও রহমত ও মাগফেরাতের বর্ণনা শুনে দেহও অন্তর সবই আল্লাহর স্মরণে নরম হয়ে যায়। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ অবস্থা তাই ছিল। তাঁদের সামনে কুরআন পাঠ করা হলে তাঁদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে যেত এবং দেহের লোম শিউরে উঠত।-(কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহর ভয়ে যে বান্দার লোম শিউরে উঠে, আল্লাহ তার দেহকে আগুনের জন্যে হারাম করে দেন।-(কুরতুবী)

اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ -এতে জাহান্নামের ভয়াবহতার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষের অভ্যাস এই যে, কোনো কষ্টদায়ক বিষয়ের সম্মুখীন হলে মানুষ তার মুখমণ্ডলকে বাঁচানোর জন্য হাত ও পা- কে ঢালরূপে ব্যবহার করে। কিন্তু জাহান্নামীরা হাত-পায়ের দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। তার আজাব সরাসরি তাদের মুখমণ্ডলে পতিত হবে। সে প্রতিরক্ষা করতে চাইলে মুখমণ্ডলকেই ঢাল বানাতে পারবে। কেননা তাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।-(নাউজুবিল্লাহ)

তাফসীরবিদ 'আতা ইবনে যায়েদ বলেন, জাহান্নামীকে জাহান্নামে হাত-পা বেঁধে হিঁচড়ে নিক্ষেপ করা হবে।-[কুরতুবী]

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ -যে ভবিষ্যৎকালে মরবে, তাকে مَيِّتٌ (ইয়ার উপর তাশদীদ সহকারে) এবং যে অতীতকালে মরে গেছে, তাকে مَيْت (ইয়ার উপর সাকিন সহকারে) বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনার শত্রু-মিত্র সবাই মৃত্যুবরণ করবে। এরূপ বলার উদ্দেশ্য সবাইকে

পরকালের চিন্তায় মনোযোগী করা এবং পরকালের কাজে আত্মনিয়োগে উৎসহিত করা। প্রসঙ্গতঃ একথাও বলে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সৃষ্টির সেরা এবং পয়গম্বরকুলের মধ্যমনি হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত নন, যাতে তাঁর ইন্তেকালের পর মানুষের মধ্যে ও বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি না হয়।-[কুরতুবী]

হাশরের আদালতে মজলুমের হক কিরূপে আদায় করা হবে? ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ - হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে إِنَّكُمْ শব্দের মধ্যে মু'মিন, কাফের মুসলমান, জালেম ও মজলুম সবাই অন্তর্ভুক্ত। তারা সবাই নিজ নিজ মোকদ্দমা আল্লাহ তা'আলার আদালতে দায়ের করবে এবং আল্লাহ তা'আলা জালেমকে মজলুমের হক দিতে বাধ্য করবেন। বুখারীতে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ধরন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কারও জিম্মায় কারও কোনো হক থাকলে তার উচিত দুনিয়াতেই তা আদায় করা অথবা ক্ষমা নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। কেননা পরকালে দীনার-দেরহাম থাকবে না যে, তা দিয়ে হক আদায় করা যাবে। সেখানে জালেম ব্যক্তির কিছু সৎকর্ম থাকলে তা জুলুমের পরিমাণে তার কাছে থেকে নিয়ে মজলুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে। তার কাছে কোনো সৎকর্ম না থাকলে মজলুমের গোনাহ্ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তাঁরা আরজ করল, ইয়া রসূলাল্লাহ ﷺ আমরা তো তাকেই নিঃস্ব মনে করি, যার কাছে নগদ অর্থকড়ি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সত্যিকার নিঃস্ব সে ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন অনেক নামাজ, রোজা ও হজ-জাকাত ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করেছিল এবং কাউকে প্রহার করে দুঃখ দিয়েছিল-এসব মজলুম সবাই আল্লাহর সামনে তাদের জুলুমের প্রতিকার দাবি করবে।- ফলে তার সৎকর্মসমূহ তাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। যদি তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মজলুমের হক অবশিষ্ট থাকে তবে মজলুমের গোনাহ্ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব, এ ব্যক্তি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কেয়ামতে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সেই প্রকৃত নিঃস্ব।

তাবারানীতে বর্ণিত হযরত আবূ আইয়্যুব আনসারী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার আদালতে সর্বপ্রথম স্বামী ও স্ত্রীর মোকদ্দমা পেশ হবে। সেখানে জিহ্বা কথা বলবে না, বরং স্ত্রীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে যে, সে তার স্বামীর প্রতি কি কি দোষ আরোপ করত। এমনিভাবে স্বামীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে সে কিভাবে তার স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাত। অতঃপর প্রত্যেকের সামনে তার চাকর-চাকরানী উপস্থিত হবে এবং তাদের অভিযোগের ফয়সালা করা হবে। এরপর বাজারের যে সব লোকের সাথে তার কাজ-কারবার ও লেনদেন ছিল, তারা উপস্থিত হবে। সে কারও প্রতি জুলুম করে থাকলে তাকে তার হক দিতে বাধ্য করা হবে।

জুলুম ও হকের বিনিময়ে সবরকম আমল দেওয়া হবে কিন্তু ঈমান দেওয়া হবে না : তাফসীরে মাযহারীতে লিখিত আছে, মজলুমের হকের বিনিময়ে জালেমের আমল দেওয়ার অর্থ এই যে, ঈমান ব্যতীত অন্যান্য আমল দেওয়া হবে। কেননা সব জুলুমই কর্মগত গোনাহ-কুফর নয়। কর্মগত গোনাহসমূহের শাস্তি হবে সীমিত। কিন্তু ঈমান একটি অসীম আমল, এর পুরস্কার ও অসীম। অর্থাৎ চিরকাল জান্নাতে বসবাস করা; যদিও তা গোনাহের শাস্তি ভোগ করা এবং কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করার পরে হয়। এর সারমর্ম এই যে, জালেমের ঈমান ব্যতীত নব সৎকর্মই যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে কেবল ঈমান বাকি থাকবে, তখন তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবেনা ;বরং মাজলুমদের গোনাহ্ তার উপর চাপিয়ে হক আদায় করা হবে। ফলে সে গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অনন্তকাল সেখানে থাকবে। মাযহারীর বর্ণনা মতে ইমাম বায়হাকীও তাই বলেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

شَرَحَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ فِعل مَاضِى مَعْرُوف বাব فَتَحَ মাসদার شَرْحٌ মূলবর্ণ (ش - ر - ح) জিনস صَحِيْح অর্থ- উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

تَقْشَعِرُّ : সীগাহ وَاحِد مؤنث غائب বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব افْعِلَّالٌ মাসদার اِقْشِعْرَارٌ মূলবর্ণ (ق - ش - ع - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- প্রকম্পিত হয়।

يَخْشَوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার خَشْيَةٌ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌ অথ- তারা ভয় করে।

تَلِيْنُ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبٌ বহছ مَضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার لَيْنٌ মূলবর্ণ (ل - ى - ن) জিনস اَجْوَف يَائِىٌ অর্থ- কোমল হয়ে পড়ে।

هَادٍ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم فَاعِلٌ বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌ অর্থ- পথপ্রদর্শক।

يَتَّقِىْ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- ঢাল বানাবে। রক্ষা করবে।

اَذَاقَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِذَاقَةٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اَجْوَف وَاوِىٌ অর্থ- আস্বাদন করিয়ে ছিলেন।

يَتَذَكَّرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَذَكُّرٌ মূলবর্ণ (ذ - ك - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

يَتَّقُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- যেন তারা ভীত হয়।

مُتَشَاكِسُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم فَاعِلٌ বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّشَاكُسُ মূলবর্ণ (س - ك - س) জিনস صَحِيْح অর্থ- পরস্পর বিরোধী।

تَخْتَصِمُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِخْتِصَامُ মূলবর্ণ (خ - ص - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- মকদ্দমা পেশ করবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ : এখানে বাক্য টি পূর্বোল্লিখিত كِتٰبًا -এর তৃতীয় সিফত হয়েছে। আর مِنْهُ টা تَقْشَعِرُّ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর جُلُوْدُ হলো ফায়েল الَّذِيْنَ ইসমে মাওসূল يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ হলো সেলাহ। ثُمَّ হরফে আতফ যা تَرَاخِىْ -এর জন্য হয়েছে। تَلِيْنُ ফে'ল আর جُلُوْدُهُمْ ফায়েল। আর وَاوْ হরফে আতফএবং قُلُوْبُهُمْ টা جُلُوْدُهُمْ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ টা تَلِيْنُ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫০৬]

পারা : ২৪

অনুবাদ	আয়াত
৩২. অনন্তর সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হবে? যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে? আর মিথ্যা সাব্যস্ত করে সত্যবাণী (কুরআন)-কে, যখন তা তাদের নিকট উপনীত হয়; এরূপ কাফেরদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম হবে না?	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾
৩৩. আর যারা সত্যবাণী নিয়ে এসেছে এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, তারাই পরহেজগার।	وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. তারা যা কিছু চাইবে, তার সব কিছুই তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে; এটাই হচ্ছে নেককারদের প্রতিদান।	لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾
৩৫. যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে তাদের মন্দ কার্যসমূহ দূর করে দেন এবং তাদের নেক আমলের বিনিময়ে তাদেরকে তার ছওয়াব প্রদান করেন।	لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. আল্লাহ্ তা'আলা কি তার বান্দার (হেফাজতের) জন্য যথেষ্ট নন? আর তারা আপনাকে আল্লাহ্ ব্যতীত ঐ সকল (দেবতাগণ) হতে ভয় প্রদর্শন করছে; আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোনো পথ-প্রদর্শক নেই।	أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. فَمَنْ أَظْلَمُ অনন্তর সে ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হবে مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ আর মিথ্যা সাব্যস্ত করে সত্যবাণী (কুরআন) –কে إِذْ جَاءَهُ যখন তা তাদের নিকট উপনীত হয় أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ জাহান্নাম কি হবে না مَثْوًى لِلْكٰفِرِينَ এরূপ কাফেরদের জন্য অবাসস্থল।

৩৩. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ আর যারা সত্যবাণী নিয়ে এসেছে وَصَدَّقَ بِهِ এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে أُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ তারাই পরহেজগার।

৩৪. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ তারা যা কিছু চাইবে তার সব কিছুই তাদের জন্য রয়েছে عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের নিকট ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ এটাই হচ্ছে নেককারদের প্রতিদান।

৩৫. لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে দূর করে দেন أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا তাদের মন্দ কার্যসমূহ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ এবং তাদের কে তার ছওয়াব প্রদান করেন بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ তাদের নেক আমলের বিনিময়ে।

৩৬. أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ আল্লাহ তা'আলা কি যথেষ্ট নন عَبْدَهُ তাঁর বান্দার (হেফাজতের) জন্য وَيُخَوِّفُونَكَ আর তারা আপনাকে ভয় প্রদর্শন করছে بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ আল্লাহ ব্যতীত ঐ সকল (দেবতাদের) থেকে وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই।

৩৭. আর যাকে তিনি হেদায়েত দান করেন তাকে কেউই পথভ্রষ্টকারী নেই; আল্লাহ কি পরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?	وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ۗ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾
৩৮. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আসমানসমূহ ও জমিনকে কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা এটাই বলবে যে, আল্লাহ; আপনি বলুন, আচ্ছা! তবে বল তো, আল্লাহ্ ভিন্ন তোমরা যে সমস্ত মা'বূদের উপাসনা করছ, যদি আল্লাহ্ আমাকে কোনো কষ্ট দিতে চান, তবে কি এই মা'বূদরা তাঁর প্রদত্ত সে কষ্টকে দূর করতে পারবে? কিংবা যদি আল্লাহ্ আমার উপর অনুগ্রহ করতে চান, তবে কি এ মা'বূদরা তার সে অনুগ্রহ প্রতিরোধ করতে পারবে? আপনি বলুন, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট; নির্ভরকারীগণ তাঁরই উপর নির্ভর করে থাকে।	وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۗ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٣٨﴾
৩৯. আপনি বলুন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও (আমার রীতি অনুযায়ী) কাজ করছি, অনন্তর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।	قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. সে কে? যার উপর এমন আজাব আগত প্রায়, যা তাকে লাঞ্ছিত করে দিবে এবং (মৃত্যুর পর) তার উপর স্থায়ী আজাব নিপতিত হবে।	مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ আর যাকে আল্লাহ হেদায়েত করেন فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ তাকে কেউই পথভ্রষ্টকারী নেই اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِي انْتِقَامٍ আল্লাহ কি পরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন।

৩৮. وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ যে আসমানসমূহ ও জমিনকে কে সৃষ্টি করেছে لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ তবে তারা এটাই বলবে যে, আল্লাহ قُلْ আপনি বলুন اَفَرَءَيْتُمْ আচ্ছা তবে বল তো مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন তোমরা যে সমস্ত মা'বূদের উপাসনা করছ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ যদি আল্লাহ আমাকে কোনো কষ্ট দিতে চান هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖٓ তবে কি এই মা'বূদরা তার প্রদত্ত কষ্টকে দূর করতে পারবে? اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ কিংবা যদি আল্লাহ্ আমার উপর অনুগ্রহ করতে চান هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ তবে কি এই মা'বূদরা তার সেই অনুগ্রহ প্রতিরোধ করতে পারে? قُلْ আপনি বলুন حَسْبِيَ اللّٰهُ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ নির্ভরকারীগণ তাঁরই উপর নির্ভর করে থাকে।

৩৯. قُلْ আপনি বলুন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ তোমরা তোমাদের অবস্থায় কাজ করতে থাক اِنِّيْ عَامِلٌ আমিও (আমার রীতি অনুযায়ী) কাজ করছি فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ অনন্তর অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

৪০. مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ সে কে? যার উপর এমন আজাব আগতপ্রায় يُّخْزِيْهِ যা তাকে লাঞ্ছিত করে দেবে وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ এবং (মৃত্যুর পর) তার উপর স্থায়ী আজাব নিপতিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ [٣٦]

শানে নুযূল : কুরাইশরা রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলত তুমি তো আমাদের উপাস্যগুলোর সমালোচনা করে ধ্বংসে নিপতিত হবে অথবা তাদের মন্দাচারীর কারণে তোমার প্রতি বিকারগ্রস্থতা আপতিত হবে। তাদের বাতিল ইলাহের সমালোচনার প্রেক্ষিতে তারা যে ভীতি প্রদর্শন করেছিল, আল্লাহ তা'আলা সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ৫/২৪/১২]

وَالَّذِىْ جَاۤءَ بِالصِّدْقِ এবং وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ এ দুই জায়গায় صَدَّقَ-এর অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ আনীত শিক্ষাসমূহ, তা কুরআনই হোক অথবা হাদীস হোক। وَصَدَّقَ بِهٖ বাক্যে এর সত্যায়নকারী সব মু'মিন-মুসলমানই অন্তর্ভুক্ত।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ কাফেররা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে একথা বলে ভয় দেখিয়েছিল যে, যদি আপনি আমাদের প্রতিমাদের প্রতি বে-আদবী প্রদর্শন করেন, তবে তাদের কোপানল থেকে আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না; তাদের প্রভাব খুব সাংঘাতিত। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং জওয়াবে বলা হয় যে, আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?

সে জন্যই কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে বান্দার অর্থ নিয়েছে বিশেষ বান্দা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ। অন্যান্য তাফসীরবিদগণ বলেন যে, এখানে যে কোনো বান্দা বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতের অপর এক কেরাত عباده বর্ণিত আছে। এ কেরাত দ্বিতীয় তাফসীরের সমর্থক। বিষয়বস্তু সর্বাবস্থায় ব্যাপক; অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক বান্দার জন্যই যথেষ্ট।

শিক্ষা ও উপদেশ : وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ অর্থাৎ কাফেররা আপনাকে তাদের মিথ্যা উপাস্যদের কোপানলের ভয় দেখায়। এ আয়াত পাঠ করে পাঠকবর্গ সাধারণত মনে করে যে, এটা আর কি, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কাফেরদের হুমকি বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। তারা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না যে, এতে আমাদের জন্য কি পথনির্দেশ রয়েছে। অথচ সুস্পষ্ট ব্যাপার এই যে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে ভয় দেখিয়ে বলে, তুমি অমুক হারাম অথবা পাপ কাজ না করলে তোমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অথবা শাসকশ্রেণি তোমার প্রতি রাগান্বিত হবেন এবং তোমার ক্ষতি করবেন, এরূপ ভীতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তিও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে মুসলমান হয়। আমাদের সমাজে এরূপ ঘটনার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। অধিকাংশ চাকুরির ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানাবলি অমান্য করবে, না অফিসারবর্গের কোপানলের শিকার হবে, এরূপ টানা-পোড়েনের সম্মুখীন হতে হয়। আলোচ্য আয়াত তাদের সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা কি তোমাদের হেফাজতের জন্য যথেষ্ট নন? তোমরা খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্য গোনাহ্ না করার সংকল্প করলে এবং আল্লাহর বিধানাবলির বিপক্ষে কোনো শাসক ও কর্মকর্তার রক্তচক্ষুর পরওয়া না করলে আল্লাহর সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। বেশির চেয়ে বেশি চাকুরি নষ্ট হয়ে গেলেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জীবিকার অন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজেই এ ধরনের চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টায় থাকা মুসলমানের কর্তব্য। কোনো উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গেলে অনতিবিলম্বে এ ধরনের চাকুরি ত্যাগ করা উচিত।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَظْلَمُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم تَفْضِيْل বাব ضَرَبَ মাসদার ظُلْمٌ মূলবর্ণ (ظ ـ ل ـ م) জিনস صَحِيْح অর্থ– বড় জালিম।

يَشَاۤءُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ ء) জিনস মুরাক্কাব اَجْوَف يَائِىْ এবং مَهْمُوْز لَامْ অর্থ– তারা চাইবে।

أَسْوَأَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم تَفْضِيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّوْءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ء) জিনস মুরাক্কাব مَهْمُوز لَام এবং اَجْوَف وَاوِيّ অর্থ– মন্দ কার্য।

اَحْسَنَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم تَفْضِيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْحُسْنُ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ ن) জিনস صَحِيْح অর্থ– নেক আমল।

كَافٍ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার كِفَايَةٌ মূলবর্ণ (ك ـ ف ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِيّ অর্থ– যথেষ্ট।

يُخَوِّفُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَخْوِيْفٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ف) জিনস اَجْوَف وَاوِيّ অর্থ– তারা ভয় প্রদর্শন করছে।

رَأَيْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ فِعل مَاضِى مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مَهْمُوز عَيْن এবং نَاقِص يَائِيّ অর্থ– তবে বলতো, তোমরা দেখেছ।

أَرَادَنِى : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِرَادَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اَجْوَف وَاوِيّ অর্থ– চান। ইচ্ছা করেন।

كَاشِفَاتٌ : সীগাহ جَمْع مُؤَنَّث বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَشْفُ মূলবর্ণ (ك ـ ش ـ ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– দূরকারী। প্রতিহতকারী।

مُمْسِكَاتٌ : সীগাহ جَمْع مُؤَنَّث বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِمْسَاكٌ মূলবর্ণ (م ـ س ـ ك) জিনস صَحِيْح অর্থ– প্রতিরোধকারী। আটককারী।

مُتَوَكِّلُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّوَكُّلُ মূলবর্ণ (و ـ ك ـ ل) জিনস مِثَال وَاوِيّ অর্থ– নির্ভরকারীগণ।

يُخْزِيْهِ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِخْزَاءٌ মূলবর্ণ (خ ـ ز ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِيّ অর্থ– তাকে লাঞ্ছিত করে দিবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ : حَسْبِىَ হলো মুবতাদা। আর اللّٰهُ হলো خَبَرْ অথবা حَسْبِىَ খবর এবং اللّٰهُ মুবতাদা এবং বাক্যটি হলো قُلْ ক্রিয়ার مَقُوْل বা বক্তব্য ; عَلَيْهِ হলো يَتَوَكَّلُ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ এবং يَتَوَكَّلُ হলো فِعْل এবং اَلْمُتَوَكِّلُوْنَ হলো فَاعِلْ। –(ই'রাবুল কুরআন : ৬/৫১৮)

বাংলা অনুবাদ	আরবি আয়াত
৪১. আমি মানুষের (উপকারের) জন্য আপনার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা সত্যের বাহক, সুতরাং যে সুপথ অবলম্বন করবে, সে নিজেরই হিতের জন্য (করবে); আর যে বিপথে থাকবে তার বিপথ গমন তারই উপর বর্তাবে, আর আপনাকে তাদের উপর দায়গ্রস্ত অধিকারী বানানো হয়নি।	إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾
৪২. আল্লাহ্ আত্মাসমূহকে কবজ করে থাকেন তাদের মৃত্যুকালে, আর সে আত্মাসমূহকেও যাদের মৃত্যুকাল আসেনি– তাদের নিদ্রিত অবস্থায়, অনন্তর সে আত্মাসমূহকে (দেহে ফিরিয়ে আসা হতে) নিবৃত্ত রাখেন– যাদের প্রতি মৃত্যুর আদেশ হয়েছে, আর অবশিষ্ট আত্মাগুলোকে অবকাশ দেন, এক নির্দিষ্ট কাল (অর্থাৎ আয়ুষ্কাল) পর্যন্ত; এতে বহু প্রমাণ রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।	اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى إِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. হ্যাঁ, (এতদসত্ত্বেও) তারা কি আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্যকে (উপাস্য) সাব্যস্ত করে রেখেছে– যারা সুপারিশ করবে? আপনি বলে দিন, যদিও এরা (কল্পিত সুপারিশকারীরা) কোনো ক্ষমতা না রাখে এবং কোনো জ্ঞানই না রাখে, তবুও কি?	اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ۗ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি الْكِتٰبَ এই কিতাব لِلنَّاسِ মানুষের (উপকারের) জন্য بِالْحَقِّ যা সত্যের বাহক فَمَنِ اهْتَدٰى সুতরাং যে সুপথ অবলম্বন করবে فَلِنَفْسِهٖ সে নিজেরই হিতের জন্য (করবে) وَمَنْ ضَلَّ আর যে বিপথে থাকবে فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا তার বিপথ গমন তার উপরই বর্তাবে وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ আর আপনাকে তাদের উপর দায়গ্রস্ত অধিকারী বানানো হয়নি।

৪২. اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ আল্লাহ আত্মাসমূহকে কবজ করে থাকেন حِيْنَ مَوْتِهَا তাদের মৃত্যুকালে وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ আর সেই আত্মাসমূকেও যাদের মৃত্যুকাল আসেনি فِيْ مَنَامِهَا তাদের নিদ্রিত অবস্থায় فَيُمْسِكُ الَّتِيْ অনন্তর সেই আত্মাসমূহকে (দেহে ফিরে আসা থেকে) নিবৃত্ত রাখেন قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ যাদের প্রতি মৃত্যুর আদেশ হয়েছে وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى আর অবশিষ্ট আত্মাগুলোকে অবকাশ দেন اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এতে বহু প্রমাণ রয়েছে لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

৪৩. اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ হ্যাঁ, (এতদসত্ত্বেও) তারা কি আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্যকে (উপাস্য) সাব্যস্ত করে রেখেছে شُفَعَاءَ যারা সুপারিশ করবে قُلْ আপনি বলে দিন اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا যদিও এরা কোনোও ক্ষমতা না রাখে وَلَا يَعْقِلُوْنَ এবং কোনো জ্ঞানই না রাখে, তবুও কি?

৪৪. আপনি বলে দিন যে, সুপারিশ করা তো সম্যকরূপে আল্লাহরই এখতিয়ারে; আসমানসমূহের ও জমিনের রাজত্ব তাঁরই জন্য; অনন্তর তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।	قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর যখন এককভাবে আল্লাহর উল্লেখ করা হয় (যে, তিনিই একমাত্র মা'বূদ), তখন তাদের অন্তরগুলো সংকুচিত হয়ে পড়ে– যারা পরলোকের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, আর যখন আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্যদের উল্লেখ করা হয়, তখন অমনি তারা প্রফুল্ল হয়ে উঠে।	وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. আপনি বলুন, হে আল্লাহ্! আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা! প্রকাশ্য ও গুপ্তের জ্ঞাতা! আপনিই (কিয়ামত-দিবসে) নিজ বান্দাগণের মধ্যে সে সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা করে দিবেন, যেগুলোতে তারা মতভেদ করত।	قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর যদি অত্যাচারী (কাফের)-দের নিকট সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুও বিদ্যমান থাকে এবং তার সাথে তৎপরিমাণ বস্তু আরও হয়, তবুও তারা (দ্বিধাহীনভাবে তা) প্রদান করতে প্রস্তুত হবে কিয়ামত-দিবসে কঠোর আজাব হতে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে; আর আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের সম্মুখে এমন ব্যাপার উপস্থিত হবে, যার ধারণাও তাদের ছিল না।	وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. قُلْ আপনি বলে দিন যে لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا সুপারিশ করা তো সম্যকরূপে আল্লাহরই এখতিয়ারে لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহের ও জমিনের রাজত্ব তাঁরই জন্য ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ অনন্তর তোমরা তাঁরই দিকে ফিরে যাবে।

৪৫. وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ আর যখন এককভাবে আল্লাহর উল্লেখ করা হয় اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ তখন তাদের অন্তরগুলো সংকুচিত হয়ে পড়ে الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখেনা وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ আর যখন আল্লাহ ভিন্ন অন্যান্যদের কথা উল্লেখ করা হয় اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ তখন অমনি তারা প্রফুল্ল হয়ে উঠে।

৪৬. قُلْ আপনি বলুন اللّٰهُمَّ হে আল্লাহ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ প্রকাশ্য ও গুপ্তের জ্ঞাতা اَنْتَ تَحْكُمُ আপনি সে সমস্ত বিষয়ের ফয়সালা করে দেন بَيْنَ عِبَادِكَ নিজ বান্দাগণের মধ্যে فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ যে গুলোতে তারা মতভেদ করত।

৪৭. وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا আর যদি অত্যাচারী (কাফের) দের নিকট বিদ্যমান থাকে مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুও وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ এবং তার সাথে তৎপরিমাণ বস্তু আরও হয় لَافْتَدَوْا بِهٖ তবুও তারা (দ্বিধাহীনভাবে তা) প্রদান করতে প্রস্তুত হবে مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ কঠোর আজাব হতে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সম্মুখে এমন ব্যাপার উপস্থিত হবে مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ যার ধারণাও তাদের ছিল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মৃত্যু ও নিদ্রাকালীন প্রাণ হরণের পার্থক্য : اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا - تَوَفِّىْ এর শাব্দিক অর্থ নেওয়া ও করায়ত্ত করা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, প্রাণীদের প্রাণ সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণই আল্লাহ তা'আলার আয়ত্তাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে ও ফিরিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলার এ কুদরত প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যহ দেখে ও অনুভব করে। নিদ্রার সময় তার প্রাণ আল্লাহ তা'আলার এক প্রকার করায়ত্তে চলে যায় এবং জাগ্রত হওয়ার পর ফিরে পায়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তা সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং ফিরে পাওয়া যাবে না।

তাফসীরে মাযহারীতে আছে, প্রাণ হরণ করার অর্থ তার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কখনও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সবদিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনও শুধু বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। অভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা ও ইচ্ছাভিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাকি থাকে। ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত থাকে। এটা এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাণকে 'আলমে মিছাল' অধ্যয়নের দিকে নিবিষ্ট করে এ জগৎ থেকে বিমুখ ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ পরিপূর্ণ আরাম লাভ করতে পারে। যখন অভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তখন দেহের জীবন সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতে تَوَفِّىْ শব্দটি উপরিউক্ত উভয় প্রকার প্রাণ হরণের অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে। মৃত্যু ও নিদ্রার উপরিউক্ত পার্থক্যের সমর্থন হযরত আলী (রা.)-এর এক উক্তি থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'নিদ্রার সময় মানুষের প্রাণ তার দেহ থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণের একটি রেশ দেহে বাকি থাকে। ফলে মানুষ জীবিত থাকে। এ রেশের মাধ্যমেই সে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন আলমে মিছালের দিকে প্রাণের নিবিষ্ট থাকা অবস্থায় দেখা হলে তা সত্য স্বপ্ন হয় এবং সেদিক থেকে দেহের দিকে ফিরে আসার সময় দেখলে তাতে শয়তানের কারসাজি শামিল হয়ে যায়। ফলে সেটা সত্য স্বপ্ন থাকে না।' তিনি আরও বলেন, 'নিদ্রাবস্থায় প্রাণ দেহে থেকে বেরিয়ে যায়; কিন্তু জাগরণের সময় এক নিমেষের চেয়েও কম সময়ে দেহে ফিরে আসে।

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের নামাজ কিসের দ্বারা শুরু করতেন? তিনি বললেন, তিনি যখন তাহাজ্জুদের জন্যে উঠতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র.) বলেন, আমি কুরআন পাকের এমন এক আয়াত জানি যা পাঠ করে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন : اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -[কুরতুবী]

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) এ আয়াত পাঠ করে বললেন, ধ্বংস হোক লোক দেখানো ইবাদতকারীরা, ধ্বংস হোক লোক দেখানো ইবাদতকারীরা, এ আয়াত তাদের সম্পর্কেই, যারা দুনিয়াতে মানুষকে দেখানোর জন্যে সৎকর্ম করত এবং লোকেরাও তাদেরকে সৎ মনে করত। তারা ধোঁকায় ছিল যে, এসব সৎকর্ম পরকালে তাদের মুক্তির উপায় হবে; কিন্তু এগুলোতে যেহেতু নিষ্ঠা ছিল না, তাই আল্লাহর কাছে এরূপ সৎকর্মের কোনো পুরস্কার ও ছওয়াব নেই। ফলে পরকালে তাদের ধারণার বিপরীতে শাস্তি হতে থাকবে। -[কুরতুবী]

সাহাবায়ে কেরামের পরস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ : হযরত রবী ইবনে খাইসামকে কেউ হযরত হোসাইন (রা.)-এর শাহাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন, অতঃপর বললেন : সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতবিরোধ সম্পর্কে যখন তোমার মনে খটকা দেখা দেয়, তখন এ আয়াত পাঠ করে নিও।- রূহুল মা'আনী এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন : এটি একটি বিরাট আদব ও শিক্ষা। এটা সদাসর্বদা মনে রাখা উচিত।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِهْتَدٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِهْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– সুপথ অবলম্বন করেছে।

يَتَوَفّٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَوَفِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– কবজ করে থাকেন।

اَنْفُسْ : বহুবচন, একবচন نَفْسٌ অর্থ–আত্মাসমূহ।

حِيْنَ : একবচন, বহুবচন اَحْيَانٌ অর্থ– কাল ; সময় ; যুগ।

لَمْ تَمُتْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার مَوْتٌ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– মৃত্যুকাল আসেনি।

مَنَامٌ : সীগাহ وَاحِدٌ বহছ اِسْم ظَرْف বাব سَمِعَ মাসদার نَوْمٌ. نِيَامٌ মূলবর্ণ (ن ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– নিদ্রিত অবস্থায়।

اَجَلٌ : একবচন, বহুবচন اٰجَالٌ অর্থ– কাল।

اِتَّخَذُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف فِعْل বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ– সাব্যস্ত করে রেখেছে।

لَايَعْقِلُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَقْلُ মূলবর্ণ (ع ـ ق ـ ل) জিনস صَحِيْح অর্থ– তারা কোনো জ্ঞান রাখে না।

اِشْمَأَزَّتْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف فِعْل বাব اِفْعِلَّالٌ মাসদার اِشْمِئْزَازٌ মূলবর্ণ (ش ـ م ـ ء ـ ز) জিনস مَهْمُوْز لَامْ অর্থ– সংকুচিত হয়ে পড়ে।

يَسْتَبْشِرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِبْشَارٌ মূলবর্ণ (ب ـ ش ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– তারা প্রফুল্ল হয়ে উঠবে।

فَاطِرٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার فَطْرٌ মূলবর্ণ (ف ـ ط ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– সৃষ্টিকর্তা।

اِفْتَدَوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِفْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ف ـ د ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– তারা প্রদান করতে প্রস্তুত হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا : বাক্যটি اَللّٰهُ হলো مُبْتَدَأ এবং يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ হলো خَبَرْ আর حِيْنَ مَوْتِهَا হলো يَتَوَفّٰى ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ এবং وَاوْ হলো حَرْف عَطْف ও اَلَّتِىْ অব্যয়টি مَعْطُوْف হয়ে الْاَنْفُسَ শব্দের উপর مَعْطُوْف এবং فِىْ مَنَامِهَا হলো ظَرْف এবং لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا বাক্যটি হলো صِلَة এবং يَتَوَفّٰى ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقْ। –(ই'রাবুল কুরআন : ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫১৯)

৪৮. এবং [তখন] তাদের মন্দ কার্যসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়বে, আর যে [আজাব] সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করত, তা এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।	وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. অতঃপর যখন সেই [মুশরিক] ব্যক্তির উপর কোনো বিপদ পতিত হয়, তখন সে আমাকে ডাকতে থাকে, অতঃপর যখন আমার পক্ষ হতে তাকে কোনো নিয়ামত প্রদান করি, তখন সে বলে তা তো আমি [আমারই] প্রচেষ্টা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি; বরং সেটা একটি পরীক্ষা, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বুঝে না।	فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾
৫০. এরূপ কথা তারাও বলেছিল– যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে, কিন্তু তাদের কৃত কার্যকলাপ তাদের কোনো কাজে আসেনি।	قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾
৫১. বস্তুত তাদের যাবতীয় কুকর্ম [-এর প্রতিফল] তাদের উপর আপতিত হলো; আর এদের [বর্তমানের কাফেরদের] মধ্যে যারা জালিম, তাদের উপরও তাদের অপকর্ম শীঘ্রই আপতিত হবে, আর এরা [আল্লাহকে] পরাভূত করতে পারবে না।	فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا এবং তাদের মন্দ কার্যসমূহ প্রকাশ হয়ে পড়বে وَحَاقَ بِهِمْ আর তা এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যে (আজাব) সম্বন্ধে তারা বিদ্রূপ করত।

৪৯. فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ অতঃপর যখন সেই (মুশরিক) ব্যক্তির উপর কোনো বিপদ পতিত হয় دَعَانَا তখন সে আমাকে ডাকতে থাকে ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে কোনো নিয়ামত প্রদান করি قَالَ তখন সে বলে اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ এটা তো আমি (আমারই) প্রচেষ্টা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ বরং তা একটি পরীক্ষা وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বুঝে না।

৫০. قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ এরূপ কথা তারাও বলেছিল– যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ কিন্তু তাদের কোনো কাজে আসে নি مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ তাদের কৃত কার্যকলাপ।

৫১. فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا তাদের যাবতীয় কুকর্ম তাদের উপর আপতিত হলো; وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰؤُلَآءِ আর এদের মধ্যে যারা অনাচারী سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا তাদের উপরও তাদের অপকর্ম শীঘ্রই আপতিত হবে وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ আর এরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না।

أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. তারা কি জানতে পারেনি যে, আল্লাহই যাকে ইচ্ছা, প্রচুর রিজিক দিয়ে থাকেন এবং তিনিই [যাকে ইচ্ছা], সংকীর্ণও করে থাকেন; এতে মু'মিনদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে।

قُلْ يَٰعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

৫৩. আপনি বলে দিন যে, [আল্লাহ বলেন,] হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ [অতীতের] সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করবেন; নিশ্চয় তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾

৫৪. আর তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের দিকে ফিরে আস এবং তাঁর আদেশ পালন কর এর পূর্বে যে, তোমাদের উপর আজাব এসে পড়ে, অতঃপর তোমরা [কারো নিকট হতে] কোনো সাহায্য না পাও।

وَاتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

৫৫. আর তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভালো নির্দেশগুলোর অনুসরণ করে চল এর পূর্বে যে, অকস্মাৎ তোমাদের উপর আজাব এসে পড়ে, আর তোমরা অজ্ঞ থাক।

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَٰحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِى جَنۢبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّٰخِرِينَ ﴿٥٦﴾

৫৬. [এ জন্য যে,] পরে কেউ বলবে যে, হায় আফসোস! [এটা] আমার সে ত্রুটির জন্য– যা আমি আল্লাহর দরবারে করেছি, আর আমি তো [ঐ নির্দেশাবলিকে] ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓا তারা কি জানতে পারেনি أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ আল্লাহই প্রচুর রিজিক দিয়ে থাকেন لِمَن يَشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَيَقْدِرُ এবং তিনিই সংকীর্ণ করে থাকেন إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ এতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ মুমিনদের জন্য।

৫৩. قُلْ আপনি বলে দিন يَٰعِبَادِىَ হে আমার বান্দাগণ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ যারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ তোমরা আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করবেন إِنَّهُۥ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ নিশ্চয় তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৫৪. وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ আর তোমরা স্বীয় রবের দিকে ফিরে এসো وَأَسْلِمُوا لَهُۥ এবং তার আদেশ পালন কর مِن قَبْلِ এর পূর্বে যে أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ তোমাদের উপর আজাব এসে পড়ে ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ অতঃপর তোমরা (কারো নিকট হতে) কোনো সাহায্য না পাও।

৫৫. وَاتَّبِعُوٓا আর তোমরা অনুসরণ করে চল أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভালো নির্দেশগুলোর مِّن قَبْلِ এর পূর্বে যে أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً অকস্মাৎ তোমাদের উপর আজাব এসে পড়ে وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ আর তোমরা বেখবর থাক।

৫৬. أَن تَقُولَ نَفْسٌ পরে কেউ বলবে يَٰحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ হায় আফসোস : আমার সেই ত্রুটির জন্য যা আমি করেছি فِى جَنۢبِ اللَّهِ আল্লাহর দরবারে وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّٰخِرِينَ আর আমি তো (ঐ নির্দেশাবলিকে) ঠাট্টা বিদ্রূপ করতাম

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ـ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ـ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ [٥٣-٥٥]

শানে নুযূল : ১. ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, মক্কার লোকেরা বলত, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর ধারণা হলো, যারা মূর্তি পূজা করে, আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য উপাস্যদের উপাসনা করে এবং আল্লাহ তা'আলা যাদের রক্ত হারাম করে দিয়েছেন তাদেরকে যারা হত্যা করে, তাকে ক্ষমা করা হবে না। তাহলে আমরা কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করে যাব। কারণ আমরা নিজেরা বহু উপাস্যের উপাসনা করে থাকি, অন্যায়ভাবে হত্যা করেছি, তদুপরি আমরা হচ্ছি আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্তকারী। উভয় সংকট নিরসনকল্পে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল : ২. ইবনে জারীর (রা.) হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আয়্যাশ ইবনে আবী রবি'আ, ওয়ালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং এক শ্রেণির মুসলমানদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল করা হয়েছে, যারা ইসলাম গ্রহণ করত অতঃপর তাদেরকে শিরকে লিপ্ত করা হতো এবং শাস্তি দেওয়া হতো। ফলে তারা শিরকেই লিপ্ত থাকত। আমরা তখন তাদের উপর আগত শাস্তির ভয়ে তাদেরকে বলতাম যে, এ সকল মানুষের দান-অনুদান আল্লাহ কখনো কবুল করেন না, যারা ইসলাম গ্রহণ করে তা আবার ছেড়ে দেয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল : ৩. ইবনে জারীর হযরত আত্বা ইবনে ইয়াসির এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতসমূহ ওয়াহশী ও তদ্বীয় সহচরদের সম্পর্কে মদিনায় নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী-১৪-১৫/২৪/১২, কুরতুবী ২৩৫/১৫]

শানে নুযূল : ৪. সাঈদ ইবনে জুবাইর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন যে, মুশরিকদের একটি দল তারা অধিক হত্যাকাণ্ড করেছে। অধিক যেনা (ব্যভিচার) করেছে। সুতরাং তারা নবী করীম ﷺ-কে বলল যে, যার প্রতি দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে তা অতি উত্তম তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কিনা আমাদেরকে অবহিত করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল : ৫. হযরত ওমর (রা.)-এর বর্ণনানুযায়ী আলোচ্য ৫৩ নং আয়াত হতে ৬০ নং আয়াত পর্যন্ত আয়াতসমূহ হিশাম ইবনে আসী ইবনে ওয়ায়েল আসসাহামী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে ঘটনার বিবরণ হচ্ছে, তিনি বলেন যে, আমি হিশাম ইবনে আসী ইবনে ওয়ায়েল আস্সাহামী এবং আয়্যাশ ইবনে আবি রবী'আ ইবনে উৎবা আমরা হিজরত করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম। তখন আমরা বললাম যে, আমাদের একত্রিত হবার স্থান হলো বনু গিফারের কূপ। তবে আমাদের থেকে যে পিছনে রয়ে যাবে, সে বন্দি হয়ে যাবে। অতঃপর আমি ও আইয়াশ সকাল বেলায় চলে আসলাম তবে হিশামকে বন্দি করা হয়। পরবর্তীতে সে চাপের মুখে শিরকে লিপ্ত হয়। সুতরাং আমরা মদিনায় গিয়ে বললাম যে, যারা আল্লাহকে চিনেছে এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনে অতঃপর শাস্তির ভয়ে শিরকে লিপ্ত হয় তার তওবা কবুল হবে বলে আমরা মনে করিনা। তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য ৫৩-৬০ নং পর্যন্ত আয়াতসমূহ নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৩৪/২১৫]

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কিছু লোক ছিল, যারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরও কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করল, আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হলো এই যে, আমরা অনেক জঘন্য গোনাহ্ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী]

তাই আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক বড় গোনাহ্ এমনকি শিরক ও কুফর থেকে তওবা করলেও তওবা কবুল হয়। সত্যিকার তওবা দ্বারা সবরকম গোনাহ্ই মাফ হতে পারে। তাই আল্লাহ্র রহমত থেকে কারও নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, এই আয়াতটি গোনাহগারদের জন্য কুরআনের সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আয়াত কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন :
اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ আয়াতই হলো সর্বাধিক আশার আয়াত।
وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ এখানে 'উত্তম অবতীর্ণ বিষয়' বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। সমগ্র কুরআনই উত্তম। একে এদিক দিয়েও উত্তম বলা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর ইত্যাদি যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তন্মধ্যে উত্তম ও পূর্ণতম কিতাব হচ্ছে কুরআন। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

حَاقَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার حَيْق ও حَوْق মূলবর্ণ (ح - ى - ق) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– তা এসে ঘিরে ফেলবে।

يَسْتَهْزِئُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِهْزَاءٌ মূলবর্ণ (ه - ز - أ) জিনস مَهْمُوْز لَامْ অর্থ– তারা বিদ্রূপ করত।

خَوَّلْنَاهُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَخْوِيْلٌ মূলবর্ণ (خ - و - ل) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– আমি তাকে দান করি।

اُوْتِيْتُهٗ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِى مَجْهُوْل বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (نَاقِص يَائِىْ ও مَهْمُوْز فَاء) অর্থ– তা তো আমি প্রাপ্ত হয়েছি।

سَيِّاٰتُ : সীগাহ এ শব্দটি اِسْم ও বহুবচন। এ শব্দের একবচন হলো سَيِّئَةٌ অর্থ– কুকর্ম, অন্যায়, অপরাধ ইত্যাদি।

يُصِيْبُهُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِصَابَةٌ মূলবর্ণ (ص - و - ب) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– তাদের উপরও আপতিত হবে।

مُعْجِزِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اِعْجَازٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ز) জিনস صَحِيْح অর্থ– পরাভূত করতে পারবে।

اَسْرَفُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِسْرَافٌ মূলবর্ণ (س - ر - ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– তারা অত্যাচার করেছে।

لَاتَقْنَطُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ فِعْل نَهِى বাব سَمِعَ মাসদার قَنْطٌ মূলবর্ণ (ق - ن - ط) জিনস صَحِيْح অর্থ– তোমরা নিরাশ হয়ো না।

اَنِيْبُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمَر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِنَابَةٌ মূলবর্ণ (ن - و - ب) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– তোমরা ফিরে আস।

اِتَّبِعُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمَر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِتِّبَاعٌ মূলবর্ণ (ت - ب - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– তোমরা অনুসরণ করে চল।

فَرَّطْتُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ فِعْل مَاضِى مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَفْرِيْطٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ط) জিনস صَحِيْح অর্থ– আমি করেছি।

سَاخِرِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব سَمِعَ মাসদার سَخَرٌ ও مَسْخَرٌ মূলবর্ণ (س - خ - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীগণ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ : এখানে فَاء হলো عَاطِفَة এবং مَا হলো نَافِيَة আর أَغْنٰى হলো فِعْل مَاضِى আর عَنْهُمْ হলো اَغْنٰى এর সাথে مُتَعَلِّقْ এবং مَا হলো اَغْنٰى-এর فَاعِلْ এবং كَانُوْا বাক্যটি صِلَة আর كَانُوْا হলো فِعْل نَاقِصْ এবং তার যমীর হলো اِسْم এবং يَكْسِبُوْنَ তার خَبَرْ। –(ই'রাবুল কুরআন : ৬/৫২৫)

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾

৫৭. অথবা কেউ এরূপ বলবে, যদি আল্লাহ্ [পৃথিবীতে] আমাকে হেদায়েত করতেন, তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

৫৮. অথবা কেউ আজাব দেখে এরূপ বলবে, হায়! যদি আমার পুনঃ প্রত্যাবর্তন হতো, তবে আমি নেককার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾

৫৯. [আল্লাহ্ বলবেন,] হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে তোমার নিকট আমার নিদর্শনসমূহ এসেছিল; কিন্তু তুমি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে এবং অহংকার করেছিলে, আর কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছিলে।

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

৬০. আর আপনি কিয়ামত দিবসে সে লোকদের মুখমণ্ডল কালোবর্ণ দেখবেন, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা উক্তি করেছিল; এই অহংকারীদের বাসস্থান কি দোজখে নয়?

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

৬১. আর যারা [কুফর হতে] আত্মরক্ষা করত, আল্লাহ্ তাদেরকে সফলতার সাথে [দোজখ হতে] নাজাত দিবেন, তাদের কষ্টও হবে না আর তারা বিষণ্ণও হবে না।

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

৬২. আল্লাহ্ তা'আলাই সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৭. أَوْ تَقُولَ অথবা কেউ এরূপ বলবে لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي যদি আল্লাহ (পৃথিবীতে) আমাকে হেদায়েত করতেন لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

৫৮. أَوْ تَقُولَ অথবা কেউ এরূপ বলবে حِينَ تَرَى الْعَذَابَ আজাব দেখে لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً হায় যদি আমার পুনঃ প্রত্যাবর্তন হতো فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ তবে আমি নেককার বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

৫৯. بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي হ্যাঁ নিঃসন্দেহে তোমার নিকট আমার নিদর্শনসমূহ এসেছিল فَكَذَّبْتَ بِهَا কিন্তু তুমি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে وَاسْتَكْبَرْتَ এবং অহংকার করেছিলে وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ আর কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছিলে।

৬০. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ আর আপনি কিয়ামত দিবসে تَرَى الَّذِينَ সেই লোকদের দেখবেন كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা উক্তি করেছিল وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ মুখমণ্ডল কালোবর্ণ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ এই অহংকারীদের বাসস্থান কি দোজখে নয়।

৬১. وَيُنَجِّي اللَّهُ আর আল্লাহ তাদেরকে নাজাত দিবেন الَّذِينَ اتَّقَوْا যারা আত্মরক্ষা করত بِمَفَازَتِهِمْ সফলতার সাথে لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ তাদের কষ্টও হবে না وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ আর তারা বিষণ্ণ ও হবে না।

৬২. اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ আল্লাহ তা'আলাই সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ এবং তিনিই প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণা-বেক্ষণকারী।

৬৩. আর আসমান ও জমিনের কুঞ্জিসমূহ তাঁরই অধিকারে রয়েছে; আর এতদসত্ত্বেও যারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহকে অমান্য করে, তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾
৬৪. [আর তারা আপনাকেও তাদের ধর্ম গ্রহণের জন্য ফরমায়েশ করছে,] আপনি বলে দিন, হে মূর্খের দল! তবুও কি তোমরা আমাকে আল্লাহ ভিন্ন অন্যদের ইবাদত করতে হুকুম করছ?	قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. আর আপনার প্রতিও এবং আপনার পূর্বে যে সকল পয়গাম্বর অতীত হয়েছেন তাঁদের প্রতিও এ ওহী প্রেরিত হয়েছিল যে, হে শ্রোতা! যদি তুমি শিরক্ কর, তবে তোমার সমস্ত কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।	وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. বরং আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হয়ে যাও।	بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾
৬৭. আর তারা আল্লাহর কিছুই মর্যাদা দেয়নি, যতটুকু দেওয়া কর্তব্য ছিল, আর কিয়ামত দিবসে সমগ্র জমিন তাঁর মুঠোর ভিতর থাকবে এবং আসমানসমূহ গুটানো থাকবে তাঁর দক্ষিণ হস্তে; তিনি পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে তাদের শিরকি কার্যকলাপ হতে।	وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ ۗ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. لَهٗ আর তারই অধিকারে রয়েছে مَقَالِيْدُ কুঞ্জিসমূহ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানের ও জমিনের وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এতদসত্ত্বেও যারা আমন্য করে بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহকে اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৬৪. قُلْ আপনি বলে দিন اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ তবুও কি তোমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্যদের ইবাদত করতে হুকুম করছ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ হে মূর্খের দল।

৬৫. وَلَقَدْ اُوْحِيَ আর এই ওহী প্রেরিত হয়েছিল যে, হে শ্রোতা اِلَيْكَ আপনার প্রতিও وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ এবং আপনার পূর্বে যে সকল পয়গম্বর অতীত হয়েছেন তাঁদের প্রতিও لَئِنْ اَشْرَكْتَ যদি তুমি শিরক কর لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ তবে তোমার সমস্তকৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।

৬৬. بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ বরং আল্লাহর ইবাদত কর وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ এবং তারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হয়ে যাও।

৬৭. وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ আর তারা আল্লাহর কিছুই মর্যাদা দেয়নি حَقَّ قَدْرِهٖ যতটুকু দেওয়া কর্তব্য ছিল وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا আর সমস্ত জমিন قَبْضَتُهٗ তার মুঠোর ভিতর থাকবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ এবং আসমানসমূহ গুটানো থাকবে بِيَمِيْنِهٖ তার দক্ষিণ হস্তে سُبْحٰنَهٗ তিনি পবিত্র وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ এবং বহু উর্ধ্বে তাদের শিরকি কার্যকলাপ হতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ [٦٤]

শানে নুযূল : আবূ হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মক্কার মুশরিকেরা মূর্খতা ও বর্বরতার কারণে রাসূলে আকরাম ﷺ-কে তাদের উপাস্যদের ইবাদত করার জন্য দাওয়াত করত এবং তারাও তাঁর সাথে তদীয় মা'বূদের ইবাদত করবে বলে আভাস দিত। মুশরিকদের এ ধরনের দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৬১/৪]

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ [٦٧]

শানে নুযূল : আবূ মু'আবিয়া ও আ'মাশ প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আহলে কিতাবের কোনো এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আবুল কাশেম! আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলুকাত (সৃষ্টি)-কে এক আঙ্গুলে বহন করেছেন, সপ্ত আকাশকে এক আঙ্গুলে বহন করেছেন, জমিনসমূহকে কে এক আঙ্গুলে বহন করেছেন, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে বহন করেছেন, এবং পানি কাঁদাসহ এক আঙ্গুলে বহন করেছেন, আপনি এ ব্যাপারে কিছু জানেন কি? বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন রাসূল ﷺ হেসে পড়েন। তাতে রাসূল ﷺ-এর দাঁত মুবারক বের হয়ে পড়ে। আহলে কিতাবের এ জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[ইবনে কাছীর ৬২/৪, তাবারী ২৫/১১ রুহুল মা'আনী ২৬/২৪/১২]

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَىٰ ...... فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ : এই তিনটি আয়াতে সে বিষয়বস্তুরই ব্যাখ্যা ও তাকিদ করা হয়েছে, যা পূর্বেকার তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কোনো বৃহত্তম অপরাধী, কাফের, পাপাচারীরও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তওবা করলে আল্লাহ তার সমস্ত অতীত গোনাহ মাফ করে দেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তওবার সময় হলো মৃত্যুর পূর্বে। মৃত্যুর পরে কেয়ামতের দিন কেউ তওবা করলে অথবা অনুতপ্ত হলে তাতে কোনো উপকার হবে না।

কোনো কোনো কাফের ও পাপাচারী কেয়ামতের দিন বিভিন্ন বাসনা প্রকাশ করবে। কেউ অনুতাপ করে বলবে, হায়, আমি আল্লাহর আনুগত্যে কেন শৈথিল্য করেছিলাম! কেউ সেখানেও তাকদীরের উপর দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইবে। সে বলবে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতাম। কিন্তু আল্লাহ পথপ্রদর্শন না করলে আমি কি করব? কেউ বাসনা করবে যে, আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলে আমি পাকাপোক্ত মুসলমান হয়ে যাব এবং আল্লাহর বিধানাবলি পুরোপুরি মেনে চলব। কিন্তু তখনকার এসব অনুতাপ ও বাসনা কোনো কাজেই আসবে না।

উপরিউক্ত তিন রকম বাসনা তিন ধরনের লোকদেরও হতে পারে এবং একই দলের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তারা একের পর এক করে তিন রকম বাসনাই ব্যক্ত করবে। কেননা সর্বশেষ বাসনা, যাতে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এটা আজাব প্রত্যক্ষ করার পরেই হবে। এতে বাহ্যত জানা যায় যে, পূর্বোক্ত দু'টি বাসনা আজাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেকার। কেয়ামতের দিন শুরুতেই তারা নিজেদের কর্মের ত্রুটিবিচ্যুতি স্মরণ করে বলবে : يَاحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّٰهِ -এরপর ওজর ও বাহানা করে বলবে, আল্লাহ হেদায়েত করলে আমরাও অনুগত মুত্তাকী হয়ে যেতাম। কাজেই আমাদের কি দোষ! এরপর আজাব প্রত্যক্ষ করে বাসনা করবে, আমাদেরকে যদি পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো! আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য তিনটি আয়াতে বলে দিয়েছেন, আল্লাহর মাগফেরাত ও রহমত খুব বিস্তৃত; কিন্তু তা লাভ করতে হলে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতে হবে। আমি এখনই বলে দিচ্ছি– মৃত্যুর পরে যেন তোমরা পরিতাপ না কর এবং এ ধরনের অনর্থক বাসনা প্রকাশ না কর।

بَلٰى قَدْ جَاۤءَتْكَ اٰيٰتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا : আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত করলে আমরা পরহেজগার হয়ে যেতাম- এখানে কাফেরদের এ উক্তির জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এর সারকথা এই যে, আল্লাহ পুরোপুরিই হেদায়েত করেছিলেন এবং কিতাব ও আয়াত প্রেরণ করেছিলেন। তবে হেদায়েত করার পর কাউকে আনুগত্যে বাধ্য করেননি, বরং সত্য ও মিথ্যা যে কোনো পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এটাই ছিল বান্দার পরীক্ষা। এর উপরই ছিল তার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল। সে স্বেচ্ছায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে, এজন্য সে নিজেই দায়ী।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : مَقَالِيْدُ শব্দটি مِقْلَادٌ অথবা مِقْلِيْدٌ -এর বহুবচন। অর্থ– তালার চাবি। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি আসলে ফারসি থেকে আরবিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফারসিতে চাবিতে كَلِيْد বলা হয়। আরবিতে রূপান্তর করে প্রথমে একে مَقَالِيْد করা হয়েছে। এরপর এর বহুবচন اِقْلِيْد ব্যবহৃত হয়েছে। -[রূহুল-মা'আনী] চাবি কারও হাতে থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক হওয়ার লক্ষণ। তাই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, আকাশে ও পৃথিবীতে লুক্কায়িত সকল ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহর হাতে। তিনিই এগুলোর রক্ষক, তিনিই নিয়ন্ত্রক, যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন না। হাদীস শরীফে–
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -এই কালেমাকে আকাশ ও পৃথিবীর চাবি বলা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল এই কালেমা পাঠ করে, তাকে আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের নিয়ামত দান করেন। ইবনে জাওযী এ ধরনের রেওয়ায়েতকে মনগড়া বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীসবিদগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যা আমলের ফজিলতের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হতে পারে।
–[রূহুল-মা'আনী]

وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ
কেয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহর মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। পূর্ববর্তী আলেমগণের মতে আক্ষরিক অর্থেই এমনটি হবে। কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু مُتَشَابِهٰتْ -এর অন্তর্ভুক্ত, যার স্বরূপ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এর স্বরূপ জানার চেষ্টা করাও সাধারণ লোকের জন্য নিষিদ্ধ। বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও বিশুদ্ধ। এ আয়াতের বাহ্যিক ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার 'মুঠি' ও 'ডান হাত' আছে। এগুলো দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অথচ আল্লাহ তা'আলা দেহ ও দেহত্ব থেকে পবিত্র ও মুক্ত। তাই আয়াতের উপসংহারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোকে নিজেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আলোকে বুঝাতে চেষ্টা করো না। আল্লাহ এগুলো থেকে পবিত্র سُبْحَانَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ
পরবর্তী আলেমগণ আলোচ্য আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে এর অর্থ করেছেন যে, 'এ বস্তু আমার মুঠিতে ও ডান হাতে, এরূপ বলে রূপক ভঙ্গিতে বোঝানো হয় যে, বস্তুটি পূর্ণরূপে আমার কারায়ত্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন। আয়াতে তাই বোঝানো হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

هَدَانِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ فِعْل مَاضِىْ বাব ضَرَبَ মাসদার هَدْىٌ ও هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– আমাকে হেদায়েত করতেন।

اَلْمُتَّقِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّقَاءٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– মুত্তাকীদের, মুত্তাকীগণ।

مُسْوَدَّةٌ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّثْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اِسْوِدَادٌ মূলবর্ণ (س - و - د) জিনস اجوف وَاوِىْ অর্থ– কালো বর্ণ।

يُنَجِّىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْجِيَةٌ মূলবর্ণ (ن - ج - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– নাজাত দিবেন।

لَا يَمَسُّهُمْ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ فِعْل مُضَارِعْ مَعْرُوف نَفِي বাব سَمِعَ মাসদার مَسٌّ ও مَسِيْسٌ মূলবর্ণ (م ـ س ـ س) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِي অর্থ- তাদের হবে না, তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

تَأْمُرُوْنِّي : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَر মাসদার اَمْر মূলবর্ণ (أ ـ م ـ ر) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ– তোমরা আমাকে হুকুম করছ।

أُوْحِيَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِي مَجْهُوْل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْحَاءٌ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ ى) জিনস لَفِيف مَفْرُوْق অর্থ– ওহী প্রেরিত হয়েছিল।

لَيَحْبِطَنَّ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْف لَام تَاكِيد بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة دَرفِعل বাব سَمِعَ মাসদার حَبْطٌ মূলবর্ণ (ح ـ ب ـ ط) জিনস صَحِيْح অর্থ– বিনষ্ট হয়ে যাবে।

مَا قَدَرُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِي مَعْرُوْف نَفِي فِعَل বাব ضَرَبَ মাসদার قَدْرٌ মূলবর্ণ (ق ـ د ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– তারা কিছুই মর্যাদা দেয়নি।

مَطْوِيّتٌ : সীগাহ جَمْع مُؤَنَّث বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার طَيٌّ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ– গুটানো থাকবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

أَوْ تَقُوْلَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدٰنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ : এখানে أَوْ হরফে আতফ এবং تَقُوْلَ ফে'লটি পূর্বোক্ত أَنْ تَقُوْلَ -এর উপর আতফ হয়েছে এবং لَوْ হলো শর্তের হরফ এবং أَنْ ও তার অধীনস্থ বিষয় উহ্য ثَبَتَ ফে'ল-এর فَاعِلٌ আর أَنَّ হরফে মুশাব্বাহা বিল ফেল এবং اللّٰهَ শব্দটি তার اِسْم আর هَدٰنِيْ বাক্যটি তার خَبَرٌ অতঃপর لَ টি শর্তের জবাবে এসেছে এবং ফে'ল ও تُ তার اِسْم এবং مِنَ الْمُتَّقِيْنَ হলো তার خَبَرٌ এবং كُنْتُ -এর جَوَابٌ এর- شَرط جَازِم -এর স্থানে আসার কারণে বাক্যটির কোনো اِعْرَابٌ গত অবস্থান নেই। –(ই'রাবুল কুরআন : ৬/৫২৮)

৬৮. আর [কিয়ামত দিবসে] শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন আসমানসমূহ ও জমিনের অধিবাসীগণ হতজ্ঞান হয়ে পড়বে, কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান [সে তা হতে রক্ষা পাবে]; অতঃপর তাতে দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন অমনি সকলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং চতুর্দিকে দেখতে থাকবে।	وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾
৬৯. আর জমিন স্বীয় প্রভুর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে যাবে, আর আমলনামা [প্রত্যেকের সম্মুখে] রাখা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করা হবে, আর তাদের প্রতি একটুও অবিচার করা হবে না।	وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ বিনিময় দেওয়া হবে, আর তিনি সকলের কার্যাবলি সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।	وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٠﴾
৭১. আর যারা কাফের, তাদেরকে দলে দলে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে; এমন কি, যখন তারা দোজখের নিকট পৌঁছবে, তখন তার দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং দোজখের দ্বাররক্ষীগণ তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদেরই মধ্য হতে রাসূলগণ আগমন করেননি, যারা তোমাদের প্রভুর আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাতেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের এ দিবসের আগমন সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শন করতেন?	وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۖ

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৮. وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ আর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে فَصَعِقَ তখন হতজ্ঞান হয়ে পড়বে مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের অধিবাসীগণ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ কিন্তু আল্লাহ যাকে চান (সে তা হতে রক্ষা পাবে) ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى অতঃপর তাতে দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেওয়া হবে فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ তখন অমনি সকলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং চতুর্দিকে দেখতে থাকবে।

৬৯. وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ আর জমিন উদ্ভাসিত হয়ে যাবে بِنُوْرِ رَبِّهَا স্বীয় প্রভুর জ্যোতিতে وَوُضِعَ الْكِتٰبُ আর আমলনামা রাখা হবে وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ এবং নবীগণকে ও সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ এবং সকলের মধ্যে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করা হবে وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আর তাদের প্রতি একটুও অবিচার করা হবে না।

৭০. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ এবং প্রত্যেক কে পূর্ণ বিনিময় দেওয়া হবে مَّا عَمِلَتْ তার কৃতকর্মের وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ আর তিনি সকলের কার্যাবলি সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।

৭১. وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا আর যারা কাফের তাদেরকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে اِلٰى جَهَنَّمَ দোজখের দিকে زُمَرًا দলে দলে حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا এমনকি যখন তারা দোজখের নিকট পৌঁছবে فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا তখন তার দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হবে وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ এবং দোজখের দ্বাররক্ষীগণ তাদেরকে বলবে اَلَمْ يَاْتِكُمْ তোমাদের নিকট কি আগমন করেননি رُسُلٌ مِّنْكُمْ তোমাদেরই মধ্য হতে রাসূলগণ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ যারা তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাতেন اٰيٰتِ رَبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর আয়াতসমূহ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ এবং তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতেন لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا তোমাদের এই দিবসের আগমন সম্বন্ধে

قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾

** কাফেররা বলবে, হ্যাঁ [এসেছিলেন], কিন্তু [আমরা অমান্য করেছিলাম, ফলে] কাফেরদের জন্য আজাবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়ে রইল ।

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾

৭২. বলা হবে, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, [এবং] তাতে চিরকাল অবস্থান কর, মোটকথা, নিকৃষ্ট আবাস হচ্ছে অহংকারী লোকদের নিবাস ।

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾

৭৩. আর যারা স্বীয় প্রভুকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে বেহেশতের দিকে পরিচালিত করা হবে; এমনকি, যখন তারা এর নিকটে পৌছবে, আর এর দ্বারসমূহ উন্মুক্ত থাকবে এবং তথাকার দ্বাররক্ষীগণ তাদেরকে বলবে, السلام عليكم – তোমরা পরমানন্দে অবস্থান কর, অনন্তর তাতে প্রবেশ কর অনন্ত বাসের জন্য ।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ۖ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾

৭৪. এবং তারা বলবে, আল্লাহর [লাখ লাখ] শোকর, যিনি আমাদের সাথে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভূমির অধিকার করে দিয়েছেন যে, আমরা বেহেশতের মধ্যে যথেচ্ছা অবস্থান করতে পারি, ফলকথা, [সৎ-] কর্মশীলদের উত্তম প্রতিদান রয়েছে ।

শাব্দিক অনুবাদ :

** قَالُوا بَلَىٰ কাফেররা বলবে, হ্যাঁ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ কিন্তু পূর্ণ হয়ে রইল كَلِمَةُ الْعَذَابِ আজাবের প্রতিশ্রুতি عَلَى الْكَافِرِينَ কাফেরদের জন্য ।

৭২. قِيلَ বলা হবে ادْخُلُوا প্রবেশ কর أَبْوَابَ جَهَنَّمَ জাহান্নামের দ্বারসমূহ خَالِدِينَ فِيهَا তাতে চিরকাল অবস্থান কর فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ মোটকথা নিকৃষ্ট আবাস হচ্ছে অহংকারী লোকদের নিবাস ।

৭৩. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ যারা স্বীয় প্রভুকে ভয় করত তাদেরকে পরিচালিত করা হবে إِلَى الْجَنَّةِ বেহেশতের দিকে زُمَرًا দলে দলে حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا এমন কি যখন তারা তার নিকটে পৌছবে وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا আর তার দ্বারসমূহ উন্মুক্ত থাকবে وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا এবং তথাকার দ্বাররক্ষীগণ তাদেরকে বলবে سَلَامٌ عَلَيْكُمْ আসসালামু আলাইকুম طِبْتُمْ তোমরা পরমানন্দে অবস্থান কর فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ অনন্তর তাতে প্রবেশ কর অনন্ত বাসের জন্য ।

৭৪. وَقَالُوا এবং তারা বলবে الْحَمْدُ لِلَّهِ আল্লাহর শোকর الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ যিনি আমাদের সাথে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ এবং আমাদেরকে এই ভূমির অধিকার করে দিয়েছেন যে نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ আমরা বেহেশতের মধ্যে অবস্থান করতে পারি حَيْثُ نَشَاءُ যথেচ্ছা فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ফলকথা (সৎ-) কর্মশীলদের উত্তম প্রতিদান রয়েছে ।

৭৫. আর আপনি ফেরেশতাদেরকে দেখবেন, আরশের চতুর্দিকে চক্রাকারে অবস্থান করবে, স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা করতে থাকবে, আর সমস্ত বান্দার মধ্যে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করে দেওয়া হবে, আর বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য।

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৫. وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ আর আপনি ফেরেশতাদেরকে দেখবেন حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ আরশের চতুর্দিকে চক্রাকারে অবস্থান করবে يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ স্বীয় রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা করতে থাকবে وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ আর সমস্ত বান্দার মধ্যে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করে দেওয়া হবে وَقِيْلَ আর বলা হবে الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলারই জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ : صَعِقَ -এর শাব্দিক অর্থ বেহুঁশ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে বেহুঁশ হবে, অতঃপর মারা যাবে। যারা পূর্বেই মৃত, তাদের আত্মা বেহুঁশ হয়ে যাবে। -(বয়ানুল-কোরআন)

إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ -দুররে মানসূরের রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই ব্যতিক্রমের মধ্যে চার ফেরেশতা-জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও অন্তর্ভুক্ত। তাদের ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, শিঙ্গা ফুঁকের প্রভাবে তাদের মৃত্যু হবে না। কিন্তু পরে তারাও মারা যাবে। আল্লাহ ব্যতীত তখন কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনে কাসীর এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যেও সর্বশেষে আযরাঈলের মৃত্যু হবে। সূরা নামলেও এ ধরনের এক আয়াত বর্ণিত রয়েছে। সেখানে صَعِقَ -এর পরিবর্তে فَزِعَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানেও এর কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

وَجِيْءَ بِالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ অর্থাৎ হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের সময় সমস্ত পয়গম্বরগণও উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে। সাক্ষীগণের এ তালিকায় স্বয়ং পয়গম্বরগণও থাকবেন। যেমন, এক আয়াতে আছে– إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ ফেরেশতাগণও থাকবে। যেমন, কুরআনে আছে– مَعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ - উম্মতে মোহাম্মদিও থাকবে। যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ এবং স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও থাকবে। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে–وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ : نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের নিজেদের প্রাসাদ ও বাগ-বাগিচা তো থাকবেই, উপরন্তু তাদেরকে অন্য জান্নাতীদের কাছে সাক্ষাৎ ও বেড়ানোর জন্য গমন করার অনুমতিও দেওয়া হবে। (তাবারানী) আবূ নুআইম ও জারীর এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা এত সুগভীর যে, বাড়িতে গেলেও আপনাকেই স্মরণ করি এবং পুনরায় আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরতে পারি না। কিন্তু যখন আমি আমার মৃত্যু ও আপনার ওফাতের কথা স্মরণ করি, তখন বিমর্ষ হয়ে পড়ি; কারণ মৃত্যুর পর আপনি তো জান্নাতে পয়গম্বরগণের সাথে উচ্চাসনে আসীন থাকবেন, আর আমি জান্নাতে গেলেও নিম্নস্তরেই স্থান পাব। কাজেই আমার চিন্তা এই যে, আপনাকে কিভাবে দেখব? রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথা শুনে কোনো জওয়াব দিলেন না। অবশেষে হযরত জিবরাঈল (আ.) নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে আগমন করলেন :

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا.

এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে থাকলে মুসলমানগণ পয়গম্বর ও সিদ্দীক প্রমুখের সঙ্গেই থাকবে। আর আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তারা উচ্চস্তরে গমনাগমনেরও অনুমতি লাভ করবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَشْرَقَتْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِشْرَاقٌ মূলবর্ণ (ش - ر - ق) জিনস صَحِيْح অর্থ– উদ্ভাসিত হয়ে যাবে।

وُفِّيَتْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْفِيَةٌ মূলবর্ণ (و - ف - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– পূর্ণ বিনিময় দেওয়া হবে।

سِيْقَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার سَوْقٌ ও سِيَاقَةٌ মূলবর্ণ (س - و - ق) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– তাদেরকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে।

يَتْلُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– যারা পাঠ করে শুনাতেন।

طِبْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার طَيْبٌ মূলবর্ণ (ط - ى - ب) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– তোমরা পরমানন্দে অবস্থান করো।

اَوْرَثَنَا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِيْرَاثٌ মূলবর্ণ (و - ر - ث) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ– আমাদেরকে অধিকার করে দিয়েছেন।

نَتَبَوَّأُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَبَوُّؤٌ মূলবর্ণ (ب - و - أ) জিনস মুরাক্কাব (مَهْمُوْز لَامْ ও اَجْوَف وَاوْ) অর্থ– আমরা অবস্থান করতে পারি।

عَامِلِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব سَمِعَ মাসদার عَمَلٌ মূলবর্ণ (ع - م - ل) জিনস صَحِيْح অর্থ– কর্মশীলদের, কর্মশীলগণ।

حَآفِّيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার حَفٌّ মূলবর্ণ (ح - ف - ف) জিনস مُضَاعَفْ ثُلَاثِىْ অর্থ– চক্রাকারে অবস্থান করবে।

عَرْش : একবচন, বহুবচন عُرُوْشٌ ও أَعْرَاشٌ অর্থ– আরশ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ : এখানে وَاوْ হলো عَاطِفَة আর نُفِخَ ফে'লে মাজহুল এবং উহ্য هُوَ যমীর নায়েবে ফায়েল فِى الصُّوْرِ হলো نُفِخَ ফে'লের সাথে مُتَعَلِّقْ আর صَعِقَ হলো نُفِخَ ফে'লের উপর عَطْف এবং مَنْ হলো صَعِقَ ফে'লের ফায়েল فِى السَّمٰوٰت ও وَمَنْ فِى الْاَرْضِ বাক্যাংশদ্বয় مَنْ -এর صِلَة আর اِلَّا হলো اَدَاة اِسْتِثْنَاء এবং مَنْ হলো مُسْتَثْنٰى আর شَآءَ اللّٰهُ বাক্যটি হলো مَنْ এর صِلَة । –[ই'রাবুল কুরআন : ৬/৫৩৭]

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ

সূরা মুমিন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৮৫, রুকূ'– ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. হা-মীম।	حٰمٓ ﴿١﴾
২. এ কিতাব মহাপরাক্রান্ত, সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত।	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٢﴾
৩. যিনি গুনাহ্ মার্জনাকারী ও তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তি প্রদানকারী, কুদরতওয়ালা; তিনি ভিন্ন ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই; তাঁরই সমীপে (সকলের) যেতে হবে।	غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِي الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿٣﴾
৪. আল্লাহর [তাওহীদের বর্ণনা সম্বলিত] এই আয়াতসমূহে তারাই ঝগড়ার সৃষ্টি করে– যারা [এর প্রতি] অবিশ্বাসী, সুতরাং দেশে দেশে তাদের চলা-ফেরা করা যেন আপনাকে সন্দেহের মধ্যে না ফেলে।	مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. حٰمٓ হা-মীম।

২. تَنْزِيْلُ অবতারিত اَلْكِتٰبِ এই কিতাব مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ থেকে اَلْعَزِيْزِ মহা পরাক্রান্ত اَلْعَلِيْمِ সর্বজ্ঞ।

৩. غَافِرِ الذَّنْبِ তিনি গুনাহ মার্জনাকারী وَقَابِلِ التَّوْبِ ও তওবা কবুলকারী شَدِيْدِ الْعِقَابِ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী ذِي الطَّوْلِ কুদরতওয়ালা لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ তারই সমীপে (সকলের) যেতে হবে।

৪. مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا আল্লাহর এই আয়াতসমূহে তারাই ঝগড়ার সৃষ্টি করে الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা (তার প্রতি) অবিশ্বাসী فَلَا يَغْرُرْكَ সুতরাং আপনাকে যেন সন্দেহের মধ্যে না ফেলে تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ দেশে দেশে তাদের চলা-ফেরা।

৫. এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাঁর পরবর্তী অন্যান্য সম্প্রদায়ও [সত্যকে] অবিশ্বাস করেছিল, আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তাদের রাসূলগণকে গ্রেফতার [করে হত্যা] করার সংকল্প করেছিল এবং অসার ঝগড়ার উদ্ভব করেছিল, যেন সে অন্যায় দ্বারা ন্যায়কে বাতিল করতে পারে, অতঃপর আমিই তাদেরকে পাকড়াও করলাম। সুতরাং আমার পক্ষ হতে শাস্তি কিরূপ হলো?	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۖ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾
৬. এবং অনুরূপ সমস্ত কাফেরের জন্য আপনার প্রভুর এ বাণী স্থিরীকৃত হয়ে রয়েছে যে, তারা দোজখী হবে।	وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٦﴾
৭. যে সমস্ত ফেরেশতা আরশ বহন করে আছে, আর যারা এর চতুর্দিকে রয়েছে, তারা স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছে। আর তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার রহমত ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব, তাদেরকে ক্ষমা করুন- যারা [কুফর হতে] তওবা করেছে এবং আপনার পথে চলছে, আর তাদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা করুন।	الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ۖ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. كَذَّبَتْ অবিশ্বাস করেছিল قَبْلَهُمْ এদের পূর্বে قَوْمُ نُوحٍ নূহের সম্প্রদায় وَّالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ এবং তার পরবর্তী অন্যান্য সম্প্রদায়ও وَهَمَّتْ আর সংকল্প করেছিল كُلُّ أُمَّةٍ প্রত্যেক সম্প্রদায়ই بِرَسُولِهِمْ তাদের রাসূলগণকে لِيَأْخُذُوهُ গ্রেফতার (করে হত্যা) করার وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ এবং অসার ঝগড়ার উদ্ভব করেছিল لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ যেন সেই অন্যায় দ্বারা হককে বাতিল করতে পারে فَأَخَذْتُهُمْ অতঃপর আমিই তাদেরকে পাকড়াও করলাম فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ সুতরাং আমার পক্ষ হতে শাস্তি কিরূপ হলো।

৬. وَكَذَٰلِكَ এবং অনুরূপ حَقَّتْ স্থিরীকৃত হয়ে রয়েছে كَلِمَتُ رَبِّكَ আপনার প্রভুর এই বাণী عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا সমস্ত কাফেরদের জন্য أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ যে তারা দোজখী হবে।

৭. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ যে সমস্ত ফেরেশতা আরশ বহন করে আছে وَمَنْ حَوْلَهُ আর যারা তার চতুর্দিকে রয়েছে يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ তারা স্বীয় প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছে وَيُؤْمِنُونَ بِهِ আর তাঁর প্রতি ঈমান রাখে وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا এবং ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে رَبَّنَا হে আমাদের পরওয়ারদেগার وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا আপনার রহমত ও জ্ঞান সর্বব্যাপী فَاغْفِرْ অতএব তাদেরকে ক্ষমা করুন لِلَّذِينَ تَابُوا যারা তওবা করেছে (কুফর থেকে) وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ এবং আপনার পথে চলছে وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ আর তাদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা করুন

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণের কারণ : উল্লিখিত সূরাটি اَلْمُؤْمِنُ [আল-মু'মিন] নামে প্রসিদ্ধ। তবে এর আর একটি প্রসিদ্ধ নামও রয়েছে তা হলো غَافِرْ (গাফির)। আলোচ্য সূরাটির আটাশ নম্বর আয়াত "وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ" [ফেরাউনের বংশধরদের মধ্যে হতে এক ঈমানদার ব্যক্তি বলল]। উক্ত আয়াতস্থ مُؤْمِنٌ শব্দটির দ্বারাই আলোচ্য সূরাটির নাম اَلْمُؤْمِنُ রাখা হয়েছে। তাইতো এটি এমন একটি সূরা যাতে ঐ বিশেষ ঈমানদারের আলোচনা স্থান পেয়েছে যে সত্যের ধ্বজাধারী ও বাতিলের আতঙ্কের রূপ ধারণ পূর্বক পর্বতসম সৎসাহস ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তৎকালীন স্বঘোষিত প্রভু ফেরাউন [লা'নাতুল্লাহি আ লাইহি]-এর সম্মুখে পয়গম্বর হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ অবলম্বন করেন।

অপরদিকে সূরাটির তৃতীয় আয়াত غَافِرِ الذَّنْبِ হতে غَافِرْ শব্দ চয়নে নামকরণ করা হয়েছে غَافِرْ বলে। এতে বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা সে মহান সত্তা যিনি তওবাকারীদের তওবা কবুল করত তাদের পাপ মার্জনা করেন।

এতদুভয় ব্যতীত এ সূরাটিকে سُوْرَةُ الطَّوْلِ - سُوْرَةُ اٰلِ حٰمٓ এবং ذَاتُ حٰمٓ ও বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, কুরআনে হাকীমের সর্বমোট সাতটি সূরার প্রারম্ভে অনুরূপ حٰمٓ [হা-মীম] রয়েছে। এদেরকে একত্রে اَلْحَوَامِيْمُ বলা হয়।

সূরাটি কোথায় অবতীর্ণ হয় : ইমাম কুরতুবী (র.) লেখেছেন, এ সূরা সম্পূর্ণ মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হয়েছে। তাফসীরকার আতা ও ইকরামা (র.) ও এ মতই পোষণ করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) বায়হাকীর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে সাতটি সূরা 'হা-মীম' শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে এর প্রত্যেকটিই মক্কায় নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরা যুমারের প্রারম্ভে ওহীর সত্যতা তথা পবিত্র কুরআনের সত্যতার বর্ণনা ছিল। আর সূরা যুমারের পরিসমাপ্তিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তাঁর বান্দাদের মধ্যে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে ফয়সালা করবেন। এভাবে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য এবং গুণাবলি পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে, আর এ সূরাও মহান আল্লাহর এমনি গুণাবলির বর্ণনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে। যেমন– তিনি عَزِيْزٌ [পরাক্রমশালী], তিনি عَلِيْمٌ [মহাজ্ঞানী], তিনি غَافِرُ الذَّنْبِ [গুনাহ মার্জনাকারী], তিনি قَابِلُ التَّوْبِ [তওবা কবুলকারী], তিনি شَدِيْدُ الْعِقَابِ [অবাধ্য বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি প্রদানকারী], তিনি অনন্ত অসীম ক্ষমতাবান, তাঁর কোনো শরিক নেই, তিনি একমাত্র উপাস্য, সমগ্র মানব জাতিকে পরিশেষে তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটির বিষয়বস্তুর আলোকে বুঝা যায় যে, এটা ইসলামের ঊষালগ্নে অবতীর্ণ হয়। তাফসীর সম্রাট হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও যায়েদ (রা.)-এর অভিমত হলো সূরাটি সূরা যুমার-এরপর পরই নাজিল হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, সূরা যুমার নাজিল হয়েছে মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের পূর্বে। নাজিল হওয়ার বিন্যাস অনুযায়ী সূরাটি সূরাসমূহের ক্রমধারায় যথাস্থানে স্থাপিত রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কালে মক্কার সামাজিক অবস্থা : সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও ভাবধারার বর্ণনায় তৎকালীন মক্কার সামাজিক অবস্থা অনেকটা ফুটে উঠে। মক্কার কাফের ও মুশরিকরা তখন নবী করীম ﷺ ও তাঁর আনীত দীন ইসলামকে ঘিরে দু ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

১. মক্কার অধিবাসী। যারা ছোটবেলা হতেই মহানবী ﷺ-এক সত্যবাদী আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল। আজ তারাই হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে জাগতিক চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে নবী জন্মভূমি মক্কা তথা তার প্রত্যন্ত প্রান্তে বিশ্বনবীর আনীত দীনের ও তাঁর সর্বজনীন সংবিধান মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সত্যতা চ্যালেঞ্জে বিতর্ক জুড়ে দেয়। শুরু করে ঝগড়া-ফ্যাসাদ, নানান ধরনের অপ্রাসঙ্গিক উল্টা-পাল্টা প্রশ্নের উত্থাপন। নব নব ভিত্তিহীন অভিযোগের গণজাগরণে তখনকার আকাশ বাতাস ভারি ছিল। ইসলামের দাওয়াত, কুরআনের শিক্ষার এমনকি স্বয়ং নবী করীম ﷺ সম্পর্কে মানুষের মনে ক্রমাগত নানান সন্দেহ-সংশয়ের জাল বুনার গভীর ষড়যন্ত্রে ব্যাপ্ত ছিল গোটা বেদীন শক্তি। তা নিরসনে মহানবী ﷺ ও ঈমানদারগণ যেন শক্তিহীন ও দুর্বল হয়ে পড়েন। এরই ফল হলো নবীজির মদিনা হিজরত।

২. ইসলাম বিদ্বেষীরা মহানবী ﷺ-এর রক্ত পিপাসু হয়ে উঠে। নবী করীম ﷺ -কে শহীদ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়। এহেন হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার দৃঢ়সংকল্পে তারা ষড়যন্ত্রের ক্রমধারা অব্যাহত রাখে। একবার তা বাস্তবায়ন করার কল্পে পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। এ পরিসরে যে ঘটনাটি উল্লেখ করা যায়–
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, একদা নবী করীম ﷺ হেরেম শরীফে নামাজরত ছিলেন, এমন সময় উকবাহ ইবনে আবী মুয়ায়িত অগ্রসর হয়ে মহানবী ﷺ-এর গলায় একটি কাপড় পেঁচিয়ে তাঁকে পাকাতে ও টানতে লাগল। মূলত গলায় ফাঁস লাগিয়ে নবী করীম ﷺ-কে হত্যা করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। এ সময় হযরত আবূ বকর (রা.) তথায় উপস্থিত হলেন। তিনি সজোরে ধাক্কা মেরে উকবাকে দূরে সরিয়ে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত উকবার সাথে ধস্তাধস্তির সময় বলছিলেন– "أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهُ" অর্থাৎ 'তোমরা এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ যে বলছেন আল্লাহ আমার প্রভু!'

সূরাটির বিষয়বস্তু : আলোচ্য সূরায় তিনটি বিষয়বস্তুর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

১. তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে। তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোনো শরিক নেই। এ তাওহীদের বর্ণনা কোথাও ইসতিদলালী তথা তা দলিল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে আবার কোথাও কোথাও তার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনিভাবে কুফর হতে নিষেধাজ্ঞা, আবার কোথাও তাওহীদের ধারক-বাহকদের প্রশংসা আর সুসংবাদ।

২. বিবাদ সৃষ্টিকারী কাফের মুশরিকদেরকে ধমকি প্রদান। সত্যের ব্যাপারে এ বিবাদ সৃষ্টিকারীরা ব্যাপক। সুতরাং রাসূলকে অস্বীকারকারীরাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাদের ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন কঠোর শাস্তির ধমক দেওয়া হয়েছে।

৩. মক্কার কাফের মুশরিক কর্তৃক মহানবী ﷺ-কে নানান লাঞ্ছনা-প্রবঞ্চনা, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, অপপ্রচার এমনকি জীবন নাশের ব্যর্থ পরিকল্পনায় রাসূল ﷺ যখন বিচলিত, তখন মহান আল্লাহ তাঁর হাবীবের এ অসহায়তাবোধকে দূরীকরণে এবং স্বীয় মিশন পরিচালনায় প্রত্যয়ী থাকার জন্য সান্ত্বনা দেন। তাই এ পরিসরে বর্ণনায় বিস্তারিত স্থান পায় হযরত মূসা (আ.) ও মারদূদ ফেরাউনের মধ্যকার ঘটনায় হযরত মূসা (আ.)-এর বিজয়ের বাণী শুনানো। সাথেই অতীতের পয়গম্বরগণের প্রেরণ ও সমকালীন নির্যাতন ও বাধাবিপত্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এ সূরার রৌনক।
উল্লেখ্য, সূরা মু'মিন হতে সূরা আহক্বাফ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সাতটি সূরা حٰمٓ (হা-মীম) দ্বারা শুরু হয় অথচ এ সবগুলোর প্রারম্ভিক আলোচ্য বিষয় এক ও অভিন্ন আর তা হলো কুরআন আল্লাহর ওহী।

সূরাটির সারসংক্ষেপ : পূর্বের আলোচনায় এসেছিল যে, আলোচ্য সূরাতে তিনটি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, অর্থাৎ ক. تـوحـيـد তথা আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে তাঁর প্রভুত্বে ও ইবাদতে কাউকে শরিক না মানা। খ. ইসলাম ও তার পয়গম্বরের বিরুদ্ধবাদীদেরকে ইহকালীন ও পরকালীন ভয়াবহ পরিণতির সংবাদ দান। গ. বিরুদ্ধবাদীদের হিংসা ও কার্যকলাপে বিচলিত না হতে আল্লাহ কর্তৃক তদীয় রাসূলকে সান্ত্বনা প্রদান ইত্যাদি। কুরআন তার নিজস্ব ভঙ্গিতে এগুলোর যথাস্থানে যথোপযোগী পরিসরে অত্যন্ত প্রাণবন্ত, প্রভাবশালী ও প্রশিক্ষণের ধারায় সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তা প্রদত্ত হলো–

১. কাফেরদেরকে বলা হয়েছে আজ তোমরা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর অনুসারীদের সাথে যে নৃশংস আচরণ করে আসছ ঠিক শত শত বৎসর পূর্বে ফেরাউন ও তার বাহিনী ক্ষমতার দম্ভে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুগামীদের সাথে অনুরূপ করতে চেয়েছিল। সুতরাং তোমাদের জেনে রাখা চাই যে, ফেরাউন ও অনুগত বাহিনীর যে ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে তোমাদেরকেও তার ভাগ্য বরণ করতে হবে।

২. হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর অনুসারীদেরকে সান্ত্বনামূলক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, জালিমদের বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্যের মোকাবিলায় তোমরা নিজেদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান কর না এবং হিম্মতহারা হয়ো না। তোমাদের বুকে এ অটুট বিশ্বাস বেঁধে নাও যে, তোমরা যে মহান সত্তার দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে সম্মুখ সফর করছ তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার সামনে সকল শক্তি ও ক্ষমতা তুচ্ছ। তোমরা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার শরণাপন্ন হয়ে তাঁরই নিকট সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা কর।
জালিম তথা তাগুতের হুঙ্কার, অত্যাচার ও ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবলীলার বিপরীতে একটি অন্যতম অস্ত্র হলো– إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার ও তোমাদের রবের নিকট প্রত্যেক অহঙ্কারী হতে যে হিসাব-নিকাশের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে না।

একটি মন্তব্য : আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক ভরসা করত সর্বপ্রকার ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে দীনের হিতে কাজ করলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে, পেয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত সফলতা। এ কালের ফেরাউনরাও সে অবস্থার সম্মুখীন হবে যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল সে কালের ফেরাউনরা। সে সময়টা আসা পর্যন্ত অত্যাচার-নির্যাতনের স্টীম-রোলার যতই বেগবান হয়ে আসুকনা কেন তার সবটাই অপূর্ব ধৈর্য সহকারে মোকাবিলা করে দীনের মুজাহিদদেরকে সাহায্য করা উচিত।

৩. সত্য দীনের ব্যাপারে মক্কায় দিবারাত্র যে বিতর্ক চলছিল তা নিরসনকল্পে একদিকে যেমন দলিল ও যুক্তি দ্বারা তাওহীদ ও পরকালের বাস্তবতা প্রমাণ করে দেওয়া হলো। মক্কাবাসী কাফের মুশরিকরা কোনো প্রকার দলিল-প্রমাণ ব্যতীতই এ মহান সত্যনিষ্ঠ কথাগুলোর বিরুদ্ধে অযথাই কলহ-বিবাদে লিপ্ত তাও স্পষ্ট করে দেওয়া হলো। বাইরে তারা দেখছিল যে, নবী করীম ﷺ-এর উপস্থাপিত শিক্ষা ও তাঁর নবুয়তের বিরুদ্ধেই তাদের মূল অভিযোগ-আপত্তি। এজন্যই তারা তা মেনে নিতে পারছিল না। বস্তুত তারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বেই লিপ্ত ছিল। সুতরাং স্পষ্টভাবে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, তোমাদের মনের গভীরে লুক্কায়িত অহমিকা ও অহঙ্কারবোধই হলো বিশ্ব স্রষ্টার প্রেরিত শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নেতৃত্ব স্বীকার না করাও আনুগত্য না করার মূল কারণ। তোমাদের কাপুরুষ ধারণা মতে হয়তো মানুষেরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুয়ত মেনে ইসলামি দর্শনের উপর চললেই বুঝি তোমাদের নেতৃত্ব বিলীন হয়ে যাবে। এজন্যই তোমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাঁর বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লেগেছ।

অতএব, কাফেরদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো– তোমরা মুহাম্মদের বিরোধিতার ধ্বংসশীল প্রাচীর হতে বেরিয়ে তার সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশ করো। তা না হয় দুনিয়া ও আখেরাতে পীড়াদায়ক আজাব ও প্রবঞ্চনা তোমাদের জন্য অপেক্ষমাণ। সেদিন অতীতের সব ভুল স্মরণ পড়বে। দম্ভ আর গৌরবের কেল্লা মিসমার হয়ে যাবে। হাজারো আফসোস, অনুতাপ আর অনুনয়-বিনয় মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার ক্রোধকে প্রশমিত করতে পারবে না। পরন্তু তোমাদের সামনে তওবারও সুযোগ থাকবে না।

مَا يُجَادِلُ فِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ [٤]

শানে নুযূল : আবুল আলিয়া বলেন, কুরআনকে নিয়ে অনেক বিদ্রূপ কারীরাই ছিল। তাদের একজন নরাধম হারিছ ইবনে কাইস সালামীও ছিল। হারিছ ইবনে কাইস সালামী মতান্তরে সাহ্‌মী এর সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[রুহুল মা'আনী ৪৩/২৪/১২, বাহরে মুহীত্ব ৪৩২/৭]

সূরার বৈশিষ্ট ও ফজিলত : এখান থেকে সূরা আহকাফ পর্যন্ত সাতটি সূরা 'হা-মীম' বর্ণযোগে শুরু হয়েছে। এগুলোকে আল-হা-মীম' অথবা 'হাওয়ামীম' বলা হয়।

১. মুসাইর ইবনে কেদাম বলেন, এগুলোকে عرائس অর্থাৎ নববধূ বলা হয়।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্যাস থাকে, কুরআনের নির্যাস হলো আল-হা-মীম অথবা হাওয়ামীম। –[ফাযায়েলুল কুরআন]

৩. হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) কুরআনের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এক ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের বসবাসের জন্যে জায়গার খোঁজে বের হলো। সে এক শস্য শ্যামল প্রান্তর দেখে খুব আনন্দিত হলো। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে হঠাৎ উর্বর বাগ-বাগিচাও দেখতে পেল। এগুলো দেখে সে বলতে লাগল, আমি তো বৃষ্টির প্রথম শ্যামলা দেখেই বিস্ময় বোধ করছিলাম, এটা তো আরও বিস্ময়কর। এখন বুঝুন, প্রথম শ্যামলের উদাহরণ হলো সাধারণ কুরআন। আর উর্বর বাগ-বাগিচা হলো আল-হামীম। হযরত ইবনে মসউদ (রা.) এ কারণেই বলেন, আমি যখন কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে আল-হামীমে পৌঁছি, তখন এতে আমার চিত্ত যেন বিনোদিত হয়ে উঠে।

৪. বায়হাকী প্রিয়নবী ﷺ-এর একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, আল– হামীম (অর্থাৎ যে সমস্ত সূরা حٰمٓ [হা-মীম] শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে তা) হলো সাতটি, আর দোজখের দরজাও সাতটি, ১. জাহান্নাম, ২. হুতামাহ, ৩. লাযা, ৪. সাঈর, ৫. সাকার, ৬. হাবীয়াহ ও ৭. জাহীম। যারা এ হা-মীম বিশিষ্ট সূরা তেলাওয়াত করবে, এর প্রত্যেকটি দোজখের দরজা থেকে তাকে রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করবে। –[তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, কৃত আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী, ৬/১০৯]

৫. আল্লামা বগভী (র.) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক বস্তুরই মগজ থাকে, পবিত্র কুরআনের মগজ হলো হা-মীমবিশিষ্ট সূরাসমূহ।

৬. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, "آلِ حٰمٓ" কুরআন মাজীদের রেশমি বস্ত্র অর্থাৎ সৌন্দর্য। -[হাকিম]
৭. আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) লেখেছেন, 'হা-মীম' আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের অন্যতম। -[তাফসীরে ইবনে কাছীর (উর্দু) পারা-২৪, ৪-২৫]
৮. কোনো কোনো তাফসীরকার বলেছেন, এটি হলো পবিত্র কুরআনের অন্যতম নাম, ইমাম কাতাদা (র.) ও একথাই বলেছেন। -[তাফসীরে তাবারী, পারা-২৪, পৃষ্ঠা-২৫]
৯. **বিপদ-আপদ হতে হেফাজত :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, দিনের শুরুতে যদি কেউ আয়াতুল কুরসী এবং সূরা মু'মিনের প্রথম তিন আয়াত [অর্থাৎ حٰمٓ হতে اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত] তেলাওয়াত করে সে উক্ত দিবসে সর্বপ্রকার বিপদ-আপদ হতে মুক্ত থাকবে। -[তিরমিযী, মুসনাদে বাযযার]
১০. **শত্রুর অনিষ্ট হতে হেফাজত :** হযরত মুহাল্লাব ইবনে আবূ সুফরাহ (র.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, মহানবী ﷺ কোনো যুদ্ধে রাত্রিবেলা হেফাজতের জন্য বলেছেন- তোমাদের উপর যদি রাত্রে আক্রমণ করা হয়, তাহলে তোমরা حٰمٓ ...... لَا يُنْصَرُوْنَ পড়বে। এর সারকথা হলো حٰمٓ -এর সাথে এ দোয়া করবে যে, "আমাদের দুশমন সফল না হোক।" এটা হতে প্রতীয়মান হয় যে, حٰمٓ শত্রুর ত্রাস হতে নিরাপত্তা পাওয়ার সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ। -[আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে কাছীর]

একটি বিস্ময়কর ঘটনা : হযরত সাবেত বুনানী (র.) বলেন, দু'রাকাত নামাজ পড়ার জন্য আমি একটি বাগানে গেলাম এবং নামাজের পূর্বে সূরা মুমিনের اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত তিন আয়াত পাঠ করলাম। হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি আমার পেছনে সাদা একটি খচ্চরে সওয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহে ছিল ইয়ামেনী পোশাক। লোকটি আমাকে বলল, যখন তুমি غَافِرِ الذَّنْبِ পড় তখন তার সাথে এই দোয়াও পাঠ করো يَا غَافِرَ الذَّنْبِ اغْفِرْ لِيْ অর্থাৎ হে পাপ ক্ষমাকারী আমাকে ক্ষমা করুন, যখন وَقَابِلِ التَّوْبِ পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো يَا قَابِلَ التَّوْبِ اِقْبَلْ تَوْبَتِيْ অর্থাৎ হে তওবা কবুলকারী, আমার তওবা কবুল করুন, যখন شَدِيْدِ الْعِقَابِ পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো يَا شَدِيْدَ الْعِقَابِ لَا تُعَاقِبْنِيْ অর্থাৎ হে কঠোর শাস্তিদাতা, আমাকে শাস্তি দেবেন না এবং যখন ذى الطول পড়, তখন এর সাথে এ দোয়া পাঠ করো يَا ذُو الطَّوْلِ طُلْ عَلَيَّ بِخَيْرٍ অর্থাৎ হে অনুগ্রহকারী, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। সাবেত বুনানী বলেন, এ উপদেশ শোনার পর আমি সেদিকে তাকিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। আমি তার খোঁজে বাগানের দরজায় এসে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কোনো ইয়ামেনী পোশাক পরিহিত ব্যক্তি এ পথে গিয়েছে কি? সবাই বলল, আমরা এমন কোনো লোক দেখিনি।

সমাজ সংস্কারে এসব আয়াতের প্রভাব এবং সংস্কারকদের জন্য হযরত ওমর ফারুকের এক মহান নির্দেশ : ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেন, সিরিয়ার জনৈক প্রভাবশালী শক্তিধর ব্যক্তি হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর নিকট আসা-যাওয়া করত। কিছুদিন পর্যন্ত তার আগমন বন্ধ থাকায় তিনি লোকদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল, আমিরুল মুমিনীন, তার কথা বলবেন না, সে তো মদ্য পান করে বিভোর হয়ে থাকে। অতঃপর খলীফা তার সচিবকে ডেকে বললেন, তার কাছে এ চিঠি লিখ-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) اِلٰى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَاِنِّيْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ذُو الطَّوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ.

"ওমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে অমুকের পুত্র অমুকের নামে তোমার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি তোমার জন্য সে আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং বড় সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

অতঃপর তিনি মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, সবাই মিলে তার জন্য দোয়া কর, যেন আল্লাহ তা'আলা তার মন ফিরিয়ে দেন এবং তার তাওবা কবুল হয়। তিনি দূতের হাতে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, লোকটির নেশার ঘোর না কাটা পর্যন্ত তার হাতে চিঠি দিও না এবং অন্য কারো কাছেও দিও না। লোকটি খলীফার চিঠি পেয়ে তা পাঠ করল এবং চিন্তা করতে লাগল, এতে আমাকে শাস্তির ভয়ও দেখানো হয়েছে এবং ক্ষমা করারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অতঃপর সে কান্না শুরু করল এবং এমন তওবা করল যে, জীবনে কখনও আর মদের কাছেও গেল না।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) এই প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পেয়ে বললেন, এ ধরনের ব্যাপারে তোমাদের এমনি করা উচিত। যখন কোনো মুসলমান ভাই ভ্রান্তিতে পতিত হয়, তখন তাকে ঠিক পথে আনার চিন্তা করো না, তাকে আল্লাহর রহমতের ভরসা

দাও এবং আল্লাহর কাছে তার তওবার জন্য দোয়া কর। তোমরা তার বিপক্ষে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ো না। অর্থাৎ তাকে গালমন্দ করে অথবা রাগান্বিত করে যদি দীন থেকে আরও দূরে সরিয়ে দাও, তবে তাই হবে শয়তানের সাহায্য। –[ইবনে কাসীর]

যারা সমাজ সংস্কার তথা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করে, তাদের জন্যে এ কাহিনীর মধ্যে মূল্যবান নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তিকে সংশোধন করা উদ্দেশ্য থাকে, তার জন্য নিজেও দোয়া কর, এরপর কৌশলে তাকে ঠিক পথে আন। তাকে উত্তেজিত করলে কোনো ফায়দা তো হবেই না; বরং শয়তানকে সাহায্য করা হবে। শয়তান তাকে আরও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দিবে।

حٰمٓ : কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এটা আল্লাহর নাম। কিন্তু পূর্ববর্তী ইমামগণের মতে এসব খণ্ডিত শব্দগুলোই مُتَشَابِهَات যার অর্থ– একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন; অথবা এগুলো আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যকার কোনো গোপন সংকেত।

غَافِرِ الذَّنْبِ পাপ ক্ষমাকারী ও وَقَابِلِ التَّوْبِ তওবা কবুলকারী এ দু'টি শব্দ অর্থের দিক দিয়ে এক হলেও আলাদা আলাদা আনা হয়েছে। কারণ প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তা'আলা তওবা ব্যতিরেকেও বান্দার পাপ ক্ষমা করতে সক্ষম এবং তওবাকারীদেরকে ক্ষমা করা তাঁর একটি গুণ।

ذِى الطَّوْلِ-এর শাব্দিক অর্থ প্রশস্ততা ও ধনাঢ্যতা কিন্তু সামর্থ্য, কৃপা ও অনুগ্রহের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। –[মাযহারী]

مَا يُجَادِلُ فِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এই আয়াত কুরআন সম্পর্কে বিতর্ককে কুফর সাব্যস্ত করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, اِنَّ جِدَالًا فِى الْقُرْاٰنِ كُفْرٌ অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে কোনো কোনো বিতর্ক কুফর। –[মাযহারী]

এক হাদীসে আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'ব্যক্তিকে কুরআনের কোনো এক আয়াত সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করতে শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে বাইরে চলে আসেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দিয়েছিল। –[মাযহারী]

উপরিউক্ত বিতর্কের অর্থ কুরআনের আয়াতে খুঁত বের করা, অনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি করে তাতে বাকবিতণ্ডা করা অথবা কোনো আয়াতের এরূপ অর্থ করা, যা অন্য আয়াত ও সুন্নতের পরিপন্থি। এটা কুরআন বিকৃত করার নামান্তর। নতুবা কোনো অস্পষ্ট অথবা সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্থ খোঁজা, দুর্বোধ্য বাক্যের সমাধান অন্বেষণ করা অথবা কোনো আয়াত থেকে বিধানাবলি চয়ন করার কাজে পারস্পরিক আলোচনা গবেষণা করা উপরিউক্ত বিতর্কের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটা পুণ্য কাজ। –[বায়যাভী, কুরতুবী, মাযহারী]

فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ কুরাইশরা শীতকালে ইয়ামানে এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরে যেত। বায়তুল্লাহর সেবক হওয়ার সুবাদে সমগ্র আরবে তাদের সম্মান ও সুখ্যাতি ছিল। ফলে তারা নিরাপদে সফর করত এবং অগাধ বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জন করত। এর মাধ্যমেই তাদের ধনাঢ্যতা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের এই সুখ্যাতি ও প্রভাব কায়েম থাকা তাদের জন্য গর্ভ ও অহংকারের বিষয় ছিল। তারা বলত, আমরা আল্লাহর কাছে অপরাধী হলে এসব নিয়ামত ও ধনৈশ্বর্য ছিনিয়ে নেওয়া হতো। এই পরিস্থিতির কারণে কিছুসংখ্যক মুসলমানের মাঝেও সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ তাৎপর্য ও কল্যাণের ভিত্তিতে তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দিয়ে দেখেছেন। এতে আপনি অথবা মুসলমানরা যেন ধোঁকায় না পড়েন। সাময়িক অবকাশের পর তারা আজাবে পতিত হবে এবং বর্তমান প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। বস্তুত বদর যুদ্ধে এর সূচনা হয়ে মক্কা বিজয় পর্যন্ত ছয় বছরে কুরাইশদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ : আরশ বহনকারী ফেরেশতা বর্তমানে চারজন এবং কেয়ামতের দিন আটজন হয়ে যাবে। আরশের চারপাশে কত ফেরেশতা আছে, তার সংখ্যা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে তাদের সারির সংখ্যা লক্ষ পর্যন্ত বর্ণিত আছে। তাদেরকে 'কাররুবী' বলা হয়। তারা সবাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল ফেরেশতা। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ ফেরেশতাগণ মুমিনদের জন্য বিশেষত যারা গোনাহ থেকে তওবা করে এবং শরিয়তের পথে চলে, তাদের জন্য বিভিন্ন দোয়া করেন। এটা হয় আল্লাহ তা'আলার আদেশের কারণে, না হয় তাদের স্বভাব ও অভ্যাসই আল্লাহর নেক বান্দদের জন্য দোয়ায় মশগুল থাকা। এ কারণেই হযরত মুতররিফ ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মুমিনদের সর্বাধিক হিতাকাঙ্ক্ষী আল্লাহর ফেরেশতাগণ। মুমিনদের জন্য তাঁরা দোয়া করেন যে, তাদেরকে ক্ষমা করা হোক, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হোক এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল করা হোক।

শব্দ বিশ্লেষণ :

غَافِرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْغُفْرَانُ মূলবর্ণ (غ ـ ف ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– মার্জনাকারী।

قَابِلَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব سَمِعَ মাসদার اَلْقُبُوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ ب ـ ل) জিনস صَحِيْح অর্থ– কবুলকারী।

مَصِيْرُ : সীগাহ وَاحِدْ বহছ اِسْم ظَرْف বাব ضَرَبَ মাসদার صَيْرُوْرَةٌ মূলবর্ণ (ص ـ ى ـ ر) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– প্রত্যাবর্তন স্থল। যেতে হবে।

لَايَغْرُرْكَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ نَهْى غَائِبْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার غُرُوْرٌ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ر) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– আপনাকে যেন সন্দেহের মধ্যে না ফেলে।

هَمَّتْ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبٌ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার هَمٌّ ও مُهِمَّةٌ মূলবর্ণ (ه ـ م ـ م) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– সংকল্প করেছিল।

جَادِلُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُجَادَلَةٌ মূলবর্ণ (ج ـ د ـ ل) জিনস صَحِيْح অর্থ– ঝগড়ার উদ্ভব করেছিল।

لِيُدْحِضُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ اَمْر غَائِبْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِدْحَاضٌ মূলবর্ণ (د ـ ح ـ ض) জিনস صَحِيْح অর্থ– যেন বাতিল করতে পারে।

حَقَّتْ : সীগাহ وَاحِدَ مُؤَنَّث غَائِبٌ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার حَقٌّ মূলবর্ণ (ح ـ ق ـ ق) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– স্থিরীকৃত হয়েছে।

يُسَبِّحُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْفْ বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صَحِيْح অর্থ– পবিত্রতা বর্ণনা করছে।

وَسِعْتَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ مَاضِى مَرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার سَعَةٌ মূলবর্ণ (و ـ س ـ ع) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ– সর্বব্যাপী। প্রশস্ত হয়েছে।

تَابُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার تَوْبٌ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– তওবা করেছে।

اِتَّبَعُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِتِّبَاعٌ মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– চলেছে। অনুসরণ করেছে।

قِهِمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার وِقَايَةٌ ও وَقْىٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তাদেরকে রক্ষা করুন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

مَايُجَادِلُ فِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا : এখানে مَا হলো نَافِيَة আর يُجَادِلُ হলো فِعل مُضَارِعْ مَرْفُوْع এবং فَاعِلْ হলো الَّذِيْنَ ক্রিয়ার সাথে مُتَعَلِّقْ আর اِلَّا হলো اِسْتِثْنَاء-এর অব্যয় এবং الَّذِيْنَ হলো يجادل এর فَاعِلْ আর فِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ ... كَفَرُوْا হলো তার صِلَة। –(ই'রাবুল কুরআন : ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫৪৬)

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আর তাদেরকে অনন্তকাল অবস্থানের জান্নাতে দাখিল করুন যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছিলেন, আর তাদের পিতামাতা ও তাদের স্ত্রীগণ এবং তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা জান্নাতের উপযোগী তাদেরকেও; নিঃসন্দেহে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِۨالَّتِیْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّیّٰتِهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۟ۙ (٨)
৯. আর তাদেরকে কষ্ট হতে রক্ষা করুন; আর আপনি যাকে সেই দিনের কষ্ট হতে রক্ষা করলেন, তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করলেন; আর এটাই হচ্ছে মহা সফলতা।	وَقِهِمُ السَّیِّاٰتِ ؕ وَمَنْ تَقِ السَّیِّاٰتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ۟ (٩)
১০. যারা কাফের, তাদেরকে ডেকে বলা হবে, নিজেদের প্রতি তোমাদের যেরূপ ঘৃণা হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদেরকে তদপেক্ষা অধিক ঘৃণা করতেন, যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হতো আর তোমরা তা অমান্য করতে।	اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا یُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَی الْاِیْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ۟ (١٠)
১১. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে দুবার মৃত রেখেছেন এবং দু'বার জীবন দান করেছেন। অতএব, আমরা আমাদের সমস্ত অপরাধ স্বীকার করলাম, সুতরাং বের হওয়ার কোনো উপায় আছে কি?	قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ وَاَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰی خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِیْلٍ ۟ (١١)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ আর তাদেরকে অনন্তকাল অবস্থানের জান্নাতে দাখিল করুন الَّتِیْ وَعَدْتَّهُمْ যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছিলেন وَمَنْ صَلَحَ আর যারা জান্নাতের উপযোগী তাদেরকেও مِنْ اٰبَآئِهِمْ আর তাদের পিতামাতা وَاَزْوَاجِهِمْ ও তাদের স্ত্রীগণ وَذُرِّیّٰتِهِمْ এবং তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ নিঃসন্দেহে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৯. وَقِهِمُ السَّیِّاٰتِ আর তাদেরকে কষ্ট হতে রক্ষা করুন وَمَنْ تَقِ السَّیِّاٰتِ یَوْمَئِذٍ আর আপনি যাকে সেদিনের কষ্ট হতে রক্ষা করলেন فَقَدْ رَحِمْتَهٗ তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করলেন وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ আর এটাই হচ্ছে মহা সফলতা।

১০. اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا যারা কাফের یُنَادَوْنَ তাদেরকে ডেকে বলা হবে لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ আল্লাহ তোমাদেরকে এটা অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করতেন مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ নিজেদের প্রতি তোমাদের যেরূপ ঘৃণা হচ্ছে اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَی الْاِیْمَانِ যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হতো فَتَكْفُرُوْنَ আর তোমরা তা অমান্য করতে।

১১. قَالُوْا তারা বলবে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! اَمَتَّنَا اثْنَتَیْنِ আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত রেখেছেন وَاَحْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ এবং দু'বার জীবন দান করেছেন فَاعْتَرَفْنَا অতএব, আমরা স্বীকার করলাম بِذُنُوْبِنَا আমাদের সমস্ত অপরাধ فَهَلْ اِلٰی خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِیْلٍ সুতরাং বের হওয়ার কোনো উপায় আছে কি?

১২. [না, উপায় নেই,] তার কারণ হচ্ছে, যখন এককভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া হতো, [অর্থাৎ একত্ববাদের আলোচনা হতো] তখন তোমরা নাফরমানি করতে, আর যদি তাঁর সঙ্গে কাউকেও শরিক করে দেওয়া হতো, তখন তোমরা মেনে নিতে; সুতরাং এটা আল্লাহর মীমাংসা, যিনি মহামহিমান্বিত, শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান।	ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗۤ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ؕ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ﴿١٢﴾
১৩. তিনিই সে [প্রভু], যিনি তোমাদেরকে নিজ নিদর্শনাবলি প্রদর্শন করেন এবং আসমান হতে তোমাদের জন্য রিজিক প্রেরণ করে থাকেন; আর কেবল সে-ই নসিহত গ্রহণ করে থাকে, যে [আল্লাহর দিকে] ফিরে আসে।	هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ؕ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾
১৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে ডাক, যদিও কাফেরদের অপ্রিয় হয়।	فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, আরশের অধিপতি, তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা, ওহী অর্থাৎ স্বীয় নির্দেশ প্রেরণ করেন, যেন তিনি সম্মিলন [কিয়ামত-] দিবসের ভয় প্রদর্শন করেন।	رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. ذٰلِكُمْ তার কারণ হচ্ছে بِاَنَّهٗ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ যখন এককভাবে আল্লাহর নাম নেওয়া হতো كَفَرْتُمْ তখন তোমরা নাফরমানি করতে وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ আর যদি তার সঙ্গে কাউকে শরিক করে দেওয়া হতো تُؤْمِنُوْا তখন তোমরা মেনে নিতে فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ সুতরাং এটা আল্লাহর মীমাংসা الْعَلِيِّ যিনি মহামহিমান্বিত الْكَبِيْرِ শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান।

১৩. هُوَ الَّذِيْ তিনিই সে (প্রভু) يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ যিনি তোমাদেরকে নিজ নিদর্শনাবিল প্রদর্শন করেন وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا এবং আসমান হতে তোমদের জন্য রিজিক প্রেরণ করেন وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ আর কেবল সে-ই নসিহত গ্রহণ করে থাকে যে (আল্লাহ দিকে) ফিরে আসে।

১৪. فَادْعُوا اللّٰهَ সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ডাক مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ খাঁটি বিশ্বাসের সাথে وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ যদিও কাফেরদের অপ্রিয় হয়।

১৫. رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ذُو الْعَرْشِ আরশের অধিপতি يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ তিনি ওহী অর্থাৎ স্বীয় নির্দেশ প্রেরণ করেন عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ যার প্রতি ইচ্ছা مِنْ عِبَادِهٖ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ যেন তিনি সম্মিলন (কিয়ামত) দিবসের ভয় প্রদর্শন করেন।

১৬. যে দিন সকল মানুষ [আল্লাহর] সম্মুখে উপস্থিত হবে, তাদের কোনো বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গোপন থাকবে না; রাজত্ব আজ কার? একমাত্র আল্লাহরই, যিনি একক, প্রবল পরাক্রান্ত।	يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۗ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۗ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ যেদিন সকল মানুষ (আল্লাহর) সম্মুখে উপস্থিত হবে لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার নিকট গোপন থাকবেনা مِنْهُمْ شَيْءٌ তাদের কোনো বিষয় لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ রাজত্ব আজ কার لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ একমাত্র আল্লাহরই, যিনি একক, প্রবল পরাক্রান্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এতদসঙ্গে তারা এ দোয়াও করেন– وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা মাগফেরাতের যোগ্য, অর্থাৎ যারা ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকেও এদের সাথে জান্নাতে দাখিল করুন।

এ থেকে জানা গেল যে, মুক্তির জন্য ঈমান শর্ত। ঈমানের পর অন্যান্য সৎকর্মে মুসলমানদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানগণ নিম্নস্তরের হলেও আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাদের পূর্বপুরুষগণকেও জান্নাতে তাদের স্তরেই স্থান দিবেন, যাতে তাদের আনন্দ ও সন্তুষ্টি পূর্ণ হয়। কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– وَاَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (রা.) বলেন, মুমিন জান্নাতে পৌছে তার পিতা, পুত্র, ভাই প্রমুখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যে, তারা কোথায়? তাকে বলা হবে, তারা তোমার মতো আমল করেনি। (তাই তারা এখানে পৌছতে পারবে না)। মু'মিন বলবে, আমি যে আমল করেছি, তা কেবল নিজের জন্যই করিনি-তাদের জন্যও করেছি। এরপর তাদেরকেও জান্নাতে দাখিল করার আদেশ হবে। –[ইবনে কাসীর]

এ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এটা সাহাবীর উক্তি হলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তির পর্যায়ভুক্ত। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আয়াতে যে صَلَاحِيَّةٌ তথা যোগ্যতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তার অর্থ শুধু ঈমান আমলসহ ঈমান নয়।

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ : কেউ কেউ دَرَجَاتٌ- এর অর্থ করেছেন গুণাবলি। অতএব رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ-এর অর্থ তাঁর পূর্ণত্বের গুণাবলি সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। ইবনে কাসীর একে বাহ্যিক আঙ্গিকে রেখে বলেছেন যে, এর অর্থ 'তাঁর মহান আরশ সমুচ্চ'। আল্লাহর আরশ সমস্ত পৃথিবী ও আকাশসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং সবার ছাদস্বরূপ উচ্চ। সূরা মা'আরেজে বলা হয়েছে– مِنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ.

এ আয়াত সম্পর্কে ইবনে-কাসীরের গবেষণাপ্রসূত অভিমত এই যে, আয়াতে উল্লিখিত পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ হলো সে দূরত্বের বিশ্লেষণ যা মাটির সপ্তম স্তর থেকে আরশ পর্যন্ত রয়েছে। তাঁর মতে এ ব্যাখ্যা বহু সংখ্যক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তাফসীরবিদদের কাছে অগ্রগণ্য। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, অনেক আলেমের মতে আল্লাহর আরশ একটি লাল ইয়াকুত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত, যার ব্যাস পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বের সমান। এমনিভাবে তার উচ্চতা মাটির সপ্তম স্তর থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বের সমান। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ-এর অর্থ আল্লাহ তা'আলা মু'মিন-মুত্তাকীদের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী। যেমন কুরআনের অন্যান্য আয়াতও এর সাক্ষ্য বহন করে। এক আয়াতে আছে,

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ - يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ অন্য এক আয়াতে আছে نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ
بَارِزُوْنَ এর মর্ম এই যে, হাশরের ময়দানকে যেহেতু একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে, যাতে কোনো পাহাড়, গর্ত অথবা দালান-কোঠা ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না; তাই সবাই উন্মুক্ত ময়দানে দৃষ্টির সামনে থাকবে।

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ বাক্যটি يَوْمَ التَّلَاقِ ও يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ -এর পরে এসেছে। বলাবাহুল্য, يَوْمَ التَّلَاقِ তথা সাক্ষাৎ ও সমাবেশের দিন দ্বিতীয় ফুঁকের পরে হবে। এমনিভাবে يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ -এর ঘটনাও তখন হবে, যখন দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পরে নতুন ভূপৃষ্ঠ সমতল করে দেওয়া হবে, যাতে কোনো আড়াল থাকবে না। এরপরে لِمَنِ الْمُلْكُ বাক্যটি আনার কারণে বাহ্যত বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে সবকিছু পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে বাস্তবায়িত হবে। কুরতুবী এর সমর্থনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি এই : সমস্ত মানুষ এমন এক পরিষ্কার ভূ-খণ্ডে একত্রিত হবে, যাতে কেউ কোনো গোনাহ্ করেনি। তখন আল্লাহর আদেশে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (আজকের দিনে রাজত্ব কার?)
মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সবাই এর জওয়াবে বলবে لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ মুমিনরা তো তাদের বিশ্বাস ও আকীদা অনুযায়ী আনন্দ ও হৃষ্টচিত্তে একথা বলবে। কিন্তু কাফেররা বাধ্য হয়ে দুঃখ সহকারে একথা স্বীকার করবে।

কিন্তু অন্য কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এ উক্তি তখন করবেন, যখন প্রথম ফুঁকের পর সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল ও আজরাঈল প্রমুখ নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণও মৃত্যুবরণ করবেন এবং এক আল্লাহর সত্তা ব্যতীত কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই পরিবেশে আল্লাহ বলবেন, 'আজকের দিনে রাজত্ব কার?' তখন যেহেতু কোনো জওয়াবদাতা থাকবে না, তাই আল্লাহ নিজেই জওয়াব দেবেনঃ 'প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহর!' হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এতে আল্লাহ তা'আলাই প্রশ্নকারী এবং জওয়াবদাতাও তিনিই। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযীও তাই বলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও ইবনে ওমর (রা.)-এর এ হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়–কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমগ্র পৃথিবীকে বাম হাতে এবং সমগ্র আসমানসমূহকে ডান হাকে গুটিয়ে বলবেন - أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ অর্থাৎ আমিই বাদশাহ ও প্রভু, আজ প্রতাপশালী ও অহংকারীরা কোথায়? তাফসীরে দূররে মানসূরে উল্লেখিত দু'টি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে; এ প্রশ্নটি উপরিউক্ত একবার প্রথম ফুঁৎকারের সময় এবং আর একবার দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সময় দু'বারই হয়তো উচ্চারিত হবে। বয়ানুল-কুরআনে বলা হয়েছে, দু'বার মেনে নেওয়ার উপরই কুরআন পাকের তাফসীর নির্ভরশীল নয়। বরং এটা সম্ভবপর যে, উল্লেখিত আয়াতে প্রথম ফুঁকের পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তখন সবাইকে উপস্থিত ধরে নিয়ে এই কালেমা বলা হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُنَادَوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব مُفَاعَلَة মাসদার مُنَادَاةٌ মূলবর্ণ (ن - د - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– ডেকে বলা হবে।

تُدْعَوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– তোমাদেরকে আহ্বান করা হবে।

أَمَتَّنَا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِمَاتَةٌ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস أَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– আমাদেরকে মৃত রেখেছেন।

أَحْيَيْتَنَا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার (ح - ى - ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْنْ অর্থ– জীবন দান করেছেন।

اِعْتَرَفْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلَّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِعْتِرَافٌ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– আমরা স্বীকার করলাম।

دُعِىَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىٌ অর্থ– নেওয়া হতো। আহ্বান করা হতো।

يُرِيْكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব مَهْمُوْز عَيْن এবং نَاقِص يَائِىْ অর্থ– তিনি তোমাদেরকে প্রদর্শন করবেন।

يُنِيْبُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِنَابَةٌ মূলবর্ণ (ن ـ و ـ ب) জিনস اَجْوَف وَاوِىٌ অর্থ– ফিরে আসে।

يُلْقِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– প্রেরণ করেন। নিক্ষেপ করেন।

بَارِزُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার بُرُوْزٌ মূলবর্ণ (ب ـ ر ـ ز) জিনস صَحِيْح অর্থ– উপস্থিত হবে। প্রকাশ পাবে।

لَايَخْفٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَجْهُوْل বাব سَمِعَ মাসদার خَفَاءٌ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– গোপন থাকবেনা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ : وَاوْ হলো عَاطِفَة আর وَقِهِمْ হলো فِعْل اَمْر এবং اَنْتَ -এর ন্যায় যমীর তার فَاعِلْ আর هُمْ হলো مَفْعُول بِهٖ اَوَّلْ এবং اَلسَّيِّئَاتِ হলো مَفْعُول بِهٖ ثَانِىْ অতঃপর وَاوْ হলো عَاطِفَة এবং مَنْ হলো জযম প্রদানকারী শর্তের ইসম এবং এটা রফার স্থানে এসে مُبْتَدَأ হয়েছে। আর تَقِ হলো জযম বিশিষ্ট শর্তের فِعْل এবং এর جَزْم -এর عَلَامَة হলো حَرْفُ الْعِلَّة বিলুপ্ত হওয়া আর اَلسَّيِّئَاتِ হলো مَفْعُول بِهٖ এবং يَوْمَئِذٍ হলো ظَرْف যা تَقِ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ ; অতঃপর فَاء হলো رَابِطَة এবং قَدْ رَحِمْتَهٗ এ বাক্যটির تَرْكِيْب -এ কোনো স্থান নেই।

১৭. অদ্য প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করা হবে; [এবং কারো প্রতি] কোনো অবিচার করা হবে না; আল্লাহ্ তা'আলা অতি ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।	اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾
১৮. আর আপনি তাদেরকে এক আসন্ন বিপদ দিবস হতে ভয় প্রদর্শন করুন, যখন হৃদপিণ্ডসমূহ গলদেশে এসে পড়বে, [চিন্তায়] অধীর হয়ে যাবে; [সেদিন] জালিমদের [অর্থাৎ কাফেরদের] কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুও থাকবে না এবং কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না যার কথা গ্রহণযোগ্য হয়।	وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ؕ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿١٨﴾
১৯. তিনি চক্ষুসমূহের গোপন চাহনিকেও জানেন এবং সেটাও [জানেন] যা অন্তরসমূহে লুক্কায়িত আছে।	يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾
২০. এবং আল্লাহ তা'আলা সঠিক মীমাংসা করে দিবেন; আর এরা আল্লাহ্ ভিন্ন যাদেরকে ডাকে, তারা কোনো প্রকার মীমাংসাই করতে সক্ষম নয়; আল্লাহই সব শুনেন, সব দেখেন।	وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾
২১. তারা কি ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করে দেখেনি যে, যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে, [কুফরির কারণে] তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে?	اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. اَلْيَوْمَ অদ্য تُجْزٰى বিনিময় প্রদান করা হবে كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেককে بِمَا كَسَبَتْ তার কৃতকর্মের لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ কোনো অবিচার করা হবে না اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ আল্লাহ তা'আলা অতি ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।

১৮. وَاَنْذِرْهُمْ আর আপনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন يَوْمَ الْاٰزِفَةِ এক আসন্ন বিপদ দিবস হতে اِذِ الْقُلُوْبُ যখন হৃদপিণ্ডসমূহ لَدَى الْحَنَاجِرِ গলদেশে এসে পড়বে كٰظِمِيْنَ (চিন্তায়) অধীর হয়ে যাবে مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ (সেদিন) জালিমদের কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুও থাকবে না وَّلَا شَفِيْعٍ এবং কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না يُّطَاعُ যার কথা গ্রহণযোগ্য হয়।

১৯. يَعْلَمُ তিনি জানেন خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ চক্ষুসমূহের গোপন চাহনিকেও وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ এবং তাও (জানেন) যা অন্তরসমূহে লুক্কায়িত আছে।

২০. وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ আল্লাহ তা'আলা সঠিক মীমাংসা করে দিবেন وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ এরা আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে ডাকে لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ তারা কোনো প্রকার মীমাংসাই করতে সক্ষম নয় اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ আল্লাহই সব শুনেন, সব দেখেন।

২১. اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا তারা কি ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করে দেখেনি যে كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ তাদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে

كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٢١﴾

** তারা এদের অপেক্ষা অধিক প্রবল ছিল শক্তিতে এবং সমস্ত কীর্তি-চিহ্নে, যা ভূপৃষ্ঠে ত্যাগ করে গেছে, অনন্তর আল্লাহ্ তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করেছেন; আর তাদের জন্য আল্লাহ্ হতে রক্ষাকারী কেউই ছিল না।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

২২. এটা এ জন্য যে, তাদের নিকট তাদের [প্রতি প্রেরিত] রাসূল স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে আগমন করেছিলেন, তথাপি তারা অমান্য করেছে, সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকে পাকড়াও করলেন; নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٣﴾

২৩. আর আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলি ও প্রকাশ্য প্রমাণসহ প্রেরণ করেছিলাম।

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

২৪. ফেরাউন ও হামান এবং কারূনের প্রতি, তখন তারা বলল, এ ব্যক্তি জাদুকর [এবং] মিথ্যাবাদী।

فَلَمَّا جَاۗءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَاۗءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَاۗءَهُمْ ۭ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾

২৫. অনন্তর যখন তিনি আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত সত্য ধর্মসহ লোকদের নিকট আগমন করলেন, তখন সে লোকগুলো বলল, যারা তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে, তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করে ফেল, আর তাদের নারীদেরকে জীবিত থাকতে দাও; কিন্তু সেই কাফেরদের প্রচেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হলো।

শাব্দিক অনুবাদ :

** كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ তারা এদের অপেক্ষা অধিক প্রবল ছিল قُوَّةً وَّاٰثَارًا শক্তিতে এবং সমস্ত কীর্তি-চিহ্নে فِي الْاَرْضِ যা ভূপৃষ্ঠে ত্যাগ করে গেছে فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন بِذُنُوْبِهِمْ তাদের পাপের কারণে وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ আর তাদের জন্য আল্লাহ হতে রক্ষাকারী কেউই ছিল না।

২২. ذٰلِكَ এটা এজন্য যে بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ তাদের নিকট আগমন করেছিলেন رُسُلُهُمْ তাদের (প্রতি প্রেরিত) রাসূল بِالْبَيِّنٰتِ স্পষ্ট প্রমাণ সমূহ নিয়ে فَكَفَرُوْا তথাপি তারা আমান্য করেছে فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করলেন اِنَّهٗ قَوِيٌّ নিঃসন্দেহে তিনি আতিশয় শক্তিমান شَدِيْدُ الْعِقَابِ কঠোর শাস্তিদাতা।

২৩. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا আর আমি প্রেরণ করেছিলাম مُوْسٰى মূসাকে بِاٰيٰتِنَا আমার নিদর্শনাবলি وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ও প্রকাশ্য প্রমাণসহ।

২৪. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ ফেরাউন, হামান এবং কারূনের প্রতি فَقَالُوْا তখন তারা বলল سٰحِرٌ এ ব্যক্তি জাদুকর كَذَّابٌ (এবং) মিথ্যাবাদী।

২৫. فَلَمَّا جَاۗءَهُمْ অনন্তর যখন তিনি লোকদের নিকট আগমন করলেন بِالْحَقِّ সত্য ধর্মসহ مِنْ عِنْدِنَا আমার পক্ষ হতে প্রদত্ত قَالُوْا তখন সেই লোকগুলো বলল اقْتُلُوْٓا হত্যা করে ফেল اَبْنَاۗءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ যারা তাদের সঙ্গে ঈমান এনেছে তাদের পুত্রদেরকে وَاسْتَحْيُوْا نِسَاۗءَهُمْ আর তাদের নারীদেরকে জীবিত থাকতে দাও وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ কিন্তু সেই কাফেরদের প্রচেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হলো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

"اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ" : ইতঃপূর্বে ইরশাদ ছিল, হাশরের মাঠে সর্বসময় ক্ষমতা ও একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন একমাত্র মহান আল্লাহ সুবহানুহুর। পরন্তু কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েই যে আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে যাচ্ছেতাই আচরণ করবেন তা নয়; বরং প্রতিটি প্রাণকে শুধু তার কর্মের প্রতিদান দেবেন। ভালো কর্মের প্রতি দান ভালো তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তি। আর মন্দ ও অযাচিত কর্মের প্রতিদানও হবে মন্দ তথা ভয়াবহ পরিণতি।

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ .... : আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি দিক বিশেষভাবে প্রানধানযোগ্য

ক. প্রত্যেককে তার কর্মফল ভোগ করতেই হবে : ইরশাদ হচ্ছে اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ "আজকের দিনে প্রত্যেককেই তার কর্মফল প্রদান করা হবে।" অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। সেদিন কারো প্রতি কোনো প্রকার জুলুম হবে না, হবে না কোনো অবিচার আর অনাচার। কারো নেক আমলের ছওয়াব কম করা হবে না, আর কারো পাপ কার্যের শাস্তি অধিক পরিমাণে দেওয়া হবে না। আল্লাহ তা'আলা যেমন ওয়াদা করেছেন ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেককে তার কর্মের বিনিময় দেওয়া হবে। সেদিন ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, আর আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতায় জুলুম সম্পূর্ণই অচিন্তনীয়।

মূলত ক্ষমতা নিঃসন্দেহে আজো আল্লাহ তা'আলারই অধিকারে, তবে দুনিয়াতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি প্রদান করেছেন, মানুষ আল্লাহ তা'আলার খলিফা বা প্রতিনিধি হয়ে ক্ষমতা পরিচালনা করে, কিন্তু কিয়ামতের দিন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহর হাতেই। ইরশাদ হচ্ছে وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ 'আর আমি বান্দাদের জন্যে আদৌ জালিম নই।'

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা অনন্ত-অসীম দয়াবান, তিনি পরম দয়ালু, তিনি কখনো কারো প্রতি জুলুম করেন না, তিনি এটাও ঘোষণা করেছেন– "غَلَبَتْ رَحْمَتِىْ عَلٰى غَضَبِىْ" অর্থাৎ 'আমার রহমত গজবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে।'

খ. যে কোনো কাজের প্রতিফল অনিবার্য : মানুষ ভালো মন্দ যা কিছুই করবে অবশ্যই তাকে তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– "لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ" যে ভালো কর্ম করবে সে তার কল্যাণ ভোগ করবে, আর যা কিছু মন্দ কর্ম করবে তার শাস্তিও সে ভোগ করবে। আরো ইরশাদ হচ্ছে–"فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ" অর্থাৎ কেউ সামান্যতম ভালো কাজ করলে তার প্রতিদান পাবে আর সামান্যতম মন্দ কাজ করলেও তার প্রতিফল পাবে।

মোদ্দাকথা হলো, 'যেমন কর্ম তেমন ফল' এটাই এ বিষয়ে ইসলামের মূল নীতিমালা ও বিধান।

গ. মানুষের উপার্জনে সাব্যস্ত করা হয়েছে : মানুষ যদিও তার কাজকর্মের স্রষ্টা নয়। তথাপি সে তার كَاسِبٌ বা উপার্জনকারী। এটাই আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা বা বিশ্বাস। অন্যভাবে বলা যায়– কোনো কাজ করা ও না করার ব্যাপারে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা রয়েছে। ভালো-মন্দ সব কাজেই মানুষ ইচ্ছা করলে তা করতে পারে আবার ইচ্ছা না হলে তা হতে বিরত থাকতে পারে। আর এর উপর বিচার করেই তাকে পুরস্কৃত করা হবে কিংবা আজাব দেওয়া হবে। মোদ্দাকথা, كَسْب -এর উপর ভিত্তি করেই মানুষের প্রতিফল নির্ধারণ করা হবে।

ঘ. মানুষের কর্মের প্রতিফল প্রাপ্তির উপযুক্ত স্থান হলো আখেরাত : মানুষের ভালো-মন্দ কর্মের প্রতিফল যদিও কম-বেশি বিভিন্নভাবে দুনিয়াতেও দেওয়া হয়ে থাকে তথাপি তার প্রকৃত প্রতিফল প্রাপ্তির উপযুক্ত স্থান হলো আখেরাত। শুধুমাত্র আখেরাতেই মানুষ তার কর্মের পরিপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত প্রতিফল পেতে পারে। দুনিয়ার এ স্বল্প পরিসরে মানুষের ভালো কর্মের পরিপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করা সম্ভব নয়; তেমনি সম্ভব নয় মন্দ কর্মের যথোচিত শাস্তি প্রদান করা।

"لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ" : ইরশাদ হচ্ছে, আজকের এ দিনে কারো প্রতি কোনো প্রকার জুলুম হবে না, যার যা প্রাপ্য সত্য ও ন্যায়সঙ্গতভাবে সে তাই পাবে। আবদ ইবনে হুমায়েদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গুনাহ তিন প্রকার– ১. যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে, ২. যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে না ও ৩. যে গুনাহ থেকে কোনো কিছুই ছেড়ে দেওয়া হবে না। যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে তা হলো এমন গুনাহ যা করার পর বান্দা আল্লাহ তা'আলার দরবারে তওবা ইস্তেগফার করে। আর যে গুনাহ ক্ষমা করা হবে না তা হলো শিরক। আর যে গুনাহ এতটুকুও ছেড়ে দেওয়া হবে না তা হলো মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের জুলুম। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর কথা বলার পর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

উল্লেখ্য যে, প্রতিফল প্রদানের ব্যাপারে কয়েক প্রকারের জুলুম হতে পারে।

১. কেউ পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য ও অধিকারী হবে, কিন্তু তাকে তা দেওয়া হবে না।
২. যে লোক শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তাকে শাস্তি না দেওয়া।
৩. একজন শাস্তি পাওয়ার মতো নয়, তথাপি তাকে শাস্তি দেওয়া।
৪. কম মাত্রায় শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে অধিক শাস্তি দেওয়া।
৫. একজন যতটা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য তাকে তা অপেক্ষা অনেক কম দেওয়া।
৬. একজনের অপরাধে অন্য জনকে দোষী সাব্যস্ত করা।

মোদ্দাকথা, এসবের কোনো জুলুমই আল্লাহ করবেন না।

মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে আছে, মহানবী ﷺ আল্লাহ তা'আলার মহান বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি জুলুম করা আমার উপর হারাম করেছি, আর তোমাদের উপরও জুলুম করা হারাম করে দিয়েছি। অতএব তোমাদের মধ্য হতে কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে। আরো ইরশাদ করেছেন– হে আমার বান্দাগণ! এ হলো তোমাদের আমলসমূহ, আমি এ সবের বিনিময় অবশ্যই দান করব। অতএব যে কল্যাণ লাভ করে সে যেন আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করে। আর যে এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু পায় সে যে নিজেকেই তিরস্কার করে।

"إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ" : ইরশাদ হচ্ছে– "اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ" "মানুষের নিকট তার হিসাব-নিকাশের সময় নিকটবর্তী হয়েছে, অথচ তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত এবং বিমুখ। এমনিভাবে "مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ" অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টি করা এবং তোমাদের মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করা আমার নিকট এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করে তাকে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করার মতোই। কেননা আল্লাহ তা'আলার হুকুম হওয়ার সাথে সাথেই অনতি বিলম্বে তা কার্যকরী হয়।

আল্লাহ তা'আলা অতি দ্রুততার সাথে হিসাব গ্রহণকারী। হাদীস শরীফে এসেছে হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার দিনের অর্ধ দিনের মধ্যেই সমস্ত সৃষ্টির হিসাব-নিকাশ সম্পাদন করে ফেলবেন।

হিসাব গ্রহণ করতে আল্লাহ তা'আলার এতটুকুও বিলম্ব হবে না। তিনি জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্টজীবকে একই সময় রিজিক দান করেছেন এবং একজনকে রিজিক দান করার ব্যস্ততায় অপরকে রিজিক দিতে অপরাগ হন না। তিনি বিশ্বজগতের প্রতিটি জিনিসকে যেমন একই সময়ে দেখতে পান, সকল শব্দ একই সময় শুনতে পান, ছোট-বড় সকল বিষয়ে ব্যবস্থাপনা একই সময় করে থাকেন। কোনো একটি জিনিস তার লক্ষ্যকে এমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারে না-যার ফলে তিনি অন্য জিনিসগুলোর প্রতি লক্ষ্য দিতে পারেন না। ঠিক তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব একই সময়ে গ্রহণ করবেন। তাঁর আদালতে মামলার ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও সেই জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ কঠিন হওয়ার কারণে বিচারকার্যে কোনোরূপ বিলম্ব হবে না। বিচারপতি সকল ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে নিজেই অবহিত, মামলার প্রতিপক্ষ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত এবং ঘটনার স্পষ্ট সাক্ষ্য খুঁটি-নাটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণসহ অনতিবিলম্বে তাঁর সামনে পেশ করা হয়ে যাবে। কাজেই প্রতিটি মামলার ফয়সালাও মুহূর্তেই সম্পন্ন হয়ে যাবে।

মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা তো বিশাল কুদরতের অধিকারী যে, সমগ্র সৃষ্টির হিসাব গ্রহণ করতে তাঁর মুহূর্ত কালেরও প্রয়োজন হয় না।

"وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ" : আল্লাহ তা'আলা এখানে নবী করীম ﷺ -কে নির্দেশ দিয়েছেন, কাফেরদের বিশেষভাবে এবং সকলকে সাধারণভাবে কিয়ামত সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য। সুতরাং ইরশাদ হয়েছে– "হে হাবীব! আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন তথা কিয়ামতের দিবস সম্পর্কে সতর্ক করে দিন। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বারবার ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাদের নিকট হতে বিন্দুমাত্র দূরে নয়। যে কোনো মুহূর্তেই কিয়ামত তাদের সামনে এসে উপস্থিত হতে পারে।

কোথাও বলা হয়েছে– "أَتَى أَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ" আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। সুতরাং এর জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করো না। অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– "أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ" "কিয়ামত নিকটবর্তী, আল্লাহ ব্যতীত তা হতে কেউ রক্ষাকারী নেই।"।

মোকদ্দাকথা, উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহ দ্বারা লোকদেরকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামতকে দূরবর্তী মনে করে তারা যেন নির্ভীক ও বেপরোয়া হয়ে না পড়ে। সুতরাং আর এক মুহূর্তেও বিলম্ব না করে তারা যেন আত্মসংশোধন করে নেয়।

কেউ কেউ "يَوْمُ الْآزِفَةِ" -এর দ্বারা মৃত্যুর দিনকে বুঝিয়েছেন। কেননা "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ" অর্থাৎ মানুষ মৃত্যুবরণ করতেই তার কিয়ামত আরম্ভ হয়ে যায়। কাফেরদের এ বিশ্বাস ছিল তাদের বাতিল উপাস্য আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে তাদের জন্যে সুপারিশ করবে; কিন্তু তাদের একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কাফেরদের পক্ষে সুপারিশ করার অধিকার কারোই থাকবে না। কাউকেই এর অনুমতি দেওয়া হবে না। অথচ অনুমতি ব্যতীত সেদিন কেউ কোনো কথা বলার সাহস পাবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত, বিপদগ্রস্ত এবং ক্রন্দনরত থাকবে। যারা দুনিয়াতে নাফরমানি করে নিজেদের প্রতি চরম জুলুম করে তারা সেদিন সর্বাধিক অসহায় হবে। তাদের কোনো বন্ধুও থাকবে না এবং তাদের কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না।

"مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ" উল্লিখিত আয়াতাংশ দ্বারা মু'তাযিলা ও অন্যান্য বাতিলপন্থিরা ধৃষ্টতা পোষণ করত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, হাশরের দিন জালেম তথা কাফের ও ফাসেক কারো জন্যই কোনো সুপারিশকারী থাকবে না। আর থাকলেও তার সুপারিশ অগ্রাহ্য হবে।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নত ওয়ালা জামাতের আকীদা হলো যে সকল ঈমানদার তার বদ আমলের কারণে জাহান্নামী সাব্যস্ত হবে, সে সকল গুনাহগার মু'মিনদের সুপারিশ কবুল করবেন। কুরআন হাদীসের বহু বাণী দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে। নিম্নে সে বাতিলপন্থিদের প্রামাণ্য এ দলিলের দাঁত ভাঙ্গা জবাব প্রদান করা হচ্ছে।

১. উক্ত আয়াতে ظَالِمِيْنَ দ্বারা কাফের ও মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। কারণ অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– "إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ" অর্থাৎ নিঃসন্দেহে শিরক মহা জুলুম। আর মুশরিক ও কাফেরদের পক্ষে এ সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বিষয়ে কেউ কোনো প্রকার দ্বিমত পোষণ করেনি। এর কারণ হলো সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ঈমানদার হওয়া পূর্বশর্ত।

২. আর ظَالِمِيْنَ দ্বারা যদি ঈমানদার ফাসেক উদ্দেশ্য হয়, তবে "لَا شَفِيْعٌ يُطَاعُ" -এর অর্থ হবে তাদের জন্য এমন কোনো সুপারিশকারী হবে না যার সুপারিশ মেনে নিতে আল্লাহ তা'আলা বাধ্য হবেন। সুপারিশ গ্রহণ করা বা না করা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন হবে। আয়াতের "سِيَاق سَبَاق" তথা পূর্বাপর অবস্থার আলোকে প্রথমোক্ত দলিলই অপেক্ষাকৃত অধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। "وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ"

কোনো কিছুই আল্লাহ পাকের অজানা নয় আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরীনে কেরাম চক্ষুর খেয়ানত বলতে এর চুরিকে বুঝিয়েছেন।

রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, কোনো ব্যক্তি কারো বাড়িতে গমন করল অথবা অন্য কোথাও কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করল যা তার জন্য হারাম, যাকে দেখল সে

হয়তো তাকে দেখেনি আল্লাহ তা'আলা তা দেখেছেন, শুধু তাই নয়; বরং তখন তার মনে যে ভাবনার উদয় হয় সে গোপন বিষয় সম্পর্কেও মহান আল্লাহ জ্ঞাত। মোটকথা পৃথিবীর কোনো কিছুই আল্লাহ তা'আলার অজ্ঞাতে নেই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, চোখের চোর হলো সে ব্যক্তি যে বহু মানুষের সাথে বসা থাকা অবস্থায় তাদের পাশ দিয়ে যখন কেনো বেগানা [অপরিচিতা গায়রে মাহরাম] রমণী অতিবাহিত হয়, তখন অন্যদের আগোচরে এ মহিলার প্রতি কামভাবের সাথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরো বলেছেন, সে ব্যক্তি হলো চোখের চোর যে বেগানা মহিলার প্রতি কামভাবের সাথে দৃষ্টি দেয়। আর লোকেরা তা দেখে নিলে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, এমনিভাবে বারংবার করতে থাকে।

আল্লামা মুফতি শফী (র.) স্ব-প্রণীত মা'আরিফুল কুরআন নামক তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, চক্ষু বা দৃষ্টির খেয়ানতের অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি লোকদের অগোচরে এমন কোনো বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া তার জন্য হারাম। যেমন কোনো বেগানা মহিলার প্রতি কামভাবে দৃষ্টি দেওয়া। অতঃপর অন্য কাউকে দেখলে দৃষ্টি ফিরেয়ে নেওয়া। অথবা [আড় চোখে] এমনভাবে তাকাবে যে, কেউ দেখে তা বুঝতেই পারে না। অথচ আল্লাহর জ্ঞানে ও দৃষ্টিতে এর কোনোটাই গোপন নয়। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব চরাচরের সব কিছুই জানেন, সবই তাঁর আয়ত্বে। উম্মে মা'বাদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন প্রিয়নবী ﷺ-কে এ দোয়া করতে শুনেছি–

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِيْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خِيَانَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ

'হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে মুনাফেকী হতে পবিত্র রাখ এবং আমার আমলকে রিয়া থেকে এবং আমার রসনাকে মিথ্যাবাদী থেকে এবং আমার চক্ষুকে খেয়ানত থেকে, কেননা তুমি চক্ষুগুলোর খেয়ানতও জ্ঞাত এবং অন্তরসমূহে যেসব ভাবনা গোপন থাকে তাও তুমি জ্ঞাত। –[তাফসীরে আদদুররুল মানসূর-৫/৩৮৪]

"وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ...... هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ" : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে কিয়ামত দিবসের একমাত্র ন্যায়পরায়ণ মহাপ্রজ্ঞাময় বিচারক হবেন আল্লাহ তা'আলা, তাঁর সত্তা ব্যতীত অন্য কারো কল্পনাও করা যায় না। কেননা সঠিক জ্ঞান না থাকলে সঠিক বিচার করা যায় না, আর ক্ষমতা না থাকলে সঠিক বিচারে বাস্তবায়নও সম্ভব হয় না। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ, কোনো কিছুই তাঁর অবিদিত নয়; আর তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। অতএব, তাঁর বিচার কার্যকরি হতেও কোনো প্রকার বাধা থাকে না। তাই ইরশাদ হচ্ছে– وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ الخ আর আল্লাহ তা'আলা সঠিকভাবে বিচার কার্য সমাধা করেন। কেননা তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আর এ জন্যেই তাঁর বিচার হয় সঠিক ও নির্ভুল, হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্য মণ্ডিত। এবং এ আয়াতের মধ্যাংশে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহ তা'আলার স্থলে কাফেররা যাদেরকে ডাকে তারা কোনো কিছুই ফয়সালা করতে পারে না।"

অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ তা'আলার স্থলে যাদেরকে ডাকে যেমন– মূর্তি, শয়তান প্রভৃতিকে তারা ডাকে, তারা কোনো বিষয়ে ফয়সালা দিতে পারে না। কেননা ফয়সালা করার শক্তিই তাদের মধ্যে নেই। সঠিক ফয়সালা করার জন্য যে ইলম প্রয়োজন তা তাদের নেই এবং ফয়সালা কার্যকর করতে যে শক্তির প্রয়োজন তাও তাদের মধ্যে নেই।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সব কিছু দেখেন, সব কিছু শোনেন তাই কারো চক্ষুর চুরিও তাঁর অগোচরে থাকে না। এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে সেসব লোকের উদ্দেশ্যে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করে এবং ডাকে। আর তাদের সমালোচনাও হয়েছে এ মর্মে যে, যারা কিছু দেখেও না, শোনেও না এমন জড় পদার্থকে কাফেররা উপাস্য মনে করে, এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারে না।

সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে অমান্য করা এবং তাঁর স্থলে জড় পদার্থকে ঠাকুর দেবতা বানিয়ে তার সম্মুখে মাথা নত করা শুধু যে নির্বুদ্ধিতা তাই নয়; বরং মানবতার চরম অবমাননা চূড়ান্ত অধঃপতন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَجْزِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– বিনিময় প্রদান করা হবে।

اَلْاٰزِفَةُ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব سَمِعَ মাসদার اَزَفٌ মূলবর্ণ (ا ـ ز ـ ف) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ– আসন্ন (বিপদ)।

حَنَاجِرُ : শব্দটি বহুবচন, একবচন حَنْجَرَةٌ অর্থ– গলদেশ। কণ্ঠনালী।

كَاظِمِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার كَظْم মূলবর্ণ (ك ـ ظ ـ م) জিনস صَحِيْح অর্থ– চিন্তায় অধীর হয়ে যাবে।

يُطَاعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط ـ و ـ ع) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– গ্রহণযোগ্য হয়। যার আনুগত্য করা হয়।

خَائِنَةٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخِيَانَةُ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ن) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– গোপন চাহনি, খেয়ানত কারিণী।

اٰثَارٌ : শব্দটি বহুবচন; একবচন اَثَرٌ অর্থ– কীর্তি চিহ্ন।

وَاقٍ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার وِقَايَةٌ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– রক্ষাকারী।

اِسْتَحْيُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ– জীবিত থাকতে দাও।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاَخَذَ هُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ : এখানে فَاء টি আতফের অব্যয়। اَخَذَ هُمُ اللّٰهُ হলো ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী। بِذُنُوْبِهِمْ শব্দটি اَخَذَهُمْ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ এবং بَاء টি কারণ বাচক অব্যয়। وَاوْ টি আতফের অব্যয়। আর مَا টি নেতিবাচক অব্যয়। كَانَ শব্দটি فِعْل نَاقِصْ আর لَهُمْ হলো خَبَر مُقَدَّمْ এবং مِنَ اللّٰهِ হচ্ছে وَاقٍ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ। مِنْ টি অতিরিক্ত হরফে জার। وَاقٍ শব্দটি لَفْظًا মাজরূর এবং مَحَلًّا মারফূ', কেননা এটি اِسْم كَانَ مُؤَخَّرْ। –(ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫৬১)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

২৬. আর ফেরাউন [তার সভাসদগণকে] বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করে ফেলব এবং সে [তার সাহায্যার্থে] তার প্রভুকে আহ্বান করুক, আমার আশঙ্কা হয় যে, সে তোমাদের ধর্মই পরিবর্তন করে ফেলবে, অথবা রাজ্যের মধ্যে কোনো বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেলবে।

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং মূসা (আ.) বললেন, আমি আমার ও তোমাদের পরওয়ারদেগারের আশ্রয়গ্রহণ করছি প্রত্যেক উদ্ধত ব্যক্তি [-এর অনিষ্ট] হতে, যে হিসাব দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

২৮. আর [পরামর্শ সভায়] ফেরাউনের বংশধরের মধ্যে এক মু'মিন ব্যক্তি ছিল, [এবং এ পর্যন্ত] সে নিজের ঈমানকে গোপন রেখে আসছিল, সে বলল, তোমরা কি একজন মানুষকে শুধু এ কথার জন্য হত্যা করতে চাচ্ছে যে, সে বলে, আল্লাহই আমার প্রতিপালক অথচ তিনি তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে নিদর্শনাবলিসহ এসেছেন; আর [মানলাম] যদি তিনি মিথ্যাবাদীই হন, তবে তাঁর মিথ্যা তাঁরই উপর বর্তাবে, আর যদি তিনি সত্যবাদী হন, তবে তিনি যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, তা হতে কিছু তো তোমাদের উপর [অবশ্যই] পড়বে; আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পৌছান না, যে সীমালঙ্ঘনকারী, অতিশয় মিথ্যাবাদী।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. وَقَالَ فِرْعَوْنُ আর ফেরাউন বলল ذَرُوْنِيْٓ আমাকে ছেড়ে দাও اَقْتُلْ مُوْسٰى আমি মূসাকে হত্যা করে ফেলব وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ এবং সে তার প্রভুকে আহ্বান করুক اِنِّيْٓ اَخَافُ আমার আশঙ্কা হয় যে اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ সে তোমাদের ধর্মই পরিবর্তন করে ফেলবে اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ অথবা রাজ্যের মধ্যে কোনো বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেলবে।

২৭. وَقَالَ مُوْسٰٓى এবং মূসা (আ.) বললেন اِنِّيْ عُذْتُ আমি আশ্রয়গ্রহণ করছি بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ আমার ও তোমাদের পরওয়ারদেগারের مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ প্রত্যেক উদ্ধত ব্যক্তি (-এর অনিষ্ট) হতে لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ যে হিসাব দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখ না।

২৮. وَقَالَ আর সে বলল رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ এক মু'মিন ব্যক্তি ছিল مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ ফেরাউনের বংশধরের মধ্যে يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ সে নিজের ঈমানকে গোপন রেখে আসছিল اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا। তোমরা কি একজন মানুষকে শুধু একথার জন্য হত্যা করতে চাচ্ছ যে اَنْ يَّقُوْلَ সে বলে رَبِّيَ اللّٰهُ আল্লাহই আমার প্রতিপালক وَقَدْ جَآءَكُمْ অথচ তিনি তোমাদের নিকট এসেছেন بِالْبَيِّنٰتِ নিদর্শনাবলিসহ مِنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا আর যদি তিনি মিথ্যাবাদীই হন فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ তবে তার মিথ্যা তারই উপর বর্তাবে وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا আর যদি তিনি সত্যবাদী হন يُّصِبْكُمْ তবে তোমাদের উপর পড়বে بَعْضُ الَّذِيْ তা হতে কিছু তো يَعِدُكُمْ তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পৌছান না مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ যে সীমালঙ্ঘনকারী كَذَّابٌ অতিশয় মিথ্যাবাদী।

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۡ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

২৯. হে আমার সম্প্রদায়! আজ রাজত্ব তোমাদের, তোমরা এ ভূপৃষ্ঠে শাসক, সুতরাং আল্লাহর আজাব হতে কে আমাদের সাহায্য করবে? যদি তা আমাদের উপর এসে পড়ে; [এ কথা শুনে] ফেরাউন বলল, আমি তো তোমাদেরকে তা-ই পরামর্শ দিব, যা আমি নিজে বুঝছি এবং তোমাদেরকে কেবল মঙ্গলের পথই নির্দেশ করছি।

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾

৩০. এবং সেই মু'মিন ব্যক্তি বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের প্রতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় দুর্দিনের দিবসের আশঙ্কা করছি।

مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾

৩১. যেমন নূহ-সম্প্রদায় এবং আ'দ ও ছামূদ-সম্প্রদায়ের, আর তাদের পরবর্তী লোকদের অবস্থা হয়েছিল; আর আল্লাহ্ তো বান্দাদের প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করতে চান না [কিন্তু তোমরা যখন কাজই এরূপ করবে, তখন অবশ্যই নিজেরাই শাস্তি পাবে]।

وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

৩২. আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের সম্বন্ধে সে দিবসের আশঙ্কা করছি, যে দিন [ভয়ঙ্কর ঘটনাসমূহ এবং] বহু হাঁকাহাঁকি-ডাকাডাকি হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ আজ রাজত্ব তোমাদের ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ তোমরা এ ভূপৃষ্ঠে শাসক فَمَنْ يَّنْصُرُنَا সুতরাং কে আমাদের সাহায্য করবে مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ আল্লাহর আজাব হতে اِنْ جَآءَنَا যদি তা আমাদের উপর এসে পড়ে قَالَ فِرْعَوْنُ ফেরাউন বলল مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى আমি তো তোমাদেরকে তাই পরামর্শ দেব যা আমি নিজে বুঝছি وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ এবং তোমাদেরকে কেবল মঙ্গলের পথই নির্দেশ করছি।

৩০. وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ এবং সেই মু'মিন ব্যক্তি বলল يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ আমি তোমাদের প্রতি আশঙ্কা করছি مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় দুর্দিনের দিবসের।

৩১. مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ যেমন নূহ- সম্প্রদায়ের অবস্থা হয়েছিল وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ এবং আ'দ ও ছামূদ সম্প্রদায়ের وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ আর তাদের পরবর্তী লোকদের وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ আর আল্লাহ চান না ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ বান্দাদের প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করতে;

৩২. وَيٰقَوْمِ আর হে আমার সম্প্রদায়! اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ আমি তোমাদের সম্বন্ধে সেই দিবসের আশঙ্কা করছি يَوْمَ التَّنَادِ যেদিন (ভয়ঙ্কর ঘটনাসমূহ এবং) বহু হাঁকাহাঁকি-ডাকাডাকি হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফেরাউন বংশীয় মু'মিন : উপরে স্থানে স্থানে তাওহীদ ও রিসালাত অস্বীকারকারীদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে কাফেরদের বিরোধিতা ও হঠকারিতা উল্লিখিত হয়েছে। এর ফলে স্বভাবগত কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হতেন। তাঁর সান্ত্বনার জন্য উপরিউক্ত প্রায় দু'রুকূতে হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে ফেরাউন ও ফেরাউন গোত্রের সাথে একজন মহৎ ব্যক্তির দীর্ঘ কথোপকথন উক্ত হয়েছে, যিনি ফেরাউন গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা দেখে ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ঈমান তখন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। কথোপকথনের সময় তার ঈমানও জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

মোকাতিল, সুদ্দী, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন, ইনি ফেরাউনের চাচাত ভাই ছিলেন। কিবতী হত্যার ঘটনায় যখন ফেরাউনের দরবারে হযরত মূসা (আ.)-কে পাল্টা হত্যা করার পরামর্শ চলছিল, তখন তিনিই শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে হযরত মূসা (আ.)-কে অবহিত করেছিলেন এবং মিশরের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সূরা কাসাসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে : وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى

এই মু'মিন ব্যক্তির নাম কেউ কেউ 'হাবীব' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাবীব সেই ব্যক্তির নাম, যার কাহিনী সূরা ইয়াসীনে ব্যক্ত হয়েছে। সুহায়লীর মতে, এই মু'মিন ব্যক্তির নাম 'শামআন'। কেউ কেউ তার নাম 'হিযকীল' বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তাই বর্ণিত আছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সিদ্দীক কয়েকজন মাত্র। একজন সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত হাবীব নাজ্জার, দ্বিতীয় ফেরাউন বংশীয় মু'মিন ব্যক্তি এবং তৃতীয় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)। ইনি সবার শ্রেষ্ঠ। –[কুরতুবী]

يَكْتُمُ إِيْمَانَهٗ এ থেকে জানা গেল যে, কেউ জনসমক্ষে তার ঈমান প্রকাশ না করলে এবং অন্তরে পাকাপোক্ত বিশ্বাস পোষণ করলে সে মু'মিন বলে গণ্য হবে। কিন্তু কুরআন-হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, ঈমান মকবুল হওয়ার জন্য কেবল অন্তরের বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়; বরং মুখে স্বীকার করা শর্ত। মৌখিক স্বীকারোক্তি না করা পর্যন্ত কেউ মু'মিন হবে না। তবে জনসমক্ষে ঘোষণা করা জরুরি নয়। এর প্রয়োজন কেবল এ জন্য যে, মানুষ যে পর্যন্ত তার ঈমান সম্বন্ধে জানতে না পারবে, সে পর্যন্ত তার সাথে মুসলমানসুলভ ব্যবহার করতে পারবে না। –[কুরতুবী]

ফেরাউন গোত্রের মু'মিন ব্যক্তি তার কথোপকথনে ফেরাউন ও ফেরাউন পরিবারকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সত্য ও ঈমানের দিকে দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে মূসা-হত্যার প্রচেষ্টা থেকেও বিরত রাখেন।

وَيٰقَوْمِ إِنِّيْٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ : تَنَادُ এটা تَنَادِيْ -এর সংক্ষিপ্ত। অর্থ একে অপরকে ডাক দেওয়া। কিয়ামতের দিন প্রচণ্ড ডাকাডাকি হবে বলে একে يَوْمَ التَّنَادِ বলা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যারা আল্লাহ বিরোধী, তারা দণ্ডায়মান হোক। এতে তাকদীর অস্বীকারকারীদেরকে বুঝানো হবে। অতঃপর জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে এবং জাহান্নামীরা জান্নাতী ও আ'রাফ-বাসীদেরকে ডেকে কথাবার্তা বলবে। তখন প্রত্যেক ভাগ্যবান ও হতভাগার নাম পিতার নামসহ ডেকে ফলাফল ঘোষণা করা হবে যে, অমুকের পুত্র অমুক ভাগ্যবান ও সফলকাম হয়েছে। এরপর সে কোনোদিন হতভাগা হবে না এবং অমুকের পুত্র অমুক হতভাগ্য হয়েছে, অতঃপর সে কখনো ভাগ্যবান হবে না। –(মাযহারী) মুসনাদে বায়হাকীতে বর্ণিত হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের এই ঘোষণা আমল ওজনের পর হবে।

হযরত আবূ হাযেম আ'রাজ (রা.) নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, হে আ'রাজ, কিয়ামতের দিন ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক-তুমি তাদের সাথে দণ্ডায়মান হবে। আবার ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক-তুমি তাদের সাথেও দণ্ডায়মান হবে। আরো ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাপী দণ্ডায়মান হোক-তুমি তখনো দণ্ডায়মান হবে। আমি মনে করি, প্রত্যেক গোনাহের ঘোষণার সময় তোমাকে দণ্ডায়মান হতে হবে। কারণ তুমি সর্বপ্রকার গোনাহই সঞ্চয় করে রেখেছ। –[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

ذَرُوْنِىْ : সীগাহ جَمع مُذكر حَاضِر বহছ أمر حَاضِر مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার وَذْرٌ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ– আমাকে ছেড়ে দাও।

لِيَدْعُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ أمر غَائِبٌ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ– সে আহ্বান করুক।

عُذْتُ : সীগাহ وَاحِد مُتَكَلِّم বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার عَوْذٌ মূলবর্ণ (ع ـ و ـ ذ) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি।

مُتَكَبِّرٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَكَبُّرٌ মূলবর্ণ (ك ـ ب ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– উদ্ধত ব্যক্তি।

يَكْتُمُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার كِتْمٌ মূলবর্ণ (ك ـ ت ـ م) জিনস صَحِيْح অর্থ– সে গোপন রেখেছে।

يُصِبْكُمْ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَجْزُوْم বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصَابَةٌ মূলবর্ণ (ص ـ و ـ ب) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ– তোমাদের উপর পড়বে।

يَعِدُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার وَعْدٌ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ د) জিনস مِثَال وَاوِىْ অর্থ– তিনি যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। অঙ্গীকার করেছেন।

مُسْرِفٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْرَافٌ মূলবর্ণ (س ـ ر ـ ف) জিনস صَحِيْح অর্থ– সীমালঙ্ঘনকারী।

ظَاهِرِيْنَ : সীগাহ جَمع مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব فَتَحَ মাসদার ظُهُوْرٌ মূলবর্ণ (ظ ـ ه ـ ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– শাসক, বিজয়ী, পরাভূতকারী।

اُرِيْكُمْ : সীগাহ وَاحِد مُتَكَلِّم বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اراءة মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব نَاقِص يَائِىْ এবং مَهْمُوْز عَيْن অর্থ– আমি তোমাদেরকে পরামর্শ দিব।

اَهْدِيْكُمْ : সীগাহ وَاحِد مُتَكَلِّم বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ– তোমাদেরকে পথ নির্দেশ করছি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَقَالَ مُوْسٰى اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَايُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ : এখানে وَاوْ টি আতফের অব্যয় قَالَ ফে'ল ও ফায়েল اِنِّىْ শব্দটি ইসমে ইন্না عُذْتُ শব্দটি তার খবর; পূর্ণ বাক্যটি مَقُوْل ও قَوْل এবং وَقَالَ مُوْسٰى مِنْ كُلِّ শব্দটি عُذْتُ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ এবং مُتَكَبِّرٌ বাক্যটি لَايُؤْمِنُ-এর সিফত আর يُؤْمِنُ হচ্ছে يَوْمِ الْحِسَابِ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ । –(ই'রাবুল কুরআন : ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ.৫৬৪)

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. যেদিন তোমরা পিঠ ফিরিয়ে [দোজখের দিকে] প্রত্যাবর্তন করবে, [তখন] তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার [আজাব] হতে রক্ষাকারী কেউই হবে না, আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার পথ প্রদর্শনকারী কেউই নেই।

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ؕ حَتّٰۤى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۨ ﴿٣٤﴾

৩৪. আর তোমাদের নিকট এর পূর্বে ইউসুফ নির্দশনাবলিসহ আগমন করেছিলেন, কিন্তু তোমরা সে সমস্ত বিষয়ে সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করেছ যা তিনি তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছিলেন; এমনকি যখন তাঁর ইন্তেকাল হলো, তখন তোমরা বলতে লাগলে যে, এখন আর আল্লাহ্ তা'আলা কোনো রাসূল পাঠাবেন না; এরূপেই আল্লাহ্ তা'আলা ঔদ্ধত্যে আত্মহারা এবং সংশয়ীদেরকে ভ্রান্তিতে ফেলে রাখেন।

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. নিজেদের নিকট কোনো প্রমাণ বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিতর্ক করে; এটা [এই বিতর্ক] আল্লাহর নিকটও অতিশয় ঘৃণার বিষয় এবং মু'মিনদের নিকটও; এরূপেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক অহংকারী, উৎপীড়ক ব্যক্তির সমগ্র অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. يَوْمَ যেদিন تُوَلُّوْنَ তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে مُدْبِرِيْنَ পিঠ ফিরিয়ে مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার (আজাব) হতে রক্ষাকারী কেউ হবে না وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ তার পথপ্রদর্শনকারী কেউই নেই।

৩৪. وَلَقَدْ جَآءَكُمْ আর তোমাদের নিকট আগমন করেছিলেন يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ-এর পূর্বে ইউসুফ بِالْبَيِّنٰتِ নিদর্শনাবলিসহ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ কিন্তু তোমরা সে সমস্ত বিষয়ে সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করেছ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ যা তিনি তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছিলেন حَتّٰۤى اِذَا هَلَكَ এমন কি যখন তাঁর ইন্তেকাল হলো قُلْتُمْ তখন তোমরা বলতে লাগলে যে لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا এখন আর আল্লাহ তা'আলা কোনো রাসূল পাঠাবেন না كَذٰلِكَ এরূপেই يُضِلُّ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা ভ্রান্তিতে ফেলে রাখেন مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ঔদ্ধত্যে আত্মহারা এবং সংশীয়দেরকে।

৩৫. الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ যারা বিতর্ক করে فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আয়াত সমূহে بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ নিজেদের নিকট কোনো প্রমাণ বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ এটা আল্লাহর নিকটও অতিশয় ঘৃণার বিষয় وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং মুমিনদের নিকটও كَذٰلِكَ এরূপেই يَطْبَعُ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা মোহর মেরে দেন عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ প্রত্যেক অহংকারী, উৎপীড়ক ব্যক্তির সমগ্র অন্তরের উপর।

৩৬. এবং ফেরাউন বলল, হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর, [এতে আরোহণ করে] সম্ভবত আমি সে পথ পর্যন্ত পৌছতে পারব।	وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾
৩৭. আসমানের উপর যাওয়ার পথে, অতঃপর মূসার আল্লাহর সন্ধান নিব, আর আমি তো তাঁকে মিথ্যাবাদীই মনে করি; আর এরূপেই ফেরাউনের অপকর্মসমূহ তার নিজের নিকট ভালো বলে বোধ হচ্ছিল এবং সে [সরল] পথ হতে প্রতিরুদ্ধ রইল; আর ফেরাউনের [প্রত্যেকটি] ষড়যন্ত্র ব্যর্থই রয়ে গেল।	اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾
৩৮. আর সেই মু'মিন লোকটি বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার পথে চল, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করছি।	وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾
৩৯. হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন শুধু অল্প কয়েক দিনের উপভোগ মাত্র, আর [প্রকৃত] অবস্থানাগার তো হচ্ছে পরলোক।	يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ؗ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. وَقَالَ فِرْعَوْنُ এবং ফেরাউন বলল يٰهَامٰنُ হে হামান! ابْنِ لِيْ صَرْحًا আমার জন্য একটি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ কর لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ সম্ভবতঃ আমি সেই পর্যন্ত পৌছতে পারব।

৩৭. اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ আসমানের উপর যাওয়ার পথে فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى অতঃপর মূসার আল্লাহর সন্ধান নিব وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا আর আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি وَكَذٰلِكَ আর এরূপেই زُيِّنَ ভালো বলে বোধ হচ্ছিল لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ ফেরাউনের অপকর্মসমূহ তার নিজের নিকট وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ এবং সে সরল পথ হতে প্রতিরুদ্ধ রইল وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ আর ফেরাউনের (প্রত্যেকটি) ষড়যন্ত্র ব্যর্থই রয়ে গেল।

৩৮. وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ, আর সেই মুমিন লোকটি বলল يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اتَّبِعُوْنِ তেমরা আমার পথে চল اَهْدِكُمْ আমি তোমাদেরকে নির্দেশ করছি سَبِيْلَ الرَّشَادِ সঠিক পথ।

৩৯. يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ এই পার্থিব জীবন শুধু অল্প কয়েকদিনের উপভোগ মাত্র وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ আর (প্রকৃত) অবস্থানাগার তো হচ্ছে পরলোক।

৪০. [তথায় বিনিময়প্রাপ্তির ধারা এই,] যে ব্যক্তি পাপকর্ম করে সে তো তদনুরূপ প্রতিফলই প্রাপ্ত হবে, আর যে ব্যক্তি নেককাজ করে সে পুরুষই হোক বা স্ত্রীলোকই হোক, সে যদি মু'মিন হয় তবে এরূপ লোকেরাই জান্নাতে যাবে, [এবং] সেখানে তারা অপরিমিত রিজিক প্রাপ্ত হবে।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪০. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً যে ব্যক্তি পাপকর্ম করে فَلَا يُجْزٰى إِلَّا مِثْلَهَا সে তদনুরূপ প্রতিফলই প্রাপ্ত হবে وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا আর যে ব্যক্তি নেককাজ করে مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى সে পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোকই হোক وَهُوَ مُؤْمِنٌ সে যদি মু'মিন হয় فَأُولٰٓئِكَ তবে এরূপ লোকেরাই يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ জান্নাতে যাবে يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ সেখানে তারা অপরিমিত রিজিক প্রাপ্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ : অর্থাৎ তোমরা যখন পিছনে ফিরে প্রত্যাবর্তন করবে। মারেফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে যখন জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা তখনকার অবস্থার বর্ণনা। এর সারমর্ম এই যে, উপরে يَوْمَ التَّنَادِ-এর তাফসীরে উল্লিখিত ঘোষণাবলি সমাপ্ত হওয়ার পর তাদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এটা দুনিয়াতে প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা। যখন প্রথম ফুঁক দেওয়া হবে এবং পৃথিবী বিদারিত হবে, তখন মানুষ এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাতে চাইবে, কিন্তু চতুর্দিকে ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে, পলায়নের কোনো পথ থাকবে না। তাদের মতে يَوْمَ التَّنَادِ বলতে প্রথম ফুঁকের সময়কে বুঝানো হয়েছে। তখন চতুর্দিক থেকে আত্মচীৎকার শোনা যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও যাহহাক থেকে বর্ণিত আয়াতের অপর কেরাত يَوْمَ التَّنَادِّ থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এটা نَدَّ ধাতু থেকে উদগত, যার অর্থ পলায়ন করা। এ তাফসীর অনুযায়ী يَوْمَ التَّنَادِ-এর অর্থও পলায়নের দিন এবং تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ-এরই ব্যাখ্যা।

তাফসীরে মাযহারীতে উদ্ধৃত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এক দীর্ঘ হাদীসে কিয়ামতের দিন তিন ফুঁকের উল্লেখ আছে। প্রথম ফুঁকের ফলে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা দেখা দেবে। একে 'নফখায়ে ফাযা' বলা হয়। দ্বিতীয় ফুঁকের ফলে সবাই বেহুঁশ হয়ে মারা যাবে। একে 'নফখায়ে সা'ক' বলা হয়। তৃতীয় ফুঁকের ফলে সবাই পুনরুজ্জীবিত হবে। একে 'নফখায়ে নশর' বলা হয়। প্রথম ফুঁকই দীর্ঘায়িত হয়ে দ্বিতীয় ফুঁকে পরিণত হবে। কাজেই উভয়ের সমষ্টিকেই সাধারণভাবে প্রথম ফুঁক বলা হয়ে থাকে। এ হাদীসেও নফখায়ে ফাযা'র সময় লোকজনের এদিক-ওদিক পলায়নের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, وَهُوَ الَّذِيْ يَقُوْلُ اللّٰهُ يَوْمَ التَّنَادِ ফলে জানা গেল যে, আয়াতে يَوْمَ التَّنَادِ বলে প্রথম ফুঁকের সময় মানুষের এদিক-ওদিক ব্যাকুল ছুটাছুটি বুঝানো হয়েছে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ : অর্থাৎ ফেরাউন ও হামানের অন্তর যেমন মূসা (আ.) ও মু'মিন ব্যক্তির উপদেশে প্রভাবান্বিত হয়নি, এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ঔদ্ধত্য ও স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর এঁটে দেন। ফলে তাতে ঈমানের নূর প্রবেশ করে না এবং সে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে না। আয়াতে جَبَّارٌ ও مُتَكَبِّرٌ শব্দদ্বয়কে قَلْبٌ-এর বিশেষণ করা হয়েছে। কারণ সকল নৈতিকতা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে অন্তর। অন্তর থেকেই ভালো-মন্দ কর্ম জন্ম লাভ করে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের দেহে একটি মাংসপিণ্ড (অর্থাৎ, অন্তর) এমন আছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহ ঠিক থাকে এবং যা নষ্ট হলে সমগ্র দেহ নষ্ট হয়ে যায়। –[কুরতুবী]]

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا-এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ফেরাউন তার মন্ত্রী হামানকে আদেশ দিল যে, একটি গগনচুম্বী সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর। আমি এতে আরোহণ করে আল্লাহকে দেখে নিতে চাই। বলাবাহুল্য, এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা কোনো স্বল্প বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও করতে পারে না। মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি ফেরাউন যদি বাস্তবিকই এরূপ পরিকল্পনা করে থাকে, তবে এটা তার চরম বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মন্ত্রীবর যদি এই আদেশ পালন করে থাকে, তবে এটা 'হবু রাজার গবু মন্ত্রীরই' বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কোনো রাজ্যাধিপতির তরফ থেকে এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা আশা করা যায় না। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এটা ফেরাউনও জানত যে, যত উচ্চ প্রাসাদই নির্মাণ করা হোক না কেন, তা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কিন্তু সে লোকজনকে বোকা বানানো ও দেখানোর জন্য এ কাণ্ড করেছিল। কোনো সহীহ ও শক্তিশালী রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, এরূপ কোনো আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, এই সুউচ্চ নির্মাণকাজ শুরু করা হয়েছিল। যা উচ্চতায় পৌঁছা মাত্রই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُوَلُّوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْلِيَةٌ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ– তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।

مُدْبِرِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِدْبَارُ মূলবর্ণ (د - ب - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– পিঠ ফিরিয়ে।

عَاصِمٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَصْمُ মূলবর্ণ (ع - ص - م) জিনস صَحِيْح অর্থ– রক্ষাকারী।

هَادٍ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌّ অর্থ– পথ প্রদর্শনকারী।

زِلْتُمْ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِر বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزَّيْلُ মূলবর্ণ (ز - ى - ل) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ– তোমরা সর্বদাই।

مُرْتَابٌ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِرْتِيَابٌ মূলবর্ণ (ر - ى - ب) জিনস اجوف يَائِىٌّ অর্থ– সংশয়ীদের।

يَطْبَعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার طَبْعٌ মূলবর্ণ (ط - ب - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– মোহর মেরে দেন।

صَرْحًا : একবচন, বহুবচন صُرُوْحٌ অর্থ– অট্টালিকা।

اَطَّلِعُ : সীগাহ وَاحِد مُتَكَلِّم বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِطِّلَاعٌ মূলবর্ণ (ط - ل - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ– সন্ধান নিব। অবগত হব।

زُيِّنَ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِى مَجْهُوْل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَزْيِيْنٌ মূলবর্ণ (ز - ى - ن) জিনস اَجْوَف يَائِىٌّ অর্থ– ভালো বোধ হচ্ছিল। শোভন করা হয়েছে।

صُدَّ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِى مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার صَدٌّ মূলবর্ণ (ص - د - د) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– প্রতিরুদ্ধ রইল। বন্ধ করে দেওয়া হলো।

يُرْزَقُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার رِزْقٌ মূলবর্ণ (ر - ز - ق) জিনস صَحِيْح অর্থ– তারা রিজিক প্রাপ্ত হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَمَا زِلْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا جَآئَكُمْ بِهٖ : এখানে فَاء টি আতফের অব্যয় مَازِلْتُمْ শব্দটি فِعْل مَاضِى نَاقِص আর تَاء টি তার اِسْم এবং فِىْ شَكٍّ হলো তার خَبَرْ। مِمَّا শব্দটি شَكٍّ-এর সিফত। جَآئَكُمْ বাক্যটি صِلَة এবং بِ টি جَآئَكُمْ-এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়েছে। –(ই'রাবুল কুরআন ৬/৫৭০)

وَيٰقَوْمِ مَا لِيٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾

৪১. হে আমার সম্প্রদায়! এটা কেমন কথা, আমি তো তোমাদেরকে মুক্তির [পথের] দিকে আহ্বান করছি, আর তোমরা আমাকে দোজখের দিকে ডাকছ।

تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾

৪২. [অর্থাৎ] তোমরা আমাকে এ কথার প্রতি ডাকছ যে, আমি আল্লাহর সাথে কুফরি করি, আর এমন বস্তুকে তাঁর অংশী স্থির করি, যার পক্ষে আমার নিকট কোনো প্রমাণ নেই, আর আমি তোমাদেরকে প্রবল পরাক্রান্ত, মহা ক্ষমাশীল আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আহ্বান করছি।

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾

৪৩. সুনিশ্চিত কথা যে, তোমরা যে বস্তুর দিকে আমাকে ডাকছ, না তা দুনিয়াতে [কোনো প্রয়োজনে] আহূত হওয়ার যোগ্য আর না আখেরাতে, আর আমাদের সকলকে আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে যেতে হবে, আর যারা [দাসত্বের] গণ্ডি হতে বের হয়ে যাচ্ছে, তারাই দোজখের অধিবাসী হবে।

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيٓ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

৪৪. অতএব, তোমরা ভবিষ্যতে আমার কথাটি স্মরণ করবে; [অতঃপর মু'মিন লোকটি হাবভাবে কাফেরদের পক্ষ হতে কিছু হুমকির আভাস পেয়ে বললেন,] আমি আমার বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি; নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. وَيٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! مَا لِيٓ এটা কেমন কথা اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ আমি তো তোমাদেরকে মুক্তির [পথের] দিকে আহ্বান করছি وَتَدْعُوْنَنِيٓ اِلَى النَّارِ, আর তোমরা আমাকে দোজখের দিকে ডাকছ।

৪২. تَدْعُوْنَنِيْ তোমরা আমাকে এ কথার প্রতি ডাকছ যে لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ আমি আল্লাহর সাথে কুফরি করি وَاُشْرِكَ بِهٖ আর এমন বস্তুকে তার অংশী স্থির করি مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ যার পক্ষে আমার নিকট কোনো প্রমাণ নেই وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ আর আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ প্রবল পরাক্রান্ত, মহাক্ষমাশীল আল্লাহ তা'আলার দিকে।

৪৩. لَا جَرَمَ সুনিশ্চিত কথা যে اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيٓ اِلَيْهِ তোমরা যে বস্তুর দিকে আমাকে ডাকছ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا না তা দুনিয়াতে আহূত হওয়ার যোগ্য وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ আর না আখেরাতে وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ আর আমাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলার সমীপে যেতে হবে وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ আর যারা (দাসত্বের) গণ্ডি হতে বের হয়ে যাচ্ছে هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ তারাই দোজখের অধিবাসী হবে।

৪৪. فَسَتَذْكُرُوْنَ অতএব, তোমরা ভবিষ্যতে স্মরণ করবে مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ আমার কথাটি وَاُفَوِّضُ আমি সোপর্দ করছি اَمْرِيٓ আমার বিষয় اِلَى اللّٰهِ আল্লাহর হাতে اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

৪৫. অতঃপর আল্লাহ্ তাঁকে তাদের অনিষ্টকর ষড়যন্ত্র হতে সুরক্ষিত রাখলেন এবং ফেরাউনী লোকদের উপর কষ্টদায়ক আজাব নাজিল হলো।

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

৪৬. তাদেরকে [প্রত্যহ] সকালে ও সন্ধ্যায় অগ্নির সম্মুখে উপস্থিত করা হবে, আর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে। [সেদিন আদেশ করা হবে যে,] ফেরাউনী লোকদেরকে কঠোরতর আজাবে দাখিল কর।

وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾

৪৭. আর যখন [মক্কার] কাফেররা দোজখে পরস্পর ঝগড়া করবে, তখন নিম্নস্তরের লোকেরা উচ্চস্তরের লোকদেরকে বলবে, আমরাতো তোমাদেরই অনুগামী ছিলাম, অতএব, তোমরা কি আমাদের হতে অগ্নির কিয়দংশ অপসারণ করতে পার?

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

৪৮. সে উচ্চস্তরের লোকগণ বলবে, আমরা তো সকলেই দোজখের মধ্যে [পড়ে] রয়েছি, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাগণের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়েছেন।

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

৪৯. আর যত লোক দোজখে থাকবে, তারা সকলে দোজখের রক্ষক ফেরেশতাদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের প্রভুর সমীপে [আমাদের জন্য] প্রার্থনা কর, [অন্তত] যেন কোনো একটা দিন আমাদের হতে আজাব লঘু করে দেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৫. فَوَقٰىهُ اللّٰهُ অতঃপর আল্লাহ তাঁকে সুরক্ষিত রাখলেন سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا তাদের অনিষ্টকর ষড়যন্ত্র হতে وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ এবং ফেরাউনী লোকদের উপর নাজিল হলো سُوْٓءُ الْعَذَابِ কষ্টদায়ক আজাব।

৪৬. اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا তাদেরকে অগ্নির সম্মুখে উপস্থিত করা হবে غُدُوًّا وَّعَشِيًّا সকালে ও সন্ধ্যায় وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ আর যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে اَدْخِلُوْٓا দাখিল কর اٰلَ فِرْعَوْنَ ফেরাউনী লোকদেরকে اَشَدَّ الْعَذَابِ কঠোরতর আজাবে।

৪৭. وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ আর যখন (মক্কার) কাফেররা দোজখে পরস্পর ঝগড়া করবে فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا তখন নিম্নস্তরের লোকেরা বলবে لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا উচ্চস্তরের লোকদেরকে اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا আমরাতো তোমাদেরই অনুগামী ছিলাম فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا অতএব, তোমরা কি আমাদের থেকে অপসারণ করতে পার نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ অগ্নির কিয়দংশ।

৪৮. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا সে উচ্চ স্তরের লোকগণ বলবে اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ আমরা তো সকলেই দোজখের মধ্যে (পড়ে) রয়েছি اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ আল্লাহ তা'আলা মীমাংসা করে দিয়েছেন بَيْنَ الْعِبَادِ বান্দাগণের মধ্যে।

৪৯. وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ আর যত লোক দোজখে থাকবে তারা সকলে বলবে لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ দোজখের রক্ষক ফেরেশতাদেরকে ادْعُوْا رَبَّكُمْ তোমরা তোমাদের প্রভুর সমীপে (আমাদের জন্য) প্রার্থনা কর يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ (অন্ততঃ) যেন কোনো একটি দিন আমাদের থেকে আজাব লঘু করে দেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ

এটা স্বগোত্রকে সত্যের দিকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে মুমিন ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ তোমরা আমার কথায় কর্ণপাত করছ না, কিন্তু আজাব যখন তোমাদেরকে গ্রাস করবে, তখন আমার কথা স্মরণ করবে। তবে সে স্মরণ নিষ্ফল হবে। এই দীর্ঘ কথোপকথন, উপদেশ ও দাওয়াতের ফলে যখন মুমিন ব্যক্তির ঈমান জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন তিনি ভাবনায় পড়লেন যে, তারা তার প্রতি নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করবে। তাই বললেন, আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করেছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক। মোকাতেল বলেন, তাঁর ধারণা অনুযায়ী ফেরাউন গোত্রের লোকেরা তাঁর প্রতি নির্যাতনে তৎপর হলে তিনি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে তাদের নাগালের বাইরে চলে যান। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে ফেরাউন গোত্রের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং খোদ ফেরাউন গোত্রকে কঠোর আজাব গ্রাস করে নিল। মুমিন ব্যক্তিকে রক্ষা করার বিশদ বিবরণ কুরআন পাকে উল্লিখিত হয়নি। কিন্তু ভাষাদৃষ্টে জানা যায় যে, ফেরাউন গোত্র তাকে হত্যা করার ও কষ্ট দেওয়ার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। ফেরাউন গোত্র যখন সলিল সমাধি লাভ করল, তখন এই মুমিন বান্দাকে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে রক্ষা করা হয়, এরপর পরকালের মুক্তি তো বলাই বাহুল্য।

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ

এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, ফেরাউন গোত্রের আত্মাসমূহকে কালো পাখীর আকৃতিতে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা দুই বার জাহান্নামের সামনে হাজির করা হয় এবং জাহান্নামকে দেখিয়ে বলা হয়, এটা তোমাদের আবাসস্থল। –[মাযহারী]

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে কবর জগতে সকাল-সন্ধ্যা সে স্থান দেখানো হয়, যেখানে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর সে পৌছবে। সে স্থান দেখিয়ে প্রত্যহ তাকে বলা হয়, তুমি অবশেষে এখানে পৌছবে। কেউ জান্নাতী হলে তাকে জান্নাতের স্থান এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামের স্থান দেখানো হয়।

কবরের আজাব : কবরের আজাব যে সত্য, উপরিউক্ত আয়াত তার প্রমাণ। এছাড়া অনেক মুতাওয়াতের হাদীস এবং উম্মতের ইজমা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَدْعُوْكُمْ : সীগাহ **বহছ** وَاحِد مُتَكَلِّم مُضَارِع مَعْرُوف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د - ع - و) **জিনস** نَاقِص وَاوِى **অর্থ**– আমি তোমাদেরকে ডাকছি। كُمْ যমীর مَنْصُوب مُتَّصِل।

تَدْعُوْنَنِىْ : সীগাহ **বহছ** جَمْع مُذَكَّر حَاضِر مُضَارِع مَعْرُوف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د - ع - و) **জিনস** نَاقِص وَاوِى **অর্থ**– তোমরা আমাকে ডাকছ। শেষে نُوْن وِقَايَة -এর يَائِى مُتَكَلِّم যুক্ত হয়েছে।

أُفَوِّضُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيلٌ মাসদার اَلتَّفْوِيْضُ মূলবর্ণ (ف - و - ض) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি সমর্পণ করি।

وَقَهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معرف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِقَايَةُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে তাকে বাঁচিয়েছে।

يُعْرَضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَرْضُ মূলবর্ণ (ع - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ– তাদেরকে সামনে আনা হবে।

اَدْخِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِدْخَالُ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা প্রবেশ করাও।

يَتَحَاجُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّحَاجُّ মূলবর্ণ (ح - ج - ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করে।

مُغْنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِغْنَاءٌ : মূলবর্ণ (غ - ن - ى) : জিনস : ناقص يائى অর্থ– সম্পদশালী।

خَزَنَةٌ : ইহা خَازِنٌ -এর বহুবচন। অর্থ– কোষাধাক্ষ। নিরাপত্তারক্ষি, চৌকিদার, দারোগা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللّٰهِ : এখানে فاء টি فصيحة ;আর سين হলো حرف استقبال আর تَذْكُرُوْنَ ফে'ল যমীর ফায়েল, আর مَا হলো مفعول به আর اَقُوْلُ বাক্যটি সেলাহ, আর لَكُمْ হলো اَقُوْلُ -এর সাথে متعلق আর اُفَوِّضُ টা عطف হয়েছে এবং اَمْرِىْ হলো مفعول به আর اِلَى اللّٰهِ টা افوض -এর সাথে متعلق হয়েছে অর্থাৎ اِذَا نَزَلَ بِكُمُ الْعَذَابُ –[ই'রাবুল কুরআ, ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫৭৭]

قَالُوٓا اَوَلَمۡ تَكُ تَاۡتِيۡكُمۡ رُسُلُكُمۡ بِالۡبَيِّنٰتِ ؕ قَالُوۡا بَلٰى ؕ قَالُوۡا فَادۡعُوۡا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الۡكٰفِرِيۡنَ اِلَّا فِىۡ ضَلٰلٍ ﴿۵۰﴾

৫০. ফেরেশতাগণ বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের রাসূলগণ মু'জিযাসমূহ নিয়ে আগমন করতেন না? দোজখীরা বলবে, হ্যাঁ; ফেরেশতাগণ বলবে, তবে এখন তোমরাই প্রার্থনা কর, আর কাফেরদের প্রার্থনা তো [আখেরাতে] একেবারেই নিষ্ফল।

اِنَّا لَنَنۡصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا وَيَوۡمَ يَقُوۡمُ الۡاَشۡهَادُ ﴿۵۱﴾

৫১. আমি আমার রাসূলগণকে এবং মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করে থাকি এবং সে দিবসেও যে দিন সাক্ষ্যদাতাগণ দণ্ডায়মান হবে।

يَوۡمَ لَا يَنۡفَعُ الظّٰلِمِيۡنَ مَعۡذِرَتُهُمۡ وَلَهُمُ اللَّعۡنَةُ وَلَهُمۡ سُوۡٓءُ الدَّارِ ﴿۵۲﴾

৫২. যেদিন জালিমদের ওজর-আপত্তি তাদের কোনো উপকারে আসবে না, আর তাদের প্রতি লা'নত হবে এবং তাদের জন্য সে জগতে খারাবি হবে।

وَلَقَدۡ اٰتَيۡنَا مُوۡسَى الۡهُدٰى وَاَوۡرَثۡنَا بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ الۡكِتٰبَ ﴿۵۳﴾

৫৩. আর আমি মূসাকে হেদায়েতনামা [তওরাত] প্রদান করেছিলাম এবং আমি বনী ইসরাঈল গোত্রের নিকট সে কিতাব পৌঁছিয়েছিলাম।

هُدًى وَّذِكۡرٰى لِاُولِى الۡاَلۡبَابِ ﴿۵۴﴾

৫৪. তা হেদায়েত ও নসিহত ছিল জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. قَالُوٓا ফেরেশতাগণ বলবে اَوَلَمۡ تَكُ تَاۡتِيۡكُمۡ رُسُلُكُمۡ তোমাদের নিকট কি তোমাদের রাসূলগণ আগমন করতেন না بِالۡبَيِّنٰتِ মু'জিযাসমূহ নিয়ে قَالُوۡا بَلٰى দোজখীরা বলবে, হ্যাঁ قَالُوۡا ফেরেশতাগণ বলবে فَادۡعُوۡا তবে এখন তোমরাই প্রার্থনা কর وَمَا دُعٰٓؤُا الۡكٰفِرِيۡنَ اِلَّا فِىۡ ضَلٰلٍ আর কাফেরদের প্রার্থনা তো একেবারেই নিষ্ফল।

৫১. اِنَّا لَنَنۡصُرُ আমি সাহায্য করে থাকি رُسُلَنَا আমার রাসূলগণকে وَالَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا এবং মুমিনগণকে فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا পার্থিব জীবনে وَيَوۡمَ يَقُوۡمُ الۡاَشۡهَادُ এবং সে দিবসেও যেদিন সাক্ষ্যদাতাগণ দণ্ডায়মান হবে।

৫২. يَوۡمَ لَا يَنۡفَعُ যেদিন কোনো উপকারে আসবে না الظّٰلِمِيۡنَ مَعۡذِرَتُهُمۡ জালিমদের ওজর-আপত্তি وَلَهُمُ اللَّعۡنَةُ আর তাদের প্রতি লা'নত হবে وَلَهُمۡ سُوۡٓءُ الدَّارِ এবং তাদের জন্য সে জগতে খারাবি হবে।

৫৩. وَلَقَدۡ اٰتَيۡنَا আর আমি প্রদান করেছিলাম مُوۡسَى الۡهُدٰى মূসাকে হেদায়েতনামা (তাওরাত) وَاَوۡرَثۡنَا بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ الۡكِتٰبَ এবং বনী ইসরাঈল গোত্রের নিকট সে কিতাব পৌঁছিয়েছিলাম।

৫৪. هُدًى وَّذِكۡرٰى তা হেদায়েত ও নসিহত ছিল لِاُولِى الۡاَلۡبَابِ জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

৫৫. সুতরাং আপনি ধৈর্য ধরুন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য, আর [পূর্ণ ধৈর্যধারণে ত্রুটি হলে] নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, এবং সন্ধ্যায় ও সকালে নিজ প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা আবৃত্তি করতে থাকুন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٥٦﴾

৫৬. নিশ্চয় যারা কলহ সৃষ্টি করে আল্লাহর আয়াতসমূহে নিজেদের নিকট কোনো প্রমাণ বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও, তাদের অন্তরসমূহে নিছক অহংকারই রয়েছে, তারা সে পর্যন্ত কখনো পৌঁছতে পারবে না, সুতরাং আপনি [কোনো আশঙ্কা না করে তাদের অনিষ্টকারিতা হতে] আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকুন; নিশ্চয়, তিনি সবকিছু শ্রবণকারী, সবকিছু দর্শনকারী।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭. নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করা মানুষ [-কে দ্বিতীয়বার] সৃষ্টি করা অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপার, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা বুঝে না।

وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮. এবং অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না, আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, এবং [পক্ষান্তরে] যারা পাপাচারী তারা পরস্পর সমান হতে পারে না; তোমরা খুব কমই উপলব্ধি কর।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৫. فَاصْبِرْ সুতরাং আপনি ধৈর্য ধরুন اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ আর নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ এবং নিজ প্রভুর পবিত্রতা ও প্রশংসা আবৃত্তি করতে থাকুন بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ সন্ধ্যায় ও সকালে।

৫৬. اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ নিশ্চয় যারা কলহ সৃষ্টি করে فِيْ اٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আয়াতসমূহে بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ নিজেদের নিকট কোনো প্রমাণ বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ তাদের অন্তর সমূহে নিছক অহংকারই রয়েছে مَا هُمْ بِبَالِغِيْهِ তারা সে পর্যন্ত কখনো পৌঁছতে পারবে না فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ সুতরাং আপনি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকুন اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ নিশ্চয় তিনি সব কিছু শ্রবণকারী, সবকিছু দর্শনকারী।

৫৭. لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ নিঃসন্দেহে আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করা اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ মানুষ সৃষ্টি করা অপেক্ষা বৃহত্তর ব্যাপার وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা বুঝে না।

৫৮. وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ এবং অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ও নেক কাজ করেছে وَلَا الْمُسِيْٓءُ এবং যারা পাপাচারী তারা পরস্পর সমান হতে পারে না قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ তোমরা খুব কমই উপলব্ধি কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন যে, আলোচ্য আয়াত যাদের শানে নাজিল হয়েছে, তারা হচ্ছে ইহুদি। ইহুদিরা দাজ্জাল আগমন বিষয়টিকে অত্যন্ত গর্ববোধ করত।

আবদ বিন হুমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম মুকাতিল এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে গর্বিত হয়ে বলল যে, দাজ্জাল শেষ জমানায় আমাদের থেকেই জন্ম গ্রহণ করবে সে যা ইচ্ছা তাই করবে। তবে তাদের কাজ কর্মে গর্বিত হয়ে বলত যে, সে এ ধরনের কাজ করবে। সে বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা. আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ৭৮/২৪/১২, দুররে মানছূর ৩৫৩/৫]

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا-এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাঁর রাসূল ও মুমিনগণকে সাহায্য করেন ইহকালেও এবং পরকালেও। বলাবাহুল্য, এ সাহায্য কেবল শত্রুদের বিরুদ্ধেই সীমিত। অধিকাংশ পয়গম্বরের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কিন্তু কোনো কোনো পয়গম্বর যেমন, ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ও শোয়াইব (আ.)-কে শত্রুরা শহীদ করেছে এবং কতককে দেশান্তরিত করেছে। যেমন, ইবরাহীম ও খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ ﷺ। তাঁদের ক্ষেত্রে আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের ব্যাপারে সন্দেহ হতে পারে।

ইবনে কাছীর ইবনে জারীরের বরাত দিয়ে এর জবাব দেন যে, আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের অর্থ শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ, তা পয়গম্বরগণের বর্তমানে তাঁদেরই হাতে হোক, কিংবা তাঁদের ওফাতের পরে হোক। এর অর্থ কোনোরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই সমস্ত পয়গম্বর ও মুমিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পয়গম্বর-হত্যাকারীদের আজাব ও দুর্দশার বর্ণনা দ্বারা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। হযরত ইয়াহইয়া, যাকারিয়া ও শোয়াইব (আ.)-এর হত্যাকারীদের উপর বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে হত্যা করেছে। নমরূদকে আজাব দেওয়া হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর শত্রুদের উপর আল্লাহ তা'আলা রোমকদের চাপিয়ে দেন। তারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করেছে। কিয়ামতের প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শত্রুদের উপর প্রবল করবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শত্রুদেরকে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের হাতেই পরাভূত করেছেন। তাদের বড় বড় সরদার নিহত হয়েছে, কিছু বন্দী হয়েছে এবং অবশিষ্টরা মক্কা বিজয়ের দিন গ্রেফতার হয়েছে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর ধর্মই জগতের সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْأَشْهَادُ : যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। সেখানে পয়গম্বর ও মুমিনগণের জন্য আল্লাহ তা'আলা সাহায্য বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ করবে।

إِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ : অর্থাৎ তারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে কোনো দলিল-প্রমাণ ব্যতিরেকে বিতর্ক করে। উদ্দেশ্য এ ধর্মকে অস্বীকার করা। এর কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, তাদের অন্তরে অহংকার রয়েছে। তারা বড়ত্ব চায় এবং নির্বুদ্ধিতাবশতঃ মনে করে যে, তাদের ধর্মে কায়েম থাকলে এ বড়ত্ব অর্জিত হতে পারে। এ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্ষুণ্ন হবে। কুরআন পাক বলে দিয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তারা তাদের কল্পিত বড়ত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে না। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَنَنْصُرُ : সীগাহ جمع متكلم مضارع بلام تاكيد বহছ مضارع بلام تاكيد বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّصْرُ মূলবর্ণ (ن ـ ص ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– অবশ্যই আমরা সাহায্য করব।

لاَ يَنْفَعُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّفْعُ মূলবর্ণ (ن ـ ف ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– কাজে আসবে না, উপকারে আসবে না।

اِسْتَغْفِرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِغْفَارُ মূলবর্ণ (غ ـ ف ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর। মুক্তি কামনা কর।

سَبِّحْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّسْبِيْحُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– আল্লাহর মহত্ত্ব, বড়ত্ব বর্ণনা করা ও সর্বপ্রকার মন্দ বস্তু থেকে তাঁকে পূতঃপবিত্র রাখা। কখনো تسبيح বলে নামাজ, জিকির, প্রশংসা ও বড়ত্ব বর্ণনা বুঝানো হয়।

اِسْتَعِذْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعَاذَةُ মূলবর্ণ (ع ـ و ـ ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ– তুমি আশ্রয় প্রার্থনা কর।

يَسْتَوِى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সে সমকক্ষ হয়।

اَلْمُسِيْئُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسَاءَةُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ء) জিনস مركب (مهموز لام এবং اجوف واوى) অর্থ– অনিষ্টকারী, পাপী, অন্যায়কারী।

تَتَذَكَّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّذَكُّرُ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। তোমরা ধ্যান কর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ : এখানে فاء টি فصيحه আর اِسْتَعِذْ ফে'ল তন্মধ্যস্থ উহ্য যমীর اَنْتَ ফায়েল بِاللّٰهِ টা اِسْتَعِذْ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর اِنَّهٗ-এর اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল ہٗ হলো اسم اِنَّ আর هُوَ হলো ضمير فصل অথবা مبتدأ আর اَلسَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ হলো خبر ان

[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫৮৪]

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৫৯. কিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশই নেই, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই [চিন্তাশক্তির অভাবে] বিশ্বাস করে না।	إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾
৬০. আর তোমাদের প্রতিপালক বলে দিয়েছেন যে, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব; যারা আমার ইবাদত হতে অহংকার করে [এবং অন্যান্য দেবতাদেরকে আহ্বান করে এবং তাদের উপাসনা করে], তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।	وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾
৬১. আল্লাহই হচ্ছেন [সেই সত্তা], যিনি তোমাদের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার, আর তিনিই দিবসকে [তোমাদের সবকিছু দেখার জন্য] আলোকিত করে দিয়েছেন; নিঃসন্দেহে মানুষের প্রতি আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহকারী, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শোকরগুজারী করে না।	اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾
৬২. এ আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক, তিনিই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা। তিনি ভিন্ন আর কেউই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই, সুতরাং তোমরা কোথায় বিপরীত চলছ [বিভ্রান্ত হয়ে]?	ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾
৬৩. এরূপে [পূর্বযুগের] সে লোকেরাও বিপরীত পথে চলত, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করত।	كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৯. إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ কিয়ামত অবশ্যই আসবে لَا رَيْبَ فِيهَا এতে কোনো প্রকারের সন্দেহের অবকাশ নেই وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ কিন্তু অধিকাংশ মানুষই لَا يُؤْمِنُونَ বিশ্বাস করে না।

৬০. وَقَالَ رَبُّكُمُ আর তোমাদের প্রতিপালক বলে দিয়েছেন ادْعُونِي তোমরা আমাকে ডাক أَسْتَجِبْ لَكُمْ আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ যারা অহংকার করে عَنْ عِبَادَتِي আমার ইবাদত হতে سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ তারা অচিরেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে دَاخِرِينَ লাঞ্ছিত হয়ে।

৬১. اللَّهُ الَّذِي আল্লাহই হচ্ছেন (সেই সত্তা) جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ যিনি তোমাদের জন্য রাত্রকে সৃষ্টি করেছেন لِتَسْكُنُوا فِيهِ যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার। وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا আর তিনিই দিবসকে আলোকিত করে দিয়েছেন إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ নিঃসন্দেহে মানুষের প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহকারী وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ لَا يَشْكُرُونَ শোকরগুজারী করে না।

৬২. ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ এ আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ তিনিই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন আর কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ সুতরাং তোমরা কোথায় বিপরীত চলছ।

৬৩. كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ এরূপে (পূর্ব যুগের) সে লোকেরাও বিপরীত পথে চলত الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করত।

৬৪. আল্লাহ হচ্ছেন [সেই সত্তা], যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বাসস্থান আর আসমানকে ছাদস্বরূপ বানিয়ে দিয়েছেন, আর তোমাদের আকৃতি নির্মাণ করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দরতর করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম উত্তম বস্তু খেতে দিয়েছেন; [সুতরাং] এই আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক অতএব, মহান মর্যাদার অধিকারী সে আল্লাহ্, যিনি সারা বিশ্বের প্রভু।	اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٤﴾
৬৫. তিনিই চির জীবন্ত, তিনি ভিন্ন আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়, অতএব, তোমরা খাঁটি বিশ্বাসের সাথে তাঁকেই ডাকতে থাক; সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহরই জন্য, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।	هُوَ الْحَىُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٥﴾
৬৬. আপনি বলে দিন, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে সেই দেবতাদের উপাসনা করতে তোমরা যাদের উপাসনা করছ– আল্লাহ্ তা'আলাকে ছেড়ে, যখন আমার নিকট আমার প্রভুর পক্ষ হতে নিদর্শনসমূহ এসে গেছে, আর আমাকে এ আদেশ করা হয়েছে যে, আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের সামনে আত্মসমর্পণ করি।	قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِىَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّىْ ؗ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৪. اَللّٰهُ الَّذِىْ আল্লাহ হচ্ছেন (সেই সত্তা) جَعَلَ لَكُمُ যিনি তোমাদের জন্য বানিয়েছেন الْاَرْضَ قَرَارًا জমিনকে বাসস্থান وَالسَّمَآءَ بِنَآءً আর আসমানকে ছাদস্বরূপ وَّصَوَّرَكُمْ আর তোমাদের আকৃতি নির্মাণ করেছেন فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ এবং তোমাদেরকে উত্তম উত্তম বস্তু খেতে দিয়েছেন ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ (সুতরাং) এই আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ অতএব, মহান মর্যাদার অধিকারী সে আল্লাহ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ যিনি সারা বিশ্বের প্রভু।

৬৫. هُوَ الْحَىُّ তিনিই চির জীবন্ত لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন আর কেউই ইবাদতের যোগ্য নয় فَادْعُوْهُ অতএব তোমরা তাকেই ডাকতে থাক مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ খাঁটি বিশ্বাসের সাথে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহরই জন্য رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

৬৬. قُلْ আপনি বলে দিন اِنِّىْ نُهِيْتُ আমাকে নিষেধ করা হয়েছে اَنْ اَعْبُدَ সেই দেবতাদের উপাসনা করতে الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ তোমরা যাদের উপাসনা করছ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে لَمَّا جَآءَنِىَ যখন আমার নিকট এসেছে الْبَيِّنٰتُ নিদর্শনসমূহ مِنْ رَّبِّىْ আমার প্রভুর পক্ষ হতে وَاُمِرْتُ আর আমাকে এ আদেশ করা হয়েছে যে اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের সামনে আত্মসমর্পণ করি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

শানে নুযূল : ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ওয়ালীদ বিন মুগীরা ও শায়বা বিন রবীআ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তারা দু'জন বলেছিল যে, হে মুহাম্মদ! আপনি যা বলছেন, তা হতে বিরত থাকুন। আপনার পিতৃ পুরুষের ধর্মের উপর আপনি দৃঢ়পদ থাকুন। তাদের এ দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[দুররে মানছূর ৩৫৭/৫]

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ.

দোয়ার স্বরূপ : দোয়ার শাব্দিক অর্থ ডাকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো প্রয়োজনে ডাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো জিকিরকেও দোয়া বলা হয়। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বিশেষ সম্মানের কারণে এই আয়াতে তাদেরকে দোয়া করার আদেশ করা হয়েছে এবং তা কবুল করার ওয়াদা করা হয়েছে। যারা দোয়া করে না, তাদের জন্য শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। কা'বে আহবার থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ব যুগে কেবল পয়গম্বরগণকেই বলা হতো, দোয়া করুন; আমি কবুল করব। এখন এই আদেশ সকলের জন্য ব্যাপক করে দেওয়া হয়েছে এবং এটা উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য। –[ইবনে কাছীর]

এ আয়াতের তাফসীরে নো'মান ইবনে বশীর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ অর্থাৎ দোয়াই ইবাদত। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। –[ইবনে কাছীর]

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, আরবি ব্যাকরণিক নিয়মে إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ বাক্যের এক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, ইবাদতেরই নাম দোয়া। অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়াই ইবাদত। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, প্রত্যেক ইবাদতই দোয়া। এখানে অর্থ এই যে, শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে দোয়া ও ইবাদত যদিও পৃথক পৃথক, কিন্তু উভয়ের ভাবার্থ এক। অর্থাৎ প্রত্যেক দোয়াই ইবাদত এবং প্রত্যেক ইবাদতই দোয়া। কারণ এই যে, ইবাদত বলা হয় কারো সামনে চূড়ান্ত দীনতা অবলম্বন করাকে। বলাবাহুল্য, নিজেকে কারো মুখাপেক্ষী মনে করে তার সামনে সওয়ালের হস্ত প্রসারিত করা বড় দীনতা, যা ইবাদতের অর্থ। এমনিভাবে প্রত্যেক ইবাদতের সারমর্মও আল্লাহর কাছে মাগফেরাত ও জান্নাত তলব করা এবং ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। এ কারণেই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার হাম্দ ও প্রশংসায় এমন মশগুল হয় যে, নিজের প্রয়োজন চাওয়ারও অবসর পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশি দেব। (অর্থাৎ তার অভাব পূরণ করে দেব।) তিরমিযী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে :

مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِيْنَ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াতে এমনিভাবে মশগুল হয় যে, আমার কাছে প্রয়োজন চাওয়ারও সময় পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশি দেব। এ থেকে বুঝা গেল যে, প্রত্যেক ইবাদতই দোয়ার মতো ফায়দা দেয়।

আরাফাতের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আরাফাতে আমার দোয়া ও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের দোয়া এই কলেমা : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -এতে ইবাদত ও জিকিরকে দোয়া বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে দোয়া অর্থে ইবাদত বর্জনকারীকে জাহান্নামের শাস্তিবাণী শোনানো হয়েছে, যদি সে অহংকারবশতঃ বর্জন করে। কেননা অহংকারবশতঃ দোয়া বর্জন করা কুফরের লক্ষণ, তাই সে জাহান্নামের যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা সাধারণ দোয়া ফরজ বা ওয়াজিব নয়। দোয়া না করলে গোনাহ্ হয় না। তবে দোয়া করা সমস্ত আলেমের মতে মোস্তাহাব ও উত্তম এবং হাদীস অনুযায়ী বরকত লাভের কারণ। –[মাযহারী]

দোয়ার ফজিলত : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর কাছে দোয়া অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোনো বিষয় নেই। –[তিরমিযী]
তিনি আরো বলেন, اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ দোয়া ইবাদতের মগজ। –[তিরমিযী]

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা যাচ্ঞা ও প্রার্থনা পছন্দ করেন। অভাব-অনটনের সময় সচ্ছলতার জন্য দোয়া করে রহমত প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা সর্ববৃহৎ ইবাদত। –[তিরমিযী]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হন। –[তিরমিযী]

তফসীরে মাযহারীতে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, দোয়া না করার কারণে আল্লাহর গজবের হুমকি তখন প্রযোজ্য, যখন কেউ নিজেকে বড় ও বেপরোয়া মনে করে দোয়া ত্যাগ করে। إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা দোয়া করতে অপরাগ হয়ো না; কেননা দোয়াসহ কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। –[ইবনে হাব্বান]

এক হাদীসে আছে, দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, ধর্মের স্তম্ভ এবং আকাশ ও পৃথিবীর নূর। –[হাকেম]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যার জন্য দোয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তার জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। নিরাপত্তা প্রার্থনা করা অপেক্ষা কোনো পছন্দনীয় দোয়া আল্লাহর কাছে করা হয়নি। –(তিরমিযী) عَافِيَتْ তথা 'নিরাপত্তা' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ। এতে অনিষ্ট থেকে হেফাজত ও প্রত্যেক অভাব-অনটন পূরণই অন্তর্ভুক্ত।

কোনো গুনাহ্ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া করা হরাম। এরূপ দোয়া কবুল হয় না।

দোয়া কবুলের ওয়াদা : উপরিউক্ত আয়াতে ওয়াদা রয়েছে যে, বান্দা আল্লাহর কাছে যে দোয়া করে, তা কবুল হয়। কিন্তু মানুষ মাঝে মাঝে দোয়া কবুল না হওয়াও প্রত্যক্ষ করে। এর জবাবে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুসলমান আল্লাহর কাছে যে দোয়াই করে, আল্লাহ তা দান করেন, যদি তা কোনো গুনাহ্ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না হয়। দোয়া কবুল হওয়ার উপায় তিনটি। তন্মধ্যে কোনো না কোনো উপায়ে দোয়া কবুল হয়। (এক) যা চাওয়া হয়, তাই পাওয়া। (দুই) প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে পরকালের কোনো ছওয়াব ও পুরস্কার দান করা এবং (তিন) প্রার্থিত বিষয় না পাওয়া। কিন্তু কোনো সম্ভাব্য আপদ-বিপদ সরে যাওয়া। –[মাযহারী]

দোয়া কবুলের শর্ত : উপরিউক্ত আয়াতে বাহ্যতঃ কোনো শর্ত উল্লেখ নেই এমন কি মুসলমান হওয়াও দোয়া কবুলের শর্ত নয়। কাফের ব্যক্তির দোয়াও আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন। ইবলীস কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার দোয়া করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেছেন। দোয়ার জন্য কোনো সময় এবং অজু শর্ত নয়। তবে নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে কোনো কোনো বিষয়কে দোয়া কবুলের পথে বাধা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোনো কোনো লোক খুব সফর করে এবং আকাশের দিকে হাত তুলে 'ইয়া রব' "ইয়া রব' বলে দোয়া করে; কিন্তু তাদের পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পন্থায় অর্জিত। এমতাবস্থায় তাদের দোয়া কিরূপে কবুল হবে? –[মুসলিম]

এমনিভাবে অসাবধান, বেপরোয়া ও অন্যমনস্কভাবে দোয়ার বাক্যাবলি উচ্চারণ করলে তাও কবুল হয় না বলেও হাদীসে বর্ণিত আছে। –[তিরমিযী]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহর নিয়ামত ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের কতিপয় নিদর্শন পেশ করে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا : চিন্তা করুন, নিদ্রা কত বড় নিয়ামত! আল্লাহ তা'আলা সকল শ্রেণির মানুষ বরং জন্তু-জানোয়ারকে পর্যন্ত স্বভাবগতভাবে নিদ্রার একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সে সময়টিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে নিদ্রার উপযোগী করে দিয়েছেন। এখন রাত্রিবেলায় নিদ্রা আসা সকলেরই স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। নতুবা মানুষ কাজ-কারবারের জন্য যেমন নিজ নিজ স্বভাব ও সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্দিষ্ট করে, নিদ্রাও যদি তেমনি ইচ্ছাধীন ব্যাপার হতো এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে নিদ্রার পরিকল্পনা করত, তবে নিদ্রিতরাও নিদ্রার সুখ পেত না এবং জাগ্রতদেরও কাজ-কারবারের শৃঙ্খলা বজায় থাকত না। কারণ মানুষের প্রয়োজন পারস্পরিক জড়িত থাকে। বিভিন্ন সময়ে নিদ্রা গেলে জাগ্রতদের সেই কাজ, যা নিদ্রিতদের সাথে জড়িত, বিঘ্নিত হয়ে যেত এবং নিদ্রিতদের সেই কাজও পণ্ড হয়ে যেত, যা জাগ্রতদের সাথে জড়িত। যদি কেবল মানুষের নিদ্রার সময় নির্দিষ্ট থাকত এবং জন্তু-জানোয়ারের নিদ্রার সময় ভিন্ন হতো, তবুও মানুষের কাজের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতো।

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ –মানুষের আকৃতি আল্লাহ তা'আলা সকল প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট করে গঠন করেছেন। তাকে চিন্তা ও হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি দিয়েছেন। সে হস্ত-পদ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বস্তু ও শিল্পসামগ্রী তৈরি করে নিজের সুখের ব্যবস্থা করে নেয়। তার পানাহারও সাধারণ জন্তু-জানোয়ার থেকে স্বতন্ত্র। জন্তু-জানোয়াররা মুখে ঘাস খায় ও পান করে আর মানুষ হাতের সাহায্যে করে। সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য এক জাতীয়, কেউ শুধু মাংস খায়, কেউ ঘাস ও লতা-পাতা খায়। কিন্তু মানুষ তার খাদ্যকে বিভিন্ন প্রকার বস্তু, ফল-মূল, তরি-তরকারি, মাংস ও মসলা দ্বারা মুখরোচক ও স্বাদযুক্ত করে খায়। এক এক ফল দ্বারা রকমারি খাদ্য-আচার, মোরব্বা ও চাটনী তৈরি করে খায়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَاٰتِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– অবশ্যই আসবে। নিশ্চয় আগত।

اَسْتَجِبْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِجَابَةُ মূলবর্ণ (ج - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমি গ্রহণ করব, আমি গ্রহণ করি।

يَسْتَكْبِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكْبَارُ মূলবর্ণ (ك - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা অহংকার / গর্ব করে।

دَاخِرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلدَّخْرُ মূলবর্ণ (د - خ - ر) জিনস صحيح অর্থ– আপমানিত হয়ে, অপমানজনক অবস্থায়।

لِتَسْكُنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّكُوْنُ মূলবর্ণ (س - ك - ن) জিনস صحيح অর্থ– যাতে তোমরা বসবাস কর, প্রশান্তি লাভ কর।

مُبْصِرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْصَارُ মূলবর্ণ (ب - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– আলোকিত করে দিয়েছে।

تُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْاَفْكُ মূলবর্ণ (ء - ف - ك) জিনস مهموز فاء অর্থ– তোমাদেরকে ফিরানো হচ্ছে। তোমাদেরকে পরিবর্তন করা হচ্ছে।

يَجْحَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْجَحْدُ - اَلْجُحُوْدُ মূলবর্ণ (ج - ح - د) জিনস صحيح অর্থ– তারা অস্বীকার করে।

صَوَّرَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْوِيْرُ মূলবর্ণ (ص - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– সে তোমাদের ছবি উঠাল। তোমাদের আকৃতি তৈরি করল।

تَبٰرَكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّبَارُكُ মূলবর্ণ (ب - ر - ك) জিনস صحيح অর্থ– সে অধিক বরকতময়।

نُهِيْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّهْىُ মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস نافص يائى অর্থ– আমাকে বারণ করা হয়েছে, আমাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

اُسْلِمَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْلَامُ মূলবর্ণ (س - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– আমি আনুগত্যশীল হয়ে যাই।

বাক্য বিশ্লেষণ :

هُوَ الْحَىُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ : এখানে هُوَ টি مبتدأ আর اَلْحَىُّ হলো খবর আর لَآ اِلٰهَ اِلَّا হলো দ্বিতীয় খবর। فَادْعُوْهُ-এর فاء টি হলো فصيحة আর اُدْعُوْ হলো ফে'ল তার যমীর হলো ফায়েল আর ه হলো مفعول به আর مُخْلِصِيْنَ হলো حال এবং لَهٗ টা مُخْلِصِيْنَ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর اَلدِّيْنَ হলো مُخْلِصِيْنَ-এর মাফউল।–[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫৯৫]

৬৭. তিনিই সে সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে, অতঃপর রক্ত-পিণ্ড হতে, তৎপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বহির্গত করেন, অতঃপর [জীবিত রাখেন,] তোমরা যেন স্বীয় যৌবনে উপনীত হও, তৎপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হও, আবার তোমাদের কেউ কেউ পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আর যেন তোমরা সকলে [নিজ নিজ] নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৌঁছে যাও, আর যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।	هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾
৬৮. তিনিই সে সত্তা, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, অনন্তর যখন তিনি কোনো কাজ সমাধা করতে চান, তখন তার উদ্দেশ্যে কেবল বলে দেন যে, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।	هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٨﴾
৬৯. আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা কলহ সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহে; তারা কোথায় ফিরে চলেছে?	اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٦٩﴾
৭০. যারা এ কিতাবকে অবিশ্বাস করেছে এবং সে বস্তুকেও যা দিয়ে আমি আমার রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম। সুতরাং তারা সত্বরই জানতে পারবে।	الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۛ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৭. هُوَ الَّذِىْ তিনিই সেই সত্তা خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ অতঃপর রক্ত পিণ্ড হতে ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا তৎপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বাহির্গত করেন ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ অতঃপর (জীবিত রাখেন) তোমরা যেন স্বীয় যৌবনে উপনীত হও ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا তৎপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হও وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ আবার তোমাদের কেউ কেউ পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى আর যেন তোমরা সকলে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পৌঁছে যাও وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ আর যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

৬৮. هُوَ الَّذِىْ তিনিই সে সত্তা يُحْىٖ যিনি জীবন দান করেন وَيُمِيْتُ ও মৃত্যু ঘটান فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا অনন্তর যখন তিনি কোনো কাজ সমাধা করতে চান فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ তখন তার উদ্দেশ্যে কেবল বলে দেন যে كُنْ হয়ে যাও فَيَكُوْنُ আনি তা হয়ে যায়।

৬৯. اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি يُجَادِلُوْنَ যারা কলহ সৃষ্টি করে فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহে اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ তারা কোথায় ফিরে চলেছে?

৭০. الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ যারা এ কিতাবকে অস্বীকার করেছে وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا এবং সে বস্তুকেও যা দিয়ে আমি আমার রাসূলগণকে পঠিয়েছিলাম فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ সুতরাং তারা সত্বরই জানতে পারবে।

অনুবাদ	আয়াত
৭১. যখন তাদের গ্রীবাদেশে বেড়ি এবং শিকল লাগবে; তাদেরকে হেঁচড়িয়ে নেওয়া হবে।	إِذِ الْأَغْلَٰلُ فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَٰسِلُ ۖ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾
৭২. ফুটন্ত পানির মধ্যে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে বিদগ্ধ করা হবে।	فِي الْحَمِيمِ ۙ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾
৭৩. অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তারা কোথায়– যাদেরকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করতে।	ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾
৭৪. আল্লাহ্ তা'আলাকে ছেড়ে; তারা বলবে, তারা সকলে আমাদের হতে গায়েব হয়ে গেছে, বরং [সত্য কথা এই যে,] আমরা তো ইতঃপূর্বে কারো পূজা করতাম না; এরূপেই আল্লাহ কাফেরদেরকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত রাখেন।	مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾
৭৫. এটা [এই শাস্তি] তারই প্রতিফল যে, তোমরা দুনিয়াতে অযথা আনন্দ উপভোগ করতে, আর তার প্রতিফল যে, তোমরা আত্মগর্ব করতে।	ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾
৭৬. দোজখের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, তন্মধ্যে সর্বদা অবস্থান কর, সুতরাং [আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি] অহংকারীদের জন্য এটা নিকৃষ্ট বাসস্থান।	ادْخُلُوٓا أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭১. إِذِ الْأَغْلَٰلُ যখন বেড়ি লাগাবে فِيٓ أَعْنَاقِهِمْ তাদের গ্রীবাদেশে وَالسَّلَٰسِلُ এবং শিকল يُسْحَبُونَ তাদেরকে হেঁচড়িয়ে নেওয়া হবে।

৭২. فِي الْحَمِيمِ ফুটন্ত পনির মধ্যে ثُمَّ فِي النَّارِ অতঃপর আগুনে يُسْجَرُونَ তাদেরকে বিদগ্ধ করা হবে।

৭৩. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে أَيْنَ তারা কোথায় مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ যাদেরকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করতে।

৭৪. مِن دُونِ اللَّهِ আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে قَالُوا তারা বলবে ضَلُّوا عَنَّا তারা সকলে আমাদের থেকে গায়েব হয়ে গেছে بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْئًا বরং আমরা তো ইতঃপূর্বে কারো পূজা করতাম না كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَٰفِرِينَ এরূপেই আল্লাহ কাফেরদেরকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত রাখেন।

৭৫. ذَٰلِكُم এটা তারই প্রতিফল যে بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ তোমরা দুনিয়াতে আনন্দ উপভোগ করতে بِغَيْرِ الْحَقِّ অযথা وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ আর তার প্রতিফল যে তোমরা আত্মগর্ব করতে।

৭৬. ادْخُلُوٓا أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ দোজখের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর خَٰلِدِينَ فِيهَا তন্মধ্যে সর্বদা অবস্থান কর فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ সুতরাং (আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি) অহংকারীদের জন্য এটা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

৭৭. সুতরাং আপনি ধৈর্য ধরুন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য, অতঃপর আমি তাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তা হতে কিয়দংশ যদি আমি আপনাকে দেখাই অথবা [আজাবের পূর্বেই] যদি আপনাকে মৃত্যু দান করি, অবশেষে তাদেরকে আমার সমীপে আসতে হবে।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৭. فَاصْبِرْ সুতারাং আপনি ধৈর্য ধরুন اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি সত্য فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ অতঃপর আমি যদি আপনাকে দেখাই بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ আমি তাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা হতে কিয়দংশ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ অথবা যদি আপনাকে মৃত্যু দান করি فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ অবশেষে তাদেরকে আমার সমীপে অসতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يُسْحَبُوْنَ فِى الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নামীদেরকে প্রথমে حَمِيْم অর্থাৎ ফুটন্ত পানিতে ও পরে جَحِيْم অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ থেকে আরো জানা যায় যে, حَمِيْم জাহান্নামের বাইরের কোনো স্থান, যার ফুটন্ত পানি পান করানোর জন্য জাহান্নামীদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। সূরা সাফফাতের আয়াত ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ থেকেও তাই জানা যায়। কোনো কোনো আয়াত থেকে জানা যায় যে, حَمِيْم ও جَحِيْم একই স্থান এবং حَمِيْم -এর মধ্যেই جَحِيْم অবস্থিত। আয়াতটি এই ঃ
هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ
এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হামীমও জাহান্নামের অভ্যন্তরে অবস্থিত। চিন্তা করলে জানা যায় যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। জাহান্নামেরই অনেক স্তরে বিভিন্ন প্রকার আজাব থাকবে। এর মধ্যে এক স্তর হামীম অর্থাৎ, ফুটন্ত পানিরও থাকবে। স্বতন্ত্র ও আলাদা হওয়ার কারণে একে জাহান্নামের বাইরেও বলা যায় এবং জাহান্নামেরই এক স্তরে হওয়ার কারণে একে জাহান্নামও বলা যায়। ইবনে কাছীর বলেন, জাহান্নামীদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কখনো টেনে হামীমে এবং কখনো জাহীমে নিক্ষেপ করা হবে।

قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا : অর্থাৎ জাহান্নামে পৌছে মুশরিকরা বলবে আমাদের উপাস্য প্রতিমা ও শয়তান আজ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, যদিও তারা জাহান্নামের কোনো কোণে পড়ে আছে। তারাও যে জাহান্নামেই থাকবে, এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ : এখানে فَرَحٌ -এর অর্থ আনন্দিত ও উল্লসিত হওয়া এবং مَرَحٌ -এর অর্থ দম্ভ করা, অর্থ-সম্পদের অহংকারী হয়ে অপরের অধিকার খর্ব করা। مَرَحٌ সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় ও হারাম। পক্ষান্তরে فَرَحٌ অর্থাৎ আনন্দ যদি ধন-সম্পদের নেশায় আল্লাহকে ভুলে গুনাহের কাজ দ্বারা হয় তবে হারাম ও না-জায়েজ। আলোচ্য আয়াতে এই আনন্দই বুঝানো হয়েছে। কারূনের কাহিনীতেও فَرَحٌ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে–
لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ : অর্থাৎ আনন্দ-উল্লাস করো না। আল্লাহ তা'আলা আনন্দ-উল্লাসকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আনন্দ-উল্লাসের আরেক স্তর হলো পার্থিব নিয়ামত ও সুখকে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান মনে করে তজ্জন্যে আনন্দ প্রকাশ করা। এটা জায়েজ, মোস্তাহাব বরং আদিষ্ট কর্তব্য। এ আনন্দ সম্পর্কে কুরআন বলে, فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا অর্থাৎ এ কারণে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। আলোচ্য আয়াতে مَرَحٌ -কে সর্বাবস্থায় আজাবের কারণ বলা হয়েছে এবং فَرَحٌ -এর সাথে بِغَيْرِ الْحَقِّ কথাটি যুক্ত করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, অন্যায় ও অবৈধ ভোগের মাধ্যমে আনন্দ করা হারাম এবং ন্যায় ও বৈধ ভোগের কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আনন্দিত হওয়া ইবাদত ও ছওয়াবের কাজ।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সানন্দে কাফেরদের আজাবের অপেক্ষা করছিলেন। তাই তাঁর সান্ত্বনার জন্য আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি সবর করুন। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের আজাবের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে- আপনার জীবদ্দশায় অথবা ওফাতের পর। কাফেরদের আজাবের অপেক্ষা করা বাহ্যতঃ 'রহমাতুল্লিল আলামীন' (বিশ্বজগতের জন্য রহমত) গুণের পরিপন্থি। কিন্তু অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার লক্ষ্য যদি নির্যাতিত-নিরপরাধ মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়, তবে অপরাধীদেরকে সাজা দেওয়া দয়া ও অনুকম্পার পরিপন্থি নয়। কোনো অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া কারো মতেই দয়ার পরিপন্থিরূপে গণ্য হয় না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَتَوَفّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و - ف - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে মরে যায় অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়সেই মারা যায়।

مُسَمًّى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْمِيَةُ মূলবর্ণ (س - م - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– নির্দিষ্ট, নির্ধারিত।

يُحْيِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح - ى - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সে / তিনি জীবিত করেন, তিনি জীবন দান করেন।

يُمِيْتُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمَاتَةُ মূলবর্ণ (م - و - ت) জিনস اجوف واوى অর্থ– তিনি মৃত্যু দান করেন, তিনি জীবন কেড়ে নেন।

يُجَادِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُجَادَلَةُ মূলবর্ণ (ج - د - ل) জিনিস صحيح অর্থ– তারা পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করে।

يُصْرَفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلصَّرْفُ মূলবর্ণ (ص - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ– ফিরা, ঘুরাফেরা করা।

يُسْحَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسَّحْبُ মূলবর্ণ (س - ح - ب) জিনস صحيح অর্থ– তাদের টানা হবে।

يُسْجَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّجْرُ মূলবর্ণ (س - ج - ر) জিনস صحيح অর্থ– তাদের গরম করা হবে, উত্তপ্ত করা হবে।

قِيْلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– বলা হবে।

تَمْرَحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَرَحُ মূলবর্ণ (م - ر - ح) জিনস صحيح অর্থ– অধিক ফুসে উঠা / ফুসে উঠা।

نُرِيَنَّكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِرَائَةُ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ– অবশ্যই আমি তোমাকে দেখাব।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ : এখানে ذٰلِكُمْ ইসমে ইশারা হলো مبتدأ আর بِمَا হলো خبر আর كُنْتُمْ বাক্যটি হলো সেলাহ। আর تَفْرَحُوْنَ বাক্যটি كُنْتُمْ-এর খবর। আর فِى الْاَرْضِ হলো تَفْرَحُوْنَ-এর সাথে متعلق আর بِغَيْرِ الْحَقِّ হলো حال –[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৫৯৯-৬০০]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٧٨﴾	৭৮. আর আমি আপনার পূর্বে বহু রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের মধ্যে কতক এরূপ– যাদের কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করেছি এবং তাদের মধ্যে কতক এমন– যাদের কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করিনি; আর কোনো রাসূলেরই এ সাধ্য ছিল না যে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোনো মু'জিযা প্রকাশ করে, অনন্তর যখন আল্লাহর নির্দেশ আসবে, তখন সঠিক মীমাংসা হয়ে যাবে, আর ভ্রান্তপন্থিরা তখন ক্ষতিতে থেকে যাবে।
اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٩﴾	৭৯. আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশুসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা এদের কতিপয়ে আরোহণ কর এবং তাদের কতিপয়কে খাও।
وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ﴿٨٠﴾	৮০. এবং তাতে তোমাদের জন্য আরো অনেক উপকার রয়েছে, আর যেন তোমরা তাতে [আরোহণ করে] নিজ অন্তরে নিহিত উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছতে পার এবং এদের উপর ও নৌকাসমূহে সওয়ার হয়ে চলাফেরা কর।
وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿٨١﴾	৮১. আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর বহু নির্দশন দেখিয়ে থাকেন, অতএব, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে কোনটা অস্বীকার করবে?

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৮. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا আর আমি প্রেরণ করেছি رُسُلًا বহু রাসূল مِّنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ তাদের মধ্যে কতক এরূপ যাদের কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করেছি وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ এবং তাদের মধ্যে কতক এমন যাদের কাহিনী আপনার নিকট বর্ণনা করিনি وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ আর কোনো রাসূলেরই এ সাধ্য ছিল না যে اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ কোনো মু'জিযা প্রকাশ করে اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ অনন্তর যখন আল্লাহর নির্দেশ আসবে قُضِيَ بِالْحَقِّ তখন সঠিক মীমাংসা হয়ে যাবে وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ আর ভ্রান্তপন্থিরা তখন ক্ষতিতে থেকে যাবে।

৭৯. اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশুসমূহ সৃষ্টি করেছেন لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا যেন তোমরা এদের কতিপয়ে আরোহণ কর وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ এবং তাদের কতিপয়কে খাও।

৮০. وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ এবং তাতে তোমাদের জন্য আরো অনেক উপকার রয়েছে وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا আর যেন তোমরা তাতে আরোহণ করে পৌছতে পার حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ নিজ অন্তরে নিহিত উদ্দেশ্য পর্যন্ত وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ এবং এদের উপর ও নৌকা সমূহে সওয়ার হয়ে চলাফেরা কর।

৮১. وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর বহু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ অতএব তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলির মধ্যে কোনটা অস্বীকার করবে।

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۸۲﴾

৮২. তারা কি ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করে দেখে নি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের কিরূপ পরিণাম হয়েছিল? তারা এদের চেয়ে অধিক ছিল এবং শক্তি ও স্মৃতি-চিহ্নসমূহে উন্নততর ছিল, যা তারা ভূপৃষ্ঠে ত্যাগ করে গেছে, কিন্তু তাদের [এ সমস্ত] অর্জিত শক্তি ও সম্পদ তাদের কোনো কাজে আসেনি।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۸۳﴾

৮৩. মোটকথা, যখন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণসমূহসহ তাদের নিকট পৌঁছলেন, তখন তারা তাদের নিকট [জীবিকার্জনের] যে জ্ঞান ছিল, তাতেই বড় গর্বিত হয়ে রইল এবং তাদের প্রতি সে আজাব এসে পড়ল, যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত।

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ﴿۸۴﴾

৮৪. অতঃপর যখন তারা আমার আজাব দেখল তখন বলতে লাগল, আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, আর ঐ সমস্তকে অবিশ্বাস করছি, যাদেরকে আমরা তাঁর শরিক সাব্যস্ত করতাম।

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ؕ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۵﴾

৮৫. বস্তুত তাদের এ ঈমান আনয়ন করা তাদের জন্য হিতকর হয়নি, যখন তারা আমার আজাব প্রত্যক্ষ করল, আল্লাহ নিজের এ নীতিই নির্ধারণ করেছেন, যা তাঁর বান্দাগণের মধ্যে আবহমানকাল হতে চলে এসেছে, আর তখন কাফেররা ক্ষতির মধ্যে পড়ে রইল।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮২. اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا তারা কি ভূপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করে দেখেনি যে كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্ববর্তীদের কিরূপ পরিণাম হয়েছিল كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْهُمْ তারা এদের চেয়ে অধিক ছিল وَاَشَدَّ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ এবং শক্তি ও স্মৃতি-চিহ্নসমূহে উন্নততর ছিল, যা তারা ভূপৃষ্ঠে ত্যাগ করে গেছে فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ কিন্তু তাদের [এ সমস্ত] অর্জিত শক্তি ও সম্পদ তাদের কোনো কাজে আসেনি।

৮৩. فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ মোটকথা যখন তাদের নিকট পৌঁছলেন رُسُلُهُمْ তাদের রাসূলগণ بِالْبَيِّنٰتِ স্পষ্ট প্রমাণসমূহসহ فَرِحُوْا তখন তারা বড় গর্বিত হয়ে রইল بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ তাদের নিকট (জীবিকা অর্জনের) যে জ্ঞান ছিল তাতেই وَحَاقَ بِهِمْ, এবং তাদের প্রতি সে আজাব এসে পড়ল مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত।

৮৪. فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا অতঃপর যখন তারা আমার আজাব দেখল قَالُوْۤا তখন বলতে লাগল اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম وَكَفَرْنَا, আর ঐ সমস্তকে অবিশ্বাস করছি بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ যাদেরকে আমরা তাঁর শরিক সাব্যস্ত করতাম।

৮৫. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ বস্তুত তাদের এ ঈমান আনয়ন করা তাদের জন্য হিতকর হয়নি لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا যখন তারা আমার আজাব প্রত্যক্ষ করল سُنَّتَ اللّٰهِ আল্লাহ নিজের এ নীতিই নির্ধারণ করেছেন الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهٖ যা তাঁর বান্দাগণের মধ্যে আবহমানকাল থেকে চলে এসেছে وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ, আর তখন কাফেররা ক্ষতির মধ্যে পড়ে রইল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ : অর্থাৎ এই অপরিণামদর্শী কাফেরদের কাছে যখন আল্লাহর পয়গম্বরগণ তাওহীদ ও ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন, তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমাকে পয়গম্বরগণের জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও সত্য মনে করে পয়গম্বরগণের উক্তি খণ্ডনে প্রবৃত্ত হলো। কাফেররা যে জ্ঞান নিয়ে গর্বিত ছিল, সেটা হয় তাদের নিরেট মূর্খতা ছিল। অর্থাৎ তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করে একেই জ্ঞান-গরিমারূপে আখ্যায়িত করেছিল, না হয় এর অর্থ ছিল পার্থিব ব্যবসা-বণিজ্য ও শিল্পকর্মের জ্ঞান। এতে বাস্তবিকই তারা পারদর্শী ছিল। গ্রীক দার্শনিকদের 'ইলাহিয়্যাত' সম্পর্কিত অধিকাংশ জ্ঞান ও গবেষণা প্রথমোক্ত নিরেট মূর্খ শ্রেণির জ্ঞান-গরিমার দৃষ্টান্ত। তাদের এসব জ্ঞানের কোনো দলিল নেই। এগুলোকে জ্ঞান বলা জ্ঞানের অবমাননা বৈ নয়। কাফেরদের পার্থিব জ্ঞানের উল্লেখ কুরআন পাক সূরা রূমে এভাবে করেছে- يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ অর্থাৎ তারা পার্থিব জীবন ও তার উপকার অর্জনের বিষয়ে তো কিছু জানে বুঝে; কিন্তু পরকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন, যেখানে অনন্তকাল থাকতে হবে এবং যেখানকার সুখ ও দুঃখ চিরস্থায়ী। আলোচ্য আয়াতেও যদি দুনিয়ার বাহ্যিক জ্ঞানও অর্থ নেওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কিয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের সুখ ও কষ্ট সম্পর্কে অজ্ঞ উদাসীন, তাই নিজেদের বাহ্যিক জ্ঞানে আনন্দিত ও বিভোর হয়ে পয়গম্বরগণের জ্ঞানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। -[মাযহারী]

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ .... অর্থাৎ আজাব সম্মুখে আসার পর তারা ঈমান আনছে। এ সময়কার ঈমান আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় ও ধর্তব্য নয়। হাদীসে আছে- يَقْبَلُ اللّٰهُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থা ও মৃত্যু কষ্ট শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা বন্দার তওবা কবুল করেন। মৃত্যু কষ্ট শুরু হলে পর তওবা করলে তওবা কবুল হয় না। এমনিভাবে আসমানি আজাব সামনে এসে যাওয়ার পর কারো তওবা ও ঈমান কবুল হয় না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

قَصَصْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَصَصُ মূলবর্ণ (ق - ص - ص) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- আমরা বর্ণনা করলাম।

قُضِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَضَاءُ মূলবার্ণ (ق - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ফয়সালা করে দেওয়া, মীমাংসা করা।

مُبْطِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْطَالُ মূলবর্ণ (ب - ط - ل) জিনস صحيح অর্থ- বাতিলপন্থি, সত্যকে মিথ্যা আখ্যায়িতকারী।

لِتَرْكَبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلرُّكُوْبُ মূলবর্ণ (ر - ك - ب) জিনস صحيح অর্থ- (যাতে) তোমরা আরোহণ কর, যাতে তোমরা আরোহী হও।

تَأْكُلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (ا - ك - ل) জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমরা খাও। তোমরা খেয়ে যাও।

تُحْمَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحَمْلُ মূলবর্ণ (ح - م - ل) জিনস صحيح অর্থ- তোমাদের আরোহণ করা হবে। তোমাদের বহন করিয়ে ঘুরানো হবে।

يُرِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ– দেখায় / তিনি দেখান।

لَمْ يَسِيْرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (س ـ ى ـ ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা ভ্রমণ করেনি।

اَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার الاغناء মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ইহা / সে কাজে এসেছে। সে বিত্তবান বানিয়ে দিয়েছে।

يَسْتَهْزِءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِهْزَاءُ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তুচ্ছ মনে করে উপহাস করে।

رَأَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ ء ـ ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ– তারা দেখল।

سُنَّتٌ : একবচন, বহুবচন سُنَنٌ অর্থ– পথ, পন্থা। রেওয়াজ, প্রচলন, নমুনা, প্রচলিত নিয়ম, আদর্শ।

خَلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُلُوُّ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে অতিবাহিত হয়েছে। অতিক্রম করেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ : এখানে واو টি হলো عاطفة। আর مَا হলো نافية আর كَانَ হলো ফে'লে নাকেস আর لِرَسُوْلٍ হলো كَانَ -এর خبر مقدم আর اَنْ এবং اَنْ -এর অধীনে যা রয়েছে তা كَانَ -এর اسم موخر আর بِاٰيَةٍ টা ياتى -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর الا হলো اداة حصر আর بِاِذْنِ اللّٰهِ হলো استثناء

–[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ. ৬০২]

سُوْرَةُ حٰمٓ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা হা-মীম সাজদাহ্

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত-৫৪, রুকূ'- ৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. হা-মীম।	حٰمٓ ﴿١﴾
২. এ বাণী করুণাময়, দয়ালু [আল্লাহ]-এর পক্ষ হতে অবতারিত।	تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾
৩. এটি একটি কিতাব, যার আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ এমন কুরআন, যা আরবি, জ্ঞানী লোকদের জন্য [উপকারী]।	كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾
৪. [এটা] সুসংবাদদাতা, আর ভয়প্রদর্শক; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মুখ ফিরিয়ে নিল, সুতরাং তারা শুনেই না।	بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٤﴾
৫. এবং তারা বলে যে কথার প্রতি আপনি আমাদেরকে ডাকেন, আমাদের অন্তর তা হতে পর্দাবৃত এবং আমাদের কর্ণসমূহে ছিপি রয়েছে এবং আমাদের ও আপনার মধ্যে একটা পর্দা রয়েছে। অতএব, আপনি আপনার কাজ করুন, আমরা আমাদের কাজ করছি [আমরা আপনার কথা মানব এটা আশা করবেন না]।	وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ﴿٥﴾

শব্দ বিশ্লেষণ :

১. حٰمٓ হা-মীম।

২. تَنْزِيْلٌ এ বাণী অবতারিত مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ করুণাময় দয়ালু (আল্লাহ) এর পক্ষ থেকে।

৩. كِتٰبٌ এটি একটি কিতাব فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ যার আয়াতগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا অর্থাৎ এমন কুরআন যা আরবি لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ জ্ঞানী লোকদের জন্য।

৪. بَشِيْرًا সুসংবাদদাতা। وَّنَذِيْرًا আর ভয় প্রদর্শক فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মুখ ফিরিয়ে নিল فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ সুতরাং তারা শুনেই না।

৫. وَقَالُوْا এবং তারা বলে قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ আমাদের অন্তর তা হতে পর্দাবৃত مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ যে কথার প্রতি আপনি আমাদেরকে ডাকেন وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ আর আমাদের কর্ণসমূহে ছিপি রয়েছে وَّمِنْۢ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ এবং আমাদের ও আপনার মধ্যে একটা পর্দা রয়েছে فَاعْمَلْ অতএব আপনি আপনার কাজ করুন اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ আমরা আমাদের কাজ করছি।

বঙ্গানুবাদ	আয়াত
৬. আপনি বলে দিন, আমিও তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ, আমার প্রতি এ ওহী নাজিল হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ, অতএব, তাঁরই প্রতি একাগ্র হয়ে যাও এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; আর এরূপ মুশরিকদের জন্য ভীষণ দুর্দশা।	قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ﴿٦﴾
৭. যারা জাকাত প্রদান করে না, আর তারা পরলোকের প্রতিও অবিশ্বাসী।	الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٧﴾
৮. [পক্ষান্তরে] যারা ঈমান এনেছে ও নেককাজ করেছে, তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে যা [কখনো] শেষ হবার নয়।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٨﴾
৯. আপনি বলে দিন, তোমরা কি এমন আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস করছ, যিনি জমিনকে দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমরা তাঁর শরিক সাব্যস্ত করছ? তিনিই সারা বিশ্বের প্রতিপালক।	قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۗ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ আমিও তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ يُوْحٰٓى اِلَيَّ আমার প্রতি এ ওহী নাজিল হয় যে اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তোমাদের মা'বুদ একই মা'বুদ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ অতএব তারই প্রতি একাগ্র হয়ে যাও وَاسْتَغْفِرُوْهُ এবং তারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ আর এরূপ মুশরিকদের জন্য ভীষণ দুর্দশা।

৭. الَّذِيْنَ যারা لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ জাকাত প্রদান করে না وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ আর তারা পরলোকের প্রতিও অবিশ্বাসী।

৮. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (পক্ষান্তরে) যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ও নেক কাজ করেছে لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ তাদের জন্য এমন পুরস্কার রয়েছে যা (কখনো) শেষ হবার নয়।

৯. قُلْ আপনি বলে দিন اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ তোমরা কি এমন আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস করছ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ যিনি জমিনকে সৃষ্টি করেছেন فِيْ يَوْمَيْنِ দু'দিনে وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا আর তোমরা তাঁর শরিক সাব্যস্ত করছ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ তিনিই সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ﴿١٠﴾

১০. আর তিনি জমিনে, তার উপরিভাগে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে [অর্থাৎ জমিনে উদ্ভিদ, প্রাণী ও নানাবিধ] উপকারী পদার্থসমূহ স্থাপন করেছেন, আর তাতে এর অধিবাসীবৃন্দের খাদ্যসমূহের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন চার দিনে [দুই দিনে জমিন, আর দুই দিনে পাহাড় ও অন্যান্য পদার্থ]; এটা জিজ্ঞাসুগণের জন্য পূর্ণ [বর্ণনা]।

ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ط قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ﴿١١﴾

১১. অতঃপর আসমানের [সৃষ্টির] প্রতি মনোনিবেশ করলেন আর তা [তখন] ধূম্রবৎ ছিল, অতঃপর তিনি তাকে এবং জমিনকে বললেন, তোমরা উভয়ে [আমার নির্দেশ শিরোধার্য করে নিতে] এসো স্বেচ্ছায় [হোক] বা অনিচ্ছায় [হোক]; উভয়ে বলল, আমরা সানন্দে [উক্ত আদেশাবলির জন্য] প্রস্তুত রয়েছি।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. وَجَعَلَ فِيْهَا আর তিনি জমিনে সৃষ্টি করেছেন رَوَاسِيَ পর্বতমালা مِنْ فَوْقِهَا তার উপরিভাগে وَبٰرَكَ فِيْهَا এবং তাতে উপকারী পদার্থসমূহ স্থাপন করেছেন وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا আর তাতে এর অধিবাসীবৃন্দের খাদ্যসমূহের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ চার দিনে سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ এটা জিজ্ঞাসুগণের জন্য পূর্ণ (বর্ণনা)।

১১. ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ অতঃপর আসমানের প্রতি মনোনিবেশ করলেন وَهِيَ دُخَانٌ আর তা (তখন) ধূম্রবৎ ছিল فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ অতঃপর তিনি তাকে এবং জমিনকে বললেন ائْتِيَا আস طَوْعًا স্বেচ্ছায় (হোক) اَوْ كَرْهًا বা অনিচ্ছায় (হোক) قَالَتَا উভয়ে বলল اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ আমরা সানন্দে (উক্ত আদেশাবলির জন্য) প্রস্তুত রয়েছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা [ফুসসিলাত] হা-মীম সাজদা প্রসঙ্গে : এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, এতে ৬টি রুকূ, ৫৪টি আয়াত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

নামকরণ : এ সূরার নাম সূরাতুস সাজদা, সূরা হা-মীম সাজদা, সূরাতুল মাসাবীহ এবং এ সূরাকে সূরা ফুসসিলাতও বলা হয়।

এ সূরার ফজিলত : হযরত রাসূলে কারীম ﷺ প্রত্যেক রাত্রে এ সূরা এবং সূরা মূলক পাঠ না করে ঘুমাতেন না।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আল মুমিনে তাওহীদ, আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন এবং কিয়ামত সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে। আর এ সূরায় প্রিয়নবী ﷺ -এর রেসালাত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এর পাশাপাশি মৃত্যুর পর যে জীবন আসবে, সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যারা প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি ঈমান আনয়নে অনীহা প্রকাশ করে এবং তার বিরোধিতা করে তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

قَالَ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ - اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

শানে নুযূল : ফররা প্রমুখ বলেন যে, মক্কার মুশরিকরা দান-দাক্ষিণ্য করত, হাজীদের পানি পান করাত এবং তাদের খাবারও খাওয়াত। বস্তুত : যারা-ই মুহাম্মদ ﷺ -এর প্রতি ঈমান এনেছে, তাদের জন্য এগুলো করা অবৈধ করে দিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২৯৮/১৫]

পারস্পরিক স্বতন্ত্রের জন্য 'আল-হা-মীম' অথবা 'হাওয়ামীম' নামক সাতটি সূরার নামের সাথে আরো কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়। উদাহরণতঃ সূরা মু'মিনের হামীমকে 'হা-মীম' আল-মু'মিন' এবং আলোচ্য সূরার হা-মীমকে 'হা-মীম আস্‌সাজদাহ' অথবা হা-মীম 'ফুসসিলাত'ও বলা হয়। এ সূরার এ দুটি নাম সুবিদিত।

এ সূরার প্রথম সম্বোধনের পাত্র আরবের কুরাইশ গোত্র, তাদের সামনে কুরআন নাজিল হয়েছে এবং তাদের ভাষায় নাজিল হয়েছে। তারা কুরআনের অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসংখ্য মু'জিযা দেখেছে। এতদসত্ত্বেও তারা কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা, শ্রবণ করাও পছন্দ করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শুভেচ্ছামূলক উপদেশের জবাবে অবশেষে তারা বলে দিয়েছে, আপনার কথাবার্তা আমাদের বুঝে আসে না, আমাদের অন্তর এগুলো কবুল করে না এবং আমাদের কানও এগুলো শুনতে প্রস্তুত নয়। আপনার ও আমাদের মাঝখানে অন্তরাল আছে। সুতরাং এখন আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন।

সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতের ভাবার্থও তাই। এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে কুরাইশকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, কুরআন আরবি ভাষায় তোমাদের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর বিষয়বস্তু বুঝতে তোমাদের বেগ পেতে না হয়। এতদসঙ্গে কুরআনের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ - تَفْصِيْل -এর আসল অর্থ বিষয়বস্তু পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত করা, এখানে উদ্দেশ্য খুলে খুলে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা পৃথকভাবে হোক কিংবা একত্রে। কুরআন পাকের আয়াতসমূহে বিধানাবলি, কাহিনী, বিশ্বাস, মিথ্যাপন্থিদের খণ্ডন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তু আলাদা আলাদাও বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়বস্তুকে উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কুরআন পাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশেষণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অর্থাৎ যারা মেনে চলে, তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখের সুসংবাদ এবং যারা মেনে চলে না, তাদেরকে অনন্ত কালের আজাব সম্পর্কে সতর্ক করে।

এসব বিশেষণ বর্ণনা করে পরিশেষে لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআন পাকের আরবি ভাষায় নাজিল হওয়া, স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়া- এসব বিষয় তাদের জন্য উপকারী হতে পারে, যারা চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়ঙ্গম করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আরব কুরাইশরা এসব সত্ত্বেও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে-হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা, শোনাও পছন্দ করেনি। فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ আয়াতে তাই উল্লিখিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে কাফেরদের একটি প্রস্তাব : আলোচ্য সূরায় কুরাইশ কাফেরদের প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক যুগে বলপূর্বক ইসলামি আন্দোলনকে নস্যাৎ করার এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে ভীত-সন্ত্রস্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু ইসলাম তাদের মর্জির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালীই হয়েছে। প্রথমে ওমর ইবনে খাত্তাবের ন্যায় অসম সাহসী বীর পুরুষ ইসলামে দাখিল হন। অতঃপর সর্বজনস্বীকৃত কুরাইশ সরদার হামযা মুসলমান হয়ে যান। ফলে কুরাইশ কাফেররা ভীতি প্রদর্শনের পথ পরিত্যাগ করে প্রলোভন ও প্ররোচনার মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার কৌশল চিন্তা করতে শুরু করে। এমনি ধরনের এক ঘটনা হাফেজ ইবনে কাছীর মুসনাদে বাযযার, আবূ ইয়া'লা ও বগভীর রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এসব রেওয়ায়েতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকায় ইবনে কাছীর বগভীর রেওয়ায়েতকে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তবের নিকটবর্তী সাব্যস্ত করেছেন। এ সবের পর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কিতাব 'আস-সীরত' থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত করে একে সব রেওয়ায়েতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই এস্থলে ঘটনাটি ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী (র.) বলেন, আমার কাছে রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, কুরাইশ সরদার ওতবা ইবনে রবীয়া একদিন একদল কুরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিল; অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত দাও, তবে আমি মুহাম্মদের সাথে কথাবার্তা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভনীয় বস্তু পেশ করব। যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসব বস্তু তাকে দিয়ে দেব যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত হয়। এটা তখনকার ঘটনা, যখন হযরত হামযা (রা.) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সমস্বরে বলে উঠল, হে আবুল ওলীদ, (ওতবার ডাকনাম,) আপনি অবশ্যই তার সাথে আলাপ করুন।

ওতবা সেখান থেকে উঠে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরু করল : প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! আপনি জানেন, কুরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদূর বিস্তৃত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে সম্মানার্হ। কিন্তু আপনি জাতিকে এক গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। আপনার আনীত দাওয়াত জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে, তাদের উপাস্য দেবতা ও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি, যাতে আপনি কোনো একটি পছন্দ করে নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবুল ওলীদ! বলুন, আপনি কি বলতে চান। আমি শুনব।

আবুল ওলীদ বলল : ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি আপনার পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা ওয়াদা করছি, আপনাকে কুরাইশ গোত্রের সেরা বিত্তশালী করে দেব। আর যদি শাসনক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয়, তবে আমরা আপনাকে কুরাইশের প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত কোনো কাজ করব না। আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজারূপেও স্বীকৃতি দেব। পক্ষান্তরে যদি কোনো জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কাজ করায় বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন, তবে আমরা আপনার জন্য চিকিৎসক ডেকে আনব; সে আপনাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার আমরাই বহন করব। কেননা আমরা জানি, মাঝে মাঝে জিন অথবা শয়তান মানুষকে কাবু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে তা সেরে যায়।

ওতবার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আবুল ওলীদ! আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, এবার আমার কথা শুনুন! সে বলল, অবশ্যই শুনব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে কোনো জবাব দেওয়ার পরিবর্তে আলোচ্য সূরা "ফুসসিলাত' তেলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। বাযযার ও বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াত করতে করতে যখন فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন ওতবা তাঁর মুখে হাত রেখে দিল এবং বংশ ও আত্মীয়তার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি দয়া করুন, আর পাঠ করবেন না। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তেলাওয়াত শুরু করলে ওতবা চুপচাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ পিছনে লাগিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেজদার আয়াতে পৌঁছে সেজদা করলেন এবং ওতবাকে বললেন: আবুল ওলীদ! আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। ওতবা সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে চলল। তারা দূর থেকে ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগল, আল্লাহর কসম! আবুল ওলীদের মুখমণ্ডল বিকৃত দেখা যাচ্ছে। সে যে মুখ নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিল, সে মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পৌঁছলে সবাই বলল, বলুন, কি খবর আনলেন। ওতবা বলল, খবর এই :

اِنِّىْ سَمِعْتُ قَوْلاً وَاللّٰهِ مَا سَمِعْتُ مِثْلَهٗ قَطُّ وَاللّٰهِ مَاهُوَ بِالسِّحْرِ وَلَا بِالشِّعْرِ وَلَا بِالْكَهَانَةِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اَطِيْعُوْنِىْ وَاجْعَلُوْهَا لِىْ خَلُّوْا بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ مَاهُوَ فِيْهِ فَاعْتَزِلُوْهُ فَوَ اللّٰهِ لَيَكُوْنَنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِىْ سَمِعْتُ نَبَاءٌ فَاِنْ تُصِبْهُ الْعَرَبُ فَقَدْ كُفِيْتُمُوْهُ بِغَيْرِكُمْ وَاِنْ يَظْهَرْ عَلَى الْعَرَبِ فَمُلْكُهٗ مُلْكُكُمْ وَعِزُّهٗ عِزُّكُمْ وَكُنْتُمْ اَسْعَدَ النَّاسِ بِهٖ.

অর্থাৎ আল্লাহর কসম! আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, সেটা জাদু নয়, কবিতা নয় এবং অতীন্দ্রিয়বাদীদের শয়তান থেকে অর্জিত কথাও নয়। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কর। আমার মতে তোমরা তার মোকাবিলা ও তাঁকে নির্যাতন করা থেকে সরে আস এবং তাঁকে তাঁর কাজ করতে দাও। কেননা তাঁর এই কালামের এক বিশেষ পরিণতি প্রকাশ পাবেই। তোমরা এখন অপেক্ষা কর। অবশিষ্ট আরবদের আচরণ দেখে যাও। যদি তারাই কুরাইশের সহযোগিতা ব্যতীত তাঁকে পরাভূত করে ফেলে, তবে বিনা শ্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সে যদি সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদেরই রাজত্ব; তার ইজ্জত হবে তোমাদেরই ইজ্জত। তখন তোমরাই হবে তার সফল্যের অংশীদার।

তার সঙ্গীরা তার একথা শুনে বলল, আবুল ওয়ালীদ! তোমাকে তো মুহাম্মদ কথা দিয়ে জাদু করেছে। ওতবা বলল, আমারও অভিমত তাই। এখন তোমাদের যা মন চায়, তাই কর।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ- এ ক্ষেত্রে কাফেরদের তিনটি উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। এক. আমাদের অন্তরে পর্দা পড়ে আছে ফলে আমরা আপনার কথা বুঝতে পারি না। দুই. আমাদের কান বধির, ফলে আপনার কথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না এবং তিন. আমাদের ও আপনার মাঝখানে অন্তরাল রয়েছে। কুরআন এসব উক্তি নিন্দার ছলে উদ্ধৃত করেছে। ফলে এসব উক্তি ভ্রান্ত মনে হয়। কিন্তু অন্যত্র কুরআন নিজেই তাদের এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছে। সূরা আন'আমের আয়াতে আছে– وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا এমনি ধরনের আয়াত সূরা বনী-ইসরাঈল ও সূরা কাহফেও রয়েছে।

এর জবাব এই যে, কাফেরদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো যে, আমরা অক্ষম ও অপারগ, আমাদের অন্তরে আবরণ, কানে ছিপি এবং আপনার ও আমাদের মধ্যবর্তী অন্তরাল আছে। এমতাবস্থায় আমরা কিরূপে আপনার কথা শুনব ও মানব? কুরআন তাদের অবস্থা বর্ণনা করে তাদেরকে অক্ষম ও অপারগ সাব্যস্ত করেনি, বরং এর সারমর্ম এই যে, তাদের মধ্যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শ্রবণ করার ও বুঝবার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা যখন সেদিকে কর্ণপাত করল না এবং বুঝবার ইচ্ছাও করল না, তখন শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর অমনোযোগিতা ও মূর্খতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাও ইচ্ছাশক্তি ছিনিয়ে নিয়ে নয়, বরং এখনো তারা ইচ্ছা করলে শোনার ও বুঝার যোগ্যতা ফিরে আসবে। –[বয়ানুল-কুরআন]

কাফেরদের অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পয়গম্বরসুলভ জবাব : কাফেররা তাদের অন্তরের উপর আবরণ ও কানে ছিপি থাকার কথা স্বীকার করে একথা বুঝায়নি যে, তারা বাস্তবিকই নির্বোধ ও বধির, বরং এটা ছিল এক প্রকার ঠাট্টা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই পাশবিক ঠাট্টা-বিদ্রূপের এ জবাব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের মোকাবিলায় কোনো কঠোর কথা বলবেন না, বরং বিনয়ের সাথে বলুন, আমি আল্লাহ নই যে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারব, বরং আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। পার্থক্য এই যে, আল্লাহ ওহী প্রেরণ করে আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন এবং ওহীর সমর্থনে বিভিন্ন মু'জিযা দান করেছেন। এর ফলে তোমাদের উচিত ছিল আমার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এখন আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা ইবাদত ও আনুগত্যে একমাত্র আল্লাহর অভিমুখী হয়ে যাও এবং অতীত গুনাহের জন্য তওবা করে নাও।

শেষ বাক্যে সুসংবাদ দান ও সতর্ককরণের মাধ্যমে উভয় দিক তাদের সামনে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, মুশরিকদের জন্য রয়েছে চরম দুর্ভোগ এবং মুমিনদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী ছওয়াব। মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ অর্থাৎ তারা জাকাত প্রদান করে না। এতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম এই যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ, আর জাকাত ফরজ হওয়ার আদেশ মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, ফরজ হওয়ার পূর্বেই কাফেরদেরকে জাকাত প্রদান না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা কিরূপে সঙ্গত হয়েছে?

ইবনে কাছীর এর জবাবে বলেন যে, আসলে জাকাত প্রাথমিক যুগেই নামাজের সাথে ফরজ হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুযযাম্মিলের আয়াতে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু নেসাবের বিবরণ এবং আদায় করার ব্যবস্থাপনা মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই একথা বলা ঠিক নয় যে, মক্কায় জাকাত ফরজ ছিল না।

কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট কিনা? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অনেক ফিকহবিদের মতে কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট নয়। অর্থাৎ নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতের বিধানাবলি তাদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। তাদের প্রতি আরোপিত আদেশ এই যে, তারা প্রথমে ঈমান গ্রহণ করবে। ঈমানের পরে ফরজ কর্মসমূহের বিধান আসবে। অতএব, তাদের উপর যখন জাকাতের আদেশ আরোপিত নয়, তখন এটা না করার কারণে তারা শাস্তির পাত্র হবে কেন?

জবাব এই যে, অনেক ফিকহবিদের মতে কাফেররাও শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট। তাঁদের মতে আয়াতে কোনো প্রশ্নই দেখা দেয় না। যারা কাফেরদেরকে আদিষ্ট বলে গণ্য করেন না, তারা বলতে পারেন যে, আয়াতে জাকাত না দেওয়ার কারণে নিন্দা করা হয়নি; বরং তাদের জাকাত না দেওয়ার ভিত্তি ছিল কুফর এবং জাকাত না দেওয়া কুফরেরই আলামত ছিল। তাই তাদেরকে শাসানোর সারমর্ম এই যে, তোমরা মুমিন হলে জাকাত প্রদান করতে। তোমাদের দোষ মুমিন না হওয়া। –[বয়ানুল কুরআন]

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামি বিধানাবলির মধ্যে নামাজ সর্বাগ্রে। এর উল্লেখ না করে বিশেষভাবে জাকাতের উল্লেখ করার রহস্য কি? কুরতুবী প্রমুখ এর জবাবে বলেন যে, কুরাইশ ছিল ধনাঢ্য সম্প্রদায়। দান-খয়রাত ও গরিবের সাহায্য করা তাদের বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু যারা মুসলমান হয়ে যেত, কুরাইশরা তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করত। এর নিন্দা করার জন্যই বিশেষভাবে জাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।

مَمْنُوْنٍ - لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন ও সৎকর্মীদেরকে পরকালে স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার দেওয়া হবে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মুমিন ব্যক্তির অভ্যস্ত আমল কোনো সময় কোনো অসুস্থতা, সফর কিংবা অন্য কোনো ওজরবশতঃ তরক হয়ে গেলেও সে আমলের পুরস্কার ব্যাহত হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করেন, আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় অথবা অবসর সময়ে যে আমল নিয়মিত করত, তার ওজর অবস্থায় সে আমল না করা সত্ত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দাও। এ বিষয়বস্তুর হাদীস সহীহ্ বুখারীতে হযরত আবূ মূসা আশআরী থেকে শরহুস্‌সুন্নায় হযরত ইবনে ওমর ও আনাস (রা.) থেকে এবং রাযীনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। –[মাযহারী]

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ـ

আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদেরকে তাদের শিরক ও কুফরের কারণে এক সাবলীল ভঙ্গিতে হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্য। এতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগুণ তথা বিরাটকায় আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করার বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে শাসানো হয়েছে যে তোমরা এমন নির্বোধ যে, মহান স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমানের সাথেও অপরকে শরিক সাব্যস্ত কর? এমনি ধরনের হুঁশিয়ারি ও বিবরণ সূরা বাক্বারার তৃতীয় রুকূতে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে–

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاۤءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ

সূরা বাক্বারার এসব আয়াতে সৃষ্টির দিন নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং বিবরণও দেওয়া হয়নি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবী কোন্‌টির পর কোন্‌টি এবং কোন কোন দিনে সৃজিত হয়েছে : বয়ানুল কুরআনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) বলেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয় এমনিতে কুরআন পাকে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বহু জায়গায় বিবৃত হয়েছে, কিন্তু কোন্‌টির পরে কোন্‌টি সৃজিত হয়েছে, এর উল্লেখ সম্ভবতঃ মাত্র তিন আয়াতে করা হয়েছে– (এক), হা-মীম সাজদার আলোচ্য আয়াত, (দুই)-সূরা বাক্বারায় উল্লিখিত আয়াত এবং (তিন)- সূরা নাযি'আতের নিম্নোক্ত আয়াত :

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاۤءُ بَنٰهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰهَا وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاۤءَهَا وَمَرْعٰهَا وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا.

বাহ্যদৃষ্টিতে এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু বিরোধও দেখা যায়। কেননা সূরা বাক্বারা ও সূরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে জানা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে এবং সূরা নাযি'আতের আয়াত থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, আকাশ সৃজিত হওয়ার পরে পৃথিবী সৃজিত হয়েছে। সবগুলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আমার মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সৃজিত হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধূম্রকুঞ্জের আকারে আকাশের উপকরণ নির্মিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে বর্তমান আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর আকাশের তরল ধূম্রকুঞ্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। আশা করি সবগুলো আয়াতই এই বক্তব্যের সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাকি প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। –[বায়ানুল কুরআন-সূরা বাক্বারা]

সহীহ্ বুখারীতে এ আয়াতের অধীনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। তাতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই মাওলানা থানভী (র.) উপরে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাছীরে উদ্ধৃত এর ভাষা নিম্নরূপ :

فَسَوّٰهُنَّ فِىْ يَوْمَيْنِ اٰخَرَيْنِ ثُمَّ دَحَى الْاَرْضَ وَدَحْيُهَا اَنْ اَخْرَجَ مِنْهَا الْمَاۤءَ وَالْمَرْعٰى وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالرِّمَالَ الْجَمَادَ وَالْاٰكَامَ مَا بَيْنَهُمَا فِىْ يَوْمَيْنِ اٰخَرَيْنِ ـ فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى دَحٰهَا ـ

ইবনে কাছীর ইবনে জারীরের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ রেওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেছেন :
মদিনার ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে রবিবার ও সোমবার দিন, পর্বতমালা ও খনিজ দ্রব্যাদি মঙ্গলবার দিন, উদ্ভিদ, ঝরনা, অন্যান্য বস্তুনিচয় ও জনশূন্য প্রান্তর বুধবার দিন সৃষ্টি করেন। এতে মোট চার দিন সময় লাগে। আলোচ্য سَوَاءً لِلسَّائِلِيْنَ পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অতঃপর বললেন এবং বৃহস্পতিবার দিন আকাশ সৃষ্টি করেন। আর শুক্রবার তারকারাজি, সূর্য, চন্দ্র ও ফেরেশতা সৃজিত হয়। শুক্রবার দিনের তিন প্রহর বাকি থাকতে এসব কাজ সমাপ্ত হয়। এই প্রহরত্রয়ের দ্বিতীয় প্রহরে সম্ভাব্য বিপদাপদ সৃষ্টি করা হয় এবং তৃতীয় প্রহরে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করা হয়। তাঁকে জান্নাতে স্থান দেওয়া হয় এবং ইবলীসকে আদেশ করা হয় আদমের উদ্দেশ্যে সেজদা করতে। ইবলীস অস্বীকার করলে তাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসব কাজ তৃতীয় প্রহরের শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি লাভ করে। –[ইবনে কাছীর]
ইবনে কাছীরের মতে হাদীসটি غَرِيْبٌ (অর্থাৎ, তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত।)
সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বাচনিক এক রেওয়ায়েতে জগৎ সৃষ্টির শুরু শনিবার থেকে ব্যক্ত হয়েছে। এ হিসেব মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু কুরআনের আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, এ সৃষ্টিকাজ ছয় দিনে হয়েছে। এক আয়াতে আছে :
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ অর্থাৎ, আমি আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। এ কারণে হাদীসবিদগণ উপরিউক্ত রেওয়ায়েতটি অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ রেওয়ায়েতটিকে কা'বে আহবারের উক্তি বলেও অভিহিত করেছেন। –[ইবনে কাছীর]
হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতও ইবনে কাছীরের মতে অগ্রাহ্য। এর এক কারণ এই যে, এতে হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির সাথে শুক্রবারের শেষ প্রহরে এবং একই প্রহরেই সেজদার আদেশ ও ইবলীসকে জান্নাত থেকে বহিষ্কারের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।
অথচ কুরআনের একাধিক আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, হযরত আদম (আ.) সৃষ্টির ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে হয়েছে। তখন পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল এবং জিন ও শয়তানরা সেখানে বসবাসরত ছিল। সে সময়েই বলা হয়েছিল اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً –[মাযহারী]
সারকথা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিনকাল ও ক্রম সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহের মধ্য থেকে কোনোটিকেই কুরআনের ন্যায় অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। বরং এগুলো ইসরাঈলী রেওয়ায়েত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ইবনে কাছীর মুসলিম ও নাসাঈর বর্ণনা সম্পর্কেও তাই বলেছেন। তাই কুরআনের আয়াতকেই মূলভিত্তি সাব্যস্ত করে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। আয়াতসমূহকে একত্রিত করার ফলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু মাত্র ছয় দিনে সৃজিত হয়েছে। সূরা হা-মীম সাজদার আয়াত থেকে দ্বিতীয়তঃ জানা যায় যে, পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পূর্ণ চার দিন লেগেছে। তৃতীয়তঃ জানা যায় যে, আকাশমণ্ডলীর সৃজনে দু'দিন ব্যয়িত হয়েছে। এতে পূর্ণ দুই দিনের বর্ণনা নেই, বরং পরোপুরি দুই দিন না লাগারও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বশেষ দিন শুক্রবারের কিছু অংশ বেঁচে গিয়েছিল। এসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই বুঝা যায় যে, ছয় দিনের মধ্য থেকে প্রথম চার দিন পৃথিবী সৃজনে এবং অবশিষ্ট দু'দিন আকাশ সৃজনে ব্যয়িত হয়েছে এবং পৃথিবী আকাশের পূর্বে সৃজিত হয়েছে। কিন্তু সূরা নাযি'আতের আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তাই বয়ানুল-কুরআনের বক্তব্য অবান্তর নয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দুই দিনে পৃথিবী ও তার উপরিভাগের পর্বতমালা ইত্যাদির উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর দুই দিনে সপ্ত আকাশ সৃজিত হয়েছে। এরপর দু'দিনে পৃথিবীর বিস্তৃতি ও তৎমধ্যবর্তী পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, নদ-নদী, ঝরনা ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে পৃথিবী সৃষ্টির চার দিন উপর্যুপরি রইল না। সূরা হা-মীম সাজদার আয়াতে প্রথমে خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলে মুশরিকদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে। অতঃপর আলাদা করে বলা হয়েছে– وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ -এতে তাফসীরবিদগণ একমত যে, এই চার দিন প্রথমোক্ত দুই দিনসহ; পৃথক চার দিন নয়। নতুবা সর্বমোট আট দিন হয়ে যাবে, যা কুরআনের বর্ণনা বিপরীত।

এখন চিন্তা করলে জানা যায় যে, خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ বলার পর যদি পর্বতমালা ইত্যাদির সৃষ্টিও দু'দিনে বলা হতো, তবে মোট চারদিন আপনা-আপনিই জানা যেত, কিন্তু কুরআন পাক পৃথিবী সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করে বলেছে, এ হলো মোট চার দিন। এতে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত পাওয়া যে, এই চার দিন উপর্যুপরি ছিল না; বরং দু'ভাগে বিভক্ত ছিল- দু'দিন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে এবং দু'দিন তার পরে। আয়াতের وَخَلَقَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا বাক্যে আকাশ সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা সৃজিত হয়েছে। কুরআনের একাধিক আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। এর জন্য পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপরিভাগে সুউচ্চ করে স্থাপন করা জরুরি ছিল না; বরং ভূগর্ভেও স্থাপন করা যেত। কিন্তু পর্বতমালাকে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে স্থাপন করা এবং মানুষ ও জীব-জন্তুর নাগালের বাইরে উচ্চ করার মধ্যে পৃথিবীবাসীর জন্য হাজারো বরং অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। তাই আয়াতে مِنْ فَوْقِهَا বলে এই নিয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ : اَقْوَاتٌ শব্দটি قُوْتٌ- এর বহুবচন। অর্থ রিজিক, রুজি, খাদ্য। মানুষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল দ্রব্যসামগ্রীও এর অন্তর্ভুক্ত। -[যাদুল-মাসীর]

হযরত হাসান ও সুদ্দী এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর প্রতি অংশে তার অধিবাসীদের উপযোগী রিজিক ও রুজি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক ভূ-খণ্ডে নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এর ফলে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। প্রত্যেক ভূ-খণ্ডে তার অধিবাসীদের মেজায ও রুচি মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে।

এতে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ বিভিন্নরূপ হয়েছে। কোনো ভূ-খণ্ডে গম, কোনো ভূ-খণ্ডে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য রয়েছে। কোথাও তুলা, কোথাও পাট, কোথাও সেব, আঙ্গুর এবং কোথাও আম এবং কলা উৎপন্ন হতে দেখা যায়। ইকরিমা ও যাহ্হাকের উক্তি অনুযায়ী এতে এ উপকারও আছে যে, বিশ্বের সব দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। কোনো ভূ-খণ্ডই অন্য ভূ-খণ্ডের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। পারস্পরিক স্বার্থের উপরই পারস্পরিক সহযোগিতার মজবুত প্রাচীর নির্মিত হতে পারে। ইকরিমা বলেন, কোনো কোনো ভূ-খণ্ডে লবণ স্বর্ণের ন্যায় ওজন করেও বিক্রয় করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে যেন তার অধিবাসীদের খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক ইত্যাদি প্রয়োজনের একটি মহা-গুদামে পরিণত করে দিয়েছেন। এতে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ও বাসবাসকারী কোটি কোটি মানুষ ও অসংখ্য জীব-জন্তুর প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যসামগ্রী রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর গর্ভে এগুলো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত নির্গত হতে থাকবে। মানুষের কাজ এই যে, সে এগুলো ভূ-গর্ভ থেকে বের করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে। অতঃপর سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ বাক্যটি অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ- এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ এই যে, এসব মহান সৃষ্টি ঠিক চার দিনে সমাপ্ত হয়েছে। সাধারণের পরিভাষায় যাকে চার বলে দেওয়া হয়, তা কোনো সময় চার থেকে কম ও কোনো সময় চার থেকে কিছু বেশিও হয়ে থাকে। কিন্তু ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে তাকে চারই বলে দেওয়া হয়। আয়াতে سَوَاءً শব্দ যোগ করে এই সম্ভাবনা নাকচ করে বলা হয়েছে যে, একাজ পূর্ণ চার দিনেই হয়েছে। لِلسَّائِلِيْنَ -এর অর্থ এই যে, যারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্য এই গণনা। ইবনে জারীর ও দুররে-মনছূরে বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা এই জিজ্ঞাসা করেছিল। তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব সৃষ্টি ঠিক চার দিনে হয়েছে। -[ইবনে কাছীর, কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী]

ইবনে যায়েদ প্রমুখ কোনো কোনো তফসীরবিদ لِلسَّائِلِيْنَ..... وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। তারা سَائِلِيْنَ -এর অর্থ নিয়েছেন, প্রত্যাশী ও অভাবী। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী তাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা এগুলোর প্রত্যাশী ও অভাবী। প্রত্যাশী ও অভাবী ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে অপরের কাছে সওয়ালের হাত বাড়ায়। তাই তাকে سَائِلِيْنَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। -[বাহ্‌রে মুহীত]

ইবনে কাছীর ও তাফসীর উদ্ধৃত করে বলেন, এটা কুরআনের এ আয়াতের অনুরূপ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ অর্থাৎ তোমরা যা চেয়েছ, তা সবই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। এখানেও চাওয়ার অর্থ অভাবী হওয়া। চাওয়াই শর্ত নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব বস্তু তাদেরকেও দিয়েছেন, যারা চায়নি।

فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ : কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে, আকাশ ও পৃথিবীকে এই আদেশ দেওয়া এবং প্রত্যুত্তরে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা আক্ষরিক অর্থে নয়; বরং রূপক অর্থে বুঝানো হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত দেখা গেছে। কিন্তু ইবনে আতিয়্যা ও অন্যান্য অনুসন্ধানী তাফসীরবিদ বলেন যে, এখানে কোনো রূপক অর্থ নেই; বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্বোধন বুঝার চেতনা, অনুভূতিও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং জবাব দেওয়ার জন্য তাদেরকে বাকশক্তিও দান করা হয়েছিল। তাফসীরে বাহরে মুহীতে এ তাফসীরকেই উত্তম বলা হয়েছে। ইবনে কাসীর এ তাফসীর উদ্ধৃত করে কারো কারো এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীর পক্ষ থেকে এই জওয়াব সেই ভূ-খণ্ড দিয়েছিল, যার উপর বায়তুল্লাহ নির্মিত হয়েছে এবং আকাশের সেই অংশ জবাব দিয়েছিল, যা বায়তুল্লাহর বরাবরে অবস্থিত এবং যাকে "বায়তুল-মামূর" বলা হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فُصِّلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّفْصِيْلُ মূলবর্ণ (ف - ص - ل) জিনস صحيح অর্থ– ইহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

اَعْرَضَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْرَاضُ মূলবর্ণ (ع - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ– সে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সে অস্বীকার করেছে।

يُوْحٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– ওহী করা হয়।

اِسْتَقِيْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা সুপ্রতিষ্ঠিত কর।

لَا يُؤْتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءَ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– তারা দেয় না, প্রদান করে না।

مَمْنُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَنُّ মূলবর্ণ (م - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– (তাদের প্রতিদান) না কমানো হবে, না কেটে নেওয়া হবে, না নিঃশেষ হয়ে যাবে।

رَوَاسِىَ : ইহা رَاسِيَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– বোঝা, পাহাড়। স্থির পাহাড় বুঝানোর জন্য رَوَاسِىَ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

سَائِلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فتحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س - ء - ل) জিনস مهموز عين অর্থ– প্রশ্নকারীগণ।

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءَ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সে ইচ্ছা পোষণ করল। সে স্থায়িত্ব লাভ করল। সে দণ্ডায়মান হলো। সে আরোহণ করল। সে সোজা হয়ে বসল।

اِئْتِيَا : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ– তোমরা আস।

বাক্য বিশ্লেষণ :

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এখানে حٰمٓ ـ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ : حٰمٓ হলো উহ্য মুবতাদার খবর হয়েছে আর تَنْزِيْلٌ হলো উহ্য মুবতাদার খবর অর্থাৎ هُوَ تَنْزِيْلٌ আর مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ হলো تَنْزِيْلٌ-এর সাথে متعلق হয়েছে। ইমাম যুজাজ (র.) বলেন– تَنْزِيْلٌ হলো مبتدأ। আর আগত كِتٰبٌ الخ হলো خبر।

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿١٢﴾

১২. অতঃপর তিনি দুই দিনে এর [ধুম্রবৎ পদার্থের] সাত আসমান সৃষ্টি করলেন এবং তিনি [ফেরেশতাদের প্রতি] প্রত্যেক আসমানে তদুপযোগী স্বীয় নির্দেশ প্রেরণ করলেন; আর আমি এ নিকটবর্তী আসমানকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করলাম এবং তাকে সুরক্ষিত করলাম; এটা মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানীর ব্যবস্থাপনা।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿١٣﴾

১৩. অনন্তর যদি তারা [তাওহীদ হতে] মুখ ফিরায়, তবে আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদেরকে এরূপ বিপদের ভয় প্রদর্শন করছি, যেরূপ বিপদ 'আদ ও ছামূদ কওমের উপর এসেছিল।

اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۚ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾

১৪. যখন তাদের নিকট রাসূলগণ আগমন করলেন তাদের সম্মুখের দিক হতে এবং তাদের পশ্চাৎ দিক হতেও, [অর্থাৎ, আপ্রাণ চেষ্টা করে বুঝিয়েছিলেন ও বলেছিলেন,] আল্লাহ ভিন্ন আর কারো উপাসনা করো না; তারা বলল, আমাদের প্রভু [রাসূলরূপে কাউকেও পাঠাতে] ইচ্ছা করলে ফেরেশতাগণকে পাঠাতেন, সুতরাং আমরা তা অবিশ্বাস করছি যা দিয়ে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. فَقَضٰىهُنَّ অতঃপর তিনি সৃষ্টি করলেন سَبْعَ سَمٰوٰتٍ সাত আসমান فِيْ يَوْمَيْنِ দুই দিনে وَاَوْحٰى এবং তিনি প্রেরণ করলেন فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ প্রত্যেক আসমানে اَمْرَهَا তদুপযোগী স্বীয় নির্দেশ وَزَيَّنَّا আর আমি সুশোভিত করলাম السَّمَآءَ الدُّنْيَا এ নিকটবর্তী আসমানকে بِمَصَابِيْحَ নক্ষত্ররাজি দ্বারা وَحِفْظًا এবং তাকে সুরক্ষিত করলাম ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ এটা মহাপরাক্রমশালী মহা জ্ঞানীর ব্যবস্থাপনা।

১৩. فَاِنْ اَعْرَضُوْا অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় فَقُلْ তবে আপনি বলে দিন যে اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً আমি তোমাদেরকে এরূপ বিপদের ভয় প্রদর্শন করছি مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ যেরূপ বিপদ আদ ও ছামূদ কওমের উপর এসেছিল।

১৪. اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ যখন তাদের নিকট রাসূলগণ আগমন করলেন مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ তাদের সম্মুখ দিক হতে وَمِنْ خَلْفِهِمْ এবং তাদের পশ্চাৎ দিক হতেও اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ আল্লাহ ভিন্ন আর কারো উপাসনা করো না। قَالُوْا তারা বলল لَوْ شَآءَ رَبُّنَا আমাদের প্রভু ইচ্ছা করলে لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً ফেরেশতাগণকে পাঠাতেন فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ সুতরাং আমরা তা অবিশ্বাস করছি যা দিয়ে, তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে।

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾

১৫. ঐ যে 'আদ সম্প্রদায়ের লোক, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল, সে ব্যক্তি কে- যে আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিমান? [আল্লাহ বলেন,] তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ্ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান; আর তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করতেই থাকল।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٦﴾

১৬. সুতরাং আমি তাদের প্রতি এক প্রচণ্ড বায়ু এমন দিনে প্রেরণ করলাম যা অশুভ ছিল, যেন আমি তাদেরকে এ পার্থিব জীবনে অপমানকর আজাবের স্বাদ উপভোগ করিয়ে দেই; এবং পরলোকের আজাব আরো অধিক অবমাননাকর, আর [ঐ সময়] তারা কোনো সাহায্যই প্রাপ্ত হবে না।

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

১৭. আর ঐ যে ছামূদ সম্প্রদায়! অনন্তর [অবস্থা এই যে,] আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে বিপথকে পছন্দ করেছিল, অতঃপর তাদের অপকর্মের দরুন আপাদমস্তক অবমাননাকর আজাবের বিপদ তাদেরকে পাকড়াও করল।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. فَأَمَّا عَادٌ ঐ যে'আদ সম্প্রদায়ের লোক فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ তারা পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল بِغَيْرِ الْحَقِّ অযথা وَقَالُوا এবং বলতে লাগল مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً সে ব্যক্তি কে? যে আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিমান أَوَلَمْ يَرَوْا তারা কি লক্ষ্য করেনি যে أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً তিনি তাদের চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ আর তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করতেই থাকল।

১৬. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ সুতরাং আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করলাম رِيحًا صَرْصَرًا এক প্রচণ্ড বায়ু فِي أَيَّامٍ এমন দিনে نَحِسَاتٍ যা অশুভ ছিল لِنُذِيقَهُمْ যেন আমি তাদেরকে উপভোগ করিয়ে দেই عَذَابَ الْخِزْيِ আপমানকর আজাবের স্বাদ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا এই পার্থিব জীবনে وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ আর পরলোকের আজাব أَخْزَىٰ আরো অধিক আবমাননাকর وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ আর (ঐ সময়) তারা কোনো সাহায্যই প্রাপ্ত হবে না।

১৭. وَأَمَّا ثَمُودُ আর ঐ যে ছামূদ সম্প্রদায় فَهَدَيْنَاهُمْ অনন্তর আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিলাম فَاسْتَحَبُّوا কিন্তু তারা পছন্দ করেছিল الْعَمَىٰ বিপথকে عَلَى الْهُدَىٰ সৎ পথের পরিবর্তে فَأَخَذَتْهُمْ অতঃপর আপাদমস্তক তাদেরকে পাকড়াও করল صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ আবমাননাকর আজাবের বিপদ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ তাদের অপকর্মের দরুন।

১৮. আর আমি ঐ সমস্ত লোককে অব্যাহতি দিলাম যারা ঈমান এনেছিল এবং [আমাকে] ভয় করেছিল।	وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. আর যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে একত্র করে দোজখের দিকে আনয়ন করা হবে, অতঃপর [পথিমধ্যে সংখ্যাধিক্যতাবশত] তাদেরকে থামানো হবে।	وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. এমনকি যখন তারা এর নিকটবর্তী হবে, তখন তাদের কর্ণ ও চক্ষুসমূহ এবং চর্মসমূহ তাদের বিরুদ্ধে তাদের কার্যাবলির সাক্ষ্য প্রদান করবে।	حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَنَجَّيْنَا আর আমি ঐ সমস্ত লোককে অব্যাহতি দিলাম الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছিল وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ এবং (আমাকে) ভয় করেছিল।

১৯. وَيَوْمَ আর যেদিন يُحْشَرُ একত্র করে আনয়ন করা হবে اَعْدَآءُ اللّٰهِ আল্লাহর শত্রুদেরকে اِلَى النَّارِ দোজখের দিকে فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ অতঃপর তাদেরকে থামানো হবে।

২০. حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا এমনকি যখন তারা এর নিকটবর্তী হবে شَهِدَ عَلَيْهِمْ তখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে سَمْعُهُمْ তাদের কর্ণ وَاَبْصَارُهُمْ ও চক্ষুসমূহ وَجُلُوْدُهُمْ এবং চর্মসমূহ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের কার্যাবলির।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا : এটা صٰعِقَةً এরই ব্যাখ্যা, যা পূর্বের আয়াতে আদ ও ছামূদের صَاعِقَةً বলে বর্ণিত হয়েছে। صَاعِقَةً শব্দের আসল অর্থ অচেতন ও বেহুঁশকারী বস্তু। এ কারণেই বজ্রকেও صَاعِقَةً বলা হয়। আকস্মিক বিপদ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আদ সম্প্রদায়ের উপর চাপানো ঝড়ও একটি صَاعِقَةً ছিল। একেই رِيْح صَرْصَر নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ ঝঞ্ঝাবায়ু, যাতে বিকট আওয়াজ থাকে। –[কুরতুবী]

যাহ্হাক বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। কেবল প্রবল শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হতো। অবশেষে আট দিন ও সাত রাত্রি পর্যন্ত উপর্যুপরি তুফান চলতে থাকে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এ ঘটনা শাওয়ালের শেষ দিকে এক বুধবার থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বস্তুতঃ যে কোনো সম্প্রদায়ের উপর আজাব এসেছে, তা বুধবারেই এসেছে। –[কুরতুবী, মাযহারী]

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়ের মঙ্গল চাইলে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রবল বাতাসকে তাদের থেকে নিবৃত্ত রাখেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ কোনো জাতিকে বিপদগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন এবং প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।

فِيْ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ ইসলামের নীতি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কোনো দিন ও রাত্রি আপন সত্তার দিক দিয়ে অশুভ নয়। আদ সম্প্রদায়ের ঝঞ্ঝাবায়ুর দিনগুলোকে অশুভ বলার তাৎপর্য এই যে, এই দিনগুলো তাদের পক্ষে তাদের কুকর্মের কারণে অশুভ হয়ে গিয়েছিল। এতে সবার জন্য অশুভ হওয়া জরুরি হয় না। –[মাযহারী, বয়ানুল-কুরআন]

فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ : এটা وَزْعٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাধা দেওয়া, নিষেধ করা। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন যে, বিপুল সংখ্যক জাহান্নামীকে হাশরের ময়দান ও হিসাবের জায়গার দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিপ্ততা এড়ানোর উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী অংশকে থামিয়ে দেওয়া হবে, যাতে যারা পিছনে পড়ে, তারাও তাদের সাথে এসে মিলিত হতে পারে, কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন, তাদেরকে হিসাবের জায়গার দিকে হাঁকিয়ে, ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

زَيَّنَّا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– আমরা সাজিয়েছি। আমরা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি।

مَصَابِيْحُ : ইসমে আলাহ। مصباح -এর বহুবচন। অর্থ– প্রদীপ, বাতি।

اِسْتَكْبَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكْبَارُ মূলবর্ণ (ك - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা গর্ব করেছে, অহংকার করেছে।

نَحِسَاتٌ : এটা نَحْسَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– দুর্দিন বা প্রচণ্ড ঠাণ্ডাযুক্ত দুর্ভিক্ষের দিন। نَحْسٌ প্রত্যেক মাসের উনিশ বিশ ও একুশতম দিন।

لِنُذِيْقَهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِذَاقَةُ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– যাতে তাদেরকে আমি স্বাদ আস্বাদন করাই।

هَدَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আমি হেদায়েত করেছি, পথ দেখিয়েছি।

اِسْتَحَبُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْبَابُ মূলবর্ণ (ح - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তারা পছন্দ করেছে। তারা বন্ধুত্ব রেখেছে।

نَجَّيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْجِيَةُ মূলবর্ণ (ن - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমরা মুক্তি দিলাম। আমরা রক্ষা করলাম।

يَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা ভয় করে, তারা (কুফরি ও গুনাহ থেকে) বিরত থাকে।

يُحْشَرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَشْرُ মূলবর্ণ (ح - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– একত্রিত করা হবে। জমা করে নেওয়া হবে।

يُوْزَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْزَاعُ মূলবর্ণ (و - ز - ع) জিনস مثال واوى অর্থ– তাদেরকে থামানো হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ : এখানে واو টি استئنافيه আর لَعَذَابُ -এর لام টি ابتداء -এর জন্য আর عَذَابُ الْاٰخِرَةِ হলো মুবতাদা এবং اَخْزٰى হলো خبر আর وَهُمْ -এর واو টি আতেফা, আর هُمْ হলো مبتدأ আর لَا يُنْصَرُوْنَ বাক্যটি হলো তার খবর। আর يُنْصَرُوْنَ হলো ফে'লে মাজহুল আর واو তথা তার যমীর হলো নায়েবে ফায়েল। –(ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৬২০)

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾

২১. আর [তখন] তারা স্ব স্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে বলবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য কেন প্রদান করলে? তারা উত্তরে বলবে যে, আমাদেরকে সেই আল্লাহ্ তা'আলাই বাকশক্তি প্রদান করেছেন, যিনি প্রত্যেক [বাকশীল] পদার্থকে বাকশক্তি প্রদান করেছেন এবং তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁরই সমীপে তোমরা পুনরায় প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

২২. আর তোমরা এটা থেকে আত্মগোপন করতে পারতে না যে, তোমাদের কর্ণ ও চক্ষুসমূহ এবং চর্মসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে; কিন্তু তোমরা এ ধারণা করে ছিলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের বহু কার্য সম্বন্ধে অবগত নন।

وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

২৩. আর তোমাদের এ ধারণা, যা তোমরা স্বীয় প্রভুর সম্পর্কে করেছিলে, সেটাই তোমাদের সর্বনাশ করেছে, অনন্তর তোমরা ক্ষতির মধ্যে পড়েছ।

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۖ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾

২৪. অতএব, [এমতাবস্থায়] যদি এরা [এ ক্ষতির উপর] ধৈর্যও ধরে [এবং অদৃষ্টের বিধান মনে করে যদি কোনো ওযর-আপত্তিও না করে], তথাপি দোজখই তাদের বাসস্থান, আর যদি তারা ওজর উত্থাপন করতে চায়, তথাপি তা গৃহীত হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ আর (তখন) তারা স্ব স্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহকে বলবে لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য কেন প্রদান করলে? قَالُوا তারা উত্তরে বলবে যে أَنْطَقَنَا اللَّهُ আমাদেরকে সেই আল্লাহ তা'আলাই বাক শক্তি প্রদান করেছেন الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ যিনি প্রত্যেক [বাকশীল] পদার্থ কে বাক শক্তি প্রদান করেছেন وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ এবং তিনিই তোমাদের কে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ আর তাঁরই সমীপে তোমরা পুনরায় প্রত্যাবর্তিত হবে।

২২. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ আর তোমরা এটা হতে আত্মগোপন করতে পারতে না যে أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে سَمْعُكُمْ তোমাদের কর্ণসমূহ وَلَا أَبْصَارُكُمْ ও চক্ষুসমূহ وَلَا جُلُودُكُمْ এবং চর্মসমূহ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ কিন্তু তোমরা এ ধারণা করেছিলে أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের বহু কার্য সম্বন্ধে অবগত নন।

২৩. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ আর তোমাদের এ ধারণা الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ যা তোমরা স্বীয় প্রভুর সম্বন্ধে করেছিলে أَرْدَاكُمْ সেটাই তোমাদের সর্বনাশ করেছে فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ অনন্তর তোমরা ক্ষতির মধ্যে পড়েছ।

২৪. فَإِنْ يَصْبِرُوا অতএব যদি এরা ধৈর্যও ধরে فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ তথাপি দোজখই তাদের বাসস্থান وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا আর যদি তারা ওজর উত্থাপন করতে চায় فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ তথাপি তা গৃহীত হবে না।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿٢٥﴾

২৫. আর আমি [পৃথিবীতে] তাদের জন্য কিছু সংখ্যক [শয়তান] সহচর নির্ধারিত করে রেখেছিলাম, ফলে তারা তাদের পূর্বকৃত ও ভবিষ্যতের কার্যসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করে তুলেছিল এবং [এ কারণে] তাদের প্রতিও আল্লাহ্ তা'আলার [শাস্তির প্রতিশ্রুতি-] বাণী ঐ সমস্ত লোকের সাথে পূর্ণ হয়ে রইল, যারা তাদের পূর্বে মানুষ ও জিন জাতি হতে অতীত হয়েছে, নিশ্চয় তারাও ক্ষতির মধ্যে ছিল।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. আর এ কাফেররা [পরস্পর] বলে যে, এ কুরআন শুনিও না, আর [শুনিতে আরম্ভ করলে] তাতে হট্টগোল বাঁধিয়ে দিও, খুব সম্ভব তোমরাই জয়ী থাকবে।

فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ۙ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. সুতরাং আমি সেই কাফেরদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ উপভোগ করাব এবং তাদেরকে তাদের নিন্দনীয় কার্যসমূহের শাস্তি প্রদান করব।

ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾

২৮. এটাই আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি অর্থাৎ দোজখ, তথায় তাদের জন্য স্থায়ী বাসস্থান হবে; তারই প্রতিফলে যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ আর আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিলাম قُرَنَاءَ কিছু সংখ্যক (শয়তান) সহচর فَزَيَّنُوا لَهُمْ ফলে তারা তাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করে তুলেছিল مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তাদের পূর্বকৃত ও ভবিষ্যতের কার্যসমূহকে وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ এবং তাদের প্রতিও আল্লাহ তা'আলার বাণী পূর্ণ হয়ে রইল فِي أُمَمٍ ঐ সমস্ত লোকের সাথে قَدْ خَلَتْ যারা অতীত হয়েছে مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্বে مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ মানুষ ও জিন জাতি হতে إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ নিশ্চয় তারাও ক্ষতির মধ্যে ছিল।

২৬. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا আর এ কাফেররা বলে যে لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ এ কুরআন শুনিও না وَالْغَوْا فِيهِ আর তাতে হট্টগোল বাধিয়ে দাও لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ খুব সম্ভব তোমরা জয়ী থাকবে।

২৭. فَلَنُذِيقَنَّ সুতরাং আমি উপভোগ করার الَّذِينَ كَفَرُوا সেই কাফেরদেরকে عَذَابًا شَدِيدًا কঠিন শাস্তির স্বাদ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ এবং তাদেরকে প্রদান করব أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ তাদের নিন্দনীয় কর্মসমূহের শাস্তি।

২৮. ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ এটাই আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি النَّارُ অর্থাৎ দোজখ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ তথায় তাদের জন্য স্থায়ী বাসস্থান হবে جَزَاءً তারই প্রতিফলে যে بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ তারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ

শানে নুযূল-১ : সহীহ মুসলীম, আবূ দাউদ ও কাইস প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (র.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি কা'বার গেলাফে লুকিয়ে ছিলাম। সে মুহূর্তে কা'বা গৃহে তিনজন মানুষ জামায়েত হয়। তাদের মধ্যে দু'জন ছকফী একজন কুরেশী অথবা দু'জন কুরেশী একজন ছকফী হবে। তারা ছিল মেদভূড়ি বিশিষ্ট লোকজন। তাদের মানসিক অনুভূতি ছিল কম সুতরাং তারা এমন বাক্যালাপ করল পরস্পরের মাঝে যা আমি বুঝতে পারিনি। অতঃপর তাদের হতে একজন বলল যে, আমরা যা বলছি তা আল্লাহ শুনতে পেয়েছেন কী বলতো? তখন দু'জন বলল, আমরা যদি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলি তাহলে তিনি তা শুনতে পান, আর যদি উচ্চৈঃস্বরে কথা না বলি তাহলে তিনি তা শুনতে পান না। সুতরাং আমি রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে তা আলোচনা করলাম তখন তাদের কথপোকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-২ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.)-এর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন যে, আমি কা'বা গৃহের গেলাফে লুকায়িত ছিলাম এমন সময় তিনজন লোক আসে। একজন ছকফী আজুয়ালী এবং দু'জন হলো কুরেশী। রবীআ ও সাফওয়ান বিন উৎবা নামক তার দুই জামাতা। উভয়জনই মানসিকভাবে অনুভূতিহীন ও মেদভূড়ি বিশিষ্ট লোক ছিল। তারা পরস্পরে কথোপকথন করছে। প্রসঙ্গক্রমে তাদের একজন বলল যে, আমরা যা বলছি তাকি আল্লাহ তা'আলা শুনছেন। এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি? অপর একজন বলল, আমরা উচ্চৈঃস্বরে কথা বললে তিনি তা শুনেন। গোপনে বললে শুনতে পান না। অপর একজন বলল, যে কোনো ধরনের কথা যদি আল্লাহ শুনতে পান তাহলে সবকিছুই তিনি শুনতে পাবেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, অতঃপর আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে এ প্রসঙ্গটি জনাব রাসূল ﷺ-এর সাথে আলোচনা করলাম, তখন এহেন কথোপকথনের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

-[তাবারী-১০১/১১, কুরতুবী-৩০৬-৭/১৫, রূহুল মা'আনী- ১১৭/২৪/১২, ইবনে কাছীর ৯৬/৪, দূররে মানছুর- ৩৬২/৫]

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হযরত রাসূল ﷺ মক্কায় অবস্থান কালে যখন তিনি উচ্চ কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিক সম্প্রদায় তেলাওয়াত শ্রবণ করা থেকে লোকজনকে ফিরিয়ে রাখত। তারা তাদেরকে বলত যে, তোমরা তা শ্রবণ না করে বরং তোমরা তাতে হট্টগোল সৃষ্টি কর, তাহলে তোমরাই জয়ী হবে। রাসূল ﷺ যদি চুপিসারে আবৃতি করেন, তাহলে যারা কুরআন শ্রবণ করার জন্য অধীর আগ্রহী হয়ে থাকে তারা শুনতে পায় না। তখন সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন

-[দুররে মানছুর ৩৬২/৫]

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ .... আয়াতের অর্থ এই যে, মানুষ গোপনে কোনো গুনাহ্ ও অপরাধ করতে চাইলে অপরের কাছে তা গোপন করতে পারে, কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে গোপন করতে পারে না। যখন একথা জানা যায় যে, আমাদের কর্ণ, চক্ষু, হাত, পা ও দেহের ত্বক আসলে আমাদের নয়; বরং রাজসাক্ষী, তাদেরকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সত্য সাক্ষ্য দেবে, তখন গোপনে কোনো অপরাধ ও গুনাহ্ করার কোনো পথই উন্মুক্ত থাকে না। সুতরাং এই অপমান থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরাধই না করা। কিন্তু তোমরা যারা তাওহীদ ও রিসালাত স্বীকার করো না, তোমাদের চিন্তাই এদিকে ধাবিত হয় না যে, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কথা বলতে শুরু করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সামনে সাক্ষ্য দেবে। তবে এতটুকু বিষয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম যে, যিনি আমাদেরকে একটি নিকৃষ্ট বস্তু থেকে সৃষ্টি করে শ্রোতা ও চক্ষুষ্মান মানুষ করেছেন, লালন-পালন করে পরিণত বয়সে উপনীত করেছেন, তাঁর জ্ঞান কি আমাদের যাবতীয় কর্ম ও অবস্থাকে বেষ্টনকারী হবে না? কিন্তু তোমরা এই

জাজ্বল্যমান বিষয়ের বিপরীতে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অনেক কাজ-কর্মের খবর রাখেন না। কাজেই তোমরা কুফর ও শিরক করতে সাহসী হয়েছিলে। বলাবাহুল্য, তোমাদের এ বিশ্বাসই তোমাদেরকে বরবাদ করেছে।

হাশরে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদান : সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠলেন, অতঃপর বললেন, তোমরা জান, আমি কি কারণে হেসেছি? আমরা আরজ করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই জানেন। তিনি বললেন, আমি সে কথা স্মরণ করে হেসেছি, যা হাশরে হিসাবের জায়গায় বান্দা তার পালনকর্তাকে বলবে। সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আপনি কি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? আল্লাহ বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বান্দা বলবে, তাহলে আমি আমার হিসাব নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারো সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য থেকেই কোনো সাক্ষী না দাঁড়ালে আমি সন্তুষ্ট হব না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا অর্থাৎ ভালো কথা, তুমি নিজেই তোমার হিসাব করে নাও। এরপর তার মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা তার ক্রিয়া-কর্ম বর্ণনা কর। এতে প্রত্যেক অঙ্গ কথা বলতে শুরু করবে এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে। এরপর তার মুখ খুলে দেওয়া হবে। তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে, بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ اُفَاضِلُ অর্থাৎ, তোমরা ধ্বংস হও, আমি তো দুনিয়াতে যা কিছু করেছি, তোমাদেরই সুখের জন্য করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, এ ব্যক্তির মুখে মোহর এঁটে দেওয়া হবে এবং উরুকে বলা হবে, তুমি কথা বল এবং তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। তখন মানুষের উরু, মাংস, অস্থি সকলেই তার কর্মের সাক্ষ্য দিবে। –[মাযহারী]

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অনাগত দিন মানুষকে ডেকে বলে, আমি নতুন দিন। তুমি যা কিছু আমার মধ্যে করবে, কিয়ামতের দিন আমি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেব। তাই তোমার উচিত আমি শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই কোনো পুণ্য কাজ করে নেওয়া, যাতে আমি এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারি। যদি আমি চলে যাই, তবে আমাকে আর কখনো পাবে না। এমনিভাবে প্রত্যেক রাত্রিও মানুষকে ডেকে একথা বলে। –[কুরতুবী]

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ : কাফেররা কুরআনের মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে এবং সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এ দুষ্কর্মের আশ্রয় নিয়েছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আবূ জাহল অন্যদেরকে প্ররোচিত করল যে, মুহাম্মদ যখন কুরআন তেলাওয়াত করে, তখন তোমরা তার সামনে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে থাকবে, যাতে সে কি বলছে তা কেউ বুঝতে না পারে। কেউ কেউ বলেন, কাফেররা শিস দিয়ে, তালি বাজিয়ে এবং নানারূপ শব্দ করে কুরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রস্তুতি নিয়েছিল। –[কুরতুবী]

নীরবতার সাথে কুরআন শ্রবণ করা ওয়াজিব : হৈ-হুল্লোড় করা কাফেরদের অভ্যাস : আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল, তেলাওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গণ্ডগোল করা কুফরের আলামত। আরো জানা গেল যে, নীরবতার সাথে শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং ঈমানের আলামত। আজকাল রেডিওতে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং প্রত্যেক হোটেল ও জনসমাবেশে রেডিও খুলে দেওয়া হয়। হোটেলের কর্মচারীরা তাদের কাজ-কর্মে এবং গ্রাহকরা খানাপিনায় মশগুল থাকে। ফলে দৃশ্যতঃ এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় যা কাফেরদের আলামত ছিল। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে হেদায়েত করুন। এরূপ পরিবেশে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য রেডিও খোলা উচিত নয়। যদি বরকত হাসিলের জন্য খোলাই হয়, তবে কয়েক মিনিট সব কাজক-কর্ম বন্ধ রেখে নিজেরাও মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত এবং অপরকে শোনার সুযোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَنْطَقَنَا : সীগাহ বহছ واحد مذكر غائب ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْطَاقُ মূলবর্ণ (ن - ط - ق) জিনস صحيح অর্থ– আমাদেরকে বাকশক্তি দান করেছেন। আমাদেরকে কথা বলিয়েছেন।

تُرْجَعُوْنَ : সীগাহ বহছ جمع مذكر حاضر مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلرُّجُوْعُ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ– তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

تَسْتَتِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِسْتِتَارُ মূলবর্ণ (س ـ ت ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা গোপন কর, তোমরা পর্দা কর।

اَرْدٰكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِرْدَاءُ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সে তোমাদেরকে লুটপাট করেছে। সে তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে।

يَسْتَعْتِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بحرف شرط বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اَلْاِسْتِعْتَابُ মূলবর্ণ (ع ـ ت ـ ب) জিনস صحيح অর্থ- তারা (আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে) প্রার্থনা বা অনুরোধ করবে।

قَيَّضْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّقْيِيْضُ মূলবর্ণ (ق ـ ى ـ ض) জিনস اجوف يائى অর্থ- ডিমের উপরিভাগে সংযুক্ত খোসা।

اَلْغَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ ও سَمِعَ، نَصَرَ মাসদার اَلْغَوْ মূলবর্ণ (ل ـ غ ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- হট্টগোল কর। বকবক কর।

نُذِيْقَنَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِذَاقَةُ মূলবর্ণ (ذ ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমরা অবশ্যই তাদেরকে স্বাদ আস্বাদন করাব।

نَجْزِيَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع بانون ثقيله বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রতিদান দিব।

اَسْوَاَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّوْءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ء) জিনস মুরাক্কাব [مهموز لام এবং اجوف واوى] অর্থ- সবচেয়ে নিকৃষ্ট, খারাপ।

يَجْحَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْجَحْدُ মূলবর্ণ (ج ـ ح ـ د) জিনস صحيح অর্থ- তারা অস্বীকার করে / করবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَايَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ : এখানে واو টি عاطفة আর لكن হলো حرف استدراك আর ظَنَنْتُمْ ফে'ল ও ফায়েল। আর ان এবং তার অধীনে যা রয়েছে তা ظَنَنْتُمْ-এর দু'মাফউলের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। আর اَنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল এবং اَللّٰهُ শব্দটি اسم ان আর لَا يَعْلَمُ বাক্যটি خبر ان এবং كَثِيْرًا হলো مفعول به আর مِمَّا হলো كَثِيْرًا-এর সিফাত আর تَعْمَلُوْنَ বাক্যটি مَا মওসূলের সেলাহ। আর এর عائد উহ্য রয়েছে অর্থাৎ تَعْمَلُوْنَهُ : -[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৬২৪]

২৯. আর [আজাবে নিপতিত হলে] সেই কাফেররা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে সেই শয়তান ও মানুষ উভয়কে দেখিয়ে দিন, যারা আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল, আমরা তাদেরকে আমাদের পদতলে দলিত করব, যেন তারা উভয়ে খুব অপদস্থ হয়।	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾
৩০. যারা স্বীকার করেছে যে, আমাদের প্রতিপালক [কেবল] আল্লাহ, অতঃপর তারা [তার উপর] অটল রয়েছে, তাদের প্রতি [শুভসংবাদ নিয়ে] ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হবে, [এবং বলল যে,] তোমরা [আখেরাতের বিপদসমূহের] ভয় করো না এবং [দুনিয়া ত্যাগের জন্য] দুঃখ করো না, আর তোমরা সে বেহেশতের প্রতি সন্তুষ্ট থাক, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে প্রদান করা হতো।	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾
৩১. [আর] আমরা তোমাদের পার্থিব জীবনের সঙ্গি ছিলাম এবং পরলোকেও থাকব এবং যা কিছু তোমাদের বাসনা হবে তোমাদের জন্য তাতে তা বিদ্যমান আছে, আর যা কিছু তোমরা চাইবে তাও তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে।	نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾
৩২. এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের সন্নিধান হতে মেহমানদারী।	نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا আর সেই কাফেররা বলবে رَبَّنَا হে আমাদের প্রভু! أَرِنَا আমাদেরকে দেখিয়ে দেন الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا যারা আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ সেই শয়তান ও মানুষ উভয়কে نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا আমরা তাদেরকে আমাদের পদতলে দলিত করব لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ যেন তারা উভয়ে খুব অপদস্থ হয়।

৩০. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا যারা স্বীকার করেছে যে رَبُّنَا اللَّهُ আমাদের প্রতিপালক [কেবল] আল্লাহ ثُمَّ اسْتَقَامُوا অতঃপর তারা (তার উপর) অটল রয়েছে تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ তাদের প্রতি ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হবে أَلَّا تَخَافُوا তোমরা ভয় করো না وَلَا تَحْزَنُوا, এবং দুঃখও করো না وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ, আর তোমরা সে বেহেশতের প্রতি সন্তুষ্ট থাক الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে প্রদান করা হতো।

৩১. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ আমরা তোমাদের সঙ্গি ছিলাম فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনেও وَفِي الْآخِرَةِ, এবং পরলোকেও থাকব وَلَكُمْ فِيهَا, এবং তোমাদের জন্য তাতে তা বিদ্যমান আছে مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ যা কিছু তোমাদের বাসনা হবে وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ আর যা কিছু তোমরা চাইবে তাও তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে।

৩২. نُزُلًا এটা মেহমানদারী مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ক্ষমাশীল করুণাময়ের সন্নিধান হতে।

৩৩. আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কার কথা অধিকতর উত্তম হতে পারে, যিনি আল্লাহর দিকে [মানুষকে] আহ্বান করেন এবং [নিজেও] নেক কাজ করেন, আর [বশ্যতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে] বলেন, আমি আদেশানুবর্তীগণের অন্তর্ভুক্ত আছি।	وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٣﴾
৩৪. আর সৎকাজ ও অসৎকাজ সমান নয়; [অতএব,] আপনি সদ্ব্যবহার দ্বারা [অসদ্ব্যবহারকে] প্রতিরোধ করুন, অনন্তর অকস্মাৎ [দেখতে পাবেন যে,] আপনার সাথে যার শত্রুতা ছিল সে এমন হয়ে যাবে, যেন সে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।	وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ؕ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ﴿٣٤﴾
৩৫. আর এটা সেসব লোকের ভাগ্যেই ঘটে, যারা অতি অটল [চরিত্রবান], আর এটা সে ব্যক্তির ভাগ্যেই জোটে, যে মহা ভাগ্যবান।	وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٥﴾
৩৬. আর যদি [এমন সময়] শয়তানের দিক হতে আপনার মনে কোনো প্রকার কুমন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তবে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করুন; নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا আর সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কার কথা অধিকতর উত্তম হতে পারে مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ যিনি আল্লাহর দিকে (মানুষকে) আহ্বান করেন وَعَمِلَ صَالِحًا এবং (নিজেও) নেক কাজ করেন وَّقَالَ আর বলেন اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ আমি আদেশানুবর্তীগণের অন্তর্ভুক্ত আছি।

৩৪. وَلَا تَسْتَوِى আর সমান নয় الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ সৎকাজ ও অসৎ কাজ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ আপনি সদ্ব্যবহার দ্বারা প্রতিরোধ করুন فَاِذَا الَّذِىْ অনন্তর অকস্মাৎ সে এমন হয়ে যাবে بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ আপনার সাথে যার শত্রুতা ছিল كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ যেন সে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

৩৫. وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا আর এটা সে সকল লোকের ভাগ্যেই ঘটে যারা অতি অটল (চরিত্রবান) وَمَا يُلَقّٰىهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ আর এটা সে ব্যক্তির ভাগ্যেই জোটে যে, মহা ভাগ্যবান।

৩৬. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ আর যদি আপনার মনে উপস্থিত হয় مِنَ الشَّيْطٰنِ শয়তানের দিক হতে نَزْغٌ কোনো প্রকার কুমন্ত্রণা فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ তবে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করুন اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় শ্রবণকারী الْعَلِيْمُ মহাজ্ঞানী।

৩৭. আর তাঁর [মহিমা ও একত্বের] নিদর্শনাবলির মধ্যে রাত্র ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র সুতরাং তোমরা সূর্যকেও সেজদা করো না, আর চন্দ্রকেও না, বরং কেবল সে আল্লাহকেই সেজদা কর, যিনি এই নিদর্শনসমূহকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহর ইবাদত করতে চাও।	وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. অতঃপর যদি তারা [এক আল্লাহর ইবাদতে] অহংকার করে, তবে সেই ফেরেশেতাগণ যারা আপনার প্রভুর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত, তারা রাত ও দিন তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে এবং তারা [একটুও] ক্লান্ত হয় না [তবে তাদের লজ্জার কি কারণ থাকতে পারে?]	فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর তাঁর নির্দশনাবলির মধ্যে اَلَّيْلُ وَالنَّهَارُ রাত্র ও দিবস وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ এবং সূর্য ও চন্দ্র لَا تَسْجُدُوْا তোমরা সেজদা করো না لِلشَّمْسِ সূর্যকেও وَلَا لِلْقَمَرِ আর চন্দ্রকেও না وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ বরং কেবল সেই আল্লাহকেই সেজদা কর اَلَّذِيْ خَلَقَهُنَّ যিনি এই নিদর্শনসমূহকে সৃষ্টি করেছেন اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহর ইবাদত করতে চাও।

৩৮. فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا অতঃপর যদি তারা অহংকার করে فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ তবে সেই ফেরেশতাগণ যারা আপনার প্রভুর সন্নিধ্য প্রাপ্ত يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ তারা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ রাত ও দিন وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ এবং তারা ক্লান্ত হয় না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ.

শানে নুযূল : হযরত আতা হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় বলত যে, আল্লাহ আমাদের রব! ফেরেশতাগণ আল্লাহর কন্যা সন্তান। আল্লাহর নিকট তারা আমাদের জন্য সুপারিশকারী হবে। পক্ষান্তরে তারা আল্লাহকে রব বলে দৃঢ় ও অটল থাকতে পরেনি। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের একক রব' তাঁর কোনো শরিক নেই। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও রাসূল। অতঃপর এতে তিনি অটল ও দৃঢ় পদে রয়েছেন। তাঁর সেই অটলতার বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন
–[কুরতুবী ৩১১/১৫]

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

শানে নুযূল : ইবনে সিরীন, সুদ্দী, ইবনে যায়েদ ও হাসান (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত রাসূল আকরাম ﷺ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.), ইকরিমা, কাইস বিন আবী হাযেম ও মুজাহিদ (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত সকল মুয়াজ্জিনের মর্যাদা বর্ণনা করা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হাসান (র.) -এর অপর এক বর্ণনা মতে যে সকল লোকেরা মানুষদেরকে সত্য পথে আহ্বান করে তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। কাইস বিন আবী হাতেম (র.) -এর অপর এক বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত সকল ঈমানদারদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।
–[কুরতুবী ৩১৩-১৪/১৫, রুহুল মা'আনী ১২২/২৪/১২]

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ـ

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ সুফিয়ান বিন হারব (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে, আবূ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে হযরত নবী করীম ﷺ-কে নিষ্ঠুরতমভাবে কষ্ট দিচ্ছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর এবং আত্মীয়তার সূত্র ধরে তিনি অতি নিকটতম পরম বন্ধুতে পরিণত হয়ে গেলেন। মতান্তরে আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল বিন হিশাম সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার মতো জঘন্যতম কাজেই সদা নিমগ্ন থাকত। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সবর ও ধৈর্য ধারণ করার হুকুম দেন। এ হচ্ছে আল্লামা মাওয়াদী (র.)-এর অভিমত। –[কুরতুবী ৩১৫/১৫, রূহুল মা'আনী ২৩/২৪/১২]

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ الخ

সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত কুরআন, রিসালাত ও তাওহীদ অস্বীকারকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলি তাদের দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করে তাওহীদের দাওয়াত ও অস্বীকারকারীদের পরিণাম এবং পরকালের আজাব তথা জাহান্নামের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখান থেকে মুমিন ও কামেলদের অবস্থা, ইহকাল ও পরকালে তাদের সম্মান এবং তাদের জন্য বিশেষ পথনির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে। মুমিন ও কামেল তারাই, যারা কর্মে ও চরিত্রে অবিচল, পুরোপুরিভাবে শরিয়তের অনুসারী এবং যারা অপরকেও আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয় এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গেই যারা ইসলামের দাওয়াত দেয়, তাদের জন্য সবর এবং মন্দের জবাবে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

اِسْتِقَامَتْ-এর অর্থ : اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا অর্থাৎ যারা খাঁটি মনে আল্লাহকে পালনকর্তারূপে বিশ্বাস করে ও তা স্বীকারও করে (এটা হলো মূল ঈমান) অতঃপর তাতে অবিচলও থাকে (এটা হলো সৎকর্ম।)। এভাবে তারা ঈমান ও সৎকর্ম উভয় গুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। اِسْتِقَامَتْ শব্দের অর্থ ঈমান ও তাওহীদে কায়েম থাকা, তারা তা পরিত্যাগ করে না। এ তাফসীর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ওসমান (রা.) থেকেও প্রায় তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি اِسْتِقَامَتْ-এর অর্থ করেছেন, খাঁটি আমল করা। হযরত ওমর (রা.) বলেন- اَلْاِسْتِقَامَةُ اَنْ تَسْتَقِيْمَ عَلَى الْاَمْرِ وَالنَّهْىِ وَلَا تَرُوْغَ رَوْغَانَ الثَّعَالِبِ আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচলিত থাকা এবং তা থেকে শৃগালের ন্যায় এদিক-ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম اِسْتِقَامَتْ –[মাযহারী]

তাই আলেমগণ বলেন, اِسْتِقَامَتْ সংক্ষিপ্ত হলেও এতে শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন এবং হারাম ও মাকরূহ বিষয়াদি থেকে সার্বক্ষণিক বেঁচে থাকা শামিল রয়েছে। তাফসীরে-কাশশাফে আছে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলা একথাটি বলা তখনই শুদ্ধ হতে পারে, যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক পদক্ষেপেই আল্লাহ তা'আলার প্রশিক্ষণাধীন, তাঁর রহমত ব্যতিরেকে আমি একটি শ্বাসও ছাড়তে পারি না। এর দাবি এই যে, মানুষ ইবাদতে অটল-অবিচল থাকবে এবং তার আত্মা ও দেহ কেশাগ্র পরিমাণও আল্লাহর দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ছাকাফী (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমাকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ বিষয় বলে দিন যা শোনার পর অন্য কারো কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন থাকবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ অর্থাৎ তুমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের স্বীকারোক্তি কর; অতঃপর তাতে অবিচল থাক। –(মুসলিম)-এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ঈমান ও তার দাবি অনুযায়ী সৎকর্মেও অবিচলিত থাক।

এ কারণেই হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) اِسْتِقَامَتْ-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন : ফরজ কর্মসমূহ আদায় করা। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, اِسْتِقَامَتْ এই যে, যাবতীয় কাজে আল্লাহর আনুগত্য কর এবং গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাক। এ থেকে জানা গেল যে, اِسْتِقَامَتْ-এর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা তাই, যা উপরে হযরত ওমর (রা.) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। জাসসাস ও ইবনে জারীর (র.) এই তাফসীর আবুল আলিয়া থেকে উদ্ধৃত করে তাই গ্রহণ করেছেন।

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ ফেরেশতাগণের এই অবতরণ ও সম্বোধন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর সময় হবে। কাতাদাহ বলেন– হাশরে কবর থেকে বের হওয়ার সময় হবে এবং ওকী' ইবনে জাররাহ্ বলেন- তিন সময়ে হবে- প্রথম মৃত্যুর সময়, অতঃপর কবরের অভ্যন্তরে, অতঃপর হাশরে কবর থেকে উত্থিত হওয়ার সময়। বাহরে-মুহীতে আবূ হাইয়্যান বলেন- আমি তো বলি যে, মুমিনদের কাছে ফেরেশতাগণের অবতরণ প্রত্যহ হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরকত তাদের কাজকর্মে পাওয়া যায়। তবে চাক্ষুষ দেখা ও তাদের শোনা উপরিউক্ত সময়েই হবে।

হযরত সাবেত বানানী (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি সূরা হা-মীম সাজদা তেলাওয়াত করতঃ আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, আমি এই হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি যে, মুমিন যখন কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন দুনিয়াতে যেসব ফেরেশতা তার সাথে থাকত তারা এসে বলবে, তুমি ভীত ও চিন্তিত হয়ো না; বরং প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন। তাদের কথা শুনে মুমিন ব্যক্তি আশ্বস্ত হয়ে যাবে। –[মাযহারী]

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ.

ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাইবে তাই পাবে এবং যা দাবি করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে- তোমরা চাও বা না চাও। অতঃপর نُزُلًا তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নিয়ামতও পাবে, যার আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তুও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষতঃ যখন কোনো বড় লোকের মেহমান হয়। –[মাযহারী]

হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জান্নাতে কোনো পাখী উড়তে দেখে তোমাদের মনে তার মাংস খাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হবে। তৎক্ষণাৎ তা ভাজা করা অবস্থায় সামনে আনীত হবে। কতক রেওয়ায়েতে আছে, তাকে আগুন ও ধোঁয়া কোনো কিছুই স্পর্শ করবে না। আপনা-আপনি রান্না হয়ে সামনে এসে যাবে। –[মাযহারী]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি জান্নাতী ব্যক্তি নিজ গৃহে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ সব এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে। –[মাযহারী]

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ إِلَى اللّٰهِ এটা মুমিনদের দ্বিতীয় অবস্থা। অর্থাৎ তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না; বরং অপরকেও দাওয়াত দেয়। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ থেকে বুঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, অন্য কোনোভাবে ইত্যাদি সর্বপ্রকার দাওয়াতই শামিল রয়েছে। আজানদাতাও এতে দাখিল আছে। কেননা সে মানুষকে নামাজের দিকে আহ্বান করে। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াজ্জিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং دَعَآ إِلَى اللّٰهِ বাক্যের পর وَعَمِلَ صَالِحًا বলে আজান-একামতের মধ্যস্থলে দু'রাকাত নামাজ বুঝানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আজান ও একামতের মাঝখানে যে দোয়া করা হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। –[মাযহারী]

হাদীসে আজান ও আজানের জবাব দেওয়ার অনেক ফজিলত ও বরকত বর্ণিত রয়েছে। যদি বেতন ও পারিশ্রমিকের দিকে লক্ষ্য না করে খাঁটিভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে আজান দেওয়া হয়। –[মাযহারী]

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ এখান থেকে আল্লাহর পথে দাওয়াতকারীদেরকে বিশেষ পথনির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা মন্দের জবাবে ভালো ব্যবহার করবে এবং সবর ও অনুগ্রহ করবে। اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ অর্থাৎ দাওয়াতকারীরা অতি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করবে। এটাই তাদের অভ্যস্ত গুণ হওয়া উচিত যে, মন্দের জবাবে মন্দ না করে বরং ক্ষমা করা উত্তম কাজ। অতি উত্তম কাজ এই যে, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তাকে ক্ষমাও করবে, অধিকন্তু তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– এই আয়াতের নির্দেশ এই যে,

যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, তার মোকাবিলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন কর এবং যে তোমাকে জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। –[মাযহারী]

রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে জনৈক ব্যক্তি গালি দিল অথবা মন্দ বলল। তিনি জবাবে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং আমি অপরাধী ও মন্দ হই, তবে আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। পক্ষান্তরে যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তবে আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাকে ক্ষমা করেন। –[কুরতুবী]

আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সেজদা করা জায়েজ নয় : لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ -এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেজদা একমাত্র জগৎস্রষ্টা আল্লাহরই প্রাপ্য। তিনি ব্যতীত কোনো নক্ষত্র অথবা মানব ইত্যাদিকে সেজদা করা হারাম। এই সেজদা ইবাদতের নিয়তে হোক অথবা নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হোক, সর্বাবস্থায় উম্মতের ইজমাবলে এটি হারাম। পার্থক্য এই যে, কেউ ইবাদতের নিয়তে সেজদা করলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং কেউ নিছক সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেজদা করলে তাকে কাফের বলা হবে না, কিন্তু হারামকারী ও ফাসেক বলা হবে। ইবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সেজদা করা কোনো উম্মত ও শরিয়তে হালাল ছিল না। কেননা এটা শিরক এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের শরিয়তেই শিরক ছিল হারাম। তবে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেজদা করা পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে বৈধ ছিল। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে হযরত আদম (আ.) কে সেজদা করার আদেশ সমস্ত ফেরেশতাকে দেওয়া হয়েছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর পিতা ও ভ্রাতাগণ সেজদা করেছিল। কুরআনে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামে এই আদেশ রহিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপরকে সেজদা করা সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়েছে।

وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ –এ বিষয়ে ফিকহ্‌বিদগণ একমত যে, এ সূরাতে তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব, কিন্তু কোন্ আয়াতে ওয়াজিব এতে মতভেদ রয়েছে। কাযী আবূ বকর (র.) আহ্‌কামুল কুরআনে লিখেন, হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ (রা.) প্রথম আয়াত অর্থাৎ, اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ -এর শেষে সেজদা করতেন। ইমাম মালেক (র.)ও তাই অবলম্বন করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ, لَا يَسْئَمُوْنَ -এর শেষে সেজদা করতেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.)ও তাই বলেছেন। এ কারণে মাসরূক, অবূ আবদুর রহমান, ইবরাহীম নখয়ী, ইবনে সিরীন, কাতাদাহ প্রমুখ ফিকহ্‌বিদগণ দ্বিতীয় আয়াত শেষেই সেজদা করতেন। আহ্‌কামুল কুরআনে আরো বলা হয়েছে, হানাফী মযহাবের আলেমগণও তাই বলেন। এ মতভেদের কারণে দ্বিতীয় আয়াত শেষে সেজদা করাই সবধানতার প্রতীক। কেননা আসলে প্রথম আয়াতে সেজদা ওয়াজিব হলে তখন তাও আদায় হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়টিতে ওয়াজিব হলেও আদায় হয়ে যাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَرِنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز عين) অর্থ– আমাদেরকে দেখিয়ে দিন। نا হলো ضمير منصوب متصل

اَسْفَلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلسُّفُوْلُ মূলবর্ণ (س - ف - ل) জিনস صحيح অর্থ– সর্বনিম্নে, সবার নিচে।

اِسْتَقَامُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা সোজা থাকবে। তারা কায়েম থাকবে।

اَبْشِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْشَارُ মূলবর্ণ (ب - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সুসংবাদ দাও।

تُوْعَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মসাদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনস مثال واوى অর্থ- তোমাদের সাথে ওয়াদা বা প্রতিজ্ঞা করা হবে।

تَشْتَهِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِهَاءُ মূলবর্ণ (ش - ه - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- সে কামনা করে। আকাঙ্ক্ষা করে।

يُلَقّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّلْقِيَةُ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- দান করা হবে।

حَظٌّ : একবচন, বহুবচন حظوظ ও احظظ। অর্থ- অংশ, ভাগ্য, নির্ধারিত অংশকে حَظٌّ বলে।

يَنْزَغَنَّكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع بانون ثقيله বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّزْغُ মূলবর্ণ (ن - ز - غ) জিনস صحيح অর্থ- আপনার (মনে) উপস্থিত হয়।

اِسْتَعِذْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعَاذَةُ মূলবর্ণ (ع - و - ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ- তুমি আশ্রয় প্রার্থনা কর।

اُسْجُدْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّجُوْدُ মূলবর্ণ (س - ج - د) জিনস صحيح অর্থ- তুমি সেজদা কর।

لَا يَسْئَمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلسَّئَمُ، اَلسَّآمُ، মূলবর্ণ (س - ء - م) জিনস مهموز عين অর্থ- তারা হয়রান হয় না, তারা নিরানন্দ হয় না, বিরক্ত হয় না।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল الَّذِيْنَ হলো اسم ان এবং قَالُوْا বাক্যটি হলো সেলাহ আর رَبُّنَا হলো مبتدأ আর الله শব্দটি خبر। আর বাক্যটি قول এবং مقول হয়েছে। আর ثُمَّ হলো হরফে আতফ। اِسْتَقَامُوْا ফে'ল তার যমীর ফায়েল। আর تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ বাক্যটি خبر ان -[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড; পৃ. ৬৩৩-৩৪]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۳۹﴾

৩৯. আর তাঁর [কুদরতের] নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি এও যে, তুমি জমিনকে দেখতে পাচ্ছ যে, তা সঙ্কোচিত [ও মৃতবৎ] রয়েছে, অতঃপর যখন আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা স্পন্দিত ও স্ফীত হয়ে উঠে; যিনি এ জমিনকে সজীব করে দিলেন তিনিই মৃতদেরকে [পুনরায়] জীবিত করবেন; নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۴۰﴾

৪০. নিঃসন্দেহে যারা আমার আয়াতগুলো সম্পর্কে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার থেকে লুক্কায়িত নয় [আমি তাদেরকে অগ্নির শাস্তি দিব] আচ্ছা বল তো, যে ব্যক্তি দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে, সে ব্যক্তিই উত্তম নাকি ঐব্যক্তি. যে কিয়ামত দিবসে নিরাপদ অবস্থায় উপস্থিত হবে? তোমাদের যা ইচ্ছা করে নাও, তিনি তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿۴۱﴾

৪১. যারা এ কুরআনকে অস্বীকার করে, যখন তা তাদের নিকট পৌঁছে এবং এটা অতিশয় সম্মানী কিতাব।

لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿۴۲﴾

৪২. যাতে কোনো অবাস্তব উক্তি না তার সম্মুখের দিক হতে আসতে পারে আর না তার পশ্চাৎ দিক হতে; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর সন্নিধান হতে নাজিল করা হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে একটি এটাও যে اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ তুমি জমিনকে দেখতে পাচ্ছ خَاشِعَةً যে তা সঙ্কোচিত فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ অতঃপর যখন আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ তখন তা স্পন্দিত ও স্ফীত হয়ে উঠে اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا যিনি এ জমিনকে সজীব করে দিলেন لَمُحْيِ الْمَوْتٰى তিনিই মৃতদেরকে (পুনরায়) জীবিত করবেন اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

৪০. اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ নিঃসন্দেহে যারা বক্রতা অবলম্বন করে فِيْٓ اٰيٰتِنَا আমার আয়াত গুলো সম্পর্কে لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا তারা আমার থেকে লুক্কায়িত নয় اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِي النَّارِ আচ্ছা বলতো যে ব্যক্তি দেজখে নিক্ষিপ্ত হবে خَيْرٌ সে ব্যক্তিই উত্তম اَمْ مَّنْ না ঐ ব্যক্তি يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا যে নিরাপদ অবস্থায় উপস্থিত হবে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ তোমাদের যা ইচ্ছা করে নাও اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ তিনি তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছেন।

৪১. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ যারা এ কুরআনকে অস্বীকার করে لَمَّا جَآءَهُمْ যখন তা তাদের নিকট পৌঁছে وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ এবং এটা অতিশয় সম্মানী কিতাব।

৪২. لَا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ যাতে কোনো অবাস্তব উক্তি না অসতে পারে مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ তার সম্মুখের দিক হতে وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ আর না তার পশ্চাৎ দিক হতে تَنْزِيْلٌ এটা নাজিল করা হয়েছে مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত আল্লাহর সন্নিধান হতে।

৪৩. আপনার সম্পর্কে সেসব কথাই বলা হয় যা আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণকে বলা হয়েছে আপনার প্রভু বড়ই ক্ষমাশীল এবং যন্ত্রণাময় শাস্তিদাতা (অতএব, আপনি পেরেশান হবেন না)।	مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর যদি আমি এটাকে অনারবি কুরআন করতাম, তবে তারা এরূপ বলত যে, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কাররূপে কেন বর্ণিত হয়নি? এটা কেমন কথা যে, অনারবি কিতাব, আর আরবি রাসূল ; আপনি বলে দিন, এ কুরআন ঈমানদারগণের জন্য তো পথপ্রদর্শক ও শেফা (নিরাময়কারী); আর যারা ঈমান আনে না, তাদের কর্ণে ছিপি রয়েছে এবং কুরআন তাদের জন্য অন্ধতার কারণ; তাদেরকে যেন কোনো দূরবর্তী স্থান হতে আহ্বান করা হচ্ছে (ফলে আওয়াজ শুনে, কিন্তু বুঝে না)।	وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর আমি মূসাকেও কিতাব প্রদান করেছিলাম, তখন তারা তাতেও মতবিরোধ করেছিল; আর যদি আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি বাক্য পূর্ব হতে নির্ধারিত না থাকত, তবে তাদের চরম মীমাংসা (পৃথিবীতেই) হয়ে যেত; আর তারা এখন পর্যন্ত এ সম্বন্ধে সন্দেহে দোদুল্যমান রয়েছে।	وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا আপনার সম্পর্কে সেসব কথাই বলা হয় مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ যা রাসূলগণকে বলা হয়েছে مِنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্ববর্তী اِنَّ رَبَّكَ আপনার প্রভু لَذُوْ مَغْفِرَةٍ বড়ই ক্ষমাশীল وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ এবং যন্ত্রণাময় শাস্তি দাতা।

৪৪. وَلَوْ جَعَلْنٰهُ আর যদি আমি এটাকে করতাম قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا অনারবি কুরআন لَّقَالُوْا তবে তারা এরূপ বলত যে لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ এর আয়াতসমূহ পরিষ্কাররূপে কেন বর্ণিত হয়নি ءَاَعْجَمِيٌّ এটা কেমন কথা যে আনারবি কিতাব وَّعَرَبِيٌّ আর আরবি রাসূল قُلْ আপনি বলে দিন هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এ কুরআন ঈমানদারগণের জন্য তো هُدًى পথপ্রদর্শক وَّشِفَآءٌ ও শেফা (নিরাময়কারী) وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ আর যারা ঈমান আনে না فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ তাদের কর্ণে ছিপি রয়েছে وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى এবং কুরআন তাদের জন্য অন্ধতার কারণ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ তাদেরকে যেন আহ্বান করা হচ্ছে مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ কোনো দূরবর্তী স্থান হতে।

৪৫. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ আর আমি মূসাকেও কিতাব প্রদান করেছিলাম فَاخْتُلِفَ فِيْهِ তখন তারা তাতেও মতবিরোধ করেছিল وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ আর যদি একটি বাক্য পূর্ব হতে নির্ধারিত না থাকত مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ তবে তাদের চরম মীমাংসা (পৃথিবীতেই) হয়ে যেত وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ আর এরা এখন পর্যন্ত এ সম্বন্ধে দোদুল্যমান রয়েছে।

৪৬. যে ব্যক্তি নেককাজ করে, তবে তা তার নিজের হিতের জন্যই, আর যে মন্দ কাজ করবে, তবে তার আপদ তার নিজের উপরই পতিত হবে; আর আপনার প্রভু বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿۴۶﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا যে ব্যক্তি নেক কাজ করে فَلِنَفْسِهٖ তবে তা তার নিজের হিতের জন্যই وَمَنْ اَسَآءَ, আর যে মন্দ কাজ করবে فَعَلَيْهَا তবে তার আপদ তার নিজের উপরই পতিত হবে وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ, আর আপনার প্রভু বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّنْ يَّأْتِىْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ إِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

শানে নুযূল-১ : আবদ ইবনে হুমাইদ ও ইবনে মুনযির প্রমুখ বশীর বিন তামীম (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল এবং আম্মার বিন ইয়াসির সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল-২ : আসাকির হযরত ইকরিমা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের মধ্যাংশ অর্থাৎ فَمَنْ يُّلْقٰى فِى অংশটি হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) ও পাপিষ্ঠ আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। -[দুররে মানছূর ৩৬৬/৫, কুরতুবী ৩১৯/১৫, রূহুল মা'আনী ১২৭/২৪/১২]

শানে নুযূল-৩ : মুকাতিল এর বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল ও হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী ১২৭/২৪/১২]

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَاَعْجَمِىٌّ وَّعَرَبِىٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ

শানে নুযূল : হযরত সাইদ বিন জুবাইর (রা.) বলেন যে, কুরাইশের লোকজন বলতে ছিল যে, কুরআন যদি আল্লাহর দেওয়া গ্রন্থ হতো, তাহলে তা আরবি ও অনারবি ভাষায় অবতরণ করা হলোনা কেন? তাহলে তো তার কোনো অংশ অনারবি আবার কোনো অংশ আরবি হতো। তাদের এহেন মন্তব্য করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

-[কুরতুবী ৩২১/১৫]

কুফরের বিশেষ প্রকার 'এলহাদ'-এর সংজ্ঞা ও বিধান : اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا -এর পূর্বের আয়াতে যারা রিসালাত ও তাওহীদকে খোলাখুলি অস্বীকার করত, তাদেরকে শাসানো হয়েছিল এবং তাদের আজাব বর্ণনা করা হয়েছিল। এখান থেকে অস্বীকারের এক বিশেষ প্রকার এলহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। اِلْحَادٌ ও لَحْد -এর আভিধানিক অর্থ একদিকে ঝুঁকে পড়া। এক পার্শ্বে খনন করা, কবরকেও এ কারণেই لَحْد বলা হয়। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় কুরআনি আয়াত থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে এলহাদ বলা হয়। খোলাখুলি পাস কাটিয়ে যাওয়া, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে উভয়টিকে এলহাদ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে এলহাদ হচ্ছে কুরআন ও তার আয়াতসমূহের প্রতি বাহ্যতঃ ঈমান দাবি করা, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কুরআন, সুন্নাহ্ ও অধিকাংশ উম্মতের বিপরীত অর্থ বর্ণনা করা, যা দ্বারা কুরআনের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এলহাদের

অর্থ তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا الْاِلْحَادُ هُوَ وَضْعُ الْكَلَامِ عَلٰى غَيْرِ مَوْضِعِهٖ আয়াতের বাক্যটিও এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। এ থেকে বুঝা যায় যে, এলহাদ এমন একটি কুফর, যাকে তারা গোপন করতে চাইত। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, তারা আমার কাছে তাদের কুফর গোপন করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াত স্পষ্ট ব্যক্ত করছে যে, কুরআনের আয়াতকে প্রকাশ্য ভাষায় অস্বীকার করা অথবা অসত্য অর্থ বর্ণনা করে কুরআনের বিধানাবলিকে বিকৃত করার চেষ্টা করা সবই কুফর ও গোমারাহী।

সারকথা এই যে, এলহাদ এক প্রকার কপটতামূলক কুফর। অর্থাৎ, মুখে কুরআন ও কুরআনের আয়াতসমূহ মেনে নেওয়ার দাবি ও স্বীকারোক্তি করা, কিন্তু আয়াতসমূহের এমন মনগড়া অর্থ বর্ণনা করা, যা কুরআন ও সুন্নাহর অন্যান্য বর্ণনা ও ইসলামি মূলনীতির পরিপন্থি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) কিতাবুল খেরাজে বলেন, كَذٰلِكَ الزَّنَادِقَةُ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ وَقَدْ كَانُوْا يُظْهِرُوْنَ الْاِسْلَامَ সে যিন্দিকরাও তেমনি, যারা এলহাদ করে এবং মুখে মুসলমানিত্বের দাবি করে।

এ থেকে জানা যায় যে, মুলহিদ ও যিন্দীক সম-অর্থে এমন কাফেরকে বলা হয়, যে মুখে ইসলাম দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে আয়াতসমূহের কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা বিরোধী মনগড়া অর্থ বর্ণনা করার অজুহাতে ইসলামের বিধানাবলিকে পাশ কাটিয়ে চলে।

একটি বিভ্রান্তির অবসান : আকায়েদের কিতাবসমূহে এ নিয়ম বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনো অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুফরি বাক্য অবলম্বন করে, সে কাফের নয়। এখন এ নীতিটি যদি ব্যাপক অর্থে নেওয়া হয় যে, যে কোনো অকাট্য ও নিশ্চিত বিধানে অর্থ উদ্ভাবন করলেও এবং যে কোনো ধরনের অসত্য অর্থ উদ্ভাবন করলেও কাফের হবে না, তবে দুনিয়াতে মুশরিক, প্রতিমা পূজারী ও ইহুদি খ্রিস্টানদের মধ্যে কাউকেই কাফের বলা যায় না। কেননা প্রতিমা পূজারী মুশরিকদের অর্থ উদ্ভাবন তো কুরআনে উল্লিখিত আছে যে, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى অর্থাৎ আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রতিমাদের পূজা এজন্য করি যাতে তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল করে দেয়। অতএব, প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহরই ইবাদত করি। কিন্তু কুরআন তাদের উদ্ভাবিত এ অর্থ বর্ণনা সত্ত্বেও তাদেরকে কাফেরই বলেছে। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের অর্থ বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত, কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনায় এতদসত্ত্বেও তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল যে, অর্থ উদ্ভাবনকারীকে কাফের না বলার ভাবার্থ ব্যাপক নয়।

এ কারণেই আলেম ও ফিকহবিদগণ বলেন যে, অর্থ উদ্ভাবনের কারণে কাউকে কাফের বলা যায় না, তার জন্য শর্ত এই যে, তা ধর্মের জরুরি বিষয়াদিতে অকাট্য অর্থের বিপরীতে না হওয়া চাই। ধর্মের জরুরি বিষয়াদির শানে ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বিষয়াদি, যেগুলো সম্পর্কে অশিক্ষিত মূর্খ মহলও ওয়াকিফহাল, যেমন পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ হওয়া, ফজরের দু'রাকাত ও জোহরের চার রাকাত ফরজ হওয়া, রমজানের রোজা ফরজ হওয়া; সুদ, মদ ও শূকর হারাম হওয়া ইত্যাদি। যদি কোনো ব্যক্তি এসব বিষয় সম্পর্কে কুরআনের আয়াতে এমন কোনো অর্থ উদ্ভাবন করে, যা দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরম্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ পাল্টে যায়, তবে সে নিশ্চিতরূপেও সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়ে যাবে। কেননা এটা প্রকৃত-প্রস্তাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শিক্ষাকে অস্বীকার করার নামান্তর। অধিকাংশ আলেমের মতে ঈমানের সংজ্ঞাই এই যে, تَصْدِيْقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا عُلِمَ مَجِيْئُهٗ بِهٖ ضَرُوْرَةً অর্থাৎ এমন সব বিষয়ে নবী করীম ﷺ -এর সত্যায়ন করা, যেগুলোর বর্ণনা ও আদেশ জাজ্বল্যমানরূপে তাঁর কাছ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। অর্থাৎ আলেমগণ তো জানেনই- সর্বসাধারণও জানে।

কাজেই এর বিপরীতে কুফরের সংজ্ঞা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চিত ও জাজ্বল্যমানরূপে যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনোটিকে অস্বীকার করা।

অতএব, যে ব্যক্তি ধর্মের জরুরি বিষয়াদিতে অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিধান পরিবর্তন করে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আনীত শিক্ষাকেই অস্বীকার করে।

বর্তমান যুগে কুফর ও এলহাদের ব্যাপকতা : বর্তমান যুগে একদিকে ইসলাম ও ইসলামের বিধানাবলি সম্পর্কে মূর্খতা ও উদাসীনতা চরমে পৌঁছেছে। নব্যশিক্ষিত মুসলমানগণ অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কেও অজ্ঞ। অপরদিকে আধুনিক আল্লাহ বিহীন, বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষার প্রভাবে এবং ইউরোপের প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পণ্ডিতদের প্রচারিত ইসলাম বিরোধী সন্দেহ ও সংশয়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অনেকেই ইসলাম ও ইসলামি মূলনীতি সম্পর্কে বিতর্ক ও আলোচনা শুরু করে দিয়েছে: অথচ ইসলামের মূলনীতি ও শাখা এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান শূন্যের কোটায়। তারা ইসলাম সম্পর্কে কিছু অর্জন করে থাকলেও তা ইসলাম বিদ্বেষী ইউরোপীয় লেখকদের লেখা পাঠ করেই অর্জন করেছে। তারা কুরআন ও হাদীসের অকাট্য ও জাজ্বল্যমান বর্ণনায় নানাবিধ অসত্য অর্থ সংযোজন করে শরিয়তের সর্বসম্মত ও চূড়ান্ত বিধানাবলির পরিবর্তন করাকে ইসলামের খেদমত মনে করে নিয়েছে। যখন তাদেরকে বলা হয়, এটা প্রকাশ্য কুফর, তখন তারা উপরিউক্ত প্রসিদ্ধ নীতির শরণাপন্ন হয়ে বলে, আমরা বিধানটিকে অস্বীকার করি না, বরং এতে অর্থ সংযোজন করি মাত্র। কাজেই আমাদের প্রতি কুফরের অভিযোগ আরোপিত হয় না।

হযরত শাহ্ আব্দুল আজীজ (র.) বলেন, যে অসত্য অর্থ বিয়োজনকে কুরআনের আয়াতে এলহাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে, তা দু'প্রকার। এক. যে অর্থ কুরআন হাদীসের অকাট্য ও মুতাওয়াতির বর্ণনা এবং অটাক্য ইজমার পরিপন্থি, এটা নিঃসন্দেহে কুফর এবং দুই. যা কুরআন ও হাদীসের ধারণাপ্রসূত কিন্তু নিশ্চয়তার নিকটবর্তী বর্ণনার অথবা প্রচলিত ইজমার পরিপন্থি। এটা গোমরাহী ও পাপাচার (ফিসক) -কুফর নয়। এ দু'প্রকার অসত্য অর্থ বিয়োজন ছাড়া কুরআন ও হাদীসের ভাষায় বিভিন্ন সম্ভাবনার ভিত্তিতে যেসব অর্থ বর্ণনা করা হয়, সেগুলো সাধারণ ফিকহ্বিদগণের ইজতিহাদের ময়দান, যা হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সর্বাবস্থায় পুরস্কার ও ছওয়াবের কাজ।

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ : অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন, এ আয়াতে ذِكْرٌ বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। ব্যাকরণের দিক দিয়ে إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا বাক্যটি পূর্ববর্তী إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ বাক্য থেকে بَدَلٌ হয়েছে। কাজেই উভয় বাক্যের একই বিধান হবে এবং সারমর্ম হবে এই যে, তারা আমার কাছে গোপন থাকতে পর না বিধায় আজাব থেকেও বাঁচতে পারবে না।

لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ : এতে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। কাতাদাহ ও সুদ্দী বলেন, আয়াতে بَاطِلٌ বলে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে এবং সম্মুখ দিক ও পশ্চাৎ দিক বলে সমস্ত দিক বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান কোনোদিক থেকেই এ কিতাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং এতে কোনোরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, জিন অথবা মানব কোনো প্রকার শয়তানই কুরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সক্ষম নয়। রাফেযী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ কুরআনে দশটি পারা এবং কেউ কেউ বিশেষ আয়াত সংযোজন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আবূ হাইয়্যান বলেন, বাতিল শব্দটি কেবলমাত্র শয়তানের জন্যেই প্রযোজ্য নয়; বরং শয়তানের পক্ষ থেকে হোক অথবা অন্য কারো পক্ষ থেকে হোক, যে কোনো বাতিল কুরআনে প্রবিষ্ট হতে পারে না। অতঃপর তিনি তাবারীর বরাত দিয়ে আয়াতের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, কোনা বাতিলপন্থির সাধ্য নেই যে, সামনে এসে এ কিতাবে কোনোরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে। এমনিভাবে পেছন দিক থেকে গোপনে এসে এর অর্থ বিকৃত করার ও এলহাদ করার সাধ্যও কারো নেই। তাবারীর তাফসীর এ স্থানের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা কুরআনে এলহাদ ও পরিবর্তনের পথ দু'টিই। এক. খোলাখুলিভাবে কুরআনে কোনো পরিবর্তন করার চেষ্টা করা। একে مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই বাহ্যতঃ ঈমান দাবি করা, কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে অসত্য অর্থ সংযোজনের মাধ্যমে কুরআনের অর্থে পরিবর্তন সাধন করা। একে وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সারকথা এই যে, এ কিতাব আল্লাহর কাছে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত। এর ভাষায় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করার শক্তি যেমন কারো নেই, তেমনি এর অর্থ সম্ভার বিকৃত করে বিধানাবলির পরিবর্তন করার সাধ্যও কারো

নেই। যখনই কোনো হতভাগা এরূপ করার ইচ্ছা করেছে, তখনই সে লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং কুরআন তার নাপাক কৌশল থেকে পাক-পবিত্র রয়েছে। কুরআনের ভাষায় যে পরিবর্তন করার উপায় নেই, তা প্রত্যেকে দেখে এবং বুঝে। কুরআন চৌদ্দশ' বছর অবধি সারা বিশ্বে পঠিত হচ্ছে এবং লাখো মানুষের বুকে সংরক্ষিত আছে। কেউ একটি যের ও যবরে ভুল করলেও বৃদ্ধ থেকে নিয়ে বালক পর্যন্ত এবং আলেম থেকে নিয়ে জাহেল পর্যন্ত লাখো মুসলমান তার ভুল ধরার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। مِنْ خَلْفِهِ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ বলে আল্লাহ তা'আলা কেবল কুরআনের ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্বই নেননি; বরং এর অর্থ-সম্ভারের হেফাজত করাও আল্লাহ তা'আলারই দায়িত্ব। তিনি আপন রাসূল ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে কুরআনের অর্থ-সম্ভার এমন সংরক্ষিত করে দিয়েছেন যে, কোনো বেদ্বীন-মুলহিদ অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে এতে পরিবর্তন সাধন করতে চাইলে সর্বত্র সর্বযুগে হাজারো আলেম তা খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়ে যান। ফলে সে ব্যর্থ ও অপমানিত হয়। সত্য বলতে কি, وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ বাক্যে لَهُ -এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে এবং কুরআন কেবল ভাষার নাম নয়; বরং ভাষা ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, যারা বাহ্যতঃ মুসলমান তারা খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আয়াতসমূহে অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অকাট্য বর্ণনার বিপরীত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। তাদের এ ধরনের পরিবর্তন থেকেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের হেফাজত করেছেন। ফলে কারো মনগড়া অর্থ প্রসার লাভ করতে পারে না। কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা এবং আলেমগণ তার মুখোশ উন্মোচিত করে দেন। সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এমন দল থাকবে, যারা পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচিত করে কুরআনের সঠিক অর্থ জনসমক্ষে ফুটিয়ে তুলবে। তারা মানুষের কাছে নিজেদের কুফর যতই গোপন করুক, আল্লাহর কাছে গোপন করতে পারবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক, তখন তাদের এ অপকর্মের শাস্তি ভোগ করাও অপরিহার্য।

ءَاَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ : আরব ব্যতীত দুনিয়ার অপর জাতিসমূহকে 'আজম' বলা হয়। যদি শব্দটির প্রথমে আলিফ যোগ করে اَعْجَمْ বলা হয়, তবে এর অর্থ হয় অপ্রাঞ্জল বাক্য। তাই যে ব্যক্তি আরবি নয়, তাকে আজমী বলা হবে, যদিও সে প্রাঞ্জল ভাষা বলে। বস্তুতঃ اَعْجَمْ বলা হবে তাকেই, যে ব্যক্তি প্রাঞ্জল ভাষা বলতে পারে না। –[কুরতুবী]

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি যদি আরবি ভাষা ব্যতীত অপর কোনো ভাষায় কুরআন নাজিল করতাম, তবে কুরাইশরা অভিযোগ করত যে, এ কিতাব আমরা বুঝি না। তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, রাসূল তো আরবি আর কিতাব হলো কিনা আনারব, অপ্রাঞ্জল ভাষায়।

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ : এখানে কুরআনের দু'টি গুণ ব্যক্ত হয়েছে (এক) কুরআন হেদায়েত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। (দুই) কুরআন আরোগ্যদানকারী। কুফর, শিরক, অহংকার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি আত্মিক রোগ যে কুরআনের মাধ্যমে নিরাময় হয়, তা বলাই বাহুল্য। কুরআন বাহ্যিক ও দৈহিক রোগেরও প্রতিকার। অনেক দৈহিক রোগের চিকিৎসা কুরআনি দোয়া দ্বারা হয় এবং সফলও হয়।

اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ : এটা একটা দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি কথা বুঝে, অনারবরা তাকে বলে اَنْتَ تَسْمَعُ مِنْ قَرِيْبٍ অর্থাৎ তুমি নিকটবর্তী স্থান থেকে শুনছ। আর যে কথা বুঝে না, তাকে বলে اَنْتَ تُنَادٰى مِنْ بَعِيْدٍ অর্থাৎ তোমাকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে। –[কুরতুবী]

উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কুরআনের নির্দেশাবলি শোনার ও বুঝার ইচ্ছা রাখে না, তাই তাদের কান যেন বধির এবং চক্ষু অন্ধ। তাদেরকে হেদায়েত করা এমন, যেমন কাউকে অনেক দূর থেকে ডাক দেওয়া, ফলে তার কানে আওয়াজ পৌঁছে না এবং সে সাড়া দিতে পারে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِهْتَزَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِزَازُ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ ز) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- সে স্পন্দিত হয়ে উঠে, সে অক্লান্তভাবে নড়াচা করেছে।

رَبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّبْوُ মূলবর্ণ (ر ـ ب ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- সে স্ফীত হয়ে উঠে, সে বেড়েছে। ইহা বৃদ্ধি পেয়েছে।

يُلْحِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْحَادُ মূলবর্ণ (ل ـ ح ـ د) জিনস صحيح অর্থ- তরোবক্রতা অবলম্বন করে, তারা ভুল সম্বন্ধ করে।

يُلْقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- যে নিক্ষিপ্ত হবে, তাকে নিক্ষেপ করা হবে।

فُصِّلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّفْصِيْلُ মূলবর্ণ (ف ـ ص ـ ل) জিনস صحيح অর্থ- ইহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

يُنَادَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُنَادَاةُ মূলবর্ণ (ن ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তাদেরকে ডাকা হবে। তারা আহূত হবে।

سَبَقَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّبْقُ মূলবর্ণ (س ـ ب ـ ق) জিনস صحيح অর্থ- সে অগ্রগামী হয়েছে।

مُرِيْبٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَابَةُ মূলবর্ণ (ر ـ ى ـ ب) জিনস اجوف يائى অর্থ- দোদুল্যমান, সন্দেহ পোষণকারী।

اَسَاءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسَاءَةُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ء) জিনস মুরাক্কাব [مهموز لام এবং اجوف واوى] অর্থ- সে মন্দ কাজ করেছে। সে খারাপ করেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ : এখানে اِعْمَلُوْا হলো ফে'লে আমর আর তার যমীর হলো ফায়েল। আর مَا হলো مفعول به এবং شِئْتُمْ বাক্যটি মওসূলের সেলাহ হয়েছে। আর اِنَّهٗ এর اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর ه হলো اسم ان আর بِمَا تَعْمَلُوْنَ টা بَصِيْرٌ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর بَصِيْرٌ হলো خبر ان।

-[ই'রাবুল কুরআন ৬ষ্ঠ খণ্ড : পৃ. ৬৪২]

পারা : ২৫

৪৭. কিয়ামতের অবগতি একমাত্র আল্লাহরই উপর ন্যস্ত করা যায় এবং কোনো ফল তার খোসা হতে বহির্গত হয় না, আর কোনো স্ত্রীলোকও গর্ভধারণ করে না এবং সে সন্তানও প্রসব করে না, কিন্তু [এসব কিছুই] তাঁর অবগতিতে হয়; আর যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন- আমার শরিকেরা [আজ] কোথায়? তারা বলবে, আমরা আপনার নিকট এ নিবেদন করছি যে, আমাদের মধ্যে কেউই এর দাবিদার নেই,	إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾
৪৮. আর এরা যাদেরকে পূর্বে উপাসনা করত, তারা সকলেই উধাও হয়ে যাবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করবে যে, তাদের নিষ্কৃতির কোনো উপায় নেই।	وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ﴿٤٨﴾
৪৯. মানুষ উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় পরিতৃপ্ত হয় না, আর যদি তাকে কোনো দুঃখ স্পর্শ করে, তবে সে আশাহীন (ও) আস্থাহীন হয়ে পড়ে।	لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾
৫০. আর যদি আমি তাকে আমার অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তার উপর আপতিত বিপদের পরে, তখন সে বলে, এটা তো আমার জন্য হওয়াই উচিত ছিল, আর [এটাও বলে যে,] আমি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ধারণাও করি না,	وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي ۙ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۙ

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. إِلَيْهِ يُرَدُّ একমাত্র আল্লাহর উপরই ন্যস্ত করা যায় عِلْمُ السَّاعَةِ কিয়ামতের অবগতি وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا এবং কোনো ফল তার খোসা হতে বহির্গত হয় না وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ আর কোনো স্ত্রী লোকও গর্ভ ধারণ করে না وَلَا تَضَعُ এবং সে সন্তানও প্রসব করে না إِلَّا بِعِلْمِهِ কিন্তু তাঁর অবগতিতেই হয় وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ আর যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন أَيْنَ شُرَكَائِي আমার শরিকেরা (আজ) কোথায়? قَالُوا তারা বলবে آذَنَّاكَ আমরা আপনার সমীপে এই নিবেদন করছি যে مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ আমাদের মধ্যে কেউই এর দাবিদার নেই।

৪৮. وَضَلَّ عَنْهُمْ আর তারা সকলেই উধাও হয়ে যাবে مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ এরা যাদেরকে পূর্বে উপাসনা করত وَظَنُّوا এবং বুঝতে পারবে যে مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ তাদের জন্য কোথাও মুক্তির উপায় নেই।

৪৯. لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ মানুষ পরিতৃপ্ত হয় না مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ আর যদি তাকে কোনো দুঃখ স্পর্শ করে فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ তবে সে আশাহীন (ও) আস্থাহীন হয়ে পড়ে।

৫০. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ আর যদি আমি তাকে আস্বাদন করাই رَحْمَةً مِنَّا আমার অনুগ্রহ مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ তার উপর আপতিত বিপদের পরে لَيَقُولَنَّ তখন সে বলে هَٰذَا لِي এটা তো আমার জন্য হওয়া উচিত ছিল وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً আর আমি কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ধারণাও করিনা

وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْٓ اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا ۡ وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٥٠﴾

** আর যদিও আমাকে আমার প্রতিপালকের সমীপে উপস্থিত করা [ও] হয়, তবুও তাঁর সমীপে আমার জন্য মঙ্গলই রয়েছে, অনন্তর [শীঘ্রই] আমি এ অবিশ্বাসীদেরকে তাদের সমস্ত কার্য অবশ্যই জানিয়ে দেব এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ﴿٥١﴾

৫১. আর যখন আমি মানুষের প্রতি নিয়ামত দান করি, তখন সে [আমা হতে] মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব ফিরিয়ে নেয়, আর যখন কোনো বিপদ তাকে স্পর্শ করে, তখন সে খুব লম্বা-চওড়া প্রার্থনা করতে থাকে।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٥٢﴾

৫২. আপনি বলে দিন, আচ্ছা বলো তো, যদি এ কুরআন আল্লাহর নিকট হতে এসে থাকে, অতঃপর তোমরা তাকে অবিশ্বাস কর, তবে এমন ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক ভ্রান্তির মধ্যে হবে, যে দূরদূরান্তের বিরোধিতার মধ্যে রয়েছে?

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿٥٣﴾

৫৩. আমি অচিরেই তাদেরকে আমার [কুদরতের] নিদর্শনসমূহ তাদের আশেপাশেও দেখিয়ে দেব এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও, এমনকি তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ কুরআন সত্য; আপনার প্রতিপালকের এ বাণী কি যথেষ্ট নয় যে, তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সাক্ষী রয়েছেন?

শাব্দিক অনুবাদ :

** وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّيْ আর যদিও আমাকে আমার প্রতিপালকের সমীপে উপস্থিত (ও) করা হয় اِنَّ لِيْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى তবুও তাঁর সমীপে আমার জন্য মঙ্গলই রয়েছে فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا অনন্তর (শীঘ্রই) আমি এই অবিশ্বাসীদেরকে তাদের সমস্ত কার্য অবশ্য জানিয়ে দিব وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ এবং তাদেরকে আস্বাদন করাব مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ কঠিন শাস্তি।

৫১. وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ আর যখন আমি মানুষের প্রতি নিয়ামত দান করি اَعْرَضَ তখন সে (আমা হতে) মুখ ফিরিয়ে নেয় وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ এবং পার্শ্ব ফিরিয়ে নেয় وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ আর যখন কোনো বিপদ তাকে স্পর্শ করে فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ তখন সে খুব লম্বা -চওড়া প্রার্থনা করতে থাকে।

৫২. قُلْ আপনি বলে দিন اَرَءَيْتُمْ আচ্ছা বল তো اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ যদি এই কুরআন আল্লাহর নিকট হতে এসে থাকে ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ অতঃপর তোমরা তাকে অবিশ্বাস করো مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ তবে এমন ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক ভ্রান্তির মধ্যে হবে هُوَ فِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ যে দূর দূরান্তের বিরোধিতার মধ্যে রয়েছে

৫৩. سَنُرِيْهِمْ আমি অচিরেই তাদেরকে দেখিয়ে দিব اٰيٰتِنَا আমার (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ فِي الْاٰفَاقِ তাদের আশেপাশেও وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ এবং তাদের নিজেদের মধ্যে حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ এমনকি তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে اَنَّهُ الْحَقُّ এই কুরআন সত্য اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের এই বাণী কি যথেষ্ট নয় যে اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সাক্ষী রয়েছেন।

৫৪. স্মরণ রেখ, তারা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে সন্দিহান; [আরও] স্মরণ রেখ, তিনি প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন।	اَلَآ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطٌ ۝

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৪. اَلَآ স্মরণ রেখ اِنَّهُمْ فِىْ مِرْيَةٍ তারা সন্দিহান مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে اَلَآ আরো স্মরণ রেখ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ مُّحِيْطٌ তিনি প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآءِىْ قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ

শানে নুযূল : মক্কার মুশরিকরা বলত যে, হে মুহাম্মদ! আপনি যদি নবী হয়ে থাকেন, তাহলে কিয়ামত কখন হবে, সে সম্পর্কে আপনি আমাদের অবহিত করুন। তাদের সে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। -[কুরতুবী ৩২২/১৫]

فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ অর্থাৎ কাফের লোকদের অভ্যাস এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কোনো নিয়ামত, ধনসম্পদ, ইজ্জতও নিরাপত্তা দিলে সে তাতে মগ্ন ও বিভোর হয়ে তা আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে আরও দূরে চলে যায় এবং তার অহংকার উদাসীনতা আরও বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে সে কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহর কাছে সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। সুদীর্ঘ দোয়াকে এস্থলে عَرِيْضٍ অর্থাৎ, প্রশস্ত দোয়া বলা হয়েছে। এতে আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে। কেননা যে বস্তু প্রশস্ত ও বড়, তা যে দৈর্ঘ্যেও বড় হবে, তা আপনাআপনিই বোঝা যায়। এ কারণেই জান্নাতের বিস্তৃতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ বলেছেন। অর্থাৎ জান্নাত এত বিস্তৃত যে, তার প্রস্থের মধ্যে সমস্ত আকাশও পৃথিবীর সংকুলান হয়ে যায়।

সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দোয়ার মধ্যে কাকুতি, মিনতি, কান্নাকাটি ও বার বার বলা উত্তম। -[বুখারী, মুসলিম] সে মতে দীর্ঘ দোয়া করা প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু এস্থলে কাফেরদের নিন্দা দীর্ঘ দোয়ার কারণে হয়নি ; বরং তার এ সামগ্রিক অভ্যাসের কারণে করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামত পেলে সে অহংকারে মেতে উঠে এবং বিপদের সম্মুখীন হলেই দুঃখ বর্ণনা করে ফিরে। এতে তার উদ্দেশ্য দোয়া নয়; বরং হা-হুতাশ করা ও মানুষের কাছে তা গেয়ে ফেরা।

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ, আমি আমার কুদরত শব্দটি ও তাওহীদের নিদর্শনাবলি তদেরকে দেখাই বিশ্বজগতেও এবং তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও। اُفُقٌ اٰفَاقٌ -এর বহুবচন, অর্থ দিগন্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের ছোট-বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এর চাইতে আরও নিকটবর্তী বস্তু স্বয়ং মানুষের প্রাণ ও দেহ। তার এক একটি অঙ্গ এবং তাতে কর্মরত ও নাজুক যন্ত্রপাতির মধ্যে তার আরাম ও সুখের বিস্ময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতিকে এমন মজবুত করা হয়েছে যে, সত্তর-আশি বছর পর্যন্তও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মানুষের গ্রন্থিসমূহে যে স্প্রিংও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খতম হয়ে যেত। মানুষের হাতে চামড়া এবং তাতে অঙ্কিত রেখাও সারা জীবনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এসব ব্যাপারে যদি সামান্য জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তাভাবনা করে, তবে সে এ বিশ্বাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তার অবশ্যই একজন স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন, যাঁর জ্ঞান ও কুদরত অসীম এবং যাঁর কোনো সমকক্ষ হতে পারে না। فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُرَدُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার رَدٌّ মূলবর্ণ (ر - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তাকে ফিরানো হবে।

تَضَعُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার وَضْعٌ মূলবর্ণ (و - ض - ع) জিনস مثال واوى অর্থ- সে রাখবে, সে ঢেলে দেয়, সে প্রসব করে।

اٰذَنّٰكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْذَانٌ মূলবর্ণ (ء - ذ - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ- আমরা তোমাকে বলে দিলাম। আদেশ করলাম।

ظَنُّوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার ظَنٌّ মূলবর্ণ (ظ - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা জেনেছে। তারা বিশ্বাস করেছে।

اَذَقْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِذَاقَةٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমরা তাকে স্বাদ গ্রহণ করাব।

رُجِعْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার رَجْعٌ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صحيح অর্থ- আমাকে ফিরানো হয়েছে।

نُرِيْهِمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى এবং مهموز عين অর্থ- আমরা তাদেরকে দেখাব।

اٰفَاقٌ : এটি اُفُقٌ -এর বহুবচন। অর্থ- আকাশের প্রান্ত। মূলত : اُفُقٌ আকাশের ঐ প্রান্তকে বলে, যেখানে আকাশ-মাটি একাকার দেখা যায়।

يَتَبَيَّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَبَيُّنٌ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- প্রকাশ হওয়া।

لَمْ يَكْفِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব ضَرَبَ মাসদার كِفَايَةٌ মূলবর্ণ (ك - ف - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- যথেষ্ট নয়।

مُحِيْطٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِحَاطَةٌ মূলবর্ণ (ح - و - ط) জিনস اجوف واوى অর্থ- সবদিক থেকে বেষ্টনকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ : এখানে فاء টি فصيحة কেননা এটা কাফেরদের উক্তি وَلَئِنْ رُّجِعْتُ -এর জবাব হয়েছে। আর لَنُنَبِّئَنَّ -এর لام টি কসমের জন্য আর نُنَبِّئَنَّ হলো ফে'ল যা نون تاكيد ثقيله মিলিত হওয়ায় مبنى على الفتح হয়েছে। আর وَالَّذِيْنَ হলো مفعول به আর كَفَرُوْا বাক্যটি হলো সেলাহ। আর بِمَا হলো نصب -এর স্থলে نُنَبِّئَنَّ ফেলের দ্বিতীয় মাফউল। আর مَا টা মাওসূলাহও হতে পারে আবার مصدرية ও হতে পারে। আর وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ টা فَلَنُنَبِّئَنَّ -এর উপর আতফ হয়েছে। আর مِنْ عَذَابٍ টা দ্বিতীয় মাফউলের স্থানে হয়েছে আর غَلِيْظٍ টা عَذَابٍ -এর সিফত হয়েছে। -[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড ; পৃ. ১১]

سُوْرَةُ الشُّوْرٰى مَكِّيَّةٌ

সূরা শূরা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫৩, রুকূ'– ৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. হা-মীম।	حٰمٓ ۚ ﴿۱﴾
২. 'আইন-সীন-ক্বাফ।	عٓسٓقٓ ﴿۲﴾
৩. এরূপে আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যারা [যে সকল রাসূল] অতীত হয়েছেন তাঁদের প্রতিও মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ওহী পাঠিয়ে আসছেন।	كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۳﴾
৪. [এবং তাঁর মহিমা এরূপ যে,] যা কিছু আসমানসমূহে ও যা কিছু জমিনে রয়েছে, সবই তাঁরই জন্য; আর তিনিই হচ্ছেন সমুন্নত, সুমহান।	لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿۴﴾
৫. হয়তো অচিরেই আসমানসমূহ তার উপর দিক হতে ফেটে পড়ে, আর [ঐ] ফেরেশতাগণ স্বীয় প্রতিপালকের পবিত্রতা ও প্রশংসা আবৃত্তি করছে আর পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে; জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলাই ক্ষমাশীল, অনুগ্রহশীল।	تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ۭ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. حٰمٓ হা-মীম।

২. عٓسٓقٓ আইন-সীন-ক্বাফ।

৩. كَذٰلِكَ এরূপে يُوْحِيْٓ ওহী পাঠিয়ে আসছেন اِلَيْكَ আপনার প্রতি وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ এবং আপনার পূর্বে যারা অতীত হয়েছেন তাদের প্রতিও اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ।

৪. لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে রয়েছে সবই তাঁরই জন্য وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ আর তিনিই হচ্ছেন সমুন্নত, সুমহান।

৫. تَكَادُ السَّمٰوٰتُ হয়তো অচিরেই আসমানসমূহ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ উপর দিক হতে ফেটে পড়ে وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ আর ফেরেশতাগণ স্বীয় প্রতিপালকের পবিত্রতা ও প্রশংসা আবৃত্তি করছে وَيَسْتَغْفِرُوْنَ আর ক্ষমা প্রার্থনা করছে لِمَنْ فِي الْاَرْضِ পৃথিবী বাসীদের জন্য اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ জেনে রাখ! আল্লাহ তা'আলাই ক্ষমাশীল, অনুগ্রহশীল।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৬. আর যারা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কার্যনির্বাহক নিরূপণ করে রেখেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে [তাদের কার্যসমূহকে] পর্যবেক্ষণ করছেন এবং আপনাকে তাদের উপর [যখন চান আজাব নাজিল করান, এমন] কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি।	وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾
৭. আর আমি এরূপে আপনার প্রতি আরবি কুরআনকে ওহীর মাধ্যমে নাজিল করেছি, যেন আপনি ভয় প্রদর্শন করেন মক্কার অধিবাসীদেরকে, আর যারা তার আশেপাশে আছে তাদেরকে, আর ভয় প্রদর্শন করেন একত্রিত হওয়ার দিবসের, যাতে একটুও সন্দেহ নেই; [সেদিন] একদল বেহেশতে প্রবেশ করবে আর একদল দোজখে প্রবেশ করবে।	وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾
৮. আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তাদের সকলকে একই পন্থি করে দিতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহের অধিকারী করেন; আর জালেমদের কোনো ওলীও নেই এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই।	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾
৯. তারা কি আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে কার্যনির্বাহক নির্ধারণ করে রেখেছে? বস্তুত আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন কার্যনির্বাহক এবং তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করবেন, আর তিনিই সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।	أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۖ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا আর যারা নিরূপণ করে রেখেছে مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কার্যনির্বাহক اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করেছেন وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ এবং আপনাকে তাদের উপর কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি।

৭. وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ আর এরূপে আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাজিল করেছি قُرْآنًا عَرَبِيًّا আরবি কুরআনকে لِتُنْذِرَ যেন আপনি ভয় প্রদর্শন করেন أُمَّ الْقُرَىٰ মক্কার অধিবাসীদেরকে وَمَنْ حَوْلَهَا আর যারা তার আশে পাশে আছে তাদেরকে وَتُنْذِرَ আর ভয়প্রদর্শন করেন يَوْمَ الْجَمْعِ একত্রিত হওয়ার দিবসের لَا رَيْبَ فِيهِ যাতে একটুও সন্দেহ নেই فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ একদল জান্নাতে দাখিল হবে وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ আর একদল দোজখে দাখিল হবে।

৮. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ আর যদি আল্লাহ চাইতেন لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً তবে তাদের সকলকে একই পন্থি করে দিতেন وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহের অধিকারী করে নেন وَالظَّالِمُونَ আর জালিমদের مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ কোনো ওলীও নেই وَلَا نَصِيرٍ এবং কোনো সাহায্যকারীও নেই।

৯. أَمِ اتَّخَذُوا তারা কি নির্ধারণ করে রেখেছে مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকেও কার্যনির্বাহক فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ বস্তুত: আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন কার্যনির্বাহক وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করবেন وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ আর তিনিই সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

১০. আর যে সমস্ত বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ, তার মীমাংসা আল্লাহরই সোপর্দ রয়েছে; এই আল্লাহই আমার প্রতিপালক, আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তাঁরই দিকে মনোনিবেশ করছি।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾
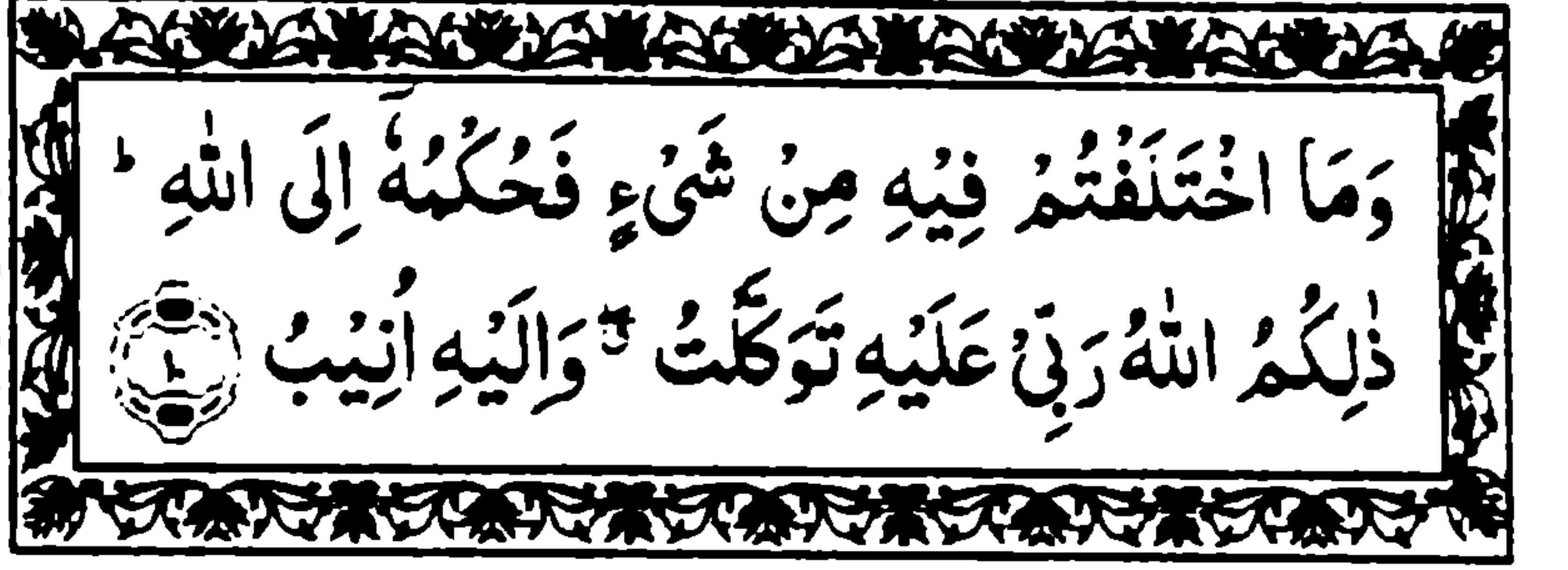
শাব্দিক অনুবাদ :

১০. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ আর যে সমস্ত বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ তার মীমাংসা আল্লাহরই সোপর্দ রয়েছে ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي এই আল্লাহই আমার প্রতিপালক عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ আমি তাঁরই উপর ভরসা করি وَإِلَيْهِ أُنِيبُ এবং তাঁরই দিকে মনোনিবেশ করছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা শূরা প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, চারটি আয়াত, মতান্তরে সাতটি আয়াত ব্যতীত সকল আয়াতই মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। এত ৫ রুকূ', ৫৩ আয়াত, ৮৮৬ বাক্য এবং ৩, ৫৮৮ অক্ষর রয়েছে।-[তানবীরুল মিকবাস মিন তাফসীরে ইবনে আব্বাস পৃ. ৪০৫]

সূরার নামকরণ : এ সূরাকে সূরা শূরা এবং এবং এতদ্ব্যতীত সূরা হামিম আইন-সী-ন ক্বা-ফও বলা হয়।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সত্য-বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব এবং তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। আর পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাতেও প্রিয়নবী ﷺ-এর রিসালতের প্রমাণ, পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনার পর প্রিয়নবী ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, "কাফেরদের নির্যাতনে ব্যথিত হবেন না।"

قَوْلُهُ حٰمٓ-عٓسٓقٓ : হামীম, আইন-সীন-ক্বাফ হলো হরফে মুকাত্তাআত। [এ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।] ইবনে জারীর এ সূরার প্রথম আক্ষর গুলো সম্পর্কে একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ঘটনাটি হচ্ছে– এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর খেদমতে হাজির হয়, তখন হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.) তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। এ ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট হামীম, আইন-সীন ক্বাফ, এ অক্ষরগুলোর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তিনি কিছুক্ষণের জন্য মাথা নিচু করে রাখলেন, এরপর তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয়বারও একই প্রশ্ন করল, তিনি পুনরায় তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তার এ প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করলেন। সে তৃতীয়বারও একই প্রশ্ন করল, কিন্তু তিনি এর কোনো জবাব দিলেন না। তখন হযরত হুযায়ফা (রা.) বললেন, আমি তোমাকে বলছি, আর আমি জানি তিনি জবাব দেওয়া কেন পছন্দ করেছেন না। তাঁর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে এক ব্যক্তি সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে, যাকে আব্দুল ইলাহ বা আব্দুল্লাহ বলা হয়। সে প্রাচ্যের কোনো নদীর তীরে অবতরণ করবে এবং সেখানে দুটি শহর আবাদ করবে, নদী দুটিকে ঐ শহর পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে। যখন আল্লাহ পাক তার পতনের ইচ্ছা করবেন এবং তারও সময় শেষ হয়ে আসবে, তখন ঐ দুটি শহরের একটির উপর আগুন জ্বলে উঠবে, আর ঐ শহরটিকে ভস্মীভূত করে দেবে। সেখানকার লোকেরা এ দৃশ্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হবে, তাদের কাছে মনে হবে, এখানে কিছুই ছিল না, অতি প্রত্যুষে সেখানে সকল সত্যদ্রোহী, অহংকারী লোকেরা একত্র হবে এবং তখনই আল্লাহ পাক তাদের সহ ঐ শহরকে ধ্বংস করে দেবেন। আর এটিই হা-মীম, আইন-সীন ক্বাফের অর্থ। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ সিদ্ধান্ত হয়ে আছে। 'আইন' অক্ষর দ্বারা আদল বা সুবিচারকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে সীন অক্ষরটি তাৎপর্য হলে অদূর ভবিষ্যতে হবে, আর ক্বাফের তাৎপর্য হলো একটি ঘটনা ঘটবে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রা.) মসজিদে নববীর মিম্বরে উপবিষ্ট লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর নিকট এ অক্ষরগুলোর অর্থ শ্রবণ করেছ? তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলেন এবং বললেন, আমি শুনেছি। 'হা-মীম' আল্লাহ পাকের নামসমূহের অন্যতম। 'আইন'-এর তাৎপর্য হলো, বদর যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী কাফেররা আজাবের স্বাদ ভোগ করছে। আর সীন -এর তাৎপর্য হলো– জালিমরা অদূর ভবিষ্যতে জানতে পারবে তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হবে। আর 'ক্বাফ' -এর তাৎপর্য তিনি বলতে পারেননি। তখন হযরত আবূ যর (রা.) দণ্ডায়মান হলেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তিনিও সেভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন, আর ক্বাফ-এর তাৎপর্য হলো গজব আসন্ন যা তাদেরকে সর্বস্বান্ত করবে। –[তাফসীরে তাবারী খ. ২৫, পৃ. ৫; তাফসীরে দুররুল মুনসূর খ. ৬,পৃ. ২৩,তাফসীর ইবনে কাছীর [উর্দু], পারা ২৫ পৃ. ৫]

মূলত হা-মীম আইন সীন ক্বাফ এবং এমনি অন্যান্য মুকাত্তাআত অক্ষরগুলোর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে শুধু আল্লাহ পাকই অবগত রয়েছেন, একথা বলাই উত্তম। –[তাফসীরে কাবীর খ. ২৭ পৃ. ১৪১]

يَتَفَطَّرْنَ-এতে হাদীসের বরাত দিয়ে উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাদের বোঝার চাপে আকাশে এমন আওয়াজ সৃষ্টি হয়, যেমন কোনো বস্তুর উপর ভারি বোঝা পতিত হলে সৃষ্টি হয়। এতে বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের ওজন আছে এবং তা ভারি। এটা অবান্তরও নয়। কেননা এটা স্বীকৃত যে, ফেরেশতাগণও দেহবিশিষ্ট যদিও তা খুব সূক্ষ্ম। বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম দেহও একত্রিত হলে ভারি হওয়া অসম্ভব নয়।–[বয়ানুল-কুরআন]

لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى - أُمَّ الْقُرٰى এর অর্থ– সকল জনপদ ও শহরের মূল ও ভিত্তি। এখানে মক্কা মোকাররমা বোঝানো হয়েছে। এই নামকরণের হেতু এই যে, এ শহরটি সমগ্র বিশ্বের শহর-জনপদ এমনকি ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আদী ইবনে হামরা যুহরী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করছিলেন এবং হাযুরা নামক স্থানে ছিলেন তখন আমি শুনেছি তিনি মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضٍ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللّٰهِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنِّيْ أُخْرِجْتُ مِنْكِ لَمَا خَرَجْتُ -তুমি আমার কাছে আল্লাহ তা'আলার সমগ্র পৃথিবী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি আমাকে তোমার থেকে বহিষ্কার করা না হতো, তবে আমি কখনও স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করতাম না।

وَمَنْ حَوْلَهَا -অর্থাৎ, মক্কা মোকাররমার আশপাশ। এর অর্থ আশপাশের আরব দেশসমূহও হতে পারে এবং পূর্ব-পশ্চিম সমগ্র বিশ্বও হতে পারে।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللّٰهِ -অর্থাৎ, যে ব্যাপারে ও যে কাজে তোমাদের পারস্পরিক মতভেদ হয়, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছেই সমর্পিত রয়েছে। কেননা আল্লাহর ফয়সালাই আসল ফয়সালা। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ-অন্যান্য অধিকাংশ আয়াতে রাসূলের এবং কোনো কোনো আয়াতে শাসকবর্গের আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেসব আয়াত এর পরিপন্থি নয়। কেননা রাসূল ও শাসকবর্গের ফয়সালা একদিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলারই ফয়সালা হয়ে থাকে। তাঁরা ওহীর মাধ্যমে কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করলে তা আল্লাহর ফয়সালা হওয়া সুস্পষ্ট। আর যদি তাঁরা ইজতিহাদ দ্বারা ফয়সালা করেন তবে ইজতিহাদের ভিত্তিও কুরআন ও সুন্নাহ হয়ে থাকে। তাই এ ফয়সালাও প্রকারান্তরে আল্লাহ তা'আলারই ফয়সালা। মুজতাহিদগণের ইজতিহাদও এদিক দিয়ে আল্লাহর বিধানাবলির অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আলেমগণ বলেন, কুরআন ও সুন্নাহ বোঝার যোগ্যতা রাখে না, এমন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে মুফতির ফতোয়াই শরিয়তের বিধান।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُوحِي : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْحَاءٌ মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তিনি ওহী অবতীর্ণ করেন।

تَكَادُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব كَادَ يَكَادُ মাসদার كَوْدٌ মূলবর্ণ (ك - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ- নিকটে হওয়া, কোনো কাজের নিকটবর্তী হওয়া।

يَتَفَطَّرْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَفَطُّرٌ মূলবর্ণ (ف - ط - ر) জিনস صحيح অর্থ- ফেটে যাবে, টুকরা টুকরা হয়ে যাবে।

يُسَبِّحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ- তারা পবিত্রতা বর্ণনা করে, তারা তাসবীহ পাঠ করে।

يَسْتَغْفِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِغْفَارٌ মূলবর্ণ (غ - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ- তারা ক্ষমা প্রার্থনা করে।

لِتُنْذِرَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف لام كى বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ-যাতে তুমি ভীতিপ্রদর্শন কর, ভয় দেখাও।

فَرِيْقٌ : অর্থ- মানুষের দল, গ্রুফ, জামাত। فِرْقَةٌ কেও গ্রুপ বলে। কিন্তু فَرِيْقٌ অপেক্ষা বড় দলের উপর প্রয়োগ হয়।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى এবং مهموز لام অর্থ-সে চায়।

اِتَّخَذُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِتِّخَاذٌ মূলবর্ণ (ء - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- তারা ধরে নিয়েছে, তারা বানিয়েছে, তারা গ্রহণ করেছে।

تَوَكَّلْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَوَكُّلٌ মূলবর্ণ (و - ك - ل) জিনস مثال واوى অর্থ- আমি ভরসা করলাম।

اُنِيْبُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنَابَةٌ মূলবর্ণ (ن - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ-খাঁটি মনে তওবা করা। এবং অন্তর থেকে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়া ও তওবা করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ : এখানে وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا মুবতাদা বাক্যটি সেলাহ। আর مِنْ دُوْنِهٖ দ্বিতীয় মাফউলের স্থানে, আর اَوْلِيَاءَ হলো اِتَّخَذُوْا-এর প্রথম মাফউল। আর اللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা حَفِيْظٌ হলো খবর। আর عَلَيْهِمْ হলো حَفِيْظٌ-এর সাথে متعلق আর مَا হলো نافية حجازية আর اَنْتَ হলো তার اسم এবং عَلَيْهِمْ টা وَكِيْل-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর بِوَكِيْلٍ-এর باء হলো হরফে জার অতিরিক্ত। আর وَكِيْل শব্দগতভাবে مجرور কিন্তু স্থানগতভাবে منصوب হয়েছে مَا এর খবর হওয়ার কারণে। আর اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ হলো اَلَّذِيْنَ-এর খবর। -[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ১৬]

১১. তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা; তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই হতে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুগুলোর জোড়া সৃষ্টি করেছেন, [আর] তাঁর সাহায্যে তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করেছেন; কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নেই, আর তিনিই সর্ববিষয়ে সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿۱۱﴾
১২. আসমানসমূহ ও জমিনের চাবিগুলো তাঁরই আয়ত্তে রয়েছে, যাকে ইচ্ছা জীবিকা প্রচুর করে দেন, আর [যাকে ইচ্ছা] কম করে দেন; নিঃসন্দেহে তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।	لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۱۲﴾
১৩. আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সেই ধর্ম নির্ধারিত করেছেন, নূহকে তিনি যার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং যা আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি, আর আমি ইবরাহীম ও মূসা এবং ঈসাকে যার নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, এ ধর্মকে কায়েম রেখ এবং এতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি করো না; মুশরিকদের নিকট সে [তাওহীদের] বিষয়টি বড়ই গুরুভার মনে হয়- যার প্রতি আপনি তাদেরকে আহ্বান করছেন; আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নেন। [অর্থাৎ তাকে সত্য ধর্ম গ্রহণের তৌফিক দান করেন] এবং যে আল্লাহর দিকে রুজু হয়, তাকে তিনি নিজ [দরবার] পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য দান করেন।	شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ﴿۱۳﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের স্রষ্টা جَعَلَ لَكُمْ তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন مِنْ اَنْفُسِكُمْ তোমাদেরই হতে اَزْوَاجًا জোড়া وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا এবং চতুষ্পদ জন্তু গুলোর জোড়া সৃষ্টি করেছেন يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ তার সাহায্যে তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করেছেন لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ কোনো কিছু তাঁর অনুরূপ নেই وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ আর তিনিই সর্ববিষয়ে শ্রবণকারী দর্শনকারী।

১২. لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহে ও জমিনের চাবিগুলো তারই আয়ত্তে রয়েছে يَبْسُطُ الرِّزْقَ জীবিকা প্রচুর করে দেন لِمَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَيَقْدِرُ আর (যাকে ইচ্ছা) কম করে দেন اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ নিঃসন্দেহে তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেস অবহিত।

১৩. شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সে ধর্মই নির্ধারিত করে দিয়েছে مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا নূহকে তিনি যার নির্দেশ দিয়েছেন وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ এবং যা আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ আর আমি যার নির্দেশ দিয়েছিলাম اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى ইবরাহীম ও মূসা এবং ঈসাকে اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ এই ধর্মকে কায়েম রেখ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ এবং এতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি করো না كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ মুশরিকদের নিকট সেই (তাওহীদের) বিষয়টি বড়ই গুরুভার মনে হয় مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ যার প্রতি আপনি তাদেরকে আহ্বান করেছেন اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ আল্লাহ নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নেন مَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ এবং তাকে তিনি নিজ (দরবার) পর্যন্ত পৌছবার সামর্থ্য দান করেন مَنْ يُّنِيْبُ যে আল্লাহর দিকে রুজু হয়।

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١٤﴾

১৪. এবং তারা নিজেদের নিকট জ্ঞান আসার পর শুধু পারস্পরিক বিদ্বেষবশত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে; আর যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত একটি বাক্য পূর্ব হতে নির্ধারিত হয়ে না থাকত, তবে [পৃথিবীতেই] তাদের মীমাংসা হয়ে যেত; আর যাদেরকে তাদের পর [আসমানি] কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা ঐ কিতাব সম্পর্কে এমন সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে, যা [তাদেরকে] দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে।

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٥﴾

১৫. অতএব, আপনি সেদিকেই ডাকতে থাকুন এবং আপনাকে যেরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে [তাতে] দৃঢ় থাকুন, আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, আর বলে দিন, আল্লাহ যত কিতাব নাজিল করেছেন, আমি তাতে ঈমান এনেছি, আর আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, তোমাদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত রাখি; আল্লাহ আমাদেরও মালিক এবং তোমাদেরও মালিক; আমাদের আমল আমাদের জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ নেই; আল্লাহ আমাদের সকলকে একত্র করবেন এবং তাঁর সমীপেই যেতে হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪. وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا এবং তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ নিজেদের নিকট জ্ঞান আসবার পর بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ শুধু পারস্পরিক একগুয়েমির কারণে وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ আর যদি একটি বাক্য পূর্ব হতে নির্ধারিত না থাকত مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى একটা নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ তবে তাদের মীমাংসা হয়ে যেত وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ আর যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে مِنْۢ بَعْدِهِمْ তাদের পর لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ তারা ঐ কিতাব সম্পর্কে এমন সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে مُرِيْبٍ যা (তাদেরকে) দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছেন।

১৫. فَلِذٰلِكَ فَادْعُ সুতরাং আপনি সে দিকেই ডাকতে থাকুন وَاسْتَقِمْ এবং দৃঢ় থাকুন كَمَآ اُمِرْتَ আপনাকে যেরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না وَقُلْ আর বলে দিন اٰمَنْتُ আমি তাতে ঈমান আনছি بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ আল্লাহ যত কিতাব নাজিল করেছেন وَاُمِرْتُ আর আমি আদিষ্ট হয়েছি لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ তোমাদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত রাখি اَللّٰهُ رَبُّنَا আল্লাহ আমাদেরও মালিক وَرَبُّكُمْ এবং তোমাদেরও মালিক لَنَآ اَعْمَالُنَا আমাদের আমল আমাদের জন্য وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ নেই اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا আল্লাহ আমাদের সকলকে একত্র করবেন وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ এবং তাঁর সমীপেই যেতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত ওয়ালীদ বিন মুগীরা ও শাইবা বিন রবিআ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তারা দু'জন রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে দাবি জানাল যে, তিনি যেন তাঁর দাওয়াতি কাজও নিজ আনীত ধর্ম ছেড়ে কুরাইশ ধর্মে ফিরে যান। তিনি যদি এমন করেন, তাহলে ওয়ালীদ তার বিশাল সম্পদ হতে অর্ধেক সম্পদ তাঁকে দিয়ে দিবে এবং শাইবা নিজ রূপবতী কন্যাকে তাঁর নিকট বিয়ে দেবে। -[কুরতুবী ১৫/১৬]

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا – পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বাহ্যিক ও দৈহিক নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছিল। এখান থেকে আধ্যাত্মিক নিয়ামতসমূহের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এক মজবুত ও সুদৃঢ় ধর্ম দান করেছে, যা সমস্ত পয়গম্বরেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত ধর্ম। আয়াতে পাঁচ জন পয়গম্বরের উল্লেখ রয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আ.) ও সর্বশেষ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ এবং মাঝখানে পয়গম্বরগণের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নাম উল্লেখ রয়েছে। কুফর ও শিরক সত্ত্বেও আরবের লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নবুয়ত স্বীকার করত। কুরআন অবতরণের সময় হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর ভক্ত ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরে এ দু'জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আহযাবেও পয়গম্বরগণের অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গে এ পাঁচ পয়গম্বরেরই নাম উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَإِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ - পার্থক্য এই যে, সূরা আহযাবে শেষ নবী ﷺ-এর নাম প্রথমে এবং হযরত নূহ (আ.)-এর নাম শেষে রয়েছে। এতে সম্ভবত : ইঙ্গিত রয়েছে যে, খাতামুল আম্বিয়া ﷺ যদিও আর্ভিবাবের দিক দিয়ে সবার শেষে এসেছেন কিন্তু নবুয়ত বন্টনে সবার অগ্রে। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি সৃষ্টি ক্ষেত্রে সকল পয়গম্বরের অগ্রবর্তী এবং আবির্ভাবে শেষে। -[ইবনে মাজা, দারেমী]

এখন প্রশ্ন হয় যে, হযরত আদম (আ.) সর্বপ্রথম পয়গম্বর। তাঁর নাম উল্লেখের দ্বারা পয়গম্বরগণের আলোচনা শুরু করা হলো না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে আগমণকারী সর্বপ্রথম পয়গম্বর ছিলেন হযরত আদম (আ.)। মৌলিক বিশ্বাস ও ধর্মের প্রধান বিষয়াদিতে তিনিও অভিন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁর আমলে মানুষের মধ্যে কুফর ও শিরক ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে দ্বন্দ্ব হযরত নূহ (আ.)-এর আমল থেকে শুরু হয়েছে। কাজেই এ ধরনের গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার দিক দিয়ে হযরত নূহ (আ.)-ই প্রথম পয়গম্বর। তাই তাঁর মাধ্যমেই পয়গম্বরগণের আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ - এটা পূর্ববর্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, যে দ্বীন বা ধর্ম মতে পয়গম্বরগণ সকলেই অভিন্ন ও এক, সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ তাতে বিভেদ ও অনৈক্য বৈধ নয়; বরং ধ্বংসের কারণ।

ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরজ এবং বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম : এ আয়াতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাতে সৃষ্টির নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। ধর্ম বলে সকল পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মৌলিক বিশ্বাস-যেমন তাওহীদ, রেসালত, পরকালে বিশ্বাস এবং মৌলিক ইবাদত। যেমন নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতের বিধান মেনে চলা। এ ছাড়া চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা অপরকে বিনা কারণে নিপীড়ন করা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার মতো অনাচারসমূহে নিষিদ্ধতা। এগুলো সমস্ত ঐশী ধর্মেরই অভিন্ন সর্বসম্মত বিষয়। শাখা বিধানসমূহে পয়গম্বরগণের শরিয়তে আংশিক বিভিন্নতাও রয়েছে। কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا -এতএব পয়গম্বরগণের অভিন্ন বিধানাবলিতে বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম এবং ধ্বংসের কারণ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর এর ডানে ও বাঁয়ে আরও কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের রেখা শয়তানের আবিষ্কৃত পথ। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপদেশ দেয়। অতঃপর তিনি মধ্যবর্তী সরল রেখার দিকে ইশারা করে বললেন : وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ- এটা আমার সরল পথ। তোমরা এরই অনুসরণ কর।-[মাযহারী]

এ দৃষ্টান্তে সরল পথ বলে পয়গম্বরগণের অভিন্ন ধর্মের পথই বোঝানো হয়েছে। এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। এসম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهٖ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে অর্ধ হাত পরিমাণও দূরে সরে পড়ে, সে-ই ইসলামের বন্ধনী তার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল। তিনি আরও বলেন, يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ- অর্থাৎ জামাতের উপর আল্লাহর রহমতের হাত রয়েছে। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শয়তান মানুষের জন্য ব্যাঘ্রস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে অতঃপর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সঙ্গে থাকা পৃথক না থাকা।-[মাযহারী]

সারকথা এই এ আয়াতে সকল পয়গম্বর অনুসৃত অভিন্ন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখার আদেশ রয়েছে। এতে মতভেদকে تَفَرُّقٌ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে এ মতভেদকেই ঈমানের জন্যে বিপদজ্জনক ও ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে।

মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতভেদ এতে দাখিল নয় : শাখাগত মাসআলার ব্যাপারে যে ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে কোনো স্পষ্ট বিধান নেই, অথবা কোনো বাহ্যিক বৈপরীত্য আছে, সেখানে মুজতাহিদ ইমামগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ দ্বারা বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এতে মতাদর্শের বিভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে মতভেদও হয়েছে। আয়াতে নিষিদ্ধ মতভেদের সাথে এই মতভেদের কোনো সম্পর্ক নেই। এ ধরনের মতভেদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমল থেকে সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে হয়ে আসছে এবং এটা যে উম্মতের জন্যে রহমতস্বরূপ, এ বিষয়ে ফিকহবিদগণ একমত।

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ- অর্থাৎ, তাওহীদ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাহীদের দাওয়াত মুশরিকদের কাছে কঠিন ঠেকে। এর কারণ খেয়ালখুশি ও শয়তানি শিক্ষার অনুসরণ এবং সরলপথ বর্জন। এরপর বলা হয়েছে-

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ- অর্থাৎ সরলপথ প্রাপ্তির দু'টিই উপায়। (এক) আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কাউকে সরলপথের জন্যে মনোনীত করে তার স্বভাব ও মজ্জাকে তার উপযোগী করে দিলেন। যেমন, পয়গম্বর ওলীগণকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে কুরআন বলে :

اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ- অর্থাৎ, আমি তাদেরকে বিশেষ কাজের জন্যে খাঁটিভাবে তৈরি করে নিয়েছি। বিশেষ বিশেষ পয়গম্বর সম্পর্কে কুরআনে مُخْلَصٌ (অর্থাৎ, মনোনীত) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের অর্থও তাই। এ ধরনের হেদায়েত খুবই সীমিত। সরলপথ প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে- যে ব্যক্তি আল্লাহর অভিমুখী হয় এবং তাঁর দীন মেনে চলার ইচ্ছা করে, আল্লাহ তাকে সত্য ধর্মের হেদায়েত দান করেন। وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ- বাক্যের অর্থ তাই। এ উপায়ের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অতএব, মুশরিকদের কাছে তাওহীদের দাওয়াত কঠিন ঠেকার কারণ এই যে, তারা ধর্মকে বোঝার এবং তা মনে চলার ইচ্ছাও করে না।

وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ –হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এখানে কুরাইশ কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সত্যধর্ম ও সরল পথের প্রতি তাদের বিমুখতা এমনিতেও নির্বুদ্ধিতা প্রসূত ছিল, তদুপরি আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা এরূপ করেছে। জ্ঞান এসে যাওয়ার অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, যাবতীয় জ্ঞান-গরিমার উৎস রাসূলে কারীম ﷺ-এর আগমন। কেউ কেউ এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা

নিজেদের পয়গম্বরগণের ধর্ম থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন রয়েছে, অথচ তাদের কাছে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে সরলপথের সঠিক জ্ঞান এসে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী উম্মতদের কথা বলা হোক অথবা কুরাইশ কাফেরদের কথা বলা হোক-উভয় অবস্থায় তারা নিজেরাতো পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলই রাসূলগণকেও তাদের পথে চালানোর প্রয়াসী ছিল। তাই অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে, বলা হয়েছে :

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

হাফেজ ইবনে-কাসীর (র.) বলেন, দশটি বাক্য সম্বলিত এই আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্যে বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে আয়াতুল কুরসীই এর একমাত্র নজির। তাতেও দশটি বিধান বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম বিধান হচ্ছে فَلِذٰلِكَ فَادْعُ -অর্থাৎ যদিও মুশরিকদের কাছে আপনার তাওহীদী দাওয়াত কঠিন মনে হয়, তথাপি আপনি এ দাওয়াত ত্যাগ করবেন না এবং উপর্যপুরি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখুন। দ্বিতীয় বিধান– وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ অর্থাৎ আপনি এ ধর্মে নিজে অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ যাবতীয় বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকতায় যথাযথ সমতা ও ভারসাম্য কায়েম রাখুন। কোনো দিকেই যেন কোনোরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। বলাবাহুল্য, এরূপ দৃঢ়তা সহজসাধ্য নয়। একারণেই কোনো কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাদের চুলে পাক ধরে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ অর্থাৎ সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। সূরা হূদেও এই আদেশ এ ভাষায়ই ব্যক্ত হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিধান- وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ অর্থাৎ প্রচারের দায়িত্ব পালনে আপনি কারও বিরোধিতা পরওয়া করবেন না। চতুর্থ বিধান وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ -অর্থাৎ আপনি ঘোষণা করুন : আল্লাহ তা'আলা যত কিতাব নাজিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি আমি বিশ্বাসী। পঞ্চম বিধান- وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ -এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের কোনো কোনো মোকদ্দমা আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায়বিচার করার নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ এখানে عَدْلٌ -এর অর্থ করেছেন সাম্য। তারা এ আয়াতের অর্থ করেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান তোমাদের মধ্যে সমান সমান রাখি, প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সব বিধান পালন করি-এরূপ নয় যে, কোনো বিধান মানবো কোনোটি অমান্য করব। অথবা কোনোটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব ও কোনোটির প্রতি করব না। ষষ্ঠ বিধান- اَللّٰهُ رَبُّنَا অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের সকলের পালনকর্তা। সপ্তম বিধান- لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ -অর্থাৎ আমাদের কর্ম আমাদের কাজে আসবে। তোমাদের তাতে কোনো লাভ-লোকসান হবে না এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের কাজে আসবে। আমার তাতে কোনো লাভ ও ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলেন, মক্কায় যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি, তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছিল। পরে জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার এই বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা জিহাদের সারমর্ম এই যে, যারা উপদেশও অনুরোধে প্রভাবিত হয় না, যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাভূত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি এবং উদ্দেশ্য এই যে, দলিলের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর তোমাদের না মানা কেবল শত্রুতা ও হঠকারিতা বশতঃই হতে পারে। শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এখন প্রমাণাদির আলোচনা অর্থহীন। তোমাদের কর্ম তোমাদের সামনে এবং আমার কর্ম আমার সামনে থাকবে।-[কুরতুবী]

অষ্টম বিধান- لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ অর্থাৎ সত্য স্পষ্ট প্রমাণিত হওয়ার পরও যদিও তোমরা শত্রুতাকে কাজে লাগাও তবে তর্ক-বিতর্কের কোনো অর্থ নেই। কাজেই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এমন কোনো বিতর্ক নেই। নবম বিধান- اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا -অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেকের কর্মের প্রতিদান দেবেন। দশম বিধান- وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ, আমরা সকলেই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করব।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَاطِرٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ باب ضَرَبَ মাসদার فَطْرٌ মূলবর্ণ (ف – ط – ر) জিনস صحيح অর্থ- সৃষ্টিকারী।

يَذْرَؤُ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ باب فَتَحَ মাসদার ذَرْءٌ মূলবর্ণ (ذ ـ ر ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ- জমিনে বীজ বপন করা।

مَقَالِيْدُ : جمع منتهى الجموع ; একবচনে مِقْلِيْدٌ ও مِقْلَادٌ আসে অর্থ- চাবিসমূহ , গুদামসমূহ, ঐ শক্তি যা সারা বিশ্বকে বেষ্টন করে রাখে।

يَبْسُطُ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ باب نَصَرَ মাসদার بَسْطٌ মূলবর্ণ (ب – س – ط) জিনস صحيح অর্থ- তিনি প্রশস্ত / বিস্তীর্ণ করেন। প্রসার করেন।

اَقِيْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ باب اِفْعَالٌ মাসদার اِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق – و – م) জিনস اجوف واوى অর্থ- অবস্থান করা। প্রতিষ্ঠিত করা। ঠিক করা।

لَا تَتَفَرَّقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر نهى حاضر معروف বহছ باب تَفَعُّلٌ মাসদার تَفَرُّقٌ মূলবর্ণ (ف – ر – ق) জিনস صحيح অর্থ- ফাটল সৃষ্টি করো না। বিভেদ সৃষ্টি করো না।

تَدْعُوْهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر مضارع معروف বহছ باب نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د – ع – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তুমি তাদেরকে আহবান কর।

يَجْتَبِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ باب اِفْتِعَالٌ মাসদার اِجْتِبَاءٌ মূলবর্ণ (ج – ب – و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তিনি বেছে নেন। তিনি নির্বাচন করেন। পছন্দ করে নেন।

يَهْدِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ باب ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه – د – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তিনি পথ প্রদর্শন করেন।

يُنِيْبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع معروف বহছ باب اِفْعَالٌ মাসদার اِنَابَةٌ মূলবর্ণ (ن – و – ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- সে প্রত্যাবর্তন করে। ফিরে আসে।

اُوْرِثُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب ماضى مجهول বহছ باب اِفْعَالٌ মাসদার اِيْرَاثٌ মূলবর্ণ (و – ر– ث) জিনস مثال واوى অর্থ- তাদের উত্তরাধিকার বানানো হলো। প্রতিনিধি বানানো হলো।

مُرِيْبٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ باب اِفْعَالٌ মাসদার اِرَابَةٌ মূলবর্ণ (ر – ى – ب) জিনস اجوف يائى অর্থ-সংশয়কারী। সন্দেহ সৃষ্টিকারী। অশান্তকারী।

اُدْعُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ باب نَصَرَ মাসদার دَعْوَةٌ মূলবর্ণ (د – ع – و) জিনস ناقص واوى অর্থ- আহবান কর। দোয়া কর। প্রার্থনা কর।

اُمِرْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر ماضى مجهول বহছ باب نَصَرَ মাসদার اَمْرٌ মূলবর্ণ (ء – م – ر) জিনস مهموز فاء অর্থ-আদেশ দেওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ : এখানে شَرَعَ ফে'ল তার উহ্য যমীর هو হলো কয়েল, আর لَكُمْ টা شَرَعَ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর مِنَ الدِّيْنِ হলো حال আর مَا হলো مفعول به আর وَصّٰى বাক্যটি হলো সেলাহ। بِهٖ টা وَصّٰى -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর نُوْحًا হলো مفعول به আর الَّذِىْ টা وَصّٰى -এর উপর আতফ হয়েছে। আর اَوْحَيْنَا বাক্যটি الَّذِىْ মাওসূলের সেলাহ হয়েছে। আর اِلَيْكَ টা اَوْحَيْنَا -এর সাথে مَا متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ২৪]

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾	১৬. আর যারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে– তাঁকে মেনে নেওয়ার পর, তাদের বিতর্ক তাদের প্রতিপালকের দরবারে বাতিল এবং তাদের উপর গজব রয়েছে এবং তাদের জন্য কঠোর আজাব রয়েছে।
اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾	১৭. আল্লাহ হচ্ছেন– যিনি কিতাব ও ইনসাফ নাজিল করেছেন; আর আপনি কি জানেন, হয়তো কিয়ামত নিকটবর্তী।
يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾	১৮. যারা তা বিশ্বাস করে না, তারা [অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে] তা তাড়াতাড়ি চাচ্ছে, আর যারা দৃঢ় বিশ্বাসী তারা তাকে ভয় করে, [এবং] তারা অটল বিশ্বাস রাখে যে, তা সত্য; স্মরণ রেখো! যারা কিয়ামত সম্বন্ধে ঝগড়া করে, তারা ঘোর বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।
اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾	১৯. আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাগণের উপর করুণাশীল, যাকে ইচ্ছা রিজিক প্রদান করেন, আর তিনি শক্তিমান, মহাপরাক্রান্ত।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ আর যারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ তাঁকে মেনে নেওয়ার পর حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ তাদের বিতর্ক বাতিল عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের দরবারে وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ এবং তাদের উপর গজব রয়েছে وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ এবং তাদের জন্য কঠোর আজাব রয়েছে।

১৭. اللَّهُ الَّذِي আল্লাহ হচ্ছেন أَنْزَلَ যিনি নাজিল করেছেন الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ কিতাব ও ইনসাফ وَمَا يُدْرِيكَ আপনি কি জানেন لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ হয়তো কিয়ামত নিকটবর্তী।

১৮. يَسْتَعْجِلُ بِهَا তারা তা তাড়াতাড়ি চাচ্ছে الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا যারা তা বিশ্বাস করে না وَالَّذِينَ آمَنُوا আর যারা দৃঢ় বিশ্বাসী مُشْفِقُونَ مِنْهَا তারা তাকে ভয় করে وَيَعْلَمُونَ আর তারা অটল বিশ্বাস রাখে যে, أَنَّهُ الْحَقُّ তা সত্য أَلَا স্মরণ রেখ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ যারা ঝগড়া করে فِي السَّاعَةِ কিয়ামত সম্বন্ধে لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ তারা সুদূর ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

১৯. اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের উপর করুণাশীল يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ যাকে ইচ্ছা রিজিক প্রদান করেন وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ আর তিনি শক্তিমান, মহাপরাক্রান্ত।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾

২০. যে পরলোকের ক্ষেত্রে [পুণ্যফল] কামনা করে, আমি তাকে তার ক্ষেত্রে উন্নতি প্রদান করব, আর যে পার্থিব ক্ষেত্র কামনা করে, [শুধু পার্থিব সম্পদেরই চেষ্টা করে, আখেরাতের কোনো চেষ্টা করে না] আমি [ইচ্ছা করলে] তাকে দুনিয়ার কিছু অংশ প্রদান করব এবং পরলোকে তার জন্য কোনো অংশ নেই।

اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

২১. তাদের কি কিছুসংখ্যক এরূপ [খোদায়ী] অংশীদার [উপাস্য দেবতা] আছে, যারা তাদের জন্য এমন একটি ধর্ম নিরূপণ করে দিয়েছে– আল্লাহ তা'আলা যার অনুমতি দেননি? আর যদি একটি মীমাংসাকারী বাণী [সাব্যস্ত হয়ে] না থাকত, তবে [পৃথিবীতেই] তাদের মীমাংসা হয়ে যেত; আর [আখেরাতে] সেই অনাচারীদের অবশ্যই যন্ত্রণাময় শাস্তি হবে।

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾

২২. আপনি সেই জালিমদেরকে দেখবেন যে, তারা নিজেদের কার্যাবলির দরুন ভীত রয়েছে, আর তা তাদের উপর [অবশ্যই] পতিত হবে; আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তারা বেহেশতের উদ্যানসমূহে থাকবে, তারা যারা কামনা করবে, তারা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট তা পাবে; এটাই বিরাট পুরস্কার।

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ যে কামনা করে حَرْثَ الْاٰخِرَةِ পরলোকের ক্ষেত্র (পুণ্য ফল) نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ আমি তাকে তার ক্ষেত্রে উন্নতি প্রদান করব وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ আর যে কামনা করে حَرْثَ الدُّنْيَا পার্থিব ক্ষেত্র نُؤْتِهٖ مِنْهَا আমি তাকে দুনিয়ার কিছু অংশ প্রদান করব وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ এবং পরলোকে তার জন্য কোনো অংশ নেই।

২১. اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا তাদের কি কিছু সংখ্যক এরূপ অংশীদার আছে شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ যারা তাদের জন্য এমন একটি ধর্ম নিরূপণ করে দিয়েছে مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা যার অনুমতি দেননি وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ আর যদি একটি মীমাংসাকারী বাণী (সাব্যস্ত হয়ে) না থাকত لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ তবে (পৃথিবীতেই) তাদের মীমাংসা হয়ে যেত وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ আর (আখেরাতে) সেই অনাচারীদের অবশ্যই হবে عَذَابٌ اَلِيْمٌ যন্ত্রণাময় শাস্তি।

২২. تَرَى الظّٰلِمِيْنَ আপনি সেই অনাচারীদেরকে দেখবেন مُشْفِقِيْنَ তারা ভীত রয়েছে مِمَّا كَسَبُوْا নিজেদের কার্যাবলির দরুন وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ আর তা তাদের উপর (অবশ্যই) পতিত হবে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ তারা জান্নাতের উদ্যানসমূহে থাকবে لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ যা কামনা করবে তারা তা পাবে عِنْدَ رَبِّهِمْ নিজেদের প্রতিপালকের নিকট ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ এটাই বিরাট পুরস্কার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ (١٦)

শানে নুযূল–১ : আবদ বিন হুমাইদ হযরত হাসান (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, আহলে কিতাবগণ সাহাবায়ে কেরামে সাথে একদা বলল যে, তোমাদের অপেক্ষা আমরা আল্লাহ তা'আলার অতি নিকটতম লোক। তাদের এ দাবির প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.) বলেন যে, বনী ইসরাঈল হতে একদল লোক ইসলাম গ্রহণ করার পথে বাধা হয়ে দাড়াত এবং লোকজনকে বিভ্রান্ত করতে লেগে থাকত। সুতরাং তারা বলত যে, আমাদের কিতাব হচ্ছে তোমাদের কিতাবের পূর্ববর্তী কিতাব, আমাদের নবী হলেন তোমাদের নবীর পূর্ববর্তী নবী। সেই সুবাদে আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা উত্তম। সুতরাং আমরা নিজেরাও তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহর অতি নিকটতম লোকজন। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল–৩ : হযরত ইবনে মুনযির হযরত ইকরিমা (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ যখন নাজিল হলো, তখন মুশরিকরা মক্কার মধ্যে যে সকল ঈমানদারগণ রয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকে বলতে লাগল যে, মানুষেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে। সুতরাং তোমরা আমাদের মধ্য হতে বের হয়ে যাও এবং ইসলামকে ছেড়ে দাও। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। -[রূহুল মা'আনী ২৫/২৫/১৩; দুররে মানসূর ৪/৫ : বাহরে মুহীত্ব ৪৯১/৭]

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ (٢٠)

শানে নুযূল : কাতাদা হযরত আনাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা ইহুদিদের সম্পর্কে নাজিল করেছেন। -[দুররে মানছুর ৫/৬]

পূর্বের আয়াতসমূহের পয়গম্বরগণের সর্বসম্মত ধর্মের প্রতি বিশ্বাসীকে দাওয়াত এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেসব কাফের শুনতে ও মানতেই রাজি নয়, তারা এরপরেও মুসলমানদের সাথে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেয়। রেওয়ায়েতে আছে যে কিছুসংখ্যক ইহুদি ও খ্রিস্টান এ বিতর্ক উপস্থিত করল যে, আমাদে নবী তোমাদের নবীর পূর্বে এসেছেন এবং আমাদের কিতাব তোমাদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমাদের ধর্ম তোমাদের ধর্ম অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এই বিষয়টি কোরাইশ কাফেরদের উত্থাপিত বলে বর্ণিত রয়েছে। কেননা তারা নিজেদেরকে প্রাচীন ধর্মের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করত।

কুরআন পাক উল্লিখিত আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছে যে, ইসলামও কুরআনের আবেদন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এবং স্বয়ং তোমাদের জ্ঞানী-গুণী ও ন্যায়পন্থি ব্যক্তিবর্গও মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তোমাদের বাকবিতণ্ডা আসার ও পথভ্রষ্টতা বৈ নয়। তোমরা না মানলে গজব তোমাদের উপরই পড়বে। অতঃপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এতে আল্লাহর হক ও বান্দার হকের জন্যে পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন রয়েছে। اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ এখানে 'কিতাব' বলে কুরআনসহ সমস্ত ঐশীগ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে এবং 'হক' বলে পূর্বোক্ত সত্য ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। مِيْزَانٌ-এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়ি-পাল্লা। এটা যেহেতু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং অধিকার পূর্ণ মাত্রায় দেওয়ার একটি মানদণ্ড তাই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর তাফসীর করেছেন ন্যায়বিচার। মুজাহিদ বলেন মানুষ যে দাঁড়ি-পাল্লা ব্যবহার করে, এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং হক শব্দের মধ্যে আল্লাহর যাবতীয় হক এবং مِيْزَانٌ শব্দের মধ্যে বান্দার যাবতীয় হকের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

'মুমিনরা কিয়ামতকে ভয় করে -এর অর্থ কিয়ামতের ভয়াবহতাজনিত বিশ্বাসগত ভয়। পরন্তু নিজেদের কর্মগত ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য করলে এ ভয় অপরিহার্যরূপে দেখা দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো মুমিনের মধ্যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হয়ে তা এ ভয়কে ছাপিয়ে যায়-তা আয়াতের পরিপন্থি নয়। যেমন মৃত্যুর পর কবরে কোনো কোনো মৃতের যথাশীঘ্র কিয়ামতের আগমন কামনার বিষয় প্রমাণিত রয়েছে। কারণ কবরে ফেরেশতাদের কাছে থেকে রহমত ও মাগফেরাতের সুসংবাদ শুনে কিয়ামতের ভয় স্তিমিত হয়ে যাবে।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ -অভিধানে لَطِيْفٌ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অনুবাদ করেছেন 'দয়ালু' এবং মুকাতিল করেছেন 'অনুগ্রহকারী।'

হযরত মুকাতিল বলেন, আল্লাহ সমস্ত বন্দার প্রতিই দয়ালু। এমনকি কাফের এবং পাপাচারীর উপরও দুনিয়াতে তাঁর নিয়ামত বর্ষিত হয়। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা অসংখ্য প্রকার। তাই তাফসীরে কুরতুবী لَطِيْفٌ শব্দের অর্থ বর্ণনা করেছেন। সবগুলোর সারমর্মই দয়ালু ও অনুগ্রহকারী।

আল্লাহ আ'আলার রিজিক সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক। স্থলে ও জলে বসবাসকারী যেসব জন্তু সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না, আল্লাহর রিজিক তাদের কাছেও পৌঁছে। আয়াতে যাকে ইচ্ছা রিজিক দেন, এ সম্পর্কে তাফসীরে মাজহারীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার রিজিক অসংখ্য প্রকার। জীবনধারণের উপযোগী রিজিক সবাই পায়। এরপর বিশেষ প্রকারের রিজিক বন্টনে তিনি বিভিন্ন স্তর ও মাপ রেখেছেন। কাউকে ধন-সম্পদের রিজিক অধিক দান করেছেন; কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তির, কাউকে জ্ঞান ও মারেফতের এবং কাউকে অন্যান্য প্রকার রিজিক দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক মানুষ অপরের মুখাপেক্ষীও থাকে এবং এই মুখাপেক্ষিতাই তাদেরকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে, যার উপর মানব সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

হযরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (র.) বলেন, রিজিকের ব্যাপারে বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুকম্পা দু'রকম। (এক)-তিনি কাউকে তার সারা জীবনের রিজিক এক যোগে দান করেন না। এরূপ করলে তার হেফাজত দুরূহ হয়ে পড়ত এবং শত হেফাজতের পরেও তা পচা-গলা থেকে নিরাপদ থাকত না। –[মাযহারী]

একটি পরীক্ষিত আমল : মাওলানা শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী (র.) বলেন, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ (র.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সত্তর বার اَللّٰهُ لَطِيْفٌ আয়াতটি اَلْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ-পর্যন্ত নিয়মিত পাঠ করবে, সে রিজিকের অভাব-অনটন থেকে মুক্ত থাকবে। তিনি আরও বলেন, এটি বহুল পরীক্ষিত আমল।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُحَاجُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُحَاجَّةٌ মূলবর্ণ (ح - ج - ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তারা ঝগড়া বিবাধ করে। বাদানুবাদ করে।

اُسْتُجِيْبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِسْتِجَابَةٌ মূলবর্ণ (ج - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- তাকে মানা হয়েছে, গ্রহণ করা হয়েছে।

دَاحِضَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার دَحْضٌ মূলবর্ণ (د - ح - ض) জিনস صحيح অর্থ- হোঁচট খাওয়া, নড়বড়ে হওয়া।

نُؤْتِهٖ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব (ناقص يائى এবং مهموز فاء) অর্থ- আমি তাদেরকে (অংশ অনুযায়ী) দেব।

لَمْ يَأْذَنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بلم বাব سَمِعَ মাসদার اِذْنٌ মূলবর্ণ (ء - ذ - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ- সে অনুমতি দেয়নি। আদেশ দেয়নি।

وَاقِعٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার وُقُوْعٌ মূলবর্ণ (و - ق - ع) জিনস مثال واوى অর্থ- সে পতিত হয়।

رَوْضٰتٌ : এটা روضة এর বহুবচন। رياض ও বহুবচন আসে। অর্থ- বাগানসমূহ, বাগিচাসমূহ। কাননসমূহ, সবুজ মাঠ।

يَشَاءُ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব اجوف يائى এবং مهموز عين অর্থ-তারা চায়/ চাইবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ : এখানে اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা اَلَّذِىْ হলো তার খবর। আর اَنْزَلَ الْكِتَابَ হলো الذى মওসূলের সেলাহ। আর بِالْحَقِّ টা اَنْزَلَ -এর সাথে متعلق হয়েছে। সুতরাং باء টা الملابسة -এর জন্য হয়েছে। অথবা উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে। আর اَلْمِيْزَانَ টা اَلْحَقَّ এর উপর আতফ হয়েছে।

–[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড : পৃ. ২৮]

ذٰلِكَ الَّذِیْ یُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبٰی ؕ وَمَنْ یَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِیْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿۲۳﴾

২৩. এটাই তা– যার সুসংবাদ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সেই বান্দাগণকে প্রদান করেছেন, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কার্যসমূহ করেছে; আপনি বলুন, আমি তোমাদের নিকট কিছুই চাই না আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত; আর যে ব্যক্তি কোনো নেকী করবে, আমি তার মধ্যে আরও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দেব; [অর্থাৎ সেই নেকীর প্রাপ্য ছওয়াবের উপর আরো অধিক ছওয়াব প্রদান করব] নিঃসন্দেহে, আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড় গুণগ্রাহী।

اَمْ یَقُوْلُوْنَ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ یَّشَاِ اللّٰهُ یَخْتِمْ عَلٰی قَلْبِكَ ؕ وَیَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَیُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۲۴﴾

২৪. এরা কি এরূপ বলে যে, তিনি [রাসূল] আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছেন; পরন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন; তবে আপনার মনের উপর মোহর মেরে দিতেন, আর আল্লাহ তা'আলা বাতিলকে বিলুপ্ত করেন এবং সত্যকে স্বীয় নির্দেশাবলির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন; নিশ্চয়, তিনি অন্তরের কথাসমূহ অবগত আছেন।

وَهُوَ الَّذِیْ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَیَعْفُوْا عَنِ السَّیِّاٰتِ وَیَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. আর তিনি এমন যে, স্বীয় বান্দাগণের তওবা কবুল করে থাকেন এবং তিনি গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন, আর তোমরা যা কিছু কর, তিনি তা অবগত আছেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. ذٰلِكَ الَّذِیْ এটাই তা یُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ যার সুসংবাদ আল্লাহ তা'আলা তার সেই বান্দাগণকে প্রদান করছেন الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেককার্যসমূহ করেছে قُلْ আপনি বলুন لَّاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا আমি তোমাদের নিকট কিছুই চাইনা اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبٰی আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত وَمَنْ یَّقْتَرِفْ حَسَنَةً আর যে ব্যক্তি কোনো নেকী করবে نَّزِدْ لَهٗ فِیْهَا حُسْنًا আমি তার আরও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করব اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড় গুণগ্রাহী।

২৪. اَمْ یَقُوْلُوْنَ এরা কি এরূপ বলে যে افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا তিনি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করেছেন فَاِنْ یَّشَاِ اللّٰهُ পরন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন یَخْتِمْ عَلٰی قَلْبِكَ তবে আপনার মনের উপর মোহর মেরে দিতেন وَیَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ আর আল্লাহ তা'আলা বাতিলকে বিলুপ্ত করেন وَیُحِقُّ الْحَقَّ এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন بِكَلِمٰتِهٖ স্বীয় নির্দেশাবলির মাধ্যমে اِنَّهٗ عَلِیْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ নিশ্চয় তিনি অন্তরের কথাসমূহ অবগত আছেন।

২৫. وَهُوَ الَّذِیْ আর তিনি এমন যে یَقْبَلُ التَّوْبَةَ তওবা কবুল করে থাকেন عَنْ عِبَادِهٖ স্বীয় বান্দাগণের وَیَعْفُوْا عَنِ السَّیِّاٰتِ এবং তিনি গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন وَیَعْلَمُ আর তিনি অবগত আছেন مَا تَفْعَلُوْنَ তোমরা যা কিছু কর।

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾

২৬. আর তিনি সে সমস্ত লোকের ইবাদত কবুল করে থাকেন যারা ঈমান এনেছে এবং তারা নেক কাজ করেছে এবং তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে আরো অধিক প্রদান করে থাকেন; আর যারা কুফরি করছে তাদের জন্য কঠিন আজাব রয়েছে।

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

২৭. আর যদি আল্লাহ তা'আলা নিজের সমস্ত বান্দার জীবিকা সচ্ছল করে দেন, তবে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত, কিন্তু তিনি যে পরিমাণ জীবিকা ইচ্ছা করেন, সে পরিমাণে নাজিল করে থাকেন; তিনি নিজ বান্দাগণ সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল, পর্যবেক্ষক।

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

২৮. এবং তিনি এমন [দয়ালু] যে, মানুষের নিরাশ হওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং স্বীয় রহমত [-এর লক্ষণসমূহ] বিস্তৃত করে দেন; এবং তিনি [সকলের] কার্যনির্বাহক [ও] প্রশংসার যোগ্য।

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

২৯. আর তাঁর [কুদরতের] নিদর্শনসমূহের মধ্যে আসমানসমূহকে ও জমিনকে সৃষ্টি করা এবং সে সমস্ত প্রাণীকে, যাদেরকে তিনি জমিনে ও আসামনে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে যখন ইচ্ছা একত্রিত করতেও সক্ষম।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. وَيَسْتَجِيبُ আর তিনি সে সমস্ত লোকের ইবাদত কবুল করে থাকেন الَّذِينَ آمَنُوا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং তারা নেক কাজ করেছে وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ এবং তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে আরও অধিক প্রদান করে থাকেন وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ আর যারা কুফরি করছে তাদের জন্য কঠিন আজাব রয়েছে।

২৭. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ আর যদি আল্লাহ তা'আলা জীবিকা সচ্ছল করে দেন لِعِبَادِهِ নিজের সমস্ত বান্দার لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ তবে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ কিন্তু তিনি যে পরিমাণ জীবিকা ইচ্ছা করেন সে পরিমাণে নাজিল করে থাকেন إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ তিনি নিজ বান্দাগণ সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, পর্যবেক্ষক

২৮. وَهُوَ الَّذِي এবং তিনি এমন (দয়ালু) যে يُنَزِّلُ الْغَيْثَ বৃষ্টি বর্ষণ করেন مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا মানুষের নিরাশ হওয়ার পর وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ এবং স্বীয় রহমত বিস্তৃত করে দেন وَهُوَ الْوَلِيُّ এবং তিনি কার্যনির্বাহক الْحَمِيدُ প্রশংসার যোগ্য

২৯. وَمِنْ آيَاتِهِ আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আসমানসমূহকে ও জমিনকে সৃষ্টি করা وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ এবং সমস্ত প্রাণীকে যাদেরকে তিনি জমিনে ও আসমানে ছড়িয়ে রেখেছেন وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ এবং তিনি তাদেরকে একত্রিত করতেও إِذَا يَشَاءُ যখন ইচ্ছা قَدِيرٌ সক্ষম।

৩০. আর তোমাদের উপর যে কোনো বিপদ আপতিত হয়, তা তোমাদেরই হস্তের অর্জিত কার্যসমূহের দরুন এবং বহু বিষয় তো তিনি ক্ষমা করে দেন।	وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾
৩১. এবং তোমরা ভূপৃষ্ঠে [আত্মগোপন করে তাঁকে] অক্ষম করতে পারবে না, আর [এমতাবস্থায়] আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কেউই সহায়কও নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।	وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٣١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. وَمَا اَصَابَكُمْ আর তোমাদের উপর আপতিত হয় مِنْ مُّصِيْبَةٍ যে কোনো বিপদ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ তা তোমাদেরই হস্তের অর্জিত কার্যসমূহের দরুন وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ এবং বহু বিষয় তো তিনি ক্ষমা করে দেন।

৩১. وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ এবং তোমরা ভূপৃষ্ঠে [আত্মগোপন করে তাকে] অক্ষম করতে পারবে না وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর এমতাবস্থায় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কেউই নেই مِنْ وَّلِيٍّ সহায়কও وَّلَا نَصِيْرٍ এবং সাহায্যকারীও নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ذٰلِكَ الَّذِىْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

শানে নুযূল–১ : আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় তশরিফ আনয়ন করেন, তখন তাঁর সামর্থ্যের বাইরে অনেক প্রয়োজনাদি দেখা দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে আনসাররা পরস্পরে বললেন যে, এ মহামানবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি তোমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র; তাঁর শক্তি সামর্থ্যের বাইরে প্রয়োজনাদি দেখা দিয়েছে। সুতরাং চলো আমরা সকলে মিলে তা সমাধান করে দেই। পরক্ষণে তারা তা সমাধা করার জন্যে তাঁর নিকট গমন করে। সেই প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

শানে নুযূল–২ : হাসান বলেন, আনসার ও মুহাজিরগণ পরস্পরের মাঝে যখন তারা গর্ব প্রকাশ করছিল। আনসারগণ বলছিল যে, আমরা অমুক কাজটি করে দিয়েছি। মুহাজিররা রাসূল ﷺ এর নিকটতম ও নিকটাত্মীয় হবার বার্তা প্রকাশ করছিল। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। -[কুরতুবী ২৩/২৬]

শানে নুযূল– ৩ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, আনসাররা বলছিল আমরা এমন এমন কাজ করেছি। যেমন না কি তারা গর্ববোধ করছিল, তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও বলেছিলেন যে, তোমাদের উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ এ সংবাদ পেয়ে তাদের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি লাঞ্ছিত ও অবহেলিত ছিলে না? অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে সম্মান দেননি? তারা বলল, জী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি ভ্রষ্ট ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের হেদায়েত দান করেননি? তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল জী হ্যাঁ! রাসূল ﷺ আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার জবাব দেবেনা? তখন তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিছুই বলিনি, কি বলতে পারি ? রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা কি এমন বলনি যে তোমার সম্প্রদায় তোমাকে বহিষ্কার করে দিয়েছে আমরা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি, তোমার জাতি তোমাকে অবিশ্বাস কি করেনি তখন আমরা তোমাকে সমর্থন করে বিশ্বাস করেছি, তারা কি তোমার উপর নির্যাতন করেনি, তখন আমরা তোমার সাহায্য করেছি। রাসূল ﷺ এমনভাবে বলেই যেতে লাগলেন। অবশেষে তারা নতজানু হয়ে বসে পরে বলল, আমাদের ধন-সম্পদ আমাদের হাতে রয়েছে, সব কিছু আল্লাহও তদ্বীয় রাসূলের জন্যে। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[ইবনে কাছীর ১১২/৪]

وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ (٢٥)

শানে নুযূল :- হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন একশ্রেণির লোক মনে করেছিল যে, এতে কেবল মাত্র বন্ধুত্বতা স্থাপন করার প্রতিই উৎসাহিত করা হচ্ছে। হযরত জিবরাইল (আ) এসে সংবাদ দিলেন যে, তারা তাঁর প্রতি অপবাদ রটনা করেছে, তখন اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا আয়াত নাজিল হয়। অতঃপর মানুষেরা বলল যে, হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা তো সাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল এবং আমরা তওবা করছি, তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -[কুরতুবী ২৫/১৬]

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ (٢٧)

শানে নুযূল : আমর বিন হারিছ বলেন, সুফফায় যারা ছিলেন, তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট আবেদন করেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেন ধনাঢ্যতা দান করেন এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্যতা ও যেন আল্লাহ তা'আলার তাদেরকে দান করেন, হযরত খাব্বাব বিন আরত (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আমাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আমরা যখন বনূ নযীর, বনূ কুরাইযা ও বনূ কায়নুকা গোত্রসমূহের ধন-সম্পদের আকড় দেখে অনুরূপ ধন-সম্পদের আকড়ের অধিকারী হবার কামনা করতেছিলাম। ধন-সম্পদ লাভের আবেদন করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ৩৫৯/২৫১৩, কুরতুবী ২৬/১৬, বাহরে মহীত্ব ৪৯৫/৭ দুররে মনছুর ৮/৬]

وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ وَهُوَ الْوَلِىُّ الْحَمِيْدُ (٢٨)

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন যে, মক্কা বাসীদের উপর সাত বছর পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ সময় বৃষ্টিপাত না হওয়াতে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ২৮/১৬]

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -সার সংক্ষেপে বর্ণিত এ আয়াতের তাফসীর অধিকাংশ তাফসীরবিদ থেকেই বর্ণিত রয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের সবার কাছে আমার আসল হক এই যে, তোমরা আমার রেসালতকে স্বীকৃতি দাও এবং নিজেদের সৌভাগ্য ও সাফল্যের জন্যে আমার আনুগত্য কর। তোমরা এটা না করলে আমার বলার কিছুই নেই। কিন্তু আমার একটি মানবিক ও পারিবারিক হকও রয়েছে, যা তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমাদের অধিকাংশ গোত্রে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার অধিকার ও আত্মীয় বাৎসল্যের প্রয়োজন তোমরা অস্বীকার কর না। অতএব, আমি তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশোধনের যে দায়িত্ব পালন করি, এর কোনো পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু দাবি যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু শত্রুতা প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্কে প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত।

বলাবাহুল্য, আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বয়ং তাদেরই কর্তব্য ছিল। একে কোনো শিক্ষা ও প্রচারকার্যের পারিশ্রমিক বলে অবিহিত করা যায় না। আয়াতে একে রূপক অর্থে পারিশ্রমিক বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে এটাই চাই। এটা প্রকৃতপক্ষে কোনো পারিশ্রমিক নয়। তোমরা একে পারিশ্রমিক মনে করলে ভুল হবে। এ বাক্যের নজির দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাতেই বিদ্যমান রয়েছে। কবি মুতানাব্বী বলেন : وَلَا عَيْبَ فِيْهِمْ غَيْرَ اَنَّ سُيُوْفَهُمْ ۰ فُلُوْلٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ অর্থাৎ, কোনো এক গোত্রের বীরত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এছাড়া কোনো দোষ নেই যে অহরহ যুদ্ধ ও মারামারির কারণে তাদের তরবারিতে দাঁত সৃষ্টি হয়ে গেছে। বলাবহুল্য, বীরের জন্যে এটা কোনো দোষ নয় : বরং নৈপুণ্য।

জনৈক উর্দু কবি বলেন : مجھ میں ایک عیب بڑا ہے ۰ کہ وفادار ہوں میں

এতে কবি তার বিশ্বস্ততার গুণকে দোষরূপে ব্যক্ত করে করে নিজের নির্দোষতাকে বড় করে দেখিয়েছেন।

সারকথা এই যে, আত্মীয় বাৎসল্য বাস্তবে পারিশ্রমিক নয়। কাজেই আমি এছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না

বুখারী ও মুসলিমে আলোচ্য আয়াতের এ তাফসীরই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যুগে যুগে পয়গম্বরগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোনো বিনিময় তোমাদের কাছে চাই না। আমার প্রাপ্য আল্লাহ তা'আলাই দেবেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের সেরা পয়গম্বর সেরা পয়গম্বর হয়ে স্বজাতির কাছে কেমন করে বিনিময়ে চাইবেন?

ইমাম শা'বী (র.) বলেন, আমি এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কাছে পত্র লিখলে তিনি জওয়াবে লিখে পাঠালেন :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ وَسَطَ النَّاسِ فِي قُرَيْشٍ لَيْسَ بَطْنٌ مِنْ بُطُونِهِمْ إِلَّا وَقَدْ وَلَدُوهُ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ أَجْرًا عَلَى مَا أَدْعُوكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى تَوَدُّونِي قَرَابَتِي مِنْكُمْ وَتَحْفَظُونِي بِهَا.

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরায়শদের যে গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তার প্রত্যেকটি শাখা-পরিবারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার জন্মগত সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাই আল্লাহ বলেছেন, আপনি মুশরিকদেরকে বলুন, দাওয়াতের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না। আমি চাই, তোমরা আত্মীয়তার খাতিরে আমাকে তোমাদের মধ্যে অবাধে থাকতে দাও এবং আমার হেফাজত কর। –[রূহুল-মা'আনী]

ইবনে জারীর প্রমুখ আরও বর্ণনা করেন :

يَاقَوْمِ إِذَا أَبَيْتُمْ أَنْ تَتَابَعُونِي فَاحْفَظُوا قَرَابَتِي مِنْكُمْ وَلَا تَكُونُ غَيْرُكُمْ مِنَ الْعَرَبِ أَوْلَى بِحِفْظِي وَنُصْرَتِي مِنْكُمْ.

হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আমার অনুসরণে অস্বীকৃতিও জ্ঞাপন কর, তবুও তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে অন্তত তার প্রতি তো লক্ষ্য রাখবে। আরবের অন্যান্য লোক আমার হেফাজত ও সাহায্যে অগ্রণী হলে তোমাদের জন্য গৌরবের বিষয় হবে না। –[রূহুল-মা'আনী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেই আরও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি নাজিল হলে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, আপনার আত্মীয় কারা? তিনি বললেন, আলী, ফাতেমা ও তাদের সন্তান-সন্ততি। এ রেওয়ায়েতের সনদ খুব দুর্বল। তাই আল্লামা সুয়ূতী ও হাফেজ ইবনে হাজার প্রমুখ একে অগ্রাহ্য বলেছেন। এছাড়া এই রেওয়ায়েতের অর্থ এই যে, আমি আমার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে এতটুকু চাই যে, তোমরা আমার সন্তান-সন্ততির প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা পয়গম্বরগণ বিশেষত সেরা ও শ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের উপযুক্ত কথা হতে পারে না। সুতরাং সঠিক তাফসীর তাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাফেযী সম্প্রদায় এ রেওয়ায়েত কেবল পছন্দই করেনি, এর উপর বিরাট বিরাট আশার দুর্গও রচনা করেছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

নবী পরিবারের সম্মান ও মহব্বত : উপরে এতটুকুই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কাজের বিনিময়ে জাতির কাছে স্বীয় সন্তানদের প্রতি মহব্বত প্রদর্শনের আবেদন করেননি। এর অর্থ এই নয় যে, রাসূল পরিবারের মাহাত্ম্য ও মহব্বত কোনো গুরুত্বের অধিকারী নয়। যে কোনো হতভাগা পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই এরূপ ধারণা করতে পারে। সত্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মান ও মহব্বত সবকিছুর চাইতে বেশি হওয়া আমাদের ঈমানের অঙ্গ ও ভিত্তি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যার যত নিকট সম্পর্ক আছে, তার সম্মান ও মহব্বত এবং সে অনুপাতে জরুরি হওয়া অপরিহার্য। ঔরসজাত সন্তান সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয়। তাই তাদের মহব্বত নিশ্চিতরূপে ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বিবিগণ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে, অথচ তাঁদেরও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নৈকট্য ও আত্মীয়তার বিভিন্নরূপে সম্পর্ক রয়েছে।

সারকথা এই যে, নবী পরিবার ও নবী বংশের মহব্বত নিয়ে কোনো সময় মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের মহব্বত অপরিহার্য। তবে বিরোধ সেখানে দেখা দেয়, যেখানে অন্যদের সম্মানে আঘাত হানা হয়। নতুবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশধর হিসেবে যত দূর সম্পর্কের সৈয়দই হোক না কেন, তাঁদের মহব্বত ও সম্মান সৌভাগ্য ও ছওয়াবের কারণ। অনেকেই এ ব্যাপারে শৈথিল্যের পরিচয় দিতে শুরু করলে হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.) কয়েক লাইন কবিতায় তাদের তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হলো। এতে প্রকৃতপক্ষে তিনি অধিকাংশ আলিমের মতাদর্শই তুলে ধরেছেন :

يَا رَاكِبًا قِفْ بِالْمُحَصَّبِ مِنْ مِنًى • وَاهْتِفْ بِسَاكِنِ خَيْفِهَا وَالنَّاهِضِ
سَحَرًا إِذَا فَاضَ الْحَجِيجُ إِلَى مِنًى • فَيْضًا كَمُلْتَطِمِ الْفُرَاتِ الْفَائِضِ
إِنْ كَانَ رِفْضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ • فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضًا

হে অশ্বারোহী, তুমি মিনার মুহাসসাব উপত্যকার অদূরে দাঁড়িয়ে যাও। প্রত্যূষে যখন হাজীদের স্রোত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মীনার দিকে রওয়ানা হবে, তখন সেখানকার প্রত্যেক বাসিন্দা ও পথচারীকে ডেকে তুমি ঘোষণা কর, যদি কেবল মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশধরের প্রতি মহব্বত রাখলেই মানুষ রাফেযী হয়ে যায়, তবে বিশ্বজগতের সমস্ত জিন ও মানব সাক্ষী থাকুক, আমিও রাফেযী।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ الخ

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত, রেসালত ও কুরআনকে ভ্রান্ত ও আল্লাহর বিরুদ্ধে অপপ্রচার আখ্যাদানকারীদেরকে একটি সাধারণ নীতি বর্ণনা করে জওয়াব দিয়েছেন। নীতিটি এই যে, পয়গম্বরের মু'জিযা ও জাদুকরের জাদু-এ দুই এই এর মধ্যে কোনোটিই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় অনুগ্রহে পয়গম্বরগণের নবুয়ত সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে মু'জিযা দান করেন। এতে পয়গম্বরের কোনো এখতিয়ার থাকে না।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা জাদুকরদের জাদুকেও পরীক্ষার ভিত্তিতে চালু হতে দেন। কিন্তু জাদু ও মু'জিযার মধ্যে এবং জাদুকর ও পয়গম্বরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য তিনি এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মিছামিছি নবুয়ত দাবি করে, তার হাতে কোনো জাদু ও সফল হতে দেন না; নবুয়ত দাবি করার পূর্ব পর্যন্তই তার জাদু কার্যকর হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ যাকে নবুয়ত দান করেন, তাঁকে মু'জিযা দেন এবং সমুজ্জ্বল করেন। এভাবে স্বাভাবিক গতিতেই তাঁর নবুয়ত সপ্রমাণ করে দেন। এছাড়া স্বীয় কালামের আয়াতের সত্যায়নও নাজিল করেন।

কুরআন পাকও এক মুজিযা। সারা বিশ্বের জিন ও মানব এর এক আয়াতের নমুনাও রচনা করতে অক্ষম। তাদের এই অক্ষমতা নবী করীম ﷺ-এর আমলেই সপ্রমাণ হয়ে গেছে। এবং আজ পর্যন্ত সপ্রমাণ আছে। এমন সুস্পষ্ট মুজিযা উপরিউক্ত নীতি অনুযায়ী কোনো মিথ্যা নবীর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। অতএব, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওহী ও রেসালত সম্পর্কিত বলে তারা নিজেরাই বিভ্রান্তিও অপপ্রচারে লিপ্ত ।

দ্বিতীয় আয়াতে কাফেরদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখনও কুফর থেকে বিরত হও এবং তওবা কর। আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু। তিনি তওবাকারীদের তওবা কুবল করেন এবং তাদের পাপ মার্জনা করেন।

তওবার স্বরূপ : তওবার শাব্দিক অর্থ ফিরে আসা। শরিয়তের পরিভাষায় কোনো গোনাহ্ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবা বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

(এক)-বর্তমানে যে গোনাহ লিপ্ত রয়েছে, তা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে, (দুই)-অতীতের গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং (তিন) ভবিষ্যতে সে গোনাহ্ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে এবং কোনো ফরজ কাজ ছেড়ে থাকলে তা আদায় অথবা কাজা করতে হবে। গোনাহ্ যদি বান্দার বৈষয়িক হক সম্পর্কিত হয়, তবে শর্ত এই যে, প্রাপক জীবিত থাকলে তাকে সে ধন-সম্পদ ফেরত দেবে অথবা মাফ করিয়ে নেবে। প্রাপক জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিশদেরকে ফেরত দেবে। কোনো ওয়ারিশ না থাকলে বায়তুল মালে জমা দেবে। যদি বায়তুল মাল না থাকে অথবা তার ব্যবস্থাপনা সঠিক না হয় তবে প্রাপকের পক্ষ থেকে সদকা করে দেবে। বৈষয়িক নয়, এমন কোনো হক হলে যেমন কাউকে অন্যায়ভাবে জ্বালাতন করলে, গালি দিলে, অথবা কারও গিবত করলে যেভাবেই সম্ভবপর হয় তাকে সন্তুষ্ট করে ক্ষমা নিতে হবে।

সকল তওবার জন্যেই আল্লাহর ওয়াস্তে গোনাহ্ বর্জন করতে হবে, শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে গোনাহ বর্জন করলে তওবা হবে না। যাবতীয় গোনাহ থেকে তওবা করাই শরিয়তের কাম্য। কিন্তু কোনো বিশেষ গোনাহ থেকে তওবা করলেও আহলে সুন্নতের মতানুযায়ী সে গোনাহ মাফ হবে, কিন্তু অন্যান্য গোনাহ বহাল থাকবে।

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ

পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতসমূহ আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ সপ্রমাণ করার জন্য তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি বিশ্বজগতকে এক মজবুত ও অটল ব্যবস্থাপনার সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বিশ্বজগতের এই অটল ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ের দলিল যে, একজন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ সত্তা একে পরিচালনা করেছেন।

পৃথিবীতে জারিকৃত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থপনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা এই বিষয়বস্তুর সূচনা করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই বিষয়টির সম্পর্ক এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের ইবাদত ও দোয়া কবুল করেন। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, মুসলমানরা অনেক সময় পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে দোয়া করে, কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। এরূপ ঘটনা বিরল নয়; বরং প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়। খটকার জওয়াব উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, মানুষের প্রত্যেকটি বাসনা পূর্ণ হওয়া মাঝে মাঝে স্বয়ং মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উপযোগিতার পরিপন্থি হয়ে থাকে। কাজেই

কোনো সময় কোনো মানুষের দোয়া বাহ্যত কবুল না হলে এর পশ্চাতে বিশ্বজগতের এমন কিছু স্বার্থ নিহিত থাকে, যা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকেই সব রকম রিজিকও নিয়ামত দান করা হলে দুনিয়ার প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থা অচল হয়ে যেতে বাধ্য। -[তাফসীরে-কাবীর]

কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েতে আছে যে, আলোচ্য আয়াত সেসব মুসলমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় ; যারা কাফেরদের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে নিজেরাও সেরূপ প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করত। ইমাম বগভীর রেওয়ায়েতে সাহাবী হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) বলেন, আমরা যখন বনূ-কুরায়যা, বনূ-নাযীর ও বনূ-কায়নুকার অগাধ ধন-সম্পদ দেখলাম, তখন আমাদের মনেও ধানাঢ্য হওয়ার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত ওমর ইবনে হুরায়স (রা.) বলেন, সুফ্ফায় অবস্থানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও বিত্তশালী করে দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। -[রূহুল-মা'আনী]

দুনিয়াতে ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের কারণ : আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব মানুষকে সবরকম রিজিক ও নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হলে তাদের পারস্পরিক হানাহানি সীমা ছাড়িয়ে যেত। কারণ ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কেউ কারও মুখাপেক্ষী থাকত না এবং কেউ কারও কাছে নতি স্বীকার করত না। অপরদিকে ধনাঢ্যতার এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ধন যতই বাড়ে, লোভ-লালসাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এর অপরিহার্য পরিণতি দাঁড়াত এই যে, একে অপররের সম্পত্তি করায়ত্ত করার জন্যে জোরজবরদস্তির প্রয়োগ ব্যাপক হয়ে যেত। মারামারি-কাটাকাটি ও অন্যান্য কুকর্ম সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে সব রকম নিয়ামত না দিয়ে এভাবে বন্টন করেছেন যে, কাউকে ধন-সম্পদ বেশি দিয়েছেন, কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তি অধিক পরিমাণে যুগিয়েছেন, কাউকে রূপ ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং কাউকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরের তুলনায় বেশি সরবরাহ করেছেন। ফলে প্রত্যেকেই কোনো না কোনো বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী এবং এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপরই সভ্যতার ভীত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। وَلٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ বাক্যের অর্থও তাই যে, আল্লাহ তাঁর নিয়ামতসমূহ বিশেষ পরিমাণে মানুষকে দান করেছেন। এরপর إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيْرٌ بَصِيْرٌ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সম্যক জানেন কার জন্যে কোন নিয়ামত উপযুক্ত এবং কোন নিয়ামত ক্ষতিকর। তাই তিনি প্রত্যেককে তার উপযোগী নিয়ামত দান করেছেন। তিনি যদি কারও কাছ থেকে কোনো নিয়ামত ছিনিয়ে নেন, তবে সমগ্র বিশ্বের উপযোগিতার ভিত্তিতেই ছিনিয়ে নেন। এটা মোটেই জরুরি নয় যে, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগিতা বুঝতে সক্ষম হবো। কারণ এখানে প্রত্যেকেই তার জ্ঞানের এক সীমিত পরিধির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে। আর আল্লাহ তা'আলার সামনে রয়েছে সমগ্র বিশ্বজগতের অন্তহীন উপযোগিতার ক্ষেত্র। কাজেই তাঁর সমস্ত রহস্য অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এর একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্ত এই যে, একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান মাঝে মাঝে ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের পরিপন্থি নির্দেশও জারি করেন। ফলে তারা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বিপদে পতিত ব্যক্তি যেহেতু নিজ স্বার্থের অসীমিত গণ্ডিতে থেকে চিন্তা করে, তাই রাষ্ট্রপ্রধানের এই পদক্ষেপ তার দৃষ্টিতে অযৌক্তিক ও অসমীচীন প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যার দৃষ্টি গোটা দেশ ও জাতির প্রতি নিবদ্ধ এবং যে মনে করে যে, ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে গোটা দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না, সে এই পদক্ষেপকে মন্দ বলতে পারে না। অতএব, যে সত্তা সমগ্র বিশ্বজগত পরিচালনা করছেন, তাঁর প্রজ্ঞা ও রহস্য মানুষ কিরূপে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে? এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে কোনো ব্যক্তিকে বিপদাপদে পতিত দেখে মনে যেসব কুধারণা ও জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি হয়, সেগুলো আপনা আপনিই উঠে যেতে পারে।

এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, বিশ্বের সব মানুষই সমান ধন-সম্পদের অধিকারী হোক এটা সম্ভবপর নয়, কাম্য নয় এবং বিশ্ব ব্যবস্থাপনার সৃষ্টিগত উপযোগিতাও এর পক্ষে নয়। সূরা যুখরুফের نَحْنُ قَسَمْنَا مَعِيْشَتَهُمْ আয়াতের তাফসীরে ইনশাআল্লাহ এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুরোপুরি আলোচনা করা হবে।

জান্নাত ও দুনিয়ার পার্থক্য : এখানে খটকা দেখা দিতে পারে যে, জান্নাতে তো সমস্ত মানুষকেই সর্বপ্রকার নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হবে। সেখানে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে বিপর্যয়ের কারণ ধন-সম্পদের প্রাচুর্যসহ লোভ-লালসার প্রেরণা, যা ধনাঢ্যতার সাথে সাথে সাধারণত: বৃদ্ধিই পেতে থাকে। এর বিপরীতে

জান্নাতে তো নিয়ামতসমূহের ব্যাপক বৃষ্টি বর্ষিত হবে, কিন্তু লোভ-লালসা ও অবাধ্যতার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। ফলে কোনোরূপ বিপর্যয় দেখা দেবে না। তাফসীরের সার-সংক্ষেপে মাওলানা আশরাফআলী থানভী (র.) 'বর্তমান অবস্থায়' কথাটি সংযুক্ত করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। -[বয়ানুল কুরআন]

দুনিয়াতে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের মাধ্যমে লোভ-লালসার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলো না কেন? এখন এই আপত্তির উত্থাপন করা নিশ্চিতই অর্থহীন। কেননা দুনিয়া সৃষ্টির ভালো ও মন্দের সমন্বিত একটি বিশ্ব রচনা করা এটা ব্যতীত জগৎ সৃষ্টির মূল রহস্য-মানুষকে পরীক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং দুনিয়াতে মানুষের এসব প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হলে দুনিয়ার সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই অর্জিত হতো না। পক্ষান্তরে জান্নাতে কেবল কল্যাণই থাকবে-মন্দের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। তাই সেখানে এসে প্রেরণা খতম করে দেওয়া হবে।

وَهُوَ الَّذِىْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا (মানুষ নিরাশ হয়ে গেলে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।) ভূ-পৃষ্ঠে পানির তীব্র প্রয়োজন দেখা দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করাই আল্লাহর সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে "নিরাশ হওয়ার পর" বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাঝে মাঝে আল্লাহ তা'আলা সাধারণ নিয়মের বিপরীতে বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্বও করেন। ফলে নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতে থাকে। এতে পরীক্ষা ছাড়া যে বিষয় হুঁশিয়ার করারও উদ্দেশ্য থাকে যে, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি সবই আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা মানুষের পাপাচারের কারণে বৃষ্টি করে দেন, যাতে মানুষ তাঁর রহমতের প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁর কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করে। নতুবা বৃষ্টির জন্য এমন ধরাবাঁধা নির্ধারিত থাকলে যার চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হয় না, তবে মানুষ একে বাহ্যিক কারণের অনুগামী মনে করে আল্লাহর কুদরতের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ত। এখানে 'নিরাশ' বলে নিজেদের তকদির থেকে নিরাশ হওয়া বোঝানো। নতুবা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া বোঝানো হয়েছে। নতুবা আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্য কুফর।

وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ -অভিধানে নিজ ক্ষমতা বলে চলাফেরা ও নড়াচড়া করতে সক্ষম প্রত্যেক বস্তুকে دَآبَّةٌ বলা হয়। পরে শব্দটি কেবল জীব-জন্তু অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক চলমান বস্তু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে চলমান সৃষ্টবস্তু সম্পর্কে সবাই অবগত। আকাশে চলমান সৃষ্ট বস্তুর অর্থ ফেরেশতাও হতে পারে এবং জীবজন্তুও হতে পারে যা এখনও মানুষের কাছে আবিষ্কৃত হয়নি।

উদ্দেশ্য এই যে, যদিও বিশ্বব্যবস্থার উপযোগিতা বশতঃ আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে ধনাঢ্যতা দান করেননি; কিন্তু বিশ্বজগতের ব্যাপক উপকারী বস্তু দ্বারা সব মানুষকেই উপকৃত করেছেন। বৃষ্টি, মেঘ, ভূ-পৃষ্ঠ, আকাশ এবং এগুলোর যাবতীয় সৃষ্টবস্তু মানুষের উপকারার্থে সৃজিত হয়েছে। এগুলো সবাই আল্লাহর তাওহীদ ব্যক্ত করে। এরপর কারও কোনো কষ্ট হলে তা তার কৃতকর্মের ফলেই হয়। সুতরাং কষ্টে পতিত হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে ভর্ৎসনা করার পরিবর্তে তার উচিত নিজের দোষত্রুটি দেখা।

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ : বাক্যের অর্থ তাই। হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে- এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে সত্তার কসম, যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির গায়ে কোনো কাঠের আঁচড় লাগে, অথবা কোনো শিরা ধড়ফড় করে অথবা পা পিছলে যায় তা সবই তার গোনাহর কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গোনাহর শাস্তি দেন না : বরং যেসব গোনাহর শাস্তি দেন না সেগুলোর সংখ্যাই বেশি। হযরত আশরাফুল-মাশায়েখ বলেন, দৈহিক পীড়া ও কষ্ট যেমন গোনাহর কারণে হয়, তেমনি আত্মিক ব্যাধিও কোনো গোনাহের ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে। এক গোনাহ হয়ে গেলে তা অন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। হাফেজ ইবনে কাইয়্যেম 'দাওয়ায়ে-শফী গ্রন্থে লিখেন, গোনাহর এক নগদ শাস্তি এই যে, এর পরেই মানুষ অন্য গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে সৎকর্মের এক নগদ প্রতিদান এই যে, সৎকর্ম অন্য সৎকর্মের দিকে আকর্ষণ করে।
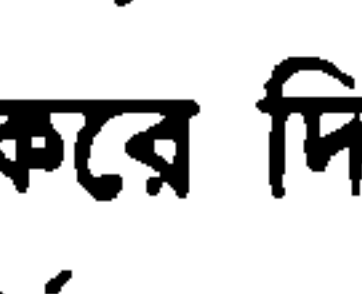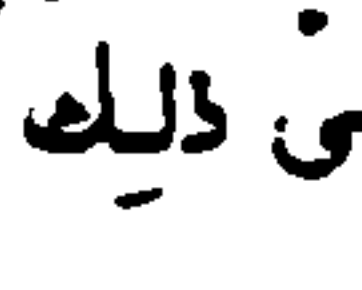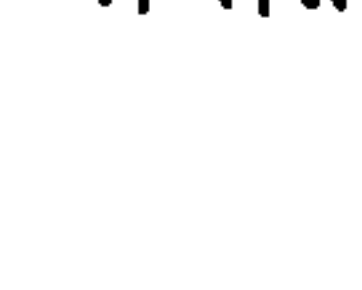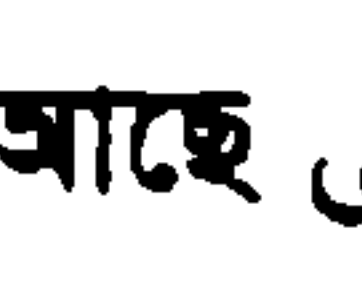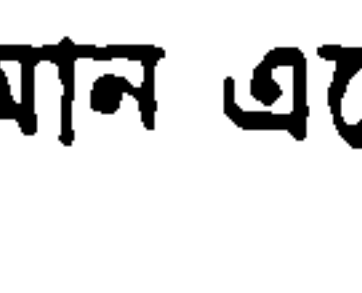
বায়যাভী প্রমুখ বলেন, এ আয়াত বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের দ্বারা গোনাহ সংঘটিত হতে পারে। পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা ও উন্মাদ ব্যক্তি দ্বারা কোনো গোনাহ হতে পারে না : তারা যদি কোনো কষ্ট ও বিপদে পড়ে, তবে তারা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কষ্টের অন্যান্য কারণ ও রহস্য থাকতে পারে। যেমন মর্যাদা উন্নীত করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এসব রহস্য ও মানুষ পূর্ণরূপে জানতে পারে না।

কোনো কোনো রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, যেসব গোনাহের শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে যায়, মু'মিন ব্যক্তি সেগুলো থেকে পরকালে অব্যাহতি লাভ করবে। হাকেম ও বগভী হযরত আলী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। -[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُبَشِّرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْشِيْرٌ মূলবর্ণ (ب - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ-তিনি সুসংবাদ প্রদান করেন।

يَقْتَرِفُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِرَافٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ- সে অর্জন করে নিবে।

نَزِدْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার زِيَادَةٌ মূলবর্ণ (ز - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ-আমরা বাড়িয়ে দেব।

اِفْتَرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অপবাদ দিল, মিথ্যা অভিযোগ করল।

يَخْتِمُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَتْمُ মূলবর্ণ (خ - ت - م) জিনস صحيح অর্থ- সীল দেয়। মোহর লাগায়।

يَمْحُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার مَحْوٌ মূলবর্ণ (م - ح - و) জিনস ناقص واوى অর্থ-তিনি মিটিয়ে দেন।

يُحِقُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মূলবর্ণ (ح - ق - ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ-সত্য প্রকাশ করে দিবেন। প্রমাণিত করে দিবেন।

يَعْفُوْا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার عَفْوٌ মূলবর্ণ (ع - ف - و) জিনস ناقص واوى অর্থ-তিনি ক্ষমা করে দিবেন।

بَغَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بَغْىٌ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- বেশি অবাধ্যতা। জিদ।

قَنَطُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার قُنُوْطٌ মূলবর্ণ (ق - ن - ط) জিনস صحيح অর্থ-সে নিরাশ হয়ে গেছে।

دَابَّةٌ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে دَوَابٌّ আসে। অর্থ– যে চলে।জতুষ্পদ জন্তু। হামাগুড়ি দিয়ে চলে যে। আনফাল : ২২ দেখুন।

مُعْجِزِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْجَازٌ মূলবর্ণ (ع - ج - ز) জিনস صحيح অর্থ- পরাভূতকারী, যে অপারগ করে দেয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا হলো يَقُوْلُوْنَ এখানে اَمْ হরফে আতফ। আর এটা منقطعة যা بَلْ অর্থে হয়েছে اَمْ ফে'লে মুযারে' মারফূ হয়েছে। আর اِفْتَرٰى বাক্যটি হলো قول-এর مقول আর عَلَى اللّٰهِ টা اِفْتَرٰى-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর كَذِبًا হলো مفعول به –[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড ; পৃ. ৩৪]

অনুবাদ	আয়াত
৩২. আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে সমুদ্রের মধ্যে পর্বতাকার জাহাজসমূহও ।	وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾
৩৩. যদি তিনি ইচ্ছা করেন বায়ুকে স্থির করে দিতে পারেন, তখন ঐ [জাহাজ] গুলো সমুদ্রের উপরিভাগে অচল হয়ে থাকবে; নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য ।	اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣٣﴾
৩৪. অথবা [প্রবল বায়ু বইয়ে] ঐগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারেন তাদের কৃতকর্মের দরুন, আর অনেককে ক্ষমাও করে দেন,	اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٤﴾
৩৫. এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহে ঝগড়া উদ্ভাবন করে, তারা জানতে পারবে যে, কোথাও তাদের বাঁচার স্থান নেই ।	وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٥﴾
৩৬. বস্তুত যা কিছু তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে, তা কেবল পার্থিব জীবনে উপভোগের জন্য, আর যা কিছু আল্লাহর নিকট আছে, তা এটা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয় এবং অধিকতর স্থায়ী, তা ঐ লোকদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং স্বীয় প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে ।	فَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٣٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. وَمِنْ اٰيٰتِهٖ আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে الْجَوَارِ জাহাজসমূহ فِى الْبَحْرِ সমুদ্রের মধ্যে كَالْاَعْلَامِ পর্বতাকার ।

৩৩. اِنْ يَّشَاْ যদি তিনি ইচ্ছা করেন يُسْكِنِ الرِّيْحَ বায়ুকে স্থির করে দিতে পারেন فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ তখন ঐ (জাহাজ) গুলো সমুদ্রের উপরিভাগে অচল হয়ে থাকবে اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ নিঃসন্দেহে তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য ।

৩৪. اَوْ يُوْبِقْهُنَّ অথবা ঐগুলো ধ্বংস করে দিতে পারেন بِمَا كَسَبُوْا তাদের কৃতকর্মের দরুন وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ আর অনেককে ক্ষমাও করে দেন ।

৩৫. وَيَعْلَمَ তারা জানতে পারবে الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيٰتِنَا যারা আমার নিদর্শনসমূহে ঝগড়া উদ্ভাবন করে مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ কোথাও বাঁচার স্থান নেই ।

৩৬. فَمَاۤ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ বস্তুত যা কিছু তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا তা কেবল পার্থিব জীবনের উপভোগের জন্য وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ আর যা কিছু আল্লাহর নিকট আছে خَيْرٌ وَّاَبْقٰى তা এটা অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেয় এবং অধিকতর স্থায়ী لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ঐ সকল লোকদের জন্য যারা ঈমান এনেছে وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ এবং স্বীয় রবের উপর নির্ভর করে ।

৩৭. আর যারা কবীরা গুনাহসমূহ হতে এবং [তন্মধ্যে বিশেষ করে] অশ্লীল বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকে, আর যখন তাদের ক্রোধের উদ্ভব হয়, তখন তারা ক্ষমা করে।	وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾
৩৮. আর যারা স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ মেনেছে এবং নামাজের পাবন্দ রয়েছে, আর তাদের প্রত্যেক কাজ সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দান করেছি, তারা তা হতে ব্যয় করে।	وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾
৩৯. এবং যারা এরূপ যে, যখন তাদের প্রতি [কারো পক্ষ হতে] কোনো উৎপীড়ন পৌছে, তখন [তারা প্রতিশোধ গ্রহণে] সমান প্রতিশোধ নেয়।	وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾
৪০. আর মন্দের প্রতিশোধ অনুরূপ, অতঃপর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং [পারস্পরিক বিষয়াদির] সংশোধন করে নেয়, তবে তার প্রতিদান আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।	وَجَزَٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾
৪১. এবং যারা নিজেদের উপর উৎপীড়ন হওয়ার পর সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তবে এমন লোকদের উপর কোনোই দোষারোপ নেই।	وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿٤١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ আর যারা বেঁচে থাকে كَبَٰٓئِرَ الْإِثْمِ কবিরা গুনাহসমূহ হতে وَالْفَوَاحِشَ এবং অশ্লীল বিষয়সমূহ হতে وَإِذَا مَا غَضِبُوا আর যখন তাদের ক্রোধের উদ্ভব হয় هُمْ يَغْفِرُونَ তখন তারা ক্ষমা করে।

৩৮. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ আর যারা স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ মেনেছে وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ এবং নামাজের পাবন্দ রয়েছে وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ আর তাদের প্রত্যেক কাজ সম্পাদিত হয় পারস্পরিক পরামর্শে وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দান করেছি তারা তা হতে ব্যয় করে।

৩৯. وَالَّذِينَ এবং যারা এরূপ যে, إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ যখন তাদের প্রতি কোনো পক্ষ থেকে কোনো উৎপীড়ন পৌছে هُمْ يَنتَصِرُونَ তখন সমান প্রতিশোধ নেয়।

৪০. وَجَزَٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا আর মন্দের প্রতিশোধ অনুরূপ فَمَنْ عَفَا অতঃপর যে ব্যক্তি ক্ষমা করে وَأَصْلَحَ এবং (পারস্পারিক বিষয়াদির) সংশোধন করে নেয় فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ তবে তার প্রতিদান আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّٰلِمِينَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।

৪১. وَلَمَنِ انتَصَرَ এবং যারা সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে بَعْدَ ظُلْمِهِ নিজেদের উপর উৎপীড়ন হওয়ার পর فَأُولَٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ তবে এমন লোকদের উপর কোনোই দোষারোপ নেই।

৪২. দোষারোপ শুধু তাদের উপর– যারা মানুষকে উৎপীড়ন করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অশান্তি সৃষ্টি করে; তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।	إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾
৪৩. আর যে ধৈর্যধারণ এবং ক্ষমা করে দেয়, এটা অবশ্য সাহসিকতাপূর্ণ কার্যাবলির অন্তর্গত।	وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪২. إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ দোষারোপ শুধু তাদের উপর يَظْلِمُونَ النَّاسَ যারা মানুষের উপর উৎপীড়ন করে وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে بِغَيْرِ الْحَقِّ অন্যায়ভাবে أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

৪৩. وَلَمَنْ صَبَرَ আর যে ধৈর্য ধারণ وَغَفَرَ ক্ষমা করে দেয় إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ এটা অবশ্য সাহসিকতাপূর্ণ কার্যাবলির অন্তর্গত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٣٦)

শানে নুযূল : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যখন তার সমুদয় ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিলেন তখন মুনাফিকরা তাকে তিরস্কার ও সমালোচনা করে। মুনাফিকদের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য তিনি ৮০ হাজার মুদ্রা দান করেছিল। -[কুরতুবী ৩২/১৬, বাহরে মুহীত্ব ৪৯৯/৭]

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ - (٣٧)

শানে নুযূল : মক্কায় হযরত ওমর (রা.) কে যখন তিরস্কার ও গাল মন্দ করা হলো, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। মতান্তরে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) যখন তাঁর সমুদয় মাল আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিলেন তখন মানুষ তাঁকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেছে। এতে তিনি অত্যন্ত সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা হযরত আবূ বকর (রা.) অধিক মাল সম্পদের অধিকারী হন, তখন আল্লাহর পথে সমুদয় মাল সদকা করে দেন। সুতরাং মুসলমানেরা তাঁকে তিরস্কার করে এবং কাফেররা তাকে ভর্ৎসনা করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা

فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (٣٦-٣٧)

দু'খানা আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ৩৩/১৬]

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ - (٣٨)

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত আনসারদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে রাসূল ﷺ-এর ভাষায় ঈমান এবং আনুগত্য করার জন্য আহবান করেন, তখন আনসারগণ রাসূল ﷺ-এর ডাকে সাড়া দেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়। -[রূহুল মা'আনী ৪৬/২৫/২৩ বাহরে মুহীত্ব ৪৯৯/৭]

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ - (٤٣)

শানে নুযূল :- আল্লামা কালবী ও ফাররা বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কোনো এক আনসারী হযরত আবূ বকর (রা.) কে গালমন্দ করেছিল অতঃপর তিনি তার জবাব দিয়ে থেকে যান। সে পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী তিন আয়াতসহ আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[কুরতুবী ৪০/১৬]

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার নিয়ামতসমূহ অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল এবং পরকালের নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ ও চিরন্তন। পরকালের নিয়ামতসমূহ অর্জনের সর্বপ্রধান শর্ত ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে সেখানে এসব নিয়ামত কেউ লাভ করতে পারবে না। কিন্তু ঈমানের সাথে যদি সৎকর্মও পুরোপুরি সম্পাদন করা হয়, তবে পরকালের নিয়ামত শুরুতেই অর্জিত হয়ে যাবে। নতুবা গোনাহ ও ত্রুটির শাস্তি ভোগ করার পর অর্জিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম শর্ত لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বর্ণিত হয়েছে এরপর বিশেষ বিশেষ কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো ব্যতীত আইন অনুযায়ী পরকালের নিয়ামতসমূহ শুরুতেই পাওয়া যাবে না ; বরং গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর পাওয়া যাবে। 'আইন অনুযায়ী' বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা করলে সমস্ত গোনাহ মাফ করে শুরুতেই পরকালের নিয়ামতসমূহ মহাপাপীকেও দিতে পারেন। তিনি কোনো আইনের অধীন নন। এখন এখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখিত কর্ম ও গুণাবলি লক্ষ্য করুন :

প্রথম গুণ- وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ -অর্থাৎ সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। তিনি ব্যতীত অপরকে সত্যিকার কার্যনির্বাহী মনে করে না। **দ্বিতীয় গুণ-** وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ অর্থাৎ যারা মহাপাপ বিশেষত : অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে। মহাপাপ তথা কবীরা গোনাহ কি, তার বিশদ বিবরণ সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। কবীরা গোনাহসমূহের মধ্যে সমস্ত গোনাহই অন্তর্ভুক্ত। তবে অশ্লীল গোনাহকে আলাদা করে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, অশ্লীল গোনাহ সাধারণ কবীরা গোনাহ অপেক্ষা তীব্রতর ও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হয়ে থাকে। এর দ্বারা অন্যরাও প্রভাবিত হয়। নির্লজ্জ কাজকর্ম বোঝানোর জন্য فَوَاحِشُ শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, ব্যভিচার ও তার ভূমিকাসমূহ। এছাড়া যেসব কুকর্ম ধৃষ্টতা সহকারে প্রকাশ্যে করা হয়, সেগুলোকেও فَوَاحِشُ তথা অশ্লীল বলা হয়। কেননা এগুলো কুপ্রভাব যথেষ্ট তীব্র এবং গোটা মানব সমাজকে কলুষিত করে।

তৃতীয় গুণ- وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ - অর্থাৎ তারা রাগান্বিত হয়েও ক্ষমা করে। এটা স্বচ্চরিত্রতার উত্তম নমুনা। কেননা কারও ভালোবাসা অথবা কারও প্রতি ক্রোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন সুস্থ, বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষকেও অন্ধ ও বধির করে দেয়। সে বৈধ-অবৈধ, সত্য মিথ্যা ও আপন কর্মের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। কারও প্রতি ক্রোধ হলে সে সাধ্যমতো ঝাল মেটানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ও সৎকর্মীদের এ গুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা ক্রোধের সময় কেবল বৈধ- অবৈধের সীমায় অবস্থান করেই ক্ষান্ত হয় না বরং অধিকার সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন করে।

চতুর্থ গুণ- وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ -এর অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো আদেশ পাওয়া মাত্রই বিনা দ্বিধায় তা কবুল করতে ও পালন করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। যে আদেশ মনের অনুকূলে হোক অথবা প্রতিকূল। এতে ইসলামের সকল ফরজ কর্ম পালন এবং হারাম ও মাকরূহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা দাখিল রয়েছে। ফরজ কর্মসমূহের মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর বৈশিষ্ট্যও এই যে, এটা পালন করলে অন্যান্য ফরজ কর্ম পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকারও তাওফীক হয়ে যায়। তাই এর উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ অর্থাৎ তারা সকল ওয়াজিব ও আদবসহ বিশুদ্ধরূপে নামাজ পড়ে।

পঞ্চম গুণ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ -অর্থাৎ তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্থিরীকৃত হয়। অর্থাৎ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরিয়ত কোনো বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট করেনি, সেগুলো মীমাংসার কাজে তারা পরস্পর পরামর্শ করে। এখানে اَمْرٌ শব্দের অনুবাদ 'গুরুত্বপূর্ণ বিষয়' করা হয়েছে। কেননা সাধারণের পরিভাষায় اَمْرٌ শব্দ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূরা আলে ইমরানের وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ আয়াতের তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং একথাও স্পষ্ট বিষয়াদি সবই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কাসীর (র.) বলেন, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজিব। ইসলামে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনও পরামর্শের উপর নির্ভরশীল করে মূর্খতাযুগের রাজতন্ত্র উৎখাত করা হয়েছে। সে যুগের ক্ষমতাসীনরা উত্তরাধিকারসূত্রে একের পর এক রাজত্ব লাভ করত। ইসলাম সর্বপ্রথম একে উৎখাত করে শাসন-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পশ্চিমা গণতন্ত্রের ন্যায় জনগণকে চালাও ইখতিয়ার না দিয়ে পরামর্শ-পরিষদের উপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। ফলে ইসলামের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত রাজতন্ত্র ও পশ্চিমা গণতন্ত্র থেকে আলাদা একটি সুষম রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ নিয়েছে।

ইমাম জাসসাস আহকামুল কুরআন এ আয়াত থেকে পরামর্শের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এতে আমাদের প্রতি পরামর্শসাপেক্ষ কাজে তাড়াহুড়া না করার, নিজস্ব মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ না করার এবং জ্ঞানী ও সুধীবর্গের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে।

পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা : খতীব বাগদাদী হযরত আলী মুর্তজা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবর্তমানে আমরা যদি এমন কোনো ব্যাপারের সম্মুখীন হই, যাতে কুরআনের কোনো ফয়সালা নেই এবং আপনার পক্ষ থেকেও কোনো ফয়সালা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি করব ? রাসূলুল্লাহ ﷺ জওয়াবে বললেন- اَجْمِعُوْا لَهُ الْعَابِدِيْنَ مِنْ اُمَّتِيْ وَاجْعَلُوْهُ بَيْنَكُمْ شُوْرٰى وَلَا تَقْضُوْهُ بِرَايِ وَاحِدٍ -এর জন্যে আমার উম্মতের ইবাদতকারীদেরকে একত্র করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কর্তব্য স্থির করবে ; কারও একক মতে ফয়সালা করো না।

এ রেওয়ায়েতের কোনো কোনো ভাষায় عَابِدِيْنَ ও فُقَهَاءُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এমন লোকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া দরকার, যারা ফিকহবিদ অর্থাৎ ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী এবং তৎসঙ্গে ইবাদতকারীও।

রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, যে পরামর্শ এভাবে না নিয়ে বে-ইলম ও বে-দ্বীন লোকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, তার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি হবে।

বায়হাকী বর্ণিত হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো কাজের ইচ্ছা করে তাতে পরামর্শ গ্রহণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সঠিক বিষয়ের দিকে হেদায়েত করবেন। অর্থাৎ, যে কাজের পরিণতি তার জন্য মঙ্গলজনক ও উত্তম, সে কাজের দিকে তার মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন। এমনি ধরনের এক হাদীসে ইমাম বুখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি উল্লিখিত আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন : مَاتَشَاوَرَ قَوْمٌ قَطُّ اِلَّا هُدُوْا لِاَرْشَدِ اَمْرِهِمْ -যখন কোনো সম্প্রদায় পরামর্শক্রমে কাজ করে তখন তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথনির্দেশ দান করা হয়।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিত্তশালীরা দানশীল হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হবে, ততদিন ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের বসবাস করা অর্থাৎ জীবিত থাকা ভালো হবে। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মন্দ ব্যক্তি হবে তোমাদের বিত্তশালীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হবে -তারা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্যে ভূ-পৃষ্ঠে অপেক্ষা ভূগর্ভই শ্রেয়: হবে। অর্থাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যওয়াই উত্তম হবে। -[রূহুল মা'আনী]

ষষ্ঠ গুণ- وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - অর্থাৎ তারা আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক থেকে সৎকাজে ব্যয় করে। ফরজ জাকাত, নফল দান-খয়রাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের সাধারণ বর্ণনাপদ্ধতি অনুযায়ী নামাজের সাথে জাকাত ও সদকার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এখানে নামাজের আলোচনার পরে পরামর্শের বিষয় বর্ণনা করে জাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সম্ভবত : ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাজের জন্যে মসজিদসমূহে দৈনিক পাঁচবার লোকজন সমবেত হয়। পরামর্শসাপেক্ষ বিষয়াদিতে পরামর্শ নেওয়ার কাজেও এ সমাবেশকে ব্যবহার করা যায়। -[রূহুল মা'আনী]

সপ্তম গুণ- وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ -অর্থাৎ, তারা অত্যাচারিত হয়ে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং এতে সীমালঙ্ঘন করে না। এটা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গুণের ব্যাখ্যা ও বিবরণ : তৃতীয় গুণ ছিল এই যে, তারা শত্রুকে ক্ষমা করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমা করলে অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। তখন প্রতিশোধ গ্রহণই উত্তম বিবেচিত হয়। আয়াতে এরই বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, কোথাও প্রতিশোধ গ্রহণ শ্রেয়ঃ বিবেচিত হলে সেখানে সাম্যের সীমালঙ্ঘন না করার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি। সীমালঙ্ঘিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণও অত্যাচারে পর্যবসিত হবে। এ কারণেই বলা হয়েছে- وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا -অর্থাৎ মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। তোমার যতটুকু আর্থিক অথবা শারিরীক ক্ষতি কেউ করে, তুমি ঠিক তকটুকু ক্ষতিই তার কর। তবে শর্ত এই যে, তোমার মন্দ কাজটি যেন পাপকর্ম না হয়। উদাহরণতঃ কেউ তোমাকে বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দিলে তোমার জন্যে তাকেও বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেওয়া জায়েজ হবে না।

আয়াতে যদিও সমান সমান প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ -অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপোষ-নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর দায়িত্ব রয়েছে। এতে নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা করাই উত্তম। পরবর্তী দু'আয়াতে এরই আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষমা ও প্রতিশোধ গ্রহণে সুষম ফয়সালা : হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) বলেন, পূর্ববর্তী মনীষীগণ এটা পছন্দ এটা করতেন না যে, মু'মিনগণ পাপাচারী লোকদের সামনে নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করবেন। ফলে তাদের ধৃষ্টতা আরও বেড়ে যাবে। তাই যেক্ষেত্রে ক্ষমা করার ফলে পাপাচারীদের ধৃষ্টতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম। ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অত্যাচারী ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার

আশঙ্কা না থাকে। কাজী আবূ বকর ইবনে আরাবি ও কুরতুবী এ নীতিই পছন্দ করেছেন। তারা বলেন, ক্ষমা ও প্রতিশোধ দু'টিই অবস্থা ভেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অনাচার করার পর লজ্জিত হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি জেদ ও অত্যাচারে অটল থাকে, তার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেওয়াই উত্তম।

বয়ানুল-কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য দু'আয়াতে মু'মিন ও সৎকর্মীদের দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। هُمْ يَغْفِرُوْنَ -এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধের সময় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে না ; বরং তখনও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। ফলে ক্ষমা করে দেয়। পক্ষান্তরে هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ বাক্যে বলা হয়েছে যে, কোনো সময় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগ্রত হলেও তারা তাতে ন্যায়ের সীমালঙ্ঘন করে না, যদিও ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اٰيٰتٌ : এটি اٰيَةٌ এর বহুবচন। অর্থ- নিদর্শনসমূহ, চিহ্নসমূহ।

جَوَارِ : ইহা جَارِيَةٌ এর বহুবচন। অর্থ- নৌকাগুলো, জাহাজ

يُسْكِنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِسْكَانٌ মূলবর্ণ (س - ك - ن) জিনস صحيح অর্থ- সে ফিরিয়ে দেয়।

يُوْبِقْهُنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْبَاقٌ মূলবর্ণ (و - ب - ق) জিনস مثال واوى অর্থ- তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে।

اَبْقٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার بَقَاءٌ মূলবর্ণ (ب - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- চিরস্থায়ী বেশি দীর্ঘস্থায়ী, অধিকতর স্থায়ী।

يَجْتَنِبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِجْتِنَابُ মূলবর্ণ (ج - ن - ب) জিনস صحيح অর্থ- তারা বিরত থাকে।

اِثْمٌ : একবচন; বহুবচনে اٰثَامٌ অর্থ- গুনাহ, পাপ।

فَوَاحِشَ : ইহা فاحشة -এর বহুবচন। অর্থ- মন্দ কাজ, প্রকাশ্য পাপ।

اِسْتَجَابُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِجَابَةٌ মূলবর্ণ (ج - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- তারা গ্রহণ করল। তারা মানল।

اَقَامُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ-তারা সঠিক করল। স্থায়ী রাখল। অধিকার পূর্ণ করল।

اَصَابَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِصَابَةٌ মূলবর্ণ (ص - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- সে পৌঁছেছে। সে এসে পড়েছে। সে পেয়েছে।

اِنْتَصَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِنْتِصَارٌ মূলবর্ণ (ن - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ-সে প্রতিশোধ নিয়েছে। সে সাহায্য প্রার্থনা করেছে।

يَبْغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بَغْىٌ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص واوى অর্থ- সে বাড়াবাড়ি করে। সে সীমালঙ্ঘন করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ : এখানে فا টি تفريعية আর مَنْ হলো মুবতাদা যা اسم شرط جازم আর عَفَا হলো ফে'লে মাযী যা ফেলে শর্ত হয়ে جزم -এর স্থানে হয়েছে। আর اَصْلَحَ টা عَفَا -এর উপর আতফ হয়েছে। আর فَاَجْرُهٗ -এর فاء রাবেতা, আর اَجْرُهٗ মুবদাতা। আর عَلَى اللّٰهِ হলো খবর আর জুমলায়ে ইসমিয়া টা جواب شرط হয়ে جزم -এর স্থানে হয়েছে। আর ফেলে শর্ত এবং তার جواب মিলে مَنْ মুবতাদার খবর হয়েছে। আর اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ বাক্যটি تعليل হয়েছে। اِنَّهٗ এর ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল। আর ه হলো اسم ان আর لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ বাক্য টি হলো خبر ان -[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ৪৬]

অনুবাদ	আয়াত
৪৪. আর যাকে আল্লাহ গোমরাহ করেন, এরপর [সুপথে আনায়] তার কোনো সহায়ক নেই [যে, তাকে সুপথে আনে]; এবং [পরলোকে] আপনি সে অনাচারীদেরকে দেখতে পাবেন যে, যখন তারা আজাব স্বচক্ষে দেখবে, তখন তারা বলতে থাকবে, [পৃথিবীতে] ফিরে যাওয়া কোনো উপায় আছে কি?	وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٤﴾
৪৫. [এতদ্ভিন্ন] আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তাদেরকে দোজখের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে, [এ অবস্থায় যে,] তারা অবমাননায় নমিত থাকবে এবং ভীত ব্যক্তির ন্যায় নিমীলিত নয়নে তাকাতে থাকবে; আর [তখন] মুমিনগণ বলবে, পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারা, যারা কিয়ামত দিবসে ক্ষতিতে পড়েছে নিজেরা এবং নিজেদের সংশ্লিষ্টদেরসহ; স্মরণ রাখ, অনাচারীরা অবশ্যই ভোগ করবে স্থায়ী শাস্তি।	وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾
৪৬. আর তাদের জন্য কেউই সহায়ক হবে না, যারা আল্লাহ হতে পৃথক হয়ে তাদের সাহায্য করবে; আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো উপায় নেই;	وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ আর যাকে আল্লাহ গোমরাহ করেন فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ এরপর তার কোনো সহায়ক নেই وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ এবং আপনি সেই অনাচারীদেরকে দেখতে পাবেন لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ যখন তারা আজাব স্বচক্ষে দেখবে يَقُوْلُوْنَ তখন তারা বলতে থাকবে هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ (পৃথিবীতে) ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় আছে কি।

৪৫. وَتَرٰىهُمْ আপনি তাদেরকে দেখবেন يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا তাদেরকে দোজখের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ তারা অবমাননায় নমিত থাকবে يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ এবং ভীত ব্যক্তির ন্যায় নিমীলিত নয়নে তাকাতে থাকবে وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا, আর (তখন) মু'মিনগণ বলবে اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারা الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا যারা ক্ষতিতে পড়েছে اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِيْهِمْ নিজের সংশ্লিষ্টদেরসহ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে اَلَاۤ স্মরণ রাখ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ অবশ্যই অনাচারীরা فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ভোগ করবে স্থায়ী শাস্তি।

৪৬. مَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ আর তাদের জন্য কেউই সহায়ক হবে না يَنْصُرُوْنَهُمْ যারা তাদের সাহায্য করবে مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ হতে পৃথক হয়ে وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ, আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ তার জন্য কোনো উপায় নেই।

৪৭. [হে মানবগণ!] তোমরা নিজ প্রতিপালকের নির্দেশ মেনে নাও, সেদিন আসবার পূর্বে, আল্লাহর পক্ষ হতে যার অপসারণ করা হবে না [অর্থাৎ, পৃথিবীর ন্যায় আর অবকাশ দেওয়া হবে না]; তোমরা সেদিন কোনো আশ্রয়ও পাবে না এবং তোমাদের ব্যাপারে কেউ আল্লাহকে নিবৃত্তকারীও হবে না।	اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۭ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٧﴾
৪৮. অতঃপর যদি তারা (ঈমান আনয়নে) বিরত থাকে, তবে (আপনি চিন্তিত হবেন না, কেননা) আমি আপনাকে তাদের রক্ষকরূপে প্রেরণ করিনি; (বরং) আপনার দায়িত্ব তো শুধু নির্দেশ পৌছে দেওয়া; আর যখন আমি মানুষকে নিজের কোনো অনুগ্রহ আস্বাদন করাই, তখন সে তাতে আনন্দিত হয়, আর যদি তাদের প্রতি কোনো বিপদ উপনীত হয় তাদের সেই (মন্দ) কার্যগুলোর দরুন, যা তারা পূর্বে স্বহস্তে করেছে, তবে মানুষ না-শোকরি করতে আরম্ভ করে।	فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۭ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ۭ وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٨﴾
৪৯. আল্লাহর জন্য রয়েছে সমস্ত আসমান ও জমিনের আধিপত্য; তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন; যাকে ইচ্ছা কন্যাসমূহ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসমূহ দান করেন।	لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ ۭ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ الذُّكُوْرَ ﴿٤٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ তোমরা নিজ প্রতিপালকের নির্দেশ মেনে নাও مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ সেই দিন আসার পূর্বে لَا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর পক্ষ থেকে যার অপসারণ করা হবে না مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ তোমরা সেদিন কোনো আশ্রয় পাবে না وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ এবং তোমাদের ব্যাপারে কেউ আল্লাহকে নিবৃত্তকারীও হবে না।

৪৮. فَاِنْ اَعْرَضُوْا অতঃপর যদি তারা (ঈমান আনয়নে) বিরত থাকে فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا তবে আপনাকে তাদের রক্ষক রূপে প্রেরণ করিনি اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ আপনার দায়িত্ব তো শুধু নির্দেশ পৌছিয়ে দেওয়া وَاِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ আর যখন আমি মানুষকে আস্বাদন করাই مِنَّا رَحْمَةً নিজের কোনো অনুগ্রহ فَرِحَ بِهَا তখন সে তাতে আনন্দিত হয় وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ আর যদি তাদের প্রতি কোনো বিপদ উপনীত হয় بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ তাদের সেই (মন্দ) কার্যগুলোর দরুন যা পূর্বে স্বহস্তে করেছে فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ তবে মানুষ না-শোকরি করতে আরম্ভ করে।

৪৯. لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আল্লাহরই জন্য রয়েছে সমস্ত আসমানও জমিনের আধিপত্য يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ তিনি ইচ্ছা সৃষ্টি করেন يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ اِنَاثًا তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসমূহ দান করেন وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ الذُّكُوْرَ এর যাকে ইচ্ছা পুত্রসমূহ দান করেন।

৫০. অথবা যার জন্য চান, তাদেরকে মিশ্রিত করে দেন– পুত্রসমূহ ও কন্যাসমূহ এবং যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান রাখেন; নিঃসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।	أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾
৫১. কোনো মানুষেরই অবস্থা এরূপ নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলেন, কিন্তু ইলহামের মাধ্যমে কিংবা পর্দার অন্তরাল হতে অথবা তিনি কোনো ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন যে, সে আল্লাহর আদেশে তাঁরই ইচ্ছানুরূপ বাণী পৌঁছিয়ে দেয়; তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাবান, মহাপ্রজ্ঞাময়।	وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾
৫২. এবং এরূপেই আমি আপনার নিকট ওহী অর্থাৎ আমার আদেশ প্রেরণ করেছি; আপনার না এটা জানা ছিল যে, কিতাব কি? আর না এটা জানা ছিল যে, ঈমান কি? কিন্তু আমি এ কুরআনকে একটি নূরস্বরূপ বানিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করে থাকি; আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আপনি এক সরল পথের হেদায়েত করছেন।	وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾
৫৩. অর্থাৎ সেই আল্লাহর পথ– যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের মধ্যস্থিত সবকিছুরই মালিক; স্মরণ রাখ;, সমস্ত বিষয় সেই আল্লাহরই সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে।	صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللّٰهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿٥٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ অথবা যার জন্য চান তাদেরকে মিশ্রিত করে দেন ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا পুত্রসমূহও কন্যাসমূহ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا এবং যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান রাখেন إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ নিঃসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব শক্তিমান।

৫১. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ, কোনো মানুষেরই অবস্থা এরূপ নয় যে أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ আল্লাহ তার সঙ্গে কথা বলেন إِلَّا وَحْيًا কিন্তু ইলহামের মাধ্যমে أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ কিংবা পর্দার অন্তরাল হতে أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا অথবা তিনি কোনো ফেরেশতা প্রেরণ করেন فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ যে আল্লাহর আদেশে তাঁরই ইচ্ছানুরূপ বাণী পৌঁছিয়ে দেয় إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাবান মহাপ্রজ্ঞাময়।

৫২. وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, এবং এরূপই আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا অর্থাৎ আমার আদেশ مَا كُنْتَ تَدْرِي আপনার না এটা জানা ছিল যে مَا الْكِتٰبُ কিতাব কি? وَلَا الْإِيمَانُ, আর না জানা ছিল যে, ঈমান কি? وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُورًا, কিন্তু আমি এই কুরআনকে একটি নূরস্বরূপ বানিয়েছি نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ যার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করে থাকি مِنْ عِبَادِنَا আমার বান্দাগণের মধ্যে وَإِنَّكَ لَتَهْدِي আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আপনি হেদায়েত করছেন إِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ এক সরল পথের।

৫৩. صِرَاطِ اللّٰهِ অর্থাৎ সেই আল্লাহর পথ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের মধ্যে সব কিছুর মালিক أَلَا স্মরণ রাখ إِلَى اللّٰهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ সমস্ত বিষয় সেই আল্লাহর সমীপে প্রত্যাবর্তিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا - (٥٠)

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত নবীগণ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত শুআয়ব (আ.) ও লূত (আ.) কে কন্যা সন্তান দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা পুত্র সন্তান দিয়েছেন। রাসূল ﷺ -কে আল্লাহ তা'আলা পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান উভয়ই দিয়েছেন। হযরত ঈসা (আ.) ও ইয়াহইয়া (আ.) কে আল্লাহ তা'আলা কোনো সন্তানই দেন নি। সুতরাং নবীগণের বংশ বিস্তারের ক্ষেত্রে খোদায়ী এ বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।-[রূহুল মা'আনী ৫৪/২৫/১৩, বাহরে মুহীত্ব ৫০২/৭ কুরতুবী ৪৪/১৬)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ - (٥١)

শানে নুযূল : একদা ইহুদিরা রাসূল ﷺ কে বলল যে, আপনি যদি নবী হয়ে থাকেন, তাহলে হযরত মূসা (আ.) যেরূপভাবে আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন এবং আল্লাহকে দেখেছেন, অনুরূপভাবে আপনিও আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন না কেন এবং আল্লাহকে দেখেননি কেন? জবাবে মহানবী ﷺ বললেন যে, হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেননি তো! রাসূল ﷺ -এর এ কথার সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[কুরতুবী ৪৮/১০ রূহুল মা'আনী ৫৭/২৫/১৩]

বাহরে মুহীতের বর্ণনা অনুসারে মক্কার কুরাইশ কাফেররাও হুবহু অনুরূপ দাবি উত্থাপন করেছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।-[বাহরে মুহীত্ব ৫০৩/৭]

আলোচ্য প্রাথমিক আয়াতসমূহে তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মু'মিন সৎকর্মীদের বিপরীতে কেবল দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তি কামনা করে। এরপর اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ -বাক্যে তাদেরকে কিয়ামতের আজাব আসার পূর্বে তওবা করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার বারংবার প্রচার ও প্রচেষ্টা যদি তাদের চৈতন্য ফিরে না আসে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا -বাক্যের মর্ম তাই।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ.................. থেকে শেষ পর্যন্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সর্বময় ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির আলোচনার পর يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ বলে কুদরতের একটি বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক ছোট বড় বস্তু সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا وَّيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

অর্থাৎ, মানব সৃষ্টিতে কারও ইচ্ছা, ক্ষমতা এমনকি, জ্ঞানেরও কোনো দখল নেই। পিতা-মাতা মানবসৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হয়ে থাকে মাত্র। সন্তান প্রজননে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতারও কোনো দখল নেই। দখল থাকা তো দূরের কথা, সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বে মাতাও জানে না যে, তার গর্ভে কি আছে এবং কিভাবে গঠিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলাই কাউকে কন্যা-সন্তান, কাউকে পুত্র সন্তান, কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং কাউকে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা করে রাখেন-তার কোনো সন্তানই হয় না।

এসব আয়াতে সন্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কন্যা সন্তানের উল্লেখ করেছেন, আর পুত্র সন্তানের উল্লেখ করেছেন পরে। এ ইঙ্গিতদৃষ্টে হযরত ওয়াছেলা ইবনে আসকা' বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে প্রথমে কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে পুণ্যময়ী। –[কুরতুবী]

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াত ইহুদিদের এক হঠকারিতামূলক দাবির জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে! বগভী ও কুরতুবী প্রমুখ লিখেছেন, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। কেননা, আপনি হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যায় আল্লাহ তা'আলাকে দেখেন না এবং তাঁর সাথে সামনাসামনি কথাবার্তাও বলেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, একথা সত্য নয় যে, মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, এ দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার সাথে সরাসরি ও সামনাসামনি কথা বলা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। স্বয়ং হযরত মূসা (আ.)-ও সামনাসামনি কথা শুনেন নি, বরং জবনিকার অন্তরাল থেকে আওয়াজ শুনেছেন মাত্র।

এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, কোনো মানুষের সাথে আল্লাহ তা'আলার কথা বলার তিনটি মাত্র উপায় রয়েছে। এক– وَحْيًا –অর্থাৎ কোনো বিষয় অন্তরে জাগ্রত করে দেওয়া। এটা জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে এবং নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নের আকারেও হতে পারে। অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ اُلْقِىَ فِىْ رَوْعِىْ বলতেন। অর্থাৎ এ বিষয়টি আমার অন্তরে জাগ্রত করা হয়েছে। পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। এতে শয়তানের কারসাজি থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় সাধারণত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শব্দ অবতীর্ণ হয় না; কেবল বিষয়বস্তু অন্তরে জাগ্রত হয়, যা পয়গম্বর নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন।

দ্বিতীয় উপায়– اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ –অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় জবনিকার অন্তরাল থেকে কোনো কথা শোনা। হযরত মূসা (আ.) তূর পর্বতে এভাবেই আল্লাহ তা'আলার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করেন নি। তাই رَبِّ اَرِنِىْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ বলে সাক্ষাতের আবেদন জানান, যার নেতিবাচক জওয়াব لَنْ تَرَانِىْ বলে দেওয়া হয়। দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাতের অন্তরায় জবনিকাটি এমন কোনো বস্তু নয়, যা আল্লাহ তা'আলাকে ঢেকে রাখতে পারে। কেননা তাঁর সর্বব্যাপী নূরকে কোনো বস্তুই ঢাকতে পারে না। বরং মানুষের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাই এ সাক্ষাতের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। জান্নাতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দেওয়া হবে। ফলে সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভে ধন্য হবে। সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাজহাবও তাই।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ নীতি দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুনিয়াতে কোনো মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে সামনা-সামনি কথা বলতে পারে না। আলোচ্য আয়াত যেহেতু মানুষ সম্পর্কে, তাই আয়াতে বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা বাহ্যত ফেরেশতাগণের সাথেও আল্লাহ তা'আলার সামনা-সামনি কথা হয় না। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আমি অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, তবুও আমার এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা রয়ে গিয়েছিল। কোনো কোনো আলেমের উক্তি অনুযায়ী যদি মে'রাজ-রজনীতে আল্লাহ তা'আলার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখোমুখি কথাবার্তা প্রমাণিত হয়, তবে তা উপরিউক্ত নীতির পরিপন্থি নয়। কেননা সে কথাবার্তা এ জগতে নয়–আরশে হয়েছিল।

তৃতীয় উপায়– اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا –অর্থাৎ জিবরাঈল প্রমুখ কোনো ফেরেশতাকে কালাম দিয়ে প্রেরণ করা এবং পয়গম্বরকে তার বিষয় পাঠ করে শোনানো। এটাই ছিল সাধারণ পন্থা। কুরআন পাক সম্পূর্ণই এ উপায়ে ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। উপরিউক্ত বিবরণে وَحْىٌ শব্দটিকে অন্তরে নিক্ষেপ করার অর্থে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহর সব ধরনের কালামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বুখারীর এক দীর্ঘ হাদীসে ফেরেশতার মাধ্যমে কথাবার্তাকেও ওহীর একটি প্রকার গণ্য করা হয়েয়ে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতার মাধ্যমে আগত ওহীও দু'রকম। কখনও ফেরেশতা আসল আকৃতিতে আসেন এবং কখনও মানুষের আকৃতিতে।

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ –এ আয়াতটি প্রথম আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট। এর সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে মুখোমুখি কথাবার্তা তো কারও সাথে হয়নি- হতে পারেও না। তবে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বান্দাদের প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেন, তার তিনটি উপায় প্রথম আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী আপনার প্রতিও ওহী প্রেরণ করা হয়। আপনি আল্লাহ তা'আলার সাথে সামনা-সামনি কথা বলুন– ইহুদিদের এ দাবি মূর্খতাপ্রসূত ও হঠকারিতামূলক। তাই বলা হয়েছে, কোনো মানুষ এমনকি কোনো রাসূল যে জ্ঞান লাভ করেন, তা আল্লাহ তা'আলারই দান। যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তা ব্যক্ত না করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত রাসূলগণ কোনো কিতাব সম্পর্কেও জানতে পারেন না এবং ঈমানের বিশদ বিবরণ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হতে পারেন না। কিতাব সম্পর্কে না জানার বিষয়টি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। ঈমান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়ার অর্থ এই যে, ঈমানের বিবরণ, ঈমানের শর্তাবলি এবং ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর সম্পর্কে ওহীর পূর্বে জ্ঞান থাকে না। নতুবা এ বিষয়ে আলিমগণের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে রাসূল ও নবী করেন, তাকে শুরু থেকেই ঈমানের উপর পয়দা কারেন। তাঁর মনমানসিকতা ঈমানের উপর ভিত্তিশীল থাকে। নবুয়ত দান ও ওহী অবতরণের পূর্বেও তিনি পাকাপোক্ত মু'মিন হয়ে থাকেন। ঈমান তাঁর মজ্জা ও চরিত্রে পরিণত

হয়। এ কারণেই যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়। পয়গম্বরগণের বিরোধিতা করে তাদের প্রতি নানা রকম দোষারোপ করেছে, কিন্তু কোনো পয়গম্বরকে বিরোধীরা এই দোষ দেয়নি যে, আপনিও তো নবুয়ত দাবির পূর্বে আমাদের মতই প্রতিমা পূজা করতেন। কুরতুবী তাঁর তাফসীরে এবং কাযী আয়ায 'শেফা' গ্রন্থে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُضْلِلْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِضْلَالٌ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- (যাকে তিনি) পথভ্রষ্ট করেন। পরিত্যাগ করেন।

رَأَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং ناقص يائى অর্থ-তারা দেখেছে।

يَنْظُرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّظْرُ মূলবর্ণ (ن - ظ - ر) জিনস صحيح অর্থ-তারা প্রত্যক্ষ করছে।

اَعْرَضُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِعْرَاضٌ মূলবর্ণ (ع - ر - ض) জিনস صحيح অর্থ-তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

اَذَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِذَاقَةٌ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমরা আস্বাদন করিয়েছি।

اَوْحَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْحَاءٌ মূলবর্ণ (و - ح - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ-আমরা নির্দেশ পাঠিয়েছি। আমরা ওহী পাঠিয়েছি।

تَدْرِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার دِرَايَةٌ মূলবর্ণ (د - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তুমি জানছ বা জানবে।

جَعَلْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার جَعْلٌ মূলবর্ণ (ج - ع - ل) জিনস صحيح অর্থ-আমরা এটাকে করেছি। আমরা এটাকে বানিয়েছি। আমরা এটাকে নির্ধারণ করেছি।

نَهْدِىْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- হেদায়েত করা। রাস্তা দেখানো। পথপ্রদর্শন করা।

مُسْتَقِيْمٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اِسْتِقَامَةٌ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ- সোজা সঠিক।

تَصِيْرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার صَيْرٌ মূলবর্ণ (ص - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ- এই পর্যন্ত পৌছা এবং শেষ হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ : এখানে واو টি হলো আতেফা, আর مَنْ হলো শর্তিয়া نصب -এর স্থানে যা فاء -এর মাফউলে মুকাদ্দাম হয়েছে। আর يُضْلِلْ হলো ফে'লে শর্ত اللّٰهُ শব্দটি হলো ফয়েল। আর فَمَا -এর- يُضْلِلْ টি হলো জাবাবে শর্তের রাবেতা। আর مَا হলো نافية আর لَهٗ হলো خبر مقدم আর مِنْ হলো হরফে জার যা অতিরিক্ত হয়েছে। আর سَبِيْلٍ টা مِنْ দ্বারা শব্দিকভাবে মাজরূর হয়েছে। তবে স্থান হিসেবে رفع -এর স্থানে হয়েছে। এখানে سَبِيْلٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اَلطَّرِيْقُ الْمُوْصِلُ اِلَى الْحَقِّ فِى الدُّنْيَا اَوْاِلَى الْجَنَّةِ فِى الْاٰخِرَةِ

–[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ৫০]

سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ

সূরা যুখরুফ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৮৯, রুকূ'- ৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. হা-মীম।	حٰمٓ ﴿١﴾
২. সেই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ।	وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾
৩. আমি তাকে অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষার কুরআন, যেন তোমরা বুঝে নাও।	اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٣﴾
৪. এবং তা রয়েছে আমার সন্নিকটে লওহে-মাহফূযে অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন [ও] হেকমপূর্ণ কিতাব।	وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٤﴾
৫. আমি কি তোমাদের হতে এ উপদেশ প্রত্যাহার করে নেব এজন্য যে, তোমরা সীমালঙ্ঘন করছ?	اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿٥﴾
৬. আর আমি পূর্বকালের লোকদের মধ্যে বহু নবী প্রেরণ করে থাকি।	وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ فِي الْاَوَّلِيْنَ ﴿٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. حٰمٓ হা-মীম।

২. وَالْكِتٰبِ সেই কিতাব শপথ الْمُبِيْنِ সুস্পষ্ট।

৩. اِنَّا جَعَلْنٰهُ আমি করেছি قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا আরবি কুরআন لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ যেন তোমরা বুঝে নাও।

৪. وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ এবং তা লওহে মাহফূযে لَدَيْنَا আমার সন্নিকটে لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হেকমতপূর্ণ কিতাব।

৫. اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا আমি তোমাদের থেকে এই উপদেশ প্রত্যাহার করে নিব اَنْ كُنْتُمْ مُّسْرِفِيْنَ এ জন্য যে, তোমরা সীমালঙ্ঘন করছ।

৬. وَكَمْ اَرْسَلْنَا আর আমি প্রেরণ করতে থাকি مِنْ نَّبِيٍّ বহু নবী فِي الْاَوَّلِيْنَ পূর্বকালের লোকদের মধ্যে :

অনুবাদ	আয়াত
৭. আর তাদের নিকট এমন কোনো নবী আগমন করেননি; যাঁর সাথে তারা বিদ্রূপ না করেছে।	وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٧﴾
৮. অতঃপর আমি তাদেরকে– যারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল– ধ্বংস করে ফেলেছি, আর পূর্বকালের লোকদের এ অবস্থাই হয়েছিল।	فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾
৯. আর যদি আপনি এদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আসমানসমূহ ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই এটাই বলবে যে, প্রবল পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী [আল্লাহ]-ই ঐগুলোকে সৃষ্টি করেছেন।	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾
১০. যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানাস্বরূপ করেছেন এবং [তাতে] তোমাদের জন্য পথসমূহ সৃষ্টি করেছেন– যেন তোমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পার।	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾
১১. আর যিনি আসমান হতে একটা (নির্দিষ্ট) পরিমাণ পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি তা দ্বারা শুষ্ক জমিনকে সজীব করেছি, এরূপেই তোমাদেরকে [কবর হতে] বের করা হবে।	وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ আর তাদের নিকট এমন কোনো নবী আগমন করেননি إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ যার তারা বিদ্রূপ না করেছে।

৮. فَأَهْلَكْنَا অতঃপর আমি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলেছি أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا যারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ আর পূর্বকালের লোকদের এ অবস্থাই হয়েছিল।

৯. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ আর যদি আপনি এদেরকে জিজ্ঞাসা করেন مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে لَيَقُولُنَّ তবে তারা অবশ্য এটাই বলবে যে خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ প্রবল পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী (আল্লাহ)-ই ঐ গুলোকে সৃষ্টি করেছেন।

১০. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানাস্বরূপ করেছেন وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا এবং তাতে তোমাদের জন্য পথসমূহ সৃষ্টি করেছেন لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ যেন তোমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পার।

১১. وَالَّذِي نَزَّلَ আর যিনি বর্ষণ করেছেন مِنَ السَّمَاءِ আসমান হতে مَاءً পানি بِقَدَرٍ একটা (নির্দিষ্ট) পরিমাণ فَأَنْشَرْنَا بِهِ অতঃপর আমি তা দ্বারা সজীব করেছি بَلْدَةً مَيْتًا শুষ্ক জমিনকে كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ এরূপেই তোমাদেরকে (কবর হতে) বের করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা যুখরুফ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : এ সূরা মক্কা অবতীর্ণ তবে মুকাতিল (র.) বলেন, وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ। কেউ কেউ বলেন, সূরাটি মি'রাজের সময় আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী] এতে ৮৯ আয়াত, ৮৩৩ বাক্য ৩,৪০০ অক্ষর রয়েছে।

ইবনে মারদূভিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সূরা যুখরুফ মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার প্রারম্ভে ওহীর কথা বলা হয়েছে, আর ওহী কিভাবে নাজিল হতো তার বিবরণ স্থান পেয়েছে সূরার পরিসমাপ্তিতে। আলোচ্য সূরা শুরু করা হয়েছে ওহী তথা পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের বর্ণনা দ্বারা। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.) লিখেছেন, এ সূরার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ ঘোষণা দ্বারা রাসূল ﷺ-এর নবুয়তের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, আর যারা তাঁকে বা পবিত্র কুরআনকেও অস্বীকার করে, তাদের উদ্দেশ্য রয়েছে সতর্কবাণী।

আ'মালুল কুরআন : সূরা যুখরুফ লিপিবদ্ধ করে বৃষ্টির পানি দিয়ে ধৌত করে পান করলে কফ কাশি দূরীভূত হয়। -[তাফসীরে দুরারুন নাজম]

স্বপ্নের তাবির : যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখবে সে সূরা যুখরুফ তেলাওয়াত করছে, তার অর্থ হবে ঐ ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে সফল হবে, আর আখেরাতেও সে লাভ করবে উচ্চ মরতবা।

قَوْلُهُ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ : এতে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যে বস্তুর কসম করেন, তা সাধারণত পরবর্তী দাবির দলিল হয়ে থাকে। এখানে কুরআনের কসম করে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে, কুরআন স্বয়ং তার আলৌকিকতার কারণে নিজের সততার দলিল হয়ে থাকে। কুরআনকে সুস্পষ্ট বলার অর্থ এই যে, এর উপদেশপূর্ণ বিষয়বস্তু স্বয়ং তার অলৌকিকতার কারণে নিজরে সত্যতার দলিল। কুরআনকে সুস্পষ্ট বলার অর্থ এই যে, এর উপদেশপূর্ণ বিষয়বস্তু সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এ থেকে শরিয়তের বিধিবিধান চয়ন করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ কাজ। ইজতিহাদের পূর্ণ যোগ্যতা ব্যতিরেকে এ কাজ করা যায় না। সেমতে অন্যত্র একথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ [নিঃসন্দেহে আমি কুরআনকে উপদেশ হাসিলের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোনো উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি?]

এতে বলা হয়েছে যে, কুরআন উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ। এ থেকে ইজতিহাদ ও বিধান চয়ন সহজ হওয়া জরুরি হয় না; বরং অন্যভাবে প্রমাণিত রয়েছে যে, এ কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা শর্ত।

প্রচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে থাকা উচিত নয় : اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ [আমি কি তোমাদের কাছ থেকে এ উপদেশগ্রন্থ প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়?] উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা অবাধ্যতায় যত সীমা অতিক্রম করো না কেন, আমি তোমাদেরকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান পরিত্যাগ করব না। এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে, তার উচিত প্রত্যেকের কাছে পয়গাম নিয়ে যাওয়া এবং কোনো দলের কাছে তাবলীগ শুধু এ কারণে পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, তারা চরম পর্যায়ের মুলহিদ, বে-দীন অথবা পাপাচারী।

কুরআন সৃষ্ট নয়, বরং قَدِيْمٌ তথা চিরন্তন-শাশ্বত : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের বিশুদ্ধ আকীদা হলো কুরআন সৃষ্ট নয়; বরং তা قَدِيْمٌ তথা চিরন্তন ও শাশ্বত। কেনা কুরআন আল্লাহর কালাম ও বাণী আর আল্লাহর ন্যায় আল্লাহর বাণী কুরআনও قَدِيْمٌ ও চিরন্তন। কিন্তু বাতিলপন্থি মু'তাযিলা সম্প্রদায় বলে, কুরআন মাখলুক ও সৃষ্ট। তারা দলিল দিতে গিয়ে বলে যে, আল্লাহ পাক স্বয়ং কুরআনে বলেন - اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কুরআনকে বানিয়েছি আরবি ভাষায়। এতে তিনি কুরআনকে مَجْعُوْلٌ বলেছেন। مَجْعُوْلٌ একমাত্র مَخْلُوْقٌ হয়ে থাকে। আর সকল মাখলুক নতুন ও حَادِثٌ তাই কুরআনকে তারা حَادِثٌ বলে দাবি করে থাকে।

তাদের জবাবে ইমাম রাযী (র.) বলেন, আল্লাহর কালাম বাস্তবিক ও প্রকৃতপক্ষে [نَفْسِيْ] হিসেবে কাদীম ও চিরন্তন। অতএব আল্লাহর বাণীকে অন্যান্য শাব্দিক ও জাহেরী কথাবার্তা সাথে সমতুল্য করা যাবে না। আল্লামা আলূসী (র.) বলেন, উক্ত আয়াতে جَعَلَ-এর অর্থ خَلَقَ ও صَيَّرَ -এর অর্থে নয়। অতএব তাদের উত্থাপিত প্রশ্ন সঠিক নয়।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিকট حَضْرَمَوْتُ শহরের এক বাসিন্দা এসে বললেন, আপনি আমাকে বলুন, কুরআন আল্লাহর বাণীসমূহের একটি বাণী- وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ؟ অতঃপর حَضْرَمَوْتِيْ লোকটি বললেন, আপনি কি আল্লাহর বাণী- إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا -এর মধ্যে চিন্তা করেননি ? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তার উত্তরে বললেন, এখানে جَعَلْنَاهُ অর্থ كَتَبَهُ اللّٰهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ অর্থাৎ, আল্লাহ এটা লওহে মাহফূযে আরবিতে লিখেছেন। -[তাফসীরে রূহুল মা'আনী]

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا (তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা করেছেন) উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বাহ্যিক আকার বিছানার মতো এক এতে বিছানার অনুরূপ আরাম পাওয়া যায়। সুতরাং এটা গোলাকার হওয়ার পরিপন্থি নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَعْقِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عَقْلٌ মূলবর্ণ (ع - ق - ل) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা বুঝে নাও।

اَلْمُسْرِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْرَافُ মূলবর্ণ (س - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ- নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রমকারীগণ।

يَسْتَهْزِئُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِهْزَاءُ মূলবর্ণ (ه - ز - ء) জিনস مهموز لام অর্থ-তারা হালকা মনে করে উপহাস করে। ঠাট্টা করে।

اَهْلَكْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِهْلَاكُ মূলবর্ণ (ه - ل - ك) জিনস صحيح অর্থ- আমরা ধ্বংস করেছি। আমরা শাস্তি দিয়েছি।

مَضٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مَضْيٌ মূলবর্ণ (م - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ-অতিক্রম করা, চলে যাওয়া।

سُبُلًا : سَبِيْلٌ এর বহুবচন। অর্থ- রাস্তাসমূহ।

تَهْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তোমরা পথ পেয়ে যাও। তোমরা পথ পেয়ে যাচ্ছ।

اَنْشَرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْشَارُ মূলবর্ণ (ن - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ- আমরা সঞ্জীব করেছি।

تُخْرَجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ (خ - ر - ج) জিনস صحيح অর্থ-তোমাদেরকে বের করা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ : এখানে واو টি আতেফা, আর مَا হলো نافية আর ياتيهم ফে'ল। আর هُمْ হলো مفعول به مقدم আর مِنْ হলো হরফে জার যা অতিরিক্ত হয়েছে আর نَبِيٍّ হলো শাব্দিকভাবে মাজরূর তবে স্থানগতভাবে مرفوع যেহেতু তা ফায়েল হয়েছে আর اِلَّا হলো اداة حصر আর كَانُوْا হলো ফে'লে নাকেস এবং তার যমীর হলো اسم ناقص আর بِهٖ টা يَسْتَهْزِءُوْنَ এর সাথে متعلق হয়েছে। আর يَسْتَهْزِءُوْنَ বাক্যটি হলো خبر ناقص -[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ৬২]

বাংলা অনুবাদ	আরবি আয়াত
১২. আর যিনি সর্বপ্রকার বস্তুগুলোকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের সেই নৌকাসমূহ ও চতুষ্পদ জন্তুগুলোকেও সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ করে থাক।	وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. যেন তোমরা তাদের পৃষ্ঠের উপর দৃঢ়রূপে বসতে পার, অতঃপর যখন তার উপর বস, তখন নিজ রবের নিয়ামতকে স্মরণ কর এবং এরূপ বল, তিনি পবিত্র, যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, এবং আমরা তো এমন [সক্ষম] ছিলাম না যে, এগুলোকে বশ করে নিতাম।	لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ﴿١٣﴾
১৪. আর আমাদেরকে তো আমাদের প্রতিপালকের দিকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে।	وَاِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٤﴾
১৫. আর তারা আল্লাহর কোনো কোনো বান্দাকে আল্লাহর অংশ নির্ধারিত করেছে; বস্তুত মানব প্রকাশ্য অকৃতজ্ঞ।	وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ۭ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾
১৬. আল্লাহ কি নিজ সৃষ্টির মধ্য হতে কন্যাসমূহ গ্রহণ করলেন, আর পুত্রসন্তান বিশেষভাবে তোমাদেরকে দান করলেন?	اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّاَصْفٰكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا আর যিনি সর্বপ্রকার বস্তুগুলোকে সৃষ্টি করেছেন وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ এব তোমাদের সেই নৌকাসমূহ ও চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে সৃষ্টি করেছেন مَا تَرْكَبُوْنَ যাতে তোমরা আরোহণ করে থাক।

১৩. لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ যেন তোমরা তাদের পৃষ্ঠের উপর দৃঢ়রূপে বসতে পার ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ অতঃপর নিজ রবে নিয়ামতকে স্মরণ কর اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ যখন তার উপর বস তখন وَتَقُوْلُوْا এবং এরূপ বল سُبْحٰنَ তিনি পবি الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا যিনি এগুলোকে মানুষের বশীভূত করে দিয়েছেন وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ এবং আমরা তো এম (সক্ষম) ছিলাম না যে, এগুলোকে বশ করে নিতাম।

১৪. وَاِنَّاۤ আর আমাদের তো اِلٰى رَبِّنَا আমাদের প্রতিপালকের দিকে لَمُنْقَلِبُوْنَ অবশ্যই ফিরে যেতে হবে।

১৫. وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا আর তারা আল্লাহর কোনো কোনো বান্দাকে আল্লাহর অংশ নির্ধারিত করেছে اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ বস্তুতঃ মানব প্রকাশ্য অকৃতজ্ঞ।

১৬. اَمِ اتَّخَذَ আল্লাহ কি গ্রহণ করলেন مِمَّا يَخْلُقُ নিজ সৃষ্টির মধ্যে হতে بَنٰتٍ কন্যাসমূহ وَّاَصْفٰكُمْ بِالْبَنِيْنَ আর পু সন্তান বিশেষভাবে তোমাদেরকে দান করলেন।

١٧. অথচ যখন তাদের কাউকেও তার [কন্যাসন্তান জন্মের] সংবাদ দেওয়া হয়, দয়াময় [আল্লাহ] -এর জন্য যার নমুনা তোমরা নির্ধারিত করে রেখেছ, তবে তার মুখমণ্ডল মলিন হয়ে থাকে এবং সে মনে মনে ক্ষুণ্ন হতে থাকে।	وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾
১৮. তবে কি [আল্লাহ নিজের জন্য কন্যাদেরকে পছন্দ করলেন,] যারা সাজসজ্জায় প্রতিপালিত, আর বাক-তর্কে বর্ণনাশক্তি [-ও] রাখে না।	أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾
১৯. আর এরা ফেরেশতাগণকে– যারা আল্লাহর বান্দা, নারী সাব্যস্ত করে রেখেছে; এরা কি ফেরেশতাদের সৃষ্টিকালে উপস্থিত ছিল? অচিরেই এদের এ দাবি লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।	وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾
২০. এবং তারা বলে, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে আমরা তাদের উপাসনা করতাম না; [আর] ঐ সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা কেবল অনুমানে বলছে।	وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَاهُم ۗ مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾
২১. আমি কি তাদেরকে এর পূর্বে কোনো কিতাব দিয়ে রেখেছি যে, তারা তা হতে প্রমাণ করছে?	أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم অথচ যখন তাদের কাউকেও তার (কন্যা সন্তান জন্মের) সংবাদ দেওয়া হয় بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا দয়াময় (আল্লাহ)-এর জন্য যার নমুনা তোমরা নির্ধারিত করে রেখেছ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا তবে তার মুখমণ্ডল মলিন হয়ে থাকে وَهُوَ كَظِيمٌ আর সে মনে মনে ক্ষুণ্ন হতে থাকে।

১৮. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ তবে কি সাজ সজ্জায় প্রতিপালিত وَهُوَ فِي الْخِصَامِ আর বাক-তর্কে غَيْرُ مُبِينٍ বর্ণনা শক্তি (-ও) রাখে না।

১৯. وَجَعَلُوا আর এরা সাব্যস্ত করে রেখেছে الْمَلَائِكَةَ ফেরেশতাগণকে الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ যারা আল্লাহর বান্দা إِنَاثًا নারী أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ এরা কি ফেরেশতাদের সৃষ্টিকালে উপস্থিত ছিল سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ অচিরেই এদের এ দাবি লিপিবদ্ধ করে নেওয়া হবে وَيُسْأَلُونَ এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

২০. وَقَالُوا, এবং তারা বলে لَوْ شَاءَ الرَّحْمَٰنُ আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন مَا عَبَدْنَاهُم তবে আমরা তাদের উপাসনা করতাম না مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ঐ সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান নেই إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ তারা কেবল অনুমানে বলছে।

২১. أَمْ آتَيْنَاهُمْ আমি কি তাদেরকে দিয়ে রেখেছি كِتَابًا কোনো কিতাব مِّن قَبْلِهِ এর পূর্বে فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ যে তারা তা হতে প্রমাণ করছে।

২২. বরং তারা বলে যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের উপর পেয়েছি এবং আমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।	بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. আর এরূপে আমি আপনার পূর্বে যখনই কোনো জনপদে কোনো নবী প্রেরণ করেছি, তখনই তথাকার অবস্থাপন্ন লোকেরা এটাই বলত যে, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি এবং আমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।	وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿٢٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. بَلْ قَالُوْا বরং তারা বলে اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি عَلٰى اُمَّةٍ এক মতাদর্শের উপর وَاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ এবং আমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।

২৩. وَكَذٰلِكَ আর এরূপে مَا اَرْسَلْنَا যখনই প্রেরণ করেছি مِنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে فِيْ قَرْيَةٍ কোনো জনপদে مِّنْ نَّذِيْرٍ নবী اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا তখনই তথাকার অবস্থাপন্ন লোকেরা এটাই বলত যে اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে এক মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি وَاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ এবং আমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ (তোমাদের জন্য নৌকা ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর।) মানুষের যানবাহন দু'প্রকার। (এক) যা মানুষ নিজের শিল্পকৌশল দ্বারা নিজেই তৈরি করে; (দুই) যার সৃষ্টিতে মানুষের শিল্পকৌশলের কোনো দখল নেই। নৌকা বলে প্রথম প্রকার যানবাহন এবং চতুষ্পদ জন্তু বলে দ্বিতীয় প্রকার যানবাহন বোঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের ব্যবহারের যাবতীয় যানবাহন আল্লাহ তা'আলার মহা অবদান। চতুষ্পদ জন্তুর যে অবদান, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এগুলো মানুষের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে মানুষের এমন বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একজন বালকও ওদের মুখে লাগাম অথবা নাকে রশি লাগিয়ে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এমনিভাবে যেসব যানবাহন তৈরিতে মানুষের শিল্পকৌশলের দখল আছে, সেগুলোও আল্লাহ তা'আলারই অবদান। উড়োজাহাজ থেকে শুরু করে মামুলী সাইকেল পর্যন্ত যদিও বাহ্যত: মানুষ নির্মাণ করে, কিন্তু এগুলো নির্মাণের কৌশল আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কে শিক্ষা দিয়েছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মস্তিষ্কে এমন শক্তি দান করেছেন যে, লোহাকেও মোমে পরিণত করে ছাড়ে। এছাড়া এগুলোর নির্মাণে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সরাসরি আল্লাহর সৃষ্টি।

ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ –(এবং যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অবদান স্মরণ কর)। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষের কর্তব্য হলো সত্যিকার দাতা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ ব্যবহার করার সময় অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করার পরিবর্তে এ বিষয়ের ধ্যান করা যে, এগুলো আমার প্রতি আল্লাহর দান; কাজেই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তাঁর উদ্দেশ্যে বিনয় ও অসহায়ত্ব ব্যক্ত করা আমার উপর ওয়াজিব। সৃষ্ট জগতের নিয়ামতসমূহ মু'মিন ও কাফের উভয়েই ব্যবহার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফের চরম উদাসীনতা ও বেপরওয়া মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করে আর মু'মিন আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে চিন্তায় উপস্থিত রেখে

তাঁর সামনে বিনয়াবনত হয়। এ লক্ষ্যেই কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ আনজাম দেওয়ার সময় সবর ও শোকরের বিষয়বস্তু সম্বলিত বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি দৈনন্দিন জীবনে উঠাবসা ও চলা-ফেরায় এসব দোয়া নিয়মিত পাঠ করে তবে তার প্রত্যেক বৈধ কাজই ইবাদত হয়ে যেতে পারে। এসব দোয়া আল্লামা জযরীর কিতাব 'হিসনে হাসীনে এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.)-এর কিতাব 'মোনাজাতে মকবুল' দ্রষ্টব্য।

সফরের দোয়া : سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا (পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন)। এটা যানবাহনে বসে পাঠ করার দোয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সওয়ারীর জন্তুর উপর বসার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন। আরোহণ করার মোস্তাহাব পদ্ধতি হযরত আলী (রা.) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সওয়ারীতে পা রাখার সময় 'বিসমিল্লাহ বলবে, অতঃপর সওয়ার হওয়ার পরে ' আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করে سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّالَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ পর্যন্ত পাঠ করবে।-[কুরতুবী] আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে রওয়ানা হয়ে উপরিউক্ত দোয়ার পর নিম্নোক্ত দোয়াও পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحُوْرِ بَعْدَ الْكُوْرِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ.

এক রেওয়ায়েতে এ বাক্যও বর্ণিত আছে :

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ –[কুরতুবী]

وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ –(আমরা এমন ছিলাম না যে, একে বশীভূত করব)। এটা যান্ত্রিক সৃষ্টি যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা মৌলিক উপাদান সৃষ্টি না করলে অথবা তাতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া না রাখলে অথবা মানুষের মস্তিষ্কে যেসব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের শক্তিদান না করলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রিত হয়েও এমন যানবাহন সৃষ্টি করতে সক্ষম হতো না।

وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ –(নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকেই ফিরে যাব। এ বাক্যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের উচিত পার্থিব সফরের সময় পরকালের কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা সর্বাবস্থায় সংঘটিত হবে। সে সফর সহজে অতিক্রম করার জন্য সৎকর্ম ব্যতীত কোনো সওয়ারী কাজে আসবে না।

وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا –(তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহর অংশ স্থির করেছে।) এখানে অংশ বলে সন্তান বোঝানো হয়েছে। মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহর কন্যা-সন্তান' আখ্যা দিত। 'সন্তান' না বলে 'অংশ বলে মুশরিকদের এই বাতিল দাবির যুক্তিভিত্তিক খণ্ডনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তান থাকলে সে আল্লাহ তা'আলার অংশ হবে। কেননা পুত্র পিতার অংশ হয়ে থাকে। যুক্তিসঙ্গত নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বস্তু স্বীয় অস্তিত্বের জন্য তার অংশসমূহের প্রতি মুখাপেক্ষী। এ থেকে জরুরি হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তা'আলাও তাঁর সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন। বলাবাহুল্য যে কোনো প্রকার মুখাপেক্ষিতা আল্লাহর মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

اَوَ مَنْ يُّنَشَّؤُ فِى الْحِلْيَةِ –(যে অলংকার ও সাজ সজ্জায় লালিত- পালিত হয়) এ থেকে জানা গেল যে, নারীর জন্যে অলংকার ব্যবহার এবং শরিয়ত সম্মত সাজ-সজ্জা অবলম্বন করা জায়েজ । এ বিষয়ে ইজমাও আছে। কিন্তু বর্ণনাপদ্ধতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সারা দিন সাজ সজ্জা ও প্রসাধনে ডুবে এটা বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার লক্ষণ ও কারণ।

وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ –(এবং সে বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম।) উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ নারী মনের ভাব জোরেশোরে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পুরুষদের সমান সক্ষম নয়। এ কারণেই বিতর্কে নিজেদের দাবি প্রমাণ করা ও প্রতিপক্ষের দাবি প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কাজেই কোনো কোনো নারী যদি বাকপটুতায় পুরুষদেরকেও হারিয়ে দেয়, তবে সেটা এ আয়াতের পরিপন্থি হবে না। কেননা অধিকাংশের লক্ষ্যেই সাধারণত নীতি বর্ণনা করা হয়। নারীদের অধিকাংশ এরূপই বটে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لِتَسْتَوُا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- যেন তোমরা চড়ে বস। যেন ভালোভাবে তোমরা আরোহণ করো।

اِسْتَوَيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- তোমরা বসেছ, তোমরা আরোহণ করেছ।

مُقْرِنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْرَانُ মূলবর্ণ (ق - ر - ن) জিনস صحيح অর্থ- আনয়নকারীগণ। অধীনস্থ কারীগণ।

مُنْقَلِبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْقِلَابٌ মূলবর্ণ (ق - ل - ب) জিনস صحيح অর্থ- প্রত্যাবর্তনকারীগণ।

مُسْوَدًّا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اِسْوِدَادٌ মূলবর্ণ (س - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ- কালো। চিন্তায় রং বিকৃত।

يُنَشَّؤُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْشِئَةٌ মূলবর্ণ (ن - ش - ء) জিনস مهموز لام অর্থ- তারা লালিত-পালিত হয়।

يُسْئَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবণ (س - ء - ل) জিনস مهموز عين অর্থ- তারা জিজ্ঞাসিত হবে।

يَخْرُصُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَرْصُ মূলবর্ণ (خ - ر - ص) জিনস صحيح অর্থ- তারা অনুমানে বলে।

مُسْتَمْسِكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِمْسَاكُ মূলবর্ণ (م - س - ك) জিনস صحيح অর্থ- মজবুতভাবে ধারণকারীগণ।

مُهْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِهْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- হেদায়েত প্রাপ্তগণ।

مُتْرَفُوْا : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِتْرَافٌ মূলবর্ণ (ت - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ- আরাম আয়েশে জীবন যাপন কারীগণ।

مُقْتَدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِدَاءٌ মূলবর্ণ (ق - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ-ইমাম, অনুসৃত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ : এখানে اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর اَلْاِنْسَانَ হলো اسم ان আর لَكَفُوْرٌ -এর لام টি হলো اللام المزحلقة আর كَفُوْرٌ হলো خبر ان আর مُّبِيْنٌ হলো كَفُوْرٌ -এর সিফাত অর্থাৎ مُظْهِرٌ لِكُفْرِهٖ

–[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড; পৃ. ৭২]

قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ۚ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. তাদের রাসূল বলেছিলেন, যদিও আমি তদপেক্ষা উত্তম পন্থা যা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়– তোমাদের নিকট এনেছি, যদুপরি তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে প্রাপ্ত হয়েছ, তবুও কি? তারা বলতে লাগল, আমরা তো তা মানি না যা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ।

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. অতএব, আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম, সুতরাং দেখুন, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. আর যখন ইবরাহীম নিজ পিতাকে এবং নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, আমি তাদের সাথে সম্পর্কহীন, তোমরা যাদের উপাসনা করছ,

اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ﴿٢٧﴾

২৭. কিন্তু [আমার সম্পর্ক তাঁরই সাথে] যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে পথ দেখান।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. আর তিনি এটা স্বীয় সন্তানবর্গের মধ্যে একটি স্থায়ী বাণীস্বরূপ রেখে গিয়েছেন যেন মানুষ রুজু করতে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৪. قٰلَ তাদের রাসূল বলেছিলেন اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ যদিও আমি তোমাদের নিকট আনয়ন করেছি بِاَهْدٰى তদপেক্ষা উত্তম পন্থা যা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়ে দেয় مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ যদুপরি তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে প্রাপ্ত হয়েছ তবুও কি? قَالُوْٓا তারা বলতে লাগল اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ আমরা তো তা মানিই না যা সহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ।

২৫. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ অতএব আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম فَانْظُرْ সুতরাং দেখুন كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

২৬. وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ আর যখন ইবরাহীম বললেন لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ নিজ পিতা কে এবং নিজ সম্প্রদায়কে اِنَّنِيْ بَرَآءٌ আমি তাদের সাথে সম্পর্কহীন مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ তোমরা যাদের উপাসনা করছ।

২৭. اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ কিন্তু যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ অতঃপর তিনিই আমাকে পথ দেখান।

২৮. وَجَعَلَهَا আর তিনি এটা রেখে গেছেন كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً একটি স্থায়ীবাণী স্বরূপ فِيْ عَقِبِهٖ সন্তানবর্গের মধ্যে لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ যেন মানুষ রুজু করতে থাকে।

২৯. বরং আমি তাদেরকে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছি, এমনকি তাদের নিকট সত্য কুরআন এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল এসেছেন।	بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿٢٩﴾
৩০. আর যখন তাদের নিকট এ সত্য কুরআন পৌঁছল, তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো জাদু এবং আমরা তা মানি না।	وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٠﴾
৩১. আর তারা বলতে লাগল, এ কুরআন উভয় জনপদের [মক্কা ও তায়েফের] মধ্য হতে কোনো প্রধান ব্যক্তির উপর কেন নাজিল করা হয়নি?	وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾
৩২. এরা কি আপনার প্রতিপালকের রহমতকে [স্বীয় মতানুযায়ী] বণ্টন করতে চাচ্ছে? পার্থিব জীবনে তো তাদের জীবিকা আমিই বণ্টন করে রেখেছি অথচ [সে বণ্টনের ব্যাপারে] আমি তাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে রেখেছি, যাতে একে অন্য দ্বারা কাজ উদ্ধার করতে পারে; আর আপনার প্রতিপালকের রহমত তদপেক্ষা বহু গুণে শ্রেয় যা এরা সঞ্চয় করছে।	اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. بَلْ مَتَّعْتُ বরং আমি প্রচুর সম্পদ দিয়েছি هٰٓؤُلَآءِ তাদেরকে وَاٰبَآءَهُمْ এবং তাদের পূর্বে পুরুষদেরকে حَتّٰى جَآءَهُمُ এমনকি তাদেরকে নিকট এসেছেন الْحَقُّ সত্য কুরআন وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল।

৩০. وَلَمَّا جَآءَهُمُ আর যখন তাদের নিকট পৌঁছল الْحَقُّ এই সত্য কুরআন। قَالُوْا তখন তারা বলতে লাগল هٰذَا سِحْرٌ এটা তো জাদু وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ এবং আমরা তা মানি না।

৩১. وَقَالُوْا আর তারা বলতে লাগল لَوْلَا نُزِّلَ কেন নাজিল করা হয়নি هٰذَا الْقُرْاٰنُ এই কুরআন عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ উভয় জনপদের মধ্য হতে কোনো প্রধান ব্যক্তির উপর।

৩২. اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ এরা কি বন্টন কতে চায় رَحْمَتَ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের রহমতকে نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ আমিই বন্টন করে রেখেছি مَّعِيْشَتَهُمْ তাদের জীবিকা فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ অথচ তাদের একজনকে অন্য জনের উপর দিয়ে রেখেছি دَرَجٰتٍ শ্রেষ্ঠত্ব لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا যাতে একে অন্যের দ্বারা কাজ উদ্ধার করতে পারে وَرَحْمَتُ رَبِّكَ আর আপনার প্রতিপালকের রহমত خَيْرٌ তদপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয় مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ যা এরা সঞ্চয় করছে।

৩৩. আর যদি এটা না হতো যে, [প্রায়] সমস্ত মানুষ একই পথাবলম্বী [কাফের] হয়ে যাবে, তবে যারা দয়াময় [আল্লাহ]-এর সাথে কুফরি করে, আমি তাদের জন্য তাদের গৃহসমূহের ছাদ রৌপ্যের করে দিতাম এবং সিঁড়িগুলোও [রৌপ্যের করে দিতাম], তারা যার উপর দিয়ে আরোহণ করে।	وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং তাদের গৃহগুলোর কপাট এবং খাটও [রৌপ্যের করে দিতাম], যার উপর হেলান দিয়ে বসে।	وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ ﴿٣٤﴾
৩৫. আর [এ সমস্ত] স্বর্ণেরও [করে দিতাম]; আর এগুলো কিছুই নয়– কেবল পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের উপকরণ; [শেষে সবই বিলীন হয়ে যাবে,] আর আখেরাত আপনার প্রতিপালকের সমীপে মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে।	وَزُخْرُفًا ۚ وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. وَلَوْلَآ আর যদি এটা না হতো যে أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً সমস্ত মানুষ একই পথবলম্বী হয়ে যাবে لَّجَعَلْنَا তবে আমি করে দিতাম لِمَن يَكْفُرُ যারা কুফরি করে بِالرَّحْمَٰنِ দয়াময় (আল্লাহ)-এর সাথে لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا তাদের জন্য তাদের গৃহসমূহের ছাদ مِّن فِضَّةٍ রৌপ্যের وَمَعَارِجَ এর সিঁড়িগুলোও عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ তারা যার উপর দিয়ে আরোহণ করে।

৩৪. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا এবং তাদের গৃহগুলোর কপাট وَسُرُرًا এবং খাটও عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ যার উপর হেলান দিয়ে বসে।

৩৫. وَزُخْرُفًا আর স্বর্ণেরও وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ আর এগুলো কিছুই নয় لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا কেবল পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ভোগ বিলাসের উপকরণ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ আর আখেরাত আপনার প্রতিপালকের সমীপে لِلْمُتَّقِينَ মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ - (٣١)

শানে নুযূল : ইবনে জারীর ও ইবনে মুনজির প্রমুখ হযরত কাতাদাহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মক্কার কাফের মুশরিকদের দাবি ছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ এর বর্ণনা অনুযায়ী কুরআন যদি সত্য হতো, তাহলে ওয়ালীদ বিন মুগীরা কুরেশী অথবা উরওয়া বিন মাসউদ ছাক্বফী এর উপর কুরআন নাজিল হতো, তাদের এ দাবি ছিল সম্পূর্ণই অলীক। সে প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -[দুররে মানছুর ১৬/৬]

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ –পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, মুশরিকদের কাছে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ ব্যতীত শিরকের কোনো দলিল নেই বলাবাহুল্য, সুস্পষ্ট যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও কেবল পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করা খুবই অযৌক্তিক ও গর্হিত কাজ। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি পূর্বপুরুষদেরই অনুকরণ করতে চাও, তবে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসরণ কর না কেন, যিনি তোমাদের সম্ভ্রান্ততম পূর্বপুরুষ এবং যাঁর সাথে সম্পর্ক রাখাকে তোমরা গর্বের বিষয় মনে কর? তিনি কেবল তাওহীদেই বিশ্বাসী ছিলেন না ; বরং তাঁর কর্মপন্থা

পরিষ্কার ব্যক্ত করে যে, যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির উপস্থিতিতে কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা বৈধ নয়। তিনি যখন দুনিয়াতে প্রেরিত হন, তখন তাঁর গোটা সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণে শিরকে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তিনি পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে সুস্পষ্ট প্রমাণাদির অনুসরণ করে সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে বলেন, إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ তোমরা যাদের পূজা করো, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তি যদি কুকর্মী ও অবিশ্বাসী দলের মধ্যে বসবাস কর এবং তাদের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে নীরব থাকে, তাকেও তাদের সমমনা মনে করার আশঙ্কা থাকে, তাহলে কেবল তার বিশ্বাস ও কর্ম ঠিক করে নেওয়াই যথেষ্ট হবে না ; বরং সেই দলের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে তার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করাও জরুরি হবে। সেমতে হযরত ইবরাহীম (আ.) কেবল নিজের বিশ্বাস ও কর্মকে মুশরিকদের থেকে স্বতন্ত্র করেই ক্ষান্ত থাকেননি ; বরং মুখে ও সর্বসমক্ষে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছেন।

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ –(তিনি এক তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন।) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর তাওহীদী বিশ্বাসকে নিজের সত্তা পর্যন্তই সীমিত রাখেননি ; বরং তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিরাট লোক তাওহীদপন্থি স্বয়ং মক্কা মোকাররমা ও তার আশপাশে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাব পর্যন্ত অনেক সুস্থমনা ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরেও হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মূল ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিজেকে ছাড়াও সন্তান-সন্ততিকে বিশুদ্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করাও মানুষের অন্যতম কর্তব্য। পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত ইয়াকূব (আ) সম্পর্কেও কুরআন বর্ণনা করেছে যে, তিনি ওফাতের সময় পুত্রদেরকে বিশুদ্ধধর্মে কায়েম থাকার অসিয়ত করেছিলেন। সুতরাং যে কোনো সন্তান সম্ভাব্য উপায়ে সন্তান-সন্ততির কর্ম ও চরিত্র সংশোধনে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা যেমন জরুরি, তেমনি পয়গম্বরগণের সুন্নতও বটে। সন্তানদের সংশোধনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে যা স্থান বিশেষ অবলম্বন করা যায়। কিন্তু শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী (র.) 'লাতায়েফুল মিনান' গ্রন্থে কার্যকরী পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন তা এই যে, পিতা-মাতা সন্তানদের সংশোধনের জন্যে সযত্নে দোয়া করবেন। পরিতাপের বিষয়, এই সহজ পদ্ধতির আজকাল ব্যাপক উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অবশ্য স্বয়ং পিতা-মাতাই এর অশুভ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আল্লাহ মুশরিকদের একটি আপত্তির জওয়াব দিয়েছেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রেসালতের ব্যাপারে এ আপত্তি করত। প্রকৃতপক্ষে তারা শুরুতে একথা বিশ্বাস করতেই সম্মত ছিল না যে, রাসূল কোনো মানুষ হতে পারে। কুরআন পাক তাদের এ মনোভাব কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছে যে, আমরা মুহাম্মদ ﷺ-কে কিরূপে রাসূল মানতে পারি, যখন সে সাধারণ মানুষের মতোই পানাহার করে এবং বাজারে চলাফেরা করে কিন্তু যখন কুরআনের একাধিক আয়াতে ব্যক্ত করা হলো যে, কেবল মুহম্মদ ﷺ-ই নন, দুনিয়াতে এ যাবত যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, তারা সবাই মানুষ ছিলেন। তখন তারা পাঁয়তারা পরিবর্তন করে বলতে শুরু করল যে, যদি কোনো নবুয়ত সমর্পণ করার ইচ্ছা ছিল, তবে মক্কা ও তায়েফের কোনো বিত্তবান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে সমর্পণ করা হলো না কেন? মুহাম্মদ ﷺ তো কোনো প্রভাবশালী, ধনী ব্যক্তি নন। কাজেই তিনি নবুয়ত লাভের যোগ্য নন। রেওয়ায়েতে আছে যে, এ ব্যাপারে তারা মক্কার ওলীদ ইবনে মুগীরা ও ওতবা ইবনে রবীয়া এবং তায়েফের ওরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফী, হাবীব ইবনে আমর সাকাফী অথবা কেনানা ইবনে আবদে ইয়া'লীলের নাম পেশ করেছিল। -(রূহুল মা'আনী)

মুশরিকদের এ আপত্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ দু'টি উত্তর দিয়েছেন। প্রথম জওয়াব উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে এবং দ্বিতীয় জওয়াব এর পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে। যথাস্থানেই এর ব্যাখ্যা করা হবে। প্রথম জওয়াবের সারমর্ম এই যে, এ ব্যাপারে তোমাদের নাক গলানোর কোনো অধিকার নেই যে, আল্লাহ কাকে নবুয়ত দিচ্ছেন এবং কাকে দিচ্ছেন না। নবুয়তের বণ্টন তোমাদের হাতে নয় যে, কাউকে নবী করার পূর্বে তোমাদের মত নিতে হবে। এট সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। তিনিই মহান। উপযোগিতা অনুযায়ী এ কাজ সমাধা করেন। তোমাদের অস্তিত্ব, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা নবুয়ত বন্টনের দায়িত্ব লাভের যোগ্যই নয়। নবুয়ত বন্টন তো অনেক উচ্চস্তরের কাজ, তোমাদের মর্যাদা, অস্তিত্ব ও স্বয়ং তোমাদের জীবিকা ও জীবিকার আসবাবপত্র বন্টনের দায়িত্ব পালনেরও উপযুক্ত নয়। কারণ আমি জানি তোমাদেরকে এ দায়িত্ব দেওয়া হলে তোমরা একদিনও জগতের কাজ-কারবার পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না এবং গোটা ব্যবস্থাপনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা পার্থিব জীবনে তোমাদের জীবিকা বন্টনের দায়িত্বও তোমাদের হাতে সোপর্দ

করেননি ; বরং একাজ নিজের হাতেই রেখেছেন। অতএব যখন নিম্নস্তরের এ কাজ তোমাদেরকে সোপর্দ করা যায় না, তখন নবুয়ত বন্টনের মতো মহান কাজ কিরূপে তোমাদের হাতে সোপর্দ করা যাবে। আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য তো এতটুকুই, কিন্তু মুশরিকদেরকে জওয়াব দান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আল্লাহ বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেগুলো থেকে কতিপয় অর্থনৈতিক মূলনীতি চয়ন করা যায়। এখানে এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা জরুরি।

জীবিকা বন্টনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা : نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ –আমি তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি আমার অপার প্রজ্ঞার সাহায্যে বিশ্বের জীবনব্যবস্থা এমন করেছি যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি প্রয়োজনাদি মিটানোর ক্ষেত্রে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সকল মানুষ এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার সূত্রে গ্রথিত হয়ে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য আয়াতটি খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা জীবিকা বন্টনের কাজ (সোশ্যালিজমের ন্যায়) কোনো ক্ষমতাশালী মানবিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সোপর্দ করেননি, যে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করবে যে, সমাজের প্রয়োজনাদি কি কি, সেগুলো কিভাবে মটানো হবে, উৎপাদিত সম্পদকে কি হারে কি কি কাজে লাগানো হবে এবং এগুলোর মধ্যে আয়ের বন্টন কিসের ভিত্তিতে করা হবে? এর পরিবর্তে এ সমস্ত কাজ আল্লাহ তা'আলা নিজের হাতে রেখেছেন। নিজের হাতে রাখার অর্থ এটাই যে, তিনি প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষী করে বিশ্বব্যবস্থা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এতে অস্বাভাবকি ইজারাদারী ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি না করা হলে এ ব্যবস্থাটি আপনা -আপনি সমস্যার সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার এই ব্যবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিভাষায় 'আমদানি-রফতানি, ব্যবস্থা বলা হয়। আমদানি-রফতানির স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে বস্তুর আমদানি কম অথচ চাহিদা বেশি, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই উৎপাদন যন্ত্রগুলো সেই বস্তু উৎপাদনে অধিক মুনাফা দেখে সে দিকেই ঝুঁকে পড়ে। অতঃপর যখন আমদানি রফতানির তুলনায় বেড়ে যায়, তখন মূল্য হ্রাস পায়। ফলে সে বস্তুর অধিক উৎপাদন লাভজনক থাকে না এবং উৎপাদন যন্ত্রগুলো এর পরিবর্তে অন্য কাজে ব্যাপৃত হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বেশি। ইসলাম আমদানি ও রফতানির এসব শক্তির মাধ্যমেই সম্পদ উৎপাদন ও বন্টনের কাজ নিয়েছে এবং সাধারণ অবস্থায় জীবিকা বন্টনের কাজ কোনো মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সোপর্দ করেনি। এর কারণ এই যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের যত উন্নত পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হোক না কেন, এর মাধ্যমে বিষয়াদি সাধারণত : স্বাভাবিক ব্যবস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা এমনিভাবে স্বাভাবিক পন্থায় আপনা-আপনি সমাধান প্রাপ্ত হয়। এগুলোকে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়নের সোপর্দ করা জীবনে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ছাড়া কিছু নয়। উদাহরণতঃ দিন কাজের জন্যে এবং রাত্র নিদ্রার জন্য। এ বিষয়টি কোনো চুক্তি অথবা মানবিক পরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে স্থিরীকৃত হয়নি ; বরং প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আপনা-আপনি এ ফয়সালা করে দিয়েছে। এমনিভাবে কে কাকে বিয়ে করবে এ বিষয়টি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ব্যবস্থার অধীনে আপনা থেকেই সম্পন্ন হয় এবং একে পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সমাধান করার কল্পনা কারও মধ্যে জাগ্রত হয়নি। উদাহরণতঃ কে জ্ঞান ও কারিগরির কোনো বিভাগকে নিজের কার্যক্ষেত্র রূপে বেছে নিবে, এ বিষয়টি মানসিক আগ্রহ অনুরাগের পরিবর্তে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর সোপর্দ করা একটা অযথা জবরদস্তি মাত্র। এতে প্রাকৃতিক নিয়মে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এমনিভাবে জীবিকা ব্যবস্থাও আল্লাহ তা'আলা নিজের হাতে রেখে প্রত্যেকের মনে সেই কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তার জন্যে অধিক উপযুক্ত এবং যা সে সুষ্ঠুভাবে আনজাম দিতে পারে। সেমতে প্রত্যেক ব্যক্তি এমনকি একজন ঝাড়ুদারও নিজের কাজ নিয়ে আনন্দিত ও গর্বিত থাকে- كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ একত্রিত করে অপরের জন্য রিজিকের দ্বার বন্ধ করে দেওয়ার স্বাধীনতা দেয়নি; বরং আমদানির উপায়সমূহের মধ্যে হালাল ও হারামের পার্থক্য করে সুদ, ফটকাবাজি, জুয়া, মজুদদারি ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এরপর বৈধ আমদানিতেও জাকাত, ওশর ইত্যাদি কর আরোপ করে সেসব অনিষ্টের মূলোৎপাটন করেছে, যা বর্তমান পুঁজিবাদীব্যবস্থায় পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও কখনো ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সরকারের হস্তক্ষেপ বৈধ রেখেছে।

সাম্যের তাৎপর্য : وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ –আমি এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি। এ থেকে জানা গেল যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের আয় সম্পূর্ণভাবে সমান হোক-অর্থে সামাজিক সাম্য নয় এবং সম্ভবপরও নয়। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে কিছু কর্তব্য আরোপ করেছেন এবং কিছু অধিকার দিয়েছেন আর এতদুভয়ের মধ্যে স্বীয় প্রজ্ঞার ভিত্তিতে এ গড় নির্বাচন করে দিয়েছেন যে, যার কর্তব্য যত বেশি তার অধিকারও তত বেশি। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্ট জীবের দায়িত্ব-কর্তব্য খুব কম আরোপ করা হয়েছে। তারা হালাল ও হারাম, জায়েজ ও

নাজায়েজের আওতাধীন নয়। তাই তাদের অধিকার সবচেয়ে কম, সেমতে তাদের ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মানুষ নামে মাত্র কিছু বিধি-নিষেধ পালন করে যেভাবে ইচ্ছা, তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সেমতে কোনো কোনো জীবকে মানুষ ভক্ষণ করে, কোনো কোনোটির পিঠে সওয়ার হয় এবং কোনোটিকে পদতলে পিষ্ট করে, কিন্তু একে এসব জীবের অধিকার হরণ বলে গণ্য করা হয় না। কারণ তাদের কর্তব্য কম বিধায় তাদের অধিকারও কম। সৃষ্ট জগতের মধ্যে সর্বাধিক কর্তব্য মানুষ ও জিনের দায়িত্বে আরোপ করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম এবং উঠা ও বসার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। তারা তাদের দায়িত্ব পালন না করলে পরকালে কঠোর শাস্তির যোগ্য হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জিনকে অধিকার ও সবচেয়ে বেশি দিয়েছেন। পরস্পরভাবে মানুষের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যার দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরের তুলনায় বেশি, তার অধিকারও বেশি। মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বাধিক দায়িত্ব পয়গম্বরগণের উপর আরোপিত হয়েছে তাই তাঁদেরকে অধিকারও অন্যদের তুলনায় বেশি দেওয়া হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলা মাপকাঠির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন প্রত্যেক ব্যক্তি যতটুকু দায়িত্ব বহন করে, তাকে ততটুকু অসুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বলা বাহুল্য, মানুষের কর্তব্যে সমতা আনয়ন করা একেবারে অসম্ভব এবং তাতে তফাৎ হওয়া অপরিহার্য। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণ অপরের সমান হবে। আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষের সৃষ্টিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে দৈহিক শক্তি, স্বাস্থ্য, বিবেক, বয়স, দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই খোলা চোখে অবলোকন করতে পারে যে, এসব গুণের দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করার সাধ্য সর্বাধিক উন্নত সমাজতান্ত্রিক সরকারেরও নেই। মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভার মধ্যে যখন পার্থক্য অপরিহার্য, তখন তাদের কর্তব্যেও পার্থক্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী হবে। অর্থনৈতিক অধিকারও কর্তব্যের উপরই নিভরশীল বিধায় আমদানিতেও পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য। কেননা কর্তব্যে পার্থক্য রেখে যদি সকলের আমদানি সমান করে দেওয়া হয়, তবে এর মাধ্যমে কখনও ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কিছু লোকের আমদানি তাদের কর্তব্যের তুলনায় বেশি এবং কিছু লোকের কম হবে, যা সুস্পষ্ট অবিচার। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমদানিতে পূর্ণ সাম্য কোনো যুগেই ইনসাফভিত্তিক হতে পারে না। সুতরাং সমাজতন্ত্র তার চরম উন্নতির যুগে (পূর্ণ মাত্রায় সাম্যবাদের যুগে) যে সাম্যের দাবি করে, তা কোনো অবস্থাতেই গ্রহণীয় ও ইনসাফভিত্তিক নয়। তবে কার কর্তব্য বেশি, কার কম এবং এ হারে কার কতটুকু অধিকার হওয়া উচিত, এটা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন কাজ। এটা সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্যে মানুষের কাছে কোনো মাপকাঠি নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এক ঘন্টায় এত টাকা আয় করে যা একজন অদক্ষ শ্রমিক সারাদিন অনেক মণ মাটি বয়েও আয় করতে পারে না। কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখেতে এক তো শ্রমিকের সারাদিনের স্বাধীন পরিশ্রম ইঞ্জিনিয়ারকে প্রদত্ত গুরু দায়িত্বের সমান হতে পারে না, এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের আমদানি কেবল এক ঘন্টার পরিশ্রমের প্রতিদান নয়; বরং এতে বছরের পর বছর মস্তিষ্ক ক্ষয় ও অধ্যবসায়ের প্রতিদানেরও অংশ আছে, যা সে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা অর্জনের ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তাতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে সহ্য করেছে। সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক স্তরে আয়ের এই পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছে। সেমতে সকল সমাজতান্ত্রিক দেশে জনসংখ্যার মধ্যে বেতনের বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেই তাদের পদস্খলন ঘটেছে যে, উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের তহবিলে দিয়ে জনগণের কর্তব্য নির্ধারণ ও তদনুযায়ী আমদানি বন্টনের কাজও সরকারের কাছে ন্যস্ত করেছে। অথচ উপরে বর্ণিত রয়েছে যে, কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে অনুপাত কায়েম রাখার জন্যে মানুষের কাছে কোনো মাপকাঠি নেই। সমাজতন্ত্রের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সারা দেশের মানুষের জীবিকা নির্ধারণের কাজ সরকারের কতিপয় কর্মীর হাতে এসে গেছে। তারা যাকে যতটুকু ইচ্ছা, দেওয়ার এবং যতটুকু ইচ্ছা, না দেওয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। প্রথমত এতে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির জন্যে প্রশস্ত ময়দান খোলা রয়েছে, যার সিড়ি বেয়ে আমলাতন্ত্র ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ যদি সরকারের সকল কর্মীকে ফেরেশতাও ধরে নেওয়া হয় এবং তারা বাস্তবিকই ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে দেশে আমদানি বন্টন করতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের কাছে এমন কোনো মাপকাঠি আছে কি যা দ্বারা তারা একজন ইঞ্জিনিয়ার ও একজন শ্রমিকের কর্তব্যের পার্থক্য এবং তদনুপাতে তাদের আমদানির ইনসাফভিত্তিক পার্থক্য সম্পর্কে ফয়সালা দিতে পারে?

বাস্তব ঘটনা এই যে, এ বিষয়ের ফয়সালা মানব বুদ্ধির অনুভূতির উর্ধ্বে। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ একে নিজের হাতে রেখেছেন। আলোচ্য وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিতে করেছেন যে, এই পার্থক্য নির্ধারণের কাজ আমি মানুষকে সোপর্দ করার পরিবর্তে নিজের হাতে রেখেছি। এর অর্থ এখানে তাই যে, দুনিয়াতে

প্রত্যেকের প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত করে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অপরকে ততটুকু দিতে বাধ্য, যতটুকুর সে যোগ্য। এখানেও পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপর ভিত্তিশীল আমদানি ও রফতানির ব্যবস্থা প্রত্যেকের আমদানি নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই নিজে ফয়সালা করে যে, যতটুকু কর্তব্য সে নিজ দায়িত্বে নিয়েছে, তার কতটুকু বিনিময় তার জন্য যথেষ্ট। এর কম পাওয়া গেলে সে সেই কাজ করতে সম্মত হয় না এবং এবং বেশি চাইলে প্রতিপক্ষ তাকে কাজে নিয়োজিত করে না। لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا বাক্যের অর্থ তাই যে, আমি আমদানিতে পার্থক্য এ কারণে রেখেছি, যাতে একজন অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়। নতুবা সকলের আমদানিতে সমান হলে কেউ কারও কোনো কাজে আসত না।

তবে কতক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই বড় বড় পুঁজিপতিরা আমদানি ও রফতানির এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটতে পারে তারা গরিবদেরকে তাদের প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। ইসলাম প্রথমতঃ হালাল-হারাম ও জায়েজ-নাজায়েজের সুদূরপ্রসারী বিধি-বিধানের সাহায্যে এবং দ্বিতীয়তঃ নৈতিক আচরণাবলিও পরকাল চিন্তার মাধ্যমে এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পথে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছে। যদি কখনও কোনো স্থানে এই পরিস্থিতি উদ্ভব হয়ে যায়, তবে ইসলাম রাষ্ট্রকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সীমা পর্যন্ত মজুরি নির্ধারণের ক্ষমতা দান করেছে। বলা বাহুল্য, এটা কেবল অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পর্যন্ত সীমিত বিধায় এর জন্যে উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের হাতে সমপর্ণ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা এর ক্ষতি উপকারে তুলনায় অনেক বেশি।

ইসলামি সাম্যের অর্থ : উল্লিখিত ইঙ্গিতসমূহ থেকে একথা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে যে, আমদানিতে পুরোপুরি সাম্য ও ন্যায় সুবিচারের দাবি নয়। এ সাম্য কার্যতঃ কোথাও কায়েম হয়নি এবং হতে পারে না। এটা ইসলামেরও কাম্য নয়। তবে ইসলাম আইন, সামাজিকতা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এর অর্থ এই যে, উল্লিখিত প্রাকৃতিক কর্মপদ্ধতি অনুসারে যার যতটুকু নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তা অর্জন করার আইনগত ও সমাজগত অধিকারে সকলেই সমান এ বিষয়ের কোনো অর্থ হয় না যে, একজন ধনী, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও পদাধিকারী ব্যক্তি তার অধিকার সম্মানের অর্জনের দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেয়ে ফিরবে এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে, আইন ধনীর অধিকার সংরক্ষণ করবে আর গরিবদের বেলায় আইনের বাণী নিভৃতে কাঁদবে। এ বিষয়টি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা হওয়ার পর ভাষণে তুলে ধরেছিলেন : وَاللّٰهِ مَا عِنْدِىْ اَقْوٰى مِنَ الضَّعِيْفِ حَتّٰى اٰخُذَ الْحَقَّ لَهٗ وَلَا عِنْدِىْ اَضْعَفُ مِنَ الْقَوِىِّ حَتّٰى اٰخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ। –অর্থাৎ আমি যে পর্যন্ত দুর্বলের অধিকার আদায় করে না দেই, সে পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল অপেক্ষা শক্তিশালী কেউ নেই এবং আমি যে পর্যন্ত সবলের কাছ থেকে অধিকার আদায় না করি, সে পর্যন্ত সবল অপেক্ষা দুর্বল আমার কাছে কেউ নেই।

এমনিভাবে নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ ইসলামি সাম্যের অর্থ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই উপার্জনের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। ইসলাম এটা পছন্দ করে না যে, কয়েকজন বড় বড় ধনপতি ধন-সম্পদের উৎসমুখ দখল করে নিজেদের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত করে নেবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বাজারে বসাও দুরূহ করে তুলবে। সেমতে সুদ, ফটকাবাজী, জুয়া মজুদদারী এবং ইজরাদারী ভিত্তিক বাণিজ্যিক চুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া জাকাত, ওশর, খারাজ, ভরণ-পোষণের ব্যয়, দান-খয়রাত ও অন্যান্য কর আরোপ করে এমন পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা, শ্রম ও পুঁজি অনুপাতে উপার্জনে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে একটি সুখী সমাজ গড়ে উঠতে পারে। এত সবের পরেও আমদানিতে যে পার্থক্য থেকে যাবে, তা প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্য। মনুষ্যকুলের মধ্যে যেমন রূপ, সৌন্দর্য, শক্তি, স্বাস্থ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, মেধা, সন্তান-সন্ততির বিদ্যমান পার্থক্য মেটানো সম্ভবপর নয়, তেমনি এ পার্থক্য বিলোপ হওয়ার নয়।

ধনদৌলতে প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় : কাফেররা বলেছিল, মক্কা ও তায়েফের কোনো বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে পয়গম্বর করা হলো না কেন? আলোচ্য আয়াতসমূহে এর দ্বিতীয় জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে নবুয়তের জন্যে কিছু যোগ্যতা ও শর্ত থাকা জরুরি। কিন্তু ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে নবুয়ত দেওয়া যায় না। কেননা ধন দৌলত আমার দৃষ্টিতে এত নিকৃষ্ট ও হেয় যে, সব মানুষের কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকলে আমি সব কাফেরের উপর স্বর্ণ-রৌপ্যর বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। তিরমিযীর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ অর্থাৎ দুনিয়া যদি আল্লাহর কাছে মশার এক পাখার সমানও মর্যাদা রাখত, তবে আল্লাহ তা'আলা কোনো কাফেরকে দুনিয়া থেকে এক ঢোক পানিও দিতেন না। এ থেকে জানা গেল যে, ধন-

সম্পদের প্রাচুর্যও কোনো শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় এবং এর অভাবও মানুষের মর্যাদাহীন হওয়ার আলামত নয়। তবে নবুয়তের জন্য কতিপয় উচ্চস্তরের গুণ থাকা আবশ্যক। সেগুলো হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কাফেরদের আপত্তি অসার ও বাতিল।

আয়াতে "সব মানুষ কাফের হয়ে যেত" এর অর্থ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কাফের হয়ে যেত। নতুবা আল্লাহর কিছু বান্দা আজও আছে, যারা বিশ্বাস করে যে, কুফরি অবলম্বন করে তারা ধন-দৌলতে স্নাত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারা ধন-দৌলতের খাতিরে কুফরি অবলম্বন করে না। এরূপ কিছু লোক সম্ভবত : তখনও ঈমানকে আকড়ে থাকত। কিন্তু তাদের সংখ্যা হতো আটার মধ্যে লবণের তুল্য।

শব্দ বিশ্লেষণ :

جِئْتُكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئُ মূলবর্ণ (ج - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (مَهْمُوْز لَامْ ও اَجْوَف يَائِىْ) অর্থ- আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি।

اَهْدٰى : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم تَفْضِيْل বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- অধিক হেদায়েত প্রাপ্ত।

اِنْتَقَمْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِنْتِقَامُ মূলবর্ণ (ن - ق - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমরা শাস্তি দিয়েছি। প্রতিশোধ নিয়েছি।

اُنْظُرْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার نَظَرٌ মূলবর্ণ (ن - ظ - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- তুমি দেখ, তুমি চিন্তা কর।

مُكَذِّبِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْذِيْبٌ মূলবর্ণ (ك - ذ - ب) জিনস صَحِيْح অর্থ-মিথ্যাবাদীগণ, মিথ্যাপ্রতিপন্নকারীগণ।

يَهْدِيْنِ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- হেদায়েত করে দিবেন।

مَتَّعْتُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْتِيْعٌ মূলবর্ণ (م - ت - ع) জিনস صَحِيْحٌ অর্থ- আমি প্রচুর সম্পদ দিয়েছি।

نُزِّلَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَنْزِيْلٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صَحِيْح অর্থ- অবতীর্ণ করা হয়েছে।

قَسَمْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার قَسْمٌ মূলবর্ণ (ق - س - م) জিনস صَحِيْح অর্থ-আমরা বন্টন করেছি, আমরা অংশ দিয়েছি।

مَعَارِجُ : বহুবচন; একবচনে مِعْرَاجٌ সীগাহ وَاحِدْ كُبْرٰى বহছ اِسْم اٰلَـه বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُرُوْجُ মূলবর্ণ (ع - ر - ج) জিনস صَحِيْح অর্থ- সোপান। সিড়িগুলো।

يَتَّكِئُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِتِّكَاءٌ মূলবর্ণ (و - ك - ء) জিনস মুরাক্কাব مِثَال وَاوِىْ এবং مَهْمُوْز لَامْ অর্থ- তারা হেলান দেয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ : এখানে وَاوْ হলো হরফে আতফ جَعَلَهَا হলো ফে'ল উহ্য যমীর هُوَ হলো তার ফায়েল। আর هَا হলো প্রথম মাফউলে বিহী। আর যমীর টা اِبْرَاهِيْم -এর দিকে ফিরেছে। আর كَلِمَةً হলো দ্বিতীয় মাফউলে বিহী। আর بَاقِيَةً হলো كَلِمَةً -এর সিফাত। আর فِىْ عَقِبِهٖ টা بَاقِيَةً -এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। আর لَعَلَّهُمْ -এর لَعَلَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর هُمْ হলো اِسْم لَعَلَّ এবং يَرْجِعُوْنَ হলো خَبَر لَعَلَّ; -[ই'রাবুল কুরআন ৭ম খণ্ড ; পৃ. ৮০]

৩৬. এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নসিহত হতে অন্ধ সাজে, আমি তার উপর একটি শয়তান বলবৎ করে দেই, সুতরাং সে তার সঙ্গী হয়ে থাকে।	وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾
৩৭. আর শয়তানগুলো তাদেরকে পথ হতে নিবৃত্ত করে রাখে অথচ এ লোকেরা ধারণা করে যে, তারা সঠিক পথেই রয়েছে।	وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾
৩৮. এমনকি যখন এরূপ ব্যক্তি আমার নিকটে আসবে, তখন সে [সঙ্গীকে] বলবে, কি ভালো হতো, যদি তোমার ও আমার মধ্যে পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত পরিমাণ ব্যবধান হতো, কেননা [তুমি তো] নিকৃষ্ট সাথি ছিলে।	حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾
৩৯. আর যখন তোমরা কুফরি করেছ, তখন আজ এ কথা কোনো কাজে আসবে না, যেহেতু তোমরা সকলে আজাবের মধ্যে শরিক রয়েছ।	وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾
৪০. সুতরাং আপনি কি বধিরদেরকে শুনাতে পারেন, না পথে আনতে পারেন অন্ধদেরকে এবং ঐ সমস্ত লোককে যারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে রয়েছে– পথে আনতে পারেন?	اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. وَمَنْ يَّعْشُ এবং যে ব্যক্তি অন্ধ সাজে عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ আল্লাহর নসিহত হতে نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا আমি তার উপর একটি শয়তান বলবৎ করে দেই فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ সুতরাং সে তার সঙ্গী হয়ে থাকে।

৩৭. وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ আর শয়তানগুলো তাদেরকে নিবৃত্ত করে রাখে عَنِ السَّبِيْلِ পথ হতে وَيَحْسَبُوْنَ অথচ এ লোকেরা ধারণা করে اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ যে, তারা সঠিক পথেই রয়েছে।

৩৮. حَتّٰۤى اِذَا جَآءَنَا এমনকি যখন এরূপ ব্যক্তি আমার নিকটে আসবে قَالَ তখন সে বলবে يٰلَيْتَ কি ভালো হতো بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ যদি তোমার ও আমার মধ্যে পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত পরিমাণ ব্যবধান হতো فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ কেননা (তুমি তো) নিকৃষ্ট সাথি ছিলে।

৩৯. وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ আর তখন আজ একথা কোনো কাজে আসবে না اِذْ ظَّلَمْتُمْ যখন তোমরা কুফরি করেছ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ যেহেতু তোমরা সকলে আজাবের মধ্যে শরিক রয়েছ।

৪০. اَفَاَنْتَ সুতরাং আপনি কি تُسْمِعُ الصُّمَّ বধিরদেরকে শুনাতে পারেন اَوْ تَهْدِى না পথে আনতে পারেন الْعُمْىَ অন্ধদেরকে وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ এবং ঐ সমস্ত লোককে যারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে রয়েছে।

৪১. অনন্তর যদি আমি আপনাকে তুলে নেই, তবুও আমি তাদের হতে প্রতিশোধ নিব।	فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤١﴾
৪২. কিংবা আমি তাদেরকে যে আজাবের ওয়াদা দিয়েছি, যদি আমি তা আপনাকে দেখাই, তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।	اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِيْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿٤٢﴾
৪৩. অতএব, আপনি তার উপর অবিচল থাকুন, যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাজিল করা হয়েছে, নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে আছেন।	فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤٣﴾
৪৪. আর এ কুরআন আপনার জন্য এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্য বড়ই সম্মানের বস্তু এবং অচিরেই তোমরা সকলে জিজ্ঞাসিত হবে।	وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۚ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُوْنَ ﴿٤٤﴾
৪৫. আর আপনি ঐ সকল রাসূলকে জিজ্ঞাসা করুন, যাদেরকে আমি আপনার পূর্বে প্রেরণ করেছি, আমি কি রহমান আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো উপাস্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম? যাদের ইবাদত করা যায়।	وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٥﴾
৪৬. আর আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলিসহ প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গের নিকট, সুতরাং তিনি [তাদেরকে] বললেন, আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ হতে [প্রেরিত] রাসূল।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّيْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ অনন্তর যদি আমি আপনাকে তুলে নেই فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ তবুও আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিব।

৪২. اَوْ نُرِيَنَّكَ কিংবা যদি আমি তা আপনাকে দেখাই الَّذِيْ وَعَدْنٰهُمْ আমি তাদেরকে যে আজাবের ওয়াদা দিয়েছি فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।

৪৩. فَاسْتَمْسِكْ অতএব আপনি তার উপর অবিচল থাকুন بِالَّذِيْٓ اُوْحِيَ اِلَيْكَ যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাজিল করা হয়েছে اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে আছেন।

৪৪. وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ আর এ কুরআন বড়ই সম্মানের বস্তু لَّكَ আপনার জন্য وَلِقَوْمِكَ এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্য وَسَوْفَ এবং অচিরেই تُسْـَٔلُوْنَ তোমরা সকলে জিজ্ঞাসিত হবে।

৪৫. وَسْـَٔلْ আর আপনি জিজ্ঞাসা করুন مَنْ اَرْسَلْنَا যাদেরকে আমি প্রেরণ করেছি مِنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে مِنْ رُّسُلِنَآ ঐ সকল রাসূলকে اَجَعَلْنَا আমি কি নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ রহমান আল্লাহ ভিন্ন اٰلِهَةً অন্য কোনো উপাস্য يُّعْبَدُوْنَ যাদের ইবাদত করা যায়

৪৬. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى আর আমি মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম بِاٰيٰتِنَآ আমার নিদর্শনাবলিসহ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গের নিকট فَقَالَ সুতরাং তিনি বললেন اِنِّيْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আমি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত) রাসূল।

৪৭. যখন মূসা তাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলিসহ আগমন করলেন, তৎক্ষণাৎ তারা সেগুলো সম্বন্ধে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল	فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. এবং আমি তাদেরকে যে নিদর্শন দেখাচ্ছিলাম, তা অন্যান্য নিদর্শনসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিল, আর আমি তাদেরকে আজাবে পাকড়াও করেছিলাম, যেন তারা ফিরে আসে।	وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۫ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. এবং তারা [মূসাকে] বলেছিল, হে জাদুকর! আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের সমীপে সে বিষয়ে প্রার্থনা করুন, যার ওয়াদা তিনি আপনার সাথে করে রেখেছেন, আমরা অবশ্যই [সৎ] পথে এসে পড়ব।	وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৭. فَلَمَّا جَآءَهُمْ যখন মূসা তাদের নিকট আগমন করলেন بِاٰيٰتِنَا আমার নিদর্শনাবলিসহ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ তৎক্ষণাৎ তারা সেগুলো সম্বন্ধে হাসি ঠাট্টা করতে লাগল।

৪৮. وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ এবং আমি তাদেরকে যে নিদর্শন দেখাচ্ছিলাম اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا তা অন্যান্য নিদর্শনসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিল وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ আর আমি তাদের কে পাকড়াও করেছিলাম لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ যেন তারা ফিরে আসে।

৪৯. وَقَالُوْا এবং তারা বলেছিল يٰۤاَيُّهَ السّٰحِرُ হে জাদুকর! ادْعُ لَنَا رَبَّكَ আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের সমীপে প্রার্থনা করুন بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ সে বিষয়ে যার ওয়াদা তিনি আপনার সাথে করে রেখেছেন اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ আমরা অবশ্যই (সৎ) পথে এসে পড়ব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম মুহাম্মদ বিন উসমান মাখযূমী-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, কুরাইশরা বলল যে, তোমরা মুহাম্মদ এর সকল সঙ্গীদের জন্যই একজন করে লোক নিয়োজিত করে দাও সে যেন তাকে আক্রান্ত করতে সক্ষম হয়। সুতরাং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর জন্য ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ কে নিয়োজিত করে দেওয়া হয়। ফলে ত্বালহা তার গোত্রীয় লোকজনসহ হযরত আবূ বকর (রা.) এর নিকট আসে। হযরত আবূ বকর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা আমাকে কিসের প্রতি আহবান করছ? ত্বালহা বলল, তোমাকে লাত উযযার ইবাদত করার জন্য আহবান করছি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন লাত কি বস্তু? ত্বালহা বলল, আমাদের রব! তিনি বললেন, তাহলে উযযা কি বস্তু? সে বলল আল্লাহর কন্যা। এবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, তাহলে তাদের মাতা কে? ত্বালহা নির্বাক হয়ে গেল। আর কোনো জবাব দিতে সক্ষম হলো না। ত্বালহা তার গোত্রীয় লোকজনকে বলল যে, এলোকটির উত্তর দাও! তারাও নিশ্চুপ হয়ে গেল তখন ত্বালহা বলল, হে আবূ বকর! দাড়ান আপনি সাক্ষী আমি পাঠ করছি, اَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছূর ১৭/৬, ফতহুল কাদীর ৫৫৭/৪]

اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ وَ مَنْ كَانَ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ـ

শানে নুযূল : হযরত রাসূল আকরাম ﷺ অক্লান্ত ও নিরলসভাবে নিজ গোত্রবাসীকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। কিন্তু তাদের মাঝে অন্ধত্ব ও ভ্রষ্টতাই বৃদ্ধি হচ্ছে। নবুয়তের দালায়েল এবং কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহ যথাযথভাবে না শুনে তার দ্বারা বধিরতা ও অন্ধত্বতা প্রদর্শন করছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[রুহুল মা'আনী ৮৪/২৫২৩]

فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ

শানে নুযূল : ইবনে মারদুভীয়া হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন যে, আলোচ্য আয়াত আলী বিন আবী তালিব (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারণ আমার পরে চুক্তি লঙ্ঘনকারী এবং অন্যায়কারী ও অন্যের অধিকার হরণকারীদের প্রতিশোধ সে গ্রহণ করবে।

–(দুররে মানছূর ১৮/৬)

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে সান্ত্বনা প্রদান করার জন্য নাজিল করেন এবং রাসূল ﷺ ও তদ্বীয় উম্মতকে কুরআন ও তদানুযায়ী আমল করতে এবং তার উপর অটল থাকার আদেশ করেছেন।

–[রুহুল মা'আনী ৮৪/২৫/১৩]

وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُوْنَ ....الاٰيه

শানে নুযূল : ইবনে আদী ও ইবনে মারদুভিয়া হযরত আলী (রা.) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) উভয়জনের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, যখন রাসূল ﷺ আরব গোত্রগুলোর সামনে উপস্থিত হতেন, তখন তারা রাসূল ﷺ কে বলত যে, আপনার পরে রাজত্বের অধিকারী কে হবে? রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এ সম্পর্কে কোনো সমাধান না আসার কারণে তিনি উত্তর না দিয়ে নীরবতা অবলম্বন করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

-[ফতহুল কাদীর ৫৫৮/৪, রূহুল মা'আনী ৮৫/২৫/১৩]

আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতা কুসংসর্গের কারণ : وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপদেশ অর্থাৎ, কুরআন ও ওহী থেকে জেনে শুনে বিমুখ হয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই। সে দুনিয়াতেও তার সহচর হয়ে থাকে এবং তাকে সৎসর্গ থেকে নিবৃত্ত করে, কুকর্মে উৎসাহিত করে এবং পরকালেও যখন সে কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন তার সঙ্গে থাকবে। অবশেষে উভয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। –(কুরতুবী)

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখতার এতটুকু শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায় যে, তার সংসর্গ খারাপ হয়ে যায় এবং মানুষ শয়তান অথবা জিন শয়তান তাকে সৎকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে অসৎকর্মের নিকটবর্তী করে দেয়। সে পথভ্রষ্টতার যাবতীয় কাজ করে, অথচ মনে করে যে, খুব ভালো কাজ করছে। (কুরতুবী) এখানে যে শয়তানকে নিয়োজিত করার কথা বলা হয়েছে, সে সেই শয়তান থেকে ভিন্ন, যে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরদের সাথে নিয়োজিত রয়েছে। কেননা সেই শয়তান মুমিনের নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ সময়ে সরেও যায়, কিন্তু এ শয়তান সদাসর্বদা জোঁকের মতো লেগেই থাকে। –(বয়ানুল কুরআন)

وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ .... -এ আয়াতের দু'রকম তাফসীর হতে পারে। এক. যখন তোমাদের কুফর ও শিরক প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন পরকালে তোমাদের এ পরিতাপ কোনো কাজে আসবে না যে, হায়, এ শয়তান যদি আমা থেকে দূরে থাকত। কেননা তখন তোমরা সবাই আজাবে শরিক থাকবে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য তাফসীর এই যে, সেখানে পৌঁছার পর তোমাদের ও শয়তানদের আজাবে শরিক হওয়া তোমাদের জন্য মোটেই উপকারী হবে না। দুনিয়াতে অবশ্য এরূপ হয় যে, একই বিপদে কয়েকজন শরিক হলে প্রত্যেকের দুঃখ কিছুটা হালকা হয় বটে, কিন্তু পরকালে যেহেতু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে এবং কেউ কারো দুঃখ হটাতে পারবে না, তাই আজাবে শরিক হওয়া কোনো উপকার দিবে না। এমতাবস্থায় اَنَّكُمْ হবে يَنْفَعَ ক্রিয়ার কর্তা।

সুখ্যাতি ও ধর্মে পছন্দনীয় : وَاِنَّهٗ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ (এ কুরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য খুবই সম্মানের বস্তু।) ذِكْرٌ -এর অর্থ এখানে সুখ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন পাক আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য মহাসম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। ইমাম রাযী (র.) বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুখ্যাতি একটি কাম্য বিষয়। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে একে অনুগ্রহস্বরূপ উল্লেখ করেছেন এবং এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) এই দোয়া করেছিলেন- وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ- (তাফসীরে কাবীর) কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সুখ্যাতি তখনই উত্তম, যখন তা জীবনের লক্ষ্য না হয়ে সৎকর্মের দৌলতে আপনা-আপনি অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি সুখ্যাতির লক্ষ্যেই সৎকর্ম করে, তবে এটা রিয়া, যা সৎকর্মের যাবতীয় উপকারিতা বিনষ্ট করে দেয় এবং পাপের বোঝা বড় হয়। আয়াতে "আপনার সম্প্রদায়" বলে কারো কারো মতে কুরাইশ গোত্রকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী বলেন, এতে সমগ্র উম্মতকে বুঝানো হয়েছে। কুরআন পাক সকলের জন্যই সম্মানও সুখ্যাতির কারণ।

وَاسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا (আপনার পূর্বে আমি যে সব পয়গম্বর প্রেরণ করেছি, আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন) এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ তো ইন্তেকাল করে গেছেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করার আদেশ কিরূপে দেওয়া হলো? কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর জবাবে বলেন যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলা যদি মু'জিযাস্বরূপ পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেন, তবে তাদেরকে একথা জিজ্ঞেস করুন। সেমতে মে'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সকল পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। কুরতুবী বর্ণিত কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ পয়গম্বরগণের ইমামত শেষে তাঁদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের সনদ জানা যায়নি। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফায় খুঁজে দেখুন এবং তাদের উম্মতের আলেমগণকে জিজ্ঞেস করুন। সেমতে বনী-ইসরাঈলের পয়গম্বরগণের সহীফাসমূহে বিকৃতি সত্ত্বেও তাওহীদের শিক্ষা ও শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের শিক্ষা আজ পর্যন্তও বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণত বর্তমান বাইবেলের কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা হলো।

বর্তমান তাওরাতে আছে : যাতে তুমি জান যে, খোদাওয়ান্দই খোদা, তিনি ব্যতীত কেউই নেই।-[এস্তেছনা-৩৫-৪] শোন হে ইসরাঈল! খোদাওয়ান্দ আমাদেরই এক খোদা।-এস্তেছনা (৪-৬) হযরত আশিইয়া (আ.)-এর ছহীফায় আছে :

আমিই খোদাওয়ান্দ, অন্য কেউ নয়। আমাকে ছাড়া কোনো খোদা নেই, যাতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লোকেরা জানে যে, আমাকে ছাড়া কেউ নেই, আমিই খোদাওয়ান্দ, আমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই। -[ইয়াহিয়া ৬-৫ : ৪৫]

হযরত ঈসা (আ.)-এর এ উক্তিও বর্তমান বাইবেলে রয়েছে :

'হে ইসরাঈল! শোন, খোদাওয়ান্দ আমাদের খোদা একই খোদাওয়ান্দ। তুমি খোদাওয়ান্দ তোমার খোদাকে সমস্ত মনে সমস্ত প্রাণে এবং প্রিয় বিবেকও সমগ্র শক্তি দ্বারা ভালোবাস। -[মরকাস ১২-২৯ মাত্তা ২২-৩৬]

বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মোনাজাতে বলেছিলেন :

এবং চিরন্তন জীবন এই যে, তারা তুমি একক ও সত্য আল্লাহকে এবং ঈসা মসিহ কে -যাকে তুমি প্রেরণ করেছ -চিনবে (ইউহান্না ৩-১৭)

হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা পূর্বে বার বার উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আরাফে বিবৃত হয়েছে। এখানে তাঁর ঘটনা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ধনাঢ্য ছিলেন না বলে কাফেররা তাঁর নবুয়তে যে সন্দেহ করত, তা কোনো নতুন নয়, বরং ফেরাউন ও তার সভাসদরা এমন সন্দেহ হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তেও করেছিল। ফেরাউনের বক্তব্য ছিল এই যে, আমি মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি, আমার প্রাসাদসমূহের পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত, ফলে আমি হযরত মূসা (আ.) থেকে শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমাকে বাদ দিয়ে সে কিরূপে নবুয়ত লাভ করতে পারে? কিন্তু তার এই সন্দেহ যেমন তার কোনো কাজে আসল না, সে সম্প্রদায়সহ নিমজ্জিত হলো, তেমনি মক্কার কাফেরদের আপত্তিও তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দিবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَعْشُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَشْوُ মূলবর্ণ (ع-ش-و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- সে অন্ধ সাজে, প্রত্যাখ্যান করা।

نُقَيِّضْ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّقْيِيْضُ মূলবর্ণ (ق - ى - ض) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ- আমি বলবৎ করে দেই। বলবৎ করা। নির্দিষ্ট করা।

لَيَصُدُّوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصُّدُوْدُ মূলবর্ণ (ص - د - د) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- নিবৃত্ত করে রাখে। বিরত রাখা। বাধা দেওয়া ।

قَرِيْنٌ : একবচন। বহুবচন قُرَنَاءُ অর্থ- সঙ্গী, সাথি, অনুচর, শয়তান।

لَنْ يَّنْفَعَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ نَفِىْ جَحْد بَلَنْ دَرْ فِعْل مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّفْعُ মূলবর্ণ (ن - ف - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- উপকার করা। কাজে আসা।

تَهْدِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- পথে আনতে পারেন। হেদায়েত করা। পথ দেখানো।

نَذْهَبَنَّ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف بَانُوْن ثَقِيْلَه বাব فَتَحَ মাসদার اَلذَّهَابُ মূলবর্ণ (ذ-ه-ب) জিনস صَحِيْح অর্থ- তুলে নেই। যাওয়া। গমন করা।

مُنْتَقِمُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِنْتِقَامُ মূলবর্ণ (ن - ق - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- আজাব, শাস্তি, প্রতিশোধ।

نُرِيَنَّكَ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف بَانُوْن ثَقِيْلَه বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস مُرَكَّبْ (نَاقِص يَائِىْ ও مَهْمُوْز عَيْن) অর্থ- আমি আপনাকে দেখাই, দেখানো।

مُقْتَدِرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِقْتِدَارُ মূলবর্ণ (ق - د - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। শক্তি। ক্ষমতা।

مَا نُرِيْهِمْ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস مُرَكَّبْ (نَاقِص يَائِىْ ও مَهْمُوْز عَيْن) অর্থ- আমি তাদেরকে দেখাচ্ছিলাম, দেখানো।

اَكْبَرُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم تَفْضِيْل বাব نَصَرَ ، سَمِعَ ও كَرُمَ মাসদার اَلْكِبْرُ মূলবর্ণ (ك - ب - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- শ্রেষ্ঠতর, বড় হওয়া, বয়স্ক হওয়া, মহান হওয়া।

اُدْعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস نَاقِص وَاوِىْ অর্থ- প্রার্থনা করুন। ডাকা। চাওয়া। প্রার্থনা করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ : এখানে واو টি আতফের অব্যয় এবং مَنْ টি اِسْم مَوْصُوْل হয়ে اَلْعَمْىُ-এর উপর আতফ হয়েছে। كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ পূর্ণ বাক্যটি من-এর صِلَة। আর كَانَ-এর اِسْم হচ্ছে উহ্য যমীর, যার উহ্য রূপ হলো هُوَ ; فِىْ ضَلٰلٍ হলো كَانَ-এর خَبَر এবং مُبِيْنٍ হচ্ছে সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন, খণ্ড, ৭, পৃ. ৮৮]

৫০. অনন্তর যখন [-ই] আমি তাদের হতে আজাব উঠিয়ে দিলাম, অমনি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ফেলল।	فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ۝٥٠
৫১. আর ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়! এবং এ নদীগুলো আমার [প্রাসাদের] তলদেশ দিয়ে বইছে, তোমরা কি দেখছ না?	وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝٥١
৫২. বরং আমি এ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে নিতান্ত নীচ লোক এবং স্পষ্ট বর্ণনা করতেও সক্ষম নয়।	اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ۝٥٢
৫৩. [যদি সে নবী হয়], তবে তাকে স্বর্ণের বালা কেন পরানো হয়নি? অথবা তার সঙ্গে কেন আসল না ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে।	فَلَوْلَآ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ۝٥٣
৫৪. ফলকথা, সে স্বীয় সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে ফেলল এবং তারা তার অনুগত হয়ে পড়ল; তারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।	فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۝٥٤
৫৫. অনন্তর যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের হতে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম।	فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝٥٥

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. فَلَمَّا كَشَفْنَا অনন্তর যখন আমি উঠিয়ে দিলাম الْعَذَابَ عَنْهُمْ তাদের থেকে আজাব إِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ অমনি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ফেলল।

৫১. وَنَادٰى فِرْعَوْنُ আর ফেরাউন প্রচার করে فِيْ قَوْمِهٖ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে قَالَ বলল يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ মিসরের রাজত্ব কি আমার নয় وَهٰذِهِ الْاَنْهٰرُ এবং এ নদীগুলো تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ আমার (প্রাসাদের) তলদেশ দিয়ে বইছে اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ তোমরা কি দেখছ না?

৫২. اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا বরং আমি এ ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ যে নিতান্ত নীচ লোক وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ এবং স্পষ্ট বর্ণনা করতে ও সক্ষম নয়।

৫৩. فَلَوْلَآ اُلْقِيَ عَلَيْهِ (যদি সে নবী হয়) তবে তাকে কেন পরানো হয়নি اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ স্বর্ণের বালা اَوْ جَآءَ مَعَهُ অথবা তার সঙ্গে কেন আসল না الْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাগণ مُقْتَرِنِيْنَ সারিবদ্ধভাবে।

৫৪. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ ফলকথা, সে স্বীয় সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে ফেলল فَاَطَاعُوْهُ এবং তারা তার অনুগত হয়ে পড়ল اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ তারা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

৫৫. فَلَمَّآ اٰسَفُوْنَا অনন্তর যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ এবং তাদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম।

বঙ্গানুবাদ	আয়াত
৫৬. এবং আমি পরবর্তীদের জন্য তাদেরকে বিশেষ ধরনের পূর্ববর্তী ও নমুনা করে দিলাম ।	فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾
৫৭. আর যখন [ঈসা] ইবনে মারইয়াম সম্বন্ধে এক বিস্ময়কর কথা বর্ণিত হলো, তখন অকস্মাৎ আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাতে [আনন্দে] চীৎকার করতে লাগল ।	وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ﴿٥٧﴾
৫৮. এবং তারা বলতে লাগল, আমাদের দেবতারা উত্তম, না ঈসা? তারা যে আপনার নিকট তা বর্ণনা করেছে, তা নিছক ঝগড়ার উদ্দেশ্যে; বরং এরা তো কলহপরায়ণ জাতি ।	وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ؕ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. ঈসা তো কেবল এমন একজন বান্দা, যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং আমি তাকে বনী ইসরাঈলদের জন্য [স্বীয় কুদরতের] একটা দৃষ্টান্ত করেছিলাম ।	اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٥٩﴾
৬০. আর আমি চাইলে তোমাদের হতেই ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করতাম– তারা জমিনের উপর পর্যায়ক্রমে বসবাস করত ।	وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ﴿٦٠﴾
৬১. আর তিনি [ঈসা] কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উপকরণ, অতএব, তোমরা তাতে সন্দেহ করো না এবং আমারই আনুগত্য কর; এটাই সরল পথ ।	وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৬. فَجَعَلْنٰهُمْ এবং আমি তাদেরকে করে দিলাম سَلَفًا বিশেষ ধরনের পূর্ববর্তী وَّمَثَلًا ও নমুনা لِّلْاٰخِرِيْنَ পরবর্তীদের জন্য ।

৫৭. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا আর যখন (ঈসা) ইবনে মারইয়াম সম্বন্ধে এক বিস্ময়কর কথা বর্ণিত হলো اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ তখন আকস্মাৎ আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাতে (আনন্দে) يَصِدُّوْنَ চীৎকার করতে লাগল ।

৫৮. وَقَالُوْا এবং তারা বলতে লাগল ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ আমাদের দেবতারা উত্তম اَمْ هُوَ না ঈসা مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا তারা যে, আপনার নিকট এটা বর্ণনা করেছে, তা নিছক ঝগড়ার উদ্দেশ্য بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ বরং এরা তো কলহপরায়ণ জাতি ।

৫৯. اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ ঈসা তো কেবল এমন একজন বান্দা اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ যার প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا এবং আমি তাকে করে ছিলাম একটি দৃষ্টান্ত لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলদের জন্য ।

৬০. وَلَوْ نَشَآءُ আর আমি চাইলে لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً তোমাদের থেকেই ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করতাম فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ তারা জমিনের উপর পর্যায়ক্রমে বসবাস করত ।

৬১. وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ আর তিনি কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উপকরণ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا অতএব, তোমরা তাতে সন্দেহ করো না وَاتَّبِعُوْنِ এবং আমারই আনুগত্য কর هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ এটাই সরল পথ ।

৬২. আর শয়তান যেন তোমাদেরকে বারণ করতে না পারে, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।	وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾
৬৩. আর যখন ঈসা মু'জিযাসমূহ নিয়ে আগমন করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের নিকট জ্ঞানগর্ভ বাণী নিয়ে এসেছি, আর যেন তোমাদের মতভেদযুক্ত কতক বিষয় তোমাদের নিকট বর্ণনা করি, অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।	وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬২. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ আর শয়তান যেন তোমাদেরকে বারণ করতে না পারে اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ নিঃসন্দেহে সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।

৬৩. وَلَمَّا جَآءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ আর যখন ঈসা মু'জিযাসমূহ নিয়ে আগমন করলেন قَالَ তখন তিনি বললেন قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ আমি তোমাদের নিকট জ্ঞানগর্ভ বাণী নিয়ে এসেছি وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ আর যেন তোমাদের নিকট বর্ণনা করি بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ তোমাদের মতভেদযুক্ত কতক বিষয় فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর وَاَطِيْعُوْنِ এবং আমার কথা মান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ

শানে নুযূল-১ : আহমদ ও আবূ হাতেম প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ কুরাইশকে লক্ষ্য করে বললেন যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনা যে কেউই করবে, তাতে কোনো কল্যাণ নেই। তখন তারা বলল, আমাদের ধারণা মতে ঈসা কি নবী নন এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা নন? তখন খ্রিস্টানেরা তো তার পূঁজা ও উপাসনা করছে। তিনি তাদের উপাস্যতুল্যই, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, আপনার বিষয়টি কি হবে। তাদের এহেন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

[দুররে মানছূর ২০/৬, রুহুল মা'আনী ৯৪/২৫/১৩]

শানে নুযূল-২ : মুজাহিদ বলেন, কুরাইশরা বলল, খ্রিস্টানরা যেভাবে ঈসাকে পূঁজা করে মুহাম্মদও চায় আমরা যেন অনুরূপভাবে তার উপাসনা করি। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। [কুরতুবী ৮৯/১৬]

اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

শানে নুযূল : ইবনে মারদুভীয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে, মুশরিকেরা রাসূল ﷺ এর নিকট এসে বলল, আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের উপাসনা করা হয়, আপনার মতে তারা কোথায় যাবে? রাসূল ﷺ বললেন, তারা জাহান্নামে যাবে। তারা জিজ্ঞেস করল সূর্য ও চন্দ্র? রাসূল ﷺ বললেন সূর্য ও চন্দ্র ও! অতঃপর তারা বলল, ঈসা বিন মারইয়াম? তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ -(এবং সে কথারও শক্তি রাখে না) যদিও হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়ার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুখের তোতলামী দূর করে দিয়েছেন কিন্তু তাঁর পূর্বাবস্থাই ফেরাউনের মনে ছিল। তাই সে হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি এই দোষ আরোপ করল। এখানে 'কথা বলার শক্তি' বলে প্রমাণাদির সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতাও বুঝানো যেতে পারে। ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমাকে সন্তুষ্ট করার মতো পর্যাপ্ত-প্রমাণ হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে নেই। অথচ এটা ছিল ফেরাউনের নিছক অপবাদ। নতুবা হযরত মূসা (আ.) দলিল প্রমাণের সাহায্যে ফেরাউনকে চূড়ান্তরূপে লা জওয়াব করে দিয়েছেন। -(তাফসীরে কবীর, রুহুল মা'আনী)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ -এর দু'রকম অনুবাদ হতে পারে। (এক) ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে সহজেই তার অনুগত করে নিল- طَلَبَ مِنْهُمُ الْخِفَّةَ فِىْ مُطَاوَعَتِهِ (দুই) সে তার সম্প্রদায়কে বেওকুফ পেল وَجَدَهُمْ خَفِيْفَةَ اَحْلَامِهِمْ
–(রূহুল মা'আনী)

فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا -এটা اَسَفٌ থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ অনুতাপ। কাজেই বাক্যের শাব্দিক অর্থ, 'অতঃপর যখন তারা আমাকে অনুতপ্ত করল। অনুতাপ ক্রোধের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই এর পারিভাষিক অনুবাদ সাধারণতঃ এভাবে করা হয়- যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল। আল্লাহ তা'আলা অনুতাপ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়ামূলক অবস্থা থেকে পবিত্র। তাই এর অর্থ হবে, তারা এমন কাজ করল যদ্দরুন আমি তাদেরকে শাস্তিদানের সংকল্প গ্রহণ করলাম।-(রূহুল মা'আনী)।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ -এসব আয়াতের শানে নুযূলে তাফসীরবিদগণ তিন প্রকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। প্রথম এই যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে বললেন, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَا خَيْرَ فِىْ اَحَدٍ يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ -অর্থাৎ, হে কুরাইশগণ! আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয়, তার মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই। কুরাইশরা বলল, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত করে; কিন্তু আপনি নিজেই বলেন যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ও নবী ছিলেন। তাদের এই আপত্তির জবাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। –[কুরতুবী]

দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, কুরআন পাকের আয়াত- اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা এবং তোমরা যেসব প্রতিমার পূজা কর, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। আয়াতটি অবতীর্ণ হলে, আবদুল্লাহ ইবনুয যিবা'রা (যে তখনো কাফের ছিল) বলল, আমার কাছে এ আয়াতের চমৎকার জবাব রয়েছে। তা এই যে, খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর ইবাদত করে এবং ইহুদিরা হযরত ওযায়ের (আ.) -এর পূজা করে। অতএব, তারা উভয়েই কি জাহান্নামের ইন্ধন হবে? একথা শুনে মুশরিক কুরাইশরা খুবই আনন্দিত হলো। এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُولٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ আয়াত এবং সূরা যুখরুফের আলোচ্য আয়াত নাজিল করলেন।
–[ইবনে কাছীর]

তৃতীয় রেওয়ায়েত এই যে, একবার মক্কার মুশরিকরা মিছামিছিই প্রচার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ ﷺ খোদায়ী দাবি করার ইচ্ছা রাখেন। তাঁর বাসনা এই যে, খ্রিস্টানরা যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর পূজা করে, এমনিভাবে আমরাও তাঁর পূজা করি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে রেওয়ায়েত তিনটির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কাফেররা সবগুলো কথাই বলে থাকবে, যার জবাবে আল্লাহ তা'আলা এমন আয়াত নাজিল করেন, যাতে তিন আপত্তির জবাব হয়ে যায়। আয়াতসমূহে সর্বশেষ আপত্তির জবাব সুস্পষ্ট। কেননা যারা হযরত ঈসা (আ.) -এর ইবাদত শুরু করেছে, তারা তা আল্লাহর কোনো আদেশ বলে করেনি এবং হযরত ঈসা (আ.) এরও এরূপ বাসনা ছিল না, কুরআনও তাদের সমর্থন করে না। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের কারণে তারা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এ বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। কুরআন এ বিভ্রান্তি প্রবলভাবে খণ্ডন করে। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভপর যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খ্রিস্টানদের দেখাদেখি নিজেও খোদায়ী দাবি করে বসবেন?

প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে কাফেরদের আপত্তির সারমর্ম প্রায় এক। আলোচ্য আয়াত থেকে এর জবাব এভাবে বের হয়, যারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে এবং যাদের মধ্যে কোনো মঙ্গল নেই, তারা হয় নিষ্প্রাণ উপাস্য, যেমন পাথরের মূর্তি না হয় প্রাণী; কিন্তু নিজেই নিজের ইবাদতের আদেশ দেয় কিংবা তা পছন্দ করে যেমন শয়তান, ফেরাউন, নমরুদ প্রভৃতি। হযরত ঈসা (আ.) তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা তিনি কোনো পর্যায়ে নিজের ইবাদত পছন্দ করতেন না। খ্রিস্টানরা তাঁর কোনো নির্দেশের কারণে তাঁর ইবাদত করে না, বরং তাঁকে আমি আমার কুদরতের এক নিদর্শন করে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করে ছিলাম। যাতে মানুষ জানে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো মাধ্যম ব্যতীরেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু খ্রিস্টানরা এর ভুল অর্থ নিয়ে তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.) এর দাওয়াতের পরিপন্থি ছিল। তিনি সর্বদা তাওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকথা ইবাদতে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণে তাঁকে অন্যান্য উপাস্যের কাতারে শামিল করা যায় না।

এতে কাফেরদের আরো একটি আপত্তির জবাব হয়ে গেছে। তা এই যে, আপনি নিজে যাকে শ্রেষ্ঠ বলেন, (অর্থাৎ, ঈসা (আ.) তাঁরও তো ইবাদত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অপরের ইবাদত মন্দ নয়। আয়াতে এর জবাব সুস্পষ্ট যে, হযরত ঈসা (আ.) -এর ইবাদত আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে ছিল এবং স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-এর দাওয়াতেরও পরিপন্থি ছিল। কাজেই এর মাধ্যমে শিরকের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা যায় না।

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَٰئِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ এটা খ্রিস্টানদের সে বিভ্রান্তির জবাব, যার ভিত্তিতে তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে উপাস্য স্থির করেছিল। পিতা ব্যতীত জন্ম গ্রহণের বিষয়টিকে তারা তাঁর খোদায়ীর প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছিল। আল্লাহ তা'আলা এর খণ্ডনে বলেন, এটা তো নিছক আমার কুদরতের এক প্রদর্শনী ছিল। আমি স্বভাবাতীত কাজ করারও ক্ষমতা রাখি। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা খুব বেশি স্বভাবাতীত কাজ নয়। কেননা, হযরত আদমকে পিতা-মাতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে এমন কাজও করতে পারি, যার নজির এ পর্যন্ত কায়েম হয়নি। অর্থাৎ, মানুষের ঔরসে ফেরেশতাও সৃষ্টি করতে পারি।

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ (এবং নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতে বিশ্বাস স্থাপন করার একটি উপায়।) এর দু'রকম তাফসীর করা হয়েছে।

প্রথম তাফসীর এই যে, হযরত ঈসা (আ.) অভ্যাসের বিপরীতে পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন, এটা এ বিষয়ের দলিল যে, আল্লাহ তা'আলা বাহ্যিক কারণ ব্যতিরেকেও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবন দান করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন কিছু নয়। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরায়- আকাশ থেকে অবতরণ কিয়ামতের আলামত। সেমতে শেষ যুগে তাঁর পুনরাগমন ও দাজ্জাল হত্যা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সূরা মায়েদায় এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ -(এবং যাতে আমি তোমাদের কোনো কোনো বিরোধপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করে দেই।) বনী ইসরাঈলের মধ্যে হঠকারিতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাই তারা কোনো কোনো বিধি-বিধান বিকৃত করে দিয়েছিল। হযরত ঈসা (আ.) সেগুলোর স্বরূপ তুলে ধরেন। "কোনো কোনো" বলার কারণ এই যে, কোনো কোনো বিষয় একান্তই পার্থিব ছিল। তাই তিনি সেগুলোর মতভেদ দূর করার প্রয়োজন মনে করেননি।-[বয়ানুল কুরআন]

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَنْكُثُونَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার اَلنَّكْثُ মূলবর্ণ (ن-ك-ث) জিনস صَحِيْح অর্থ- তারা ভঙ্গ করে ফেলল, ভেঙ্গে দেওয়া।

تَجْرِىْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَرْىُ ও اَلْجِرْيَانُ মূলবর্ণ (ج - ر - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- সে বইছে। দ্রুত অতিক্রম করা। পানির ন্যায় প্রবাহিত হওয়া।

مَهِيْنٌ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَوْنُ মূলবর্ণ (ه - و - ن) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- নিতান্ত নীচ লোক। লাঞ্ছিত। অপদস্থ।

اُلْقِىَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَجْهُوْل বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْإِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- তাকে পরানো হয়। দান করা। অর্পন করা। প্রদান করা।

اَسْوِرَةٌ : বহুবচন, একবচন سَوَارٌ। অর্থ- বালা, চুড়ি।

مُقْتَرِنِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْإِقْتِرَانُ মূলবর্ণ (ق - ر - ن) জিনস صَحِيْح অর্থ- সারি বদ্ধভাবে। মিলত হওয়া। সংযুক্ত হওয়া।

اِسْتَخَفَّ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِخْفَافُ মূলবর্ণ (خ - ف - ف) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- সে প্রভাবিত করে ফেলল। হালকামনে করা। অবজ্ঞা করা। গুরুত্বহীন মনে করা।

اَطَاعُوْهُ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- তারা তার অনুগত হয়ে পড়ল। মান্য করা। আনুগত্য করা।

اٰسَفُوْنَا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِيْسَافُ মূলবর্ণ (ا - س - ف) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ- তারা আমাকে রাগান্বিত করল। অসন্তুষ্ট করা। ক্রোধান্বিত করা।

اِنْتَقَمْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِنْتِقَامُ মূলবর্ণ (ن - ق - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমি প্রতিশোধ নিলাম। শাস্তি দেওয়া। বদলা নেওয়া।

اَغْرَقْنَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِغْرَاقُ মূলবর্ণ (غ - ر - ق) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমি নিমজ্জিত করলাম। ডুবিয়ে দেওয়া। নিমজ্জিত করা।

لَا تَمْتَرُنَّ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ نَهْىِ حَاضِر بَانُوْن ثَقِيْلَه বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِمْتِرَاءُ মূলবর্ণ (م - ر - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- তোমরা সন্দেহ করো না, ঝগড়া করা, তর্ক করা, বিরোধিতা করা।

لَا يَصُدَّنَّكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ نَهِى غَائِبْ مَعْرُوْف بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَه বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّدُّ মূলবর্ণ (ص - د - د) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- সে যেন তোমাদেরকে বারণ করতে না পারে। বাধা প্রদান করা।

قَدْ جِئْتُكُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ قَرِيْب مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئُ মূলবর্ণ (ج - ى - ء) জিনস مُرَكَّبْ (اَجْوَف يَائِىْ ও مَهْمُوْز لَام) অর্থ- আমি তোমাদের নিকট এসেছি। আসা। আগমন করা।

لِاُبَيِّنَ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَنْصُوْب بِلَام كَىْ বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ- যেন বর্ণনা করি। বর্ণনা করা।

اِتَّقُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- তোমরা ভয় কর। ভয় করা। আল্লাহভীতি অর্জন করা।

اَطِيْعُوْنِ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِر مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- আমার কথা মান। আনুগত্য করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلٰئِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ– এখানে اَوْ টি আতফের অব্যয়। جَاءَ টি فِعْل مَاضِىْ এবং مَعَهُ শব্দটি ظَرْف হয়ে جَاءَ -এর সাথে مُتَعَلِّقْ আর الْمَلٰئِكَةُ শব্দটি فَاعِلْ এবং مُقْتَرِنِيْنَ শব্দটি حَالْ অর্থাৎ তারা তাঁর সততার ব্যাপারে একের পর এক ধারাবাহিকভাবে সাক্ষী দিবে। –[ই'রাবুল কুরআন, খণ্ড ৭, পৃ. ৯৩]

বাংলা	আরবি
৬৪. নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, অতএব, তাঁরই ইবাদত কর এবং এটাই সরল পথ।	إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾
৬৫. পরন্তু বিভিন্ন দল পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করে নিল। অতএব, এ অনাচারীদের জন্য সর্বনাশ রয়েছে এক যন্ত্রণাময় দিবসের আজাবের দরুন।	فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾
৬৬. এরা শুধু কিয়ামত দিবসের অপেক্ষা করছে, যেন তা তাদের উপর অকস্মাৎ এসে পড়ে এবং তারা জানতেও না পারে।	هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾
৬৭. সমস্ত বন্ধু-বান্ধব সেদিন একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে, কেবল মুত্তাকীগণ ব্যতীত।	الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾
৬৮. হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তান্বিতও হবে না।	يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾
৬৯. অর্থাৎ যে সমস্ত লোক আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমার অনুগত ছিল।	الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৪. إِنَّ اللَّهَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক فَاعْبُدُوهُ অতএব, তারই ইবাদত কর هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ এবং এটাই সরল পথ।

৬৫. فَاخْتَلَفَ পরন্তু মতভেদ সৃষ্টি করে নিল الْأَحْزَابُ বিভিন্ন দল مِن بَيْنِهِمْ পরস্পর فَوَيْلٌ অতএব, সর্বনাশ রয়েছে لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا এ অনাচারীদের জন্য مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ এক যন্ত্রণাময় দিবসের আজাবের দরুন।

৬৬. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ এরা শুধু কিয়ামত দিবসের অপেক্ষা করছে أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً যেন তা তাদের উপর আকস্মাৎ এসে পড়ে وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ এবং তারা জানতেও না পারে।

৬৭. الْأَخِلَّاءُ সমস্ত বন্ধু-বান্ধব يَوْمَئِذٍ সেদিন بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ একে অন্যের শত্রু হয়ে যাবে إِلَّا الْمُتَّقِينَ কেবল মুত্তাকীগণ ব্যতীত।

৬৮. يَا عِبَادِ হে আমার বান্দাগণ! لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ তোমাদের কোনো ভয় নেই الْيَوْمَ আজ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ এবং তোমরা চিন্তান্বিতও হবে না।

৬৯. الَّذِينَ آمَنُوا অর্থাৎ যে সমস্ত লোক ঈমান এনেছিল بِآيَاتِنَا আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি وَكَانُوا مُسْلِمِينَ এবং আমার অনুগত ছিল।

৭০. তোমরা এবং তোমাদের [ঈমানদার] পত্নীগণ আনন্দিত মনে বেহেশতে প্রবেশ কর ।	ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾
৭১. [এবং সেখানে] তাদের সামনে স্বর্ণনির্মিত ভোজন-পাত্রসমূহ ও পান-পাত্রসমূহ পরিবেশন করা হবে এবং সেখানে তাদের অন্তরসমূহ যা কামনা করবে এবং তাদের চক্ষুসমূহ যাতে পরিতৃপ্ত হবে, তাই তারা প্রাপ্ত হবে, আর তোমরা সেখানে সর্বদা অবস্থান করবে ।	يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّأَكْوَابٍ ۚ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۚ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾
৭২. আর এটা সে বেহেশত যার মালিক তোমাদেরকে করে দেওয়া হয়েছে তোমাদের কার্যসমূহের বিনিময়ে ।	وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾
৭৩. তোমাদের জন্য তাতে বহু ফলসমূহ রয়েছে, যা হতে তোমরা খাচ্ছ ।	لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾
৭৪. নিঃসন্দেহে অবাধ্য লোকেরা দোজখের আজাবে সর্বদা অবস্থান করবে ।	إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٤﴾
৭৫. [এবং তা] তাদের হতে লঘু করা হবে না এবং তারা তাতে নিরাশভাবে পড়ে থাকবে ।	لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾
৭৬. আমি তাদের প্রতি অবিচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই জালিম ছিল ।	وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭০. ادْخُلُوا প্রবেশ কর الْجَنَّةَ বেহেশতে أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ তোমরা এবং তোমাদের পত্নীগণ تُحْبَرُونَ আনন্দিত মনে ।

৭১. يُطَافُ عَلَيْهِمْ তাদের সামনে পরিবেশন করা হবে بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّأَكْوَابٍ স্বর্ণ নির্মিত ভোজন পাত্রসমূহ ও পান-পাত্রসমূহ وَفِيهَا এবং সেখানে তারা তাই প্রাপ্ত হবে مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ তাদের অন্তরসমূহ যা কামনা করবে وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ এবং তাদের চক্ষুসমূহ যাতে পরিতৃপ্ত হবে وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ আর তোমরা সেখানে সর্বদা অবস্থান করবে ।

৭২. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ আর এটা সে বেহেশত الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا যার মালিক তোমাদেরকে করে দেওয়া হয়েছে بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ তোমাদের কার্যসমূহের বিনিময়ে ।

৭৩. لَكُمْ فِيهَا তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ বহু ফলসমূহ مِنْهَا تَأْكُلُونَ যা হতে তোমরা খাচ্ছ ।

৭৪. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ নিঃসন্দেহে আবাধ্য লোকেরা فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ দোজখের আজাবে خَالِدُونَ সর্বদা অবস্থান করবে ।

৭৫. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ তাদের থেকে লঘু করা হবে না وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ এবং তারা তাতে নিরাশভাবে পড়ে থাকবে ।

৭৬. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ আমি তাদের প্রতি অবিচার করিনি وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ কিন্তু তারা নিজেরাই জালিম ছিল ।

৭৭. আর তারা [মালেক নামক ফেরেশতাকে] ডেকে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রতিপালক [মৃত্যু ঘটিয়ে] যেন আমাদের কর্ম শেষ করে দেন; সে বলবে, তোমরা সর্বদা এ অবস্থায়-ই থাকবে।	وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ﴿٧٧﴾
৭৮. আমি সত্য ধর্ম তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য ধর্মের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ।	لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾
৭৯. আচ্ছা, তারা কি কোনো ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছে? তবে আমিও এক ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি।	أَمْ أَبْرَمُوْا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৭. وَنَادَوْا আর তারা ডেকে বলবে يٰمٰلِكُ হে মালেক! لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ তোমার প্রতিপালক যেন আমাদের কর্ম শেষ করে দেন قَالَ সে বলবে إِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ তোমরা সর্বদা এ অবস্থায়-ই থাকবে।

৭৮. لَقَدْ جِئْنٰكُمْ আমি তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছি بِالْحَقِّ সত্য ধর্ম وَلٰكِنَّ কিন্তু أَكْثَرَكُمْ তোমাদের অধিকাংশই لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ সত্য ধর্মের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ।

৭৯. أَمْ أَبْرَمُوْا أَمْرًا আচ্ছা, তারা কি কোনো ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছে? فَإِنَّا مُبْرِمُوْنَ তবে আমিও এক ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ

শানে নুযূল : নাক্কাশ বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত উমাইয়্যা বিন খালফ জুমাহী ও উকবা বিন আবী মুঈত্ব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে তারা দু'জনের মাঝে বন্ধুত্ব ছিল। উকবা হযরত নবী কারীম ﷺ এর সাথে সময়ে সময়ে বসত। সে কারণে কুরাইশরা বলত যে, উকবা বিন আবী মুঈত্ব সা-বিয়ীনদের অন্তরর্ভুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং উমাইয়্যা তাকে বলল যে, তুমি যদি মুহাম্মদের সাথে সাক্ষাৎ কর আর তাঁর চেহারায় থুথু না নিক্ষেপ কর, তাহলে তোমার সাথে আমার দেখা করা হারাম হবে। সে নরাধম এমনটিই করেছে। পরবর্তীতে বদর দিনে তাকে বন্দী করা হয়। فَقُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ এবং উমাইয়্যাকে বদরের দিন যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করা হয়। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ৯৫/১৬]

أَمْ أَبْرَمُوْا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُوْنَ

শানে নুযূল : ইতিহাসের এক কালো অধ্যায় তথা মক্কার দারুন্ নদওয়ায় কাফের কুরাইশদের হীন চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, কুরাইশের কাফের নেতৃবর্গ পাপিষ্ঠ আবূ জাহেলের নেতৃত্বে রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আটানোর জন্য তাদের পার্লামেন্ট দারুন্ নদওয়া এক পরামর্শ সভা ডাকে। সে অধিবেশনে আবূ জাহলের উসকানিতে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সকল গোত্র হতেই একজন করে গোত্রপতি

জমায়েত হয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করার কাজে অংশ গ্রহণ করবে। তাহলে তাকে হত্যা করার অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ করার দাবি দুর্বল হয়ে যাবে। তাদের সেই ষড়যন্ত্র মূলক সভা ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী : ১০৩/১৬]

প্রকৃত বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহর ওয়াস্তে হয়: اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍۢ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহভীরুদের ছাড়া সকল বন্ধুবর্গই সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে। এ আয়াত পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে। যে, মানুষ যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে দুনিয়াতে গর্ব করে এবং যার জন্য হালাল ও হারাম এক করে দেয়, কিয়ামতের দিন সে সম্পর্ক কেবল নিষ্ফলই হবে না ; বরং শত্রুতায় পর্যবসিত হবে। হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) এ আয়াতের তাফসীরে হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, দুই মুমিন বন্ধু ছিল এবং দুই কাফের বন্ধু। মুমিন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজনের ইন্তেকাল হলে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনানো হলো। তখন তার আজীবন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে দোয়া করল, ইয়া আল্লাহ আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের আনুগত্য করার আদেশ দিত, সৎকাজে উৎসাহ দিত, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিত। কাজেই হে আল্লাহ! আমার পরে তাকে পথভ্রষ্ট করবেন না, যাতে সেও জান্নাতের দৃশ্য দেখতে পারে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন সন্তুষ্ট, তার প্রতিও তেমন সন্তুষ্ট হোন। এই দোয়ার জবাবে তাকে বলা হবে যাও, তোমার বন্ধুর জন্য আমি যে পুরস্কার ও ছওয়াব রেখেছি, তা যদি তুমি জানতে পার, তবে কাঁদবে কম, হাসবে বেশি। এরপর অপর বন্ধুর ইন্তেকাল হয়ে গেলে উভয়ের রূহ একত্রিত হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই অপরের সম্পর্কে বলবে, সে শ্রেষ্ঠ ভাই, শ্রেষ্ঠ সঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

এর বিপরীতে কাফের বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন মারা গেলে তাকে জাহান্নামের ঠিকানা জানোনো হবে। তখন তার বন্ধুর কথা মনে পড়বে এবং সে দোয়া করবে, ইয়া আল্লাহ! আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রাসূলের অবাধ্যতা করার আদেশ দিত, মন্দ কাজে উৎসাহ দিত এবং ভালো কাজে বাধা দিত। সে আমাকে বলত যে, আমি কখনো আপনার কাছে হাজির হবো না। কাজেই হে আল্লাহ! আমার পরে তাকে হেদায়েত দিবেন না যাতে সেও জাহান্নামের দৃশ্য দেখে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন অসন্তুষ্ট, তেমনি তার প্রতিও অসন্তুষ্ট থাকুন। এরপর অপর বন্ধুরও মৃত্যু হয়ে যাবে এবং উভয়ের রূহ একত্রিত হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা একে অপরের সম্পর্কে মন্তব্য কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই পস্পরের সম্পর্কে বলবে, সে নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং নিকৃষ্ট বন্ধু। এ কারণেই ইহকাল ও পরকাল এ উভয় দিক বিচারে উৎকৃষ্ট বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহর ওয়াস্তে হয়। যে দু'জন মুসলমানের মধ্যে আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হয়, তাদের ফজিলত ও মহত্ত্ব অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হাশরের ময়দানে তারা আল্লাহর আরশের ছায়াতলে থাকবে। 'আল্লাহর ওয়াস্তে' বন্ধুত্বের অর্থ অপরের সাথে কেবল সত্যিকার ধর্মপরায়ণতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা। সেমতে ধর্মীয় শিক্ষার ওস্তাদ, শায়েখ, মুর্শিদ, আলেম ও আল্লাহভক্তদের প্রতি এবং সারা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের প্রতি নিঃস্বার্থ মহব্বত করা এর অন্তর্ভুক্ত।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَأْتِيَهُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস مُرَكَّبْ (مَهْمُوْز فَاء ও نَاقِص يَائِىْ) অর্থ- তা তাদের উপর এসে পড়ে। আসা। আপতিত হওয়া।

لَا يَشْعُرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلشُّعُوْرُ মূলবর্ণ (ش - ع - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- তারা জানতে পারে না। বুঝা। অনুধাবন করা।

مُسْلِمِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْلَامُ মূলবর্ণ (س -ل - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- অনুগত। মুসলমান হওয়া।

اُدْخُلُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرٌ বহছ اَمْر حَاضِر مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّخُوْلُ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صَحِيْح অর্থ- প্রবেশ কর।

تُحْبَرُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرٌ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحِبْرُ মূলবর্ণ (ح - ب - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- আনন্দিত মনে। খুশি করা। সুখি করা। উৎফুল্ল করা।

يُطَافُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِطَافَةُ মূলবর্ণ (ط - و - ف) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- পরিবেশন করা হবে। কোনো বস্তুকে বেষ্টন করে নেওয়া। নিকটবর্তী হয়ে যাওয়া।

اَكْوَابٌ : বহুবচন, একবচন كُوْبٌ অর্থ- পান পাত্রসমূহ। পিয়ালাগুলো। পানি রাখার পাত্রগুলো।

تَشْتَهِيْهِ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِهَاءُ মূলবর্ণ (ش - ه - و) জিনস نَاقِص وَاوِىّ অর্থ- অন্তর সমূহ যা কামনা করে। কামনা করা। আকাঙ্ক্ষা করা।

اَبْرَمُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْرَامُ মূলবর্ণ (ب - ر - م) জিনস صَحِيْح অর্থ-তারা ঠিক করেছে। কোনো কাজ দৃঢ় করা।

مُبْرِمُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبْرَامُ মূলবর্ণ (ب - ر - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- কোনো কাজ দৃঢ়করণ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ : এখানে اُدْخُلُوْا শব্দটি فِعْل اَمْر নূন বিলুপ্তির উপর مَبْنِىٌّ হয়েছে। وَاو টি فَاعِلْ এবং الْجَنَّةَ শব্দটি مَفْعُوْل بِه আর اَنْتُمْ শব্দটি مُبْتَدَأ এবং اَزْوَاجُكُمْ শব্দটি اَنْتُمْ -এর উপর عَطْف হয়েছে। تُحْبَرُوْنَ শব্দটি جُمْلَة হয়ে اَنْتُمْ -এর خَبَرٌ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন, খণ্ড. ৭, পৃ. ১০২]

৮০. তবে কি তাদের এ ধারণা যে, আমি তাদের গোপন কথা এবং তাদের পরামর্শ শুনি না? আমি অবশ্যই শুনি এবং আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকট রয়েছে [এবং] লিপিবদ্ধ করছে।	أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴿٨٠﴾
৮১. আপনি বলে দিন, যদি দয়াময় আল্লাহর সন্তান হয়, তবে আমিই তাঁর সর্বপ্রথম ইবাদতকারী।	قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴿٨١﴾
৮২. যিনি আসমান ও জমিনের মালিক, আরশেরও মালিক, তিনি পবিত্র ঐ সমস্ত উক্তি হতে যা তারা বলছে।	سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٢﴾
৮৩. অতএব, আপনি তাদেরকে [লিপ্ত হয়ে] থাকতে দিন, তাদের বাক-বিতণ্ডায় ও প্রমোদে তাদেরকে সেই দিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত– যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।	فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾
৮৪. আর তিনিই ঐ সত্তা, যিনি আসমানেও ইবাদতের যোগ্য এবং জমিনেও ইবাদতের যোগ্য; আর তিনিই প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।	وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৮০. أَمْ يَحْسَبُونَ তবে কি তাদের এ ধারণা যে أَنَّا لَا نَسْمَعُ আমি শুনিনা سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ তাদের গোপন কথা এবং তাদের পরামর্শ بَلَىٰ আমি অবশ্যই শুনি وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ এবং আমার ফেরেশতাগণ তাদের নিকট রয়েছে يَكْتُبُونَ লিপিবদ্ধ করছে।

৮১. قُلْ আপনি বলে দিন إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ যদি দয়াময় আল্লাহর সন্তান হয় فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ তবে আমিই তাঁর সর্বপ্রথম ইবাদতকারী।

৮২. سُبْحَانَ তিনি পবিত্র ঐ সমস্ত উক্তি হতে رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ যিনি আসমান ও জমিনের মালিক رَبِّ الْعَرْشِ আরশেরও মালিক عَمَّا يَصِفُونَ যা তারা বলছে।

৮৩. فَذَرْهُمْ অতএব, আপনি তাদেরকে (লিপ্ত হয়ে) থাকতে দিন يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا তাদের বাক-বিতণ্ডায় ও প্রমোদে يَوْمَهُمُ يُلَاقُوا حَتَّىٰ তাদেরকে সেই দিনের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত الَّذِي يُوعَدُونَ যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে।

৮৪. وَهُوَ الَّذِي আর তিনিই ঐ সত্তা فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ যিনি আসমানেও ইবাদতের যোগ্য وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ এবং জমিনেও ইবাদতের যোগ্য وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ আর তিনিই প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী।

অনুবাদ	আয়াত
৮৫. আর সে সত্তা অতিশয় উচ্চ মর্যাদাবান যাঁর জন্য আসমান ও জমিনের এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, সমস্তের আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁরই নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে, আর তোমরা তাঁরই সমীপে ফিরে যাবে।	وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٥﴾
৮৬. আর তারা আল্লাহ ভিন্ন যে উপাস্যদেরকে ডাকে, তারা কেউই সুপারিশ করার অধিকারী হবে না, কিন্তু যারা সত্য কথা স্বীকার করেছিল এবং বিশ্বাসও করত।	وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾
৮৭. আর যদি ঐ কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তবে এটাই বলবে, আল্লাহ। সুতরাং তারা উল্টা কোন দিকে চলছে?	وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٨٧﴾
৮৮. আর তিনি রাসূলের এ উক্তি সম্বন্ধেও অবহিত আছেন যে, হে আমার প্রতিপালক! এরা এমন লোক যে, ঈমান আনছে না।	وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾
৮৯. অতএব, আপনি তাদের হতে বিমুখ থাকুন এবং বলুন, তোমাদেরকে সালাম করছি; অতঃপর তারা সত্বরই জানতে পারবে।	فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٨٩﴾ ع ٧ / ١٢

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৫. وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ আর সে সত্তা অতিশয় উচ্চ মর্যাদাবান لَهٗ যার জন্য রয়েছে مُلْكُ আধিপত্য السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের وَمَا بَيْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে সমস্তের وَعِنْدَهٗ এবং তাঁরই নিকট রয়েছে عِلْمُ السَّاعَةِ কিয়ামতের জ্ঞান وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ আর তোমরা তাঁরই সমীপে ফিরে যাবে।

৮৬. وَلَا يَمْلِكُ আর অধিকারী হবে না الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ তারা আল্লাহ ভিন্ন যে উপাস্যদেরকে ডাকে الشَّفَاعَةَ তারা কেউ সুপারিশ করার اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ কিন্তু যারা সত্য কথা স্বীকার করেছিল وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ এবং বিশ্বাসও করত।

৮৭. وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ আর যদি ঐ কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করেন مَّنْ خَلَقَهُمْ কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ তবে এটাই বলবে আল্লাহ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ সুতরাং তারা উল্টা কোন দিকে চলছে।

৮৮. وَقِيْلِهٖ আর তিনি রাসূলের এ উক্তি সম্বন্ধেও অবহিত আছেন যে يٰرَبِّ হে আমার প্রতিপালক! اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ قَوْمٌ এরা এমন লোক যে لَّا يُؤْمِنُوْنَ ঈমান আনছে না।

৮৯. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ অতএব আপনি তাদের থেকে বিমুখ থাকুন وَقُلْ এবং বলুন سَلٰمٌ তোমাদেরকে সালাম করছি فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ অতঃপর তারা সত্বরই জানতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত তিন ব্যক্তির পারস্পরিক সংলাপ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা তিনজন মানুষ কা'বাগৃহের গিলাফে আত্মগোপন করেছিল। তাদের হতে একজন বলল যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কথা কি শুনেন, এতে তোমাদের মতামত কি? দ্বিতীয়জন বলল যে, তোমরা যখন উচ্চৈঃস্বরে কথা বল তা তিনি শুনতে পান আর যা তোমরা গোপনে বাক্যালাপ কর তা তিনি শুনতে পান না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল যে, তোমরা উচ্চৈঃস্বরে যা বল তা যদি তিনি শুনেন, গোপনে বললেও তিনি তা শুনতে পারেন। তাদের সেই কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ১০৩/১৬]

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

শানে নুযূল : নযরবিন হারিছ এবং কুরাইশের এক শ্রেণির লোকেরা বলেছিল যে, মুহাম্মদ যা কিছু বলেছে তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা ফেরেশতাদেরকে জামিনদার বানিয়ে নেব। কারণ ফেরেশতারা তার অপেক্ষা আমাদের জন্য অধিক সুপারিশকারী হবে। তাদের এহেন ভ্রান্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।–[কুরতুবী : ১০৬/১৬]

اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ –(যদি রহমান আল্লাহর কোনো সন্তান থাকত, তবে আমিই সর্বপ্রথম তার ইবাদত করতাম।) এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর সন্তান হওয়া কোনো পর্যায়ে সম্ভব। বরং উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আমি কোনো শত্রুতা ও হঠকারিতাবশত তোমাদরে বিশ্বাস অস্বীকার করছি না; বরং প্রমাণাদির আলোকেই করছি। বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহর সন্তান থাকা প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম। কিন্তু সর্বপ্রকার দলিল এর বিপক্ষে। কাজেই মেনে নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ থেকে জানা গেল যে, মিথ্যাপন্থিদের সাথে বিতর্কের সময় নিজের সত্যপ্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যে একথা বলা জায়েজ ও সমীচীন যে, তোমার দাবি সত্য প্রমাণতি হলে আমি মেনে নিতাম। কেননা মাঝে মাঝে এ ধরনের কথায় প্রতিপক্ষের মনে নম্রতা সৃষ্টি হয়, যা তাকে সত্য গ্রহণে উৎসাহিত করে।

وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ –এ বাক্যটি অবতারণার উদ্দেশ্য কাফেরদের উপর গজব নাজিল হওয়ার যে বহুবিধ গুরুতর কারণ বিদ্যমান রয়েছে, তা ব্যক্ত করা। একদিকে তাদের অপরাধ এমনিতেই গুরুতর, অপরদিকে "রাহমতুল্লিল-আলামীন" ও "শাফীউল মুযনিবীন" রূপে প্রেরিত রাসূল ﷺ স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং বলেছেন যে, তারা বারবার বলা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করে না। এখন অনুমান করা যায় যে, তারা রাসূল ﷺ-এর উপর কি পরিমাণ নির্যাতন চালিয়েছে। মামুলী কষ্ট পেয়ে রাহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ আল্লাহ তা'আলার কাছে এমন বেদনামিশ্রিত অভিযোগ করতেন না। এ তাফসীর অনুযায়ী وَقِيْلِهٖ-এর এক আয়াত পূর্বে اَلسَّاعَةُ শব্দের উপর مَعْطُوْف হয়েছে। এ আয়াতের আরো কয়েকটি তাফসীর করা হয়েছে। উদাহরণত وَاوْ অক্ষরটি কসমের অর্থ বুঝায় এবং اِنَّ هٰٓؤُلَاۤءِ কসমের জবাব। এসব তাফসীর রূহুল মা'আনীতে দ্রষ্টব্য।

وقل سلام –পরিশেষে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিরোধীদের দলিল ও আপত্তির জবাব দিন, কিন্তু তারা অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রদর্শনে কিংবা দুর্নাম রটনায় প্রবৃত্ত হলে তার জবাব তাদের ভাষায় না দিয়ে নিশ্চুপ থাকুন। "সালাম বলুন"-এর অর্থ আসসালামু আলাইকুম বলা নয়। কেননা কোনো অমুসলিমকে এই ভাষায় সালাম করা বৈধ নয়। বরং এটা এক বাকপদ্ধতি। কারও সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হলে বলা হয়, "আমার পক্ষ থেকে সালাম" অথবা "তোমাকে সালাম করি।" এতে সত্যিকারভাবে সালাম উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমি সুন্দরভাবে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই। কাজেই এ আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা অথবা سَلَامٌ বলা বৈধ প্রতিপন্ন করা অসঙ্গত।

–[রূহুল মা'আনী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

قُلْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرٌ বহছ اَمْر حَاضِرٌ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اَجْوَف وَاوِىٌّ অর্থ- আপনি বলে দিন। বলা। কথা বলা।

يَصِفُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَصْفُ মূলবর্ণ (و - ص - ف) জিনস مِثَال وَاوِىٌّ অর্থ- এরা বলছে। বিবরণ দেওয়া। বর্ণনা করা।

ذَرْهُمْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرٌ বহছ اَمْر حَاضِرٌ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و - ذ - ر) জিনস مِثَال وَاوِىٌّ অর্থ- আপনি তাদেরকে থাকতে দিন। পরিত্যাগ করা।

يَخُوْضُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَوْضُ মূলবর্ণ (خ - و - ض) জিনস اَجْوَف وَاوِىٌّ অর্থ- তাদের এ কাজে। বাকবিতণ্ড করা। অহেতুক সমালোচনা করা।

يَلْعَبُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَللَّعْبُ মূলবর্ণ (ل - ع - ب) জিনস صَحِيْح অর্থ- তাদের প্রমোদে। খেলা। খেলাধুলা করা।

يُلٰقُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব مُفَاعَلَه মাসদার اَلْمُلَاقَةُ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস نَاقِص يَائِىٌّ অর্থ- সম্মুখীন হওয়া। মিলিত হওয়া। সাক্ষাৎ করা। সাক্ষাৎ পাওয়া।

تُرْجَعُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ حَاضِرٌ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلرَّجْعُ ও اَلرُّجُوْعُ মূলবর্ণ (ر - ج - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমরা ফিরে যাবে। প্রত্যাবর্তিত হওয়া। ফিরে আসা।

لَيَقُوْلُنَّ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ لَامْ تَاكِيْد بَانُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَه دَرْ فِعْل مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اَجْوَف وَاوِىٌّ অর্থ– তবে তারা এটাই বলবে। বলা।

يُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مجهول বাব ضَرَبَ ও سَمِعَ মাসদার اَلْإِفْكُ মূলবর্ণ (ا - ف - ك) জিনস مَهْمُوْز فَاء অর্থ- তারা উল্টা চলছে। তাদেরকে ফিরানো হবে।

اِصْفَحْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرٌ مَعْرُوْف বাব فَتَحَ মাসদার اَلصَّفْحُ মূলবর্ণ (ص - ف - ح) জিনস صَحِيْح অথ–আপনি বিমুখ থাকুন। প্রত্যাখ্যান করা। ক্ষমা করা। মার্জনা করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ : এখানে سُبْحٰنَ শব্দটি উহ্য ফে'লের مَفْعُوْل مُطْلَقْ - سُبْحَانَ আর مُضَافْ اِلَيْه হচ্ছে رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এবং رَبِّ الْعَرْشِ প্রথম رَبِّ থেকে بَدْل এবং عَمَّا শব্দটি এর সাথে مُتَعَلِّقْ আর يَصِفُوْنَ টি مَا مَوْصُوْلَة -এর صِلَة –[ই'রাবুল কুরআন, খণ্ড : ৭. পৃ. ১০৮]

سُوْرَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ
সূরা দুখান

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৫৯, রুকূ'- ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. হা-মীম।	حٰمٓ ﴿١﴾
২. শপথ সেই স্পষ্ট কিতাবের।	وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ﴿٢﴾
৩. আমি একে এক বরকতময় রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি, আমি সতর্ককারী ছিলাম।	اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴿٣﴾
৪. ঐ রাত্রিতে প্রত্যেক হেকমতপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে।	فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾
৫. আমার পক্ষ হতে [প্রদত্ত] নির্দেশক্রমে; আমি আপনাকে [রাসূলরূপে] প্রেরণকারী ছিলাম।	اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٥﴾
৬. অনুগ্রহ হেতু– যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে হয়ে থাকে; নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।	رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. حٰمٓ হা-মীম।

২. وَالْكِتٰبِ শপথ সেই কিতাবের الْمُبِيْنِ স্পষ্ট।

৩. اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ আমি একে অবতীর্ণ করেছি فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ এক বরকতময় রাত্রিতে اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ আমি সতর্ককারী ছিলাম।

৪. فِيْهَا يُفْرَقُ ঐ রাত্রিতে সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ প্রত্যেক হেকমতপূর্ণ বিষয়ের।

৫. اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا আমার পক্ষ হতে (প্রদত্ত) নির্দেশক্রমে اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ আমি আপনাকে (রাসূলরূপে) প্রেরণকারী ছিলাম।

৬. رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ অনুগ্রহ হেতু যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

অনুবাদ	আয়াত
৭. তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের মালিক এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তারও, যদি তোমরা আস্থাবান হও [তবে এ প্রমাণই যথেষ্ট]।	رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٧﴾
৮. তিনি ভিন্ন আর কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।	لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٨﴾
৯. বরং তারা সন্দেহের মধ্যে [ও] খেলাধুলায় [নিমগ্ন] রয়েছে।	بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ﴿٩﴾
১০. অতএব, আপনি সেই দিনের প্রতীক্ষা করুন, যেদিন আসমানে দৃশ্যমান এক ধূম্ররাশির উৎপত্তি হবে।	فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٠﴾
১১. যা ঐ [মক্কার] সমস্ত লোকদেরকে ঢেকে ফেলবে; এটাও একটি যন্ত্রণাময় শাস্তি।	يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾
১২. [তখন তারা প্রার্থনা করবে,] হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের হতে এ শাস্তি দূর করে দিন, আমরা অবশ্যই ঈমান আনব।	رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ﴿١٢﴾
১৩. [এতে] আর তাদের শিক্ষা হচ্ছে কোথায়? অথচ তাদের নিকট স্পষ্ট মর্যাদাবান রাসূল এসেছেন।	اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের মালিক وَمَا بَيْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তারও اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ যদি তোমরা আস্থাবান হও।

৮. لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন আর কেউ উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই يُحْيٖ وَيُمِيْتُ তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান رَبُّكُمْ তোমাদেরও প্রতিপালক وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।

৯. بَلْ هُمْ বরং তারা فِيْ شَكٍّ সন্দেহের মধ্যে يَّلْعَبُوْنَ খেলাধুলায় (নিমগ্ন) রয়েছে।

১০. فَارْتَقِبْ অতএব, আপনি সেই দিনের প্রতীক্ষা করুন يَوْمَ যেদিন تَاْتِي السَّمَآءُ আসমানে উৎপত্তি হবে بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ দৃশ্যমান এক ধূম্ররাশির।

১১. يَّغْشَى النَّاسَ যা ঐ সমস্ত লোকদেরকে ঢেকে ফেলবে هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ এটাও একটি যন্ত্রণাময় শাস্তি।

১২. رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ আমাদের থেকে এ শাস্তি দূর করে দিন اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ আমরা আবশ্যই ঈমান আনব।

১৩. اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى আর তাদের শিক্ষা হচ্ছে কোথায়? وَقَدْ جَآءَهُمْ অথচ তাদের নিকট এসেছেন رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ স্পষ্ট মর্যাদাবান রাসূল।

অনুবাদ	আয়াত
১৪. তথাপি তারা তাঁকে অমান্য করল এবং এটাই বলতে লাগল যে, [এ ব্যক্তি অন্য হতে] শিক্ষাপ্রাপ্ত, উন্মাদ।	ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾
১৫. আমি কিছুকালের জন্য এ বিপদ দূর করে দেব, তোমরা তোমাদের সেই পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে।	إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾
১৬. যেদিন আমি অত্যন্ত কঠিনভাবে ধৃত করব, [সেদিন] আমি পূর্ণ প্রতিশোধ নিব।	يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾
১৭. আর আমি তাদের পূর্বে ফেরাউনের কওমকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকট একজন সম্মানিত রাসূল [মূসা] এসেছিলেন।	وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾
১৮. [বলেছিলেন], আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার নিকট সোপর্দ করে দাও; আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত বিশ্বস্ত [রাসূল]।	أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾
১৯. এবং এটাও যে, তোমরা আল্লাহর অবাধ্যতা করো না, আমি তোমাদের সম্মুখে এক স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছি।	وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾
২০. আর তোমরা যে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে সে সম্বন্ধে আমি আমার প্রতিপালকের ও তোমাদের প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করছি।	وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ তথাপি তারা তাঁকে অমান্য করল, قَالُوا এবং এটাই বলতে লাগল যে مُعَلَّمٌ শিক্ষা প্রাপ্ত مَّجْنُونٌ উন্মাদ।

১৫. إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ আমি এ বিপদ দূর করে দিব قَلِيلًا কিছু কালের জন্য إِنَّكُمْ عَائِدُونَ তোমরা তোমাদের সেই পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে।

১৬. يَوْمَ যেদিন نَبْطِشُ আমি ধৃত করব الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ অত্যন্ত কঠিনভাবে إِنَّا مُنتَقِمُونَ আমি পূর্ণ প্রতিশোধ নিব।

১৭. وَلَقَدْ فَتَنَّا, আর আমি পরীক্ষা করেছিলাম قَبْلَهُمْ তাদের পূর্বে قَوْمَ فِرْعَوْنَ ফেরাউনের কওম কে وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ এবং তাদের নিকট একজন সম্মানিত রাসূল এসেছিলেন।

১৮. أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ আমার নিকট সোপর্দ করে দাও عِبَادَ اللَّهِ আল্লাহর বান্দাদেরকে إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত বিশ্বস্ত (রাসূল)।

১৯. وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ এবং এটা ও যে, তোমরা আল্লাহর অবাধ্যতা করো না إِنِّي آتِيكُم আমি তোমাদের সম্মুখে পেশ করছি بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ এক স্পষ্ট প্রমাণ।

২০. وَإِنِّي عُذْتُ আর আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ আমার প্রতিপালকের ও তোমাদের প্রতিপালকের أَن تَرْجُمُونِ তোমরা যে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে সে সম্বন্ধে।

২১. আর যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আন, তবে আমা হতে দূরে থাক।	وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ﴿٢١﴾
২২. অতঃপর মূসা স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে প্রার্থনা করলেন, এরা তো গুরুতর অপরাধপরায়ণ লোক।	فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنَّ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٢٢﴾
২৩. [আল্লাহ বললেন], এখন তুমি আমার বান্দাগণসহ রাতারাতি চলে যাও, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।	فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ﴿٢٣﴾
২৪. আর তোমরা সেই সমুদ্রকে শান্ত [শুষ্ক] অবস্থায় ছেড়ে দাও; তাদের পূর্ণ বাহিনীকে নিমজ্জিত করে দেওয়া হবে।	وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٢٤﴾
২৫. তারা ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও ঝরনাসমূহ।	كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿٢٥﴾
২৬. এবং কত শস্যক্ষেত্র ও উত্তম বাসস্থানসমূহ।	وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ﴿٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ আর যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান না আন فَاعْتَزِلُوْنِ তবে আমা হতে দূরে থাক।

২২. فَدَعَا رَبَّهٗ অতঃপর মূসা স্বীয় প্রতিপালকের সমীপে প্রার্থনা করলেন اَنَّ هٰۤؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ এরা তো গুরুতর অপরাধপরায়ণ লোক।

২৩. فَاَسْرِ بِعِبَادِيْ لَيْلًا এখন তুমি আমার বান্দাগণসহ রাতারাতি চলে যাও اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।

২৪. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ আর তোমরা সেই সমুদ্রকে ছেড়ে দাও। رَهْوًا শান্ত অবস্থায় اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ তাদের পূর্ণ বাহিনী কে নিমজ্জিত করে দেওয়া হবে।

২৫. كَمْ কত تَرَكُوْا তারা ছেড়ে গিয়েছিল مِنْ جَنّٰتٍ উদ্যান وَّعُيُوْنٍ ও ঝরনাসমূহ।

২৬. وَّزُرُوْعٍ এবং কত শস্যক্ষেত্র وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ও উত্তম বাসস্থানসমূহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা দুখান প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় ৩ রুকূ' ৫৯ আয়াত রয়েছে। এ সূরার বাক্য সংখ্যা ৩৪৬ এবং এতে অক্ষর হলো ১, ৪৩১ টি।

এ সূরার ফজিলত : ইবনে মারদুবিয়া হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রা.) -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি জুমা রাতে অথবা জুমার দিনে সূরা আদদুখান তেলাওয়াত করে, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরি করেন।

বায়হাকী অন্য একখানি হাদীস সংকলন করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার রাতে হামিম আদ দুখান এবং সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করে সকালে সে এমন অবস্থায় জাগ্রত হবে যে, তার সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে।

ইমাম তিরমিযী এবং বায়হাকী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা হামিম আদদুখান রাত্রিকালে তেলাওয়াত করবে, সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকবে। [তাফসীরে রূহুল মা'আনী-খ . ২৫ পৃ. ১১০ তাফসীরে দুররুল মানসূর খ.৬, পৃ. ২৭ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন কৃত আল্লামা কান্ধলভী (র.) খ-৬, পৃ. ২৮৯]

এ সূরার আমল : ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যে ব্যক্তি সূরা দুখান, সূরা গাফের এবং আয়াতুল কুরসী সন্ধ্যাকালে পাঠ করবে, সকাল পর্যন্ত তার হেফাজত করা হবে। দারেমী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এতটুকু সংযোজিত হয়েছে, যে উপরিউক্ত আমল করবে, সে কোনো প্রকার মন্দ কিছু দেখবে না। –[ইতকান]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্কে : পূর্ববর্তী সূরায় পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাতের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এর পর যারা কুরআনে কারীমের সত্যতায় বিশ্বাস করেনি, এমন অপরাধীর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ সূরা শুরু করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনার মাধ্যমে, আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে এক বরকতময় রজনীতে।

قَوْلُهُ حٰمٓ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ : উল্লিখিত আয়াতসমূহে কুরআনের মাহাত্ম্যও কতিপয় বিষয়ের গুণ বর্ণিত হয়েছে। كِتَابٌ مُبِيْنٌ [সুস্পষ্ট কিতাব] বলে কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কসম করে বলেছেন, আমি একে এক মোবারক রাত্রিতে নাজিল করেছি এবং এর উদ্দেশ্য গাফিল মানুষকে সতর্ক করা।

قَوْلُهُ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এখানে শবে কদর বুঝানো হয়েছে, যা রমজান মাসের শেষ দশকে হয়। এ রাত্রিকে 'মোবারক' বলার কারণ এই যে, এ রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাজিল হয়। সূরা কদরে إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ আয়াতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন পাক শবে-কদরে নাজিল হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, এখানেও বরকতের রাত্রি বলে শবে কদরকেই বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণের প্রতি যত কিতাব নাজিল করেছেন, তা সবই রমজান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাজিল হয়েছে। হযরত কাতাদা (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফাসমূহ রমজানের প্রথম তারিখে, তাওরাত ছয় তারিখে, যাবূর বারো তারিখে, ইঞ্জিল আঠারো তারিখে এবং কুরআন পাক চব্বিশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশের রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছে।
–[তাফসীরে কুরতুবী]

কুরআন শবে কদরে নাজিল হয়েছে, এর অর্থ এই যে, লাওহে মাহফূয থেকে সমগ্র কুরআন দুনিয়ার আকাশে এ রাত্রিতেই নাজিল করা হয়েছে। অতঃপর তেইশ বছরে অল্প অল্প করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-[এর প্রতি নাজিল হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রতি বছর যতটুকু কুরআনের অবতরণ অবধারিত ছিল, ততটুকুই শবে কদরে দুনিয়ার আকাশে নাজিল করা হতো।
–[তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত ইকরিমা (র.) প্রমুখ কয়েকজন তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতে বরকতের রাত্রি বলে শবে বরাত অর্থাৎ, শাবান মাসের পনেরো তারিখের রাত্রি বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এ রাত্রিতে কুরআন অবতরণ কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থি إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ এবং شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ -এর ন্যায় সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও বলা যায় না যে, কুরআন শবে বরাতে নাজিল হয়েছে। তবে কোনো কোনো রেওয়ায়েতে শা'বানের পনেরো তারিখকে শবে বরাত অথবা 'লায়লাতুননিসফ' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বরকতময় হওয়া ও এতে রহমত নাজিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এখানে উল্লিখিত গুণ ও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ– فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا -এ রাত্রিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা আমার পক্ষ থেকে করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এর অর্থ কুরআন অবতরণের রাত্রি অর্থাৎ, শবে কদরে সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালা স্থির করা হয়, যা পরবর্তী শবে কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ, এ বছর কারা কারা জন্মগ্রহণ করবে কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিজিক দেওয়া হবে। মাহদভী (র.) বলেন, এর অর্থ এই যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীরে পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত সকল ফয়সালা এ রাত্রিতে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়। কেননা কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা এসব ফয়সালা মানুষের জন্মের পূর্বেই সৃষ্টিলগ্নে লিখে দিয়েছেন। অতএব এ রাত্রিতে এগুলো স্থির করার অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও তাকদীর প্রয়োগ করা হয়, এ রাত্রিতে সারা বছরের বিধানাবলি তাদের কাছে অর্পণ করা হয়। –[তাফসীরে কুরতুবী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে শবে বরাত সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, এতে জন্ম-মৃত্যুর সময় ও রিজিকের ফয়সালা লেখা হয়। এ থেকেই কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে 'বরকতের রাত্রি'র অর্থ নিয়েছেন শবে বরাত। কিন্তু এটা শুদ্ধ নয়। কেননা এখানে সর্বাগ্রে কুরআন অবতরণের উল্লেখ রয়েছে এবং কুরআন অবতরণ যে রমজান মাসে হয়েছে, তা কুরআনের বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত। শবে বরাত সম্পর্কিত উল্লিখিত কোনো কোনো রেওয়ায়েতকে ইবনে কাছীর (র.) অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত

করেছেন এবং কাযী আবূ বকর ইবনে আরাবী (র.) সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলো নির্ভরযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনে আরাবী (র.) শবে বরাতের ফজিলত স্বীকার করেন না। তবে কোনো কোনো মাশায়েখ দুর্বল হলেও হাদীসগুলোকে কবুল করেছেন। কেননা ফজিলত সম্পর্কিত দুর্বল রেওয়ায়েত কবুল করার অবকাশ রয়েছে।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَّغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ

শানে নুযূল : বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী, ইয়াহইয়া ও আবূ মু'আবিয়া এর উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, কুরাইশরা যখন রাসূল ﷺ-এর কঠোর বিরোধিতা ও নাফরমানিতে লেগে গেল, তখন রাসূল ﷺ তাদের জন্য হযরত ইউসুফ (আ.) এর সময় যেরূপ দুর্ভিক্ষ ছিল, অনুরূপ দুর্ভিক্ষের জন্য বদদোয়া করেন। ফলে তাদেরকে দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত করে। তারা অনেক কষ্ট পোহাল এমনকি তারা মৃত জন্তুর হাড় পর্যন্ত কুড়িয়ে খেয়ে জীবন রক্ষা করেছে। দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতার কারণে কোনো মানুষ আকাশের দিকে তাকালে আকাশে শুধু ধোয়া আর ধোয়াই দৃষ্টিগোচর হতো। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

অতঃপর রাসূল ﷺ -এর নিকট যখন আবেদন করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বৃষ্টিপাতের জন্য দোয়া করুন। তারা তো ধ্বংসের কবলে নিপতিত। রাসূল ﷺ বললেন যে, মুদার গোত্রের জন্য দোয়া করব তুমি তো বড় দুঃসাহসিক ব্যক্তি। সুতরাং মুদার গোত্রের জন্যও বৃষ্টিপাতের দোয়া করা হয় ফলে বৃষ্টিপাত হয়। তখন اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ আয়াতটি নাজিল হয়। পরবর্তীতে তারা যখন স্বর্নিভর হয়ে যায় তখন আবারও তারা পূর্ব অবস্থায় ফিরে যায়। তখন আল্লাহ তা'আলা يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ আয়াতটি নাজিল করেন।

-[কুরতুবী ১১৫/১৬, বাহরে মুহীত্ব ৩৩৪/৮, রূহুল মা'আনী ১১৭/২৫, ফতহুল কাদীর ৫৭২, ইবনে কাছীর ১৩৮/৪]

আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লিখিত ধোয়া সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। প্রথম উক্তি এই যে, এটা কিয়ামতের অন্যতম আলামত যা কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময়ে সংঘটিত হবে এই উক্তি হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবূ হুরায়রা (রা.), হাসান বসরী (র.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী অতীতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং এতে মক্কার সে দুর্ভিক্ষ বুঝানো হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বদদোয়ার ফলে মক্কাবাসীদের উপর অর্পিত হয়েছিল। তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল এবং মৃত জন্তু পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। আকাশে বৃষ্টি ও মেঘের পরিবর্তে ধুম্র দৃষ্টিগোচর হতো। এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) প্রমুখের। তৃতীয় উক্তি এই যে, এখানে মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার আকাশে উত্থিত ধুলিকণাকে ধুম্র বলা হয়েছে। এ উক্তি আব্দুর রহমান আরাজ প্রমুখের।-[কুরতুবী] প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ই প্রসিদ্ধ। তৃতীয় উক্তি ইবনে কাছীরের মতে অগ্রাহ্য। সহীহ হাদীসসমূহে দ্বিতীয় উক্তিই অবলম্বিত হয়েছে। প্রথমোক্ত উক্তিদ্বয়ের রেওয়ায়েত নিম্নরূপ :

সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হুযায়ফা ইবনে উসায়েদ (র.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ উপর তলার কক্ষ থেকে আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। আমরা তখন পরস্পর কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, যত দিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কিয়ামত হবে না-(১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, (২) দুখান তথা ধুম্র, (৩) দাব্বাতুল আরদ, (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব, (৫) হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ (৬) দাজ্জলের আর্বিভাব, (৭) পূর্বে ভূমিধস (৮) পশ্চিমে ভূমিধস (৯) আরব উপদ্বীপে ভূমিধস, (১০) আদন থেকে এক অগ্নি বের হবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষ যেখানে রাত্রিযাপন করতে আসবে, অগ্নিও থেমে যাবে, যেখানে দুপুরে বিশ্রামের জন্য আসবে, সেখানে অগ্নিও থেমে যাবে।-[ইবনে কাছীর]

আবূ মালেক আশ' আরী (র.) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে তিন বিষয়ে সতর্ক করছি-(এক) ধুম্র, যা মুমিনগণকে কেবল এক প্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফেরের দেহে প্রবেশ করে প্রতিটি রন্ধ্রপথে বের হতে থাকবে। (দুই) দাব্বা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত জানোয়ার) এবং (তিন) দাজ্জাল। ইবনে কাছীর এমনি ধরনের আরো কয়েকটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে লিখেন :

هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ خَيْرِ الْاُمَّةِ وَتَرْجَمَانِ الْقُرْاٰنِ وَهٰكَذَا قَوْلُ مَنْ وَافَقَهٗ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ مَعَ الْاَحَادِيْثِ الْمَرْفُوْعَةِ مِنَ الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ وَغَيْرِهِمَا الَّتِىْ اَوْرَدُوْهَا مِمَّا فِيْهِ مُقْنِعٌ وَدَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلٰى اَنَّ الدُّخَانَ مِنَ الْاٰيَاتِ الْمُنْتَظَرَةِ مَعَ اَنَّهٗ ظَاهِرُ الْقُرْاٰنِ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ - وَعَلٰى مَا فَسَّرَهٗ ابْنُ مَسْعُوْدٍ اِنَّمَا هُوَ خِيَالٌ رَاَوْهُ فِىْ اَعْيُنِهِمْ مِنْ شِدَّةِ الْجُوْعِ وَالْجُهْدِ وَهٰكَذَا قَوْلُهٗ

تَعَالٰى يَغْشَى النَّاسَ اَىْ يَتَغَشَّاهُمْ وَيَعُمُّهُمْ وَلَوْ كَانَ اَمْرًا خِيَالِيًّا يَخُصُّ اَهْلَ مَكَّةَ لِمُشْرِكِيْنَ لِمَا قِيْلَ فِيْهِ يَغْشَى النَّاسَ.

কুরআনের তাফসীরকার হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) পর্যন্ত এই সনদ বিশুদ্ধ। অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তিও তাই, তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সঙ্গে একমত হয়েছেন। এছাড়া কিছু সহীহ ও হাসান হাদীসও একথা প্রমাণ করে যে, দুখান বা ধূম্র, কিয়ামতের ভবিষ্যৎ আলামতসমূহের অন্যতম। কুরআনের বাহ্যিক ভাষাও এর সাক্ষ্য দেয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের তাফসীরে উল্লিখিত ধূম্র একটি কাল্পনিক ধূম্র ছিল, যা ক্ষুধার তীব্রতার কারণে তাদের চোখে প্রতিভাত হয়েছিল। এর জন্য 'মানুষকে ঘিরে নিবে, কথাটি অবান্তর মনে হয়। কেননা এই কাল্পনিক ধূম্র মক্কাবাসীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। অথচ يَغْشَى النَّاسَ থেকে বুঝা যায় যে, এটা সব মানুষকে ব্যাপকভাবে ঘিরে ফেলবে।' -[ইবনে কাছীর]
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্তির রেওয়ায়েত বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত মাসরুকের বাচনিক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদিন আমরা আবওয়াবে কেন্দার নিকটবর্তী কূফার মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, জনৈক ওয়ায়েজ ওয়াজ করছেন। তিনি يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ -আয়াত সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করলেন, এই দুখানের কি অর্থ, আপনারা জানেন কী? অতঃপর নিজেই বললেন, এটা এক ধূম্র, যা কিয়ামতের দিন নির্গত হবে এবং মুনাফিকদের কর্ণ ও চক্ষু নষ্ট করে দেবে। পক্ষান্তরে মুমিনদের মধ্যে এর কারণে কেবলমাত্র সর্দির উপসর্গ সৃষ্টি হবে।
মাসরুক বলেন, ওয়ায়েযের একথা শুনে আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি শায়িত ছিলেন–ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠে বসলেন এবং বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী করীম ﷺ-কে এই পথনির্দেশ দিয়েছেন- مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে আমার সেবা কর্মের কোনো বিনিময় চাই না এবং আমি কোনো কথা বানিয়ে বলি না। কাজেই যে আলিম হবে, সে যা জানেন, তা পরিষ্কার বলে দিবে আমি জানিনা; আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, নিজে কোনো কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়। অতঃপর তিনি বললেন এখন আমি তোমাদেরকে এ আয়াতের তাফসীর সম্পর্কিত ঘটনা শুনাই। কাফেররা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকার করল এবং কুফরিতেই আঁকড়ে রইল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য বদদোয়া করলেন, যে হে আল্লাহ! এদের উপর ইউসুফ (আ.)-এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। ফলে কাফেররা ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে পতিত হলো। এমনকি, তারা অস্থি এবং মৃত জন্তুও ভক্ষণ করতে লাগল। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধূম্র ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হতো না। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তীব্রতায় সে কেবল ধূম্রের মতো দেখত। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) তাঁর বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ - আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহর কাছে বৃষ্টির দোয়া করুন। নতুবা আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলে বৃষ্টি হলো। তখন اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ আয়াত নাজিল হলো। অর্থাৎ, আমি কিছু দিনের জন্য তোমাদের থেকে আজাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে ফিরে যাবে। বাস্তবে তাই হলো, তারা তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ তা'আলা يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ - আয়াত টি নাজিল করলেন। অর্থাৎ যেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ভয় কর। অতঃপর হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, এই প্রবল পাকড়াও বদরযুদ্ধে হয়ে গেছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আরো বললেন, পাঁচটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ দুখান তথা ধূম্র, রোম, চাঁদ, পাকড়াও ও লেযাম। (ইবনে কাছীর) দুখান অর্থ মক্কার দুর্ভিক্ষ। রোম অর্থ সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা সূরা রুমে রোমকদের বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত আছে وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ- চন্দ্র অর্থ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, যা اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। পাকড়াও অর্থ বদর যুদ্ধে কুরাইশ কাফেরদের পরিণতি। লেযাম অর্থ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
আলোচ্য আয়াতসমূহে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায়– (১) আকাশে ধূম্র দেখা দিবে এবং সবাইকে আচ্ছন্ন করবে, (২) মুশরিকরা আজাবে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানের ওয়াদা করত: আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, (৩) তাদের ওয়াদা মিথ্যা প্রমাণিত হবে এবং পরে তারা বে-ঈমানী করবে, (৪) তাদের মিথ্যা ওয়াদা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা

তাদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য আজাব প্রত্যাহার করবেন এবং বলে দিবেন, তোমরা ওয়াদায় কায়েম থাকবে না এবং (৫) আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাফসীর অনুযায়ী সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথমোক্ত চারটি মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হওয়া এবং তা দূর হওয়ার অন্তবর্তী সময়েই পূর্ণ হয়েছে এবং পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণীটি বদর যুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এই তাফসীর কুরআনের বাহ্যিক ভাষার সাথে সঙ্গতি রাখে না। কুরআনের ভাষা থেকে বুঝা যায় যে, আকাশ প্রকাশ্য ধোঁয়া দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং সমস্ত মানুষ এই ধূম্র দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। কিন্তু তাফসীর থেকে এগুলো কিছুই প্রমাণিত হয় না। বরং জানা যায় যে, এই ধূম্র তাদের বিপদের তীব্রতার ফলশ্রুতি। এ কারণেই ইবনে কাছীর কুরআনের বাহ্যিক ভাষা দৃষ্টে এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এ ধূম্র কিয়ামতের অন্যতম আলামত। একে অগ্রাধিকার দেওয়ার আরো কারণ এই যে, এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাফসীর তাঁর নিজস্ব ধারণাপ্রসূত। কিন্তু ইবনে কাছীরের অগ্রাধিকার দেওয়া তাফসীর বাহ্যত খটকা আছে। তা এই যে, আয়াতে আছে إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ -অথচ কিয়ামতে কাফেরদের থেকে কোনো সময় আজাব প্রত্যাহার করা হবে না। সুতরাং কিছু দিনের জন্য আজাব প্রত্যাহারের বিষয়টি কিরূপে শুদ্ধ হবে? ইবনে কাছীর বলেন, এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে (এক) উদ্দেশ্য এই যে, আমি যদি তোমাদের কথা অনুযায়ী আজাব প্রত্যাহার করি এবং তোমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেই, তবে তোমরা পূর্ববৎ কুফরিই করতে থাকবে।

কুরআনের অন্য আয়াতে এ বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে- وَلَوْ رَحِمْنٰهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوْا فِىْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ -অন্য এক আয়াতে আছে وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ দ্বিতীয় অর্থ এই যে, كَشْفُ عَذَابٍ - এর মানে যদিও আজাবের কারণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আজাব তোমাদের নিকটে এসে গেছে, কিন্তু কিছু দিন আমি তা পিছিয়ে দেব। হযরত ইউসুফ (আ.) -এর কওমের ব্যাপারেও এমনিভাবে إِنَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ বলা হয়েছে। অথচ তাদের উপর আজাবের লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র। আজাব আসার তখনো বিলম্ব ছিল। একেই كَشْفُ عَذَابٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সারকথা এই যে, ধূম্রের ভবিষ্যদ্বাণীকে কিয়ামতের আলামত গণ্য করা হলে كَاشِفُوا الْعَذَابِ আয়াত দ্বারা কোনো খটকা দেখা দেয় না এবং এ তাফসীর অনুযায়ী نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى -এর অর্থ হবে কিয়ামত দিবসের পাকড়াও। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের তাফসীরকে বদর যুদ্ধের পাকড়াও বলা হয়েছে। এটাও স্বস্থানে শুদ্ধ। কারণ এটাও প্রবল পাকড়াও ছিল। কিন্তু এতে জরুরি হয় না যে, কিয়ামতে আরো প্রবল পাকড়াও হবে না। এটাও অবান্তর মনে হয় না যে, কুরআন পাক কাফেরদেরকে আলোচ্য আয়াতসমূহে এক ভাবী আজাব সম্পর্কে সতর্ক করেছে। এরপর তাদের উপর যে কোনো আজাব এসেছে, তাকেই তাঁরা এ আয়াতের প্রতীক মনে করে আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন। ফলে এটা যে কিয়ামতের আলামত, তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে–

هُمَا دُخَانَانِ مَضٰى وَاحِدٌ وَالَّذِىْ بَقِىَ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلَا يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ اِلَّا بِالزُّكْمَةِ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَيَشُقُّ مَسَامِعَهُ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِنْدَ ذٰلِكَ الرِّيْحَ الْجُنُوْبَ مِنَ الْيَمَنِ فَتَقْبِضُ رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ.

ধূম্র দুটি। একটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ মক্কার দুর্ভিক্ষের সময়।) আর যেটি বাকি আছে, সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে দেবে। এতে মুমিনের মধ্যে কেবল সর্দির অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং কাফেরের দেহের সমস্ত রন্ধ্র ছিন্ন করে দিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা ইয়ামানের দিক থেকে দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা প্রত্যেক মুমিনের প্রাণ হরণ করবে এবং কেবল দুষ্ট প্রকৃতির কাফেরকুল অবশিষ্ট থাকবে। -[রূহুল মা'আনী]

রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার এই রেওয়ায়েতের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এটা প্রমাণিত হলেও কুরআন ও হাদীসের সাথে তাঁর অবলম্বিত তাফসীরের কোনো বৈপরীত্য থাকে না।

وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ -[তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্যে আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন হচ্ছি।] رَجْمٌ শব্দের অর্থ প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। এর অপর অর্থ কাউকে গালি দেওয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে, কিন্তু প্রথম অর্থ নেওয়াই অধিক সঙ্গত। কেননা ফেরাউনের সম্প্রদায় হযরত মূসা (আ.)-কে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল।

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا -[সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও।]

হযরত মূসা (আ.) সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে কামনা করবেন যে, সমুদ্র পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, যাতে ফেরাউনের বাহিনী পার হতে না পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলে দিলেন তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে শান্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিন্তা করো না-যাতে ফেরাউন তন্ত্র ও তৈরি পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। তখন আমি সমুদ্রকে চলমান করে দেব এবং তাতে তারা নিমজ্জিত হবে। -[ইবনে কাছীর]

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْمُبِيْنُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِبَانَةُ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اَجْوَف يَائِىْ অর্থ- স্পষ্ট, বয়ান করা। বর্ণনা করা। প্রকাশ করা।

يُفْرَقُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْفَرْقُ মূলবর্ণ (ف - ر - ق) জিনস صَحِيْح অর্থ-সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে। পৃথক করা।

مُرْسِلِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِرْسَالُ মূলবর্ণ (ر - س - ل) জিনস صَحِيْح অর্থ প্রেরণকারী। প্রেরণ করা।

اِرْتَقِبْ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِرْتِقَابُ মূলবর্ণ (ر - ق - ب) জিনস صَحِيْح অর্থ- আপনি প্রতীক্ষা করুন। প্রত্যাশা করা। আক্ষেপ করা।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لَفِيْف مَفْرُوْق অর্থ- তারা পরাজ্মুখ রইল। পরিহার বা পত্যাখ্যান করা। ফিরে যাওয়া।

نَبْطِشُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার اَلْبَطْشُ মূলবর্ণ (ب - ط - ش) জিনস صَحِيْح অর্থ- আমি ধৃত করব। ধরা। পাকড়াও করা।

اَدُّوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّادِيَةُ মূলবর্ণ (ا - د - ى) জিনস مُرَكَّبْ (نَاقِص يَائِىْ ও مَهْمُوْز فَاء) অর্থ- সোপর্দ করে দাও। আদায় করা। ভার দেওয়া।

عُذْتُ : সীগাহ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْذُ মূলবর্ণ (ع - و - ذ) জিনস اَجْوَف وَاوِىْ অর্থ- আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি। আশ্রয় নেওয়া। আশ্রয় গ্রহণ করা।

تَرْجُمُوْنِ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّجْمُ মূলবর্ণ (ر - ج - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবে। প্রস্তর নিক্ষেপ করা। পাথর মারা।

اَسْرِ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمْر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْرَاءُ মূলবর্ণ (س - ر - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- তুমি রাতারাতি চলে যাও। ভ্রমণ। নৈশ ভ্রমণ।

مُتَّبَعُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر বহছ اِسْم مَفْعُوْل বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت - ب - ع) জিনস صَحِيْح অর্থ- তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। পিছনে পিছনে চলা। অনুগামী হওয়া। অনুসরণকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُوْنَ : এখানে وَاوْ টি আতফের অব্যয়। اُتْرُكْ শব্দটি فِعْل اَمْر আর তার فَاعِلْ হচ্ছে উহ্য যমীর اَنْتَ এবং رَهْوًا শব্দটি حَالْ অথবা اُتْرُكْ শব্দের দ্বিতীয় مَفْعُوْل بِهٖ [ই'রাবুল কুরআন, খ : ৭. পৃ. ১২১]

২৭. আর কত সুখ-সম্পদ, যাতে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে থাকত।	وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فٰكِهِيْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. [ঘটনা] এরূপই হয়ে গেল এবং আমি আরো একটি সম্প্রদায়কে এগুলোর উত্তরাধিকারী করে দিলাম।	كَذٰلِكَ ۗ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. বস্তুত তাদের জন্য না আসমান ও জমিনের কান্না আসল আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হলো।	فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. আর আমি বনী ইসরাঈলকে নাজাত দিলাম, নিতান্ত অপমানজনক আজাব হতে।	وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿٣٠﴾
৩১. অর্থাৎ ফেরাউন হতে; নিশ্চয় সে বড়ই উদ্ধত, সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।	مِنْ فِرْعَوْنَ ۗ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾
৩২. আর [এটা ব্যতীত] আমি বনী ইসরাঈলকে সজ্ঞানে সমগ্র জগদ্বাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।	وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٢﴾
৩৩. আর আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনসমূহ দিয়েছি যাতে সুস্পষ্ট নিয়ামতসমূহ ছিল।	وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ﴿٣٣﴾
৩৪. এরা [কিয়ামতকে অস্বীকার করে] বলে।	اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿٣٤﴾
৩৫. এ পৃথিবীর মৃত্যুই আমাদের শেষ অবস্থা এবং আমরা পুনরায় আর জীবিত হবো না।	اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ﴿٣٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. وَنَعْمَةٍ আর কত সুখ সম্পদ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ যাতে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে থাকত।

২৮. كَذٰلِكَ এরূপই হয়ে গেল وَاَوْرَثْنٰهَا এবং আমি এগুলোর উত্তরাধিকারী করে দিলাম قَوْمًا اٰخَرِيْنَ আরো একটি কওমকে।

২৯. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ বস্তুত তাদের জন্য না কান্না আসল السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ আসমান ও জমিনের وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হলো।

৩০. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا আর আমি নাজাত দিলাম بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলকে مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ নিতান্ত অপমানজনক আজাব হতে।

৩১. مِنْ فِرْعَوْنَ অর্থাৎ ফেরাউন হতে اِنَّهٗ كَانَ নিশ্চয় সে ছিল عَالِيًا বড়ই উদ্ধত مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

৩২. وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ আর আমি বনী ইসরাঈলকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি عَلٰى عِلْمٍ সজ্ঞানে عَلَى الْعٰلَمِيْنَ সমগ্র জগদ্বাসীর উপর।

৩৩. وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ আর আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনসমূহ দিয়েছি مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ যাতে সুস্পষ্ট নিয়ামতসমূহ ছিল।

৩৪. اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ এরা (কিয়ামতকে অস্বীকার করে) لَيَقُوْلُوْنَ বলে।

৩৫. اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى এ পৃথিবীর মৃত্যুই আমাদের শেষ অবস্থা وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ এবং আমরা পুনরায় আর জীবিত হবো না।

৩৬. [হে মুমিনগণ!] যদি তোমরা [স্বীয় দাবিতে] সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে [জীবিত করে] উপস্থিত কর।	فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾
৩৭. আল্লাহ বলেন, এরা [শক্তিতে] শ্রেষ্ঠতর, না তুব্বা' সম্প্রদায় আর যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে? আমি তাদেরকেও ধ্বংস করে দিয়েছি, [কারণ] তারা অপরাধপরায়ণ ছিল।	أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ أَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾
৩৮. আর আমি আসমানসমূহ জমিনকে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা অনর্থক সৃষ্টি করিনি।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿٣٨﴾
৩৯. আমি এতদুভয়কে কোনো হেকমত হেতুই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই বুঝে না।	مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
৪০. নিঃসন্দেহে মীমাংসার দিনই তাদের সকলের [পুনরুত্থানের ও বিনিময় প্রাপ্তির] নির্ধারিত সময়।	إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾
৪১. যেদিন এক বন্ধু অন্য বন্ধুর কোনো কাজে আসবে না এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না।	يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿٤١﴾
৪২. কিন্তু যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন; নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রান্ত; পরম করুণাময়।	إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. فَأْتُوا بِآبَائِنَا তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩৭. أَهُمْ خَيْرٌ আল্লাহ বলেন, এরা শ্রেষ্ঠতর أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ না তুব্বা' সম্প্রদায় وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ আর যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে أَهْلَكْنَاهُمْ আমি তাদেরকেও ধ্বংস করে দিয়েছি إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (কারণ) তারা অপরাধপরায়ণ ছিল।

৩৮. وَمَا خَلَقْنَا আর আমি সৃষ্টি করিনি السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ আসমানসমূহ ও জমিনকে وَمَا بَيْنَهُمَا এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে لَاعِبِينَ তা অনর্থক।

৩৯. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ আমি এতদুভয়কে কোনো হেকমত হেতুই সৃষ্টি করেছি وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই বুঝে না।

৪০. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ নিঃসন্দেহে মীমাংসার দিনই مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ তাদের সকলের নির্ধারিত সময়।

৪১. يَوْمَ যেদিন لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا এক বন্ধু অন্য বন্দুর কোনো কাজে আসবে না وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না।

৪২. إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ কিন্তু যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ নিশ্চয় তিনি মহাপরাক্রান্ত পরম করুণাময়।

অনুবাদ	আয়াত
৪৩. নিঃসন্দেহে যাক্কুম বৃক্ষই ।	إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾
৪৪. গুরুতর অপরাধী লোকের খাদ্য হবে ।	طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾
৪৫. যা তৈলের গাদের ন্যায় কুৎসিত হবে [আর] তা উদরের মধ্যে ফুটতে থাকবে ।	كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾
৪৬. যেরূপ উত্তপ্ত পানি ফুটতে থাকে ।	كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾
৪৭. [তখন ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ হবে যে,] তাকে ধর, তৎপর দোজখের মধ্যস্থলে টেনে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাও ।	خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾
৪৮. অতঃপর তার মাথার উপর যন্ত্রণাদায়ক উত্তপ্ত পানি ঢাল ।	ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾
৪৯. [তাকে বিদ্রূপ করা হবে যে,] আস্বাদন কর, তুমি তো মহাপরাক্রান্ত, সম্মানিত ব্যক্তি ।	ذُقْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾
৫০. এটা হচ্ছে সেই বস্তু যা সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ [এবং অবিশ্বাস] করতে ।	إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾
৫১. নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ নিরাপদ স্থানে থাকবে ।	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾
৫২. অর্থাৎ উদ্যানসমূহ ও নহরসমূহের মধ্যে [থাকবে] ।	فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. إِنَّ নিঃসন্দেহে شَجَرَتَ الزَّقُّومِ যাক্কুম বৃক্ষই ।

৪৪. طَعَامُ খাদ্য হবে الْأَثِيمِ গুরুতর অপরাধী লোকের ।

৪৫. كَالْمُهْلِ যা তৈলের গাদের ন্যায় কুৎসিত হবে يَغْلِي তা ফুটতে থাকবে فِي الْبُطُونِ উদরের মধ্যে ।

৪৬. كَغَلْيِ যেরূপ ফুটতে থাকে الْحَمِيمِ উত্তপ্ত পানি ।

৪৭. خُذُوهُ তাকে ধর فَاعْتِلُوهُ তৎপর টেনে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাও إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ দোজখের মধ্যস্থলে ।

৪৮. ثُمَّ صُبُّوا অতঃপর ঢাল فَوْقَ رَأْسِهِ তার মাথার উপর مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ যন্ত্রণাদায়ক উত্তপ্ত পানি ।

৪৯. ذُقْ আস্বাদন কর إِنَّكَ أَنْتَ তুমি তো الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ মহাপরাক্রান্ত, সম্মানিত ব্যক্তি ।

৫০. إِنَّ هَٰذَا এটা হচ্ছে সেই বস্তু مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ যা সম্বন্ধে তোমরা সন্দেহ করতে ।

৫১. إِنَّ الْمُتَّقِينَ নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ নিরাপদ স্থানে থাকবে ।

৫২. فِي جَنَّاتٍ অর্থাৎ উদ্যানসমূহ وَعُيُونٍ ও নহরসমূহের মধ্যে থাকবে ।

অনুবাদ	আয়াত
৫৩. তারা পাতলা ও পুরু রেশমের পোশাক পরিধান করবে, [এবং] সামনাসামনি উপবিষ্ট হবে।	يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٥٣﴾
৫৪. এটা হবেও এরূপই এবং আমি তাদেরকে বিবাহ করিয়ে দিব। বড় বড় চক্ষুবিশিষ্টা সুন্দরীদের সাথে;	كَذٰلِكَ ۗ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٥٤﴾
৫৫. তথায় তারা শান্তচিত্তে প্রত্যেক প্রকারের ফল চেয়ে নিবে।	يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾
৫৬. [এবং] সেখানে তারা সেই মৃত্যু ব্যতীত যা পৃথিবীতে হয়েছিল, আর কোনো মৃত্যু আস্বাদন করবে না, [অর্থাৎ, তারা আর মরবে না,] আর আল্লাহ তাদেরকে দোজখের আজাব হতে রক্ষা করবেন।	لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ۚ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٥٦﴾
৫৭. এ সমস্তই আপনার রবের অনুগ্রহ; এটাই হচ্ছে মহান সফলতা।	فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٥٧﴾
৫৮. বস্তুত আমি এ কুরআন আপনার [আরবি] ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যেন এরা নসিহত গ্রহণ করে।	فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾
৫৯. সুতরাং আপনি প্রতীক্ষায় থাকুন, তারাও প্রতীক্ষায় রয়েছে।	فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ ﴿٥٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. يَلْبَسُوْنَ তারা পরিধান করবে مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ পাতলা ও পুরু রেশমের পোশাক مُّتَقٰبِلِيْنَ সামনা সামনি উপবিষ্ট হবে।

৫৪. كَذٰلِكَ এটা হবেও এরূপই وَزَوَّجْنٰهُمْ এবং আমি তাদেরকে বিবাহ করিয়ে দিব بِحُوْرٍ عِيْنٍ বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা সুন্দরীদের সাথে।

৫৫. يَدْعُوْنَ فِيْهَا তথায় তারা চেয়ে নিবে بِكُلِّ فَاكِهَةٍ প্রত্যেক প্রকারের ফল اٰمِنِيْنَ শান্তচিত্তে।

৫৬. لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا সেখানে তারা আস্বাদন করবে না الْمَوْتَ আর কোনো মৃত্যু اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى সেই মৃত্যু ব্যতীত যা পৃথিবীতে হয়েছিল وَوَقٰهُمْ আর আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন عَذَابَ الْجَحِيْمِ দোজখের আজাব হতে।

৫৭. فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ এ সমস্তই আপনার রবের অনুগ্রহ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ এটাই হচ্ছে মহান সফলতা।

৫৮. فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ বস্তুত আমি এ কুরআন সহজ করে দিয়েছি بِلِسَانِكَ আপনার (আরবি) ভাষায় لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ যেন এরা নসিহত গ্রহণ করে।

৫৯. فَارْتَقِبْ সুতরাং আপনি প্রতীক্ষায় থাকুন اِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُوْنَ তারাও প্রতীক্ষায় রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ ۝ طَعَامُ الْاَثِيْمِ

শানে নুযূল : সাঈদ বিন মানছূর হযরত আবূ মালেকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আবূ জাহল খেজুর ও যাবাদ ফল নিয়ে লোক সমাজে উপস্থিত হয়ে বলত যে, তোমরা এ ফল গুলোকে চিহ্নিত করে রেখ। কারণ মুহাম্মদ ﷺ যে, যাক্কুম ফলের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দিয়েছেন এ গুলোই হচ্ছে সেই যাক্কুম ফল। প্রতারক আবূ জাহলের সেই লোকজনের সাথে এহেন প্রতারণা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। [রূহুল মা'আনী ১৩২/২৫]

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ.

শানে নুযূল : মুফাস্সিরে কুরআন আল্লামা কাতাদা (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অভিসপ্ত আবূ জাহেল দাবি করত যে, এই ভূ-খণ্ডে আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিধর ও অতি সম্মানিত ব্যক্তি আর অন্য কেউ নেই। মুফাসসিরে কুরআন ইকরিমা বলেন যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ ও আবূ জাহল পরস্পরে সাক্ষাৎ হলে রাসূল ﷺ আবূ জাহলকে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমার সম্পর্কে أَوْلٰى لَكَ فَأَوْلٰى বলতে আদেশ করেছেন। তখন সেই নরাধম বলল যে, তুমি আমাকে কিসের ভীতি প্রদর্শন করছ! আল্লাহর কসম তুমি ও তোমার প্রতিপালক কেউই আমাকে কিছুই করতে সক্ষম হবে না। কারণ আমি হচ্ছি এ ভূ-খণ্ডে সর্বাপেক্ষা শক্তিধর ও সম্মানিত ব্যক্তি। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা ঐতিহাসিক বদর অভিযানে তাকে হত্যা করিয়ে চির অপমানিত ও ধিকৃত করে দিলেন এবং আলোচ্য আয়াতও নাজিল করেন। [কুরতুবী ১৩১/১৬]

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ - الخ

শানে নুযূল : আব্দুর রাজ্জাক প্রমুখ কাতাদা এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন পরবর্তী আয়াত خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ যখন নাজিল হয়। তখন আবূ জাহেল বলল যে, এ দুই পাহাড়ের মধ্যে আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিধর ও সম্মানিত ব্যক্তি আর অন্য কেউ নেই। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত রয়েছে যে, অভিশপ্ত আবূ জাহল একদা কুরাইশের লোকজনকে লক্ষ্য করে বলল যে, হে কুরাইশের লোকজন! আমার নাম কি তোমরা বলত? তখন তার তিনটি নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। ১. ওমর ২. জালাল ও ৩. আবুল হেকাম। অতঃপর সে বলল, তোমরা তো আমার সঠিক নামটি বলনি আমি কি তোমাদেরকে সেই সঠিক নামটি জানিয়ে দেব না? উপস্থিত যারা ছিল, তারা সকলেই বলল, হ্যাঁ বলুন! সে নরাধম বলল আমার নাম হচ্ছে اَلْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ অর্থাৎ শক্তিধর ও সর্বাধিক সম্মানিত। সে নরাধমের এহেন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা --- إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ - الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ - পর্যন্ত আয়াতসমূহ নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী ১৩৪/২৫-১৩]

وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ -(আমি এক ভিন্ন জাতিকে সেসবের উত্তরাধিকারী করে দিলাম।) সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে যে, এই 'ভিন্ন জাতি' হচ্ছে বনী ইসরাঈল। অবশ্য বনী ইসরাঈল পুনরায় মিসরে আগমন করেছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সূরা শু'আরার তাফসীরে এর জবাবও দেওয়া হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন : فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ (অতঃপর তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি। উদ্দেশ্য এই যে, তারা পৃথিবীতে কোনো সৎকর্ম করেনি যে, তাদের মৃত্যুতে পৃথিবী ক্রন্দন করবে এবং তাদের কোনো সৎকর্ম আকাশেও পৌঁছায়নি যে, তাদের জন্য আকাশ অশ্রুপাত করবে। একাধিক রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোনো সৎকর্মপরায়ণ বান্দার মৃত্যু হলে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। হযরত আনাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আকাশে প্রত্যেক বান্দার জন্য দু'টি দ্বার নির্দিষ্ট রয়েছে। এক দ্বার দিয়ে তার রিজিক অবতীর্ণ হয় এবং অন্য দ্বার দিয়ে তার কর্ম ও কথাবার্তা উপরে পৌঁছে। এই বান্দার মৃত্যু হলে উভয় দ্বার তাকে স্মরণ করে ক্রন্দন করে। এরপর তিনি প্রমাণস্বরূপ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এমনি ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে। -(ইবনে কাছীর) শোরায়াহ্ ইবনে ওবায়দ (রা.)-এর অন্য

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রবাসে মৃত্যুবরণ করার দরুন, যে মুমিন ব্যক্তির জন্য কোনো ক্রন্দনকারী থাকে না, তার জন্য আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। এর সাথেও তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, পৃথিবী ও আকাশ কোনো কাফেরের জন্য ক্রন্দন করে না। [ইবনে জরীর] হযরত আলী (রা.) ও সৎলোকের মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দনের কথা উল্লেখ করেছেন।- [ইবনে কাছীর]

কেউ কেউ এ আয়াতকে রূপক অর্থে ধরে নিয়ে বলেন, এতে আকাশ ও পৃথিবীর প্রকৃত ক্রন্দন বুঝানো হয়নি; বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অস্তিত্ব এমন অনুল্লেখযোগ্য ছিল যে, তার অবসানে কেউ দুঃখিত ও পরিতপ্ত হয়নি। কিন্তু উল্লিখিত রেওয়ায়েত দৃষ্টে এটাই অধিক সঙ্গত মনে হয় যে, আয়াতে আক্ষরিক অর্থেই ক্রন্দন বুঝানো হয়েছে। কেননা এটা সম্ভবপর এবং রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত। কাজেই অহেতুক রূপক অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখন প্রশ্ন এই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে চেতনা কোথায়? তারা ক্রন্দন করবে কেমন করে? জবাব এই যে, জগতের প্রত্যেকটি সৃষ্ট বস্তুতেই কিছু না কিছু চেতনা অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ -আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমান্বয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে। তবে আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন মানুষের ক্রন্দনের অনুরূপ হওয়া জরুরি নয়। তারা অবশ্যই অন্যভাবে ক্রন্দন করে, যার স্বরূপ আমাদের জানা নেই।

وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ -(আমি বনী ইসরাঈলকে জেনেশুনে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।) এতে উম্মতে মুহাম্মদী অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্ব জরুরি হয় না। কেননা এখানে তৎকালীন বিশ্ববাসী বুঝানো হয়েছে। তখন তারা নিশ্চিতই জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতি ছিল। এরই অনুরূপ কুরআনে হযরত মরিয়মকে বিশ্বের নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের কথা বলা হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, বিশেষ কোনো বিষয়ে বনী ইসরাঈলকে সর্বকালের সর্বলোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে উম্মতে মুহাম্মদীই শ্রেষ্ঠ। عَلٰى عِلْمٍ (জেনেশুনে)-এর উদ্দেশ্য এই যে, আমার প্রত্যেক কাজ প্রজ্ঞাভিত্তিক হয়ে থাকে। কাজেই প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ীই আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ)- আর আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলি দিয়েছি, যাতে প্রকৃত পুরস্কার ছিল।) এখানে লাঠি, দীপ্তিময় শুভ্র হাত ইত্যাদি মো'জিযা বুঝানো হয়েছে। عَلٰى عِلْمٍ শব্দের দু'অর্থ-পুরস্কার ও পরীক্ষা। এখানে উভয় অর্থ অনায়াসে সম্ভবপর। – (কুরতুবী)

فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ : (তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর)। এই আপত্তির জবাব সুস্পষ্ট বিধায় কুরআন পাক এর কোনো জবাব দেয়নি। পরকালে মানুষ পুনরুজ্জীবিত হবে বলে দাবি করা হয়েছে। দুনিয়াতে জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার বিশেষ আইন ও উপযোগিতার অধীন; কাজেই আল্লাহ তা'আলা কাউকে দুনিয়াতে পুনরুজ্জীবন দান না করলে পরকালেও দান করতে পারবেন না, এটা কেমন করে বুঝা যায়? –[বয়ানুল কুরআন]

তুব্বার সম্প্রদায়ের ঘটনা : اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ -(তারা শৌর্য -বীর্যে শ্রেষ্ঠত্ব না তুব্বার সম্প্রদায়?) কুরআনে দু'জায়গায় তুব্বার উল্লেখ রয়েছে। এখানে এবং সূরা ক্বাফে। কিন্তু উভয় জায়গায় কেবল নামই উল্লেখ করা হয়েছে-কোনো বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত হয়নি। তাই এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে, এরা কোন জনগোষ্ঠী? বাস্তবে তুব্বা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়, বরং এটা ইয়েমেনের হিমইয়ারী সম্রাটদের উপাধিবিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়েমেনের পশ্চিমাংশকে রাজধানী করে আরব, শাম, ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন করেছে। এ কারণেই تُبَّعٌ শব্দের বহুবচন, تَبَابِعَةٌ ব্যবহৃত হয় এবং এই সম্রাটগণকে 'তাবাবেয়ায়ে-ইয়েমেন বলা হয়। এখানে কোন সম্রাটকে বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে হাফেজ ইবনে কাছীরের বক্তব্য অধিক সঙ্গত মনে হয়। তিনি বলেন, এখানে মধ্যবর্তী সম্রাটকে বুঝানো হয়েছে, যার নাম 'আস'আদ আবূ কুরায়েব ইবনে মালফিকারেব'। যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত লাভের কমপক্ষে সাতশ' বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। হিমইয়ারী সম্রাটদের মধ্যে তার রাজত্বকাল সর্বাধিক ছিল। সে তার শাসনামলে অনেক দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, এই দিগ্বিজয়কালে একবার সে মদিনা মুনাওয়ারার জনপদ অতিক্রম করে এবং তা করায়ত্ত করার ইচ্ছা করে। মদিনাবাসীরা দিনের বেলায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত এবং রাত্রিতে তার আতিথেয়তা করত। ফলে সে লজ্জিত হয়ে মদিনা জয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। এ সময়েই মদিনার দু'জন ইহুদি আলেম তাকে হুশিয়ার করে দেয় যে, এই শহর সে করায়ত্ত করতে পারবে না; কারণ এটা শেষ পয়গম্বরের হিজরতভূমি। সম্রাট ইহুদি আলেমদ্বয়কে সাথে নিয়ে ইয়েমেনে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের শিক্ষা ও প্রচারে মুগ্ধ হয়ে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে। বলাবাহুল্য, তখন ইহুদি ধর্মই সত্য ধর্ম ছিল। অতঃপর তার সম্প্রদায়ও সত্য ধর্মে

দীক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু তার মৃত্যুর পর তারা আবার মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজা শুরু করে দেয়। ফলে তাদের উপর আল্লাহর গজব নাজিল হয়। সূরা সাবায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। -[ইবনে কাছীর] এ থেকে জানা যায় যে, তুব্বার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু পরে পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহর গজবে পতিত হয়েছিল। এ কারণেই কুরআনের উভয় জায়গায় 'তুব্বার সম্প্রদায়' উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু তুব্বা উল্লিখিত হয়নি। হযরত সাহল ইবনে সা'দ ও ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন لَا تَسُبُّوْا تُبَّعًا فَاِنَّهُ اَسْلَمَ তোমরা তুব্বাকে মন্দ বলো না; কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

مَا خَلَقْنٰهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ -(আমি আকাশ ও পৃথিবী যথাযথ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বুঝে না।) উদ্দেশ্য এই যে, বোধশক্তি ও চিন্তাশক্তি থাকলে আকাশ-পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টিসমূহ অনেক সত্য উদঘাটন করে। উদাহরণত এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার অপার কুদরত ও পরকালের সম্ভাব্যতা বুঝা যায়। কারণ যে সত্তা এসব মহাসৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন, তিনি নিশ্চিতই এগুলোকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। তৃতীয়ত এগুলোর মাধ্যমে শাস্তি ও প্রতিদানের প্রয়োজনীয়াতও বুঝা যায়। কারণ পরকালের প্রতিদান ও শাস্তি না থাকলে সৃষ্টির সমগ্র কাণ্ডকারখানাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। পৃথিবী সৃষ্টির রহস্যই তো একে পরীক্ষাগার করা এবং এর পর পরকালের শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়া। নতুবা সৎ ও অসৎ উভয়ের পরিণতি এক হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। এটা আল্লাহর মাহাত্ম্যের পরিপন্থি।

চতুর্থত সৃষ্টিজগত চিন্তাশীলদেরকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে উদ্বুদ্ধও করে। কেননা সমগ্র সৃষ্টিই তাঁর বিরাট অবদান। কাজেই এ অবদানের কৃতজ্ঞতা স্রষ্টার আনুগত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা বান্দার উপর অব্যশ্য কর্তব্য।

আলোচ্য আয়াতসমূহে পরকালের কতিপয় অবস্থা বিধৃত হয়েছে এবং নিয়ম অনুযায়ী কুরআন পাক জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের অবস্থা একের পর এক বর্ণনা করেছে।

اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّوْمِ -যাক্কুমের স্বরূপ সম্পর্কে সূরা সাফফাতে কিছু জরুরি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, কুরআনের আয়াত থেকে বাহ্যত জানা যায়, যাক্কুম কাফেরদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই খাওয়ানো হবে। কেননা এখানে যাক্কুম খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সূরা ওয়াকেয়ার আয়াত هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ থেকেও কেউ কেউ তাই বুঝেছেন। কেননা দাওয়াতের পূর্বে মেহমানদের যে আদর আপ্যায়ন করা হয়, তাদের মতে তাকেই نُزُلٌ বলা হয়। পরবর্তী খাদ্যকে ضِيَافَةٌ অথবা مَادُبَةٌ বলা হয়। কুরআনের ভাষায় জাহান্নামে প্রবেশের পরে যাক্কুম খাওয়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে পরে টেনে নেওয়ার আদেশের অর্থ এই হবে যে, তারা পূর্বেই জাহান্নামে ছিল, কিন্তু যাক্কুম খাওয়ানোর পর তাদেরকে আরো লাঞ্ছিত ও কষ্টদানের জন্য জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে।-[বয়ানুল কুরআন]

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ –এসব আয়াতে জান্নাতের চিরন্তন নিয়ামত-সমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং প্রায় সকল প্রকার নিয়ামতই এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কেননা মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু সাধারণত ছয়টি– ১. উত্তম বাসগৃহ ২. উত্তম পোশাক, ৩. আকর্ষণীয় জীবনসঙ্গিনী ৪. সুস্বাদু খাদ্য ৫. এসব নিয়ামতের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা এবং ৬. দুঃখ-কষ্ট থেকে পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকার আশ্বাস। এখন এ ছয়টি বস্তুই জান্নাতীদের জন্য প্রমাণিত করে দেওয়া হয়েছে। এখানে বাসস্থানকে 'নিরাপদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিপদমুক্ত হওয়াই মানুষের বাসস্থানের প্রধান গুণ।

سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ -এর অর্থ যথাক্রমে চিকন ও মোটা রেশমীবস্ত্র।

زَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ - تَزْوِيْج -এর অর্থ একক অন্যের যুগল করে দেওয়া। পরে শব্দটি বিবাহ করানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের প্রেক্ষিতে এখানে উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতী পুরুষদের বিয়ে সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদের সাথে যথা নিয়মে সম্পন্ন করা হবে। জান্নাতে পার্থিব বিধি-বিধানের ব্যধ্যবাধকতা থাকবে না; কিন্তু সম্মানার্থে এসব বিয়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদেরকে জান্নাতী পুরুষদের যুগল করে দেওয়া হবে এবং দান হিসেবে দেওয়া হবে। এর জন্য দুনিয়ার ন্যায় বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজন নেই। لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى –অর্থাৎ একবার মৃত্যুর পর আর কোনো মৃত্যু হবে না। এ নিয়ম জাহান্নামীদের জন্যও। কিন্তু সেটা তাদের জন্য অধিক কঠোর এবং জান্নাতীদের জন্য অধিক আনন্দ ও সুখের বিষয় হবে। কারণ যত বড় নিয়ামতই হোক, তা বিলুপ্ত হওয়ার কল্পনা নিশ্চিতরূপেই মনে বিপদের রেখাপাত করে। জান্নাতীরা যখন কল্পনা করবে যে, এসব নিয়ামত তাদের কাছ থেকে কখনো ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, তখন এটা তাদের আনন্দকে আরো বৃদ্ধি করে দিবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

فَكِهِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْفَكْهُ মূলবর্ণ (ف - ك - ه) জিনস صحيح অর্থ- আনন্দে উৎফুল্লিত হয়ে থাকত, মজা করা, কৌতুক করা, রসিকতা করা।

مَابَكَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى فعل ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبُكَاءُ মূলবর্ণ (ب - ك - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- না কান্না আসল, কাঁদা, ক্রন্দন করা।

مُهِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِهَانَةُ মূলবর্ণ (ه - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- নিতান্ত অপমানজনক, হেয় করা, লাঞ্ছিত করা, অপমান করা।

مُسْرِفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْرَافُ মূলবর্ণ (س - ر - ف) জিনস صحيح অর্থ- সীমালজ্ঘনকারী, অপচয় করা, অপব্যয় করা।

اِخْتَرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِخْتِيَارُ মূলবর্ণ (خ - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ- আমি শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, পছন্দ করে নেওয়া, চয়ন করা, বাছাই করা।

مُنْشَرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْشَارُ মূলবর্ণ (ن - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ- জীবিত হবো না, উঠানো, জীবিত করা। দাঁড় করানো।

يَغْلِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْغَلْىُ মূলবর্ণ (غ - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ফুটতে থাকবে, টগবগ করে ফোটা, উথলানো।

اِعْتِلُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلْعَتْلُ মূলবর্ণ (ع - ت - ل) জিনস صحيح অর্থ- তাকে টেনে নিয়ে যাও, ধাক্কিয়ে নিয়ে যাওয়া, উপরে তোলা, বহন করা।

صُبُّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّبُّ মূলবর্ণ (ص - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তোমরা ঢাল, ঢেলে দেওয়া, গড়িয়ে দেওয়া।

ذُقْ : সীগাহ واحد مذكر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- আস্বাদন কর।

مُتَقٰبِلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّقَابُلُ মূলবর্ণ (ق - ب - ل) জিনস صحيح অর্থ-সামনাসামনি উপবিষ্ট হবে, মুখোমুখি।

وَقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِقَايَةُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- রক্ষা করবেন, হেফাজত করা, সতর্ক করা।

يَسَّرْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّيْسِيْرُ মূলবর্ণ (ى - س - ر) জিনস مثال يائى অর্থ-আমি সহজ করে দিয়েছি, সহজ করা, হালকা করা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنْ هِىَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ : এখানে اِنْ টি نَافِيَة এবং هِىَ টি مُبْتَدَأ আর اِلَّا টি সীমাবদ্ধতার অব্যয়। مَوْتَتُنَا শব্দটি هِىَ-এর خَبَرْ ؛ الْاُوْلٰى শব্দটি সিফত। وَاوْ টি আতফের অব্যয় এবং مَا টি نَافِيَة حِجَازِيَّة আর نَحْنُ শব্দটি তার اِسْم এবং بِمُنْشَرِيْنَ-এর بَاء টি অতিরিক্ত حَرْف جَرّ এবং مُنْشَرِيْنَ শব্দটি তার خَبَر যা مَحَلًّا মানসূব এবং لَفْظًا মাজরূর –[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৭. পৃ. ১২৭]

سُوْرَةُ الْجَاثِيَةِ مَكِّيَّةٌ
সূরা জাছিয়াহ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩৭, রুকূ'– ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. হা-মীম।	حٰمٓ ﴿١﴾
২. এটা মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সন্নিধান হতে অবতারিত কিতাব।	تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾
৩. নিশ্চয় আসমানসমূহ ও ভূপৃষ্ঠে ঈমানদারদের জন্য বহু প্রমাণ রয়েছে।	اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣﴾
৪. আর স্বয়ং তোমাদের এবং সে সমস্ত জীবজন্তুর সৃষ্টির মধ্যে যাদেরকে [ভূপৃষ্ঠে] ছড়িয়ে রেখেছেন– ঐ সমস্ত লোকদের জন্য বহু প্রমাণ রয়েছে যারা বিশ্বাস করে।	وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾
৫. আর রাত্রি ও দিবসের আবর্তনে এবং সেই রিজিকের মধ্যে যা আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে নাজিল করেছেন, অতঃপর তা [বৃষ্টির পানি] দ্বারা জমিনকে সজীব করেছেন– তা শুষ্ক হওয়ার পর এবং বায়ুরাশির পরিবর্তনে জ্ঞানবান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।	وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. حٰمٓ হা-মীম।

২. تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ এটা অবতারিত কিতাব مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর সন্নিধান হতে الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

৩. اِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ নিশ্চয় আসমানসমূহ ও ভূপৃষ্ঠে لَاٰيٰتٍ বহু প্রমাণ রয়েছে لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ঈমানদারদের জন্য।

৪. وَفِيْ خَلْقِكُمْ আর স্বয়ং তোমাদের সৃষ্টির মধ্যে وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ এবং সে সমস্ত জীবজন্তু যাদেরকে (ভূপৃষ্ঠে) ছড়িয়ে রেখেছেন اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ ঐ সমস্ত লোকদের জন্য বহু প্রমাণ রয়েছে يُّوْقِنُوْنَ যারা বিশ্বাস করে।

৫. وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ আর রাত্রি ও দিবসের আবর্তনে وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ এবং যা আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন مِنَ السَّمَآءِ আসমান হতে مِنْ رِّزْقٍ সেই রিজিকের মধ্যে فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ অতঃপর তা দ্বারা জমিনকে সজীব করেছেন بَعْدَ مَوْتِهَا তা শুষ্ক হওয়ার পর وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ এবং বায়ু রাশির পরিবর্তনে اٰيٰتٌ বহু নিদর্শন রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ জ্ঞানবান লোকদের জন্য।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৬. এ সমস্ত আল্লাহর আয়াত, ঠিকভাবে আপনাকে পড়ে শুনাচ্ছি, অতঃপর তারা আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনাবলির পরে [তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ] কোন কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে?	تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾
৭. বড়ই সর্বনাশ! প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য যে মিথ্যা [আকিদা] পোষণকারী, অবাধ্য।	وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٧﴾
৮. যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শ্রবণ করে যখন তার সম্মুখে পঠিত হয়, তবুও সে অহংকারবশতঃ এমনভাবে হঠকারিতা পোষণ করে থাকে, যেন সে শুনেনি; সুতরাং এরূপ ব্যক্তিকে এক যন্ত্রণাময় শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দিন।	يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٨﴾
৯. আর যখন সে আমার আয়াতসমূহ হতে কোনো আয়াতের সংবাদ জানতে পায়, তখন তা নিয়ে বিদ্রূপ করতে থাকে; এরূপ লোকদের জন্য অবমাননাকর আজাব রয়েছে।	وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا ۨاتَّخَذَهَا هُزُوًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩﴾
১০. তাদের সম্মুখে জাহান্নাম রয়েছে এবং তাদের সে সমস্ত বস্তুও কোনো কাজে আসবে না, যা তারা অর্জন করে গিয়েছিল, আর তারাও না, আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে তারা কার্যনির্বাহক সাব্যস্ত করেছিল, আর তাদের ভীষণ আজাব হবে।	مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ এ সমস্ত আল্লাহর আয়াত نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ আপনাকে পড়ে শুনাচ্ছি بِالْحَقِّ ঠিকভাবে فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ অতঃপর তারা কোন কথার প্রতি بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনাবলির পরে يُؤْمِنُوْنَ বিশ্বাস স্থাপন করবে?

৭. وَيْلٌ বড়ই সর্বনাশ! لِّكُلِّ প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য اَفَّاكٍ যে মিথ্যা (আকীদা) পোষণকারী اَثِيْمٍ অবাধ্য।

৮. يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শ্রবণ করে تُتْلٰى عَلَيْهِ যখন তার সম্মুখে পঠিত হয়। ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا তবুও সে অহংকারবশতঃ এমনভাবে হঠকারিতা পোষণ করে থাকে كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا যেন সে শুনেনি فَبَشِّرْهُ সুতরাং এরূপ ব্যক্তিকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ যন্ত্রণাময় শাস্তির।

৯. وَاِذَا عَلِمَ আর যখন সে জানতে পায় مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا আমার আয়াতসমূহ হতে কোনো আয়াতের সংবাদ اتَّخَذَهَا هُزُوًا তখন তা নিয়ে বিদ্রূপ করতে থাকে اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ এরূপ লোকদের জন্য অবমাননাকর আজাব রয়েছে।

১০. مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ তাদের সম্মুখে জাহান্নাম রয়েছে وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا এবং তাদের সে সমস্ত বস্তুও কোনো কাজে আসবে না, যা তারা অর্জন করে গিয়েছিল। وَّلَا مَا اتَّخَذُوْا আর তারাও না যাদেরকে তারা সাব্যস্ত করেছিল مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন اَوْلِيَآءَ কার্যনির্বাহক وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ আর তাদের ভীষণ আজাব হবে।

هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ﴿١١﴾	১১. এ কুরআন আদ্যোপান্ত পথ-প্রদর্শক, আর যারা নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে অমান্য করে, তাদের কঠোর ক্লেশদায়ক আজাব হবে।
اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾	১২. আল্লাহই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে আয়ত্তাধীন করেছেন, যেন তাঁর আদেশে তাতে নৌকাসমূহ চলাচল করতে পারে এবং তোমরা তাঁর [প্রদত্ত] রিজিক অন্বেষণ কর, আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾	১৩. আর আসমানসমূহে এবং পৃথিবীতে যে সমস্ত বস্তু আছে সে সমস্তকে তোমাদের জন্য আয়ত্তাধীন করেছেন নিজের পক্ষ হতে; নিঃসন্দেহে এগুলোর মধ্যে প্রমাণসমূহ রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।
قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًاۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾	১৪. আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন, সে সমস্ত লোকদেরকে যেন ক্ষমা করে, যারা আল্লাহর মো'আমালায় বিশ্বাস রাখে না, যেন তিনি এক কাওমকে [মু'মিনকে] প্রতিদান করেন। তাদের অর্জিত কার্যের বিনিময়ে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. هٰذَا هُدًى এ কুরআন আদ্যোপান্ত পথ প্রদর্শক وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা অমান্য করে بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ নিজ প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٌ তাদের কঠোর ক্লেশদায়ক আজাব হবে।

১২. اَللّٰهُ الَّذِيْ আল্লাহই সেই সত্তা سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রকে আয়ত্তাধীন করেছেন لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ যেন তার আদেশে তাতে নৌকাসমূহ চলাচল করতে পারে وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ এবং তোমরা তাঁর (প্রদত্ত) রিজিক অন্বেষণ কর وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ আর যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১৩. وَسَخَّرَ لَكُمْ আর তোমাদের জন্য আয়ত্তাধীন করেছেন مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ আসমানসমূহে ও ভূপৃষ্ঠে যে সমস্ত বস্তু আছে جَمِيْعًا সে সমস্তকে مِّنْهُ নিজের পক্ষ হতে اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ নিঃসন্দেহে এগুলোর মধ্যে প্রমাণসরমূহ রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

১৪. قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ সে সমস্ত লোকদেরকে যেন ক্ষমা করে لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ যারা আল্লাহর মো'আমালায় বিশ্বাস রাখে না لِيَجْزِيَ قَوْمًا যেন তিনি এক কওমকে প্রতিদান প্রদান করেন بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ তাদের অর্জিত কার্যের বিনিময়ে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۚ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١٥﴾

১৫. যে নেক কাজ করে, তা নিজেরই হিতের জন্য [করে], আর যে মন্দ কাজ করে, তার শাস্তি তারই উপর পতিত হয়, অতঃপর তোমাদেরকে নিজ প্রতিপালকের নিকট ফিরে যেতে হবে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦﴾

১৬. আর আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাব, হেকমত ও নবুয়ত দান করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে খাওয়ার জন্য উত্তম বস্তুসমূহ দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলাম,

وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۙ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭. এবং আমি ধর্মীয় ব্যাপারে তাদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়েছিলাম, কিন্তু তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা পরস্পর মতবিরোধ করল, নিজেদের হঠকারিতার ফলে; আপনার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন তাদের পরস্পরের মধ্যে সে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করে দিবেন যাতে তারা মতভেদ করত।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا যে লোক নেক কাজ করে فَلِنَفْسِهٖ তা নিজেরই হিতের জন্য করে وَمَنْ اَسَآءَ আর যে মন্দ কাজ করে فَعَلَيْهَا তার শাস্তি তারই উপর পতিত হয় ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ অতঃপর নিজ প্রতিপালকের নিকট تُرْجَعُوْنَ তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

১৬. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا আর আমি দান করেছিলাম بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলকে الْكِتٰبَ কিতাব وَالْحُكْمَ ও হেকমত وَالنُّبُوَّةَ এবং নবুয়ত وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ এবং আমি তাদেরকে খাওয়ার জন্য উত্তম বস্তুসমূহ দিয়েছিলাম وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ এবং আমি তাদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

১৭. وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ এবং আমি ধর্মীয় ব্যাপারে তাদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়েছিলাম فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ কিন্তু তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা পরস্পর মতবিরোধ করল بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ নিজেদের হঠকারিতার ফলে اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ আপনার প্রতিপালক তাদের পরস্পরের মধ্যে সে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করে দিবেন يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ যাতে তারা মতভেদ করত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা জাছিয়াহ প্রসঙ্গে জ্ঞাতব্য : একটি আয়াত ব্যতীত এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ৩৭ টি আয়াত, ৪ টি রুকূ, ৬৪৪ টি বাক্য ও ২৬০০ টি অক্ষর রয়েছে। সমগ্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এক উক্তি এই যে- قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ আয়াতখানি শুধু মদিনায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ অন্য সূরাসমূহের ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বস্তু হলো বিশ্বাস সংশোধন। সেমতে এতে তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল সম্পর্কিত বিশ্বাসসমূহকেই বিভিন্নভাবে সপ্রমাণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে পরকাল প্রমাণের দলিলাদি, কাফেরদের সন্দেহ ও বেদীনদের দাবির খণ্ডন এতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সূরার নামকরণ : এ সূরাকে সূরাতুশ শরীয়া'ও বলা হয়। ইবনে মারদুবিয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সূরা জাছিয়াহ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে মারদুবিয়াহ হযরত জোবায়ের (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সূরাতুশ শরিয়া মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, এ সূরাকে 'সূরাতুশ শরিয়া'ও বলা হয়। –[তাফসীরে দুররুল মানছূর,খ.৬, পৃ. ৩৮]

সূরা জাছিয়ার আমল : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'সূরা জাছিয়া' লিপিবদ্ধ করে যদি তার দেহে বেঁধে রাখা হয়, তবে সর্বপ্রকার কষ্টদায়ক বস্তু থেকে নবজাতক শিশু হেফাজতে থাকে।

স্বপ্নের তাবীর : যে ব্যক্তি এ সূরাকে স্বপ্নে পাঠ করতে দেখে, তার মধ্যে দুনিয়া-ত্যাগীভাব সৃষ্টি হবে এবং সে পরহেজগার হবে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরার শেষে এমন গুণাবলির উল্লেখ রয়েছে যা মানবজীবনের সাফল্যের কারণ হয়। এরপর একথা ঘোষণা করা হয় যে, কুরআনে কারীমকে আরবি ভাষায় সহজ করে নাজিল করা হয়েছে, যাতে করে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে এরপরও যদি কেউ হেদায়েত কবুল না করে তবে তা সে ব্যক্তির দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এ প্রেক্ষিতেই সূরা জাছিয়ার প্রারম্ভে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এর পাশাপাশি সৃষ্টিজগতে বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ পাকের যেসব বিস্ময়কর নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, তার প্রতি লক্ষ্য করে ঈমান আনয়নের আহবান জানানো হয়েছে।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ

শানে নুযূল : আল্লামা নাহাস মারদুভীয়া প্রমূখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, হিজরতের পূর্বে কুরাইশী মুশরিক এক লোক হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে গালমন্দ করেছিল। সে জন্য হযরত ওমর (রা.) তাকে চপেটাঘাত করতে ইচ্ছা করেছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। আল্লামা ওয়াহেদী ও কুশাইরী প্রমূখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) নরাধম আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের সাথে সংঘটিত এক ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। সে ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, গাযওয়ায়ে বনী মুস্তালিক অভিযানে মুসলিম বাহিনী মুরাইসিয়া' নাকম কূপের নিকট অবস্থান গ্রহণ করেছিল। অপর দিকে আবদুল্লাহ বিন উবাই নিজ গোলামকে পানি সংগ্রহ করার জন্য প্রেরণ করেছিল। তবে তাতে তার বিলম্বিত হয়ে গেল। সুতরাং সে তার গোলাম কে জিজ্ঞেস করল যে, তোমাকে বিলম্বিত করল কে? জবাবে বলল, ওমর ইবনুল খাত্তাবের গোলাম। সে কূপের মোহনায় বসে রয়েছে। কাউকে পানি সংগ্রহ করার সুযোগ দিচ্ছে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত নবী আলাইহিস সালামের মশক এবং হযরত আবূ বকর ও তদ্বীয় মনীব ওমরের পানির মশক পানিতে পূর্ণ ভাবে ভরে যাবে। তখন আবদুল্লাহ বিন উবাই বলল যে, আমাদের ও তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একমাত্র বলা যায় যে, سَمِّنْ كَلْبَكَ يَأْكُلْكَ অর্থাৎ তোমার কুকুরকে মোটা কর সে তোমাকে ধ্বংস করবে এর ন্যায়। অতঃপর এসংবাদ যখন হযরত ওমর (রা.) এর নিকট গিয়ে পৌছল, তখন তিনি তলোয়ার হাতে এ মুনাফিককে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করেন। সে পরিস্থিতে ওমর (রা.) কে তা হতে বিরত রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। মাইমুন বিন মিহ্‌রান হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন যে, مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন ফিনহাস ইহুদি বলেছিল যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর রব দরিদ্র হয়ে গিয়েছে। হযরত ওমর (রা.) যখন এ কথা শুনতে পেলেন, তখন তিনি অসি হাতে নিয়ে বের হয়ে পরেন। হযরত নবী আলাইহিস্ সালাম কাউকে পাঠিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। সে সময় আয়াতের শেষাংশ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ নাজিল হয়। (রূহুল মা'আনী ১৪৭/২৫/১৩ কুরতুবী ১৩৭/১৬, বাহরে মুহীত্ব ৪২/৮)

সমস্ত সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এক উক্তি এই যে, قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ আয়াতখানি শুধু মদিনায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরাসমূহের ন্যায় এর মৌলিক বিষয়বস্তু হলো বিশ্বাস সংশোধন। সেমতে এতে তাওহীদ, রিসালাত ও পরকাল সম্পর্কিত বিশ্বাসমূহকেই বিভিন্নভাবে সপ্রমাণ করা হয়েছে। বিশেষভাবে পরকাল প্রমাণের দলিলাদি, কাফেরদের সন্দেহ ও বেদীনদের দাবি খণ্ডন এতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ এসব আয়াতের উদ্দেশ্য তাওহীদ সপ্রমাণ করা। অনুরূপ আয়াত দ্বিতীয় পারায় বর্ণিত হয়েছে। উভয় জায়গায় শব্দ ও ভাষার সামান্য পার্থক্য সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা বিদ্যান, পাঠকবর্গ ইমাম রাযী (র.)-এর 'তাফসীরে কবীরে দেখতে পারেন। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে সৃষ্টিজগতের বিভিন্ন নিদর্শন বর্ণনা করে এক জায়গায় বলা হয়েছে, এতে মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে, দ্বিতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে এবং তৃতীয় জায়গায় বলা হয়েছে, বিবেকবানদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে। এতে বর্ণনা পদ্ধতির রকমফের ছাড়াও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব নিদর্শন দ্বারা পূর্ণ উপকার তারাই লাভ করতে পারে, যারা ঈমান আনে, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী যারা তৎক্ষণাৎ ঈমান না আনলেও অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এগুলো তাওহীদের দলিল। এই বিশ্বাস কোনো না কোনো দিন ঈমানের কারণ হতে পারে। তৃতীয় পর্যায়ে তাদের জন্য উপকারী, যারা বর্তমানে মুমিন ও বিশ্বাসী না হলেও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী। কারণ সুস্থ বুদ্ধিসহকারে এসব নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা - ভাবনা করলে অবশেষে ঈমান ও বিশ্বাস অবশ্যই সৃষ্টি হবে। তবে যারা সুস্থ বিবেক রাখে না অথবা এসব ব্যাপার বিবেক খাটানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, তাদের সামনে হাজারো দলিল পেশ করলেও যথেষ্ট হবে না।

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيْمٍ -(প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপাচারীর জন্য ভীষণ দুর্ভোগ) কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই আয়াত নসর ইবনে হারেছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কোনো রেওয়ায়েত থেকে হারেছ ইবনে কালদাহ সম্পর্কে এবং কোনো রেওয়ায়েত থেকে আবূ জাহেল ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়ার কথা জানা যায়। –[কুরতুবী] আয়াতের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যক্তি বিশেষকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। كُلِّ শব্দ ব্যক্ত করছে যে, যে কেউ এসব বিশেষণে বিশেষিত, তার জন্যই দুর্ভোগ-একজন হোক অথবা তিন জন।

مِنْ وَّرَائِهِمْ جَهَنَّمُ শব্দটি আরবিতে 'পশ্চাৎ' অর্থে বেশি এবং 'সামনে' অর্থে কম ব্যবহৃত হয়। অনেকেই এখানে 'সামনে' অর্থ নিয়েছেন। যারা পিছনে অর্থ নিয়েছেন, তাদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে তারা যেভাবে অহংকারী হয়ে জীবন যাপন করছে, এর পিছনে অর্থাৎ, পরে জাহান্নাম আসছে।-(কুরতুবী)

اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ......... وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ : কুরআন পাকে অনুগ্রহ তালাশ করার অর্থ সাধারণত জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা হয়ে থাকে। এখানে এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তোমাদেরকে সমুদ্রে জাহাজ চালনার শক্তি দেওয়া হয়েছে, যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পার। এরূপ অর্থও সম্ভবপর যে, সমুদ্রে আমি অনেক উপকারী বস্তু সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা সেগুলোকে খোঁজ করে উপকৃত হও। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে জানা গেছে যে, সমুদ্রে এত অধিক খনিজসম্পদ এবং ধনদৌলত লুক্কায়িত আছে, যা স্থলেও নেই।

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ (আপনি মুমিনদের কে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লহর সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না।) এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযূল এই যে, মক্কায় জনৈক মুশরিক হযরত ওমর (রা.)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা করেছিল। হযরত ওমর (রা.) এর বিনিময়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার সংকল্প করেন। তখন এই আয়াতটি নাজিল হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী বনী মুস্তালিক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণসহ মুরাইসী নামক এক কূপের ধারে শিবির স্থাপন করেন। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ও মুসলিম বাহিনীতে শামিল ছিল। সে তার গোলামকে কূপ থেকে পানি উঠানোর জন্য প্রেরণ করলে তার ফিরে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। আবদুল্লাহ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, হযরত ওমরের এক গোলাম কূপের কিনারায় বসা ছিল। সে রাসূলুল্লাহও হযরত আবূ বকরের মশক ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকে পানি উঠানোর অনুমতি দিল না। আবদুল্লাহ বলল, আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এই প্রবাদ বাক্যই চমৎকার খাটে যে, কুকুরকে মোটা তাজা করলে সে তোমাকেই খেয়ে ফেলবে। হযরত ওমর (রা.) এ বিষয় অবগত হয়ে তরবারি হস্তে আবদুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ।-(কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী) সনদ খোজাখুজির পর যদি উভয় রেওয়ায়েত সহীহ প্রমাণিত হয়। তবে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, আয়াতটি আসলে মক্কায় নাজিল হয়েছিল, অতঃপর বনী মুস্তালিক যুদ্ধে একই-ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াতটি সেখানেও তেলাওয়াত করে ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে দেন। শানে নুযূল সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে প্রায়ই এ ধরনের ব্যাপার ঘটেছে। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য পুনরায় একই আয়াত বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নিয়ে আগমন করেন। উসূলে তাফসীরের পরিভাষায় একে শানে নুযূলে মুকাররার (বার বার অবতরণ) বলা হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে

আয়াতে أَيَّامَ اللّٰهِ শব্দের অর্থ পরকালে প্রতিদান ও শাস্তি সম্পর্কিত আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারাদি। أَيَّامٌ শব্দটি ঘটনাবলি ও ব্যাপারাদির অর্থে আরবিতে বহুল প্রচলিত।

এখানে দ্বিতীয় অনুধাবনযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে 'মুশরিকদেরকে বলে দিন' না বলে 'যারা আল্লাহর ব্যাপারাদির প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাদেরকে বলে দিন' বলা হয়েছে। এতে সম্ভবত ইঙ্গিত আছে যে, তাদেরকে আসল শাস্তি পরকালে দেওয়া হবে। যেহেতু তারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাই এ শাস্তি তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত হবে। অপ্রত্যাশিত কষ্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আজাব খুব কঠোর হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের সকল কুকর্মের পুরোপুরি প্রতিশোধ নেওয়া হবে। কাজেই দুনিয়াতে ছোটখাট ধরপাকড় করার চিন্তা আপনি করবেন না।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের আদেশ জিহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশের বক্তব্য এই যে, জিহাদের বিধানের সাথে এ আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। এতে সাধারণ সামাজিক কাজ কারবারে ছোটখাটো বিষয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শিক্ষা রয়েছে , যা প্রতি যুগে প্রযোজ্য। আজও এ শিক্ষা কার্যকর রয়েছে। অতএব, একে রহিত বলা ঠিক নয়। বিশেষত এর শানে নুযূল যদি বনী মুস্তালিকের যুদ্ধকালীন ঘটনা হয়, তবে জিহাদের আয়াত একে রহিত করতে পারে না। কারণ জিহাদের আয়াত এর অনেক আগেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালাত সপ্রমাণ করা। এ প্রসঙ্গে কাফেরদের উৎপীড়নের মুখে তাঁকে সান্ত্বনাও দেওয়া হয়েছে। إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ এ পর্যন্ত আয়াতসমূহ থেকে দু'টি বিষয় জানা যায়। (এক) বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও নবুয়ত দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমর্থন এবং (দুই) তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া যে, বনী ইসরাঈল যে কারণে মতভেদ করেছিল, আপনার সম্প্রদায়ও সে কারণেই মতভেদ করছে, অর্থাৎ দুনিয়াপ্রীতি ও পারস্পরিক বিদ্বেষ। কারণ এটা নয় যে, আপনার প্রমাণাদিতে কোনো প্রকার ত্রুটি আছে। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। -[বয়ানুল কুরআন]

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَبُثُّ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَثُّ মূলবর্ণ (ب ـ ث ـ ث) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىٌّ অর্থ-ছড়িয়ে রেখেছেন, বিক্ষিপ্ত করা, প্রচার করা।

نَتْلُوْا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت – ل – و) জিনস نَاقِص وَاوِىٌّ অর্থ- পড়ে শুনাচ্ছি, তেলাওয়াত করা, পাঠ করা ।

يُصِرُّ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصْرَارُ মূলবর্ণ (ص – ر – ر) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىٌّ অর্থ- হঠকারিতা করে, পীড়াপীড়ি করা, জেদ ধরা।

مُسْتَكْبِرًا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرٌ বহছ اِسْم فَاعِلٌ বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكْبَارُ মূলবর্ণ (ك – ب – ر) জিনস صَحِيْح অর্থ- অহংকার বশত, নিজেকে বড় মনে করা, গর্ব করা, অহংকার করা।

سَخَّرَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبٌ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْخِيْرُ মূলবর্ণ (س – خ – ر) জিনস صحيح অর্থ- আয়ত্তাধীন করেছেন, অধীন করা, অনুগত করা, কাজে লাগানো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ : এখানে إِنَّ টি حَرْف مُشَبَّه بِالْفِعِل আর فِىْ ذٰلِكَ তার خَبَر مُقَدَّمْ এবং لام টি তাকিদের জন্য। আর اٰيَاتٍ শব্দটি হলো اِسْم اِنَّ مُؤَخَّرْ আর لِقَوْمٍ শব্দটি اٰيَاتٍ -এর সিফত। يَتَفَكَّرُوْنَ শব্দটি لِقَوْمٍ -এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন, খ. ৭. পৃ. ১৪২]

১৮. অনন্তর আমি আপনাকে ধর্মের এক বিশেষ পন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, সুতরাং আপনি সে পন্থার উপরই চলতে থাকুন এবং ঐ মূর্খদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলবেন না।	ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾
১৯. আল্লাহর বিরুদ্ধে তারা আপনার কোনো কাজে আসতে পারে না এবং জালিমরা একে অন্যের বন্ধু হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন মুত্তাকীদের বন্ধু।	اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩﴾
২০. এ কুরআন মানবমণ্ডলীর জন্য জ্ঞানবত্তার কারণ ও হেদায়েতের উপকরণ এবং বিশ্বাসীদের জন্য বিরাট রহমত।	هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٢٠﴾
২১. এ সকল লোক কি মনে করে, যারা দুষ্কার্য করছে আমি তাদের সে সমস্ত লোকের সমতুল্য রাখব যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে? যার ফলে তাদের জীনব ও মরণ সমান হয়ে যাবে; এরা মন্দ সিদ্ধান্ত করছে।	اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿٢١﴾

ع ٢ ١٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. ثُمَّ جَعَلْنٰكَ অনন্তর আমি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ ধর্মের এক বিশেষ পন্থার উপর فَاتَّبِعْهَا সুতরাং আপনি সে পন্থার উপরই চলতে থাকুন وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ এবং ঐ মূর্খদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলবেন না।

১৯. اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا আল্লাহর বিরুদ্ধে তারা আপনার কোনো কাজে আসতে পারে না وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ এবং জালিমরা بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ একে অন্যের বন্ধু হয়ে থাকে وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ, পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন মুত্তাকীদের বন্ধু।

২০. هٰذَا এ কুরআন بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ মানবমণ্ডলীর জন্য জ্ঞানবত্তার কারণ وَهُدًى ও হেদায়েতের উপকরণ وَّرَحْمَةٌ এবং বিরাট রহমত لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ বিশ্বাসীদের জন্য।

২১. اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ এ সকল লোক কি মনে করে اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ যারা দুষ্কার্য করছে اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আমি তাদেরকে সে সমস্ত লোকের সমতুল্য রাখব যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ও নেক কাজ করেছে سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ যার ফলে তাদের জীবন ও মরণ সমান হয়ে যাবে سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ এরা মন্দ সিদ্ধান্ত করছে।

وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. আর আল্লাহ আসমান ও জমিনকে হেকমতের সাথে সৃষ্টি করেছেন এবং যেন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বিনিময় প্রদান করা হয়, আর তাদের প্রতি একটুও অবিচার করা হবে না।

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. অতএব, আপনি কি সে ব্যক্তির অবস্থা দেখেছেন– যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে আপন মা'বূদ সাব্যস্ত করেছে, আর আল্লাহ তাকে [সত্য উপলব্ধির] জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন এবং কর্ণ ও অন্তরের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তার চক্ষুর উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন; সুতরাং আল্লাহ [গোমরাহ করা]-র পর কে এরূপ ব্যক্তিকে হেদায়েত করবে; তোমরা কি তবুও বুঝ না?

وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. আর তারা এরূপ বলে থাকে যে, আমাদের এ পার্থিব জীবন ব্যতীত আর কোনো জীবন নেই, আর আমরা [এ এক মরণই] মরি এবং [এ এক বাঁচাই] বেঁচে থাকি, আমাদের মৃত্যু তো কেবল কালের প্রবাহেই ঘটে থাকে, অথচ তাদের নিকট এর কোনো প্রমাণ নেই, তারা কেবল অনুমানই করে চলছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. وَخَلَقَ اللّٰهُ আর আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমান ও জমিনকে بِالْحَقِّ হেকমতের সাথে وَلِتُجْزٰى এবং যেন বিনিময় প্রদান করা হয় كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেককে بِمَا كَسَبَتْ তার কৃতকর্মের وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আর তাদের প্রতি একটুও অবিচার করা হবে না।

২৩. اَفَرَءَيْتَ অতএব আপনি কি সে ব্যক্তির অবস্থা দেখেছেন مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে আপন মা'বূদ সাব্যস্ত করেছে وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ আর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন عَلٰى عِلْمٍ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও وَخَتَمَ এবং মোহর মেরে দিয়েছেন عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ কর্ণ ও অন্তরের উপর وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً আর তার চক্ষুর উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন فَمَنْ يَّهْدِيْهِ সুতরাং কে এরূপ ব্যক্তিকে হেদায়েত করবে مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ আল্লাহ (গোমরাহ করা)র পর اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ তোমরা কি তবুও বুঝ না।

২৪. وَقَالُوْا আর তারা এরূপ বলে থাকে যে مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا আমাদের এ পার্থিব জীবন ব্যতীত আর কোনো জীবন নেই نَمُوْتُ আমরা মরি وَنَحْيَا এবং বেঁচে থাকি وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ আমাদের মত্যু তো কেবল কালের প্রবাহেই ঘটে থাকে وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ, অথচ তাদের নিকট এর কোনো প্রমাণ নেই اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ তারা কেবল অনুমানই করে চলছে।

২৫. আর যখন তাদের সম্মুখে আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো পাঠ করা হয়, তখন তাদের এটা ব্যতীত আর কোনো উত্তরই থাকে না যে, তারা বলে, আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে আনয়ন কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٥﴾
২৬. আপনি বলে দিন যে, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবিত রাখেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, আবার তিনিই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই কিন্তু অধিকাংশ লোকই বুঝে না।	قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ আর যখন তাদের সম্মুখে আমার সুস্পষ্ট আয়াতগুলো পাঠ করা হয় مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوا তখন তাদের এটা ব্যতীত আর কোনো উত্তরই থাকে না যে, তারা বলে ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে আনয়ন কর اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

২৬. قُلِ আপনি বলে দিন যে اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ আল্লাহই তোমাদেরকে জীবিত রাখেন ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ আবার তিনিই তোমাদেরকে একত্র করবেন اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন لَا رَيْبَ فِيْهِ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই বুঝে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার কুরাইশ মুশরিক সম্প্রদায় রাসূল ﷺ কে তাঁর পিতৃ ধর্মে ফিরে যাওয়ার জন্য আহ্বান করতে ছিল। তাদের ভ্রান্তির দিকে দাওয়াত দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অনুসরণ না করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–(রূহুল মা'আনী ১৪৯/২৫-১৩, বাহরে মুহীত্ব ৪৭/৮, কুরতুবী ১৪২/১৬)

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

শানে নুযূল-১ : আল্লামা কালবী (র.) বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আলী (রা.), হযরত হামযা (রা.) ও হযরত উবায়দা বিন হারেছ (রা.) এবং রবীআর দু পুত্র উৎবা শাইবা ও ওয়ালীদ বিন উৎবা সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে, এ সকল নরাধমেরা মুমিন এক জনকে লক্ষ্য করে বলেছিল যে, আল্লাহর কসম! তোমরা তো মূলত কোনো কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নও। তোমরা পরজগত সম্পর্কে যা কিছু বলছ, তা যদি সত্যই হয়ে থাকে, তাহলে জাগতিক জীবনে তোমাদের অপেক্ষা আমরা যেরূপভাবে সুখী -সমৃদ্ধশালী রয়েছি, অনুরূপভাবে পর জগতেও অপেক্ষাকৃতভাবে তোমাদের থেকে আমাদের অবস্থা ভালো হবে। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এ হচ্ছে বাহরে মুহিতের বর্ণনা অনুপাতে।

শানে নুযূল-২ : কুরতুবীর বর্ণনা মতে কালবী কর্তৃক অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রবীআর দু'পুত্র উৎবা শাইবা ও ওয়ালিদ বিন উতবা এবং ঈমানদারগণ হতে হযরত আলী (রা.), হযরত হামযা (রা.) ও উবায়দা বিন হারেছ (রা.) সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে বদর অভিযানে আলোচ্য তিন ঈমানদার উক্ত তিন কাফেরের মোকাবিলায় বের হয়ে তাদেরকে হত্যা করেন। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন :

–(বাহরে মুহীত্ব ৪৮/৭, কুরতুবী ১৪৩/১৬, রূহুল মা'আনী ১৫১/২৫/১৩)

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.

শানে নুযূল- ১ : মুকাতিল বলেন, আলোচ্য আয়াত হারেছ বিন কাইস আস্সাহামী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে যে সকল নরাধমেরা বিদ্রূপ করছিল, তাদের মধ্যে সেও একজন ছিল। সে নিজের মনের বাসনা অনুযায়ী যে বস্তুটি তার পছন্দ সই হতো, সে বস্তুরই উপাসনা সে করত। সে নরাধমের চারিত্রিক অবস্থা বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। [কুরতুবী ১৪৪/১৬, বাহরে মুহীত ৪৮/৮, রুহুল মা'আনী ১৫২/২৫/১৩]

শানে নুযূল-২ : ইবনে জুরাইজ বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াত হারেছ বিন কাইস কুরাইশী গাইতালা অধিবাসীদের একজন সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। নাক্কাশ বলেন যে, আলোচ্য আয়াত হারেছ বিন নওফল বিন আব্দে মানাফ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মুকাতিলের অপর এক বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, আবূ জাহল একদা রাত্রি বেলায় ওয়ালিদ বিন মুগিরার সাথে কা'বা গৃহ তওয়াফ করে হযরত রাসূল ﷺ সম্পর্কে পরস্পরে আলোচনা করল। আবূ জাহল বলল, আল্লাহর শপথ! আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, এ লোকটি সত্যবাদী! ওয়ালীদ বিন মুগিরা বলল, থাম! এ বিষয়ে তোমাকে কিসে অবহিত করল? আবূ জাহেল বলল, হে আবূ আব্দে শামস! শুন তার বাল্যকালে আমরা তাকে اَلصَّادِقُ الْاَمِيْنُ সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত নামে ভূষিত করেছি। অতঃপর যখন তার বুদ্ধিমত্তা পরিপূর্ণতা লাভ করল এবং নবুয়ত লাভ করল, তখন আমরা তার নাম রেখেছি اَلْكَذَّابُ الْخَائِنُ "মিথ্যাবাদী ও প্রতারক করে"। আল্লাহর কসম আমি মনে প্রাণে একথা স্বীকার করি যে, লোকটি সত্যবাদী। ওয়ালীদ বিন মুগীরা বলল, তার পরও সে লোকটির প্রতি সমর্থন দিতে এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনতে তোমার বাধা কোথায়? সে বলল, আমার ব্যাপারে কুরাইশ মহিলারা কথোপকথন করছে যে, আমি পরাজিত হয়ে আবূ তালিবের এতিমের অনুসরণ করে চলছি। লা'ত ও উয্যা দেবতাদের অনুসরণ আমি কখনো করব না। তাদের সে ধারণা করার জন্যই আমি তাঁর প্রতি ঈমান গ্রহণ করি না। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ১৪৭/১৬]

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

শানে নুযূল : ইবনে উয়াইনা বলেন, জাহেলী যুগে লোকেরা বলত যে, দহর তথা প্রাকৃতিক কাল মূলত তাকেই বলা হয়, যে বস্তুটি আমাদের ধ্বংস করে এবং জীবন ও মৃত্যু দান করে। তাদের এ দাবি মূলত কোনো প্রমাণ ভিত্তিক ছিল না। তা ছিল কেবল মাত্র তাদের কল্পনা প্রসূত। সে অবান্তর কল্পনার মুখোশ উন্মোচন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ১৪৭/১৬]

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ (এরপর আমি আপনাকে ধর্মের এক বিশেষ তরিকার উপর রেখেছি।) এখানে স্মর্তব্য যে, ইসলাম ধর্মের কিছু মৌলিক বিশ্বাস রয়েছে, যেমন- তাওহীদ, পরকাল ইত্যাদি এবং কিছু কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধি-বিধান রয়েছে। মৌলিক বিশ্বাস প্রত্যেক নবীর উম্মতের জন্যই এক ও অভিন্ন। এতে কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন সম্ভবপর নয়। কিন্তু কর্মগত বিভিন্ন পয়গম্বরের শরিয়তে যুগের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। উপরিউক্ত আয়াতে এসব কর্মগত বিধানকেই 'ধর্মের এক বিশেষ তরিকা' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ কারণেই ফিকহবিদগণ এ আয়াত থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য কেবল শরিয়তে মুহাম্মদীর বিধানাবলিই অবশ্য পালনীয়। পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রাপ্ত বিধানাবলি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় নয়। সমর্থনের এক প্রকার এই যে, কুরআন অথবা হাদীসে স্পষ্ট বলা হবে যে, অমুক নবীর উম্মতের এ বিধান তোমাদের জন্যও অবশ্য পালনীয়, আর দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কুরআন পাক অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের কোনো বিধান প্রশংসাচ্ছলে বর্ণনা করবেন এবং বিধানটি আমাদের যুগে রহিত হয়ে গেছে, এরূপ বলা থেকে বিরত থাকবেন। এতেও বুঝা যায় যে, বিধানটি আমাদের শরিয়তে অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় এই বিধান শরিয়তে মুহাম্মদীর অংশ হিসেবেই অবশ্য পালনীয় হবে।

পরজগৎ এবং তাতে প্রতিদান ও শাস্তি যুক্তির আলোকেই অপরিহার্য : উল্লিখিত ২১-২২ নং আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে প্রতিদান ও শাস্তি অপরিহার্য হওয়ার একটি যুক্তি বর্ণিত হয়েছে। যুক্তিটি এই যে, এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে ভালো বা মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিফল পাওয়া যায় না, বরং সাধারণভাবে কাফের ও পাপাচারীরা অঢেল ধন-সম্পদের ও ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দাগণ উপবাস, দারিদ্র্য, ও বিপদাপদে জড়িত থাকে। প্রথমত দুনিয়াতে দুশ্চরিত্র অপরাধীদের অপরাধ অধিকাংশ সময়ই জানা যায় না, জানা গেলেও

অধিকাংশ সময় তারা ধরা পড়ে না। আবার ধরা পড়লেও হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার পরওয়া না করে তারা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে নেয়। শত শত অপরাধীর মধ্যে কেউ যদি শাস্তি পায়ও তবে তাও তার অপরাধের পূর্ণ শাস্তি হয় না। এভাবে খোদাদ্রোহী ও খেয়ালখুশির অনুসারীরা ইহজীবনে সদম্ভে প্রকাশ্য ঘুরে বেড়ায়। আর ঈমানদারগণ শরিয়তের অনুসরণ করে অনেক টাকা-পয়সা ও ভোগ-বিলাসকে হারাম মনে করে ত্যাগ করে এবং বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কেবল বৈধপন্থা অবলম্বন করে। অতএব, যদি ইহজগতের পর পরজগৎ ও পুনরুজ্জীবন এবং প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে, তবে ইহজগতে কোনো চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদিকে অপরাধ বলা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। এ ধরনের অপরাধীরা দুনিয়াতে প্রায়ই সফল জীবন-যাপন করে। চোর ও ডাকাত, এক রাত্রিতে এত ধন-সম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন গ্রাজুয়েট সারা বছর চাকরি ও পরিশ্রম করে উপার্জন করতে পারে না। এখন পরকাল ও হিসাব-নিকাশ না থাকলে এই চোর-ডাকাতকে এই ভদ্র-গ্রাজুয়েট অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। অথচ এটা কোনো বিবেকবান ব্যক্তি বলতে পারে না। তবে ইহজগতে এদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই কঠোর শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সেই অপরাধীই ধরা পড়ে, যে নির্বোধ। চালাক, চতুর ও পেশাদার অপরাধীদের জন্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ উন্মুক্ত রয়েছে। এ ঘুষের চোরা দরজাই তাদের সাজা এড়ানোর জন্য যথেষ্ট। মোটকথা স্বীকার করে নিন যে, দুনিয়াতে ভালো, মন্দ, সাধুতা ও অসাধুতা বলতে কিছু নেই-যেভাবে পার উদ্দেশ্য হাসিল করে নাও ; কিন্তু দুনিয়াতে এর কোনো প্রবক্তা নেই। কেউ এটা স্বীকার করে না। অতএব, সাধুতা ও অসাধুতার পার্থক্য স্বীকার করার পর একথাও স্বীকার করতে হবে যে, উভয়ের পরিণাম একরকম হতে পারে না। উভয়ের পরিণাম একরকম হলে এর চেয়ে বড় জুলুম আর কিছুই হবে না। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, তোমরা কি চাও, অপরাধী ও নির্দোষ ব্যক্তিকে ইহকালে ও পরকালে সমান করে দেওয়া হোক ? এটা খুবই নির্বোধ ফয়সালা। দুনিয়াতে যখন ভালো মন্দের প্রতিদান ও শাস্তি পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, তখন এর জন্য পরকালের জীবন অপরিহার্য। দ্বিতীয় আয়াতেও এ বিষয়বস্তুকেই পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে وَلِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষা ক্ষেত্র করেছেন-প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। তাই প্রত্যেক কর্মের ভালো ও মন্দের প্রতিদানও এ দুনিয়াতেই দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি।

مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ-অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করে-বলাবাহুল্য কোনো কাফের ও তার খেয়ালখুশিকে স্বীয় প্রভু অথবা উপাস্য বলে না, কিন্তু কুরআন পাকের এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, ইবাদত ও উপাসনা প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যেরই নাম। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের মোকাবিলায় অন্য কারো আনুগত্য অবলম্বন করে, তাকেই তার উপাস্য বলা হবে। অতএব, যে ব্যক্তি হালাল-হারাম ও জায়েজ- নাজায়েজের পরওয়া করে না। আল্লাহ যে কাজকে হারাম বলেছেন, সে তাতে আল্লাহর আদেশের পরিবর্তে নিজের খেয়ালখুশির অনুকরণ করে, সে মুখে খেয়ালখুশিকে উপাস্য না বললেও প্রকৃতপক্ষে খেয়ালখুশিই তার উপাস্য। জনৈক সাধক কবি নিম্নোক্ত কবিতায় এই বিষয়টিই বর্ণনা করেছেন : سوده گشت از سجده راه بتاں پیشانیم * چند برخود تہمت دین مسلمانی نہم

এতে খেয়ালখুশিকে প্রতিমা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি খেয়ালখুশিকে স্বীয় ইমাম ও অনুসৃত করে নেয়, তার সে খেয়ালখুশিই যেন তার প্রতিমা। হযরত আবূ ওমামা (র.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আকাশের নিচে দুনিয়াতে যত উপাস্যের উপাসনা করা হয়েছে, তন্মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক গর্হিত উপাস্য হচ্ছে খেয়ালখুশি। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, যে তার খেয়ালখুশিকে বশে রেখে পরকালের জন্য কাজ করে। আর সে ব্যক্তিই পাপাচারী যে তার মনকে খেয়ালখুশির পিছনে ছেড়ে দেয় এবং তারপরেও আল্লাহর কাছে পরকালের মঙ্গল কামনা করে। হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ তস্তরী (র) বলেন খেয়ালখুশিই তোমাদের রোগ। তবে যদি খেয়ালখুশির বিরোধিতা কর, তবে এ রোগই তোমাদের প্রতিষেধক। -(কুরতুবী)

وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ- دَهْر শব্দের অর্থ আসলে মহাকাল, অর্থাৎ জগতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়ের সমষ্টি ; কখনো দীর্ঘ সময়কালকে دَهْر বলা হয়। কাফেররা দলিলস্বরূপ বলেছে যে, আল্লাহর আদেশ ও ইচ্ছার সাথে জীবন ও মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এগুলো প্রাকৃতিক কারণেই অধীন। মৃত্যু সম্পর্কে তো সকলেই প্রত্যক্ষ করে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহারের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এরই নাম মৃত্যু। জীবনও তদ্রূপ, আল্লাহ তা'আলার কোনো আদেশ নয়, ; বরং উপকরণের প্রাকৃতিক গতিশীলতার মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়।

দাহর তথা মহাকালকে মন্দ বলা ঠিক নয় : কাফের ও মুশরিকরা মহাকালের চক্রকেই সৃষ্টিজগত ও তার সমস্ত অবস্থার কারণ সাব্যস্ত করত এবং সবকিছু তারই কারকতা বলে অভিহিত করত। অথচ এগুলো সব প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। তাই সহীহ হাদীসসমূহে দহর তথা মহাকালকে মন্দ বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা কাফেররা যে শক্তিকে দাহর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে, প্রকৃতপক্ষে সেই কুদরত ও শক্তি আল্লাহ তা'আলারই। তাই দাহর কে মন্দ বলার ফল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহাকালকে গালি দিও না, কেননা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই মহাকাল। উদ্দেশ্য এই যে, মূর্খরা যে কাজকে মহাকালের কাজ বলে, সেটা আসলে আল্লাহর শক্তি ও কুদরতেরই কাজ। মহাকাল কোনো কিছু নয়। এতে জরুরি হয় না যে, দাহর আল্লাহ তা'আলার কোনো নাম হবে। কেননা হাদীসে রূপক অর্থে আল্লাহ তা'আলাকে দাহর বলা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَنْ يُغْنُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ نَفِىْ جَحْد بَلَنْ دَرْ فِعْل مُسْتَقْبِلْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস نَاقِص يَائِىْ অর্থ- কোনো কাজে আসতে পারে না। অভাবমুক্ত করা, অমুখাপেক্ষী করা।

بَصَائِرُ : বহুবচন, একবচন بَصِيْرَةٌ অর্থ- স্পষ্ট প্রমাণসমূহ, খোলা উপদেশাবলি।

اِجْتَرَحُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اِجْتِرَاحٌ মূলবর্ণ (ج - ر - ح) জিনস صَحِيْح অর্থ- গোনাহ কামাই করা। অর্জন করা। সম্পাদন করা।

اَضَلَّهُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِضْلَالُ মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ- আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন পথভ্রষ্টকরণ, বিভ্রান্তকরণ।

خَتَمَ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مَاضِىْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَتْمُ মূলবর্ণ (خ - ت - م) জিনস صَحِيْح অর্থ- মোহর মেরে দিয়েছেন। মোহর লাগানো, শোষ করা, সমাপ্ত করা।

نَحْيَا : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّم বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْحَىُّ মূলবর্ণ (ح - ى - ى) জিনস لَفِيْف مَقْرُوْن অর্থ– বেঁচে থাকি। জীবিত করণ। জীবন দান।

مَايُهْلِكُنَا : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِهْلَاكُ মূলবর্ণ (ه - ل - ك) জিনস صَحِيْح অর্থ- ধ্বংস করা, নষ্ট করা।

اِئْتُوْا : সীগাহ جَمْع مُذَكَّر حَاضِرْ বহছ اَمَر حَاضِرْ مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (ا - ت - ى) জিনস مُرَكَّبْ (مَهْمُوز فَاء ও نَاقِص يَائِىْ) অর্থ- আনয়ন কর, আসা, আপতিত হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ : এখানে وَاو টি حَالْ এবং مَا টি نَافِيَه আর لَهُمْ টি خَبَر مُقَدَّمْ। مِنْ টি حَرف جَرّ زَائِدْ এবং عِلْم টি لَفْظًا মাজরূর এবং مَحَلًّا মারফূ' এবং مُتَعَلِّقْ -এর সাথে عِلْم শব্দটি بِذَالِكَ এই ভিত্তিতে যে, এটা مُبْتَدَأ مُؤَخَّر আর إن টি نَافِيَة এবং هُمْ টি مُبْتَدَأ আর اِلَّا টি সীমাবদ্ধতার অব্যয়; يَظُنُّوْنَ শব্দটি خَبَرٌ –[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৭, পৃ. ১৪৯]

২৭. আর আল্লাহ তা'আলারই রাজত্ব রয়েছে– আসমানসমূহে ও জমিনে; এবং যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সেদিন বাতিলপন্থিরা ক্ষতিতে নিপতিত হবে।	وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. আর [সেদিন] আপনি প্রত্যেক দলকে দেখতে পাবেন যে, তারা [ভয়ে] জানুর উপর পতিত হবে। প্রত্যেক দলকে তাদের আমলনামার দিকে আহ্বান করা হবে; [এবং বলা হবে] আজ তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় প্রাপ্ত হবে।	وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۣ كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَا ۭ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾
২৯. এটা [এ আমলনামা] আমার দফতর– যা তোমাদের সম্মুখে ঠিক ঠিক বলছে; আমি [পৃথিবীতে ফেরেশতাদের দ্বারা] তোমাদের কার্যাবলি লিপিবদ্ধ করিয়ে রাখতাম [এটা তারই সমষ্টি]।	هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۭ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٩﴾
৩০. অতএব, যারা ঈমান এনেছিল ও নেক কাজ করেছিল, ফলত তাদেরকে তাদের প্রতিপালক স্বীয় রহমতে দাখিল করবেন; এটাই স্পষ্ট সফলতা।	فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. وَلِلّٰهِ مُلْكُ আর আল্লাহ তা'আলারই রাজত্ব রয়েছে السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান সমূহে ও জমিনে وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ এবং যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে يَوْمَئِذٍ يَّخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ সেদিন বাতিলপন্থিরা ক্ষতিতে নিপতিত হবে।

২৮. وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ আর আপনি প্রত্যেক দলকে দেখতে পাবেন যে جَاثِيَةً তারা (ভয়ে) জানুর উপর পতিত হবে كُلُّ اُمَّةٍ প্রত্যেক দলকে تُدْعٰٓى আহবান করা হবে اِلٰى كِتٰبِهَا তাদের আমলনামার দিকে اَلْيَوْمَ আজ تُجْزَوْنَ তোমরা বিনিময় প্রাপ্ত হবে مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কৃতকর্মের।

২৯. هٰذَا كِتٰبُنَا এটা আমার দফতর يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ যা তোমাদের সম্মুখে ঠিক ঠিক বলছে اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ আমি লিপিবদ্ধ করিয়ে রাখতাম مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ তোমাদের কার্যাবলি।

৩০. فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অতএব, যারা ঈমান এনেছিল وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ও নেক কাজ করেছিল فَيُدْخِلُهُمْ ফলত তাদেরকে দাখিল করবেন رَبُّهُمْ তাদের রব فِيْ رَحْمَتِهٖ স্বীয় রহমতে ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ এটাই স্পষ্ট সফলতা।

আরবি	অনুবাদ
وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۟ اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣١﴾	৩১. আর যারা কাফের ছিল, [তাদেরকে বলা হবে যে,] তোমাদেরকে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হতো না; কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা বড়ই অপরাধপরায়ণ ছিলে।
وَاِذَا قِيْلَ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُمْ مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ ۙ اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿٣٢﴾	৩২. আর যখন বলা হতো যে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে, কিয়ামত কি তা আমরা জানি না? কেবল কল্পনাবৎ ধারণা তো আমাদেরও হয়, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় না।
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٣﴾	৩৩. এবং তাদের নিকট তাদের সমস্ত মন্দকাজ প্রকাশ হয়ে পড়বে, আর যে [আজাব] সম্বন্ধে তারা উপহাস করত, তা এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।
وَقِيْلَ الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٤﴾	৩৪. এবং বলা হবে, আজ তোমাদেরকে ভুলেছি [রহমত হতে বঞ্চিত করেছি] যেমন, তোমরা তোমাদের এ দিবসের আগমনকে ভুলে গিয়েছিলে, আর জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল এবং কেউই তোমাদের সাহায্যকারী নেই।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর যারা কাফের ছিল اَفَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ তোমাদের কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হতো না فَاسْتَكْبَرْتُمْ কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ এবং তোমরা বড়ই অপরাধ পরায়ণ ছিলে।

৩২. وَاِذَا قِيْلَ আর যখন বলা হতো যে اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَا এবং কিয়ামত সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই قُلْتُمْ তখন তোমরা বলতে مَّا نَدْرِيْ আমরা জানিনা مَا السَّاعَةُ কিয়ামত কি? اِنْ نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا কেবল কল্পনাবৎ তো ধারণা তো আমাদেরও হয় وَّمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় না।

৩৩. وَبَدَا لَهُمْ এবং তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا তাদের সমস্ত মন্দ কাজ وَحَاقَ بِهِمْ আর তা এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যে (আজাব) সম্বন্ধে তারা উপহাস করত।

৩৪. وَقِيْلَ এবং বলা হবে الْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ আজ তোমাদেরকে ভুলেছি كَمَا نَسِيْتُمْ যেমন তোমরা ভুলে গিয়েছিলে لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا তোমাদের এ দিবসের আগমন কে وَمَاْوٰىكُمُ النَّارُ আর জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ এবং কেউই তোমাদের সাহায্যকারী নেই।

ذٰلِكُمْ بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَّغَرَّتْكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ﴿٣٥﴾	৩৫. এটা [এ শাস্তি] এজন্য যে, তোমরা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ নিয়ে বিদ্রূপ করতে, আর পার্থিব জীবন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল, [ফলে তোমরা আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছিলে,] অতএব, আজ তাদেরকে না দোজখ হতে বহির্গমন করা হবে, আর না তাদের হতে আল্লাহর ক্রোধ প্রশমনের উপায় চাওয়া যাবে।
فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٦﴾	৩৬. বস্তুত সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য যিনি নভোমণ্ডলের প্রতিপালক এবং ভূমণ্ডলের প্রতিপালক [এবং] সমগ্র জগতের প্রতিপালক।
وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۪ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٧﴾	৩৭. আর তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজমান রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে এবং তিনিই মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৫. ذٰلِكُمْ এটা এজন্য যে بِاَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ তোমরা করতে اٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ নিয়ে هُزُوًا বিদ্রূপ وَّغَرَّتْكُمُ আর তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا পার্থিব জীবন فَالْيَوْمَ অতএব, আজ لَا يُخْرَجُوْنَ مِنْهَا তাদেরকে না দোজখ হতে বহির্গমন করা হবে وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ আর না তাদের থেকে আল্লাহর ক্রোধ প্রশমনের উপায় চাওয়া যাবে।

৩৬. فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ বস্তুত সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই জন্য رَبِّ السَّمٰوٰتِ যিনি নভোমণ্ডলের প্রতিপালক وَرَبِّ الْاَرْضِ এবং ভূমণ্ডলের প্রতিপালক رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

৩৭. وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ আর তারই শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজমান রয়েছে فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহে ও জমিনে وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ এবং তিনিই মহা পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً - جُثُوٌّ এর অর্থ নতজানু হয়ে বসা। ভয়ের কারণে এভাবে বসবে। كُلَّ اُمَّةٍ (প্রত্যেক দল) শব্দ থেকে বাহ্যত বুঝা যায় যে, মুমিন, কাফের, সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলেই হাশরের ময়দানে ভয়ে নতজানু হয়ে বসবে। কোনো কোনো আয়াত ও রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, হাশরের ময়দানে পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ ভীত হবেন না। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থি নয়; কেননা অল্প কিছুক্ষণের জন্য এই ভয় ও ত্রাস পয়গম্বর ও সৎলোকদের মধ্যেও দেখা দেওয়া সম্ভবপর। কিন্তু যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্য এই ভয় দেখা দেবে, তাই একে না হওয়ার পর্যায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। এটা ও সম্ভবপর যে, 'প্রত্যেক দল' বলে অধিকাংশ হাশরবাসী বুঝানো হয়েছে। كُلَّ শব্দটি মাঝে মাঝে অধিকাংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ جَاثِيَةً এর অর্থ করেছেন নামাজে বসার ন্যায় বসা; এমতাবস্থায় কোনো খটকা থাকে না। কেননা এটা আদবের বসা-ভয়ের নয়।

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا : অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে কিতাব অর্থ দুনিয়াতে ফেরেশতাগণের লিখিত আমলনামা। হাশরের ময়দানে এসব আমলনামা উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে পৌছে যাবে। তাকে বলা হবে, اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا অর্থাৎ, তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর এবং নিজেই হিসাব কর কি প্রতিফল তোমার পাওয়া উচিত। আমলনামার দিকে আহবান করার অর্থ আমলের হিসাবের দিকে আহবান করা।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تُدْعَى : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ مُضَارِع مَجْهُوْل বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د – ع – و) জিনস نَاقِص وَاوِى অর্থ- আহ্বান করা হবে। ডাকা, আহবান করা।

يَنْطِقُ : সীগাহ وَاحِد مُذَكَّر غَائِبْ বহছ مُضَارِع مَعْرُوْف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَنْطِقُ মূলবর্ণ (ن – ط – ق) জিনস صَحِيْح অর্থ- বলছে। কথা বলা।

نَظُنُّ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلظَّنُّ মূলবর্ণ (ظ - ن - ن) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– ধারণাতো আমাদেরও হয়।

غَرَّتْكُمْ : সীগাহ وَاحِد مُؤَنَّث غَائِبْ বহছ مَاضِى مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُرُوْرُ মূলবর্ণ (غ - ر - ر) জিনস مُضَاعَف ثُلَاثِىْ অর্থ– তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল।

نَسْتَنْسِخُ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِنْسَاخُ মূলবর্ণ (ن – س – خ) জিনস صَحِيْح অর্থ- লিপিবদ্ধ করিয়ে রাখতাম। অনুলিপি করা, লিপিবদ্ধ করা।

مُسْتَيْقِنِيْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ বহছ اِسْم فَاعِلْ বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِيْقَانُ মূলবর্ণ (ى – ق – ن) জিনস مِثَال يَائِى অর্থ- আমাদের বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস করা, নিশ্চিত হওয়া।

نَنْسَاكُمْ : সীগাহ جَمْع مُتَكَلِّمْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن – س – ى) জিনস نَاقِص يَائِى অর্থ- ভুলে যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া।

يُسْتَعْتَبُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَجْهُوْل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِعْتَابُ মূলবর্ণ (ع – ت - ب) জিনস صَحِيْح অর্থ- সন্তুষ্ট করা, অনুগ্রহ কামনা করা

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ : এখানে اَلْيَوْمَ টি ظَرْف হয়ে تُجْزَوْنَ-এর সাথে مُتَعَلِّقْ হয়েছে। تُجْزَوْنَ শব্দটি فِعْل مُضَارِع مَجْهُوْل বহুবচনের واو টি نَائِب فَاعِلْ এবং مَا টি تُجْزَوْنَ-এর দ্বিতীয় مَفْعُول بِه ; আর পূর্ণ বাক্যটি مَقُوْل এবং قَوْل টি উহ্য। অর্থাৎ উহ্য ইবারত হচ্ছে– يُقَالُ لَهُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ : كَانَ এবং তার اِسْم শব্দটি তার خَبْر আর পূর্ণ বাক্যটি مَا اسْم مَوْصُوْلَه -এর صِلَة -[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৭. পৃ. ১৫২]